ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ২।৩ সংখ্যা।	১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুণ রবিবার, ১৭৯৮ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে ভক্তমণ্ডলীর রাজা, আনন্দধামবাসী ঈশ্বর! তুমি যেখানে অমরাত্মা মুক্ত পুরুষদিগকে লইয়া চিরদিন উৎসব করিতেছ, যেখানে দিন নাই রাত্রি নাই, যোগানন্দের বিশ্রাম নাই, তাহার অদূরে আমাকে একটু স্থান দান কর। আমি অস্পৃশ্য কলঙ্কী, সাধুসহবাসের অনুপযুক্ত তাহা জানি; জানিয়াও এই প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে এমন স্থানে রাখ যেখান হইতে আমি তোমার ঐ প্রেমধামের শোভা নিরীক্ষণ করিতে পারি, এবং সাধুসঙ্গের পবিত্র শীতল বায়ু সেবন করিয়া বিগতক্লম হইতে সমর্থ হই। আমি দেখিব তোমার চিরসহবাসী ভক্ত সন্তানগণ কিরূপে তোমার সঙ্গে বিহার করেন, তোমার ক্ষণকাল বিরহে তাঁহাদের প্রাণ কেমন আকুল হয়, তোমাকে লইয়া তাঁহারা কেমন আমোদ করেন তাহা দেখিয়া শিখিব। কেমন করিয়া তোমার জন্য ক্রন্দন করিতে হয় তাহাও সেই প্রেমবিগলিত চিত্ত মহাত্মাদিগের নিকট শিক্ষা করিব। আহা! কি রমণীয়, সে ভাব চিন্তা করিলেও হৃদয় পুলকিত হয়। আমরা পৃথিবীতে পাপ জঞ্জাল মোহ কোলাহলের মধ্যে কখন কোন শুভযোগে যে কিঞ্চিৎ পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করি সেই আনন্দের সাগরে তাঁহারা দিবা নিশি নিমগ্ন রহিয়াছেন। হে দেব! তুমিই তাঁহাদের চিরআবাস স্থান হইয়া রহিয়াছ। আমি মন্দভাগ্য পাপমতি, নিজদোষে তোমার সহবাসসুখের উচ্চ অধিকার হারাইয়া শোক করিতেছি। তথাপি হে দীনবন্ধো! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার আশার বস্তু আমার চক্ষের সম্মুখে ভাল করিয়া ধর তাহা দেখিয়া আমি প্রলুব্ধ হইতে পারি। তোমার গৃহে মহা সমারোহের সহিত প্রতিদিন মহোৎসব হইতেছে, কত সাধু কত প্রেমিক ভক্তবৃন্দ সেখানে প্রাণ পূর্ণ করিয়া স্বর্গীয় অমৃত ভোজন করিতেছেন, আমার ন্যায় দুঃখী তাহা দূর হইতে দর্শন করুক। তাঁহাদের আহ্লাদ সন্দর্শন করিয়া এবং প্রেমানন্দের গভীর ধ্বনি শুনিয়া আমার চিত্ত ব্যাকুল হউক। আমাকে অনুমতি দাও আমি সতৃষ্ণ নয়নে ঐ মনোহর দর্শন এবং শ্রবণসুখ অনুভব করি। দেখিলে শুনিলেও আমি কৃতার্থ হইব। দরিদ্র কাঙ্গাল আমি, তোমার প্রেমের চিরভিখারী, কৃতাঞ্জলি পুটে প্রার্থনা করিতেছি, যে উৎসব কখন ভঙ্গ হয় না, যেখানে অজস্র ধারে প্রেমস্রোতঃ বহিতে থাকে, যাহা পুরাতন হয় না, এবং ফুরায় না সেই চির মহোৎসবের মন্দিরের এক পার্শ্বে আমাকে দয়া করিয়া এক বিন্দু স্থান দাও।

সপ্তচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

ঈশ্বর যাঁহার চক্ষে চিরনূতন দেবতা, অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অতলস্পর্শ গভীর প্রেমের প্রস্রবণ তাঁহারই নিকট ব্রহ্মোৎসব চিরকাল নূতন এবং সরস। শ্রবণ, দর্শন, সম্ভোগ ও বিতরণ করিবার সামগ্রী তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েন। ধন্য তিনি, সুখী সেই মনুষ্য যিনি প্রতি বর্ষে বর্ষে এইরূপে উৎসবানন্দ উপভোগ করিয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে মধুময় করিতে পারিয়াছেন। অবস্থার দাস মলিন মানবের ক্ষণিক আনন্দ সম্ভোগ কেবল দুঃখ বিষাদকে ঘনীভূত করে, নিমেষের জন্য উজ্জ্বলালোক দর্শন পরিশেষে প্রগাঢ় মোহান্ধকারে পরিণত হয়। তথাপি অস্মদাদির ন্যায় বদ্ধ জীবগণের পক্ষে বর্ষে বর্ষে এই রূপ এক একটী উৎসব যে অশেষ মঙ্গলের নিদান তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। কৃপাময় পরম দয়াশীল ঈশ্বরের প্রসাদে এবারকার সাম্বৎসরিক মহোৎসব অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। বিদেশ হইতে সমাগত বন্ধুগণের সুখকর সহবাসে, সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর উৎসাহপূর্ণ বিনীত মুখশ্রী সন্দর্শনে আমরা অতুলানন্দ লাভ করিয়াছি। সেই সর্ব্বসুখদাতা, চির শুভাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে বারম্বার অভিবাদন করিয়া এবং ব্রাহ্মভ্রাতৃগণকে প্রীতি ও বিনয় সহকারে নমস্কার করিয়া আমরা বিগত উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। উৎসব উপলক্ষে তেজপুর, মৈমনসিংহ, ঢাকা, জঙ্গলবাড়ী, গৌরনগর, পাবনা, আহমদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, জলন্দর, মুঙ্গের, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়াছিলেন।

৭ই মাঘ শুক্রবার—নবরাগরঞ্জিত শুভ্র সুন্দর ব্রহ্মমন্দির আলোকমালা ও শ্রোতৃমণ্ডলীতে পরিশোভিত হইলে রজনী অষ্টম ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইংরাজি উপাসনা, প্রার্থনা ও উপদেশ দ্বারা উৎসবের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। প্রথমে একটী প্রার্থনা হইল পরে কতিপয় ইয়ুরোপীয় ভদ্র মহিলা সঙ্গীত করিলেন। এই সুমিষ্ট প্রার্থনা, সঙ্গীত এবং একটী পঠিত আখ্যায়িকা শ্রবণে আমাদের চিত্ত আর্দ্রীভূত হইয়াছিল; পরে সংক্ষেপে উপাসনা করিয়া বক্তা একটী উপদেশ দান করিলেন। ঈশ্বরের সহিত সম্মিলিত হওয়াই সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং সেই সম্মিলন বা যোগ হইতেই পরমানন্দ সমুৎপন্ন হয়। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার এই যোগ সম্পাদনের জন্য সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর মধ্য দিয়া আসিয়াছে; যখন যেখানে যে সকল ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ইহাই বক্তৃতার সার মর্ম্ম। প্রথমতঃ তিনি দেখাইয়া দেন ভারতবর্ষের উন্নত জ্ঞানী ধর্ম্মসাধকদিগের মধ্যে গভীর যোগ ধ্যান ও চিন্তার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল এবং সামান্য লোকেরা ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। মহম্মদ মুসলমানদিগকে এক ঈশ্বরের বশীভূততা শিক্ষা দিয়া জীবব্রহ্মের মধ্যে যোগ সম্পাদন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে আর একটী বিশেষ ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ঈশ্বরের আদেশের নিকট মনুষ্যের আত্মসমর্পণ অর্থাৎ "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" ঈশার এই সার উপদেশ। তদনন্তর তিনি বলিলেন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপার্জ্জিত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভাব ব্রাহ্মসমাজের প্রদত্ত শিক্ষার সহিত মিলিত করিয়া ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মযোগানন্দ সম্ভোগ করুন।

বিদেশী ভাষায় উপাসনাদি হইলেও তজ্জন্য তৃপ্তি লাভের ব্যাঘাত হয় নাই। সাহেব বিবিরা হারমনিয়ামের সহিত চারিটী অতি মনোহর সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। উপাসকগণ আদ্যোপান্ত নিস্তব্ধভাবে শুনিয়াছিলেন। ইংরাজ শ্রোতার মধ্যে মেঃ ড্যাল্ এবং ফাদার লাফোঁ ও আর কয়েকটী উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বার অপেক্ষা এবারকার ইংরাজি উপাসনা অতীব প্রীতিকর এবং সুমিষ্ট হইয়াছিল বলিতে

হইবে। প্রতাপ বাবু যে সুন্দর আখ্যায়িকাটী পাঠ করেন তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা গেল। ইহা "মওলানারোম্" নামক পারস্য গ্রন্থ হইতে প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত গিরিশ্চন্দ্র সেন মহাশয় বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন পরে তাহা পুনরায় স্ত্রীবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির কোন ছাত্রী দ্বারা ইংরাজিতে অনুবাদিত এবং প্রতাপ বাবু দ্বারা সংশোধিত হইয়া থিইষ্টিক্ এনুয়েলে বাহির হইয়াছে।

এক দিন মুশা দেখিলেন যে এক রাখাল রাস্তায় বসিয়া বলিতেছে, হে পরমেশ্বর! হে প্রভো! তুমি কোথায়? আমি তোমার দাস হইব। তোমার কাপড় শিলাই করিব, তোমার কেশ আঁচড়িয়া দিব। হে আমার ঈশ্বর! আমার প্রাণ তোমাকে উৎসর্গ করিলাম। আমার সমুদায় সন্তান সন্ততি গৃহ সম্পত্তি তোমার হইল। তুমি কোথায়? এস, আমি তোমার কেশ আঁচড়িয়া দি, কাপড় শিলাইকরি। বস্ত্রে কীট মাথার উকুন বাছিয়া ফেলি। হে গৌরবান্বিত প্রভো! আমি তোমার জন্য দুগ্ধ আনয়ন করিব, আত্মীয়ের ন্যায় তোমার শুশ্রূষা করিব, তোমার হস্ত চুম্বন করিব, ও পা টিপিয়া দিব। সর্ব্বদা তোমার গৃহের তত্ত্বাবধান করিব। সকালে ও বিকালে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, রুটি পনির যোগাইব। আমার দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করা, তোমার ভোগ করা হইবে। আমার ছাগপাল তোমাকে উৎসর্গ করিলাম। ছাগপাল সম্বন্ধে আমার হি হি ও হয় হয় শব্দ তোমার উদ্দেশে হইবে। রাখাল এই প্রকার অনেক কথা বলিতেছিল। তখন মুশা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে! কাহার সঙ্গে তোমার কথা হইতেছে? রাখাল বলিল, যিনি আমাকে ও এই পৃথিবী এবং স্বর্গলোক সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে। ইহা শ্রবণ করিয়া মুশা বলিলেন, হা! তুই পাগল হইয়াছিস্, কাফের হইয়াছিস, এ কি প্রলাপ, অনর্থক উক্তি! তুই তুলা দ্বারা মুখ বন্ধ করিয়া রাখ্। তোর এই অসাধু কথায় জগৎ কলঙ্কিত হইবে, ধর্ম্মের সুন্দর পরিচ্ছদ ছিন্ন হইবে। বস্ত্র পরিধান তোকেই সাজে, এ সকল ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি কখনও উপযুক্ত? তুই এই সকল কথা বন্ধ না করিলে এক অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া লোককে দগ্ধ করিবে। তুই কাহার সঙ্গে অযথা উক্তি করিতেছিস্? ঈশ্বর সাকার হইলেন? তিনি কি সৃষ্ট পদার্থ যে দুগ্ধ পান করিবেন? তাঁহার কি শরীর আছে যে বস্ত্র পরিধান করিবেন? এ সকল কথা আমাদের জন্য খাটে, আমি তোমার তুমি আমার, তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাই যথেষ্ট! স্বয়ং ঈশ্বরের সম্বন্ধে এরূপ অযুক্ত কথা বলিলে হৃদয় তিমিরাচ্ছন্ন ও নির্জীব হয়। যদি তুই পুরুষকে স্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিস্, স্ত্রী পুরুষ এক মনুষ্য জাতি হইলেও তোকে মারিবার উপক্রম করা আশ্চর্য্য নহে। স্ত্রী সম্বন্ধেই স্ত্রী কথাটী খাটে, পুরুষকে তাহা বলিলে প্রহার পাইতে হয়। আমাদের উপকারের জন্য হস্ত পদের সৃষ্টি হয়, পবিত্র ঈশ্বরের সম্বন্ধে বিকার। তিনি সকলের স্রষ্টা, সৃষ্ট বস্তুই সাকার বটে।

ইহা শুনিয়া রাখাল বলিল, হে মুশা! তুমি আমার মুখ বন্ধ করিলে, দুঃখানলে প্রাণকে দগ্ধ করিলে, এই বলিয়াই সে বক্ষে আঘাত করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে অবনত মস্তকে প্রান্তরাভিমুখে চলিয়া গেল। তখন পেগম্বর মুশার প্রতি ঈশ্বরের এই প্রত্যাদেশ হইল,—মুশা! তুমি আমার ভৃত্যকে কেন দূর করিলে? তুমি সম্মিলন সাধনের জন্য আসিয়াছ, বিয়োগ সম্পাদন জন্য নয়, যত দূর সাধ্য বিচ্ছেদের বর্ত্মে পদার্পণ করিও না। আমি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি দান করিয়াছি। এক জনের প্রকৃতি তাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত তোমার সম্বন্ধে তাহা অনুপযুক্ত। তাহার সম্বন্ধে উহা মধু, তোমার সম্বন্ধে উহা বিস। তাহার সম্বন্ধে জ্যোতিঃ তোমার সম্বন্ধে অগ্নি। তাহার সম্বন্ধে সুকোমল পুষ্প, তোমার সম্বন্ধে কণ্টক। তাহার সম্বন্ধে কল্যাণ, তোমার সম্বন্ধে অকল্যাণ। আমি সর্ব্ব প্রকার পার্থিব পবিত্রতা ও অপবিত্রতা চতুরতা ইত্যাদি হইতে মুক্ত। আমি নিজের উপকারের জন্য কাহাকেও সৃষ্টি করি নাই, বরং আমি সকলের উপকার করি। আমি কাহারও স্তুতিতে শুদ্ধ হই না, বরং স্তুতিকারী তাহাতে পবিত্র ও উজ্জ্বল হয়। আমি বাহ্য বেশ দর্শন করি না, ও বাক্য শ্রবণ করি না, অন্তর ও ভাব দেখি। বাক্য বিনয় ও কোমলতাশূন্য হইলেও হৃদয় প্রেমে বিগলিত হইলেই তাহার প্রতি দৃষ্টি করি, যেহেতু হৃদয়ই সার বস্তু, কথা হৃদয়ের প্রকাশ মাত্র। কথার প্রাণ হৃদয়, হৃদয় মুখ্য বস্তু। প্রেমের অগ্নি অন্তরে প্রজ্বলিত কর, চিন্তা ও ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ কর। হে মুশা! ভাষানীতিজ্ঞ লোক এক প্রকার, প্রেমিক অন্য প্রকার। প্রেমিকের প্রত্যেক নিঃশ্বাস জ্বলন্ত। যদি তাহার কথায় দোষ হয় মন্দ বলিও না। তাহার এই একটী দোষ শত গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের উদ্দেশে যে শোণিতাক্ত হইয়াছে, তাহার শোণিত ধৌত করিও না। পানীয় অপেক্ষা ধর্ম্মার্থে হত ব্যক্তির শোণিত শ্রেষ্ঠ। তুমি প্রেমোন্মত্তদিগের নিকট শিষ্টাচার চাহিও না। যাহারা মত্ত হইয়া বস্ত্র ছিন্ন করিয়াছে, তাহাদের বস্ত্র শিলাই করিও না। প্রেমের ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা স্বতন্ত্র। প্রেমিকের ধর্ম্ম ঈশ্বর মাত্র। মুশা এই রূপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। রাখাল অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল, তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া তাহার চরণ ধারণপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৮ই শনিবার অপরাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে একটী সাধারণ সভা হয়। প্রথমে প্রচার বিবরণ, গত বর্ষের আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত হইয়া দুই

একটী প্রস্তাব ধার্য্য হইল। সমুদায় দেশের জ্ঞানী, সমাজসংস্কারক,ধর্ম্মসংস্কারক, দেশহিতৈষী ব্যক্তি-দিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। তদনন্তর কয়েক জন ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত এক খানি পত্র আচার্য্য মহাশয়ের হস্তে সমর্পিত হয়। তাহার মধ্যে তিনটী প্রস্তাব ছিল। (১) মন্দিরের ঋণ পরিশোধ, ট্রাষ্টি নিযুক্ত, (২) ব্রাহ্ম সংখ্যার তালিকা সংগ্রহ করা। (৩) প্রতিনিধি সভা। ঋণ পরিশোধের জন্য আর চারি মাস কাল অপেক্ষা করিবার কথা স্থির হইল, সুতরাং তৎসঙ্গে ট্রাষ্টির প্রস্তাব আপাততঃ রহিত রহিল। শেষ প্রস্তাব লইয়া ক্ষণকাল অনর্থক বিতণ্ডা হইয়াছিল। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইবার জন্য সর্ব্বসম্মতিতে প্রস্তাবকর্ত্তাদিগের উপরেই ভার দেওয়া হইল। কিরূপ প্রণালীতে ইহা সম্পন্ন হইবে তাহা তাঁহাদের বিচারাধীনে রহিল।

৯ই রবিবার প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপাসনা করেন। তাঁহার বিনয় ও ভক্তিভাবপূর্ণ উপদেশ, উপাসনা এবং পঠিত শ্লোকে হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। উপাসকের সংখ্যা নিতান্ত কম হয় নাই, উৎসবের ন্যায় মন্দির পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার উপদেশটী এই ;—

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কি করিলাম? এত কাল অতিবাহিত হইল; কিন্তু জীবনে কি সম্বল সঞ্চিত হইল? পূর্ব্বে যে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপীড়িত হইতাম, এখনও সে সকল ইন্দ্রিয় শরীর মনকে কলঙ্কিত করিতেছে। আরত বিলম্ব নাই। মৃত্যুও অপেক্ষা করিবে না। বয়সও শেষ হইয়া আসিল। কি কার্য্য করিলাম সংসারে? ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া অদ্বিতীয় ত্রিভুবনপতি পরব্রহ্মের উপাসনা শ্রবণ করিলাম, সেই বিশুদ্ধ উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করিলাম, মনে করিয়াছিলাম ইহা দ্বারা বিশুদ্ধ হইব; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইতে পারি নাই, এখনও যে সংসারের সুখাসক্তি মনকে আক্রমণ করে। এখনও যে ভক্তিভাবে তাঁহার নাম গান করিব এবং তাঁহার নাম গান করিতে করিতে মন প্রেমে বিগলিত হইবে, সে ভাব হয় নাই। কেন সেই ভাব উদয় হয় না? কেন হয় না? ঘোরদর্শন সেই অহঙ্কার রিপু প্রাণমধ্যে অবস্থান করিয়া সকল আশা ভরসাকে দূর করিয়া দিতেছে। ভক্তদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহাদের জীবনে পাঠ করিয়াছি,জীবনকে তৃণেরমত করিতে না পারিলে তাঁহার নামে মতি হয় না, তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র হওয়া যায়না; কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেইরূপ হইতে পারিতেছিনা। কতবার মনে করি তাঁহার পদতলে পড়িয়া থাকিব, মনে করি মনুষ্য যদি আমাকে কটু বলে আমি তাঁহার পদ চুম্বন করিব; কিন্তু কার্য্যের সময় সে প্রতিজ্ঞা থাকে না। অহঙ্কারী মন কিছুতেই বশীভূত হয় না। এইরূপে জীবন চলিয়া গেল। এই প্রার্থনা মনে,প্রেমময়ের নাম কীর্ত্তন করিব, সেই মধুর হরিনামে প্রাণ কৃতার্থ হইবে, সেই নামে কত মহাপাপী পরিত্রাণ পাইয়াছে; কিন্তু এই অধম জীবনে সেই নামের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইল না। নামের মধ্যে যদি সেই প্রচুর সৌন্দর্য্য দেখিতে না পাই, তবে কি রূপে তাঁহার পদাশ্রয় পাইব? অহঙ্কারী উদ্ধত ব্যক্তি কিরূপে তাঁহাকে পাইবে? আমার পক্ষে সেই নামই সার। ভজন সাধন ভাল জানি না। ভক্তিভাবে তাঁহার নাম করিব, তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে করিতে প্রেমে বিগলিত হইব, এই আমার আশা, ইহাতেই আমার গতি। যাঁহারা সাধন ভজন এবং যোগ তপস্যা করিয়া প্রভুর প্রেমে মগ্ন হন তাঁহারা ধন্য! কিন্তু আমার ন্যায় নরাধম যাহার একবার ভক্তিভাবে নাম গ্রহণ করিতেও সময় হয় না তাহার কি গতি হইবে? আরত বিলম্ব নাই। এখন যাহাতে সেই নামটী সার করিতে পারি, সেই নামরসে বিগলিত হইতে পারি,এই প্রার্থনা। এখন ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন বাস্তবিক মাটির ন্যায়, ধূলির ন্যায় হইয়া তাঁহার ভক্তদিগের চরণতলে বসিতে পারি। শুষ্ক ধর্ম্মের মত, কর্ম্মানুষ্ঠান, সংসারের সভ্যতা প্রাণকে তুষ্ট করিতে পারে না,তাহার মধ্যে শান্তি নাই,নির্জ্জনে বসিয়া কেবল প্রভুর নাম করিব। যাঁহারা সভ্যতা বিস্তার করিতে চান করুন; কিন্তু দয়াময় আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার নামে রতি ভিন্ন প্রেম হয় না। আর অধিক এই বিষয়ে কি বলিব? অদ্য অপরাহ্নে যে নাম কীর্ত্তন হইবে, তাহাতে যেন ভক্তিভাবে যোগ দিতে পারি। তাহা হইলে সেই নামে প্রাণ মন শুদ্ধ এবং সুশীতল হইবে। সকল পাপ তাপ এবং দুঃখ যন্ত্রণা চলিয়া যাইবে। ভক্তিভাবে দয়াময়ের নামরসে মগ্ন হইয়া থাকিব এখন ইহাই যেন জীবনের সার হয়। আর যেন জীবনকে অবহেলা না করি। প্রতিদিন ভক্তিভাবে যেন নাম গান করিতে পারি। সেই চিরশান্তির অবস্থায় যেন সুখে বাস করিতে পারি।

অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে নগর সংকীর্ত্তনের জন্য সকলে সমবেত হন। অন্তঃপুর প্রাঙ্গন চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিতএবং বহু সংখ্যক পুষ্পমালায় পরিশোভিত হইয়া মনোহর দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। দর্শক

নরনারী বালক বালিকা এবং ব্রাহ্মগণে সভার চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইলে প্রথমে দুই তিনটী সংকীর্ত্তন হয়। এই উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে হিন্দু-পরিবারের অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত মহিলা বিশেষ উৎসাহের সহিত উপস্থিত হইয়া থাকেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকাগণ ধৌত ও নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করত আপনাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করে। কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, কেহবা দৌড়াদৌড়ি করিয়া কোলাহল করে। ফলতঃ দৃশ্যটী সর্ব্বতোভাবে উৎসবের ন্যায় হয়। কয়েকটী সংকীর্ত্তনের গান হইলে আচার্য্য মহাশয় একটী প্রার্থনা করিলেন, তদনন্তর পতাকা হস্তে সকলে নগরের রাজপথে বহির্গত হন। এবার নগরসংকীর্ত্তনের জন্য দুইটী সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। প্রথমটী প্রার্থনার ভাবের, ইহা বাটীতে গীত হয়। দ্বিতীয়টী পথে গাইতে গাইতে ব্রহ্মমন্দিরের দিকে সকলে গিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত মুদিয়ালী ও বেণিয়াপুকুরের গায়কগণ একটী স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া উৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। লোক সংখ্যা অধিক না হউক অল্প বোধ হয় নাই। বাহিরে বহির্গত হইবার সময় গাত্রে গাত্রে যেরূপ সংঘর্ষণ হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। নূতন দুইটী সঙ্কীর্ত্তন আমরা এই স্থলে প্রকাশ করিলাম।

ওহে দয়াময় হরি, দুঃখহারী, দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, পতিতপাবন। কাঙ্গালপানে, প্রেমনয়নে, চাও হে একবার; এক বিন্দু ভক্তিসুধা, কর হে বিতরণ।

আমি আপন করম দোষে, বন্দী হয়ে মায়াপাশে, পাইলাম কতই যাতনা; (তোমায় না ভজিয়ে হে) এখন কাতরে করি মিনতি, দাও আমারে সুমতি, যেন ও চরণে পড়ে থাকি; (আশায় বুক বেঁধে হে) ত্যজিয়ে সংসারবাসনা, হয়ে বৈরাগী, করি সদা তোমার গুণ কীর্ত্তন।

পিপাসিত মম হৃদয়। কর হে সুধা বরষণ। নাথ নবজলধর তুমি, তৃষিত চাতক আমি, বিষয়বারি পানে, বাঁচিব কেমনে, ওহে হৃদয়ের স্বামী। তুমি প্রেমশশধর, আমি তৃষিত চকোর, তব সহবাসে, পরম উল্লাসে, করিব সুখে বিহার। অপরূপরূপমাধুরী, ভকতচিত্তহারী, পান করিব, প্রাণ জুড়াব, হেরিব দুনয়ন ভরি। মিলে ভক্তগণ সঙ্গে, মজে সৎপ্রসঙ্গে, গাইব নাচিব, হাসিব কাঁদিব, ভক্তি-রসরঙ্গে। (সে দিন কবে বা হবে, আমার আমার)

হায়! কবে যাব প্রেমধামে, মাতিব প্রেমে হে (সাধুসঙ্গে মিলে হে) ভরসা তোমার কৃপা, প্রাণের সম্বল, আমিত নাথ জানিনে ভজন সাধন। (১)

দয়াময় নাম বলরে একবার। ও ভাই নগরবাসী ও জীব বল বলরে;—বদন ভরে বল বলরে; আজ মনের আনন্দে রে; সবে মিলে ভক্তিভাবে রে।

মুখে দিবানিশি দয়াল বল, এ নাম বল্‌তে বল্‌তে প্রাণ গেলেও ভাল, থাক্‌লেও ভাল। (বলরে)।

ও ভাই মনে ভেবে দেখ সব মায়ার বিকার, ধন মান পরিজন কেহ নহে কার। (সঙ্গে যাবে না যাবে না) (তবে কেনই বা ভোলরে, এ সব জেনে শুনে) ভক্তিযোগে কর দয়াময় নাম সাধন, নামে মুক্তি, নামে হইবে ভব পার।

দয়াল নাম সঙ্কীর্ত্তনে, মাত আজ বন্ধুগণে, নামামৃতরস কর পান। (প্রাণ ভরিয়ে হে) দয়াময় নাম সুধাসিন্ধু, পান করিলে এক বিন্দু, হবে সব দুঃখ অবসান, অসার সংসার মাঝে, নামবিনা আর কি ধন আছে, নাম জপ, নাম কর ধ্যান। (শয়নে স্বপনে হে) ভকতমণ্ডলী মাঝে, দেখে সেই হৃদয়রাজে, আনন্দেতে কর সুধা পান। নামধ্যান, নামজ্ঞান, নামামৃতরস পান, নামমালা কর কণ্ঠহার।

চল যাই আনন্দধামে, নামরসে মত্ত হয়ে হে। (সাধুসঙ্গে মিলে হে)। প্রেমময়ের চরণতলে লইয়ে আশ্রয়, সাধুসঙ্গে সুখে করিব বিহার।

১০ই মাঘ সোমবার প্রাতে আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উৎসাহের সহিত উপাসনাদি হয়, পরে তিনি সহস্রাধিক শ্রোতৃমণ্ডলী পরিপূর্ণ টাউনহলে নিম্ন লিখিত ভাবে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সহযাত্রীগণ! অনন্ত জীবনের বিষম দুর্গম পথে চলিতে চলিতে সেই অসাধারণ গুণবান্ মহোন্নত আত্মাকে কি তোমরা দেখিয়াছিলে যিনি পর্ব্বতোপরি সমবেত স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বৈরাগ্যের উচ্চ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন? সেই সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং সেই সকল জীবন্ত উৎসাহের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তোমরা কি বিমুগ্ধ হইয়াছিলে? এবং তাহাতে কি ক্ষণকালের জন্য তোমাদের স্বার্থ এবং মনোযোগ সম্বদ্ধ হইয়াছিল? "কি আহার করিবে এবং কি পান করিবে বলিয়া জীবনের জন্য ভাবিত হইও না, এবং কি পরিধান করিবে বলিয়া শরীরের জন্যও ভাবিও না"। বিস্ময় ও গাম্ভীর্য্যের সহিত কি এই সমস্ত হৃদয়ভেদী বাক্য শুনিয়াছ? আর এক স্থানে সেই আচার্য্য বলিয়াছেন, "যদি তুমি পূর্ণ হইতে চাও, তবে তোমার

যাহা কিছু আছে সর্ব্বস্ব বিক্রয় কর, তাহার পর আসিয়া আমার পশ্চাদ্গামী হও"। আঠার শত বৎসর পর্য্যন্ত লোকে এই সকল অগ্নিময় কথা ভাবিয়া আসিতেছে তথাপি ইহা পূর্ব্বের ন্যায় নূতন রহিয়াছে। পরিত্রাণার্থী, বিশ্বাসী-দিগের হৃদয়ে ইহা স্থানও পাইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মহীন পৃথিবী ইহাতে এখনও সন্দেহ করে, সুতরাং এ বিষয় অদ্যাপি মীমাংসা হইল না। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করে, কেন এই অসঙ্গত সভ্যতাবিরুদ্ধ অমঙ্গলকর মত প্রচার কর? অদৃশ্য চৈতন্যময় পদার্থের জন্য কেন মনুষ্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিবে? এই দুয়ের সামঞ্জস্য করিতে কেন চেষ্টা কর না? সত্য সত্যই এই পৃথিবীর ধর্ম্ম মিশ্রধর্ম্ম। ইহার ধর্ম্মশাস্ত্রে হৃদয় এবং আত্মা নাই, কিন্তু ইহার আদ্যো-পান্ত কেবল সুবিধা বিধানের কৌশলে পূর্ণ। কার্য্যতঃ আমরা বৈরাগ্যের নাম গন্ধ সহিতে পারি না। যাহাতে সংসারের সঙ্গে ধর্ম্মকে সাংসারিক ভাবে একত্রিত করিতে পারি তাহাই আমরা অন্বেষণ করি। যদি কেহ নীতিপরায়ণ হইলেন তিনি মনে করিলেন, আমি আমাকে, সমাজকে এবং ঈশ্বরকে সম্ভবমত হস্তগত করিলাম। অতি দুর্ব্বল এবং জীবন হীনভাবে আমাদিগকে আমরা পাপী বলিয়া স্বীকার করি। কিন্তু তাহা উপন্যাসের কথা। আমাদিগের পাপ তত জঘন্য নয়, এইরূপ মনে মনে বিশ্বাস থাকে, সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত বিধিও তেমনি সহজ। উভয়ই উপরে উপরে ভাসে। সকল দেশের সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এই রূপ অগভীর ভাব গৃহীত হয়। পাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে অন্য স্বতন্ত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বস্তুতঃ কি পাপ অতি জঘন্য চিরশত্রু নয়? ইহা এক ভয়ানক অভিসম্পাৎ! এবং অতিশয় ঘৃণিত পূতিগন্ধময় পীড়া। ইহার মূল মানবাত্মার গভীরতম স্থানে সম্বদ্ধ। আমরা কেবল জীবনের উপর ভাগটী পরিষ্কার রাখিতে যত্ন করি, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ যেমন তেমনি থাকে। কেহ বলেন পাপ একটী কালির দাগ মাত্র, সহজে ধৌত করা যায়। কেহ বা রাজনৈতিক ভাবে ইহাকে দেখেন এবং অর্থ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতে বলেন। ইহা এক প্রকার উৎকোচ দানের ব্যবস্থা। অপর কেহ বলেন, প্রত্যেক পাপকার্য্যে ঈশ্বর অর্থী এবং অপরাধী প্রত্যর্থী হন। পৃথিবীর রাজা শাসনকর্ত্তাগণ যেমন প্রত্যেক অপরাধ গণনা করিয়া দোষীকে দণ্ড বিধান করেন তেমনি প্রত্যেক পাপের জন্য ঈশ্বর উপযুক্ত দণ্ড দিয়া থাকেন। রাজবিধিসঙ্গত দণ্ড গ্রহণ করিলেই পাপ চলিয়া গেল, এইরূপ তাঁহারা মনে করেন। উপরোক্ত প্রত্যেক মতের মধ্যে কিছু কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সকল মতে পাপকে যেন একটী আকস্মিক ঘটনার ন্যায় গণনা করা হইয়া থাকে। যেন ইহার সঙ্গে মানবস্বভাবের কোন সম্বন্ধ নাই, মোহ বশতঃ লোকে পাপ করে, এবং কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহা যায়, আর কিছু থাকে না। এইটী প্রচলিত মত। কিন্তু পাপ বাস্তবিক সেরূপ নয়, ইহার মূল আছে। সেই মূল মানব প্রকৃতির ভিতরে দেখিতে পাইবে। মনুষ্যকৃত বিধির সঙ্গে ঈশ্বরের বিধি তুলনা করিও না। পাপ এবং বিচারালয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ এই দুয়ের মধ্যে মূলগত গভীর প্রভেদ আছে। কোন ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম করিলে রাজদ্বারে সে বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হয় ইহাতে অবশ্য পাপকার্য্যের জন্য তাহার শাস্তি হওয়াতে মনুষ্যের ন্যায়পরতা চরিতার্থ হইল। কিন্তু ঈশ্বর কার্য্য দেখেন না, তিনি হৃদিস্থিত পাপ-মূল ধরিয়া বিচার করেন। নরহত্যা চুরি ইত্যাদি পাপের কথা ঈশ্বরের বিধিপুস্তকে লিখিত নাই; পাপপ্রবৃত্তি, অসৎ কর্ম্মের উৎপাদক মূলকে তিনি দণ্ডনীয় মনে করেন। আমরা এখানে পাপের যেরূপ শ্রেণী বিভাগ করি ঈশ্বরের বিধানে তাহা অন্য প্রকার। মনুষ্যের পশু-প্রকৃতির মধ্যে পাপের উৎপত্তি স্থান, এই স্থান হইতে সকল দুষ্কর্ম্মকৃত হয়। প্রবৃত্তির মধ্যে পাপস্পৃহা আছে কি না, ঈশ্বর তাহাই দেখেন। যত দিন পাপবাসনা, মন্দ কামনা আছে তত দিন পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিলেও ঈশ্বরের বিচারে আমরা নিরপরাধী নহি। ফলতঃ পাপ একটী রোগ বিশেষ ইহা সামান্য অপরাধ মাত্র নহে; সুতরাং এই ভাবেই ইহাকে দেখিতে হইবে। এই রোগের মূল আমাদিগের স্বভাবের অভ্যন্তরে থাকে। সকল সময় যদিও কার্য্যে প্রকাশ পায় না, কিন্তু গুপ্তভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু ইহা বলিয়া আমরা কি মনুষ্যকে জন্মপাপী বলিব? চারিদিকে পাপের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া কি মনুষ্যত্বকে বিকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিব? কখন না, আমরা ইহার প্রতিবাদ করি। মনুষ্য যদি জন্মপাপী হইবে তবে ঈশা কেন ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগকে প্রশংসা করিলেন? বালকদিগকে দেখিয়া কেন তবে তিনি বলিলেন, "ঐ ক্ষুদ্র বালকদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, কেন না স্বর্গরাজ্য এই প্রকার।" শিশু সন্তানেরা পবিত্র, তাহাদের ভিতরে স্বর্গ বিরাজ করে। পরিণত বয়স্কেরা সেরূপ নহে, কারণ তাহারা প্রবঞ্চক এবং প্রতারক হয়। অতএব বলিও না যে মনুষ্য পাপময় প্রকৃতি লইয়া জন্মিয়াছে। পাপ অস্বাভাবিক। তবে ইহা কোথা হইতে আসিল? মনুষ্যের পশুপ্রকৃতির মধ্যে ইহার বীজ। মনুষ্য চোর বা নরহত্যা হইয়া জন্মে নাই, কিন্তু সে পশু হইয়া জন্মিয়াছে। একটী বস্তুর ন্যায় সে উৎপন্ন হয় ব্যক্তির ন্যায় নহে। পদার্থ হইতে পশু, পশু হইতে মনুষ্যত্বের উৎপত্তি। প্রথম জন্ম সম্পূর্ণ জড়ীয় অর্থাৎ ভ্রূণ। জড় ভিন্ন প্রথমে সে আর কিছুই নহে, তবে পাপের স্থান কোথায় রহিল? তখন ইচ্ছা নাই, ব্যক্তিত্ব নাই, কেবল সংস্কার আর বুদ্ধি আছে। যেখানে ইচ্ছা নাই সেখানে পাপ অসম্ভব। স্বাধীন ইচ্ছা পাপের মূল। প্রথম

হইতে যখন বালক পরিবর্দ্ধিত হইল তখন তাহাতে কেবল পশুভাবেরই প্রাধান্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইচ্ছা,ভাল মন্দ বিচার-শক্তি না জন্মে তত দিন ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট তাহার দায়িত্ব বোধ হয় না, সুতরাং তখন পাপ হইতে পারে না। পশুপ্রকৃতির মধ্যে কোন পাপ নাই, কিন্তু ইহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বালকেতে পাপ নাই, কেবল পাপ করিবার শক্তি সকলের মধ্যে আছে। ইহার পর পাপ জন্মিবে, এখনও জন্মে নাই। অতএব মনুষ্যকে জন্মপাপী বলিও না, এই বল যে তাহাদের ভিতর এমন কিছু আছে যাহা পাপেরদিকে তাহাকে পরিচালিত করে। রক্ত মাংসময় দেহেতে পাপের মূল রহিয়াছে। মানুষ জন্ম-পাপী যে কেহ কেহ বলেন তাহার গূঢ় অর্থ এই স্থানে পাওয়া গেল। কিন্তু পাপ করিবার যে শক্তি আছে তাহা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া ভয়ানক হয়। পরীক্ষা প্রলোভন আসিলে মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ করে। কিন্তু এই পাপের মূল বিনাশের জন্য কেহ যত্নশীল নহে, সকলেই পাপক্রিয়া জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বেড়াইতেছে। হে ভ্রান্ত জীব সকল! কেন তবে কেবল কার্য্যের জন্য অনুতপ্ত হও, যথা, পাপ যাহা তাহার জন্য কেন অনুতাপ কর না? অনেকে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ পাপের জন্য ভাবিত না হইয়া গত পাপের জন্য চিন্তিত হন। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। গত পাপের অর্থ যাহা নাই, আর ফিরিয়াও আসিবে না। বস্তুতঃ গত পাপ এ কথা হইতেই পারে না। ইহা কেবল বর্ত্তমান পাপকেই প্রকাশ করে। পাপ যদি গতই হয় তবে আর ভাবনা কি? এক জন নরঘাতকের নিকট তাহার নরহত্যা কার্য্যটী গত হইয়াছে বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ কি সেই সঙ্গে গত হইয়াছে? হিংসা দ্বেষ ক্রোধ কাম লোভ যত দিন আছে তত দিন নরহত্যা পুনরায় হইবার সম্ভাবনা আছে। কোন বিশেষ পাপ কার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে হইবে না, সমস্ত পাপের মূল উৎপাটন করিতে হইবে। যত দিন তাহা না যায় তত দিন ঈশ্বরের করুণার প্রার্থী হইয়া থাক। পরিত্রানের জলন্ত অগ্নি হৃদয়ে প্রবেশ না করিলে পাপশত্রু ধ্বংশ হইবে না। পাপ যেমন দৈহিক দোষের মধ্যে অবস্থিত পুণ্যকে তেমনি প্রলোভন পরাভব করিবার শক্তি বলা যাইতে পারে। পরিত্রাণের অর্থ পাপকার্য্য পরিত্যাগ নহে, পাপ ইচ্ছা এককালে অসম্ভব হইয়া যাওয়া যথার্থ পরিত্রান। মূল এবং শাখা উভয়কেই কর্ত্তন করিতে হইবে। বিষয়টী অত্যন্ত কঠিন। প্রথমতঃ শরীরকে অধীন করিয়া তাহার পশুজীবনের স্থানে উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন রোপিত কর। ইন্দ্রিয়দিগকে জয় কর। হৃদয়কে পৃথিবীর ঊর্দ্ধ দেশে লইয়া যাও। চৈতন্যময় জগৎ স্বর্গ-ধাম, সেইখানে আত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিতে দাও। যেমন জড়ব্রহ্মাণ্ড আছে তেমনি একটী আধ্যাত্মিক ব্রহ্মাণ্ড আছে। হৃদয়ের মধ্যে সেই জগৎ নির্ম্মান করিতে হইবে। যোগী ব্যক্তি পৃথিবীতে থাকিয়াও সেই খানে বাস করেন। তিনি নিজের অন্তরের মধ্যে স্বর্গ অন্বেষণ করেন। সেখানে তিনি গভীর যোগে মগ্ন হইয়া থাকেন। সেই খানে তিনি তাঁহার প্রার্থনীয় সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়েন। সেখানে তাঁহার ধনাগার, পুস্তকালয়, আহার পানীয় সমুদায় আছে এবং সেখানে তিনি পরলোকগত প্রমুক্তাত্মা ঋষিদিগের সহবাসে যথেষ্ট সুখও পাইয়া থাকেন। সময়ে সময়ে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কথা আমি বলিতেছি না, একবারে সেখানে অধিবাস করা, ইহাই স্বর্গবাস, এবং ইহাই পরিত্রাণ।

রোগের কথা বলা হইল এখন তাহার ঔষধ বলা যাই-তেছে। কোথায় সেই ঔষধ পাওয়া যাইবে যাহাতে পাপরোগ বিনষ্ট হয়? ঔষধ এই উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনে অবস্থিতি করি-তেছে। প্রত্যেককে সেই জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। এ জন্য চিন্তাশীল ধ্যানশীল হওয়া আবশ্যক। ধ্যান যোগভিন্ন সাধক বাঁচিতে পারেন না। তিনি ধ্যান দ্বারা ঈশ্বরেতে পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে দেখিবেন ও স্পর্শ করিবেন। এই জন্য তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত যোগে বসিয়া থাকেন। ক্রমে এই স্থানে থাকাই তাঁহার স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহার পর বৈরাগ্য। ইহাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমি শরীরকে কষ্ট দিয়া বৈরাগ্য সাধন করিতে বলি না। ইহাতে জীব মুক্ত হইতে পারে না। ভস্ম এবং কন্থাতেও নবজীবন হয় না। যাহাতে ঈশ্বরপ্রেমে চিত্ত প্রসন্ন থাকে তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য। আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা তোমরা শুনিয়াছ, বস্তুতঃ তাহা সত্য। মনুষ্য প্রার্থনা উপাসনা ভোজন করে, ধ্যানযোগের মিষ্টতা পান করে, এবং স্বর্গের সুগন্ধ সম্ভোগ করে, ইহাই বৈরাগ্য। উপবাস শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধনে নয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক রোটিকা ভক্ষণে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগী যদি আহার পান আমোদ বিলাস ধন মান সুখে উদাসীন থাকেন তাহার অর্থ এই যে তিনি ঈশ্বরেতে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন। অসার ভোগ সুখে বিষয়ী ব্যক্তি মোহিত থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক পরিহার করেন। কিন্তু ধ্যান ও বৈরাগ্য এই দুইটী মুক্তির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইলেও আধুনিক সভ্যসমাজ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। সাধক এই দুইটী উচ্চতর ব্রত সাধন করিয়া বালকের ন্যায় সরল স্বভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার শরীর বৃদ্ধ হয় আত্মা বালকত্ব লাভ করে। বালক যেমন পিতা মাতাকে সর্ব্বস্ব জানে তিনি তাঁহার ঈশ্বরকে তেমনি সর্ব্বস্ব জানিয়া নিশ্চিন্ত থা-কেন। ঈশ্বর ভিন্ন আর তিনি কিছু জানেন না। ব্রহ্মাণ্ড যদি ধ্বংশ হয় তথাপি পিতার কোলে তিনি নির্ভয়ে বাস করেন। এই জন্য কথিত হইয়াছে, যাহা জ্ঞানী বুদ্ধিমানদিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল তাহা বালকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাত্মজগদ্বাসী দ্বিজাত্মা মনুষ্য যেমন শিশু তেমনি তিনি পাগল, এবং মাতাল। ঈশ্বরের প্রেমমদিরা পানে তিনি

সর্ব্বদা প্রমত্তের ন্যায় ব্যাকুল। ঠিক সময়ে তাহা পান করিতে না পাইলে তিনি অস্থির হন, কিছুতেই সে ব্যাকুলতা নিবারণ করিতে পারেন না। মাদকসেবী যেমন মৌতাতের সময় চঞ্চল এবং অস্থির হয় তাঁহার অবস্থাও সেইরূপ। উপাসনা প্রার্থনা ধ্যান সঙ্কীর্ত্তনে যে পর্য্যন্ত না তাঁহার মত্ততা জন্মে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। গাঢ়তা এবং দীর্ঘতা উভয়ই পূর্ণমাত্রা তাঁহার প্রয়োজন। কিন্তু তিনি প্রেমমত্ত পাগল হইলেও প্রভুর কার্য্যে কখন উদাসীন নহেন, কর্ত্তব্যকর্ম্মও সম্পাদন করেন। পরোপকারে তাঁহার জীবন সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। কার্য্যের সময়েও তিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ কার্য্য করেন। কিন্তু প্রেমমদ পান না করিলে তিনি কাজ করিতে পারেন না। প্রত্যেক প্রার্থনা তাঁহার নিকট সুরার পূর্ণপাত্র। পান করেন আর কার্য্য করেন। এই জন্য ধার্ম্মিক মহাপুরুষেরা যুগে যুগে মাতাল নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন। পিটার বলিয়াছিলেন, এ সকল লোক মাতাল নহে, কেন না এত সকালে কেহ মদ্য পান করে না। পল্ বলিয়াছিলেন হে মহৎ ফেষ্টাস্! আমি পাগল নহি, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত সহজ সত্য কথা আমি বলিতেছি।

এইরূপে বলিয়া বক্তা উৎসাহপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, উন্মত্ততা এবং পাগলামি অন্তরে না জন্মিলে দেশ সংস্কারের কার্য্য হইতে পারে না। অতি সাবধানী ব্যক্তি দ্বারা কি কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে? মত্ততা চাই। শুষ্ক ধর্ম্মজ্ঞান, নীরস কঠোর কর্ত্তব্য আমার ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা নহে। জ্ঞান প্রেম ভক্তি কার্য্য সমস্তকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে হইবে। ধর্ম্মসাধনের সমস্ত অঙ্গ সরস ভাবে বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গীন রসপূর্ণ ধর্ম্ম আমরা চাই। প্রেমে মত্ত না হইলে কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ড কি বলিবে, রোম্ কি বলিবে, সভ্য জগৎ কি বলিবে ইহা ভাবিয়া কি কেহ ঈশ্বরের কার্য্য পরিত্যাগ করিবে? কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রভুর কার্য্য করিয়া যাও।

১১ই মাঘ—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সংগীত আরম্ভ হইবামাত্র উৎসবের সুখকর বায়ু মন্দিরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহিতে লাগিল। উপাসকমণ্ডলীর মন প্রাণ উথলিয়া উঠিল উৎসবের প্রাতঃকাল চির দিনই অতি রমণীয়, এবার বিশেষ মধুর ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। সে দিন আকাশমণ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন থাকাতে বাহ্য দৃশ্যও কিছু ঘোরাল হইয়াছিল, কিন্তু অন্তরের ভাবকে তাহা অপেক্ষাও ঘোরাল বলা যাইতে পারে। উপাসনার সমস্ত ছবি আমরা দিতে পারিলাম না, যত দূর লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে। আমরা উপাসনা ও সংকীর্ত্তনের মধুরতার সহিত জীবন্ত ভাবে উহা শুনিয়াছি, সুতরাং আমরা যেরূপ আনন্দ শান্তি অনুভব করিয়াছিলাম পাঠকগণ সেরূপ পারিবেন না। চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে সে সকল বুঝিয়া লইবেন। উপাসকমণ্ডলীতে মন্দিরের সমস্ত স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় দুই শত হইবে। অনেক হিন্দুপরিবারের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ উৎসবে আগমন করেন ইহা একটী অতিশয় শুভ চিহ্ন। মন্দিরের জাতীয় ও দেশীয় ভাব হিন্দুস্ত্রীগণের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় হইয়াছে। প্রাতঃকালের বিবরণ এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

উদ্বোধন:—গম্ভীর সুমধুর ধ্বনি শুনা গেল, "আজ কে কত খাইতে পার খাও।" উৎসবের কর্ত্তা ঈশ্বরের এই বাণী মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিল। আজ কেমন ঘর সাজাইয়া বসিয়া আছেন সেই দীনশরণ যাঁহার নিমন্ত্রণে দিক্ বিদিক্ হইতে সকলে এখানে আসিলেন। পুণ্যময়ী জননী সকলকেই আপনার সেই সুকোমল ক্রোড়ে স্থান দিলেন যাহা পাপী তাপীর জন্য সর্ব্বদা বিস্তৃত। "আমার কোন্ সন্তানের কি অভাব আছে?" এই বলিয়া জননী আজ সকলের সম্বাদ লইতেছেন। সন্তানগণ স্তব স্তুতি জানে না, প্রার্থনা করিতে অক্ষম, কিন্তু জননীর অনেক জ্ঞান, তিনি সকল বুঝিলেন। ঈশ্বর এই বুঝিলেন, তাঁহার সন্তানেরা অত্যন্ত কাতর হইয়া, তৃষ্ণায় পাগলপ্রায় হইয়া এই মন্দিরে আসিল। আজিকার উৎসবে সন্তানেরা শরীর ভাসাইয়া দিল। উন্মাদের ন্যায় চক্ষু কেন? ক্ষুধিত তৃষিত হইলে এই দুর্দ্দশা হয়। সেই জননী ভিন্ন এই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর সন্তানদিগকে আর কেহ সহানুভূতি করিতে পারে না। তিনি সন্তানদিগের দুঃখ জানেন, সেই দুঃখ দর্শনে তাঁহার প্রেমসাগর উথলিয়া উঠিল। পাপীর অবসন্নতা এবং ব্যস্ততা দেখিয়া ব্রহ্মরূপ প্রেমসাগর উচ্ছসিত হইল। ক্ষণকাল পরে সন্তানদিগের নিকট জননী আপনি অন্ন পরিবেশন করিবেন। "ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি কর, ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি কর।" এই বলিয়া ঈশ্বর নিজে উৎসাহী হইয়া তাঁহার সন্তানদিগকে আশাবাক্য বলিতেছেন। যতক্ষণ আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি না হয় ততক্ষণ সেই পাপীর জনক জননী আমাদিগকে ছাড়িবেন না। শুন নাই কি দুর্ভিক্ষের কথা? শুন নাই কি আমাদের মধ্যে কেমন প্রেমের

অভাব ? যেমন দুর্ভিক্ষ তেমনি আজ্ প্রচুর অন্নের আয়োজন। আজ্ যেমন কোরে পার, যত পার, খাও আর খাওয়াও, মাত আর মাতাও। জননীর অমৃত ভাণ্ডারের অবারিত দ্বার দেখিয়া কার প্রাণে না উৎসাহ হইতেছে ? আজ প্রাণ ভরিয়া আপনার জন্য এবং বন্ধুদিগের জন্য স্বর্গের অন্ন সংগ্রহ কর। ঈশ্বর সকলের সহায় হউন, এমনি করিয়া তাঁহার চরণ ধরিবে যে তাহাতে সমস্ত অবিশ্বাস, অহঙ্কার, পাপ তাপ সমুদয় দূর হইবে। এসত সকলে প্রাণের ভক্তি উৎসাহের সহিত খুব কাতর প্রাণে পিতাকে ডাকি। এই যে বক্ষস্থল যাহা পাপে তাপে শুষ্ক হইয়াছে এখানে তাঁহার সেই কোমল পাদপদ্ম রাখিব। এই যে শুষ্ক নয়ন, একবার ইহার উপর তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাখিব। এই মলিন কলঙ্কিত মস্তক, একবার ইহার উপরে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম রাখিব। এবং এই যে নানা প্রকার শোক দুঃখে তাপিত হৃদয়, একবার এই হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার ঐ শ্রীপাদপদ্ম রাখিব। তাহাতেও যদি মনের পূর্ণ তৃপ্তি না হয়, তবে ঐ শ্রীপাদপদ্ম প্রাণের ভিতর লইয়া গিয়া চাবি দিয়া রাখিব। এস সকলে মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত এই উৎসবে যোগ দিয়া অপবিত্র জীবনকে পবিত্র করি।

উপদেশঃ—কিয়দ্দিন হইল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন উদ্যানে বসিয়া এক দিন ভাবিতেছিলাম। উদ্যানটী অতি সুন্দর, নানাবিধ পুষ্প এবং বৃক্ষ পল্লবে সুশোভিত। সায়ংকালে বসিয়াছিলাম, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, অথচও রাত্রি হয় নাই। সময় গম্ভীর, ক্ষণকাল মধ্যে একটী পক্ষী দৃষ্টিগোচর হইল। সে উড়িয়া আসিয়া একটী বৃক্ষশাখায় বসিল, ক্ষণকাল পর পক্ষী আবার উড়িয়া গেল। মনে একটী প্রশ্ন হইল, পক্ষী উড়িল কেন ? আমার মনে হইল ইহা প্রিয় সখার প্রেরিত কোন বিশেষ সম্বাদ দিবার জন্য বৃক্ষে বসে এবং কার্য্য শেষ হইলে আবার উড়িয়া যায়। পক্ষযুক্ত হইয়াছে এই জন্য, যে তীরের ন্যায় দ্রুত বেগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যায়। একটী মধুর গান করিতে করিতে চলিয়া যায়। যাঁহার পক্ষী তাঁহার কাছে চলিয়া গেল, আমার পক্ষী নহে, আমার কাছে রহিল না। পক্ষী তোমার নিকটে আসিয়া যখন বসে তখন বুঝিবে ইহা সখার কোন প্রেমতত্ত্ব লইয়া আসিয়াছে, সেই পক্ষী দর্শনে তোমার প্রাণ পুলকিত হইবে। কিন্তু পক্ষী চিরকাল তোমার নিকটে থাকিবে না, অন্য দেশে চলিয়া যাইবে। অন্য সাধকের নিকট বসিবে। যত পক্ষী উড়িতেছে, বসিতেছে, ইহারা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার প্রেরিত প্রচারক, ইহারা প্রকৃত বৈরাগী, ইহারা কল্যকার জন্য চিন্তা করে না, ইহারা দারিদ্র্যপ্রিয়। ইচ্ছা হয় পক্ষীকে ধরি, না ধরিব না। পক্ষী, তুমি চলিয়া যাও, তোমাকে ধরিব না। মনে করিলাম উদ্যানে আসা, অবস্থান করা এক পক্ষী দর্শনে সার্থক হইল, এক পক্ষীপ্রচারকের বাক্য শ্রবণে প্রাণ কৃতার্থ হইল। বাস্তবিক মনে হইল এক পক্ষীর মধ্যে বিজ্ঞান এবং প্রেমের যোগ হইয়াছে। প্রচারকের দ্রুতবেগ চাই, অনেক ভ্রমণ করিতে হইবে, স্থলপথে দ্রুতগামী হওয়া যায় না, এই জন্য আকাশে আরোহণ করিয়া পক্ষীআচার্য্য উপদেশ দেয়। আকাশে উড়িতে উড়িতে কত গান করে, কত লোককে মাতায়। সহস্র উপদেষ্টা যাহা না করিবে এক পক্ষী তাহা করিবে। পক্ষী, কে তুমি ? এমন করিয়া কত গ্রামকে, কত দেশকে মাতাইতেছ ? সমস্ত পৃথিবীর লোক তোমাকে প্রশংসা করে। তুমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার গায়ে এমন সুন্দর রং কে দিল ? তোমার কণ্ঠে মধুর স্বর কে দিল ? সেই গুপ্ত বন্ধু বুঝি ? তিনি বুঝি অন্তরালে বসিয়া তোমাকে বলিয়াছেন ? "দেখ আমার অমুক সন্তান অবিশ্বাসী পাষণ্ড, মানুষ তাহার মন ভুলাইতে পারিল না, কিছুতেই তার কঠোর প্রাণ গলিতেছে না, পক্ষী, তুমি তোমার প্রেমের ফাঁদ তার কাছে পাত দেখি, তুমি তার কাছে তোমার সুকোমল কণ্ঠকে গান করিতে বল দেখি, দেখি তোমার দ্বারা তাহার মন গলাইতে পারি কি না ?" গুপ্ত সখার এই কথায় "যে আজ্ঞা" বলিয়া বুঝি সেই সুসমাচার পত্র মুখে লইয়া পক্ষী তুমি এখানে আসিলে ? পক্ষীকে দেখিয়া কোন্ পাষণ্ড বলিবে, পক্ষী প্রভুর নিকট হইতে আসে নাই ? পাখী গুরুপ্রেরিত নহে কেমন করিয়া এই মিথ্যা কথা বলিব ? প্রেমময় গুরু বিরলে বসিয়া সাধকদিগকে তাঁহার প্রেমের নিগূঢ় সমাচার দিবার জন্য পাখীকে সাজাইয়া প্রেরণ করেন। সৃষ্টি অবধি যত পাখী উড়িয়াছে, প্রত্যেক পাখী বৈরাগ্যতত্ত্ব এবং প্রেমতত্ত্বের প্রচারক। যখনই কোন পাখী দেখিবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, পাখী, আজ আমার জন্য তোমার কাছে কি কিছু আছে ? আজ কি প্রাণসখার কোন পত্র আনিয়াছ ? তাঁহার কি সুসমাচার আছে বল দেখি ? এই গাজিপুরের পাখীটী ঢের শাস্ত্র শিখাইয়াছিল। ওহে ভাই, আর কেহ এমন কথা শেখায় নাই, এমন উপদেষ্টা, এমন প্রচারক দেখি নাই, পলকের মধ্যে এত বলিয়া গেল কি প্রকারে ? সে অধিকক্ষণ রহিল না, দেরি করিল না, আরও কত স্থানে আমার মত কত তৃষিত আত্মা বসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে প্রাণসখার সম্বাদ দিবার জন্য উড়িয়া চলিল। হাজার কাঁদিয়া বলি, আর কি আছে বল, পক্ষী আমার কথা শুনিল না। প্রচারকের ব্যস্ততা বটে। উড়িয়া চলিয়া যাইতে যাইতে পাখী কার ঘরে কি সম্বাদ দিয়াছে আমি জানি না। কত সম্বাদ দিয়াছে সেই পাখী জানে, আর পাখীর পিতা জানেন। ভাই, ভগ্নী, দেখ তোমাদের পিতা প্রতিদিন বিরলে বসিয়া তোমাদের কঠোর প্রাণ গলাইবার জন্য এইরূপ কত পাখী, সাজাইয়া তোমাদের নিকট পাঠাইতেছেন। এইরূপে একটী পক্ষী, একটী ফুল, অথবা একটী জলবিন্দু যদি আমাদের

মনকে আকর্ষণ করে তবে কি আর আমাদের মনে পাপ দুঃখ থাকিতে পারে? কিন্তু পাষাণ চক্ষু কত পাখী দেখিল, কত ফুল দেখিল, কত নদী সমুদ্র দেখিল, কিছুতেই বিগলিত হইল না। চক্ষের নিকট কত পাখী উড়িয়া যায়, কত ফুল ফুটে, কত চন্দ্র উদয় হয়; কিন্তু ইহারা যাঁহার প্রেমতত্ত্ব প্রকাশ করে পাপচক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তাঁহার প্রেরিত সুসমাচার বুঝিতে পারে না। সেই নির্জ্জনদেবতা নির্জ্জনেই রহিলেন। অবিশ্বাসীর চক্ষু অন্ধ, প্রকৃতির অন্তরালে যে ঈশ্বর বাস করিতেছেন, সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। প্রেমময়ের আদেশ ভিন্ন কি পাখী গান করিতে পারে? না চন্দ্র উদয় হইতে পারে? তিনি চন্দ্রকে ডাকিয়া বলেন; "দেখ চন্দ্র, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে যাহারা ব্রাহ্মনাম ধরিয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রাণ প্রেমরসশূন্য, অত্যন্ত কঠোর, একবার তুমি আকাশে উঠে তোমার সহাস্য মুখ দেখাইয়া পাষণ্ড দলন কর দেখি।" বাস্তবিক প্রকৃতি কি? এক খানি সূক্ষ্ম বস্ত্র, তার ওদিকে জীবনসখা বসিয়া আছেন। প্রাণসখা পাঞ্জাবের উদ্যানে দেখাইয়াছিলেন যে প্রেমিকের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য নিজে ঐ উদ্যানের ফুলগুলি হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। অন্ন জল এবং জীবের প্রাণ রক্ষার জন্য অন্যান্য যে সকল বস্তু নিতান্ত আবশ্যক সে সমুদয় সৃজন করিলেইত হইত, ফুলের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন করিবামাত্র ঈশ্বরের রাজ্য হইতে এই উত্তর আসিল, তবে ভক্ত মজিবে কিসে? দুঃখের কথা আর কি বলিব, যে প্রকৃতি প্রেমিকের চিত্ত হরণ করিবার জন্য সৃজিত হইয়াছে সেই প্রকৃতি অবিশ্বাসী জগতের নিকট পিতার মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জগতের পিতা কখন পাখীর ভিতর দিয়া, কখন চন্দ্রের মধ্যে দিয়া, অথবা কখন ফুলের ভিতর দিয়া আপনার প্রেম, আপনার শোভা বিস্তার করেন। প্রেমিক ভক্তেরা তন্মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হন। তিনি প্রকৃতির ওদিকে রহিয়াছেন। হাতের জিনিষ হাতে ধরিয়া সকলকে দেখাইতেছেন; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য হাত দেখে না, যে হাত দেখে তাহার মত্ততার বিরাম হয় না। পাখীর গান শুনিয়া, সেই পাখী যে প্রেমপিঞ্জরে বসিয়া গান করিতেছে সেই প্রেমপিঞ্জর যাঁর হস্তে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। কেবল প্রকৃতি দেখিলে কি হইবে? প্রকৃতির পিছনে কে দেখ। ঐ বুঝি তুমি? এই জগৎ সৃষ্টির সম্বন্ধে প্রভুর উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিয়া আপনি লুকাইয়া রহিলেন কেন? তাঁহার এই গূঢ় অভিপ্রায়, যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাঁহার প্রেমতত্ত্ব পাঠ করিব, এবং যখন তিনি দেখিবেন যে আমাদের পাঠ শেষ হইয়াছে, তখন তিনি ঐ প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্ম আবরণ উঠাইয়া লইবেন এবং বলিবেন; "ভক্ত সন্তান, উপযুক্ত হইয়াছ, প্রেম শিখিয়াছ, এখন আমার কাছে এস।" যখন ভক্ত ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনেন তিনি একেবারে বলপূর্ব্বক ঈশ্বরের হাত ধরিয়া ফেলেন। তখন প্রেমিক বাহিরের সমস্ত ব্যাপার আপনার মনের ভিতর লইয়া যান। তখন তিনি আপনার মনের ভিতরে প্রকৃতির গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারেন। তখন তিনি বাহিরের বস্তুর মধ্যে আপনার প্রাণের পিতার হস্ত ধরিয়া ফেলেন। ইহা ভিন্ন কি কেবল একটী পাখী কিম্বা একটী ফুল দেখাইয়া কেহ কাহার মন ভুলাইতে পারে? সেই ছেলেটী একটী গূঢ় কথা পাড়ার ছেলেদের বলিয়াছিল। বলিয়াছিল যে মা বড় লুকাইয়া থাকিতেন, কিন্তু আজ আর লুকাইয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই একটী ফুলের ভিতরে আজ তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি, তাঁহার মধুর হস্ত আজ ধরিয়া ফেলিয়াছি। যাই তাঁহাকে দেখিলাম অমনি জননীর শ্রীপাদপদ্মে মাথাটা ফেলিয়া দিলাম। ঈশ্বরের পাদপদ্ম, এই কথাটী কোন্ ভক্ত বলিয়াছেন? তাঁহাকে পাইলে মস্তকে লইয়া নাচিতাম। পাদপদ্মই বটে। সকল ফুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরের শতদল শ্রীচরণপদ্ম। মুখটাকে ঐ চরণপদ্মের উপর রাখিয়া ক্রমাগত উহা চুম্বন করিব, আর চীৎকার করিয়া বলিব, পাড়ার ছেলেগুলি আয়, দেখ্ এসে জননীর শ্রীপাদপদ্ম কেমন সুন্দর কেমন মধুর। মাকে ছাড়া অপেক্ষা শিশুর আর দুঃখ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের দুরন্ত সন্তান কত বার মায়ের চরণপদ্ম বুকে ধরিয়া বলিল কি না দূর হও, ছাই চরণ, আমার পৃথিবীর সুখ সম্পদ ভাল, দুরন্ত পাষণ্ড সন্তান এই কথা বলিয়া স্বর্গের ফুলটা পঙ্কে ফেলিয়া দিল। ভাই তাহার শোক মনস্তাপ ঘুচিল না। তবে ভাই, যদি শোক দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি সুখী হইতে চাও, যদি প্রেমনদীতে প্রতিদিন স্নান করিতে চাও, একবার ডুবিয়া যাও না কেন? প্রেমের আবর্ত্তে তলাইয়া যাও না কেন? পাখীর মত বৈরাগী হইয়া প্রেমেতে উড় না কেন? প্রেমে মত্ত না হইলে সুখ নাই ইহা কি জান না? প্রকৃতির ঐ দিকে গিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে না দেখিলে প্রকৃত সুখ শান্তি নাই। দেখ বিজ্ঞানের দুর্দ্দশা, বিজ্ঞান কত চেষ্টা করিল, কত উপায় অবলম্বন করিল, কত দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ সৃজন করিল; কিন্তু কোন মতেই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দর্শন পাইল না। আর ভক্তচূড়ামণি যাঁহারা তাঁহারা অনায়াসে প্রকৃতির ঐ দিকে গিয়া তাঁহাদের প্রাণসখাকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়া ফেলিলেন। যেখানে বিজ্ঞানের চক্ষু কেবল একটী ফুল দেখিল সেখানে ভক্তের চক্ষু সেই ফুল ফুটান্ যিনি তাঁহাকে দেখিল। প্রভু এত নিকটে, তবু আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না কেন? বিজ্ঞান মনুষ্যকে কবিত্বের তত্ত্ব শিখাইয়া দেয়; কিন্তু ভক্তি ভিতরের নিগূঢ় কথা বলে। প্রিয়তমের রাজসভার গূঢ় তত্ত্ব সকল প্রকৃতির ঐ পার্শ্বে উপস্থিত হইলে জানা

যায়। প্রিয়তম সখা স্বয়ং ঐ পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহার হাতের জগৎ তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, কি দুঃখের কথা। এক বার ভাই, ভগিনী, এই প্রকৃতির ভিতর দিয়া ঐ পার্শ্বে গিয়া মাতার কাছে গিয়া বসো। ওখানে গিয়া মার শ্রীপাদপদ্মতলে বসিলে, কোথায় বা থাকিবে সংসারের আসক্তি, কোথায় বা থাকিবে ধন সম্পত্তির চাকচক্য। ওখানকার ব্যাপার হৃদয়কে আর্দ্র করে। মার কাছে বসিতে পারা কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়? প্রকৃতির শোভার ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে মার শ্রীচরণতলে গিয়া বস। প্রকৃতিকে বল,হেঁগো প্রকৃতি, তোমার মা এবং আমার মা যিনি তাঁহাকে কি তুমি দেখাইয়া দিতে পার? প্রকৃতি বলিবে আমি যে সেই জন্যই হইয়াছি। অল্পবিশ্বাসীর বিশ্বাস বৃদ্ধি করিবার জন্যইত আমায় মা আমাকে পাঠাইয়াছেন। অতএব হে ভাই ভগিনী, তোমরা যত বার জগৎকে দেখিবে তত বারই তাহার সঙ্গে সঙ্গে জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করিবে। যতবার পাখীর মধুর গান শুনিবে ততবার বলিবে, ওহে পাখী ও তুমি গান করিতেছ না, তোমার ভিতরে বসিয়া আমার গুপ্ত বন্ধু গান করিতেছেন। যত বার প্রস্ফুটিত সুন্দর গোলাপ দেখিবে, ততবার বলিবে গোলাপ, এই সৌন্দর্য্য তোমার নহে, এমন রং তোমার নহে। দুষ্ট গোলাপ, আমি বুঝিতেছি, তুমি ঠকাইতেছ, তুমি স্বর্গের রং চুরি করিয়া লইয়া এত জাঁক করিতেছ। তুমি চোর, তুমি ভক্তের মন চুরি কর। ভাই ভগ্নীগণ, নিশ্চয় জেন, পাখী বল, ফুল বল, পূর্ণিমার চন্দ্র বল, সব ছদ্মবেশ ধরিয়া বসিয়া আছে। প্রেমের ডাকাতি হবে এ সংসারে। ঈশ্বর এই জন্য স্থানে স্থানে এ সকল প্রবল লোককে বসাইয়া রাখিয়াছেন। ওহে ভক্ত, কেন পলাও, প্রকৃতি তোমার প্রাণ চুরি করিয়া লইবে ভয় কি? ওহে ভাই, তুমি যে নদীর পানে তাকাইয়া শুষ্ক প্রাণে ফিরিয়া যাইতেছ, না ভাই, যেও না, ঐ নদীর তটে বৃক্ষোপরি সুন্দর বুলবুলি বসিয়া আছে, প্রেমের বাণে, অনুরাগের বাণে ঐ পাখী তোমাকে মারিবে। এই প্রকৃতি জাল, এই প্রেমতত্ত্ব কেবল প্রেমিককে ধরিবার ফাঁদ। জ্ঞানত প্রচারিত হইতই। এমন সুন্দর বস্তু সকল রাখিবার কি উদ্দেশ্য ছিল? প্রেমদণ্ড দ্বারা মারিতে মারিতে আপনার বিপথগামী সন্তানদিগকে কেশ ধরিয়া আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন এই জন্যই এ সকল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে সিদ্ধ হউক! প্রকৃতি প্রাণসখার প্রচারক হউক! আর কিছু দিন প্রেমের পথে চল, দেখিবে ফুলের জোর অধিক না বিদ্যার জোর অধিক। দেখিবে অবশেষে প্রকৃতি তোমার প্রাণ হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যায়। একটী পাখী অথবা একটী ফুলের হাতে যদি না মর তবে ঈশ্বর মিথ্যা, ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা। এমন সুন্দর সৃষ্টি দেখাইয়া ঈশ্বর তোমাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইবেন এই তাঁহার মনের ইচ্ছা। প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের শাস্ত্র পড়, প্রেমে মত্ত হও, তার পর ঈশ্বরের রাজ্যে লোকারণ্য হইবে, সকলের মুখে প্রেমতত্ত্ব শুনিবে আর কৃতার্থ হইবে।

প্রাতঃকালের এই উপদেশটী এমনি সুন্দর ও মধুর বোধ হইতেছিল, যে শেষ হইলে আমরা দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম, আরও কিছু কাল শুনিবার জন্য প্রাণ যেন লালায়িত হইতে লাগিল। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে প্রার্থনা দুইটী লিখিতে পারি নাই। যাহা কিছু প্রকাশিত হইল আংশিক ভাবে, সম্পূর্ণ ছবি খানি এখনও অনেকের হৃদয়পটে জাগিতেছে।

পুনরায় দুইটার সময় মধ্যাহ্ন উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় উহা সম্পাদন করেন। উপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় গীতা ভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কতিপয় শ্লোক পাঠ করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় হাফেজের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। হাফেজের প্রেমরসপূর্ণ সার কথা সকল পাষাণ হৃদয়কেও বিদ্ধ করে। এ বিষয়ে আমরা অধিক কিছু বলিব না, পুস্তকাকারে সে সকল মুদ্রিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রেমপিপাসু ব্রাহ্মের ইহা পাঠ করা উচিত। পাঠ সাঙ্গ হইলে দুই একটী সঙ্গীত হয়, তার পর এইরূপে ধ্যান আরম্ভ হয়।

ধ্যানের উদ্বোধনঃ—ধ্যানার্থী ব্রাহ্মগণ! এখন আর বাহিরের আয়োজন করিতে হইবে না। এই সময়ের যাবতীয় আয়োজন আন্তরিক। কি কি করিতে হইবে বলি। যতগুলি আলোক আছে সমুদয় নির্ব্বাণ করিতে হইবে। সমস্ত অন্ধকার করিয়া লইতে হইবে। ভিতরের বুদ্ধির আলোকটীও নির্ব্বাণ করিতে হইবে। যখন ভিতর বাহির অন্ধকার হইল, সেই ঘোর অন্ধকার সমুদ্রে মগ্ন হইবার সময় আর কোন পদার্থ দেখিতে পাইবে না। তখন অন্তরে বাহিরে চারিদিকে কেবল অমিশ্রিত, পূর্ণ ঘোরান্ধকার দেখিবে। ধ্যানার্থী মন সেই অন্ধকার আলিঙ্গন করিবে, ধ্যানহীন ব্যক্তি সেই অন্ধকারকে ভয় করিবে। সে সময় কি পৃথিবী, কি শরীর কিছুই মনে থাকে না। আর কিছু যখন রহিল না, সেই অন্ধকার মধ্যে এই আমি, আর সমক্ষে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে একটী প্রকাণ্ড সত্ত।

একটী ক্ষুদ্র আমি, একটী প্রকাণ্ড তিনি। সেই এক জন ভূমা, মহান্ প্রকাণ্ড তিনি আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। সেই যে তিনি তাঁহাকে আস্তে আস্তে "তুমি" করিতে হইবে। এই আমি, এই তিনি, এইটী প্রথম সোপান; এই আমি, এই তুমি এই পরের সোপান। এই যে অমিশ্রিত আমার আত্মা, আর এই যে অমিশ্রিত পরমাত্মা, ধ্যানের সময় দেখিতে হইবে এই দুই জন ভিন্ন আর কেহ নাই। যত উজ্জ্বল বিশ্বাসনয়নে দেখিবে ততই বুঝিতে পারিবে, যেমন ওতপ্রোতভাবে বস্ত্র বুনা হয়, তেমনি উপর হইতে নিম্নে এবং নিম্ন হইতে উপরে ব্রহ্ম ওতপ্রোত ভাবে বাস করিতেছেন। ধ্যানার্থী সাধকের সম্পর্কে প্রথমাবস্থায় তিনি, তার পর তুমি। শেষাবস্থায় ঈশ্বরকে সাধক এই কথা বলেনঃ—"তুমি আমার ভিতরে, আমি তোমার ভিতরে। তুমি আমা ছাড়া নহ, আমি তোমা ছাড়া নহি, তুমি আমার বাহিরে, আমি তোমার বাহিরে তাহা নহে; কিন্তু তুমি আমার ভিতরে, আমি তোমার ভিতরে।" ধ্যান ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর এবং গভীর হইতে গভীরতর হইলে বাহিরের দুইজন ভিতরের দুইজন হয়। এই তুমি আমার বুকের ভিতর, আমার ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে তুমি বৃহৎ আত্মা, তুমি আমার অনতিক্রমণীয়, সেই অবস্থায় সাধক এই কথা বলেন। তার পর দেখিতে দেখিতে এই অনতিক্রমণীয় সত্তা নানাপ্রকার সৌন্দর্য্যে অনুরঞ্জিত হয়। সেই যাহা পূর্ব্বে ঘোর অন্ধকার ছিল তাহা একটী বৃহৎ সত্তায় পরিণত হইল। সেই সত্তা ঘন আনন্দের সমুদ্র হইল। আমার বুকের ভিতর কি? আনন্দস্বরূপ। আমার প্রাণের ভিতর কি? প্রেমস্বরূপ। আমার অস্থির মধ্যে কি? পুণ্যস্বরূপ। ব্রহ্ম তুমি কোথায়? তুমি আমার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছ, আমার আত্মা তোমার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছে। এই ধ্যানের উৎকৃষ্ট অবস্থা। এই অবস্থায় সাধক সেই সুধা পান করিতে করিতে একেবারে মগ্ন হইয়া যান। অতএব ভ্রাতৃগণ, ভগ্নীগণ, বন্ধুগণ, দর্শকগণ, ধ্যানের সুধা ভোগ কর। এস শীঘ্র পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া ঘোরান্ধকার মধ্যে সেই অন্তরাত্মাকে দর্শন করি এবং ধ্যান করি। কৃপাসিন্ধু ঈশ্বর একটীবার আমাদিগকে দর্শন দিয়া আমাদিগের প্রতি জনের মন শুদ্ধ করুন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ধ্যান হইলে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহোদয়গণ এক একটা প্রার্থনা করেন। ধ্যানের পর ইহাঁদিগের প্রার্থনায় অনেকেরই হৃদয় মন দ্রবীভূত হইয়াছিল। তদনন্তর উৎসাহের সহিত নামসঙ্কীর্ত্তন হইয়া সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনান্তে এই উপদেশটী প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দয়াবান্ ঈশ্বরের প্রেম সম্ভোগ করিতেছি। এই প্রেমরস পান করিতে করিতে ভবিষ্যতে পৃথিবীর কি অবস্থা হইবে কে বলিতে পারে? এই প্রেমবলে পৃথিবীর অবস্থা কত দূর উন্নত হইবে কে বলিতে পারে? ভবিষ্যতে পৃথিবী কি হইবে তাহা আমাদের কল্পনা এবং আশার অতীত। পাপী বলে হে প্রেমসিন্ধু, আমাকে এক বিন্দু প্রেম দান কর, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব। বাস্তবিক পাপী আর কোন্ সাহসে বলিবে আমাকে ক্রমাগত সুধা পান করাও। এক বিন্দু কৃপা দান কর তাহার পক্ষে এই প্রার্থনা স্বাভাবিক। কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্য জানেনা ঈশ্বরের হস্ত কত বড়, কেমন উদার। ঈশ্বরের স্বভাব কৃপণ নহে। তিনি এক বিন্দু দিতে পারেন না, আমরা আমাদের সঙ্গীত এবং প্রার্থনাদিতে এক বিন্দু এই শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু সেই দয়াবান্ ঈশ্বরের পক্ষে এক বিন্দু বিতরণ করা অসম্ভব। তিনি যতবার তাঁহার অনন্ত প্রেমের ভাণ্ডার হইতে প্রেম বাহির করেন তাহা প্রচুর পরিমাণে আসিবে। ঈশ্বর মনুষ্য নহেন, অনন্ত হস্তে প্রেম তুলিতে হইলে অনন্ত পরিমাণে আসিবে। এক বিন্দু দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। তাঁহার এক বিন্দু আমাদের সিন্ধু অপেক্ষাও অধিক। অনন্তের কাছে অনন্ত শক্তির এক বিন্দু সামান্য নহে। যখনই তিনি পাপীকে তাঁহার প্রেম দান করেন, তখনই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করেন, ইহার কম তিনি দিতে পারেন না। যদি করুণা দিতে হইল একেবারে ঢালিয়া দিবেন, পাপীর মস্তককে সম্পূর্ণরূপে শীতল করিবেন। তাঁহার করুণা এত অধিক পরিমাণে আসে যে আমরা ধরিয়া রাখিতে পারি না। দয়ার প্রবাহ ক্রমাগত আসিতেছে, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়পাত্র হইতে উথলিত হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। কেহ যদি বলেন, হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, উৎসবে আজ আমাকে বিন্দু মাত্র কৃপা দিও, ঈশ্বরের পক্ষে ইহা অসম্ভব কার্য্য। যখন তিনি তাঁহার প্রেম প্রকাশ করিবেন, তাঁহার প্রেমের রীতি ভাল করিয়া দেখাইবেন। প্রার্থীরা যদি বলে তুমি কৃপণ হও, প্রত্যেক লোককে এক এক বিন্দু দাও, পাপীর অনুরোধেও তিনি এরূপ করিবেন না। পাপী যদি বারম্বার অনুরোধ করে, আমার হৃদয় ক্ষুদ্র আমাকে কেবল এক বিন্দু দেও, তাহা তিনি শুনিবেন না। কৃপণ ছিলেন না, কিরূপে কৃপণ হইবেন? বারম্বার দয়ার উপর দয়া পাপীর হৃদয়কে ভাসাইয়া দিতেছে। সমুদ্রের উপর সমুদ্র, মহা জলপ্লাবন হইল। যখন ঈশ্বরের প্রেমের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে এই প্রগাঢ় বিশ্বাস হইল যে তিনি অল্প পরিমাণে দান করিবেন না, তখন আর কখনও "বিন্দু কৃপা দাও" এই প্রার্থনা করিব না। যখন প্রেমের বান ডাকিবে তখন প্রচুর পরিমাণে, অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রেমের প্রবাহ মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। যত পরিমাণে রাখিতে পারি

এস আমরা রাখি। হৃদয়ে এত পাপ হয়, যে এমন সময় আসিতে পারে যখন ঈশ্বরের প্রেম ধারণ করিতে পারিব না। যখন হয়ত দেখিব চারিদিকে বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের জয়ধ্বনিতে পৃথিবীকে কাঁপাইতেছে; কিন্তু আমার নির্জীব হৃদয় মন তখন ঈশ্বরের প্রেম গ্রহণ করিতে অক্ষম। বাস্তবিক চিরকাল আমাদের বিশ্বাস সতেজঃ, এবং হৃদয় সরস থাকে না, অতএব সে সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এখন প্রচুর পরিমাণে প্রেম সঞ্চয় কর। এমন অনেক পশু এবং অনেক কীট আছে যাহারা শীতকাল আসিবে বলিয়া অন্যান্য অনুকূল ঋতুতে আবশ্যক সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া রাখে। এই শুভ সময়ে প্রেমবারি সঞ্চয় করিয়া রাখ। এখন অবনত হইয়া প্রেম গ্রহণ কর, বিনীত বিশ্বাসী হইয়া থাক, অবহেলা করিলে অনেক দণ্ড পাইতে হইবে। উৎসবে যে সকল বস্তু আমরা লাভ করি, সে সমুদায়ের জন্য আমরা দায়ী। এক এক উৎসবে কত প্রেম বর্দ্ধিত হইল, আমরা তাহার উপযুক্ত কি করিলাম? স্বর্গের প্রেম হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিলে এত দিনে হৃদয় কত প্রশস্ত হইত। হৃদয় উদ্যানে অনেক ফুল ফুটিত. নানা দেশের, নানা যুগের ভক্ত প্রেমিক যোগী আমাদের হৃদয় উদ্যানে আসিয়া আপনাদের স্থান নিরূপণ করিতেন। মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যে অনেক গুলি ঘর আছে। কোন সাধু বলিয়া গিয়াছেন, আমার পিতার ঘরে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর আছে। বাস্তবিক যেমন স্বর্গীয় পিতার ঘরে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর আছে সেইরূপ সাধুর হৃদয়ের মধ্যেও এক একজন ভক্তের জন্য এক একটী বাসস্থান নির্ম্মিত রহিয়াছে। সাধু সেখানে এক ঘরে যোগীকে স্থান দেন, এক ঘরে ভক্ত চূড়ামণিকে অভ্যর্থনা করেন, এক ঘরে মহাজনকে সমাদর করেন, এক ঘরে অত্যন্ত জ্ঞানী সুপণ্ডিতকে স্থান দেন, এক ঘরে যিনি নর নারীর দুঃখ মোচন করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাকে স্থান দেন। ভক্তের ঘর এক প্রকার, যোগীর ঘর এক প্রকার। ভক্তিরস পানে প্রমত্ত গভীরাত্মা ভক্তের এক প্রকার ভাব, আর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন যোগী ঋষি মুনির এক প্রকার ভাব। এক জনের মুখশ্রীতে প্রগাঢ় মাধুর্য্য, আর এক জনের মুখে ঘনীভূত গাম্ভীর্য্য। যিনি ইচ্ছার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যিনি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানা প্রকার পরিশ্রম এবং আয়াস সহকারে কত প্রকার সাধু অনুষ্ঠান, করিতেছেন, তাঁহাকেও সাধু আপনার হৃদয়ের ঘরে স্থান দেন। সাধু সকল প্রকার জ্ঞানীকেই সমাদর করেন। মুসলমানের শাস্ত্র গ্রহণ করিব না, খৃষ্টানের শাস্ত্র গ্রহণ করিব না, এ সকল নীতি তিনি অগ্রাহ্য করেন। বাস্তবিক যথার্থ জ্ঞানীর চারিদিকে সমুদয় দেশের এবং সমুদয় কালের শাস্ত্র সকল রহিয়াছে। বেদ বেদান্ত, পুরাণ উপনিষৎ বাইবল, কোরাণ রাশি রাশি সংস্কৃত ও উচ্চ ইংরাজি ভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে তিনি জ্ঞান লাভ করিতেছেন। সেই বিনম্র সুপণ্ডিতকে দেখিলে বোধ হয়, ইহাঁর নাম মীমাংসা। তাঁহার ভিতরে প্রাচীন আধুনিক পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদয় কালের এবং সমুদয় দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের সামঞ্জস্য। প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তিনি সকল প্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আপনার মনের মধ্যে সকল প্রকার যোগী এবং ভক্ত সাধকদিগকে স্থান দান করেন। কিন্তু হৃদয় প্রেমিক না হইলে কেহই সকলকে স্থান দিতে পারেন না। প্রেম ভিন্ন হৃদয়ের মধ্যে সাধুদিগের বাসস্থানের পত্তন ভূমি হইতে পারে না। প্রেমে অভিষিক্ত হইলে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে পারা যায়। প্রেমের সহিত যোগী ভক্ত মুনি ঋষি জ্ঞানী সুপণ্ডিত হিতানুষ্ঠায়ী মহাজন সকলকেই আলিঙ্গন করিতে হইবে। ঈশ্বরের সহস্র দিক্ আছে, তাঁহার এক দিকে জ্ঞান এক দিকে প্রেম, এক দিকে পবিত্রতা, এক দিকে শান্তি, ইত্যাদি নানা প্রকার ভাব রহিয়াছে। সাধকদিগের প্রকৃতি অনুসারে তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরের এই এক একটী বিশেষ ভাব প্রতিভাত হয়। প্রেমযোগে সকল প্রকার যোগ সংস্থাপিত হয়। এক প্রেমযোগে ঈশ্বর তাঁহার আপনার দিকে যোগী ভক্ত জ্ঞানী সেবক সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি যেমন তাঁহার সকল প্রকার সাধকদিগকে তাঁহার দিকে টানিতেছেন সেইরূপ তাঁহার সাধু সন্তানও নিজের হৃদয়ের মধ্যে যত্নপূর্ব্বক সকলের জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সাধু আপনার হৃদয়ের মধ্যে অতিথি সেবা আরম্ভ করেন। কেবল ইহকালের জন্য নয়, অনন্ত কালের জন্য প্রেমরাজ্যে সকলেই স্থান পাইবেন। এক এক জন সাধক এই রাজ্যের এক একটী বিভাগ দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মস্বরূপের অনেক অংশ; ইহার এক অংশ অমুক ভূখণ্ডে, এক অংশ আর এক ভূমি খণ্ডে, আর এক অংশ আর এক ভূখণ্ডে। ব্রাহ্ম সকল স্থান হইতে ইহা সঞ্চয় করিয়া লন। তিনি চারিদিক্ হইতে সহস্র খণ্ড একত্র করিয়া একটী সুন্দর প্রকৃত আদরের বস্তু নির্ম্মাণ করেন। বিভিন্ন কুটীরে বিভিন্ন প্রকার সাধক। ইহলোক এবং পরলোকে, কি যোগী কি ভক্ত, যত প্রকার সাধক আছেন সকলকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে হইবে। এই প্রকারে সাধন কর, তাহা হইলে অত্যন্ত সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। তুমি যদি আজ ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করিতে চাও তাঁহার ভক্তিভাব তোমাকে দেখা দিবে। তুমি যদি গ্রীক্ দেশীয় কোন শাস্ত্র পাঠ করিতে চাও, তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে শাস্ত্রী আছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, সেখানে সকল শাস্ত্রের সারাংশ জানিতে পারিবে। তোমার হৃদয়ের মধ্যে যে গুরু আছেন তাঁহার অনুগত হইলে সকল দেশের এবং সকল যুগের যোগ, ভক্তি, এবং সাধুদৃষ্টান্ত তোমার হইবে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই পর্য্যন্ত যোগ, ভক্তি এবং সেবা সম্পর্কে যত দৃষ্টান্ত হইয়াছে, পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় তোমরা সমুদায়ের অধিকারী

হইবে। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আর কে আছে? ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে, ইহলোক এবং পরলোকে যত প্রেমিক, যত ভক্ত, যত যোগী, যত শাস্ত্রী আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রেমিকের হৃদয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমরা যেন এইরূপ হই। বৎসর বৎসর যেমন প্রেম সঞ্চয় করিব তেমনি ঈশ্বর এবং জগৎকে প্রেম দেখাইতে পারি আমাদের শত্রু আর এক জনও রহিল না। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন এইরূপে প্রেমরাজ্য বিস্তৃত হয়। সকল দেশীয় যোগী ভক্তের প্রতি যখন প্রত্যেক ব্রাহ্মের ভক্তি হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজের শুভ লক্ষণ হইবে। তখন ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। তখন সকল প্রাণ এক প্রাণ হইবে। তখন আর বিরোধ, বিবাদ থাকিবে না। তখন সকল শাস্ত্রের মীমাংসা হইবে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। এই যে উচ্চ প্রেম যাহা সকল জাতিকে গ্রহণ করে, এস আমরা এই প্রেম গ্রহণ করি।

১২ই মাঘ বুধবার। ভারতআশ্রমে ব্রাহ্মিকাসমাজ অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এ বৎসর বিশেষরূপে উপাসনা ঘর ও সমস্ত বাড়িটী পুষ্প পত্র এবং আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। নানাস্থানের ব্রাহ্মিকাগণ উপস্থিত হইয়া উপাসনাদি করেন। বহু সংখ্যক বালক বালিকা এবং শতাধিক ব্রাহ্মিকা ও হিন্দুমহিলাতে আশ্রম পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ একটী শিক্ষিতা ব্রাহ্মিকা লিখিয়া দিয়াছেন তাহা এই ;—

১২ই মাঘ বুধবার ব্রাহ্মিকারা এই আনন্দোৎসব উপলক্ষে আশ্রমে সমাগত হন। আশ্রমের প্রশস্ত উপাসনা গৃহ পুষ্পমালা ও ঝাড় প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত করা হয়। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রাতঃকালেও স্থানান্তর হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মিকা ভগিনী সমাগত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মিকাদের বিশেষ উৎসবের দিনে তাঁহাদের স্নেহময়ী জননী সকলের অভাব ও দুঃখ শ্রবণ ও তাহা দূর করিবেন এই জন্য তিনি আজ উপাসনা গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। মাতার নিকট কন্যাগণ আজ সরল ও কাতর অন্তরে যাহা প্রার্থনা করিবেন তিনি তাহাই প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, যেন জননীর নিকট আজ সরলভাবে সকলে দুঃখ ও অভাব জানাইয়া প্রার্থনা করিতে পারি, এই ভাবে তিনি প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণ ৪।৫ টার সময় নানাস্থান হইতে ভগিনীগণ আসিতে লাগিলেন। পাঁচটার সময় "বামাহিতৈষিণী" সভার অধিবেশন হয়। সভার সম্পাদিকা শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী পূর্ব্ব পূর্ব্ব সভায় পঠিত তিনটী প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন। পরে তিনি নিজ লিখিত "স্ত্রীলোকের কার্য্য ও শিক্ষা" এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তদ্বিষয়ে অল্প আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে আশ্রমবাটী একটী সুন্দর ভাব ধারণ করিল। পুষ্পমালা দ্বারা সুসজ্জিত গৃহ আলোক সংযোগে অধিকতর শোভা পাইতে লাগিল। সকলের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। ভগিনীগণ ক্রমে ক্রমে উপাসনা ঘরে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সমবেত মহিলাগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মিকা এবং অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত হিন্দু রমণীও উপস্থিত ছিলেন। চতুর্দ্দিকে কন্যাগণ, মধ্যে সেই স্নেহময়ী মাতা কন্যাগণের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য গম্ভীর ভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা অনুভব করিয়া হৃদয়ে কত আনন্দ হইল তাহা বলা যায় না। ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় বেদীতে আসন গ্রহণ করিলেন। নারীর সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতিপরায়ণতার আদর্শ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়। তিনি বলিলেন যে নারী স্বভাবতঃ পতিপ্রাণা, সতী নারী তাঁহার প্রাণ মন সমস্তই পতিকে সমর্পণ করেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম একমাত্র স্বামীতেই সমর্পিত। তাঁহার ইচ্ছা কার্য্য কিম্বা রুচি কিছুই পতিকে অতিক্রম করে না। নারী! যদি তুমি এই পৃথিবীর পতিকে এইরূপে প্রাণ মন দান করিতে পার তবে যিনি পরমপতি জগতপতি তাঁহাকে জীবন সমর্পণ করা তোমার পক্ষে কত সহজ ; সুতরাং ধর্ম্মের সাধনও তোমার পক্ষে সহজ। আর এক সোপান ঊর্দ্ধে উঠিলেই এই সর্ব্বোচ্চ সতীত্বের আদর্শ হইতে পার। যেমন এই সংসারের

স্বামীকে প্রাণ সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত নহ, তেমনি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে পতির পতি যিনি তাঁহাকে কেন জীবন সমর্পণ কর না? তিনি যে সংসারের স্বামী অপেক্ষা কতগুণে অধিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী? তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া যে একবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? অতএব হে নারী! তাঁহাকে অন্তরের প্রেম দান করিয়া, প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও।

১৩ই মাঘ। সাধনকাননে সবান্ধবে উপাসনা। প্রায় এক শত ব্রাহ্ম তথায় সমবেত হইয়া সমস্ত দিন আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। পুষ্প লতা বৃক্ষপল্লবে উদ্যানটী অতীব সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছিল। চারিদিক্ হরিদ্বর্ণ তরুশাখায় আচ্ছন্ন, কিন্তু নিম্নস্থ ভূমি সর্ব্বত্রই সুপরিষ্কৃত, যথা ইচ্ছা তথায় সকলে ভ্রমণ করিতে এবং উপবেশন করিতে পারিলেন। নানা বর্ণের বৃহৎ গোলাপ পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছিল। মন্দ মন্দ শীতল বায়ু সেবিত কণ্টকী বৃক্ষকুঞ্জ মধ্যে উপাসনা হয়। স্থানের প্রাকৃতিক মনোহর সোভা সন্দর্শনে এবং সুন্দর বিহঙ্গকুলের মধুর কণ্ঠ বিনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত হইয়া সকলে সেই বনদেবতা হৃদয়সখা ঈশ্বরের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয়, সংক্ষেপে একটী কবিত্ব রসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। তদনন্তর বৃক্ষতলে ভোজনাদি সমাপন করিয়া সদালাপ হয়, পরে পুষ্করিণীর তটে সকলে একত্রিত হইলে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যোগ ও ভক্তিসাধন বিষয়ে দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ দুইটীর কিয়দংশ এখানে প্রকাশ করা গেল।

যোগসাধন :—দুই পদার্থ সম্মিলিত হইলে যোগ হয়। যেমন বাহ্য জগতে পরমাণুর একত্র সমাবেশ না হইলে বস্তু নির্ম্মিত হয় না, তদ্রূপ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন না হইলে যোগ কখনই হইতে পারে না। তবে যোগের পক্ষে উভয়ের সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যোগ করিবার আমার প্রয়োজন কি? তিনিত প্রতি হৃদয়ে ও প্রতি আত্মাতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ব্যাপ্তি সম্বন্ধে আত্মাত তাঁহা হইতে দূরে নয়? তবে আর চেষ্টা ও সাধন করিয়া পরমাত্মার সহিত মিলন করিতে হইবে কেন? কারণ, দূরতা থাকিলেই নানা উপায়ে যোগ সাধন করিতে হয়, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতেত আত্মা দূরে নহে? তিনি যে আত্মার অন্তরাত্মা হইয়া বাস করিতেছেন। প্রকৃত যোগী অতি গম্ভীর স্বরে ইহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন সেই ভূমা পরমাত্মার সহিত মনুষ্যাত্মার দ্বিবিধভাবে পার্থক্য আছে। এক প্রকৃতিগত প্রভেদ আর এক ইচ্ছাগত প্রভেদ, এই দুই প্রকার প্রভেদ বশতঃ দূরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি পূর্ণ ও আত্মা অপূর্ণ, তিনি অনন্ত ও আত্মা পরিমিত, তিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধ আত্মা কলঙ্কিত তাঁহাতে অজ্ঞান ও অসত্য বিন্দু মাত্র নাই; কিন্তু আত্মাতে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রকৃতিগত প্রভেদ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইল। দ্বিতীয়তঃ আত্মার যেরূপ অবস্থা তাহাতে নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে, যে সে সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার ইচ্ছার অধীন নহে। অতএব যখন জ্ঞানে দূরতা, ভাবে দূরতা ও ইচ্ছার দূরতা গিয়া নৈকট্য লাভ হয় তখন যোগের আরম্ভ হয়।

আত্মা ঐ রূপে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া নিরন্তর তাঁহার সহবাসে অবস্থিতি করে পরিশেষে "তাঁহাতে আমি আমাতে তিনি" এই রূপ ওতপ্রোত যোগ হয়। কিন্তু ইহাও শেষ নহে। আবার কার্য্যে ভাবে ও জ্ঞানে ঐরূপ ওতপ্রোত যোগ হইলেই যোগের পূর্ণাবস্থা লাভ হইয়া থাকে। যোগের প্রথম সাধন নির্গুণ সত্তার উপলব্ধি।

দ্বিপ্রহরা রজনী, অমাবশ্যার অন্ধকারে সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, চারিদিক্ গম্ভীর; এমন অন্ধকার যে আপনার দেহ পর্য্যন্ত অন্ধকারে মিশাইয়া যায়। এমন সময় একা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিলে কি টের পাওয়া যায়? তখন শরীর ডোল হইয়া আসে, গা চম্ চম্ করে, ভয়ে সর্ব্ব শরীর স্তম্ভিত হয়, যেন বোধ হয় কে আমার কাছে; অথচ তাহার আকার নাই, কোন গুণও জানিতে পারি না। কিন্তু এক জন আমার নিকটে ইহা নিশ্চয়। তিনি কে? তাঁহার নাম কি? তাঁহার আবাস কোথায়? ইনিই সেই জীবন্ত পুরুষ যিনি এই অন্ধকার অবিশ্বাসের আবরণে লুক্কায়িত, তিনিই যোগীর নিকট সমুদায় আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়েন। অতএব যোগ সাধনের পূর্ব্বে তাঁহার নির্গুণ সত্তা উপলব্ধি করা চাই। অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান ও করুণা প্রভৃতি গুণ স্মরণ করিয়া সত্তা উপলব্ধি করিতে গেলে বিশ্বাস খাঁটি হয় না, ধর্ম্মজীবনের মূল সুদৃঢ় হইতে পারে না। কারণ অবলম্বন সাপেক্ষ যে বিশ্বাস তাহা দৃঢ় ও গভীর নহে। নিরবলম্ব ভাবে উপলব্ধি করাই সারবান্ বিশ্বাস, এ বিশ্বাস আর টলে না।

"তুমি আছ" এই বীজমন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া ঐ নির্গুণ সত্তা সাধন করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ স্মরণে অনন্ত, ধারণে সঙ্কীর্ণতা চাই। অর্থাৎ

আসনের সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি অনন্ত সর্ব্বগত, কিন্তু তাঁহাকে ধারণ করিতে হইবে অল্প স্থানের মধ্যে।

যোগের গতি ভিতরের দিকে। সমুদায় ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া ক্রমাগত ভিতরের দিকে যাইতে হইবে। চক্ষু নিমীলিত করিয়া কেবল অন্তরের জগৎ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়দিগকে নিরাকার অন্তর্জগতে লইয়া প্রবেশ করা চাই। যোগীকে কেবল সেখানকার সৌন্দর্য্য লাবণ্য বল, তেজ, জ্যোতি দেখিতে হইবে। সেখানকার চন্দ্র সূর্য্য উদ্যান পুষ্প নদী পাহাড় সমুদ্র অবলোকন করিতে হইবে।

যোগের গতি দ্বিবিধ। ভিতরে যাওয়া ও বাহিরে আসা। কিন্তু যোগী কি চক্ষু নিমীলিত করিয়া ভিতরে থাকিবেন? না, থাকা তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বলতা। তিনি ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন বটে; কিন্তু সেখানে থাকিবেন না, পুনরায় আবার সংসারে ফিরিয়া আসিবেন। প্রথমে নিরাকারে নিরাকার পরে সাকারে নিরাকার দর্শন হয়। তথায় কেবল তিনি ভিতরে নিরাকার স্ত্রীপুত্রাদি দর্শন করেন। এইরূপে তিনি ভিতরে যান আর বাহিরে আসেন, বাহিরে আসেন আবার ভিতরে যান, এইরূপে বারবার যাতায়াতে যোগচক্র নির্ম্মিত হয়।

কিন্তু যোগের এই প্রথম গতি অবরুদ্ধ হয়। সম্মুখে ঈশ্বর, মধ্যে সংসার, পরে আত্মা। সুতরাং তবে ব্রহ্ম গ্রহণ হইল। কারণ মধ্যস্থলে সংসার ব্যবধান। ব্রহ্ম-ঢাকা পড়িলেন। তবে কি যোগের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে? পরিত্যাগ করা অন্যায়। যিনি পরিত্যাগ করেন তিনি প্রকৃত যোগী নহেন। কিন্তু ঐ সংসারকে স্বচ্ছ করিয়া লইতে হইবে। ইহার সাধন কি? সংসারকে ঈশ্বরের ভিতর লইয়া গিয়া স্বচ্ছ করিয়া আনিতে হইবে। সমুদায় পদার্থের আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিবার জন্য সাধন করা চাই।

যোগের প্রথম সাধন ভিতরে যাওয়া। কোন একটা পাত্র হইতে বস্তু নিক্ষেপ করিয়া দিলে তাহা শূন্য হয়, পরে যদি আর একটী পদার্থ আনিয়া তাহাতে রাখা যায় তবে সেটা পূর্ণ হয়। প্রথমতঃ যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। পদার্থ নিচয়ের সত্তা নিজের নহে ঈশ্বরের নিকট হইতে ধার করা। অর্থাৎ সমুদায় পদার্থ হইতে ঈশ্বরকে প্রত্যাহার করিয়া লইলেই এ সমুদায় অসার অসৎ হইয়া পড়িল; সুতরাং যোগীর নিকট এ বিশ্ব মৃত। তাঁহার কেবল ভিতরেই সার দর্শন, সার চিন্তা, সার বস্তুর প্রতি অনুধাবন এক মাত্র সাধন হয়। এইরূপে বহু বৎসর সাধন করিতে করিতে সংসার চিন্তা হইতে নিবৃত্তি, জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া কেবল যাহা নিরাকার অতীন্দ্রিয় সেই বস্তুকে দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শ করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হয়। কিন্তু ইহা যোগ শাস্ত্রের অর্দ্ধ ভাগ। অপরার্দ্ধ আছে। পথিক যে স্থান থেকে আসিয়াছিলেন আবার সেই স্থানে গিয়া উপ-নীত হন। ভূগোলবেত্তারা বলেন পৃথিবীর কোন এক স্থান হইতে নৌকা ছাড়িলে আবার ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নৌকা সেই স্থানেই উপস্থিত হয়। তদ্রূপ যোগিবর বলেন, যে যোগরূপ জগৎ এইরূপ, প্রথম তিনি অসৎ বলিয়া জগৎ ছাড়েন এবং ভিতরে সৎ পদার্থ দর্শন করিয়া আবার সেই অসৎ পদার্থের মধ্যে, সৎ বস্তুর আবির্ভাব প্রকাশিত দেখেন। অর্থাৎ এখন তিনি নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ভিতরে যাইতে ও বাহিরে আসিতে কি সাধন করিতে হইবে?

১। জগৎকে অসার বলিয়া ত্যাগ করা।

২। অন্তরে নিরাকার পরম পদার্থকে অনুভব করা।

৩। সেই অসার জগতে পুনর্ব্বার সার পরম বস্তুকে দর্শন করা।

সংসারে থাকিয়া যোগী হইতে হইলে এক বার সংসার পরিত্যাগ করা চাই। যোগের প্রথম গতি যে বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া এইটীর নাম বৈরাগ্য। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগী যে নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন শ্রবণ ও সম্ভোগ করেন ইহা নিরাকার সাধন। এই বৈরাগ্যকে মনোগমন বা বনগমন বলা যায়।

যে দিন স্ত্রী পুত্র, ধন সম্পদ, ঘর বাড়ী ছাড়িয়া সংসা-রের অতীত স্থানে গমন করা যায়, সেই দিন হইতে সন্ন্যা-সাশ্রম আরম্ভ হয়।

বৈরাগ্য দুই প্রকার। জ্ঞানগত ও ভাবগত, এক মন ও এক হৃদয়, এক বুদ্ধি ও এক ভাব। জ্ঞানবৈরাগী কে? যিনি বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন এ সংসার অসার, এ সোণা নহে এ গিল্‌টি করা। আর যাঁহার অসার বলে এসব ভাল লাগে না তিনি ভাব বৈরাগী। কিন্তু যোগের পক্ষে বৈরাগ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ বৈরাগ্য অবলম্বন না করিয়া ভিতরে গেলে সংসারে প্রত্যাগমন অনিবার্য্য। যেমন এক খণ্ড সোলা অতলস্পর্শ গভীর জলের মধ্যে লইয়া যাও আবার সে ভাসিয়া উঠিবে। তদ্রূপ অসংযত লঘু মনকে ভিতরে লইয়া গেলে সে আবার সংসারে ভাসিয়া উঠে। ভিতরের রাজ্য সুশাসিত না হইলে, বিদ্রোহী প্রজাদিগকে বশীভূত করিতে না পারিলে, আবার তাহারা আক্রমণ করিবেই করিবে। স্থূলদর্শী জ্ঞান কেবল বাহিরে ফেরে; কিন্তু যোগের পক্ষে বস্তুভেদী জ্ঞান চাই। সেই জ্ঞানে এই সমুদায় ভেল্কী বাজী, যাদু, মায়া বলিয়া প্রতীত হয়।

ধন মান আহার পরিচ্ছেদ কোন্ কোন্ বিষয়ে আসক্তি আছে তহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ছাড়িতে হইবে।

প্রথমাবস্থায় দুঃখ গুরু সুখ শত্রু; দুঃখ স্বর্গ সুখ নরক। যাহাতে সুখ হয় তাহাতে তিক্তরস মিশ্রিত করা চাই।

দৃষ্ট বাহ্য বৈরাগ্য অপেক্ষা আন্তরিক অদৃষ্ট বৈরাগ্য

শ্রেষ্ঠ। বৈরাগ্য সাধনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক এমন কষ্ট গ্রহণ করা উচিত নহে যাহাতে রোগ জন্মে।

বৈরাগ্য না হইলে সংকল্প সিদ্ধ হয় না, কিন্তু সংসারে প্রকৃত বৈরাগ্য চিনিয়া লওয়া সুকঠিন। মিথ্যা কল্পিত বৈরাগ্যই প্রচুর দেখা যায়। ইহা অন্তরের ধন। আন্তরিক বৈরাগ্য প্রতি জনের হৃদয়ে স্বতন্ত্র প্রকারে অবস্থান করে। এক দেশে, এক সময়ে এক জনের পক্ষে যাহা বৈরাগ্য অন্য দেশে অপর সময়ে আর জনের পক্ষে তাহা বৈরাগ্য নহে। তবে বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ইহা জানা সুকঠিন। পৃথিবীর অসার সুখের প্রতি বিরক্ত ভাবই বৈরাগ্য। প্রথমে অসার সুখের প্রতি উদাসীন ভাব, পরে বিরাগ। বৈরাগ্যের হেতু কি? এক অসার বলিয়া সংসারকে ভাল না বাসা, আর এক সংসার ইন্দ্রিয় বৃত্তির উত্তেজক ও পাপের কারণ এই জন্য তাহাকে ঘৃণা করা। তৃতীয়তঃ যদি ইন্দ্রিয়াসক্ত না হওয়া যায় তবে তদ্দ্বারা জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহার মঙ্গল করা যায়। শেষোক্ত বৈরাগ্য ভক্তি বিভাগের।

সুখ ভোগ নিষেধ কখন? যখন তাহা ধর্ম্মের প্রতি বন্ধক. অথচ তাহা সেবন করিলে পতন হয়। অতএব মনের শাসন, ইন্দ্রিয় সংযম আত্মনিগ্রহই বৈরাগ্য। ইহা সকলের পক্ষে সমান নহে আপেক্ষিক। শিথিলতা অস্থিরতা সুখাসক্তি যোগীর পক্ষে ভয়ানক পাপ। ইহা সাধন সাপেক্ষ। যোগের জন্য চারিটী বিষয়ে স্থিরতা চাই। স্থান, আসন শরীর ও মন। প্রতিদিন এক স্থানে বসিয়া যোগাভ্যাস করা উচিত। আজ এক স্থানে কাল অপর স্থানে এরূপ করা বিধেয় নহে। এইরূপ আসন বিষয়েও দৃষ্টি রাখা উচিত, যোগাভ্যাসের সময় শরীরকেও স্থির রাখা চাই কারণ শরীরের অস্থিরতা জনিত মনের চাঞ্চল্য হয়। মনকে সংযত করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, নির্ব্বাত দীপের ন্যায় ইহাকে এক বিষয়ে নিশ্চল রাখিতে হইবে।

পথ কখন গম্য স্থান হইতে পারে না। বৈরাগ্য পথ না গম্য স্থান? বৈরাগী হওয়া উচিত না থাকা উচিত? ইহা উপায় না লক্ষ্য? ইহা অবলম্বন মাত্র, সুতরাং একবার সন্ন্যাসী হইতে হইবে; কিন্তু থাকিতে হইবে না। এই সন্ন্যাসের নাম তপস্যা। কারণ ইহার দ্বারা লক্ষ্য সিদ্ধ হইলেই তাহা আর রাখিবার প্রয়োজন নাই। যেমন ক্ষুধা নিবারণ করিয়া শরীরকে পরিপুষ্ট রাখিবার জন্য লোকে আহার করে; কিন্তু সমস্ত দিন কেহ খায় না। তপস্যার নিয়মাদিও সেই রূপ, অভীষ্টসিদ্ধ হইলেই আর তাহার প্রয়োজন হয় না। যেমন গৃহনির্ম্মাণ সময়ে ভারা বাঁধিতে হয়, কিন্তু নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে আর তাহা রাখিবার আবশ্যক হয় না। তদ্রূপ চিত্ত সংযত ও আত্মাবশীভূত হইলে আর বৈরাগ্যের আবশ্যক হয় না। এই বৈরাগ্য দুই প্রকার, নিত্য বৈরাগ্য ও সাময়িক বৈরাগ্য। তপস্যার নেতা স্বয়ং ঈশ্বর। তবে স্থায়ী বৈরাগী জীবন কি? নিদ্রা পরিত্যাগও নহে নিদ্রাধিক্যও নহে। আহার পরিত্যাগও নহে, আহারাধিক্যও নহে; সুখ ত্যাগও নহে, সুখাসক্তও নহে। বৈরাগীর মুখ সহাস্যও নহে শুষ্কও নহে। তাহার মুখ দেখিয়া ঐ ব্যক্তি বড় সুখী বলিয়া কাহার হিংসাও হয় না, আবার বড় দুঃখী বলিয়া তাহার প্রতি কাহার দয়াও হয়না। ধর্ম্মজনিত একপ্রকার গভীর প্রশান্ত ভাব। দীনতা বৈরাগীর প্রধান লক্ষণ। গরিব ভাব নম্রভাব অল্পেতে সন্তোষ। ত্যাগেতে ফল নাই, আদেশানুসারে ত্যাগ করিলেই ফল হয়।

(ক্রমশঃ)

ভক্তিসাধন:—পুরাণে লিখিত আছে, এক দিবস, মহর্ষি বেদব্যাস দীনভাবে দুঃখিত চিত্তে স্বীয় আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে আগমন করিলেন। বেদব্যাস নারদকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আমার চিত্ত কিছুতেই সুপ্রসন্ন হইতেছে না, আমার চিত্তকে সর্ব্বদাই অসুস্থ বোধ করিতেছি। আমি ক্ষতশীল, মেধাবী, ব্রতধারী, যাজ্ঞিক এবং তপস্বী, তবে আমার চিত্ত অসুস্থ হইল কেন? বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদ চতুষ্টয়কে বিভক্ত করিয়াছেন, অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন, আপনার রচিত মহাভারতে মনুষ্যের জ্ঞাতব্য সমস্ত নীতি ধর্ম্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, মনুষ্য শোক মোহ হইতে মুক্ত হইয়া প্রেমানন্দ উপভোগ করে, আপনি তদ্বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং" ॥

এই নব বিধ উপায় দ্বারা ভগবান্ হরির সেবা করিতে করিতে জীবগণের হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবদ্ভক্তি বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয়। নবাঙ্গযুক্ত সাধন রূপ বারি দ্বারা ভক্তিবৃক্ষ যতই অভিষিক্ত হয়, সেই পরিমাণে উহা শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া ভগবদ্দর্শন রূপ অমূল্য ফল প্রদান দ্বারা সাধকের হৃদয়কে সুপ্রসন্ন করে। অতএব আপনি ভগবান্ হরির গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হউন। আপনার চিত্তব্যাধি দূরীভূত হইবে। মহর্ষি বেদব্যাস দেবর্ষি নারদের উপদেশানুরূপ কার্য্য করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এই উপাখ্যানের মধ্যে দুইটী ভাব গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। প্রথমতঃ ভক্তিবিনা মনুষ্য শান্তি লাভে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়তঃ গুরূপদেশ ও সাধন ভিন্ন সাধারণ নরনারীর অন্তরে ভক্তির উদয় হয় না।

(বেদব্যাস যেরূপ ভক্তিহীন অবস্থায় শান্তিসুখ সম্ভোগে সক্ষম হন নাই, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মদিগেরও সেইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে নানা প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছেন, পৌত্তলিকতার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছেন, সময়ে সময়ে উপাসনাও করিয়া থাকেন, তথাপি

তাঁহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন নহে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, হে ব্রাহ্ম! তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছ কি না? ব্রাহ্ম যদি সত্য কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, না। ব্রাহ্মগণ উপাসনা কালে যে সাময়িক অল্প মাত্র আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন তাহাকে শান্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। যাহা দ্বারা সমস্ত জীবন, পাপ তাপ শোক মোহ, প্রভৃতি অধর্ম্ম হইতে মুক্ত থাকিয়া সুখে অবস্থিতি করিতে পারে তাহাকেই শান্তি বলিয়া গণ্য করা যায়। ভক্তিদেবীর অনুগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রকৃত শান্তি উপলব্ধ হয় না।

কতকগুলি ব্রাহ্ম মনে করেন, জ্ঞানী পণ্ডিতগণ ভক্তিকে প্রশংসা করেন না। নীচবংশীয় এবং মূর্খেরাই ভক্তিকে সমাদর করিয়া থাকে। আধুনিক বৈষ্ণবদিগকে দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা উক্ত বাক্যের প্রমাণ প্রদর্শন করেন। আমি তাঁহাদিগের যুক্তি স্বীকার করিতে পারি না। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখা যায়, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, দেবর্ষি নারদ, রাজর্ষি অম্বরীষ, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, এবং মহর্ষি পর্ব্বত প্রভৃতি মহাত্মাগণ পরম ভক্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, অথচ ইঁহারা সকলেই জ্ঞানী ও সদ্বংশসম্ভূত। প্রেমিক চূড়ামণি মহাত্মা চৈতন্য একজন বিখ্যাত জ্ঞানী হইয়াও প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষকে ভক্তিস্রোতে প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। পুরীবাসী বিখ্যাত বৈদান্তিক মায়াবাদী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্যের শিষ্য হইয়া ছিলেন। সার্ব্বভৌম প্রথমে চৈতন্যকে অবজ্ঞা করিতেন। তদ্বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃত হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সার্ব্বভৌম কহে ইহার নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতীসংপ্রদায় এই হয়েন মধ্যম॥
গোপীনাথ কহে ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সংপ্রদায় নাহিক অপেক্ষা॥
ভট্টাচার্য্য কহে ইহার পৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হবেক রক্ষণ॥
নিরন্তর ইহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাব॥
কহেন যদি পুনরপি যোগ পট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম সংপ্রদায় আনিয়া॥

শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দুঁহে দুঃখী হৈলা। ইত্যাদি। পরে চৈতন্যের সহিত আলাপ করিয়া এবং তাঁহার প্রেমোন্মত্ততা দেখিয়া সার্ব্বভৌম তাঁহার শিষ্য হইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি পড়ি।
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি॥
প্রভুর কৃপায় তার স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম প্রেম দান আর বর্ণের মহত্ত্ব॥
শত শ্লোক কৈল দণ্ড এক না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক নাপারে করিতে॥
শুনি সুখে প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥
অশ্রু স্তম্ভ পুলক স্বেদ কম্প থরহরি।
নাচে গায় কান্দে পড়ে প্রভু পদধরি॥

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ,
শিক্ষার্থ মেকঃপুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীর ধারী,
কৃপাম্বুধি যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

এইরূপ বিবিধ শ্লোক দ্বারা সার্ব্বভৌম চৈতন্যের স্তব করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম রামপুরহাট ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণার্থ প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী পঁচিশ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২২শে মাঘ শনিবার বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত মহাশয় দুই বেলা উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন এবং প্রাতে ঈশ্বরভক্তি ও সন্ধ্যাতে সাধুভক্তি বিষয়ে দুইটী উপদেশ দেন। সায়ংকালীন উপাসনায় স্থানীয় সুশিক্ষিত ও ভদ্র প্রায় তিনশত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট প্লিডর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ যত্নে বর্ষে বর্ষে এখানে ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মদিগের দৈনিক জীবন উৎসবের পবিত্র ভাবে পরিণত হইতে না দেখিলে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর নবকুমারের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে গত ২৯ মাঘ রজনীতে তাঁহার ভবনে উপাসনা হইয়াছিল। আনন্দ বাবুর ব্রাহ্মোচিত সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সমধিক অনুরাগ দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। প্রতি শনিবারে পারিবারিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার ইচ্ছা আছে, ভরসা করি সে সাধু ইচ্ছাটী শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে। ব্রহ্মোপাসনাশূন্য ব্রাহ্মের গৃহ অতিশয় দুঃখের স্থান।

ব্রহ্মানুরাগী শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কলিকাতা সমাজের কার্য্যপ্রণালী সম্প্রতি কিছু জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি গত উৎসব রজনীতে একটী উৎসাহকর বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। বিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠান এবং স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা ভিন্ন সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না একথা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বাবু যাহা বলেন তাহাতে সার আছে, কারণ তাঁহার জীবন আছে। তিনি এবার সমাজমন্দিরে ঠাকুর পরিবারস্থ

মহিলাগণকেও উপাসনার জন্য আনিয়াছিলেন। এই কার্য্যটী উক্ত পরিবারের বহুদিনের পুরাতন বদ্ধভাব কে মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

"ধর্ম্মপ্রকাশ" বলেন, আমরা অতি দুঃখের সহিত লিখিতেছি, আমাদের প্রিয় ভ্রাতা ভগবান চন্দ্র সরকার লোকান্তর গমন করিয়াছেন। গত ২৮ শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ময়মনসিংহে বসন্তরোগে তিনি সেই অজানিত দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ইনি একজন প্রকাশ্য ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁহার চরিত্রে আমরা অনেক সংগুণ দেখিয়া সুখী হইয়াছিলাম; আশা ছিল, তাঁহা দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবে। জানিনা মঙ্গলময় পিতা তাঁহাকে কোন গূঢ় অভিপ্রায়ে লোকান্তরিত করিলেন। শুনিলাম মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে "দয়াল বল জুড়াক হিয়া রে" এই গানটী তিনি ভক্তিভরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই শেষ, এর পরই বাক্য রোধ হয়। আমরা এখন এই প্রার্থনা করি, তিনি যেখানে চলিয়া গিয়াছেন, তথায় দয়াময় পিতা তাঁহাকে শান্তি ও পবিত্র সুখ বিধান করিয়া কৃতার্থ করুন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় নীকলণ্ঠ এবং অর্জ্জুন মিশ্রের টীকা সহিত সংস্কৃত মহাভারত মুদ্রিত করিয়া এক এক খণ্ড ব্রাহ্মসমাজে দান করিতেছেন। ইহার কাগজ ও মুদ্রাঙ্কন অতি উৎকৃষ্ট। এ সকল দুষ্প্রাপ্য পুরাতন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া কেদার বাবু সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "গুরুগীতা" নামক একখণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থকারের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহার লিখিত বিষয়গুলি অতিশয় সারগর্ভ এবং শিক্ষণীয় হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারকের কিরূপ উচ্চ জীবন হওয়া উচিত তাহা দীনবাবু বিশেষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পুস্তক খানি প্রচারকগণের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। লেখাও অতি সুমিষ্ট এবং সহজ হইয়াছে। ইহা দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার মনের উচ্চ ভাব সকলে বুঝিতে পারিবেন।

গৌরনগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী তথায় গমন করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের সাহায্যার্থ দান স্বীকার।

মাস জানুয়ারি ১৮৭৭।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ রায় রামপুরহাট	...	৪
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ পাল	...	৭৷৷৹
,, ,, বিশ্বনাথ রায় লক্ষ্ণৌ	...	৩৹
,, ,, নৃপালচন্দ্র মল্লিক	...	১
,, ,, গোবিন্দচাঁদ ধর	...	১
,, ,, তুলসী দাস দত্ত	...	১
,, ,, বেণিমাধব ঘোষ রয়েলপিণ্ডি		৬
,, ,, চণ্ডীচরণ সেন মানিকগঞ্জ	...	২
,, ,, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েলপিণ্ডি		২৩
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	...	১
,, ,, জয়গোপাল সেন	...	৫
,, ,, অনাথবন্ধু গুহ ময়মনসিংহ	...	৫
,, ,, মধুসূদন সেন	...	১
,, ,, অক্ষয়কুমার রায়	...	১
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	...	১
,, ,, দীননাথদত্ত হাইলাকান্দি	...	১৫
,, ,, কালীনারায়ণ গুপ্ত ভাটপাড়া	...	১০
,, ,, রামেশ্বর দাস গয়া	...	৫
,, দেওয়ান রায় সখীরাম আদবানী	...	৩
,, বাবু কালীপ্রসন্ন বসু পাবনা	...	৩
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	...	২
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	...	৪
কোন্নগর ঐ	...	৪
গয়া ঐ		২০
তেজপুর ঐ		২
বাঘ আঁচড়া ঐ		২
লাহোর ঐ		৩

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী মোহিনী মজুমদার, পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে	২
শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ নিয়োগী স্ত্রীর ঐ	৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন বসু	...	১
,, ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ এলাহাবাদ (বস্ত্র)		৩
,, ,, আনন্দচন্দ্র এবং কৈলাসচন্দ্র নন্দী (ঢাকা)		১০
শ্রীমতী থাকমনি মল্লিক শান্তিপুর	...	১

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সিংহ করাচি	...	৫
,, ,, লক্ষ্মীকান্ত দাস বিশ্বাস	...	৫
,, ,, গোপীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পাতাইহাট		১৶৹
,, ,, একটী বন্ধু লাহোর	...	৷৷৹
,, ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ এলাহাবাদ		৫
,, ,, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	...	৮
শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বড়ুয়ানী নওগাঁ	...	১০

পাথেয়।

শ্রীযুক্ত বাবু কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	...	১১
গরিভা সমাজ	...	১
বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজ	...	১০

উৎসব।

শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন	...	২৫
ব্রাহ্মিকাদিগের দ্বারা সংগৃহীত	...	১৬
শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ এলাহাবাদ	...	১
মন্দিরে দান সংগ্রহ	...	৪৭৶১৫

ব্রহ্মমন্দিরসংস্কারার্থ নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল।

(গত প্রকাশিতের পর)

নাম	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস সরকার ...	৫
" ,, ভুমেশচন্দ্র বসু ...	২
,, ,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
,, ,, হরিদাস বিশ্বাস ...	১
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ পাল ...	৪
,, ,, প্রাণকৃষ্ণ বসু ...	২
,, ,, উমেশচন্দ্র বসু ...	১
,, ,, বসন্তকুমার দত্ত ...	১
,, ,, দীননাথ চক্রবর্ত্তী ...	২
,, ,, রমানাথ চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্ণৌ	৩
,, ,, রাজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় টুণ্ডুলা	১
,, ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ এলাহাবাদ	৫
,, ,, যদুনাথ ঘোষ ঐ	২
,, ,, অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল ঐ	৫
,, ,, কালীনাথ ঘোষ ঐ	৩
,, ,, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৩
,, ,, দোকড়ী ঘোষ ...	২
,, ,, দ্বারিকানাথ রায় ...	৫
,, ,, কালীমোহন ঘোষ দেরাদুন	৫
,, ,, তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঐ	২
,, ,, শিবনাথ সাহা ঐ	২
,, ,, গোপালচন্দ্র সরকার ঐ	৩
,, ,, গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েলপিণ্ডী	৫
,, লালা বেণীপ্রসাদ ঋং ...	২০
,, বাবু দীননাথ দত্ত শ্রীহট্ট ...	১০
,, ,, কালীনারায়ণ গুপ্ত ঢাকা	৫
,, ,, আনন্দচন্দ্র এবং কৈলাসচন্দ্র নন্দী ঐ	৫
,, ,, নবকুমার রায় মুঙ্গের ...	১
,, ,, উমেশচন্দ্র দে ঐ ...	৫
,, ,, রজনীকান্ত নিয়োগী ...	২
,, ,, অভিমুক্তেশ্বর সিংহ তেজপুর	৮
,, ,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ	১০
একটী বন্ধু	১
বাঘআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ ...	৫
বর্দ্ধমানস্থ বন্ধু	৪
শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলী সভা ...	১।৵০
একটী বন্ধু তেজপুর	৫
কলিকাতা সিমলাসমাজ ...	২
শ্রীযুক্ত বাবু রামদুর্ল্লভ মজুমদার তেজপুর	৫
,, ,, অম্বিকাচরণ ঘোষ ঐ	১
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ আসাম	২
,, ,, নৃত্যগোপাল রায় গাজিপুর	৫
,, ,, নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৫
,, ,, শ্যামাচরণ সেন গয়া ...	২
,, ,, রামেশ্বর দাস ঐ ...	৫
,, ,, মুকুন্দ বল্লভ মজুমদার ...	২০
,, ,, কেদারনাথ বসু ...	৩
,, ,, হরিসুন্দর বসু ...	১
,, ,, গোবিন্দ চন্দ্র রক্ষিত ...	১
,, ,, গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ...	১০
,, ,, প্রাণনাথ মল্লিক শান্তিপুর	২
,, ,, নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর	১০
,, ,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ	৫
,, ,, মহিমারঞ্জন চৌধুরী রঙ্গপুর	১০
,, ,, তারিণীচরণ পাল ...	২
,, ,, শিবচন্দ্র ঘোষ ...	১
,, ,, গিরিশচন্দ্র সুর ...	১
,, ,, সীতানাথ দাস ...	১
,, ,, কুঞ্জবিহারী দেব ...	২
,, ,, নরেন্দ্র নাথ সেন ...	২৫
,, পণ্ডিতবসন্তরাম মুলতান	৭
,, বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ঐ ...	২
,, লালা রলারাম ঐ ...	৩
,, ,, রাজারাম ঐ ...	২
,, বাবু রামধন মজুমদার কুমারখালী	১
,, ,, যাদবচন্দ্র কুণ্ডু ঐ	২
,, ,, পূর্ণানন্দ সাহা ঐ	২
,, ,, কেদারনাথ জোর্দ্দার ঐ	১
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ঐ	১
,, ,, হরিপ্রসন্ন মাষ্টার তেজপুর	১
,, ,, ত্রিকণ্ঠ মল্লিক ...	১০
,, ,, লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৫
,, ,, কালীপদ দাস মুদিয়ামা	৩
,, লালা রলিয়ারাম লাহোর ...	৫
,, ,, কাশীরাম ঐ ...	৩
,, বাবু গোবর্দ্ধন দাস ঐ ...	৩
,, লালা গণ্ডামল ঐ ...	২
,, ,, অজারাম ঐ ...	২
,, বাবু ব্রজলাল ঘোষ ঐ ...	২
,, নেবাল রায় সলীরাম সিন্দিয়া	১০
,, বাবু উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়	২
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক ...	১
,, ,, কেদারনাথ দে ...	২
,, ,, চাঁদমোহন মৈত্র ফরিদপুর	২
,, ,, কালীপ্রসন্ন বসু পাবনা ...	১
,, ,, তারকগোবিন্দ মৈত্র ঐ ...	১
দানসংগ্রহ (উৎসবের দিন) ...	৩৯৮৶৫

বিজ্ঞাপন।

যে সকল গ্রাহকগণের নিকট এক বৎসরের অধিক মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে গত ১লা মাঘ হইতে তাঁহাদিগের পত্রিকা পাঠান বন্ধ হইয়াছে। যদি তাঁহাদিগের পত্রিকা লইবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে শীঘ্র যেন বাকি ও অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হইতে মিরার যন্ত্রে ৩ই ফাল্গুন শ্রীমদন মোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ।
৪ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুণ সোমবার, ১৭৯৮ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পবিত্রতার জ্বলন্ত সূর্য্য, পুণ্যের প্রজ্ব-লিত হুতাশন, জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর! এই মলিন অঙ্গার সম কলঙ্কিত জীবনের অভ্যন্তরে তোমার পুণ্যের অগ্নি একবার প্রজ্বলিত করিয়া দাও। আমার হৃদয়ের কুটস্থ পাপরাশি তোমার পবি-ত্রতার জ্বলন্ত অনলে ভস্মীভূত হইয়া যাউক। জীবনের অন্তর বাহ্য প্রজ্বলিত অঙ্গারের ন্যায় অগ্নিবর্ণ না হইলে আমার অন্তর কলঙ্কশূন্য হইবে না। পুণ্যপ্রতাপশালী তেজোময় ব্রহ্ম তুমি, তোমার স্বর্গীয় প্রতিভার সংস্পর্শে বহুকালের মলিনতা চলিয়া যায়। যাহাকে তুমি নরকান্ধকার হইতে বিমুক্ত কর তাহার অস্থি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়, পুরাতন পাপ প্রকৃতি একেবারে বিনষ্ট হয়। এইরূপে আমার জীবনকেও পরিশুদ্ধ কর। প্রায়শ্চিত্তের উজ্জ্বল হোমাগ্নিতে আমাকে ফেলিয়া দাও, দিয়া ইহ পরকালের মত অভি-ষেক করিয়া লও। তুমি যেমন নির্লিপ্তভাবে নরকের ভিতর দিয়া গমনাগমন কর, আমাকে তেমনি এই পাপময় পৃথিবীর মধ্য দিয়া তোমার পুণ্যধামের দিকে লইয়া চল। কোথায় কোন্ পাপ লুকাইয়া থাকে আমি তাহা অনেক সময় দেখিতে পাইনা, কিন্তু প্রলোভনের বস্তু নিকটে পাইলে অমনি তাহারা ভীষণাকার ধারণ করে। তাই বলি হে দেব! তোমার অসাধ্য কর্ম্মত কিছু নাই, কত মহা পাষণ্ডকে তুমি এমনি হতচেতন ক-রিয়া পাপপথ হইতে ফিরাইয়া আনিলে যে তাহা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইল। একবার তেমনি করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা কর, প্রাণপন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া আমি যাই, গিয়া পাপভয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি। প্রায়শ্চিত্তের প্রখর তেজে আমার সর্ব্বাঙ্গ উত্তেজিত এবং কম্পিত হইবে, সমস্ত জীবন আলোড়িত হইবে, জ্ঞান চৈতন্য হারাইব, তাহার পর পুরাতন জীবন পৃথিবীতে রাখিয়া তোমার চরণপল্লবের শীতল ছায়ায় গিয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিব। কবে স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান এই যে স্থূল বাহ্য জগৎ ইহার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, বহুদিনের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে? পবিত্র নবজীবন না পা-ইলে পাপ গণিয়া গণিয়া কতদিনে মুক্ত হইব? এক দিকে হিসাব ঠিক করিতে গিয়া অন্য দিকে ভুলিয়া যাই। এ ভাবে আর দিন চলে না। হে দয়াময়! ঘরে আগুণ লাগিলে মনুষ্য যেমন হতবুদ্ধি হয় তেমনি করিয়া আমার পাপঘরে আগুণ লাগাইয়া সমস্ত দগ্ধ করিয়া দাও, তার পর নূতন করিয়া এক খানি ক্ষুদ্র ঘর বাঁধিয়া তোমার পদতলে বাস করিব, আমি তোমার পবিত্র প্রেমের রাজ্যের চিরানুগত প্রজা হইয়া থাকিব, দাসের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

সাধুর মাহাত্ম্য।

যতক্ষণ মতামত লইয়া বিবাদ বিতণ্ডা করা যায়, কেবল বাহ্য জীবনের উপরে দৃষ্টি সম্বদ্ধ থাকে ততক্ষণ আমরা সাধু অসাধুর প্রভেদ গ্রাহ্য করিনা, সকলেরই সমান অধিকার, সমান ক্ষমতা আছে এইরূপ মনে করি, কিন্তু কার্য্যকালে সে ভ্রম অপনীত হয়। বিলাসপরায়ণ স্বার্থের-দাস সংসারসুখাসক্ত মানবসমাজে প্রমুক্তাত্মা সাধুর মান্য নাই, অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন স্থূল-দর্শীদিগের নিকট আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-নীতির গৌরব প্রকাশ পায়না, তাহারা প্রকৃতিবিরুদ্ধ আশ্চর্য্য ক্রিয়া না দেখিলে কাহাকেও সাধুতার সম্মান প্রদান করিতে চাহে না; কিন্তু যাঁহারা চিত্ত সংযম, ইন্দ্রিয়দমন, ব্রহ্মযোগ এবং পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, প্রেম পবিত্রতা বিনয়. ভক্তি উপার্জ্জনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত রহিয়াছেন, সেই সকল ধর্ম্মপিপাসু সাধনশীল মুমুক্ষু মানবগণ বুঝিতে পারেন সাধুজীবনে কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। যখন আমরা কোন কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত হইয়া লোকের নিরুৎসাহকর বাক্যবাণে, প্রবল প্রতিবন্ধকতাচরণে ধৈর্য্যচ্যুত হই; আশা উৎসাহ অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা হারাইয়া ফেলি, নিজের সুখ স্বার্থ আর উপেক্ষা করিতে পারিনা, তখন যদি দেখি কোন মনুষ্য অটল উৎসাহের সহিত প্রাণগত যত্নে তাঁহার প্রভুর সেবা করিতেছেন, ঘোর পরীক্ষা প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, প্রসন্নচিত্তে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া দৃঢ়তার সহিত পুনঃ পুনঃ তাহাতে বল প্রয়োগ করিতেছেন, কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইতেছেন না, বহু প্রতিঘাত সহ্য করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইলেন, কিম্বা বিফলযত্ন হইয়াও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন স্তম্ভিত হইয়া বলি এই মনুষ্য যথার্থই বীরপুরুষ! ইহাঁর মহত্ত্ব এবং পরাক্রম দেখিয়া ইহাঁকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। যখন আমরা প্রলোভনপূর্ণ সংসারে চঞ্চলচিত্ত হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিতে থাকি, কাম ক্রোধ লোভ হিংসা স্বার্থপরতাদি রিপুগণ উত্তেজিত হইয়া যখন আমাদের জীবনকে নরক-তুল্য অপবিত্র করে, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি থাকে না, পাপের দুর্গন্ধে অস্থি পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া যায়, কিছুতেই অন্তরের বেগ সম্বরণ করিতে পারি না, তখন বিজিতাত্মা প্রশান্ত হৃদয় নির্ম্মল সাধুজীবনের মাহাত্ম্য কিছু কিছু আমরা বুঝিতে পারি। যখন অর্দ্ধ ঘণ্টা কালের জন্য উপাসনা করিতে বসিয়াও চিত্ত স্থির হইল না, পুনঃ পুনঃ সংসার ও পাপের প্রতিকৃতি মানসপটে আসিয়া সমুদিত হইল, সূক্ষ্মস্বভাব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পরমেশ্বরের দিকে বিশ্বাসনয়ন কিছুতেই ফিরিল না, অথচ দেখিলাম সাধু যাই নয়নে মুদ্রিত করিলেন অমনি গভীর যোগসাগরে নিমগ্ন হইলেন, নিস্পন্দভাবে প্রেমরস পান করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখপদ্ম বিকসিত হইয়া তাহাতে প্রেমজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে লাগিল, নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু ভক্তি ও আনন্দ বারি পতিত হইয়া গণ্ডস্থলকে অভিষিক্ত করিল, ইহা দেখিয়া তখন কোন্ প্রাণে আর এই পাপময় অহংকারী জীবনকে ভাল বলিব? তখন ইচ্ছা হয় ঐ সাধুর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করি আর আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করি। একটী কটু বাক্য আমি সহ্য করিতে পারিনা, কেহ কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে বা বিরক্ত করিলে ক্রোধে অভিমানে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করি, কিন্তু সাধু প্রাণ দিলেন তথাপি প্রতিহিংসা করিলেন না, অপমানে নির্যাতনে জীবন দগ্ধ হইল তথাপি তিনি একটী কথার প্রতিবাদ করিলেন না, বরং শত্রুর পদ চুম্বন করিলেন, তাহাকে আশার্ব্বাদ করিলেন, ইহা দেখিয়া এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে যে সে বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারে? এক সপ্তাহকাল ক্রমান্বয়ে যদি ধর্ম্মভাবের পরীক্ষা প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে ভাব রস নিঃশেষিত হইয়া যায়, কথা ফুরাইয়া আইসে; কিন্তু সাধুকে দেখি চিরকালই নূতন কথা বলেন, নূতন ভাব ব্যক্ত করেন, তাঁহার জীবনের নূতনত্ব

আর ঘুচিল না; তখন সেই সাধুর মাহাত্ম্য কে না হৃদয়ঙ্গম করিবে? নিজের যাহাতে পদে পদে দুর্ব্বলতা, অপদার্থতা, হীনতা প্রকাশ পায়, সাধুর তাহাতে যদি বীরত্ব পরাক্রম সুফলতা দেখিতে পাই তবে নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতে ইচ্ছা হইবে। যদি না হয়, তবে ঘোর আত্মবিস্মৃতি, এবং বিকৃতি আত্মাকে অধিকার করিয়াছে। ঈশ্বরের তেজঃ সাধুর পুণ্য প্রকৃতির মধ্য দিয়া সমস্ত ধর্ম্মজগৎকে চিরকাল জীবিত রাখিয়াছে। এইজন্য ধার্ম্মিক মাত্রেই সাধুসঙ্গ,সাধুসেবা, সাধুদর্শনের আবশ্যকতা, সাধু-কৃপার পরমোপকারিতা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহাত্মা নানক বলিয়াছিলেন, হে ঈশ্বর! যদি আমি তোমাকে না পাই তবে তোমাকে যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহাদের কৃপা যেন আমি লাভ করিতে পারি। বস্তুতঃ সাধুর মান্য যে ধর্ম্ম-সমাজে নাই সে সমাজ কঠোর শুষ্ক মরুভূমি অপেক্ষাও নীরস।

সেবা ও সৎকার্য্যানুষ্ঠান।

জগতের প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক ব্যক্তি জনসমাজের হিতসাধন করে, কিন্তু যথার্থ সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান ঈশ্বরগতপ্রাণ ভক্তিমান সাধক ভিন্ন কেহই করিতে পারেন না। অনেকে কার্য্য-কেই উপাসনা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিলে কি হইবে? দিবা নিশি জগদ্বাসী নরনারীর সেবায় নিযুক্ত থাক, যাহাতে লোকের দুঃখ দারিদ্র্য বিমোচন হয় এমন কার্য্য করিয়া জগৎকে উদ্ধার কর, এই তাঁহাদের সার কথা। কিন্তু দাসের ন্যায় ঈশ্বরের আদেশে পরের সে-বায় নিযুক্ত রহিয়াছি এরূপ উচ্চ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া কয় ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে? কেবল কার্য্য এবং তাহার বাহ্যিক ফলাফলকে যাঁহারা সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন তাঁহাদের কার্য্য নিস্বার্থ বলিয়া গণ্য করা যায়না। সেরূপ সৎকর্ম্ম কেইবা না করিতেছে? বাষ্পীয় যন্ত্র বিদ্যুদ্বার্ত্তাবহ, নানা বিধ জীবজন্তু, চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বৃষ্টি অগ্নি সকলেই উপকার সাধন করে, কিন্তু বিশ্বাসী মানবের পরসেবার সহিত কি এ সকলের তুলনা হয়? এক জন অসদভিপ্রায়ে কার্য্য করিয়াও পৃথিবীর অনেক মঙ্গল করিতে পারে, পক্ষান্তরে এক জন সদভিপ্রায়ে কার্য্য করিল কিন্তু আপা-ততঃ তাহার ফল ফলিল না, হয়ত বিপরীত ফল দৃষ্ট হইল। অতি অন্যায় পাপ কার্য্য হইতেও কত সময় মঙ্গল ফল সমুৎপন্ন হয়। অতএব কার্য্য এবং তাহার ফলাফল কৃতির জীবনকে স্পর্শ করে না, অভিপ্রায়ের ভাল মন্দের উপর আত্মার উন্নতি নির্ভর করিতেছে। আমি ঈশ্বরের অনুগত দাস হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে পরহিতব্রতে ব্রতী হইয়াছি ইহা বলিয়া অনে-কেই কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই ভাবের অধীন হইয়া থাকা,সর্ব্বদা সেবকের জীবন রক্ষা করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। কার্য্যের মধ্যে অনেক প্রলোভন পরীক্ষা আছে; এই জন্য প্রভুত্ব করিবার বাসনা, প্রশংসা লাভের ইচ্ছাকে বিনাশ করিয়া অবিরক্ত চিত্তে অটল ধৈর্য্য ও প্রসন্নতার সহিত যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কিছুতেই মনের শান্তি ভঙ্গ হইবে না, অন্তরে প্রচুর সুখ থাকিবে, মস্তকের উপর দেবতা আছেন সেবক অবনত মস্তকে তাঁহার আদেশ পালন করিতেছে, আর এক একবার প্রভুর সহাস্য মুখমণ্ডল অবলোকন করিতেছে, কার্য্যের প্রভূত পরিশ্রমের মধ্যেও উপাসনার ভাব অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, ইহাকে বলি ঈশ্বরসেবা। কিন্তু কার্য্যতঃ এরূপ উচ্চ ভাব অতি অল্প দেখা যায়। কার্য্যের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, যাহা অত্যন্ত গুরুতর তাহার প্রতি মনোযোগ না দিয়া স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতেছি, নিয়োগ-কর্ত্তা প্রভুকে ভুলিয়া গিয়া নিজেই প্রভু হইয়া বসিয়াছি, যত কিছু মান সম্ভ্রম ফলোপধায়িতা আপনার হিসাবেই ক্রমাগত জমা দিতেছি, এইটী শেষ দাঁড়ায়। কার্য্য অসার, ভাব সার, যে ভাবে কার্য্য করা উচিত তাহা না থাকিলে

সমুদায় কেবল পণ্ডশ্রম হয়। সমস্ত দিন সৎকার্য্য করিয়া দেহ মন পরিশ্রান্ত হইল, কত লোকের হৃদয়ে কঠোর কথা দ্বারা আঘাত করিলাম, বিরক্ত হইয়া কাহার সঙ্গে বা বিবাদ ঘটাইলাম, হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, অহঙ্কার কঠোরতা বৃদ্ধি হইল, উপাসনার রস মরিয়া গেল, কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানের নির্জ্জন গৃহে যাইবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইল না, বরং ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা হইল, শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নির্দ্দোষ আমোদের পথ অনুসরণ করিলাম, এ সকল অতিশয় মন্দ লক্ষণ। সেবকের পুরস্কার যদি এই হয় তবে সেবায় মুক্তি কিরূপে হইবে? এই জন্য আমরা প্রীতি পবিত্রতা বিহীন ভূরি ভূরি সৎকার্য্য কেবল জড়ীয় শক্তির ফল বলিয়া গণ্য করি, ইহাতে সেবার উচ্চ ভাব কিছুই নাই, সুতরাং তাহা পরিত্রাণের সহায় না হইয়া বরং তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। অতএব যোগে মগ্ন হইয়া, ঈশ্বরের পানে চাহিয়া সকল কার্য্য করা উচিত। বৃথা কার্য্য করিলে কোন ফল নাই, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের পুষ্টি বর্দ্ধন হয় না।

ঈশ্বরের শক্তি ও পাপীর কার্য্য।

আমরা গতবারে দেখাইয়াছি,প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের শক্তিতে কার্য্য করিয়াও স্ব স্ব পাপের জন্য নিজে দায়ী, পাপের সহিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। এবার আমাদিগকে আর একটী গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবীতে যে সকল দুঃখ শোক যন্ত্রণা এক ব্যক্তি ভোগ করে উহার অধিকাংশ অন্যের দোষে সংঘটিত, সে উহার অতি অল্পের জন্য নিজে দায়ী। আমাদিগের যে কেহ যে কোন সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্যকাল হইতে যে প্রকার সংসর্গ ও শিক্ষা পাইয়াছেন, যৌবনের প্রারম্ভে যেরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত ছিলেন, সে সকলের প্রত্যেকটী জীবনের স্রোতকে পুণ্য বা পাপের দিকে, সুখ বা দুঃখের দিকে প্রবাহিত করিবার পক্ষে কারণ হইয়াছে। এমন অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক পৃথিবীতে অতি অল্প যাঁহারা এ সকলের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন। উপরান্ত আবার আমাদিগের প্রতি দিনের জীবনের সুখ দুঃখ আমাদিগের পরিবার, বন্ধুবর্গ এবং প্রতিবেশিগণের দ্বারা ঘটিতেছে। এস্থলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" একথায় সায় দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অন্যের জন্য আমরা কেন দুঃখ ভোগ করিব? ঈশ্বর পাপীকে তাঁহার শক্তি এরূপে ব্যবহার করিতে দেন কেন,যদ্দ্বারা একের দোষে অপরকে দুঃখ ও শাস্তি ভোগ করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর যে স্বাধীনতা অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অসদ্ব্যবহারের জন্য তাহার দণ্ড হয় হউক, কিন্তু যে ব্যক্তি দণ্ডের উপযুক্ত কোন কার্য্য করিল না, তাহার দুর্ভোগ কেন? প্রতিব্যক্তি সম্বন্ধে ঈশ্বর দোষবিমুক্ত রহিলেন মানিলাম, কিন্তু এস্থলে তিনি আপনাকে কি প্রকারে দোষ বিমুক্ত রাখিতে পারেন? একজন অত্যাচারী দেশের শত শত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণবধ করিয়া রক্তস্রোতে পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিল, কত বিধবার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া নিজকোষ পূর্ণ করিল, কত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের উপর বলপূর্ব্বক গভীর কলঙ্ক প্রতিফলিত করিল; কাহার নিকট হইতে বল লাভ করিয়া? ঈশ্বরের নিকট হইতে। এমন ঘোরতর ব্যাপার সাধনে তিনি কেন নিজ বল প্রত্যাহার করিলেন না? যদি নাই করিলেন তবে তিনি স্বয়ং সেই সকল কার্য্যের জন্য কেন দায়ী হইবেন না?

বিষয়টী শুনিলেই বোধ হয়, ইহার আর মীমাংসা নাই, ইহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। কিন্তু বলিলে কি হয়, এসকল বিষয়ে আমাদিগের স্থির নিশ্চয় না থাকিলে বিশ্বাস যখন দোলায়মান অবস্থায় অবস্থিত করে, তখন ইহার একটী এমন মীমাংসা চাই; যাহাতে আমাদিগের এসম্বন্ধে সংশয় প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। আমরা

প্রতিব্যক্তিসম্বন্ধে দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহারা যে কার্য্য করেন, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা-বিরোধী হইলে তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং সেই দুঃখই তাঁহাদিগের সংশোধক। এখানে এক জনের কার্য্য যখন অপরের দুঃখকর হইল, তখন ঈশ্বর সেই কার্য্যকে কি প্রকারে তাহার কল্যাণের জন্য নিয়োগ করিবেন? যদি সেই কার্য্য তাহার আত্মার বল ও সুখ শান্তি বর্দ্ধন জন্য নিয়োজিত হইতেছে সপ্রমাণ হয়, তবে আমরা অবাক্ হইয়া ভাবিব, ঈশ্বর কেমন কৌশলে পাপীকে তাহার পাপের জন্য দণ্ডভাজন করিয়া তাহার পাপে যে ব্যক্তি নিপীড়িত হইল, তাহাকে সেই নিপীড়নপরিবর্ত্তে বল ও সুখ শান্তি অর্পণ করিয়া কৃতকৃত্য করিলেন। কিন্তু এ স্থলে এই দেখিতে হইবে, সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই পাপের স্রোতে আপনাকে ভাসিয়া যাইতে দেয়, তবে তৎপ্রতি ঈশ্বরের ব্যবহার প্রথম যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করিল তাহার প্রতি যেমন তেমনই হইবে। সুতরাং আমরা এ স্থলে যাহা বলিব, তাহা সেই সকল ব্যক্তিসম্বন্ধে যাঁহারা নির্দ্দোষী হইয়াও অন্যের পাপে ক্লেশে নিপতিত হন।

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা এমনি ভাবে ব্যবস্থিত যে মনুষ্যকে প্রতিপদে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়। এই সংগ্রামই তাহার আত্মার উন্নতির সোপান। ঝটিকা, বৃষ্টি, করকাসম্পাত, হিংস্র আরণ্য জন্তু প্রভৃতি যদি তাহার বিরোধী না হইত, অদ্য আমরা যে অট্টালিকায় বাস করিতেছি, তাহা কোথায় থাকিত? এইরূপ প্রাকৃতিক প্রত্যেক প্রতিকূল ব্যাপার আমাদিগের আত্মার বল উদ্যম উৎসাহ সুখ শান্তি বর্দ্ধনের কারণ হইয়া উঠে। অন্যকৃত অত্যাচার নিপাড়ন যদি আমরা প্রাকৃতিক অন্যান্য প্রতিকূল ঘটনার সঙ্গে এক করিয়া লই, কেনইবা করিব না কেন না মনুষ্যের জড় ও পশু প্রকৃতি হইতে উহা সম্ভূত, তবে উহাও আমাদিগের আত্মার বল উদ্যম উৎসাহ সুখ শান্তি বর্দ্ধনের কারণরূপে পরিণত হয় দেখিতে পাইব? ফলতঃ আমরা দেখিতে পাই, আপাততঃ যে সকল ঘটনা আমাদিগের দুঃখকর বলিয়া প্রতীত হয়, উহা হইতেই আমাদিগের কল্যাণ উত্থিত হইয়া থাকে। যে সকল ব্যাপারকে আমরা মূর্খতা বশতঃ মনে করিয়াছিলাম, আমাদের জীবনে না ঘটিলে ভাল ছিল, পরিশেষে দেখিতে পাই, উহা না ঘটিলে আমরা এখন যাহা হইয়াছি, তাহা কখনই হইতে পারিতাম না। মহৎ মহৎ লোকের জীবন চরিত পাঠ কর, দেখিতে পাইবে তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনের মহত্ত্ব পরিবার স্বজন প্রতিবেশিদিগের প্রতিকূলতা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। যে সকল ঘটনার জন্য তাঁহারা প্রথমতঃ যত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহারা ততদূর উপকৃত হইয়াছেন।

এসকল স্বীকার করিয়াও একজন বলিবেন, আমরা বাল্যকালে সমাজসংসর্গাদিবশতঃ যে সকল দুরভ্যাস ক্লেশ দুঃখে নিপতিত হইয়াছি, তাহার প্রতিবিধান কি? একজন যদি সমুদয় জীবন পশুর ন্যায় অতিবাহিত করে, দুঃখদারিদ্র্যনিবন্ধন নীচ হইতে নীচ হইয়া যায়, তবে তৎসম্বন্ধে দায়িত্ব কাহার? মনুষ্যসমাজ তজ্জন্য দায়ী সন্দেহ কি? কিন্তু সে ব্যক্তিকেই বা দায়িত্ব হইতে কে রক্ষা করিবে? পৃথিবীতে এমন অবস্থা নাই, যে অবস্থার মধ্যে মনুষ্য আপনার আত্মাকে সৎ পথে রাখিতে না পারে? দুঃখী দরিদ্র হইলেই হীনমনা হইবে ইহার কোন নিয়ম নাই। বরং তাদৃশ লোকের মধ্যেই বিনয়াদি সদ্গুণ বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন যে কোন কালে যে প্রকার দুরভ্যাসাদি সঞ্চিত হউক না কেন, আত্মা মধ্যে এমন বল নিহিত আছে, যদ্দারা সে সকল অবশ্য অপনীত হইতে পারে। এ উপায় প্রত্যেকের নিকটে আছে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বর্ব্বর ও সভ্য সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। মনুষ্য যদি তৎপ্রতি উদাসীন হয়,

তদ্দ্বারা যে সুখ শান্তি উদ্যম বল সমুৎপন্ন হইবে তাহা হইতে সে অবশ্য বঞ্চিত হইবে। কিন্তু সে দোষ কাহার? তাহার নিজের।

তথাপি কেহ কেহ আপত্তি করিবেন, এ সকল বলিয়াও মূল বিষয় রক্ষা পাইতেছে না। অন্যের জন্য যে ক্লেশাদি সমুপস্থিত হইল তাহা নিপীড়িত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য কোথায় হইল? যে ব্যক্তি উন্নতমনা হইয়া সেই সকলকে বহন করিতে পারিল, তাহারই পক্ষে উহা কল্যাণকর হইল অন্যের পক্ষে নহে। যদি এরূপ হয়, তবে আত্মকর্ত্তৃত্বে যত টুকু মঙ্গল হইবার হইল, ঈশ্বর দ্বারা কিছু হইল না। আমারা বলি এ স্থলে আমাদের বুঝিবার ভুল হইতেছে। যাঁহারা মহৎ মহৎ লোকের জীবন পাঠ করিয়াছেন, নিজের জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, যখন প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহার ভারে তাঁহারা অবনত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হয়তো আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা পরে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন, সেই প্রতিকূল ঘটনা তাঁহাদিগের আত্মার উপরে কেমন আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য করিয়াছে। তখন তাঁহারা বলিয়া উঠেন, দুঃখই আমাদিগের পরম উপকারী। তবে যাহারা আপনাদিগকে পাপের স্রোতে ছাড়িয়া দেয়, তাহারা স্বকৃত পাপের ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? তখন তাহার সম্বন্ধে পাপীকে সচেতন করিয়া তাহার কল্যাণ বিধান করা যে নিয়ম আছে, তাহাই হইবে। এই জন্যই আমরা প্রথমতঃ তাদৃশ লোককে দূরে রাখিয়া মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কথা কেহ বলিতে পারেন না তাহার জীবনের মধ্যে এমন সকল বিন্দু ছিল না, যেখান হইতে তাহার জীবনের স্রোত ফিরিতে না পারিত। যাঁহারা মনুষ্য জীবন ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, এরূপ বিন্দু সমুদয় সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। যদি এরূপ না হইত, এ পৃথিবীতে আমরা দুরন্ত দস্যু ঘোর অত্যাচারী মনুষ্য পশুর পরিবর্ত্তিত জীবন দেখিতে পাইতাম না। কে বলিবে যে সেই নরপশুর জীবনে ইহার পূর্ব্বে আর কত বার সুসময় উপস্থিত হয় নাই? যদি তাহা না হইত, হঠাৎ একবারে এক ঘটনায় পরিবর্ত্তন হইল, বিজ্ঞান এ কথায় সায় দিবে না।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে দেশ বা জাতি ব্যাপী অনিষ্টাপাতের মধ্য হইতে ঈশ্বর যে প্রকারে কল্যাণ আনয়ন করেন, তৎ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এ বিষয়ে আমাদিগের বলা পুনরুক্তি মাত্র। কারণ একালে যে কোন বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করা যায়, তাহাতেই দেখা যায় এ বিষয় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা অন্য বিষয়ে সংশয়ী, তাঁহাদেরও এ সম্বন্ধে সংশয় দৃষ্ট হয় না। অকল্যাণের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন কল্যাণ অবস্থিতি করিতেছে আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণের মত। তাঁহারা এই বিশ্বাসেই প্রাকৃতিক বিষয় সকলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, এবং পূর্ব্বে যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা অকল্যাণজনক বলিয়া প্রতীত হইত, এখন তাহা কল্যাণকর বলিয়া তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। এইরূপ বৈজ্ঞানিক ইতিবেত্তাদিগের দ্বারা দেশের বিপ্লবকর ঘটনা সকলও কল্যাণে পর্য্যবসিত সপ্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগেরই হস্তে রাখিয়া দিলাম। আমরা যাহা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, বোধ হয় পাঠকগণ তদ্দ্বারা বুঝিয়াছেন, এ সকল ঘটনা যাহাদিগের দ্বারা সংঘটিত হয় তাহাদিগকে আমরা তজ্জন্য পাপী এবং দণ্ডভাজন বিশ্বাস করি। তবে পরিশেষে ফলে মঙ্গল আনয়ন, তাহা মনুষ্যের কার্য্য নহে, ঈশ্বরের কার্য্য।

আখ্যায়িকা।

একদা কোন বিপথগামী ঈশ্বরবিরোধী লোক পরম প্রেমিক আলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে হে জ্ঞানবান্ আলি! গৃহচূড়া ও উচ্চ প্রাসাদশিখরে ঈশ্বর তোমার

রক্ষক আছেন ইহা কি তুমি স্বীকার কর? আলি বলিলেন, হাঁ শৈশবে যৌবনে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বস্থানে তিনি আমার প্রাণের রক্ষক।" এই কথা শুনিয়া সে বলিল, তুমি আপনাকে এই অট্টালিকার উপর হইতে নিক্ষেপ করিয়া ঈশ্বর যে তোমাকে রক্ষা করেন এই বিশ্বাসের পূর্ণতা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে তোমার বিশ্বাসকে আমি বিশ্বাস করিব ও তোমার ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রমাণ যুক্ত হইবে। তাহাতে আলি বলিলেন, চুপকর ও চলিয়া যাও আর স্পর্দ্ধা করিয়া জীবনকে কলঙ্কিত করিও না। মনুষ্যের কি সাধ্য যে ঈশ্বরকে পরীক্ষায় আনয়ন করে। তাঁহারই পরীক্ষা করার অধিকার, তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যের নিকটে পরীক্ষা উপস্থিত করেন, তিনি আমাদের নিকটে, আমরা কি তাহা তিনি পষ্ট প্রকাশ করিয়া দেন,। অন্তরে কি প্রকার ধর্ম্মভাব রাখি দেখাইয়া দেন। কোন্ মনুষ্য ঈশ্বরকে এই কথা বলিয়াছে যে এই সকল পাপ অপরাধ করিয়া তোমাকে পরীক্ষা করিলাম হে ঈশ্বর! দেখি তোমার কত সহিষ্ণুতা। হাঃ! এরূপ করে কাহার সাধ্য, কাহার সাধ্য। তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত দুষ্ট হইয়াছে, তোমার এই উক্তি অন্য পাপ অপেক্ষা গুরুতর। যিনি এই সুবিশাল নভোমণ্ডলের রচয়িতা, তাঁহাকে তুমি পরীক্ষা করিতে কি জান? তুমি নিজের শুভাশুভ কিছুই বুঝনা। পূর্ব্বে আপনাকে পরীক্ষা কর, পরে অন্যকে পরীক্ষা করিও। পথপ্রদর্শক অগ্রগামী গুরুকে যে শিষ্য পরীক্ষা করে, সে গর্দ্দভ। যাহাকে তুমি পরীক্ষক করিয়াছ হে অবিশ্বাসী! যদি তাহাকে ধর্ম্মপথে পরীক্ষা কর তোমার দুঃসাহসিকতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইবে। তুমি ঈশ্বরকে কি পরীক্ষা করিবে? ধূলি কণিকা কি পর্ব্বতকে পরীক্ষা করিতে আইসে? মনুষ্য নিজের বুদ্ধিগত অনুমান যোগে তুলাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ঈশ্বরকে তাহাতে স্থাপন করিতে যায়, ঈশ্বর বুদ্ধির অনায়ত্ত, তাঁহার দ্বারা বুদ্ধিনির্ম্মিত পরিমাণ যন্ত্র চূর্ণ হইয়া যায়। ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা না তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে যাওয়া। তুমি এতাদৃশ মহারাজাকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করিও না, চিত্রিত বস্তু কি প্রকারে চিত্রকরকে পরীক্ষা করিবে? তাঁহার অসীম জ্ঞানেতে যে সকল ছবি বিদ্যমান তাহার নিকটে পরিদৃশ্যমান বিশ্বছবি কোন্ ছার। যখন পরীক্ষা গ্রহণের কুবুদ্ধি দ্বারা তুমি আক্রান্ত হও, তখন জানিও তোমাকে সংহার করিবার জন্য দুর্ভাগ্য উপস্থিত। অকস্মাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ কুবুদ্ধি উপস্থিত দেখিলে ভূমিষ্ঠ প্রণত হইও, ভূমিকে শোকাশ্রু স্রোতে অভিষিক্ত করিও এবং বলিও হে ঈশ্বর! এই কুচিন্তা হইতে আমাকে রক্ষা কর, তাহা হইলে পরম পরীক্ষক ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন।

ব্রাহ্মিকা উৎসব।

আচার্য্যের উপদেশ।

বুধবার ১২ই মাঘ, ১৭৯৮ শক।

শব্দটী এমন মনোহর না জানি বস্তুটী কত মনোহর। কি শব্দটী? পতিপ্রাণা। যে গুণটী এই শব্দ নির্ব্বাচন করে তাহা অতি সুন্দর। স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম এই পতিপ্রাণা হওয়া। স্ত্রীলোকের সকল ব্রত, সকল ধর্ম্ম এই এক কথার মধ্যে নিহিত। পতিব্রতা, পতিপ্রাণা হওয়া, এই শব্দের অর্থ কি? যাঁহাদের স্বামী আছে তাঁহারা ইহার অর্থ জানেন। পতিপ্রাণা শব্দের অর্থ প্রাণ, মন, অথবা অন্তরের সমুদায় প্রণয় এক স্থানে বদ্ধ রাখা। যিনি যথার্থই পতিপ্রাণা তাঁহার সমস্ত হৃদয় স্থির ভাবে সেই এক স্থানেই থাকে, তাঁহার সমস্ত মনের একাগ্রতা এক দিকে। কোন কারণে সেই একাগ্রতা ভঙ্গ হয় না। স্বামী সুন্দর হউন, বা কদাকার হউন, স্বামীর মন উদ্যমশীল হউক, কি নিস্তেজ হউক, স্বামী পতিপ্রাণা স্ত্রীর যোল আনা ভক্তির ভাজন। ইহাই পতিপ্রাণা স্ত্রীর সতীত্ব। এই সতীত্বই স্বর্গ, সতীত্বই পরিত্রাণ। সতী হওয়া আর কিছুই নহে, কেবল প্রাণ মন এক স্থানে রাখা। সতীত্বের অর্থ একাগ্রতা, এক দিকে টান, এক দিকে আকর্ষণ। এই সতীত্ব দ্বারা উচ্চতর সতীত্বে আরোহণ করা যায়। বিবাহ হইবা মাত্র নারী হৃদয়পতির প্রতি আসক্ত হন। বিবাহ হইবা মাত্র এই ব্রত গ্রহণ করিতে হইল যে যাবজ্জীবন পতিসেবা করিতে হইবে। পতিপ্রাণা সতীর এই পতিব্রত, এই সতীত্ব যদি একটু পৃথিবীর ঐ দিকে লইয়া যাইতে পারি তাহা হইলে তোমরা স্বর্গ হাতে ধরিতে পারিবে, অনতিবিলম্বে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতে পারিবে। এই স্বামী আমার, ইনিই আমার সর্ব্বস্ব, পতিপ্রাণা সতী যেমন প্রাণভরে আপনার স্বামী সম্পর্কে এই কথা বলিতে পারেন, সেইরূপ এই কথাটী যে স্ত্রী ঈশ্বরকে উচ্চতর সম্বন্ধে বলিতে পারেন সেই সতীকে প্রধানা সতী বলিব। যিনি বলিতে পারেন আমার প্রাণ মন ঈশ্বরে সমর্পিত, আমার সর্ব্বস্ব, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ঈশ্বর হইয়াছেন, সতীদিগের মধ্যে তিনি প্রধানা। সংসার সম্পর্কে পতিকে যেরূপ প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়াছ, অনন্ত কালের জন্য পরমাত্মাকেও তোমরা সেইরূপ প্রাণের সহিত বরণ কর, তাহা হইলে আর তোমাদের কোন দুঃখ থাকিবে না। বিবাহ যে দিন হইয়াছিল সেই দিনই ইহকালের স্বামীকে চিনিয়া লইয়াছিলে, সেইরূপ ঈশ্বরকে যদি চিরকালের পতি বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পার তাহা হইলে তোমাদের সুখের আর সীমা থাকিবে না। ঈশ্বর সম্পর্কে যদি এই কথা বলিতে পার- এই যে তাঁহাকে এই প্রাণ দিয়াছি, ইহা আর কোন দিকে যাইবে না, এই কথা যদি বলিতে না পার

তবে তোমাদের মনের অনুরাগ পাঁচ দিকে যাইবেই যাইবে। এখনও বিলম্ব হইতেছে কেন, এখনও তোমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইতে পারিতেছ না কেন বুঝিতেছি। এখনও তোমরা ঈশ্বরকে তোমাদের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দিতে পার নাই। যদি বাঁচিতে চাও, তাঁহাকে হৃদয়ের স্বামী এবং চিরকালের জানিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বস্ব দাও। অন্যভাব রাখিও না। পৃথিবীর স্বামীকে যেমন প্রাণের সহিত ভালবাস, ঠিক তেমনি করে ঈশ্বরের চরণে প্রাণ মন অর্পণ কর। সকলের অধিকারী যিনি, যাঁহার নাম বিশ্বপতি তাঁহাকে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব দাও। নারীর পক্ষে এই সতীত্ব নিতান্ত আবশ্যক। ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব জানিয়া তরিয়া যাইবে। তোমাদের প্রাণের ভিতর গিয়া তোমাদের প্রাণের ঈশ্বরকে ডাক। ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ের স্বামী এবং প্রাণের পতি হউন, ঈশ্বর তোমাদের সর্ব্বস্ব হউন! ভক্তেরাও এই চান, যোগীরাও এই চান। যেখানে গেলে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া যাইবে সেই স্থান সকলেরই প্রার্থনীয়। যখন ঈশ্বরকে আপনার ঈশ্বর বলিয়া বরণ করিয়া লইলে তখন যোগ ভক্তির আর কি বাকি রহিল? পৃথিবীর স্বামীকে চিনিয়াছ এখন চির কালের স্বামীকে চিনিতে চেষ্টা কর। বিবাহিত নারী কি কুমারী, একপ্রাণ, এক মন, এক হৃদয় হইয়া ঈশ্বরকে বক্ষে ধারণ কর, এবং ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও। সতীত্ব দ্বারা যেমন ব্যভিচার পাপ অসম্ভব হয়, তেমনি ঈশ্বর সম্পর্কে উচ্চতর সতীত্ব দ্বারা সকল পাপ এবং সকল দুঃখ দূর হয়। নারী, সতীত্ব সম্বন্ধে তুমি বলিয়াছ, সতীত্বের কাছে অধর্ম্ম অসম্ভব, সেইরূপ ঈশ্বর সম্বন্ধে বল এই যে আমার প্রাণ এবং আমার ইচ্ছা ঈশ্বরের চরণে বিক্রী করিয়াছি ইহা আর অন্য দিকে যাইবে না। এই সে আমার প্রাণ ইহাকে আর ধন মানের পদতলে নিক্ষেপ করিব না। আমার অলঙ্কার, বস্ত্র সমুদয় ঈশ্বরের চরণে বিক্রয় করিলাম। এইরূপে ঈশ্বরকে হৃদয় প্রাণ উৎসর্গ কর, অবিশ্বাস অপবিত্রতা থাকিবে না, নারী, তুমি বাঁচিয়া যাইবে।

সাধন কানন।

বৃহস্পতিবার ১৩ মাঘ, ১৭৯৮ শক।

বনদেবতা বনেতে বাস করেন। বনের ফুল পত্র তাঁহাকে প্রকাশ করে। লোকালয়ে লোকের দেবতা, লোকনাথকে পূজা করিয়াছি। কোলাহল মধ্যে যিনি থাকেন, যিনি দশ জন নরনারীকে একত্রে লইয়া আপনার উৎসব করেন, যিনি সংসারের লোকদিগকে নানাবিধ সুখ সম্পদ দেন, সহরের মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়াছি। আজ তিনি লোকনাথ না হইয়া এই উপবনের মধ্যে বনদেবতা হইয়া বসিয়া আছেন। একই রূপ অথচ ভিন্নতা আছে। যিনি লোকনাথ তিনিই বনস্পতি; কিন্তু প্রকাশের ভিন্নতা আছে। আজ এই প্রমুক্ত অনন্ত আকাশ, এই বৃক্ষ লতা এবং পুষ্পের মধ্যে তাঁহার যে ভাব দেখিতেছি সংসারে সে ভাব দেখিতে পাই নাই। আকাশ তাঁহার গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিতেছে। এখানকার সমস্ত বৃক্ষগুলি তাঁহার হস্তরচিত, এখানে চারিদিকে প্রকৃতির সরলতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, যাহা কিছু ঈশ্বরের স্বহস্তের রচনা তাহাই এখানে। প্রকাণ্ড পরলোক সমুদ্র এখানে রহিয়াছে, সেই অনন্ত দেবতা তাঁহার সাধকদিগকে এখানে কঠোর সাধন শিখাইতেছেন। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া শব সাধন করিতে চাও, মৃত্যুর উপরে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিতে চাও, তাহাও এখানে পড়িয়া আছে। পাঁচ জনে মিলিয়া বীণা যন্ত্রের সহিত গান করিতে চাও, তাহাও করিতে পার। কোথায় সংসার, কোথায় পরলোকের তীর। এখানে বসিয়া গভীরাত্মা সাধকেরা গালে হাত দিয়া সংসারের অনিত্যতা স্মরণ করিতেছেন, আর গম্ভীর প্রকৃতি দেবতা ইহলোক পরলোক এক করিয়া সাধকদিগকে পার করিয়া দিতেছেন। এখানকার বিচিত্র সুন্দর প্রকৃতি ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছে। এখানে কুটিল মন, কুটিল কার্য্য নাই, এখানে কলঙ্ক নাই। এখানে বৈরাগ্য আসনে বসিয়া আছি॥ সংসারের যে সকল ভয়ানক উপদ্রব তাহা এখান হইতে বহু দূরে। সংসারের অতীত কোন দেব ভূমিতে, পরলোক রূপ সুরম্য মনোহর স্থানে আমরা বাস করিতেছি। আমরা সেই বনদেবতাকে ডাকিতেছি। কে আনিল আমাদিগকে এখানে? কেন এই প্রকার দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল? কোথায় সংসারে কুটিল অসুরদিগের সঙ্গে আমরাও অসুরের ন্যায় আস্ফালন করিয়া পৃথিবী দলন করিতেছিলাম, আর কোথায় এই সুকোমল, সুরম্য, পবিত্র স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম! সংসারের কাল কর্দ্দম ছাড়িয়া বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবারও যদি এই প্রকার স্থান স্পর্শ করা যায়, জীবন পবিত্র হয় এবং অনেক মঙ্গল হয়, ঈশ্বর ইহা বুঝিতে পারেন, তাই তিনি আমাদিগকে এখানে আনিলেন। এখানে বৃক্ষকে ভাই বন্ধু বলিয়া, পুষ্পকে প্রাণসখা বলিয়া আলিঙ্গন করি। এখানে বৃথা গল্প করিব না, খাওয়া দাওয়ার আমোদে মত্ত হইব না। জগদীশ্বর তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সাধনার্থ আমাদিগকে এখানে ডাকিয়া আনিলেন। এখানে আমরা তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার পুণ্যতত্ত্ব, তাঁহার প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা করিব। বৃক্ষগণ, তোমরা এস, তোমাদিগকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করি। এ রাজ্যের কার্য্য প্রণালী আমরা জানি না। ঈশ্বর একটী কায করুন, আমাদের এই শরীর মনে যতগুলি কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, যতগুলি পাপ কলঙ্ক আমরা মাখিয়াছি, কৃপা করিয়া এইগুলি দূর করিয়া দিন! আমাদিগকে এই সূক্ষ্ম পথের মধ্য দিয়া, এই ফুল পাতার ভিতর দিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে অধিকার দিন! বিকার রোগের প্রতীকার জন্য এই

সাধনকাননের সৃষ্টি। সংসারে বিকৃত হইয়াছি, প্রকৃতিস্থ হইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। বিকারের ঔষধ স্বয়ং দয়াময়, তিনি আমাদিগের বিকৃত অন্তরে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের বিকার দূর করিয়া দিন, পুষ্পের সঙ্গে আত্মার ভ্রাতৃভাব স্থাপন করুন, বৃক্ষের সঙ্গে মনুষ্যের প্রণয় প্রতিষ্ঠিত করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ঈশ্বর হৃদয়ের পুতুল।

৮ই ফাল্গুণ ১৭৯৮ শক।

পুতুল শব্দের অর্থ যদি হস্তরচিত হয়, তবে ঈশ্বর পুতুল নহেন। পুতুল শব্দে যদি প্রিয় বস্তু, হৃদয়ের অনুরাগের বস্তু এই ভাব বুঝায়, তবে ঈশ্বর পুতুল। আমাদিগের কোন একটী সঙ্গীতের মধ্যে আছে " হৃদয়পুতুল " তুমি। এ ভাবে ঈশ্বরকে হৃদয়ের পুতুল বলা যাইতে পারে। প্রাণের পক্ষে, হৃদয়ের পক্ষে, তিনি অতি সুন্দর, অতি মনোহর। ভক্ত তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া ক্রীড়া করেন। নূতন একটী পুতুল লইয়া শিশুর কত আহ্লাদ কত আমোদ। ব্রহ্মগত যোগী ব্রহ্মগত ভক্ত ঈশ্বরকে পাইয়া প্রাণের মধ্যে কত প্রসন্নতা কত আমোদ লাভ করেন। আমার পুতুল তিনি, ভক্ত এ কথা বলিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে হৃদয়ের পুতুল বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে আরো একটী কথা আছে। পৃথিবীর পুতুল কাষ্ঠ নির্ম্মিত, মৃত্তিকা নির্ম্মিত, ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, বিবর্ণ হইয়া যায়, আর তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের সন্তোষ জন্মে না। এক বৎসর দুই বৎসর বা পাঁচ বৎসর পর পুতুল পুরাতন হইয়া যায়, আবার তাহাকে নূতন না করিলে আর তাহা সুন্দর থাকে না। এই জন্য মনুষ্যেরা পুতুলে মধ্যে মধ্যে রং মাখায়, তাহার সংস্কার করিয়া থাকে। এই রূপে রং দিয়া আবার তাহাকে সুন্দর করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এ কথা বলিলে, আপাততঃ অতি ভয়ানক বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে সংস্কার আবশ্যক, দেবতাকে সংস্কার দ্বারা নূতন করিয়া লইতে হইবে এ কথা যথার্থ, ইহা অমূলক নহে। ভক্তের নিকট ঈশ্বর পুতুল, কিন্তু সেই পুতুল আপনার সৌন্দর্য্যে সুন্দর। তিনি অন্যের নিকটে রূপ লাবণ্য কর্জ্জ করিয়া লন নাই, তবে তাঁহার সংস্কার আবশ্যক কেন ? মধ্যে মধ্যে তাঁহার সংস্কার করিতে হইবে এ কথা তবে ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। এটী ভ্রান্তি নহে। উপাসক যে প্রকার দেবদর্শন করিয়া থাকেন, তাহারই সংস্কারের আবশ্যক। আসল ঈশ্বর সংস্কারের অতীত। আমি তাঁহাকে যে ভাবে দেখি, যে ভাবে তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করি, তাহার সংস্কারের প্রয়োজন। শিশুর হাতের পুতলের ন্যায় ঈশ্বরও পুরাতন হন। পুতলের বস্ত্র বিবর্ণ হয়, অঙ্গ কদাকার হইয়া যায়, আর সে পুতুল শিশুর পক্ষে মনোহর থাকে না। এজন্য আবার তাহাকে মনোহর করা আবশ্যক। ব্রাহ্মগণের নিকট ঈশ্বর পাঁচ দিন সাত দিন কি দুই মাস অতি সুন্দর, অতি মনোহর থাকেন। তখন তাঁহারা "আহা ! কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি, " এই সঙ্গীত করিয়া নয়ন জলে ভাসিয়া যান, রূপ দর্শনে অচেতন হন। পাঁচ মাস পরে আর সেরূপ হয় না। ইহাতে ঈশ্বরে কোন প্রভেদ হইল না, তিনি যেরূপ সুন্দর যেরূপ মনোহর তেমনই রহিলেন, তাঁহার নাম পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, আজও তেমনি মনোহর রহিল, কিন্তু সাধকের নিকট তিনি আর সেরূপ সুন্দর রহিলেন না, তাঁহার নাম সেরূপ মনোহর রহিল না, তাঁহার পূজার ঘর, ব্রহ্মমন্দির, তাঁহার প্রসঙ্গের গ্রন্থে আর সেরূপ আকর্ষণ রহিল না। পৃথিবীতে কালক্রমে অত্যন্ত সুন্দর বস্তুও বিবর্ণ হয়, উহার আশ্চর্য্য প্রভা ক্ষয় হইয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যেও তেমনি হইয়া থাকে। ঈশ্বর দেখিতে কেমন সুন্দর কেমন মনোহর ছিলেন, সময়ে তাঁহার সে সৌন্দর্য্য সে মনোহারিত্ব প্রচ্ছন্ন হইল। মনুষ্য পৃথিবীর ধূলি লইয়া আকাশে নিক্ষেপ করিল, অথবা নিজের চক্ষে উহা নিবিষ্ট করিল আর এখন দর্শন পূর্ব্বের ন্যায় উজ্জ্বল হয় না। একটী রূপ দেখা গেল কিন্তু উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন মনোহর নাই। কালক্রমে হৃদয়ের পুতুল পুরাতন হইল, সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন। যদি দেখিতে পাই আর তেমন জ্যোতিঃ দেখিতেছি না, পূর্ব্বে ষোল আনা রং ষোল আনা সৌন্দর্য্য দেখিতাম, এখন যদি উহার এক আনাও কমিয়া গিয়া থাকে, তবে ভাল করিয়া দেখিব কেন সে রং সে সৌন্দর্য্য কমিয়া গেল ? কি এক আবরণ আসিয়া উহা প্রচ্ছন্ন করিল ? পাপ চক্ষুকে প্রচ্ছন্ন করিল। এখন চক্ষুর ধূলি পরিষ্কার করিতে হইবে ? মনকে বিমল করিতে হইবে। সত্যের দ্বারা ধূলি পরিষ্কার করিয়া ফেল, প্রেমের নূতন বর্ণ দ্বারা তাঁহার মুখ অনুরঞ্জিত কর। ঈশ্বর যেমন তেমনি রহিয়াছেন, তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা প্রেমচক্ষে দেখি, তাহার মধ্য হইতে লাবণ্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইবে। ভাল করিয়া পূজা করিলে, ভাল করিয়া ধ্যান করিলে, স্পষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে। যদি ষোল আনার মধ্যে এক আনাও বিবর্ণ হইয়া যায়, সে সুন্দর জ্যোতিঃ অন্ধকারময় বলিয়া মনে হইবে। যখন দেখিতে পাইতেছি এই তাঁহার উজ্জ্বল মনোহর মূর্ত্তিতে প্রাণ বিমোহিত হইতেছে, এই আবার তাঁহার সুন্দর মুখ লুকাইল, তখন হৃদয়ে নিগূঢ় সাধন করিতে হইবে, পুনঃ পুনঃ সংস্কার আবশ্যক স্বীকার করিতে হইবে। পাঁচ দিন তাঁহাকে পুরাতন বলিয়া অপরাধী হইলাম, মিথ্যাবাদী হইলাম। যে পুরাতন বলিয়া তাঁহাকে ভাবিল সে অপরাধ করিল, ঈশ্বর অবমাননা করিল, মিথ্যা এবং

পাপে হৃদয়কে কলঙ্কিত করিল। এই অপরাধে সে আর ঈশ্বরকে তেমন সুন্দর দেখিল না, নাম করিয়া আর সেরূপ ভক্তি উদ্দিত হইল না। অপরাধী জিজ্ঞাসা করিল এখন আর কেন সেই মূর্ত্তি মনোহর নহে? তোমার সুন্দর ঈশ্বর চলিয়া গিয়াছেন, তুমি এখন তোমার মনের কল্পনা পূজা করিতেছ। কি মহা পাপ করিলাম! যাঁহাকে লইয়া চির দিন বক্ষের মধ্যে রাখিব, তাঁহাকে বিবর্ণ কদাকার করিলাম। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আমরা চুরি ডাকাইতি নরহত্যা প্রভৃতিকে মহা পাপ মনে করি, এটীকে পাপ বলিয়া মনে করি না। এটীকেও ভয়ানক পাপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যদি ঈশ্বরকে পুরাতন করিলাম, শুষ্ক বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলাম, যদি এরূপ সম্ভব হয়, তবে বল কোথা দাঁড়াইব? এ পাপের আশু প্রতিকার চাই। যেমন দেখিবে ঈশ্বরের মুখ সুন্দর বলিতে পারিতেছ না, অমনি চীৎকার করিয়া কাঁদিবে। কোথায় পুতুল গেল বলিয়া ছেলে যেমন কাঁদে, তুমিও সেইরূপ হৃদয়ের পুতুল হারাইয়া কাঁদিবে। কাঁদ কাঁদ দুই পাঁচ বার কাঁদ। পুতুলহারা ভক্ত কখন মুখে থাকিতে পারে না। যে অবস্থায় ঈশ্বরের সুন্দর মুখ অপ্রকাশিত, মনে হইতেছে তাঁহার মুখ সুন্দর নয়, সে অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহা হইতে পাপ আসিবে, সর্ব্বনাশ হইবে। শীঘ্র এ রোগের প্রতিকার কর। যেমনি সৌন্দর্য্য চলিয়া যাইবে, অমনি প্রেম ভরে ডাকিবে, কায়মনোবাক্যে গভীর সাধন করিবে, সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে, মুখের বর্ণ যেন বিবর্ণ না হয়। এমনি করিবে যেন দুই পাঁচ দিনের মধ্যে আবার সুন্দর দেখিবে। দেখ যেন তোমার পুতুল কখন পুরাতন না হয়। শিশুর প্রেমের বস্তু যেন অপ্রেমের বস্তু না হয়। তাঁহার মুখ যদি সুন্দর না হইল ডাকিতে থাক, তাঁহার মুখ সুন্দর দেখিতে না পাইলে তোমার সমুদায় উৎসব বিফল হইবে। তোমার পুতুল অপ্রিয় হইলে সুখশান্তি হইবে কি প্রকারে? উহার রং সংস্কার কর, প্রেমের রঙ্গে পুতুল প্রস্তুত কর। প্রেমিক উদার হৃদয়ে নব নব পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে, হারান স্বর্গ পুনরায় পাইয়া ভক্ত নৃত্য করিবেন। সংসার কত বার হৃদয়ের পুতুলের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে উপক্রম করিয়াছে, হারান পুতুল পাই নাই। ব্রাহ্ম বল কতবার হারান পুতুল পাইয়াছ, কতবার আবার তাহা আনিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছ। আজ এ সকল কথা বলিবার এই তাৎপর্য্য, বার বার হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিও, পুতুল সুন্দর আছে কিনা? পুতুল সুন্দর না থাকিলে কখন দিন কাটাইতে পারিবে না। যখন মুখ তেমন দেখায় না, সংস্কার করিয়া লও। কখন পুরাতন বস্তু, জীর্ণ শীর্ণ বস্তু লইও না। পৃথিবীর পুতুল, কল্পনার দেবতা সকল ফেলাইয়া দাও। কাতরে কাঁদ, প্রাণের পুতুল মনোহর বেশে তোমার প্রাণকে বিমুগ্ধ করিবে। দেখিও, পুতুল হারাইও না।

ভক্তিসাধন।

গত প্রকাশিতের পর।

ভারতের একমাত্র পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ প্রবোধানন্দ সরস্বতী, যিনি বেদান্ত, তর্ক, সাঙ্খ্য, বৈশেষিক, জ্ঞান, মীমাংসা আগম নিগম, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র অলঙ্কার কাব্য নাটকাদির রহস্য সিদ্ধান্ত বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতাদ্বারা কাশীবাসী বহুসংখ্যক ছাত্রগণের আনন্দপদ্ম প্রফুল্ল করিতেন, এবং মায়াবাদী দণ্ডীদিগের সর্ব্বপ্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে চৈতন্যকে অত্যন্ত নিন্দা করিতেন, পরে চৈতন্যের প্রেম স্রোতে ভাসমান হইয়া তাঁহার শিষ্য পদে অভিষিক্ত পূর্ব্বক যেরূপ ভক্তি-ভাবে চৈতন্যকে স্তব করিয়া ছিলেন চৈতন্য চন্দ্রামৃত হইতে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

"কৈবল্য নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কাল সর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বংপূর্ণসুখায়তে, বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

"নম শ্চৈতন্যচন্দ্রায় কোটিচন্দ্রাননত্বিষে।
প্রেমানন্দাব্ধিচন্দ্রায় চারুচন্দ্রাংশুহাসিনে॥"

"উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডপ্রকাণ্ডৌ বাহূ প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতমুং পুণ্ডরীকায়তক্ষাম্। বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ র্ব্বন্দে তংদেবচূড়ামণি মতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্॥"

"আনন্দ লীলাময় বিগ্রহায়, হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

এই দুই জন ব্যতীত আরও বহুসংখ্যক জ্ঞানী পণ্ডিত চৈতন্যের শিষ্য হইয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার প্রায় সমস্ত শিষ্যই পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদিগের কতিপয়ের নাম উল্লেখ করিতেছি। অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, বিদ্যানিধি আচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত, আচার্য্য রত্ন, পুরন্দর পণ্ডিত; গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শঙ্কর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, নারায়ণ পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর, হরিভট্ট, শ্রীনৃসিংহানন্দ, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ বাসুদেব ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীকান্তনারায়ণ, বল্লভ সেন, সত্যরাজ খান, মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন ইত্যাদি।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ভক্তির প্রতিকূল নহে বরং অনুকূল। কিন্তু ভক্তগণ জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই অধিক সমাদর করিয়া থাকেন। কারণ জ্ঞানে অহঙ্কার হয়, অহঙ্কার ভক্তির পরম শত্রু। হৃদয় নিম্ন না হইলে ভক্তিস্রোত তাহাতে প্রবাহিত হয় না। জলের গতি নিম্নদিকেই হইয়া থাকে, উচ্চদিকে নহে। মহাত্মা চৈতন্য শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন যে, তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহি-

ষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" ভক্তগণ, সিংহ ব্যাঘ্র অপেক্ষাও অহঙ্কারকে অধিক ভয় করিয়া থাকেন। জ্ঞানীগণ অহঙ্কারকে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার উপায় মনে করিয়া থাকেন। অধিক কি প্রেমিক চৈতন্যও ভক্তিলাভের পূর্ব্বে জ্ঞান প্রভাবে অত্যন্ত অহঙ্কারী ছিলেন। বিশেষতঃ ভক্তগণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কখন হাস্য করেন কখন ক্রন্দন করেন কখন নৃত্য করেন,কখন উর্দ্ধে লম্ফ দিয়া আস্ফালন করিতে থাকেন কখন মূর্চ্ছিত হন। এই সমস্ত প্রেম বিকার জ্ঞানীদিগের নিকট উপহাসের বিষয়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী যে সময়ে চৈতন্যের বিদ্বেষী ছিলেন সে সময়ে তিনি চৈতন্যর উন্মত্ততা দেখিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। বিশেষতঃ জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানী না হইলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। ভক্তগণ এ কথায় সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক জন নিরক্ষর মূর্খ ঈশ্বরানুগ্রহে ভক্তিলাভ করিয়া দেবতাদিগেরও পূজনীয় হইতে পারেন। অতএব ভক্তি জ্ঞান সাপেক্ষ নহে।

অধিকাংশ ব্রাহ্মের এইরূপ সংস্কার যে, ধর্ম্ম সহজ জ্ঞানমূলক সুতরাং তাহা আর শিক্ষা করিতে হয় না। এই সংস্কারবশতঃ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে না। কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সংসারের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই শিক্ষণীয়, শিক্ষা ভিন্ন কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষণীয় নহে, ইহা কিরূপে ব্রাহ্মগণ স্বীকার করেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রচলিত না থাকাতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সকলেই সমান। যিনি বিংশতি বৎসর ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত এক জন নব্য ব্রাহ্মের কিছু মাত্র ভিন্নতা স্বীকার করা হয় না। এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষার অভাবেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি স্রোত অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্ম্মও শিক্ষণীয় বিষয়। উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া মনুষ্য জীবনকে সফল করিতে হইবে। ঈশ্বর প্রসাদে প্রায় এক বর্ষ কাল হইতে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মশিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই অল্প কালেই ধর্ম্মশিক্ষার উপকারিতা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

ক্রমশ।

সংবাদ।

গত ২রা ফাল্গুন বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষের ভবনে তাঁহার পত্নীর যত্নে উপাসনা ও সঙ্গীত হইয়াছিল। মনোমোহন বাবুর সহিত ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক বিষয়ে বহুকাল হইতে যোগ চলিয়া আসিতেছে, এবং ইঁহার পত্নী ইদানীন্তন ধর্ম্মবিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। যাঁহারা খৃষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছা করেন না অথচ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পূর্ণ একীভূত নহেন তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে নিতান্ত সঙ্কটাবস্থা। আমরা ভরসা করি তাঁহারা সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মধ্যে পরিগণিত হইবেন, কারণ এই উদার সমাজের মধ্যে তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট স্থান আছে।

আমরা দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইতেছি যে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়া উপাসনা, উপদেশ এবং সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মদিগকে উপকৃত করিতেছেন। তাঁহার এই প্রাচীন বয়সে এরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ এবং উজ্জ্বল ধর্ম্মভাব দেখিয়া শিথিল হৃদয় ভগ্নোদ্যম যুবা ব্রাহ্মগণের আশা সঞ্জীবিত হওয়া উচিত।

ধর্ম্মজীবনের পথে চলিতে চলিতে এক একবার ভূতকালের ইতিহাস পাঠ করিলে অনেক উপকার হয়। নিজ জীবনের যে যে স্থানে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিশেষ দয়ার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া মধ্যে মধ্যে ভক্তি বিশ্বাসের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য, এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রবাহ কোন্ পথ দিয়া কিরূপে অগ্রসর হইল, কোন্ অবস্থায় ঈশ্বরের কিরূপ দয়ার বিধান সকল প্রচারিত হইয়া ইহাকে বিপদ বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করিল এবং অন্ধকার হইতে আলোকময় সত্যপথে আনিল, তাহাও "ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত" নামক পুস্তকে পাঠ করা উচিত। ব্রাহ্মসমাজের ভূত ভবিষ্যৎ উভয়ই ঈশ্বরের করুণায় পরিপূর্ণ। এ সকল অধ্যয়ন করিলে বিশ্বাস পরিমার্জ্জিত এবং দৃঢ়ীভূত ও আশা সমুজ্জ্বলিত হয়।

আগামী ২১ শে ফাল্গুন শনিবার পাঁচ ঘটিকার সময় টাউন হলে আচার্য্য মহাশয়ের এক ইংরাজি বক্তৃতা হইবে। অনেক সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণের সভাস্থলে উপস্থিত থাকিবার কথা আছে।

সঙ্গীত।

আউলে সুর।—তাল একতালা।

ওরে মন পাখী, আয় দেখি, জয় দয়াময় জয় দয়াময় বল দেখি।

ওরে দয়াময় নাম সুমধুর নাম, নামটী অবিরত বল দেখি।

ওরে আমি যে নাম ধনের কাঙ্গাল, ওরে তা তুমি জানন কি।

নামটী ভক্তিভরে গান করিয়ে আমার পিতা রে শুনাও দেখি।

নামটী পিতার কাছে গান করিয়ে এক মুষ্টি ভিক্ষা লও দেখি।

নামটী প্রেমভরে গান করিয়ে আমার তাপিত প্রাণ জুড়াও দেখি।

সদা দয়াময় নাম গান করিলে, তোমার অন্নজলের ভাবনা কি। সুখসম্পদের ভাবনা কি।

ব্রহ্মমন্দির সংস্কারার্থ নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল।

(গত প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত রায় ভোলানাথ সারাভাই, আহমদাবাদ	১৫
,, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু ...	২
,, ,, দেবেন্দ্রনাথ রায় ...	১
,, ,, গোবিন্দচাঁদ বর ...	৫
,, ,, সাধুচরণ দে ...	২
,, ,, শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ...	৩
,, ,, লক্ষ্মীকান্ত দাস, বিশ্বনাথ	৫
,, ,, শুকপ্রসাদ, দাস তেজপুর	৫
,, ,, গুরুচরণ গন, লক্ষ্ণৌ ...	৩
,, ,, দয়ালহরি গুহ, তেজপুর	২
,, ,, রোহিণীমোহন বশাথ, ঢাকা	২
,, ,, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকিপুর	১০
,, ,, প্রহ্লাদচন্দ্র পাল ...	২
,, ,, দ্বারিকানাথ রায় ...	২
,, ,, কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বহরমপুর	৪
,, ,, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাঁসি	১০
,, ,, কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত, কিশোরগঞ্জ	৩
,, ,, মাধবচন্দ্র রায়, মোজাফারপুর	১৫
,, ,, শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মথুরা	৫
,, ,, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
,, ,, গোপীকৃষ্ণ সেন, ময়মনসিংহ	৩
,, ,, নগেন্দ্রনাথ মিত্র ...	১
,, ,, বিহারীলাল রায়, লাখুটিয়া	৫
,, ,, শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় ...	৫
,, ,, কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়জাম	২
,, ,, অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	১
,, ,, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	১
,, ,, বিশ্বম্ভর ঘোষ	৩
,, ,, ভগবানচন্দ্র দাস বালেশ্বর	৫
,, ,, জগদ্বন্ধু লাহা, বরিশাল	২
,, ,, হরকান্ত সেন, ঐ	২
,, ,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	১
,, ,, ঈশ্বরপ্রসাদ পাইন ...	৫
,, ,, রাধাকান্ত ঘোষ ...	২
,, ,, প্রসাদদাস মল্লিক ...	১
,, ,, হীরালাল পাইন ...	৫
শ্রীমতী মনোরঙ্গিনী নিয়োগী ...	১
,, সৌদামিনী গুপ্ত ...	১০
একটী বন্ধু বিশ্বনাথ ...	২।১০
মায়জামস্থ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র দান সংগ্রহ	১।১০
ব্রাহ্মমন্দিরে দান সংগ্রহ ...	৪৸০
গড়পাড় ব্রাহ্মসমাজ ...	৩

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রেয় বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন চারি খণ্ড একত্রে ভাল বাঁধান	১।০
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন তৃতীয় ভাগ ...	৶০
সঙ্গীত সুধাসিন্ধু (কাগজের মলাট) ...	।।০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ...	॥০
শ্লোকসংগ্রহ বর্দ্ধিত (কাগজের মলাট) ...	৸০
জগতের বাল্য ইতিহাস	।।০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ	॥০
হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ ...	।/০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ...	৸০
কতকগুলিপ্রশ্নোত্তর	৴১০
মহর্ষি নারদের নবজীবন লাভ ...	৴১০
তপস্বিনী রাবা	/০
রাজা এব্রাহিমের বৈরাগ্য বৃত্তান্ত ...	/০
ফকির বায়েজিদ	৶০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি?	৴৫
কুমুদিনী চরিত	।/০
জীবনালেখ্য	৵০
হাফেজ	।০
প্রবোধাবলী	৵০
ধর্ম্মবন্ধু	৶০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	॥০
ব্রহ্মোৎসব	/৫
নির্ম্মলার উপাখ্যান ...	।০
ব্রহ্মময়ী চরিত ...	[illegible]
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন ...	৴১০
প্রার্থনামালা (পার্কারের অনুবাদ) ...	।৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী	[illegible]
মতসার	[illegible]
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ...	৴১০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত	৶০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	/১০
কতকগুলি ধর্ম্ম কথা (১ম ভাগ) ...	৴১০
ঐ ঐ (২য় ভাগ) ...	৴১০
ঐ ধর্ম্মোপদেশ	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ ...	৵০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০
সুখী পরিবার	/০
সঙ্গীতমালা	৶০
ধর্ম্ম ও নীতি	/০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	৸০
সত্যমালা	/১০
ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কল্প	।০
সংস্কৃত উপাসনাপদ্ধতি	/০
হিন্দি মতসার	/০
ঐ হিংসাবিচার	/০
প্রসন্নতা প্রদায়িনী	/০
বৈরাগ্য	৶০
চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের উৎসব বিবরণ ...	/০
উৎসাহ শতকাব্য	৶০
বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের ১৮৭৭ সালের সঙ্গীত	/০
থিয়িষ্টিক এনুয়েলের বাঙ্গালা অংশ ...	৶০
শ্লোক সংগ্রহের হিন্দু শাস্ত্রাংস ...	৶০

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়গণ কৃপা করিয়া স্বীয় স্বীয় অগ্রিম বার্ষিক মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। প্রতি জনকে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিতে হইলে আমাদিগকে বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৮ই ফাল্গুণ শ্রীরামমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ৫ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র মঙ্গলবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে নাথ! এতদিন তোমার নিকট যাতায়াত করিতেছি কিন্তু এমনটী কখন হইল না যে তোমার রূপ গুণে বিমোহিত হইয়া সংসারের কোন স্বার্থ সুখ বিস্মৃত হইলাম। শুনিয়াছি তোমার প্রিয় প্রেমানুরক্ত সাধকদিগের লৌকিক ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক ভুল হয়, তাঁহারা তোমার স্মরণ মনন চিন্তন এবং সেবায় এত ব্যস্ত এবং আসক্ত যে সময়ে সময়ে আহার পান করিতেও ভুলিয়া যান, বাহিরের কোন্ বিষয়ে কি ক্ষতি লাভ হইল না হইল তাহা তাঁহাদের মনে থাকে না। কিন্তু সেরূপ ভুল ভ্রান্তিত আমার কখন হইল না। পার্থিব বিষয়ে আমার এমন প্রখর দৃষ্টি, নিজের স্বার্থ সুখের প্রতি এমন প্রগাঢ় অনুরাগ, যে কোন দিন এরূপ হইল না যে তোমার মাধুর্য্য রসে মগ্ন হইয়া তাহা ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত হইলাম। উপাসনাই করি, আর গভীর-রূপে যোগ ধ্যান নাম সঙ্কীর্ত্তনেই মগ্ন হই, বিষয়বুদ্ধি, সংসারাসক্তি, নীচ দুর্ব্বাসনা সকল যেমন তেমনই থাকে। তোমার সাধন ভজনে ক্ষণকাল মনোনিবেশ করিব, তাহার মধ্যেও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সংসারের ছবি সকল কত-বারই না চিত্তকে চঞ্চল করে! ইচ্ছা করি না, চেষ্টাও করি না, তথাপি তাহারা বার বার, দেখা করিতে আইসে, বলপূর্ব্বক চিত্তকে বাহিরে টানিয়া আনে। তাহাদের সঙ্গে এমনই গাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছে যে আমি ছাড়িলেও তাহারা এখন আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়ে না। দিনান্তে এক ঘণ্টাকাল অবিচ্ছেদে তোমার সঙ্গে আলাপ করিব কি তোমার নিকট বসিয়া থাকিব তাহাতেও এই সকল প্রতিবন্ধক। যাহা ভুলিতে চেষ্টা করি তাহাও মনের মধ্যে আসিয়া উদয় হয়, আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। কিন্তু বিষয়কার্য্যে, সংসার কোলাহলে যখন নিযুক্ত হই তখনত তোমার ভাব, তোমার চিন্তা তেমনি স্বভাবতঃ হৃদয়ে উদিত হয় না। উপা-সনার কালে সংসার যেরূপ পুনঃ পুনঃ চিত্তকে চঞ্চল করে, বিষয় কার্য্যের সময় তুমিত সেরূপ কর না। তোমার একটু আভাসও যদি তখন পাই তাহা হইলেও কৃতার্থ হইতে পারি। কিন্তু পাপ প্রকৃতির এমনি আধিপত্য যে সহজে সে আমাকে তোমার নিকট যাইতে দেয় না। বিষয়বাসনায় চঞ্চল হইয়া যেমন অন্যান্য সৎকার্য্য করিতে, পবিত্র বিষয় ভাবিতে ভুলিয়া যাই, হে হৃদয়-বিহারী ঈশ্বর! তোমার প্রেমে, তোমার সৌন্দর্য্যে এবং গুণে মুগ্ধ হইয়া যেন আমরা বাহ্য বিষয়ে সময় সময় তেমনি ভুল হয়, পাপ করিতে যেন একবারে ভুলিয়া যাই। কোন

গুরুতর বৈষয়িক কর্ম্ম সম্পাদনে বিস্মৃত হইলে মন যেরূপ সচকিত হইয়া উঠে, তেমনি পাপ বিস্মৃত হইয়া হৃদয়ে যেন পবিত্র আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি। আমার ক্ষতি হউক, ভুল হউক, আমি তোমার জন্য অজ্ঞান এবং অন্যমনস্ক হই সে ভাল, কিন্তু সুচতুর সতর্ক জ্ঞানী হইয়া যেন পাপাচরণ না করি। যে অবস্থায় তোমাকে পাই তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গলজনক।

ধর্ম্মে বিজ্ঞান এবং উন্মত্ততা।

বিগত ২১শে ফাল্গুন অপরাহ্নে টাউনহলে উপরোক্ত বিষয়ে আচার্য্য মহাশয় একটী বক্তৃতা করেন। ইহার সার মর্ম্ম আমরা কিছু প্রকাশ করিতেছি।

চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে আর্য্য ঋষিদিগের মধ্যে গভীর ব্রহ্মচিন্তা ধ্যান বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মোন্মত্ততার প্রাদুর্ভাব ছিল, এক্ষণে সুশিক্ষিতদিগের মুখে কেবল বিজ্ঞান ও সভ্যতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথমাবস্থায় এই রূপ মত্ততার ধর্ম্ম দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল জ্ঞান সভ্যতার মহিমা সকলে মহীয়ান্ করিতেছেন। বিজ্ঞান ও মত্ততা উভয়ই ঈশ্বর প্রদত্ত, এক্ষণে এই দুইটীর সমন্বয় কিরূপে হইতে পারে? বিজ্ঞান এবং বিশ্বাসের মধ্যে চিরকাল বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই বিবাদ উভয়ের কোন একটীর বিচারালয়ে মীমাংসিত হইতে পারে না। সহজজ্ঞান এক মাত্র ইহার বিচারালয়। এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এবং এক জন বিশ্বাসী সাধককে এক স্থানে বসাইতে হইবে এবং কাহার কি দিবার আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিজ্ঞান শাস্ত্রের নানা প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছে। কেহ বলিয়া গিয়াছেন, আত্মা এবং পৃথিবী ব্যতীত আর কিছু নাই, কেহ বা ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য কোন সত্তা স্বীকার করেন নাই। কেহ কেবল পৃথিবী এবং ঈশ্বর, কেহ ঈশ্বর ও আত্মা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ এই তিনটী সত্য সর্ব্ববাদী সম্মত। বিজ্ঞান-শাস্ত্র এ কথা প্রমাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন, যে আত্মা, জগৎ এবং ঈশ্বর আছেন, এবং প্রথম দুইটী শেষোক্ত সত্যের উপর নির্ভর করিতেছে। এই অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞানের অধিকারত সংস্থাপিত হইল, মত্ততার অধিকার কোথায়? সংসার এবং নিজের সম্বন্ধে লোকের মত্ততা প্রচুর পরিমাণে দেখা যাইতেছে। দিবা নিশি সকলে ব্যস্ত হইয়া উন্মাদের ন্যায় বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। রৌপ্য মুদ্রার সৌন্দর্য্যে মানবদিগের চিত্ত বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সংসারসম্বন্ধে লোক যে পাগল প্রায় তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞান প্রতিপাদ্য দুইটী বিষয়ে যদি আমাদের এত উন্মত্ততা হইল, তবে ঈশ্বরের জন্য কেন আমরা পাগল হইব না? তিনি কি অবাস্তবিক অসৎ পদার্থ? অন্ততঃ প্রথম দুইটীর সমতুল্য সত্য বলিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। আমরা জগৎ এবং আত্মাকে যে রূপ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি ঈশ্বরকে সে রূপ করি না। কিন্তু তাহা করিতে হইবে। এই জন্য গভীর একাগ্রতা প্রগাঢ় চিন্তা আবশ্যক। বাহ্য পদার্থকে যেমন আমরা সত্য সুন্দর মনোহর বলিয়া প্রতীতি করিতেছি, একাগ্রচিত্ততা দ্বারা তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অভ্যন্তরস্থ গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। বিশ্বাসী সাধক ধ্যান বলে এই অনাদি অনন্ত সত্যের ভিতরে প্রবেশ করেন, এবং সমাধিযোগে তাঁহাকে সার সত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন। জ্ঞানী যেখানে বলেন তিনি আছেন, কিন্তু অপরিজ্ঞেয়, বিশ্বাসী সেখানে বলেন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, ধ্যানযোগে তাঁহার নিগূঢ় সত্তা অনুভব করিয়াছি। বিশ্বাসী প্রথমে তাঁহাকে সত্য বলিয়া ধরিলেন, তদনন্তর তাঁহার শিবং এবং সুন্দরং মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। যখন ঈশ্বরের সত্য সুন্দর মঙ্গলভাবে তাঁহার

চিত্ত নিমগ্ন হইল, তখন হৃদয়ে কবিত্বরস শান্তির উৎস উৎসারিত হইল এবং তখন তিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিলেন। তখন নদী পর্ব্বত কানন উপবন, কুসুমিত বৃক্ষলতা, আকাশবিহারী বিহঙ্গ এবং বনচারী পশুগণ ঈশ্বরের কথা প্রচার করিতে লাগিল। তখন স্বর্গীয় কবিত্বরসে অন্তর বাহির একাকার হইয়া হৃদয় মন পুলকিত হইল। এই অবস্থায় সেই মহাকবি ঈশা বলিয়াছিলেন, "ক্ষেত্রের ঐ স্থলপদ্ম গুলিকে দেখ উহা কেমন সুন্দর"! তোমরা কি প্রস্ফুটিত গোলাপ বৃক্ষের নিকট কখন বসিয়া ছিলে? বাস্তবিক গোলাপফুল কথা কয়, উৎকৃষ্ট পদ্যেতে কথা হয়। এই অবস্থায় ঈশ্বর আপনার দেশীয় ভাষায় বিশ্বাসী ভক্তের মুখ দিয়া পদ্যেতে কথা কহেন। জ্ঞানীদিগের ভাষা গদ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক ভাষা, নিতান্ত কঠোর নীরস, এবং উত্তাপবিহীন শীতল। বিশ্বাসীর ভাষা পদ্য, তাহা জীবন্ত এবং সরস।

এই স্থানে ভাষার বিষয়ে দুই একটী কথা বলা উচিত। জ্ঞানী ও বিশ্বাসীর মধ্যে ব্যাকরণের কিছু প্রভেদ আছে। জ্ঞানীরা অতি নিস্তেজঃ ভাবে বলেন, ইহা করা উচিত, ইহা কর্ত্তব্য উহা অকর্ত্তব্য, ইহা উচিত এবং উহা অনুচিত, এইরূপ রাশি রাশি ঔচিত্যানুচিত্য লইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু বিশ্বাসীকে ঈশ্বর স্বয়ং অনুজ্ঞা করিতেছেন, অমুক কর্ম্ম কর, অমুক স্থানে যাও। প্রগল্‌ভ্যা ঈশ্বরভক্তি তাঁহাকে তৃণের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া যায়।

উপরোল্লিখিত তিনটী মূল সত্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মনুষ্যের জন্ম ও উন্নতির বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। মানবের উৎপত্তি বিষয়ে এখন অনেক শাস্ত্রীয় কথা প্রচারিত হইয়া থাকে। হনুমান এবং বনমানুষ আমাদের আদিপুরুষ ছিলেন, কোন কোন বিজ্ঞানবিদের এই মত, ইহা যদি সত্য হয় তবে আমরা আমাদিগকে বড় গৌরবের পাত্র মনে করিতে পারিব না। যাহউক, সে মত আমি ডারুইন্ এবং হাক্সিলির জন্য রাখিয়া দিলাম। এক্ষণে সাধারণ জাতি সম্বন্ধে উৎপত্তি ও উন্নতির কোন বিচার না করিয়া ব্যক্তিগত জীবন কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছে তাহা দেখা যাউক। মনুষ্য প্রথমে একটী ভ্রূণ, তার পর পশু, তার পর মনুষ্য, সর্ব্বশেষে দেবতা। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মতামত লইয়া যে যত বিবাদ বিতণ্ডা করুন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া জিতেন্দ্রিয় দ্বিজাত্মা হওয়াই প্রকৃত কার্য্য। মনুষ্যের চতুর্ব্বিধ অবস্থা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল, এক্ষণে দেবত্বের দ্বারা জড়ত্ব পশুত্ব এবং মনুষ্যত্বকে বধ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন পাপ কখন অসম্ভব হইবে না। হিন্দুগণ যে পুনর্জ্জন্মের কথা বলেন তাহার অর্থ আছে। বস্তুতঃ মনুষ্য গাছ পাথর পশু হইয়া থাকে। কুপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক নীয়মান হইয়া সে পর্য্যায় ক্রমে জড় পশু উদ্ভিজের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পুনরায় পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা আবার সে দেবত্ব লাভ করে। এক জন্মের মধ্যে এইরূপ পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। আর একটী কথা আছে সশরীরে স্বর্গে গমন। ইহাও অতি গভীর কথা। যখন ব্রহ্মেতে চিত্তের সমাধি হয় তখন শরীর কোথায় থাকে? শরীর আছে কি না তাহা যোগী মনে রাখিতে পারেন না। তিনি অধ্যাত্মযোগ বলে অদৃশ্য ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মের পদতলে উপবেশন করেন, সেখানে অমরাত্মা সাধু মহাজনদিগকে ঈশ্বরের সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে তিনি দর্শন করেন। ঈশ্বর কখন একা থাকেন না, যেখানে তিনি সেই খানেই তাঁহার পারিষদ্ ভক্তবৃন্দ বিরাজ করিতেছেন। বিশ্বাসী আত্মা সশরীরে স্বর্গে গিয়া এই শোভা অবলোকন করত কৃতার্থ হয়েন। স্বর্গবাসী ভক্তেরা কি তাঁহাকে কোন শুষ্ক ধর্ম্মমত বা ধর্ম্ম বিজ্ঞান বা ব্রতাদি নিয়ম গ্রহণ করিতে বলেন? না, তাঁহার সঙ্গে একীভূত অভেদাত্মা হইয়া তাঁহারা থাকিতে চান। ইহাকেই বলে সশরীরে স্বর্গে গমন। উন্মত্ততা ব্যতীত এই রূপ নবজীবন কখন

লাভ করা যায় না। মনুষ্যের উন্নতির প্রণালী শুধু বিজ্ঞান এবং উন্মত্ততা উভয়েরই; এইরূপে সম্মিলন হইতে পারে।

আমার শেষ কথা রাজভক্তি সম্বন্ধে, ইহার মধ্যেও বিজ্ঞান ও প্রমত্ততার দুইটী বিভাগ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত এই যে, সাধারণ রাজকীয় বিধিকে মান্য কর, রাজা বা শাসনকর্ত্তা কেহ নহে। শাসন বিধির অধীনতা স্বীকার করাই রাজভক্তি। কিন্তু প্রমত্ততা বলে আমি সেই ব্যক্তিকে চাই যাঁহাকে দেখিয়া এবং ভক্তি করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইব। রাজভক্তি হিন্দুজাতির একটী শুষ্ক মত নহে, ইহা হৃদয়ের এক ধর্ম্মভাব। এ দেশের লোকেরা বহুকাল হইতে রাজাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে। এই ভক্তি আমাদের একটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষ। রাজার নামেতে আমাদের হৃদয় হইতে ভক্তি কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হয়। ভারতবর্ষ ইংরাজ জাতির হস্তে পতিত হওয়াকে আমি বিধাতার প্রত্যক্ষ দয়ার কার্য্য মনে করি। অনেকে বলেন দিল্লীদরবারে কোন ধর্ম্মবিধির অনুসরণ করা হয় নাই। কিন্তু কোন ইতিহাসের ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত যদি তথায় সেই বহু জন সমাকীর্ণ ভারতীয় বিখ্যাত রাজন্যবর্গে পরিপূরিত মহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন, তিনি স্পষ্ট দেখিতেন যে স্বয়ং বিধাতা মহারাণীর মস্তকোপরি "ভারতেশ্বরী" উপাধিরূপ মুকুট স্থাপন করিতেছেন। ব্রিটিশ রাজের হস্তে পালিত এবং সুরক্ষিত হইয়া যাহারা রাজভক্তি বিরোধী হয় তাহারা বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করুক। দেশীয় যুবকগণ বিদ্যালয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ইংরাজি শিক্ষক ও অধ্যাপকদিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়া শুভ্রকেশ প্রাচীন আর্য্যগণের নিকট ধ্যান বা বৈরাগ্য, গভীর ব্রহ্মানন্দ এবং আধ্যাত্মিক প্রমত্ততা শিক্ষা করুন। এইরূপ পঞ্চাশ জন সুশিক্ষিত জ্ঞানী কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, যেমন দিল্লীতে দরবার হইয়াছিল তেমনি রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতি ঈশ্বরের রাজদরবারে রাজভক্তির উপহার অর্পণ করুন। পঞ্চাশ জন প্রেমোন্মত্ত প্রচারক এইরূপে বাহির হউন, তাহা হইলে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশ এক হৃদয় হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার করিবে।

এই বক্তৃতার মধ্যে তিনটী বিভাগ করা হইয়াছে (১) জগৎ, ঈশ্বর, আত্মা; (২) মনুষ্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি; (৩) রাজভক্তি। এই তিনটী বিভাগে বিজ্ঞান এবং মত্ততার সম্মিলন কিরূপে হইবে তাহাই প্রদর্শন করা বক্তার উদ্দেশ্য ছিল।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী প্রমাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যৎ সম্বন্ধে আমাদিগের সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ এবং দৃষ্ট বিষয় হইতে অদৃষ্ট বিষয় অনুভব করাকে অনুমান বলে। অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষের প্রাধান্য এই জন্য যে, আমরা যাহা অনুমান করি, তাহা প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না, এবং উহার প্রামাণ্য প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধ। মনে কর আমরা কোন একটী নক্ষত্র বিশেষের গতি হইতে কোন একটী জ্যোতিষিক ঘটনা অনুমান করিলাম। যতক্ষণ না এই ঘটনাটী আমাদিগের প্রত্যক্ষ হইতেছে ততক্ষণ উহা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে না। একবার উহা প্রত্যক্ষ হইলে, আমরা যে কোন সময়ে তাদৃশ গতি হইতে সেই ঘটনা পুনরায় অনুমান ও প্রত্যক্ষ করিতে পারি। মনুষ্যের জ্ঞানের বিষয় যাহা কিছু আছে, উহা প্রত্যক্ষ ও অনুমান সিদ্ধ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে আমরা একই বিষয়কে অনুসন্ধানের প্রণালী অনুসারে প্রত্যক্ষ বা অনুমান দুয়েরই বিষয় করিতে পারি। যেমন এই বাহ্য জগৎ, যাহা নিয়ত আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়। আবার অনুসন্ধানের প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে অনুমানের বিষয় করা যাইতে

পারে। বাহ্যজগৎসম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিলে আমরা দেখিতে পাই, বাহ্য জগতের সহিত চক্ষুরাদির যোগ হইয়া যে প্রতিবোধ উপস্থিত হয়, এই প্রতিবোধই আমাদিগের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়, বাহ্য জগৎ নহে। আমরা এই অনুভূত প্রতিবোধ হইতে তদুত্তেজক বাহ্য জগতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, যে সকল পণ্ডিত আত্মা বা মন হইতে পদার্থতত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা জগৎকে অনুমানের বিষয় করিয়াছেন, ; আর যাঁহারা বাহ্য জগৎ হইতে পদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বাহ্য পদার্থ হইতে আত্মা বা মনকে দ্রষ্টা স্প্রষ্টাদিরূপে অনুমান করিয়াছেন। বাহ্য জগৎ এবং আত্মা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ঈশ্বর সম্বন্ধেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণের অব্যাহত গতি বাহ্য জগৎ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হওয়াতে আমরা যেমন উহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতেছি, ইচ্ছা প্রভৃতির গতিপ্রতিরুদ্ধ হওয়াতে তেমনি নিয়ন্তৃ-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন দেখান গিয়াছে অনুসন্ধানের প্রণালীর তারতম্য বশতঃ প্রত্যক্ষকে অনুমানের বিষয় করা যাইতে পারে, এখানেও তাহাই হইতে পারে।

যখন মনুষ্যের চিন্তাশক্তি সবিশেষ উদ্রিক্তা নহে, তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই বিশেষ আধিপত্য। সে সময় যাহা কিছু অনুভূত হয়, যাহার মধ্য দিয়া অনুভূত হয় তৎসহিত উহা অভিন্নভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই জন্যই প্রথমাবস্থায় প্রভূতশক্তিদ্যোতক প্রাকৃতিক পদার্থ সহ ঈশ্বর, এবং শরীরের সঙ্গে আত্মা বা মন অভিন্নভাবে পরিগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের চিন্তাশক্তি তেজস্বিনী হইবার সঙ্গে সঙ্গে অনুমানের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই অনুমান হইতেই দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি। দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ বিষয় সকল অনুমানের বিষয় হইয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষকে মূল না করিয়া অনুমান অগ্রসর হইতে পারে না, এজন্য দর্শনশাস্ত্রে জগৎ, আত্মা ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থের এক পদার্থকে সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় করিয়া অপর দুই পদার্থকে তাহা হইতে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে। পদার্থ ত্রিতয়ের মধ্যে যে দর্শন যে পদার্থকে মূল করিয়া অপর পদার্থদ্বয়কে তাহা হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে, সে দর্শন সেই পদার্থপ্রধান বলা যাইতে পারে।

আমরা দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ বিভাগ করিলাম সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন এরূপ বিভাগ কোথায়ও লক্ষিত না হইতে পারে, কেন না সকল দর্শনেই চিন্তার অবিমিশ্র ভাব রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু মূলে যে এই বিভাগ অবস্থিতি করিতেছে, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সকলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। কারণ ঈশ্বরকে মূল করিয়া অদ্বৈত বাদ, আত্মাকে মূল করিয়া বিজ্ঞানবাদ (Idealism) এবং জগৎকে মূল করিয়া জড়বাদ হইয়াছে। যাঁহারা তত্ত্বনির্ণয়ে দার্শনিক রীতির অনুসরণ করেন, তাঁহারা কোন কোন পদার্থকে কেবল অনুমানের বিষয় করিয়া লন। ইহাতে এই ফল লাভ হয় যে, সেই পদার্থ মধ্যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবার যে সকল বিষয় আছে, তাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে যত্ন না করাতে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের জ্ঞান অতি ক্ষীণভাবে অবস্থিতি করে।

একালের বৈজ্ঞানিক রীতিতে যিনিই যে প্রকার দোষারোপ করুন না কেন, উহার সুমহৎ গুণ এই যে, উহাতে বাস্তবিকতার সমাদর আছে। যাহা দেখিতেছি, যাহা অনুভব করিতেছি, কোন প্রকার তর্কযুক্তিতে যাহার অপলাপ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাবকে কোন প্রকারে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না, ইহা আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাইতেছি। যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ তাঁহাদিগের অধিকাংশ পদার্থত্রিতয়ের এক পদার্থবাদী মাত্র বাহ্য বিজ্ঞান তাঁহাদের অনু-

সন্ধানের বিষয়। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকটে জড়ই সর্ব্বে সর্ব্বা। তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই অন্য দুই পদার্থকে স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা দার্শনিকগণের অনুমান মাত্র, প্রত্যক্ষবাদিগণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ব্যাপার নহে। অতএব বলা যাইতে পারে, প্রত্যক্ষবাদী বিজ্ঞানবিদেরা আত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুমানবাদী; তাঁহাদিগের নিকট হইতে তৎসম্বন্ধে কেহ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবার আশা করিতে পারেন না।

যাঁহারা পদার্থত্রয়কেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলেন, তাঁহারা এ তিন পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বরূপ সকল অবগত হইতে সক্ষম। কেন না যে কোন পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ রাখিয়া তৎপ্রতি মনোভিনিবেশ করা যায়, তাহা হইতে সাধারণের অগোচর বিষয় সকল লক্ষিত হইতে থাকে। বাহ্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এক খণ্ড প্রস্তর বা একবিন্দু জলের মধ্যে যাহা দেখিতে পাইবেন, অনভিজ্ঞ লোক তাহার কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিবে না। এইরূপ এক জন মনস্তত্ত্ববিৎ বা ঈশ্বরারাধক মন বা ঈশ্বর মধ্যে যাহা প্রত্যক্ষ করিবেন তাহা অপরের হওয়া অসম্ভব। একালে এই সত্যটী অনেকে স্বীকার করেন না, তাই দার্শনিক বিবাদ মিটিয়াও মিটিতেছে না। যে বিষয়ের যে প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, তাহা না করিয়া যদি আমরা বলি অমুক বিষয়ের মধ্যে কিছু নাই, তবে তাহাতে সে বিষয়ের অবমাননা হয় না, যে ব্যক্তি ঐরূপ বলে, তাহারই অসারত্ব সপ্রমাণ হয়। অগ্রে বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া তন্মধ্যে কি আছে দেখিতে যত্নবান্ হও, পরিশেষে তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিও। আমরা অদ্যকার প্রস্তাব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রভেদ প্রদর্শন জন্য অবতারণ করিয়াছি, যাহা বলা হইল বোধ হয় তাহাতে বিষয়টী বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। এখন আমাদিগের বক্তব্য এই, কোন বিষয়ে অনুমান করিতে চাও কর, কিন্তু শুদ্ধ অনুমানে সন্তুষ্ট থাকিও না। অনুমানের বিষয়কে প্রত্যক্ষে আনয়ন করিয়া যাহাতে মনোভিনিবেশের দ্বারা তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বরূপ লক্ষণ অবগত হইতে পার তজ্জন্য যত্নশীল হও। এরূপ করিলে দেখিতে পাইবে যে, দার্শনিক বিবাদে উন্নতির যে পথ অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা শীঘ্র তিরোহিত হইবে।

আখ্যায়িকা।

একদা রোম সম্রাটের এক জন দূত মদিনা নগরে উপনীত হইয়া নগরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, রাজপ্রাসাদ কোথায় বলিয়া দেও, আমি সেখানে যাইব। তাহারা বলে যে এই মদিনার অধীশ্বর মহাত্মা ওমর। তাঁহার প্রাসাদ নাই, তাঁহার প্রাসাদ তদীয় উজ্জ্বল জীবন। যদিচ তিনি অধিরাজ বলিয়া জগতে খ্যাত, কিন্তু তাঁহার চরিত্র দরবেশদিগের ন্যায়। ভ্রাতঃ! তুমি চক্ষুকে আবৃত রাখিয়া কেমন করিয়া তাঁহার প্রাসাদ দর্শন করিবে? হৃদয় ও চক্ষুকে পরিষ্কার কর, তাঁহার প্রাসাদ দর্শনের চক্ষু ধারণ কর। যাহার জীবনে নীচ ভাব নাই সেই শীঘ্র পুণ্যমন্দির ও প্রাসাদ দর্শন করে। মহাত্মা মহম্মদ যখন অগ্নি ও ধূম হইতে মুক্ত (অগ্নিউপাসনা পরিত্যাগ) হইলেন তখন তিনি সকল দিকে ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে লাগিলেন। অশুভকরী নিকৃষ্ট বৃত্তির অনুগত থাকিলে তুমি ঈশ্বরের মুখ কেমন করিয়া দেখিবে? যাঁহার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে, তিনি প্রত্যেক ধূলি কণায় সূর্য্যমণ্ডল দর্শন করেন। ঈশ্বরসৃষ্ট বস্তুর মধ্যে বিরাজমান। দুই নেত্রের উপর দুই অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বল দেখি জগতের কিছু দেখিতে পাও কি না? যদি না দেখিতে পাও তজ্জন্য জগতের অস্তিত্ব মিথ্যা হইল না, তোমার অঙ্গুলির দোষ ব্যতীত কিছুই নয়। তাহাই তোমার দর্শনের অন্তরায় হইয়াছে। নিকৃষ্ট ভাব সম্বন্ধেও এই কথা। তুমি নেত্র হইতে অঙ্গুলী অপসারিত কর, অতঃপর যাহা দেখিবার ইচ্ছা দেখ। অবগুণ্ঠনাবৃত হইলে চক্ষু বিদ্যমানেও তদ্দ্বারা কোন ফল হয় না। ব্যক্তি দর্শন করে, তদ্ব্যতীত যাহা কিছু তৃণাদি মাত্র। তাহাই প্রকৃত চক্ষু যাহা বন্ধুকে দর্শন করে। সখার দর্শন না হইলে অন্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ!

রাজদূত এই সকল জীবন্ত কথা শ্রবণ করিয়া হজরত ওমরকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, যান বাহনাদি পরিত্যাগ করিয়া ওমরের অন্বেষণে নেত্রকে নিযুক্ত করিলেন, তিনি উন্মত্তের ন্যায় নানাদিকে ধাবমান হইয়া তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এক কৃষীবলনারী ওমরকে দেখিয়াছিল, সে বলিল ঐ খোর্ম্মা তরুমূলে যাইয়া দেখ, সেই মহারাজা তরুচ্ছায়ায় একাকী শয়ান আছেন। রাজদূত সেখানে আসিয়া দূর হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত কলেবর হইলেন; সেই নিদ্রিত

মহাপুরুষ হইতে এক প্রকার ভয় আসিয়া তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করিল, এদিকে প্রেমেরও সঞ্চার হইল। প্রেমও ভয় এ দুই পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, আশ্চর্য্য যে এই দুই বিপরীত ভাব তাঁহার হৃদয়ে সম্মিলিত হইল। দূত মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি অনেক বাদসা দেখিয়াছি, কোন বাদসাকে দেখিয়া আমার মনে ত্রাস হয় নাই। কিন্তু এই ব্যক্তির ভয়ে আমার চৈতন্য হরণ করিল। আমি অরণ্যে গমন করিয়াছি, শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তু দেখিয়া ভয়ে আমার মুখ বিবর্ণ হয় নাই। আমি সংগ্রামক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়াছি, শত্রু সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সাহসশূন্য হই নাই। এই ভূমিতলে নিদ্রিত নিরস্ত্র ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল কেন? বস্তুতঃ ইহা পরমেশ্বর কৃত ভয়, মনুষ্য কৃত নহে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভয় করেন, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া অসুর নর সকলেই ভীত হয়। দূত এইরূপ আলোচনা করিয়া ওমরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হইলেন। ইহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই ওমর গাত্রোত্থান করিলেন। তখন রাজদূত যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক নমস্কার জানাইলেন। ওমর প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন; এবং স্নেহ প্রসন্ন বদনে তাঁহার চিত্তকে সুস্থির করিয়া আপনার নিকটে বসাইলেন। পরে দূতের সঙ্গে তাঁহার অনেক কথোপকথন হয়, তদ্বিবরণ পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

যোগ সাধন।

এ সংসার যোগের অনুকূল হইতে পারে। যিনি যোগেতেই জীবন যাপন করিবেন মনে করেন তিনি যেন বিবাহ না করেন। কিন্তু যদি কোন স্ত্রী পুরুষ যোগ শিক্ষা করিতে চান, তবে কি তাঁহার যোগ সাধন হয় না? নিশ্চয় হয়। পরিবার ত্যাগ করিতে হয় না। যোগশাস্ত্রে পরিত্যাগ পাপ। কিন্তু লোকে যাহাকে সংসার বলে তাহা ছাড়িতেই হইবে। তবে এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কি রূপে হইতে পারে? যাঁহার পরিবার আত্মীয় কুটুম্ব আছে, তিনি এই ভাবে থাকিবেন যেন তাঁহার কিছুই নাই। যাঁহার অনেক ভৃত্য তিনি মনে করিবেন যেন তাঁহার সেবা করিবার একটী লোকও নাই। এক জন মানুষ শ্মশানে দণ্ডায়মান, রাত্রি দ্বিপ্রহর, কাছে কেহই নাই, চিতা সাজান, তাহার জ্বলন্ত অনলে তাঁহার জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ লেখা হইবে, অগ্নি কালী, কাঠ কলম। তাঁহার সমক্ষে এই প্রজ্জ্বলিত চিতানল রহিয়াছে, এই ভাবে সংসার করিতে হইবে, অন্য ভাবে নিষিদ্ধ। শ্মশানবাসী গৃহবাসী, সকল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথচ সকলের সেবক।

যোগের গতি যেমন দ্বিবিধ তদ্রূপ বৈরাগ্যের গতিও দুই প্রকার। অপদার্থ হইতে পদার্থে, আর পদার্থ হইতে অপদার্থে। প্রকৃত বস্তু পাইবার জন্য অসার পদার্থকে ছাড়া, আর তাহা পাইয়াছি বলিয়া অসার ভাল লাগে না এই বলে ছাড়া। এই শেষোক্ত বৈরাগ্যই সর্ব্বোচ্চ। প্রথমটী সন্ন্যাসীর অবস্থা, আর দ্বিতীয়টী যোগীর অবস্থা। প্রথমাবস্থায় ত্যাগ বিধি। প্রথম ত্যাগ লাভের প্রত্যাশায়, পরে ত্যাগ লাভ হইয়াছে বলিয়া। যতদিন মনে হইবে আমি ত্যাগ করিতেছি ততদিন অর্দ্ধ বৈরাগী; কিন্তু যখন জানা যাইবে আমি কিছুই ত্যাগ করিতেছি না তখন পূর্ণ বৈরাগী।

যে বৈরাগ্য বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহা অহঙ্কারের কারণ হয়; সে বৈরাগ্য অবলম্বনীয় নহে। ভিতরে যাহা বাহিরে তাহা নহে ইহা কপটতা, ইহা দূষনীয়। আর ভিতরে ভাল বাহিরে তাহা দেখিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য, ইহা যদি কপটতা হয় তাহা প্রার্থনীয়। কষ্ট যদি লইতে হয় তবে অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ করা বিধেয়। জলের বাঁধ জল নহে; কিন্তু স্থল। দীনতা দীনতাকে রক্ষা করিতে পারে না; দীনতার প্রাচীর অদীনতা, দুঃখের প্রাচীর সুখ।

যোগশিক্ষা করিতে হইলে "নেতি নেতি" এই বলিয়া গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। বাহিরের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভিতরের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত করিতে হইবে। অন্ধকারের প্রতি নয়ন স্থির রাখিতে হইবে। তখন "সত্যং" আছেন এই সাধন করিতে হইবে। যাহা সার যাহা সত্য যাহা পরম বস্তু তাহা এই অন্ধকারের মধ্যে আছে।

প্রথমতঃ ঘনকালদ্বারা হৃদয় ছবিকে কাল করা চাই। সেইকাল জমির উপর সত্য স্বরূপকে আঁকিতে হইবে। ভূমি প্রস্তুত হইলে বীজ বপন। যেমন চিত্রকর ছবি আঁকিবার সময় আগে কাল রঙ্গ দেয়, পরে অন্যান্য রঙ্গ ফলায় তদ্রূপ হৃদয় ভূমিকে একবার ঘনকাল অন্ধকারদ্বারা আচ্ছন্ন করিতে হইবে, পরে তাহার মধ্যে সত্য স্বরূপের জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইবে। যোগী যোগাসনে বসিয়া অন্ধকারের মধ্যে পরম বস্তু দর্শন করেন। তাঁহার নিকট আলোক অসার অন্ধকার সার সেই অন্ধকারেই প্রকৃত বস্তু, এই অন্ধকারেই সেই বস্তু। নিমীলিত নয়নের ভিতর যে উন্মীলিত নয়ন। তাহার নিকট তাহার প্রকাশ। বালক এই অন্ধকার দেখিয়া ভয় পায়, মূঢ় ইহার মধ্যে কল্পনা দ্বারা ক্ষুদ্র জগৎ রচনা করে।

মূঢ়তা কি? অন্ধকারে আলোক দেখা ও আলোকে অন্ধকার দেখা। আর জ্ঞান কি? আলোকে আলোক দেখা ও অন্ধকারে অন্ধকার দেখা। আদি জ্যোতি যোগেশ্বর ঘোর অন্ধকার হইতে যোগ বলে যোগ ধর্ম্ম সৃষ্টি করেন এই অন্ধকার সৃষ্টির নৈমিত্তিক কারণ। চিত্রকর এই অন্ধকারের উপর ব্রহ্মের প্রতি মূর্ত্তি অঙ্কিত করেন। কৃষক এই অন্ধকার ভূমির উপর যোগ বৃক্ষ উৎপন্ন করেন। অন্ধকারের মধ্যে যদি ব্রহ্মের প্রতি মূর্ত্তি আঁকা যায় তবে

আর থাকে না এই ঈশ্বরের নিয়ম। যোগরূপ তুলি দ্বারা এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রহ্মের স্বভাব স্বরূপ ও মূর্ত্তি আঁকিলে তাহার আর চিহ্ন নাই এই তাঁহার অভিপ্রায়। ইহার ভিতরে নিরাকার সাধন। এরূপ না করিলে সাকার পূজা হয়। অন্ধকার অবস্তুর মধ্যে চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন না করিলে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন রূপ সাকার ভাব আসিবেই আসিবে।

এই অন্ধকারের মধ্য হইতে তাঁহাকে টান, তিনি প্রকাশিত হইয়া পড়িবেন,—যেমন সিন্ধুকের মধ্যে রত্ন থাকে তদ্রূপ এই অন্ধকার মধ্যে যোগেশ্বর বাস করিতেছেন। যখন প্রগাঢ় ঘনতম অন্ধকারে সমুদায় আকাশ আচ্ছন্ন হয়। তখন মহা প্রলয়ের অবস্থা উপস্থিত হয়। সেই জগৎ কৈ? তাহার চিন্তাই বা কৈ? বৈরাগ্য দ্বারা সব নির্ব্বাণ হইয়া গেল। এখন পুরাতন জগৎ গেল, মহা প্রলয় উপস্থিত হইল। এখন যোগের নূতন জগৎ সৃষ্ট হইবে। নব সূর্য্য উদিত হইবে। ঘোর অন্ধকার সাগরে ক্ষুদ্র নৌকারোহী জীবাত্মা সাধক ভাসিতেছে। তিনি এই অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকেন। হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! এইরূপে ক্রমাগত ডাকিতে থাকেন।

উপরে অন্ধকার আকাশ, নিম্নে অন্ধকার সাগর। এইরূপে তাঁহাকে ডাকিতে ডাকিতে "আমি আছি" এই গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথমে যে অন্ধকার রূপবস্ত্র ব্রহ্মের মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, তখন তাহা খুলিয়া যায়। এই সমুদায় অন্ধকার তখন কথা কহে। প্রকাণ্ড সাগরের রোলের ন্যায় "আমি আছি" এই শব্দ শুনিতে শুনিতে সেই অন্ধকারই একটী ব্যক্তিতে পরিণত হয়; "আমি আছি" উপাধিধারী যিনি, তিনি নির্গুণ। কেবল এই সত্তা মাত্র উপলব্ধিকেই নির্গুন সাধন বলে। কিন্তু যোগী এখানে থাকিবেন না। নির্গুণের অর্থ কি শূন্য? না, যিনি গুণের আধার তিনি গুণশূন্য হইতে পারেন না। তবে নির্গুণ বলি কেন? তাঁহার গুণ ধারণ করিবার এখনো সাধকের সময় হয় নাই। কেবল সত্তা মাত্র ধারণ করা যোগের আরম্ভ।

"তুমি আছ তুমি আছ" এইরূপ যত ভাবি ততই শরীর মন গম্ভীর ও স্তম্ভিত হইবে, দেহ রোমাঞ্চিত হইবে। এই অন্ধকারের যে দিকে অবলোকন করা যায় কেবল এক সৎ পদার্থ দেখা যায়। অন্ধকার সাগর মন্থন করিয়া কোন দেবতা লাভ হয়? "আমি আছি" যিনি। তাঁহার নাম বর্ত্তমানতা। এই নির্গুণ সত্তা উপলব্ধি দুই ভাবে হইয়া থাকে, এক স্থূল ও এক সূক্ষ্ম, এক সামান্য, এক বিশেষ এক অবলোকন ও এক নিরীক্ষণ, এক সন্তরণ ও এক মগ্ন। অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি ধারণাকে স্থূল বলা যায়। আর অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বিন্দু মাত্র স্থানে যে সেই আবির্ভাব উপলব্ধি তাহাকে সূক্ষ্ম বলা যায়। অতএব দর্শন দ্বিবিধ। এক অবলোকন ও এক নিরীক্ষণ। কিন্তু এই দ্বিবিধ দর্শন কি এক সময়ে প্রতীত হইয়া থাকে না পরে পরে হয়? যত দূরে দৃষ্টি যায় তত দূরে সেই অনন্ত সত্তাকে ধারণা করা আর চক্ষুর সমক্ষে বিন্দু প্রমাণ স্থানে তাঁহাকে ঘনীভূত করিয়া প্রতীতি এই দুইটী ই, সাধনের জন্য, এক সময়ে অবলম্বন করা বিধেয়। যেমন কোন পুষ্পের অংশ মাত্র আঘ্রাণ করিলেই তাহার সমুদায় অংশ প্রতীত হয়। অথবা কোন বস্তুর একদেশ মাত্র স্পর্শ করিলেই সমুদায় বস্তুর জ্ঞান হয়, তদ্রূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দর্শন। যেমন সূর্য্যের আলোকে সমুদায় আকাশ আলোকিত অথচ সূর্য্য এক স্থানেই স্থিতি করিতেছে, তদ্রূপ সামান্য ও বিশেষ দর্শন। যেমন সাগরের জলে সন্তরণ দেওয়া আর মধ্যে মধ্যে ডুব দিয়া তাহার জল পান করা তদ্রূপ সন্তরণ ও নিমগ্ন। যথার্থ সাধকের পক্ষে এই দ্বিবিধ সাধন একত্র অবলম্বন করা আবশ্যক। স্থূল সত্তা ধারণা না হইলে পৌত্তলিকতা হয়; আবার সূক্ষ্ম সত্তার উপলব্ধি না হইলে ধর্ম্ম জীবন গম্ভীর হয় না, হৃদয়ে যথার্থ প্রেম ও সরস ভাব হয় না।

চক্ষুর নিকট বস্তু থাকিলেইত দেখাযায় তবে আর দর্শন শিখিবার প্রয়োজন কি? ঐ চক্ষু খুলিবার জন্যই আয়াস স্বীকার ও সাধন করিতে হয়। অবিশ্বাস সন্দেহ ও পাপে ভিতরের চক্ষু অন্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখন সেই চক্ষুকে পরিষ্কার করিতে হইবে।

অনেক যুক্তি দ্বারা সত্তা নির্ণয় করিয়া যে দর্শন তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সে দর্শন থাকিবে না। দর্শন কেমন "এই তুমি এই আমি" এই তুমি আমার সমক্ষে" "আর আমি তোমার সমক্ষে" যাহার অপেক্ষা আর সহজ কিছুই হইতে পারেনা। যেমন জড় দর্শন সুলভ তদ্রূপ ব্রহ্ম দর্শন সুলভ।

যথার্থ দর্শনের অবস্থা কি? এই যে আমার ঈশ্বর আমার ডান দিকে, আমার বাম ভাগে আমার হৃদয়ের মধ্যে আমার আসে পাশে। যাহার কখন দর্শন হয় নাই, প্রথম দর্শন মাত্রই তাহার সর্ব্ব শরীর মন রোমাঞ্চিতও স্তম্ভিত হয়। এ সকল প্রথমাবস্থার লক্ষণ। কেহ যদি মারে কে মারিল কেন মারিল? প্রথমে এভাব মনে হয়না। অনেক দিনের পর আলোক দেখিলে আলোক কি? তাহা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয়না। তখন মন কেবল মোহিত হইয়া যায়। তদ্রূপ দর্শনের প্রথম ভাবে তদ্গত হওয়া পরে বস্তু নির্ণয়। ক্রমে ক্রমে বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় দৃষ্টি ও বস্তু সমালোচনা আরম্ভ হয়।

যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর্গ আছে তদ্রূপ দর্শনের ও উৎকৃষ্টতর সোপান আছে। প্রথম দর্শন দ্বিতীয় দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট দ্বিতীয় দর্শন তৃতীয় দর্শন অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই রূপ ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা আছে। আবার দর্শন উজ্জ্বলতাতে বিভিন্ন। স্থায়িত্ব সম্বন্ধে দর্শনের বিভিন্নতা আছে। একবার উজ্জ্বল দর্শন, পরে দুই মাস অন্ধকার অথবা কম উজ্জ্বল দর্শন, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী, ইহার মধ্যে কোনটী প্রার্থনীয়? এ দুয়ের কোনটী

নহে। একবার খুব উজ্জ্বল দর্শন, আর যখন দর্শন হইবে না তখন তাঁহার সহবাসে আত্মা অবস্থিত করিবে। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। এই অবস্থাই যোগীর প্রার্থনীয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

৯ই মাঘ রবিবার ১৭৯৮ শক।

[ধ্যান এবং প্রেম]

চারিদিকে এত ধ্যান, এত যোগের প্রাদুর্ভাব কেন? ভারতবর্ষে আবার কি এই সভ্যতার মধ্যে যোগের আবশ্যকতা? পশ্চাদ্দিকে গমন কেন? এই ধ্যানের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া অনেকে, উন্নতির দ্বার অবরুদ্ধ হইল আশঙ্কা করিতে পারেন। ক্রমে প্রত্যেক সাধক ঈশ্বরেতে নিবিষ্ট হইয়া অন্যের সংবাদ লইবেন না। ব্রাহ্মেরা যদি গভীর ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন পরস্পরের সঙ্গে যোগ থাকিবে না। ভারতবর্ষে সামাজিক প্রণয় আবশ্যক। ভারতবর্ষ হইতে বিবাদের বীজ উন্মূলন করিতে হইবে। যাহাতে জাতিভেদ না থাকে অর্থাৎ সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায় এক প্রাণ এবং অভিন্ন হৃদয় হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা আবশ্যক। ধ্যানদ্বারা আপাততঃ মনে হয় যে দুইটী লোক একত্র ছিল তাহারা পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র এবং পরস্পরের প্রতি বিমুখ হইল। এক জনের মুখ এক দিকে, আর এক জনের মুখ অন্যদিকে। ধ্যান দ্বারা নর নারীর মধ্যে যোগ হওয়া দূরে থাকুক, বরং যাহারা একত্র ছিল তাহারাও স্বতন্ত্র হইল। এই কথার প্রতিবাদ করিবার সময় আসিয়াছে। দেখ একটী বৃক্ষ পত্রের সংখ্যা নাই; কিন্তু সেই সকল পত্র, শাখা প্রশাখা ছাড়িয়া মূলের দিকে দৃষ্টি কর সেখানে স্বতন্ত্রতা নাই। বৃক্ষপত্রে, বৃক্ষশাখায় স্বতন্ত্রতা আছে; কিন্তু বৃক্ষমূলে স্বতন্ত্রতা নাই। যাঁহারা বৃক্ষতত্ত্ব পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বলুন। স্বাতন্ত্র্য বৃক্ষের চারিদিকে, কিন্তু মূলে একতা। বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র আপনার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছে, একটী পাতা অন্য পত্রের সমান নহে; কিন্তু প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষপত্র বৃক্ষের সেই এক মূল হইতে আপনার প্রাণ এবং জীবনের রস টানিয়া লইতেছে; এক মূল হইতে সেই রস সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। বৃক্ষ, তুমি আমাদের অনুকরণীয় হও। যত ধ্যান করা যায় কাহার দিকে গমন করি? মূলের দিকে। ইহা মানিলাম, ধ্যানের সময় আপাততঃ ভাই বন্ধুকে ছাড়িয়া যাই। মন্দিরে দুই চারি শত ভ্রাতা একত্র হইয়াছি; কিন্তু ধ্যানের সময় মনে করিতে হইবে যেন কাছে কেহই নাই, যেন একাকী বসিয়া আছি। ধ্যানের অবস্থায় গভীর জনতার মধ্যেও এই নির্জ্জনতা উপলব্ধি করিতে হইবে। তখন কেহ কাহার নহে ইহা প্রতীতি করিতে হইবে। গণনা হইতে স্ত্রী পুত্র, বিশেষতঃ ধর্ম্মপথের সহায় দিগকেও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ধ্যানের সময় ধন মান স্ত্রী পুত্র অবশেষে ব্রাহ্ম বন্ধুও চলিয়া গেল। আপনার শরীরও গেল। কেবল আত্মা পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া রহিল। ধ্যানের সময় আর কাহাকেও দর্শন করিতে স্পৃহা থাকে না। তখন ঈশ্বরের সত্তা ভিন্ন আর সত সত্তা সমুদয় বিলুপ্ত হয়। কিন্তু বন্ধুগণ, জিজ্ঞাসা করি কেবল ধ্যান কি পৃথিবীর শেষ অবস্থা? তাহা নহে। ধ্যানের সময় আপাততঃ শাখা হইতে মূলে গমন করি। মূলে সকলই এক। ধ্যানপথে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। না বন্ধু, না শত্রু, না যুবা, না বৃদ্ধ কাহাকেও দেখা যায় না। একাকী চলিয়া যাইতে হয়। একাকী এক দিন, দুই দিন, এক মাস, দুই মাস, ক্রমাগত যাও; কিন্তু ভ্রাত, ইহা নিশ্চয় জানিও যেখানে তুমি যাইতেছ আমিও সেখানে যাইতেছি। ক্রমাগত শাখা ভুলিয়া গিয়া মূলের দিকে যাইতেছি। যেখানে পোষণের শক্তি সেখানে যখন গেলাম তখন সকলেই একীভূত এবং মূলীভূত হইলাম। স্বতন্ত্রতা, বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমুদয়ের মূলীভূত আদিকারণ ঈশ্বরেতে সংযুক্ত থাকিব ততক্ষণ পরস্পরের মধ্যে একতা এবং অভিন্নতা থাকিবে। আর যতক্ষণ শাখা ধরিয়া থাকিব ততক্ষণ অসদ্ভাব অপ্রণয় যাইবে না। অনেকে বলিতে পারেন সভার দ্বারা অপ্রণয় যায় এবং ধ্যান দ্বারা কেবল স্বতন্ত্রতা বৃদ্ধি হয়, কেননা ধ্যানের সময় কাহারও সঙ্গে পথে দেখা হয় না। আমি এই কথার প্রতিবাদ করি। আমি বলি মূলেতে যদি মিলন না হয় শাখায় শাখায় কখন মিলন হইতে পারে না। তোমার নিশ্বাস যেখান হইতে আসিতেছে আমার নিশ্বাসও সেই স্থান হইতে আসিতেছে; যেখানে তোমার জীবনের মূল সেই স্থান হইতে আমার জীবনও প্রবাহিত হইতেছে। উভয়ের উৎপত্তি স্থানে সেই সাধারণ ভূমিতে গমন করিলে নিশ্চয়ই মিলন হইবে; সেখানে পরস্পরকে ভাই বলিয়া ডাকিতেই হইবে। সেই স্থান ছাড় সমুদয় স্থান আমাদের পক্ষে বিদেশ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থান। যদি পরস্পরের মধ্যে যোগ স্থাপন করিতে চাও তবে মূল দেশে চল। সেখানে যাইবার সময় যদি পরস্পরের সঙ্গে এক মাস কি দশ মাস দেখা না হয় ক্ষতি নাই। কেন না যখন সকলে গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইব তখন নিশ্চয়ই পরস্পরকে চিনিতে পারিব এবং পরস্পরের মধ্যে যোগ হইবে। ধ্যানের সময় পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র হইলে যে আমরা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র হইলাম ইহা সত্য কথা নহে। এক স্থানে যদি সকলে যায় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রণয় সঞ্চারিত হইবে। যথার্থ ধ্যান, প্রকৃত উপাসনা, অকৃত্রিম সাধন ভজন, এই সমুদয় কদাপি বিভিন্নতার কারণ নয়। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি পর্ব্বতের শৃঙ্গে বসিয়া যোগ সাধন কর, আর এক জনের ইচ্ছা হয় তিনি পর্ব্বতের গহ্বরে, প্রস্রবণের তীরে ভক্তি সাধন করুন, আর এক জনের যদি ইচ্ছা হয় তিনি ঘরে বসিয়া ধ্যান

করুন, এবং অন্য এক জনের যদি ইচ্ছা হয় তিনি বন্ধু বান্ধবদিগকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করুন; কিন্তু এ সকল সাধন এবং স্থানের ভিন্নতা কখন হৃদয়ের স্বতন্ত্রতার কারণ নহে। এক জন ঋষি হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে বসিয়া যোগ সাধন করিতেছেন, আর এক জন য়্যাট্‌লাণ্টিক্ মহাসাগর পারে দুঃখী পাপী জগৎকে ঈশ্বরের প্রেমতত্ত্ব শিখাইতেছেন, এক জন বৈরাগী হইয়া বৃক্ষতলায় ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন, আর এক জন সহাস্য বদনে সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মসহবাস ভোগ করিতেছেন। এই চারিটী আত্মার বাহ্যিক আকৃতি বিভিন্ন, কিন্তু ইহারা একটী বিন্দুতে একীভূত। সেই বিন্দু ব্রহ্ম। এই চারি জনের রেখা সেই বিন্দুতে একত্র হইয়াছে। ব্রহ্মের নিকটে দেশের এবং কালের দ্বৈত ভাব হইতে পারে না। অতএব যে প্রকার প্রণালীতে হউক, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মযোগ অভ্যাস করুন, এখানে যদি মিলন না হয় পরলোকে মিলন হইবে। এখানেই বা হইবে না কেন? কোটি মস্তক যেখানে প্রণত হয় সেইখানে মস্তক রাখিলে মিলন হইবেই হইবে। অতএব সকলেই সেই স্থানে যাহাতে পরস্পরের মধ্যে যোগ হয় সেই জন্য চেষ্টা করুন, বাহিরের সামাজিক প্রণয় অপ্রয়োজন। যদি বল অত্যন্ত গভীর ধ্যান হইলেই কি প্রণয় হইবে? আমি বলি হাঁ। আমরা ধ্যান দ্বারা ক্রমাগত যত ঈশ্বরের নিকটে যাইব ততই আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে যোগ গভীরতর হইবে। অতএব ধ্যানকে জনসমাজের বিরোধী বোধ করিবে না, ইহা দ্বারা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি হইবে তাহা নয়, কিন্তু ধ্যান দ্বারা অনন্ত কালের স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব এবং বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমরা পৃথিবীতে পরস্পরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে পারিলাম না, ধ্যানরূপ পাতালে গিয়া সেই যোগ স্থাপন করিব। সেই ব্রহ্মরূপ পাতাল মধ্যে গিয়া একীভূত হইব। যদি যথার্থ প্রেমপরিবার স্থাপন করিতে চাও গভীর ধ্যানে মগ্ন হও, সেখানে দুই জনের মিলন। ঈশ্বর সেই স্থানে আমাদিগকে মিলিত করুন?

হে ঈশ্বর, কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মতত্ত্ব! এক দিন মনে করিয়াছিলাম ধ্যানপথে গেলে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হইবে না; কিন্তু তোমার প্রসাদে এখন দেখিতেছি যত মূল দেশে তোমার সহিত মিলিত হইব ততই ভাই ভগিনীদিগের সহিত মিলন হইবে। সকলের সঙ্গে সাধন করিয়া আগে যে টুকু সুখ শান্তি পাইতাম সেই টুকু পর্য্যন্ত তুমি কাড়িয়া লইলে। কোলাহলের মধ্যে থাকিলে কোন্ দিন কোন্ প্রলোভন আসে, কে গলায় ছুরি দেয় তাহার স্থিরতা নাই, তাই তুমি আমাদিগকে ধ্যানের পথে লইয়া যাইতেছ। নানা প্রকারে জ্বালাতন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘোর ধ্যান আরম্ভ করিয়া দিলাম। গভীর ধ্যান যোগের পথ অবলম্বন করিয়া মনে করিলাম আর কাহার সঙ্গে দেখা হইবে না, আর বুঝি পৃথিবীর অভিমুখে ফিরিব না; কিন্তু এখন দেখিতেছি তুমি ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া তোমার সাধকদিগকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিতেছ। দয়াসিন্ধু, তোমার কৃপাতে বুঝিলাম তোমার ভিতরে আবার সকলকে পাইব। মনুষ্য জাতির সকল শাখা এক হইবে। যত পরিবার ঐ খানে গিয়া এক পরিবার হইবে। হে প্রিয়তম ঈশ্বর, সকল মানুষ একটী মানুষ হইবে। এখন জানিলাম তোমার শ্রীচরণ লইয়া যে থাকে তাহার সর্ব্বস্ব লাভ হয়। আর সে শত্রুদিগের কাছে যাইবে না। গভীর ধ্যানের ভিতরে নিশ্চয়ই মিলন হইবে। পিতা, বাহ্যিক আয়োজন করিয়া মিলিত হইতে চাহি না। প্রেম বৃক্ষতলে ভক্তিনদীর তটে যোগ সাধন করিব, যোগ করিতে করিতে প্রেমেতে সকলের সঙ্গে মিলিত হইব। পরমাত্মন্, দেখিব কোটি কোটি নিরাকার আত্মা কেমন আনন্দের সহিত তোমার চরণতলে বসিয়া সুধাপান করিতেছেন। হে দয়াসিন্ধু, সকলকে যোগপথে টানিয়া লইয়া যাও, সেই স্থানে তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

আচার্য্যের উপদেশ।

মনুষ্যের চতুর্ব্বিধ প্রকৃতি।

২৩শে মাঘ রবিবার, ১৭৯৮ শক।

জড়েতে কেবল জড়, পশুতে জড় এবং পশু, মনুষ্যেতে জড় এবং পশু এই দুইই বাস করে। মনুষ্যের পিতামহ জড়, পিতা পশু। মনুষ্য স্বভাবে জড় এবং পশু প্রকৃতি দুইই আছে। জড়, পশু এবং মনুষ্য এই ত্রিবিধ পদার্থ সংযোগে যে জীব নির্ম্মিত হয় তাহার নাম মনুষ্য। আমরা যতই ধর্ম্মপথে উন্নত হইনা কেন, আমরা দেখিব দুই শত্রু আমাদের মধ্যে আছে—এক জড় এবং এক পশু। কোথায় যে এই গুপ্ত শত্রু আছে জানি না। জড়ের স্বভাব এই যে তাহাকে না নাড়াইলে সে নড়িবে না, সে আপনার জড়স্বভাব কিছুতেই ছাড়ে না। সকলের মূলে সেই জড় বসিয়া আছে। মনুষ্যের যত উৎসাহ হউক না কেন, ক্ষণকাল পরেই সেই উৎসাহ শিথিল হইয়া যায় এবং উল্লিখিত জড় স্বভাব আপনার আধিপত্য বিস্তার করে। ক্রমাগত না চালাইলে জড়ের কল চলে না, একজন চৈতন্য বিশিষ্ট কেহ না চালাইলে আর ইহাতে কিছুমাত্র উদ্যম থাকিবেনা। জড়ের প্রকৃতি এই যে ইহা নিশ্চেষ্টতা অথবা স্থিরতার দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এই জড়ের সঙ্গে আবার মনুষ্যের জীবনে পশু প্রকৃতি রহিয়াছে। এই পশুপ্রকৃতির বশীভূত হইয়া মনুষ্য ইচ্ছা করে আমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া থাকিব, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ না হইলে আমার কিছুতেই তৃপ্তি হইবে না। ইহা পশু স্বভাব। এই পশু প্রকৃতি মনুষ্যের ভিতরে, এই জন্য যখন অন্তরের এবং বাহিরের সমুদয় ধর্ম্ম এবং নীতির

শৃঙ্খল ছেদন করে তখন কি আর তাহাকে দমন করা যায়? যেমন জড় সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, এবং নিস্পন্দ করিতে চেষ্টা করে তেমনি পশু বিবেকের কথা শুনিবে না, এই পশু প্রকৃতি মনুষ্যকে ঈশ্বর এবং পরলোকের চিন্তা হইতে দূর করিয়া কেবলই ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে কুমন্ত্রণা দিতেছে। মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যে দেব প্রকৃতি এবং দেবালয় আছে বটে; কিন্তু ঐ দেবালয়ের নিম্নে এই যে পশুপ্রকৃতি আছে ইহা সর্ব্বদাই তপস্যার বাধা বিঘ্ন জন্মাইতেছে। আত্মার অভ্যন্তরে পুণ্যধাম, ঈশ্বরের বাসস্থান, প্রেমনিকেতন, শান্তির আলয়, কুশলের গৃহ প্রস্তুত হইতেছে সত্য; কিন্তু পশুপ্রকৃতি সর্ব্বদাই উহার প্রতিবন্ধক হইতেছে। এই প্রকার মিশ্রিত পদার্থে প্রত্যেক মনুষ্য গঠিত হইয়াছে। এই জন্য ধর্ম্মের ভিতরেও পশুপ্রকৃতি। অন্তরের মন্দভাব, কুটিল ভাব আপনাকে আপনি প্রকাশ করিবেই। অনেক দিনের সাধন দ্বারা স্থির ভাবে একটী দেব প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু বহুকাল পরে একটী পশুভাব আসিয়া সেই দেবপ্রকৃতিকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিল। এই জড় এবং পশু আমাদিগের রক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। এই দুইটীকে না তাড়াইলে আর আমাদের রক্ষা নাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিতে হইবে, জড়ের দিকে যাইব না, পশুভাবের দিকে যাইব না, যখনই জড় কি পশুভাব টানিতেছে বুঝিতে পারিব তৎক্ষণাৎ জাগ্রৎ হইয়া উঠিব। আমি কি প্রস্তর খণ্ড যে আমি জড়ের মত বসিয়া থাকিব? নিস্তেজঃ হইবার দিকে একবারও শরীর আত্মাকে যাইতে দিব না। যে দিকে ভৌতিক পদার্থ, সেই দিকে আত্মা শরীরকে যাইতে দিব না। যতক্ষণ অন্তরে ব্রহ্মাগ্নি ততক্ষণ জীবন; যখন সেই তেজঃ ফুরাইল তখন পশু হওয়া দূরে থাকুক তুমি জড় হইলে। শরীরকে স্পর্শদ্বারা বুঝিবে, তোমার জীবন প্রস্তরের মত জড় হইতেছে। তোমার রক্ত জড় ভাব ধারণ করিতেছে। সাধুমণ্ডলী উন্মত্ত হইয়া চারিদিকে নৃত্য করিতেছেন; কিন্তু তুমি জড়ের ভাব পাইয়াছ। এই জন্য প্রথমাবস্থাতেই যখন দেখিবে রক্ত বিন্দু বিন্দু শীতল হইয়া আসিতেছে, জীবন নিরুৎসাহ হইতেছে, তৎক্ষণাৎ সেই জড়তাকে তাড়াইয়া দিবে। বাহুবলে জড়তা রোগকে তাড়াইয়া দিবে। যতক্ষণ অন্তরে একবিন্দু জড়ভাব থাকিবে, ততক্ষণ মনে করিবে যেন প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড মস্তকের উপরে রহিয়াছে, যদি জড়তাকে যথা সময়ে দূর করিতে না পার, তবে ধর্ম্মজীবন হারাইবে। এই এক মৃত্যু। আর এক মৃত্যু, কাম ক্রোধ প্রভৃতি যদি প্রবল হইয়া উঠে। সমুদয় রিপুর মূল কোথায়? পশুভাবের মধ্যে। যদি বল চক্ষু, কর্ণ, রসনা ইত্যাদি ইহারাত শত্রু নহে; সুন্দর বস্তু দেখিলামই বা, ভাল ভাল গান শুনিলামই বা, মিষ্ট বস্তু ভোগ করিলামই বা, নির্দ্দোষ আমোদ করিব ইহাতে ক্ষতি কি? তুমি নির্দ্দোষ আমোদ বলিতে পার, কিন্তু সেই আমোদের মধ্যে আপাততঃ পাপ হউক আর না হউক, পাপের বীজ রহিয়াছে। সেই আমোদ অল্পে অল্পে হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইয়া উঠিবে। নির্দ্দোষ সুখের নাম লইয়া পাঁচ দিন পরে তাহা তোমার নরকের গতির কারণ হইবে। প্রথমতঃ দেখিতে কেবল একটুকু আসক্তি, কিন্তু পরে তাহা ভয়ানক পাপের বেশ ধারণ করে। অতএব চক্ষু, কর্ণ থাকে থাকুক, ইহাদিগকে দুষ্ট অশ্বের ন্যায় শাসন করিবে। শরীরটা কিছুই নহে, মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবে। শরীরকে দমন করিয়া আত্মাকে স্ফূর্ত্তি দাও, আত্মাকে তেজঃ দাও। যে ব্যক্তি বলিল "কি খাইব, কি পরিব" সে মরিল। যে বলিল "কি খাইব, কি পরিব আবার কি?" সেই ব্যক্তি বাঁচিল। শরীরকে বিরাম দিবার জন্য যিনি ২৪ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন না তিনি মরেন। বিরাম ঈশ্বরেতে, আমোদ ঈশ্বরেতে। শরীরকে বিশুদ্ধ আমোদ দিতে হইবে ইহাও মানিব না। জড় এবং পশুভাবকে সম্পূর্ণ রূপে দমন না করিলে আমরা বাঁচিব না। শরীর নাই বলিলে এই বুঝায়, জড় এবং পশু এই দুই শত্রু নাই। একবার বিশ্বাসের হুঙ্কারে এই দুই দস্যুকে চূর্ণ করিতে হইবে। চক্ষুকে মারিলাম, কর্ণকে মারিলাম, রসনাকে মারিলাম, সমস্ত শরীরকে মারিলাম, জড় এবং পশু দূর হইয়া গেল; রহিল কি? আত্মা। শরীরের জড়তা এবং পশুভাব আমাদের ভয়ানক রোগ। নিরাকার সাধন, অশরীরী আত্মার মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা, এই দুই রোগ দূর করিবার এক মাত্র ঔষধ। বিশ্বাসের তূরী দ্বারা শরীরকে উড়াইয়া দাও। শরীর নাই, এমন অবস্থায় যে কার্য্য করিতে হয় সেইরূপ কার্য্য কর। শরীর যেন নাই, এই ভাবে আমরা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব। আমরা নিরাকার আত্মার সেবা করিব। শরীরের সঙ্গে ক্রীড়া করা আর অগ্নির সঙ্গে ক্রীড়া করা সমান। অতএব এই বৎসর শরীরের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, নিরাকার আত্মার সাধন কর। যোগ তপস্যা দ্বারা আত্মাকে সতেজঃ কর, জড়ের স্বভাব, পশুর স্বভাব চলিয়া যাইবে। অন্তরে বাহিরে কেবল নিরাকার সাধন কর। অন্তরে অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকে দেখ। ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে করিতে দেখিবে শরীর কোথায় গেল! জড় জড়েতে গেল, পশু পশুতে গেল, এবং অশরীরী আত্মা আস্তে আস্তে স্বর্গধামে উড়িয়া গেল।

সংবাদ।

বিগত ২১শে ফাল্গুন শনিবার অপরাহ্নে টাউনহলে আচার্য্য মহাশয় "ধর্ম্মে বিজ্ঞান ও প্রমত্ততা" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ভারতের মান্যতম রাজপ্রতিনিধি শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন্ এবং লেডি লিটন, বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা মান্য-

বর ব্যাসলী ইডেন্‌; আয় ব্যয়ের অধ্যক্ষ সার জন্‌ ষ্ট্র্যাচি প্রভৃতি প্রধান রাজ পুরুষগণ এবং অন্যূন দুই সহস্র শ্রোতা সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড লিটনের আগ্রহ এবং ইচ্ছায় এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি আদ্যোপান্ত বক্তার মুখের পানে স্থির নয়নে চাহিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে করতালি দিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গবাসীদিগকে ও ব্রাহ্মসমাজকে সম্মান করিয়া আপনি সম্মানিত হইলেন। আমরা বিশেষরূপে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। বক্তৃতা শেষ হইলে তিনি আচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় আপনাদের উপাসনাদি হইয়া থাকে। রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ এই দ্বিতীয় বার সম্মানিত হইল। দুঃখী বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। সর্ব্বসাধারণে এই মর্য্যাদার অংশভাগী। বক্তৃতার কিছু সার মর্ম্ম আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

এক্ষণে সাম্বৎসরিক উৎসব অনেক স্থানে সামাজিক আমোদজনক একটী ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা বৎসরান্তে অন্ততঃ একটী দিনও উৎসাহের সহিত উপাসনাদি করেন, এই উপলক্ষে বন্ধু বান্ধবকে ভোজন করান তাঁহাদের পক্ষে ইহা ক্ষণিক মঙ্গলের কারণ হইতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু যাঁহারা সম্বৎসর কাল সাধনে অলস, নিত্য উপাসনা ব্রতপালনে উদাসীন, তাঁহারা কেবল উৎসব করিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকেন আমরা বুঝিতে পারিনা। প্রতিদিন যাঁহার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা আবশ্যক তাঁহাকে বৎসরান্তে একবার ভাল করিয়া পূজা করা তাহাও যদি বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয় তবে আত্মার উন্নতি কিরূপে হইবে? উৎসবের সময় যেন নূতন প্রতিজ্ঞার সময় হয়।

গত্য কল্য সিভিলিয়ান্‌ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল গুপ্তের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে তাঁহার ভবনে উপাসনাদি হইয়াছিল। অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত হইয়া ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। বিহারী বাবু যথোচিত সম্মানের সহিত সমাগত বন্ধু বান্ধবকে পান ভোজন করাইয়াছেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগত বঙ্গবাসিগণ এবং অন্যান্য উন্নতিশীল ব্যক্তিরা যদি ধর্ম্মসমাজের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আরও সম্ভ্রমশালী এবং প্রভাবশালী করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের মুখ শাশুই সমুজ্জ্বলিত হইবে। যাহার যে বিষয়ে স্বাভাবিক অভিরুচি, তিনি ধর্ম্মের অনুগামী হইয়া সেই বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন, এখানে সকল বিষয়ের কিছু কিছু অনুষ্ঠান আছে। আমরা আহ্লাদিত হইতেছি যে এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজের সমুদায় বিভাগের কার্য্যই অপেক্ষাকৃত সজীব ভাবে চলিতেছে। ঈশ্বর করুন যেন ব্রাহ্মসমাজের উদার ক্ষেত্র এইরূপে দিন দিন আরও প্রশস্ত হয়।

প্রচারের সাহায্যার্থ দান সংগ্রহ।

মাহ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭।

নাম	স্থান		টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র নাথ নন্দন	...	...	১
" " মাধবচন্দ্র সিংহ	...	...	১
" " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	মুলতান		৬
" " মধুসূদন সেন	...	...	১
" সর্দ্দার দয়াল সিং	অমৃত সহর		১০০
" বাবু মতিলাল শীল	...	...	৸৹
" " প্রসন্নকুমার চৌধুরী	...	...	১৶৹
" " শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	...	...	১
" " প্রসন্নকুমার ঘোষ	ঘোড়পুকুর		১
" " কৈলাসচন্দ্র সেন	ঐ	...	১
" " জয়গোপাল সেন	...	...	৫
" " গোপীকৃষ্ণ সেন	ময়মনসিং		২
" " শরচ্চন্দ্র রায়	ঐ	...	১
" " অক্ষয়কুমার রায়	...	...	১
" " নরেন্দ্র নাথ সেন	...	...	৩
একটী বন্ধু ...	...	...	॥৹
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	...	...	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪

শুভকর্ম্মের দান।

নাম	স্থান	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	মুলতান	২

আনুষ্ঠানিক দান।

নাম	টাকা
একটী বন্ধু মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে	৫

এককালীন দান।

নাম	স্থান	টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্র নাথ গুপ্ত		৭
" " গুরুদয়াল সিংহ	কুমিল্লা	৭
" " রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	কানাস	২৵৹
" " দ্বারিকা নাথ বসু	বগুড়া	॥৹

পাথেয়।

নাম	স্থান	টাকা
গৌরনদের ব্রাহ্মসমাজ		৭
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ		১
গৌরিভা ব্রাহ্মসমাজ		১
বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ		১
শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ	বাজিতপুর	৭

ব্রহ্মমন্দির সংস্কারার্থ নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল। গত প্রকাশিতের পর

নাম	স্থান		টাকা
শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কবিহারী খাঁ কৃষ্ণনগর		...	২
" " দেবেন্দ্রনাথ রায়	ঐ	...	২
" " যদুনাথ মুখোপাধ্যায়,	হাজারীবাগ		১০
" " যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুষ্টিয়া		...	১
" " রামচন্দ্র ত্রিম্বক রায়জী, বম্বে		...	১
" " গঙ্গাধর রায়চৌধুরী রংপুর		...	৫
" " মধুসূদন রায়চৌধুরী	ঐ	...	৫
" " কালীসঙ্কর দাস কবিরাজ	ঐ	...	১
" " মহানন্দ ঘোষ	ঐ	...	১
" " নবদ্বীপচন্দ্র দাস	ঐ	...	২
" " একটী ইংরেজ		...	১
" " ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগ্রহ		...	॥৭
" " একটী বন্ধু রংপুর		...	॥৭
" " শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,	গয়া	...	৫

এই পাক্ষিকপত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে ১লা চৈত্র, শ্রীমৎ গ্রন্থাসম্পাদকের দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ৬ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র বুধবার, ১৭৯৮ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রেমসিন্ধু দয়াময় ঈশ্বর! তোমার এত প্রেম এত স্নেহ দয়া, আর আমি তোমার সন্তান হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছি! হায়! আমি প্রেমহীন পাষাণবৎ হইয়া তোমার মধুময় নামে কলঙ্কারোপ করিতেছি। মনুষ্য যদি হে নথ! তোমার অংশ লইয়া তোমার আদর্শের আংশিক অবতার হয় তবে সে কেন এত নীরস হইল? প্রচুর প্রেম তোমার বাহ্য ব্যবহারে এবং গভীর অনন্ত প্রেম তোমার হৃদয় ভাণ্ডারে, আর আমার এই দুর্দ্দশা। তবে আমি কেমন করিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব? তোমার পুত্র যে হইবে সে কিছু না কিছু তোমার প্রকৃতি পাইবেই পাইবে। তোমার সঙ্গে যাহার প্রকৃতিগত সম্বন্ধ আছে সে প্রেমহীন হইয়া কি সুখেই বা জীবন ধারণ করিবে? এমন সুন্দর প্রেমময় কোমল এবং উদার স্বভাব পিতা তুমি, আর কঠোর স্বার্থপর, নীরস চিত্ত সন্তান আমি, কেমন করিয়া তোমার সঙ্গে মিলিবে? অন্ততঃ কিছু সাদৃশ্য থাকুক, নতুবা কোন্ মুখে আমি তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিব। হে প্রেমিকের ঈশ্বর! তুমি আমার পিতা এবং গুরু এই ভাবিয়া আপনার অপ্রেমিক জীবনের জন্য যেন আমি লজ্জিত হই, এবং তোমার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ব্যাকুলান্তঃকরণে দিবানিশি প্রেম ভিক্ষা করি। দেখ পিতা, এই কুলাঙ্গার পাষণ্ড সন্তান দ্বারা যেন তোমার প্রেমময় নাম কলঙ্কিত না হয়।

হে অন্নদাতা প্রতিপালক প্রভো! আমি বহুদিন হইতে তোমার সংসারে একটী চাকরীর জন্য প্রার্থী আছি। কিছু স্থায়ী বেতনে একটী স্থায়ী কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত কর যাহাতে আমি সপরিবারে প্রতিপালিত হই এবং প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবদিগেরও কিছু কিছু সেবা করিতে পারি। ঠিকার কার্য্য করিয়া ঠিকা বেতন অনেক বার পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্নচিন্তা দূর হয় না। চিরদিনের অন্নের সংস্থান হইল, বেতন বৃদ্ধির আশা আছে, শেষাবস্থায় প্রথম জীবনের পরিশ্রমের ফল ভোগ করিতে পাইব, কোন প্রকার বিপদ আপদে চাকরী যাইবে না এই সকল বিশ্বাস অন্তরে রোপণ করিয়া দাও, তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া আনন্দ উৎসাহের সহিত তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। আপাততঃ যাহাতে দিন চলে, না হয় তাহারই কোন উপায় করিয়া দাও, তার পরে যদি সেবকের উপযুক্ত হইতে পারি বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিও। আমি পরিশ্রম করিতে ভয় করি

না, কিন্তু হে দীনবন্ধো! যখন আমি পরিশ্রান্ত হইব, তখন মাঝে মাঝে এক একবার তোমার ঐ সহাস্য প্রেমমুখ খানি আমাকে দেখাইও; ইহাই আমার বেতন, ইহাই আমার অনন্ত কালের অক্ষয় সম্পত্তি। তোমার সংসারে সামান্য দাসের কার্য্য যে করে সেও বড় মানুষ হয়, তবে প্রতি দিনের জীবন ধারণোপযোগী এক মুষ্টি প্রেমান্নের জন্য আর আমি কাহার দ্বারে যাইব বল; কেইবা আর এমন আছে, সব স্থান দেখিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। যদি আমি একমুষ্টি পাই তবে তাহা দ্বারা আমার পরিবার বন্ধু বান্ধব সকলে রক্ষা পাইবে।

সাধু-জীবনই ধর্ম্ম

ধর্ম্ম যে কি রমণীয় সুন্দর বস্তু, জীবব্রহ্মের সম্মিলনের অবস্থা যে কি স্বর্গীয় শান্তির অবস্থা, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রেও প্রকাশিত নাই, জনকোলাহলময় বহু বিস্তীর্ণ উপাসকমণ্ডলীতেও দৃষ্ট হয় না, আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠান দ্বারাও অবগত হওয়া যায় না, স্বয়ং ঈশ্বরেতেও তাহা অবস্থিতি করে না। সাধুজীবনই ধর্ম্মের পরিণতি এবং তাহাতেই ধর্ম্মবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া মুক্তিফল প্রসব করে। গ্রন্থের ধর্ম্ম প্রাণহীন, জীবনেতেই তাহা মূর্ত্তিমান হইয়া আপনার সৌন্দর্য্যছটা বিস্তার করে। ভক্তি বিশ্বাস প্রেম পবিত্রতা বিনয়ের লক্ষণ কি, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিরা তাহা বলিয়া দিতে পারেন; কাহার কিরূপ কার্য্য, একের সঙ্গে অন্যের কি প্রকার সম্বন্ধ তাহা যুক্তি ও বিচার দ্বারা তাঁহারা বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু বস্তুতঃ সে সকল কি, কেমন করিয়া তাহা লাভ করিয়া আস্বাদন করা যায় তদ্বিষয়ে গুরু শিষ্য উভয়েই অনভিজ্ঞ। ঈশ্বর কি পদার্থ, তাঁহার সঙ্গে জীব ও জড়জগতের কি সম্বন্ধ, বুদ্ধিবলে শাস্ত্রী তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন; যোগ ভক্তি সাধন করিলে চিত্তের কি অবস্থা হয়, সাধুজীবনের উপরিভাগ সন্দর্শন করিয়া তাহারও কতকটা ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারিবেন; কিন্তু প্রকৃত বস্তু ও যথার্থ অবস্থা সমন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ। তিনি পণ্ডিত হইয়া বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মের ব্যাকরণ ও বিজ্ঞানের সূত্র সকল শিক্ষা দিলেন; ইহা করা উচিত ইহা অনুচিত, এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে প্রেম ভক্তির পথে গমন করা যায়, এইএইরূপে মুক্তি লাভ হয়, এ সকল কথা যুক্তি ন্যায় দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি পরিষ্কাররূপে বুঝাইলেন; আর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত সহস্র সহস্র নরনারী উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিল; কিন্তু ইহা দ্বারা যথার্থ ধর্ম্মভাব কিছুই প্রকাশ পাইল না। জ্ঞানী বলিবেন এই করিলে এই হয়, অমুক কার্য্য করা উচিত, অমুক কার্য্য করা উচিত নহে, সাধুজীবন তাহার প্রত্যক্ষ ভাব প্রকাশ করিবে। ধর্ম্ম কি সামগ্রী, তাহা তিনি স্বীয় জীবন দ্বারা দেখাইয়া দিবেন। সাধুরা বস্তু আস্বাদন করিয়া বাহিরে যে কিছু তাহার আভাস প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের অন্তরের গভীর প্রীতি ভক্তি পবিত্রতার যে কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাস বহির্জ্জীবনে প্রকাশ পায়, সেই অব্যক্ত অপরিমেয় ধর্ম্মভাবের কতিপয় বাহ্য ক্রিয়া অবলোকন করিয়া জ্ঞানীরা ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রস্তুত করেন, এবং সাধারণ ধর্ম্মসমাজ তাহারই বিধি ব্যবস্থার অধীন হইয়া কোন রূপে ধর্ম্ম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। কিন্তু কেবল এই গুলি যদি একমাত্র অবলম্বনীয় হইত তবে যথার্থ ঈশ্বর ও প্রকৃত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য জগতে কিছুই প্রকাশ পাইত না। যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র সাধুদিগের জীবন, ঈশ্বরের পবিত্র লীলা এবং অনন্ত মহিমা কেবল তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকেন। ফলতঃ সাধুজীবন ব্যতীত ধর্ম্ম কিছুই নয়, ঈশ্বর স্বপ্ন কল্পনার বস্তু, শাস্ত্র উপন্যাস বিশেষ। অসীম ব্রহ্মের অটল সত্তারূপ ভিত্তির উপর সাধুজীবন স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ধর্ম্মসমাজ তাহারই উপরে সংস্থাপিত। পবিত্রাত্মা সাধু এবং তাঁহার অনুগামী ব্যক্তিরা যদি না থাকিতেন তবে কে আশার সহিত ধর্ম্মসাধন করিতে পারিত? নিরপেক্ষ সরলভাবে বিচার করিয়া দেখ ধর্ম্মরাজ্যে সাধুর কি অধিকার

তাঁহারা এক অর্থে বাস্তবিকই পাপভারাক্রান্ত মানবকুলের প্রতিনিধি হইয়া রহিয়াছেন। পাপ প্রলোভন পরীক্ষার সময় তাঁহাদের মুখপানে চাহিয়া আমরা আশা ধারণ করি, ধর্ম্মশাস্ত্রের তর্ক যুক্তি বিজ্ঞান সে অবস্থায় কি কিছু করিতে পারে? অতএব সাধুজীবনে যেমন ঈশ্বরের যথার্থ গৌরব এবং মহত্ত্ব প্রতিফলিত হয় তেমনি মনুষ্যত্বের পরিণত অবস্থা সেই জীবনে আমরা দেখিতে পাই! সাধকের পক্ষে ঈশ্বর, পরকাল যেমন প্রয়োজনীয়, সাধুজীবনও তেমনি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কুসংস্কার অজ্ঞানান্ধকারে পড়িবার ভয়ে যদি সাধুকে দূরে রাখিতে চাও তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের কতকগুলি মৃত কঠোর সূত্র ধরিয়া শূন্যের মধ্যে শূন্য ভোজন করিয়া নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। যদি বল সাধুরাই যদি সর্ব্বস্ব হইলেন তবে আমরা কি সকলে বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছি? সাধারণ মানবসমাজ কি তবে ঈশ্বরের সন্তান নয়? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যেপরিমাণে সাধুতা সেই পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু আমাদের শরীর মন নিষ্পেষণ করিলে যে কিঞ্চিৎ সার পদার্থ বাহির হয় তাহা লইয়া আর কোন অভিমান করা যায় না। সাধুজীবন ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করে। এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে সাধু ব্যতীত ধর্ম্মের অন্য কোন অর্থ নাই।

ধর্ম্মের কবিত্ব বিভাগ।

নিরাকার ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্ম যদি মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কেবল কঠোর জ্ঞানভূমিতে সাধনগৃহ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মের চিন্তা মাত্রকে সার করিয়া চির দিন শুষ্ক হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে হইবে এবং পরিণামে শূন্যবাদী হইয়া অবিশ্বাস সংশয়ান্ধকারে আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে। এক্ষণে তিনি যতই কেন জ্ঞানের পক্ষপাতী হউন না, বিচার যুক্তি ও বুদ্ধির মীমাংসিত সত্য যতই কেন তাঁহার প্রিয় হউক না, এমন এক দিন আসিবে যখন তিনি কবিত্বের মাধুর্য্য রসপানে অতিমাত্র পিপাসার্ত্ত হইবেন। ঘোর সংশয়বাদী অবিশ্বাসীকেও ইহার অভাব অনুভব করিতে হয়। মানব প্রকৃতির ধর্ম্ম এই, যে যখন ইহা এক দেশদর্শী হইয়া বিষয় বিশেষের শেষ সীমায় গিয়া উপনীত হয় তখন আপনা হইতে বাধা পাইয়া বিপরীত দিকে পুনরায় ফিরিয়া আইসে। এমন কি, আতিশয্য দোষে বিকৃত হইয়া অনেকে প্রখর জ্ঞান হইতে অবশেষে অসঙ্গত কুসংস্কার কল্পনার হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। সময় আমাদের এক প্রধান গুরু। এক সময় ঔদ্ধত্য এবং অহংকার বশতঃ ধর্ম্মের যে অংশকে আমরা উপেক্ষা করি, সময়ে তাহা পুনর্গ্রহণ করিতে হয়। ফলতঃ চিত্ত শান্ত সমাহিত না হইলে প্রকৃত উদার ধর্ম্মের পথ ধরিতে পারা যায় না। বুদ্ধিবৃত্তি বিচার শক্তিকে কেহ সম্যকরূপে চরিতার্থ করিতে পারেও না, পারিলেও তদ্দ্বারা বিপদ পরীক্ষার সময় জীবন রক্ষা পায় না। এই জন্য পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ধর্ম্মার্থীকে ভক্তি প্রেমের সরস পথ অবলম্বন করিতে হয়। এ পথে যে কেবল প্রেম ভক্তি নির্ভর বৈরাগ্য বিনয় বিশ্বাসের মধুরতা আছে তাহা নহে, এবং আধ্যাত্মিক নিরবলম্ব ব্রহ্ম সাধন যে কেবল ভক্তি রসপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী হয় তাহাও নহে, ইহার সুন্দর কবিত্বের মুগ্ধকর স্বর্গীয় ছবি নয়ন মনকে আনন্দরসে অভিসিক্ত করে। এ পথে ভয় ভাবনা, নিরাশা নিরুদ্যম নাই, কেবলই নূতন নূতন আশা উৎসাহে হৃদয় উৎফুল্ল হইতে থাকে। কবিকুলচূড়ামণি ভক্তমুখ বিনিঃসৃত সহজ সুন্দর রচনাবলী মর্ত্তধামকে স্বর্গ তুল্য করে। তিনিও নিরাকার ব্রহ্মবাদী বটেন, স্থূল অসার কল্পনার তিনি একান্ত বিরোধী, অবাস্তবিক অযৌক্তিক কুসংস্কার-মূলক জ্ঞান বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসীর নিকট যেরূপ পরিত্যাজ্য,

ভক্ত কবির নিকটেও উহা তেমনি; কিন্তু ভক্তির মাহাত্ম্য এমনি অপূর্ব্ব যে ভক্ত তাহা দ্বারা নিরাকার ব্যাপার সমুদায়কে সাকার অপেক্ষাও স্পর্শনীয় এবং রমণীয় করিয়া তোলেন। ঈশ্বরের সহিত ভক্তগণের মনোহর লীলা এবং ভক্তের সহিত ভক্তবৎসলের সখ্য ব্যবহারের কথা তিনি যেরূপ সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেন, তাহাতে যেন প্রকৃত বস্তুকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়। গভীর যোগানন্দের অবস্থা, নির্জ্জন সহবাসের ঘনিষ্ঠতা, প্রগল্‌ভা ভক্তির বিচিত্র ক্রিয়া, প্রেমোন্মত্ততার নব নব উচ্ছ্বাস যাঁহার জীবনে প্রকাশিত হয় তিনিত মোহিত হইবেনই, কিন্তু এসকল ভাবের কবিত্ব কল্পনা রূপক বর্ণনা, দৃষ্টান্ত উদাহরণ বিনয় ভক্তিরঞ্জিত চক্ষে অতীব মনোহর বলিয়া প্রতীত হয়। নিরাকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের ঘটনারাজির সঙ্গে কবিত্বের এমনি সৌসাদৃশ্য যে, ভাষায় যতদূর হৃদয়ের ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে তাহা ইহা দ্বারা প্রকাশ পায়। এই জন্য ধর্ম্মের কবিত্ব রসপূর্ণ রূপক বর্ণনা কর্ণে মধু বর্ষণ করে। ইহার বাহ্য সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে নিতান্ত স্থূলদর্শী ব্যক্তিও প্রকৃত বস্তু দেখিতে পায়। যাঁহার বিষয়ে কবিত্ব এমন হৃদয়ানন্দকর তিনি স্বয়ং না জানি কত সৌন্দর্য্য ধারণ করেন! বস্তুতঃ যখন ভক্তিযোগ ঘনীভূত হয় তখন বস্তু এবং কবিত্ব এক হইয়া যায়, অন্তর বাহির মধুময় ভাব ধারণ করে।

ফলের প্রতি দৃষ্টি।

কোন একটী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্ব প্রথমে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, এতদ্দ্বারা কি ফল লাভ হইবে? ফলের মহত্ত্ব অনুসারে অনুষ্ঠানের মহত্ত্ব একথা বহু দিন হইল চলিয়া আসিতেছে। সময়ে সময়ে ফলের প্রতি দৃষ্টির প্রতিবাদ করা হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কেহ উহার উচ্ছেদ সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। অতি আদিম কাল হইতে মনুষ্যের ফলের প্রতি এত প্রয়াস কেন? এ কথার উত্তর দেওয়া নিতান্ত কঠিন নহে। অতি প্রথমাবস্থায় মনুষ্য কি লইয়া ব্যস্ত ছিল? শরীর লইয়া। এই শরীর সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই অস্তবৎ। কি আহার করিব, কি পান করিব, কিসে শরীর সুস্থ থাকিবে, শাত বাতাতপ হইতে শরীরকে কি প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারে, মনুষ্য তখন এই সকল প্রশ্ন লইয়া অতিশয় ব্যস্ত ছিল। ধর্ম্ম চিরদিনই ইহলোকের অতীত বস্তু লইয়া সঙ্গঠিত। অথচ সেই ধর্ম্মেও প্রকারান্তরে ঐ সকল প্রশ্নই তখন অবস্থিতি করে। যাহাতে বিঘ্ন নিবারণ হয়, পরলোকে ইহলোকের ন্যায় সুখ সমৃদ্ধিতে বাস করিতে পারা যায়, নন্দন কাননের সুগন্ধ সুশীতল সমীরণ সেবন করিয়া মন সুপ্রসন্ন হয়, এইরূপ পার্থিব বিষয় সকল লইয়া স্বর্গ কল্পিত। মনুষ্যের মন যখন অন্তবিশিষ্ট বিষয় লইয়া ব্যস্ত, যখন উহা শারীরিক জীবন চিন্তাতেও অতিক্রম করিতে পারে নাই, তখন এরূপ হইবে না তো আর কি হইবে? কিন্তু এরূপ অবস্থায় চিরদিন থাকিবার জন্য মনুষ্য সৃষ্ট হয় নাই। তাহার মধ্যে যে সকল ভাব নিহিত আছে, তাহা সীমাবদ্ধ বিষয়ে পরিতুষ্ট থাকিবার নহে। অনন্ত বা তৎসদৃশ বিষয়কে অধিকার করিতে না পারিলে তাহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি নাই। যখন মনুষ্য মন অন্তবিশিষ্ট ছাড়িয়া অনন্তের দিকে উত্থিত হয়, তখন আশু ফলের প্রতি দৃষ্টি আর আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যাহা স্বয়ং অন্তবিশিষ্ট, তাহার সিদ্ধিও অন্তবিশিষ্ট। আহার করিলেই পুষ্টি, ঔষধ পান করিলেই রোগ বিনাশ, ইহার ব্যতিক্রম দেখিলেই আমরা সে আহারকে অনাহার্য্য, সে ঔষধকে পরিহার্য্য মনে করি। কিন্তু শত্রুকে প্রেম করিতে হইবে এ নীতির অনুসরণ করিতে হইলে, আর একথা বলিতে পারা যায় না। শত্রুকে প্রেম করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফল দেখিতে না পাইলে তাহাকে কেন প্রেম করিব? হয়তো তুমি তাহাকে প্রেম করিতে গেলে সে তোমার প্রতি প্রেমের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিল; যত দিন জীবিত থাকিল সে কিছুতেই বিদ্বেষ করিতে ছাড়িল না;

এখন কি তুমি বলিবে, অমুককে ভাল বাসিয়া যখন তাহার কিছু হইল না, তখন আর ভাল বাসিয়া কি হইবে? সাত বার আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম, আর কতবার ক্ষমা করিব? উপদেষ্টা বলিবেন, "আমি তোমাকে সপ্তবার পর্য্যন্ত বলি নাই, কিন্তু সপ্ততি গুণ সপ্তবার পর্য্যন্ত।" এ সপ্ততি গুণ সপ্তবার আবার তৎসংখ্যক কালের দ্যোতক নহে, সংখ্যা বিরহিত কালের দ্যোতক। এস্থলে কোন ফল দেখিলে না বলিয়া কি তুমি উপদেষ্টার বাক্য অবহেলা করিবে? যদি তুমি উচ্চতম আদর্শের অনুসরণ কর আশুফলের জন্য প্রতীক্ষা করিও না। যাহা ক্ষণ ধ্বংসি, তাহার ফল দীর্ঘকালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে কি প্রকারে? যাহা অনন্তকাল স্থায়ী, তাহা হইতেই বা অল্পকালের মধ্যে ফল কি প্রকারে আকাঙ্ক্ষা করা যাইতে পারে?

সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, কি পার্থিব কি অপার্থিব কোন বিষয়েরই ফল আমাদিগের বুদ্ধিগম্য নহে। যাহা আশুফলদ বলিয়া প্রতীত হয়, দীর্ঘকালে তাহা হইতে কি ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমি যে প্রকার আহার মনোনীত করিলাম, তাহার মধ্যে কে জানে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা দীর্ঘকালে কোন প্রকারে অপকারক না হইতে পারে। এখন যে ঔষধি সেবন করিতেছি, আশু তাহাতে উপকার বোধ হইল, কিন্তু হয়তো তাহাতে মাত্রাধিক্যাদি দোষ বশতঃ বহুদিন পরে নূতন রোগ উপস্থিত হইতে পারে। একালের দূরদর্শী বিজ্ঞানবিদেরা এইজন্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সত্য অসত্য, উচিত অনুচিত, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক তত্ত্বানুমোদিত বা তদ্বিপরীত এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগের কার্য্য করা প্রয়োজন, ফল দৃষ্টে নহে, কেন না ফল বুদ্ধির অগম্য। আমরা চিরদিন ধর্ম্মানুরাগিগণের নিকটেই ফলানুসন্ধান ত্যাগের কথা শুনিয়া আসিতেছি, পার্থিব তত্ত্বানুসন্ধায়িগণও সেই কথা বলিবেন, ইহা আমরা কোন দিন আশা করি নাই। এটাকে কালের মহৎ পরিবর্ত্তন বলিতে হইবে। যখন যে বিষয়ে পরিবর্ত্তন হয়, সমুদায় বিভাগেই পরিবর্ত্তন হয়। কারণ এ পরিবর্ত্তন মনুষ্য বুদ্ধিকৃত নহে, বুদ্ধির অতীত স্থান হইতে এ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের নিজের প্রতি এই পরিবর্ত্তন প্রয়োগ করিব বলিয়া আমরা অদ্যকার প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি। আমাদিগের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল বিষয়ে অনন্তের অনুসারী, ইহার ফল দেশকালে আবদ্ধ নহে। আদর্শ আমাদিগের স্বয়ং ঈশ্বর। সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে আমাদিগের তাঁহার ন্যায় অক্ষান্তি। আমরা বলিতে পারি না অমুক আমার শত্রু, আমি তাহাকে ভাল বাসিব না, ভাল বাসিয়া দেখিয়াছি, তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক অপকারই হয়। আমরা তখনি দেখিব এ অবস্থায় ঈশ্বর কি করেন? তিনি কি কখন কোন কারণে ভাল বাসিতে নিবৃত্ত হইয়াছেন? যদি হইতেন, তবে আর আমাদিগের আশঙ্কা থাকিত না। ভাল বাসিব, সকল অবস্থায় ভাল বাসিব। ভাল বাসিলে যদি তাহা হইতে উগ্রতা আইসে কুণ্ঠিত হইব না, কেন না সে উগ্রতা ক্রোধী নির্ম্মমের নহে, মাতার উগ্রতা। কিন্তু কোন কারণে বলিব না যে আর ভালবাসা যাইতে পারে না, এখন ঘৃণা দ্বেষ বা ক্রোধের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সত্য, পবিত্রতা, ঈশ্বরের আদেশ পালন সকল বিষয়ে উহাই বলা যাইতে পারে। আমরা যে সত্য প্রচার করিতেছি আশু তাহা লোককর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইতেছে না দেখিয়া কি আমরা আমাদিগের কণ্ঠ অবরুদ্ধ করিব? আমরা সত্যের জন্য সত্যকে মূল্যবান্ ও প্রচারযোগ্য মনে করিব, না উহা কত সংখ্যক লোককে আকর্ষণ করিয়া আমাদিগের নিকট আনিল তদ্দ্বারা উহার মূল্যামূল্য যোগ্যাযোগ্যত্ব নির্দ্ধারণ করিব? সকলেই বলিবেন সত্যের জন্যই সত্য মূল্যবান

এবং প্রচারযোগ্য কিন্তু কার্য্যকালে আমরা ইহার বিপরীত ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকি। ইহার কারণ আমাদিগের সত্যের প্রতি অল্প বিশ্বাস। সত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল পবিত্রতা ও ঈশ্বরাদেশ পালন সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। আমরা উচ্চ ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে কিন্তু আমাদিগের মনের অনুচ্চ অবস্থা এখনও আমরা পরিহার করিতে পারি নাই। কথায় আমরা অনন্তের আশ্রয় লইয়াছি, কিন্তু মন আমাদিগের পৃথিবীর ধূলিতে এখনও অবলুণ্ঠিত হইতেছে। যদি তাহা না হইবে কথায় কথায় আমাদিগের ফলের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়া কর্ত্তব্যবৈমুখ্য ঘটিত না। বাল্যকাল হইতে আমরা যে ভাবে লালিত পালিত হইয়া আসিয়াছি, যে ক্ষুদ্র ভাব আমাদিগের প্রত্যেক শোণিত বিন্দুকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে, সংসারের প্রত্যেক ব্যাপারে যাহার প্রভাব আমাদিগের উপরে প্রতিনিয়ত পড়িতেছে, তাহাকে অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নহে। ঈশ্বর করুন আমরা ফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে শিক্ষা করি। ইহা হইলে আর আমাদের উৎসাহ উদ্যম বল বীর্য্য প্রীতি ও পবিত্রতা কিছুরই অভাব থাকিবে না।

আখ্যায়িকা।

গত প্রকাশিতের শেষ।

অতঃপর মদিনার বৈরাগী ভূপাল হজরত ওমর তরুমূলে বসিয়া সেই রাজদূতের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সুযোগ্য গুরু, ধৰ্ম্ম পিপাসু শিষ্যের অন্বেষী ছিলেন, এইক্ষণ দূতকে তত্ত্বানুসন্ধায়ী সখারূপে পাইলেন। যখন দেখিলেন যে দূতের জীবনরূপ উৰ্ব্বরা ভূমিতে উৎকৃষ্ট বীজ নিহিত আছে, তখন তিনি তাঁহার প্রশ্নানুসারে ঈশ্বরের করুণা, সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রত্যাদেশাদি গভীর তত্ত্বের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। প্রথমতঃ করুণাজনিত ভাব ও করুণার স্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন। ভাব করুণারূপ সুন্দরী নব বধূর প্রকাশে হয়, সেই নব বধূর সঙ্গে নির্জ্জন বাসকে স্থিতি বলা যায়। বধূর প্রকাশ বর এবং বরের আত্মীয় কুটুম্বগণ লাভ করে। কিন্তু নির্জ্জন বাস বর ব্যতীত অন্য কাহার সঙ্গে হয় না। নববধূ সাধারণ এবং বিশেষ সকল লোকের নিকটে স্বীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ করেন বটে, কিন্তু তাঁহার অবস্থিতি কেবল বরের সঙ্গে হয়। সুফিদিগের মধ্যে ভাবুক অনেক আছেন, কিন্তু স্থিতিশীল দুর্লভ। ভাবুক লোকেরা মুহূর্মুহুঃ শূন্য হস্ত হইয়া পড়েন, স্থিতিতেই লোকে ভাগ্যবান্ হয়।

ঈশ্বর মন্ত্র পড়িলেন, আর অসৎ সৎ হইল। শরীরের উপর মন্ত্র পড়িলেন, তাহার প্রাণ হইল। সূর্য্যের প্রতি একটী ব॰ন পাঠ করিলেন সে জ্যোতিষ্মান্ হইল, পরে কি ভীতিজনক কথা বলিলেন, তাহার মুখ গ্রহণযোগে মলিন হইয়া গেল। পুষ্পের কর্ণে কি বলিলেন, সে হাস্য করিতে লাগিল। রত্নকে এক কথা বলিলেন, সে উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিল। পৃথিবীর কর্ণে কি কথা জানাইলেন, তাহাতে সে স্থির স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মেঘকে কি কথা বলিলেন অমনি সে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। চঞ্চল প্রকৃতি লোকেরা ঈশ্বরের বাণীকে সন্দেহ করে, ও তাহাকে প্রহেলিকা বিশেষ বলে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা করিব, না তাহার বিপরীত পথে চলিব, এই দুই চিন্তা দ্বারা তাহারা আক্রান্ত হয়। তথাপি ঈশ্বরের নিকট হইতে এই পথে চল, এই পথ পরিত্যাগ কর, এই উত্তেজনা বাক্য আইসে। দৈত্যবাণীরূপ কার্পাস কর্ণবিবর হইতে উন্মোচন কর, দৈববাণী কর্ণে স্থান পাইবে। তাহা হইলে প্রহেলিকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পাইবে। প্রত্যাদেশের ভূমি আত্মার কর্ণ, প্রত্যাদেশ ইন্দ্রিয়াববোধের অতীত। আত্মার কর্ণ, আত্মার চক্ষু ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্পর্ক শূন্য। তাহাতে বুদ্ধির কর্ণ ও অনুমান দৃষ্টিরও অধিকার নাই। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য চন্দ্রজ্যোতিঃ সদৃশ, উহা ঐশ্বরিক। ঈশ্বর যাহাদের অন্তশ্চক্ষু বিকাশিত করিয়াছেন সেই দরবেশ লোকেরাই স্বাতন্ত্র্য তত্ত্ব বুঝিতে পারে। আধ্যাত্মিক পুরুষদিগের স্বাতন্ত্র্য এক প্রকার, বাহ্যিক লোকদিগের অন্য প্রকার। মৌক্তিক জনক রস বিশেষ, বাহিরে সাধারণ রস মাত্র, কিন্তু শুক্তিকোষে তাহাই মুক্তা ফলে পরিণত হয়। বহির্দ্দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ রসবিন্দু, শুক্তিকোষে স্থূল সূক্ষ্ম মুক্তাকণা। মহাপুরুষদিগের প্রকৃতি মৃগনাভি সদৃশ, বাহিরে যে শোণিত বিন্দু তাহা নাভিগর্ভে কস্তুরিকা। নিকৃষ্ট ধাতু তাম্র আকসির নামক দ্রব্য বিশেষের অভ্যন্তরে সুবর্ণ হয়। স্বতন্ত্রতা কর্ত্তৃত্ব তোমার আমার সম্বন্ধে উপকারী নয়, কিন্তু সাধুলোকদিগের অন্তরে তাহা সুনির্ম্মল জ্যোতিঃ সদৃশ। পাত্রস্থিত অন্ন অচেতন ভৌতিক পদার্থ মাত্র। কিন্তু মানব দেহে সেই অন্নের সঞ্চারে প্রাণের স্ফূর্ত্তি হয়। পাত্রগর্ভে অন্নের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, কিন্তু পাকস্থলীতে ক্রিয়া হইয়া থাকে। সেই ক্রিয়ায় প্রাণের বল হয়। দেহ মাংস খণ্ড মাত্র, কিন্তু বুদ্ধি ও প্রাণের বলে সে পৰ্ব্বত সমুদ্র অতিক্রম করিয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(স্বর্গে প্রবেশ করিবার সঙ্কেত।)

১৬ই মাঘ রবিবার ১৭৯৮ শক।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ ভক্ত যাঁহারা, উচ্চাধিকারী সাধক যাঁহারা তাঁহাদের হস্তে ঈশ্বর স্বর্গধামের চাবি অর্পণ করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় ভক্তকে ডাকিয়া কি বলেন? তোমার হস্তে স্বর্গের চাবি দিলাম। বাস্তবিক স্বর্গের সুধা কিয়ৎ পরিমাণে পান করিয়া কি হইবে? স্বর্গের ভূমি অল্প খণ্ড অধিকার করিয়া কি হইবে? ভক্ত এই চান ঈশ্বর তাঁহাকে এমন একটী সঙ্কেত বলিয়া দেন যদ্দ্বারা ভক্ত যতদূর ইচ্ছা করেন ততদূর স্বর্গের ভূমি অধিকার করিতে পারেন। যেখানে অধিকার নাই সেখানে অভিলাষ যায় না। যত ক্ষমতা আছে সেই পরিমাণে সম্ভোগ করিব। ক্ষমতানুসারে স্বর্গভোগ করিব সেই বিষয়ে যেন ক্ষোভ না থাকে। অতএব ভক্ত স্বর্গ চান না, তিনি স্বর্গ ভোগ করিবার জন্য ক্ষমতা চান। স্বর্গ চাই বলিলে ভক্ত ইহার কোন অর্থ বুঝেন না। যদি ঈশ্বর প্রকাণ্ড অনন্ত স্বর্গের মধ্যে ভক্তকে ছাড়িয়া দেন, ভক্ত কি ধরিবে, কি ভোগ করিবে? ভক্তের আধার ক্ষুদ্র তদ্দ্বারা ভক্ত কিরূপে অনন্ত স্বর্গ ধারণ করিবে? অতএব ভক্ত এই চান আমার যতদূর পাইবার এবং ভোগ করিবার শক্তি আমি স্বর্গের ততদূর ভূমি যেন লাভ এবং ভোগ করিতে পারি। তাঁহার জন্য স্বর্গরাজ্যে রাশি রাশি আহারের আয়োজন, সঙ্কেত না জানিলে কি আহার করিব কি ভোগ করিব কিছুই বুঝিতে পারেন না। যখন ভক্তিরসে মত্ত হইয়া সুধা খাইতে হইবে, কিম্বা যোগে নিমগ্ন হইয়া যোগানন্দ পান করিতে হইবে তখন হয়ত নামোচ্চারণ করা অসম্ভব হইবে। এই জন্য ভক্ত চান তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে একটী সামান্য চাবি থাকিবে, এমন একটী সঙ্কেত হস্তগত থাকিবে, যাহা দ্বারা ভক্তের যখন যাহা প্রয়োজন হইবে তাহা তিনি খুলিয়া লইতে পারিবেন। কখন মনুষ্যের কি আবশ্যক হইবে কে বলিতে পারে? অতএব তাঁহার সঙ্গে একটী চাবি থাকা আবশ্যক যাহা দেখিতে ছোট, কিন্তু যাহার কার্য্য মহৎ, যাহা দ্বারা অনন্ত স্বর্গধাম খোলা যায়, যদ্দ্বারা সমস্ত স্বর্গে বিচরণ করা যায়। সংসারের মরুভূমিতে শত শত ক্রোশ বিচরণ করিতে করিতে শুষ্ক কণ্ঠ হয়, কোন ব্যক্তির সুধা ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগিল না, পরোপকার ব্রত ভাল লাগিল না, বন্ধুরা যোগানন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, তিনি কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না যোগ কি, কিন্তু এই দুরবস্থার সময় যদি তাঁহার হাতে চাবি থাকে তাহা হইলে তিনি প্রাণের সাধে নিজের ক্ষমতা এবং অভাব অনুসারে স্বর্গের ভাণ্ডার খুলিয়া সুধা পান করিতে পারেন। আবার এমন সময় আসিতে পারে যখন তাঁহার সুধা পান করিতে ইচ্ছা হইবে না, যখন তাঁহার কি সাধুসঙ্গ কি নাম কীর্ত্তন কিছুই ভাল লাগিবে না, সেই সময় হয়ত শাস্ত্র পাঠ করা তাঁহার আবশ্যক। কিন্তু যদিও শাস্ত্রে ঈশ্বরের উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে, যতক্ষণ তিনি সেই শাস্ত্রের ঘর যদ্দ্বারা প্রমুক্ত করা যায় সেই চাবি সংলগ্ন করিতে না পারিবেন ততক্ষণ তিনি সেই শাস্ত্রের একটী বর্ণও বুঝিতে পারিবেন না। সমস্ত স্বর্গ তাঁহার নিকটে; কিন্তু চাবি ভিন্ন তিনি স্বর্গের দ্বার খুলিতে পারেন না। অতএব ভক্তের পক্ষে চাবি নিতান্ত আবশ্যক। তাঁহার যোগানন্দ রসপান করা প্রয়োজন হইল, তিনি সেই চাবি সংলগ্ন করিয়া যোগের গৃহ খুলিলেন, আর তৎক্ষণাৎ তাঁহার হৃদয়ে নানাবিধ যোগের তত্ত্ব, নানাবিধ যোগানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার নামরস এবং ভক্তিসুধা পান করিতে ইচ্ছা হইল, তিনি ভক্তির গৃহ খুলিলেন আর তৎক্ষণাৎ নাম রস এবং ভক্তিসুধাতে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার ব্রহ্ম বিদ্যা এবং তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন হইল, তিনি সেই চাবি দ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানালয় উন্মুক্ত করিলেন আর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানালোক আসিয়া তাঁহার চিত্তকে আলোকিত করিল। যিনি এইরূপ একটী ছোট সঙ্কেত জানিয়া বসিয়া আছেন তাঁহার আর কোন ভাবনা নাই। বাস্তবিক কোন ভক্ত যে সমস্ত স্বর্গ অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তাহা নহে; কিন্তু তিনি একটী ক্ষুদ্র চাবি পাইয়াছেন যাহা দ্বারা তিনি যে বিষয় চাহিবেন, যে বিভাগের যে বস্তু লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন, সেই বিষয় এবং সেই বিভাগের সেই বস্তু লাভ করিতে পারেন। একটী গুপ্ত স্থানে ভক্ত সেই চাবি লুকাইয়া রাখেন। সেই চাবি দ্বারা তাঁহার যে বিষয়ের জন্য যখন রুচি হয় তখনি তাহা লাভ করেন। সেই চাবি উপাসনার ঘর খুলিয়া ফেলে। খুব উৎকৃষ্ট আরাধনা, খুব গভীর ধ্যান, খুব উৎকৃষ্ট সরল প্রার্থনা, সেই চাবিটী ব্যবহার করিলেই এ সমুদয় তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই দিকে ভক্তের নিজের কিছুই নাই, প্রেমরস নাই, পুণ্য নাই, উৎসাহ নাই; কিন্তু কাপড়ের কোণে একটী ক্ষুদ্র চাবি বাঁধা আছে। সুতরাং কিছু না পাইয়াও সকলই পাইয়াছেন. কেননা এই চাবি দ্বারা তিনি যখনই যাহা চাহিবেন তাহাই আসিবে। কে আমাদের মধ্যে সমস্ত দিন কেবল জ্ঞান, ভক্তি, অথবা যোগ লইয়া থাকিতে পারেন? কেহই নহে। সর্ব্বদা সহস্র সঙ্গীত অথবা ধর্ম্ম পুস্তক অথবা সহস্র বন্ধুকে সঙ্গে রাখা যায় না, তবে একটী উপায় রাখা চাই, যাহা দ্বারা আবশ্যক হইলেই সকলকে পাওয়া যাইতে পারে। কে ঘরের ভিতরে সকল মহাত্মাদিগের ছবি রাখিতে পারে? কিন্তু মনের মধ্যে যদি সঙ্কেত রাখিতে পারি যখন তাঁহাদিগের কাহাকেও ডাকিব তখনই তাঁহাকে পাইব। স্বর্গরাজ্যের সমুদয় পদার্থ,

এবং সমুদয় মহাত্মা ভক্তের অধীন। এই জন্য প্রাচীন গ্রন্থাদিতেও কথিত আছে অমুক সাধক অমুক দেবতাকে, অমুক ঋষিকে স্মরণ করিলেন আর তৎক্ষণাৎ সেই দেবতা, সেই ঋষি তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্মরণ করিলেই ভক্তিরাজ্য, প্রেমরাজ্য এবং যোগরাজ্য হইতে ঈশ্বরের ভৃত্যেরা সুধার পাত্র হাতে লইয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। কি সেই সঙ্কেত? কি সেই চাবি? আমিও বলিতে পারি না, কেহই বলিতে পারে না; প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে সেই সঙ্কেত আছে, সেই চাবি আছে, প্রার্থনা করিতে করিতে সেই সঙ্কেত পাওয়া যাইবে। যাঁহারা বলেন কেবল নাম কর, কেবল কীর্ত্তন কর, কেবল যোগ কর, অথবা কেবল শাস্ত্র পাঠ কর তাঁহারা জানেন না কিরূপে স্বর্গ অধিকার এবং ভোগ করা যায়। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বর্গের নিকটে রাখিয়াও দূরে রাখিয়াছেন। সর্ব্বদা আমরা স্বর্গ ভোগ করিবার উপযুক্ত নহি, তাই তিনি আপনার জিনিষ আপনার নিকট রাখেন। ঈশ্বর বলিলেন আমার জিনিষ আমার নিকটে থাকুক। তবে তিনি ভক্তের হস্তে চাবি দিলেন এই জন্য যে যখন তাহার ইচ্ছা হইবে, তখনই দ্বার খুলিয়া সে স্বর্গে প্রবেশ করিবে। অনেক সাধনের পর ভক্ত পুরস্কার স্বরূপ এই চাবি লাভ করেন। এই চাবি লাভ করিলে সমস্ত ভক্তির ব্যাপার অতি সহজ হয়। তখন নাম করিতে করিতে দুই ঘণ্টার পর প্রাণ প্রমত্ত হইবে তাহা নহে, তখন একবার নাম করিলাম আর তখনই প্রাণ প্রমুগ্ধ হইল। একবার ব্রহ্মদর্শন হইল, আর চক্ষু ফিরাইতে পারি না। একবার সেই পাদপদ্মের সুধা খাইতে আরম্ভ করিলাম আর মুখ তুলিতে পারি না। সমুদয় পাওয়া যায় অল্প সময়ের মধ্যে যদি সেই চাবি পাই। কি ভাবিব কি মত সাধু যাঁহার সঙ্গ ইচ্ছা করিব অল্প ক্ষণের মধ্যে তাঁহাকে পাইব, পুস্তকের গূঢ় মর্ম্ম পুস্তক দেখিবা মাত্র বুঝিব স্বর্গের যে বিভাগ, যে ভূমি খণ্ড অধিকার করিতে ইচ্ছা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা হস্তগত হইবে। স্বর্গের চাবির এত গুণ। এই চাবি পাইলে যে সাধু কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিব বীরের ন্যায় উৎসাহের সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারিব

আচার্য্যের উপদেশ।

৬ই চৈত্র রবিবার, ১৭৯৮ শক।

(রসনার সদ্ব্যবহার।)

সকল ভক্তেরাই রসনাকে সাধনের একটী বিশেষ যন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মুক্তির একটী উপায় বিশুদ্ধ রসনা। পরিত্রাণের একটী সোপান ভক্তিপূর্ণ কথা। কথারূপ পক্ষ দ্বারা মনুষ্য স্বর্গে আরোহণ করে। জিহ্বা সামান্য পদার্থ; কিন্তু ইহা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের একটী উপায়। রসনা যাহার জড় এবং শুষ্ক রহিল সে অন্যান্য উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেও এই দোষের জন্য স্বর্গধামে যাইতে অক্ষম হইবে। অতএব প্রত্যেক স্বর্গযাত্রীর পক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত, "রসনাকে অলস হইতে দিব না, এবং ইহাকে কেবল কতকগুলি শুষ্ক কথা কহিতে দিব না। রসনা কেবল সত্য কথা বলিবে তাহা নহে, কিন্তু ইহা সেই কথার মিষ্টতা আস্বাদন করিবে। মিষ্টতাশূন্য কথা ফলদায়ক হইতে পারে না। রসনার ভিতরে স্বর্গের সুধা নিহিত রহিয়াছে। সৎপ্রসঙ্গ রসনার মিষ্টতা সম্পাদন করে। যে ব্যক্তি সৎপ্রসঙ্গ করে না তাহার রসনা বৃথা। অন্তরে ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করা অনেকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং উচ্চব্রত মনে করেন; কিন্তু রসনার যে একটী বিশেষ কার্য্য আছে তাহা অতি অল্প লোকেই বুঝিতে পারেন। মনে কর, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত রসনা কেবলই বিষয়ের কথা বলিল, রাগের পরিচয় দিল, একবারও ঈশ্বরের কথা বলিল না। যদি বল মন ঈশ্বরের পূজা করিয়াছে। মানিলাম মন ঈশ্বরের পূজা করিল এবং মনের উপকার হইল; কিন্তু রসনার কি হইল? তুমি কি ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ এবং সুন্দর করিবার জন্য জগতে আস নাই? রসনায় ঈশ্বরের নাম গান করিয়া রসনার উপকার করা কি তোমার কার্য্য নহে? তোমার চক্ষু ব্রহ্ম দর্শন করিল, চক্ষুর কার্য্য হইল; কিন্তু ইহাতে কি তোমার সকল কার্য্য হইল? একটী কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল বলিয়া অহঙ্কারী হইও না। রসনা দ্বারা যদি ঈশ্বরের নাম গান এবং সৎপ্রসঙ্গ না করিয়া থাক তবে রসনার জন্য পাতকী হইলে। রসনার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বতন্ত্র। রসনাকে জড় অবস্থায় রাখিবে না। মৃত রসনা করিয়া রাখিও না। সর্ব্বদা এই বলিবে "রসনা যাও, তাঁহার নাম প্রচার, তাঁহার নাম উচ্চারণ কর।" ভক্তের জিহ্বা সর্ব্বদা জীবন্ত প্রাণবিশিষ্ট, এবং সরস ও সুমিষ্ট। রসনায় সেই মধুময় নাম উচ্চারণ করিতে করিতে সুখী হইবে। কখনও সেই নাম শুষ্কভাবে উচ্চারিত হইতে দিবে না। শুষ্কভাবে উচ্চারণ করিলে ব্রহ্ম নামের রসাস্বাদন করা যায় না। তুমি ভাববিহীন হইয়া ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিলে, তোমার হৃদয় সেই নামের রস আস্বাদ করিতে পারিল না, কিন্তু তোমার পার্শ্বস্থ লোক সকল সেই রসাস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইল। সংসারের অসার কথা উচ্চারণ করিতে করিতে জিহ্বা শুষ্ক হয়; কিন্তু আবার যখন সেই শুষ্ক রসনা জীবন্ত পরমেশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে তখন তাহা পুনর্জ্জীবিত এবং সুমিষ্ট হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রত্যেক কথার মধ্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রস নিহিত থাকে। সেই কথার অমৃত ভিতরে টানিয়া লইবে, সেই সুধা নিজে পান করিবে। সৎপ্রসঙ্গ এবং হরিগুণগানের প্রত্যেক কথাতে সুখ আছে, শান্তি আছে। একটী একটী কথা রসের কলস,

রসের প্রস্রবণ। যখন ভক্ত ঈশ্বরের কথা আরম্ভ করিলেন তিনি আপনার কথায় আপনি সুখেতে ভাসিতে লাগিলেন। সেই নাম উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত রসাস্বাদন করিতেছেন। অতএব প্রথম উপদেশ রসনাকে জড় রাখিবে না, দ্বিতীয় উপদেশ রসনাকে শুষ্ক রাখিবে না।

রসনার উপরে মনুষ্যের চরিত্র নির্ভর করে। রসনা যাহার প্রকৃতিস্থ তাহার শরীর মন সুস্থ। রসনার অবস্থা দ্বারা শরীর মনের অবস্থা জানা যায়। মনের মধ্যে যখন রোগ থাকে তখন রসনাতে ব্রহ্ম নাম ভাল লাগে না, সৎপ্রসঙ্গ ভাল লাগে না। যাঁহারা ধর্ম্মজগতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন তাঁহারা যে কোন ব্যক্তির জিহ্বা দেখিয়া বলিতে পারেন তাহার অবস্থা সুস্থ কি অসুস্থ। যখন দেখিবে ভাল কথা বলিয়া সুখী হইতে পারিলে না তখন মনে করিবে নিশ্চয়ই অন্তরের মধ্যে দোষ জন্মিয়াছে। আজ কোন ভয়ানক পাপে বিকৃত হইয়াছি, নতুবা সুধা কেন তিক্ত বোধ হইতেছে। এমন সুধামাখা ব্রহ্ম নাম কেন সুধা আনিল না। রসনার এইরূপ দুরবস্থা দেখিলে রসনাকে ধৌত করিবে। ভক্তির সহিত বারম্বার নামকীর্ত্তন, এবং নামোচ্চারণ দ্বারা রসনা পরিষ্কৃত হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, মন সুখী হইবে। দেখ এই এক রসনার সাহায্যে কত লাভ হয়। রসনা কেবল একটী ছোট সামগ্রী, দেখিতে ছোট, কিন্তু ইহার কার্য্য মহৎ; ইহার এক কথা হয় মানুষকে মারিয়া ফেলিতে পারে, নয় বাঁচাইতে পারে; হয় পাপ বৃদ্ধি করে, নয় পরিত্রাণের সহায়তা করে। অতএব জিহ্বা যদিও ক্ষুদ্র এবং সামান্য যন্ত্র; কিন্তু ইহা অতি সবল সামগ্রী। কেননা ইহাতে মনুষ্যকে বিনাশ কিম্বা অমর করা যায়। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া রসনাকে সুশাসনে রাখিবে। যাঁহারা চারিদিকে আছেন ইহাঁদের কাহাকেও মিথ্যা কথা এবং দুর্ব্বাক্য বলিবে না। সর্ব্বদা সত্য কথা এবং সুমধুর কথা বলিয়া প্রতিবেশীর মঙ্গলসাধন করিবে। অতি উচ্চ অভিপ্রায় সাধনের জন্য ঈশ্বর রসনা দান করিয়াছেন। আমাদের রসনা যদি আমাদের বসে থাকে আমরা কত সুখে সুখী হইতে পারি। রসনাকে ভাল স্বরে গান করিতে বলিব॥ রসনাকে অতি উৎকৃষ্ট বন্ধু বলিব। নির্জ্জনে সজ্জনে আমাদের রসনা আমাদের পরিত্রাণের সহায় হইবে। অত্যন্ত দুঃখের সময় রসনা আমাদের বন্ধু হইবে। যখনই দেখিব প্রাণ মন শুষ্ক হইবে তৎক্ষণাৎ রসনার সুমধুর স্বরে ব্রহ্ম নাম গান করিব। যখন কোন বন্ধুকে কাতর অথবা দুঃখিত দেখিব তখন তাঁহাকে দুইটী মধুময় কথা বলিয়া আসিব। এই রূপে রসনার সদ্ব্যবহার দ্বারা দিন দিন কল্যাণ বিস্তার করিব। এই ক্ষুদ্র রসনার দ্বারা আপনার কত সুখ সৌভাগ্য এবং জগতের কত কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে। ভক্তের পক্ষে রসনা একটী প্রধান যন্ত্র। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন রসনাকে যেন আমরা ধর্ম্ম সাধনের একটী প্রধান উপায়রূপে অবলম্বন করি।

——— ৩.

আচার্য্যের উপদেশ।

(ঈশ্বর সত্য কি কল্পনা।)।

রবিবার, ৩০শে কর্ত্তিক ১৭৯৬ শক।

ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি মায়াবাদী? তোমরা কি সত্যকে কল্পনা মনে কর? পদার্থকে ছায়া মনে কর? মায়াবাদী পৃথিবীর সমস্ত বস্তু দেখিতেছে, স্পর্শ করিতেছে, ভোগ করিতেছে, তথাপি পৃথিবীর অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছে, মনে ভাবিতেছে সকলই ভ্রমের ব্যাপার। মায়াবাদীর মতে 'এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ড একটী প্রকাণ্ড স্বপ্ন, সৃষ্টি হইতে বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস একটী সুদীর্ঘ গল্প। তাহারা সত্য দেখিলেও বিশ্বাস করে না। ব্রাহ্মগণ! তোমার কি সেই মতের অনুসরণ কর? আপাতঃ তোমারা বলিবে এই ভ্রান্তি আমাদের নাই, অথবা এই উত্তর দিবে, যে সকল দৃশ্য পদার্থ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি তাহাদিগকে কিরূপে কল্পনা বা স্বপ্ন বলিব? বহির্জ্জগৎ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানবিদদিগের মধ্যে যে মায়াবাদ আছে তাহা তোমরা স্বীকার কর না ইহা যথার্থ; কিন্তু ধর্ম্মজগৎ সম্বন্ধে কি তোমরা মায়াবাদী হও নাই? এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা কর, গুরুতর বলিতেছি এই জন্য যে ইহার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করে। যাহারা ধর্ম্মজগতের ঘটনা সকলকে মায়া মনে করে কিম্বা ক্ষণমাত্র সন্দেহ করে, তাহাদের স্বর্গে যাইবার কিম্বা উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় সত্যকে কেহই মায়া মনে করিতে পারে না। মাতৃগর্ভ হইতে যে শিশু সদ্য প্রসূত হইল, সে কি এই নূতন জগৎ দেখিয়া ইহা মিথ্যা মনে করিতে পারে? স্বভাব বুদ্ধিকে বিকৃত হইতে দেয় না, এই জন্য শিশুরা যাহা দেখে সহজেই তাহা বিশ্বাস করে। কোন প্রকার কুযুক্তি কিম্বা সংশয় তাহাদের মনকে আন্দোলন করে না। শিশু কি প্রস্তর স্পর্শ করিয়া বলিতে পারে, ইহার বাস্তবিক যথার্থ সত্তা নাই, এইটী কেবল আমার মনের ভাব? শিশু মায়াবাদী হইতে পারে না; কিন্তু সেই শিশুর যখন ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হয়, যখন নানা প্রকার ভ্রম এবং পাপাসক্তি দ্বারা তাহার বুদ্ধি অন্ধীভূত হয় তখন সে মায়াবাদী হইতে পারে। বাল্যকালে, অল্প বয়সে এই মত গৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু অধিক বয়সে জ্ঞানাভিমানীদিগের মধ্যে এই মত দেখিতে পাই। বালকদিগের এবং সরল মূর্খ চাসাদিগের মধ্যে এই মত স্থান পাইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধির গৌরব, জ্ঞানের দর্প, সেখানেই শুনিতে পাই, এই জগৎ মিথ্যা, এই সূর্য্য অন্ধকার, সকলই একটী প্রকাণ্ড মায়া। বুদ্ধির বিকারে এই মতের উৎপত্তি। স্বভাবে এই মত নাই। যাহা স্পর্শ করিতেছি, ভোগ করিতেছি তাহা কিরূপে ছায়া

হইবে বুঝিতে পারি না। অন্যান্য দেশেও এই মত আছে। কিন্তু দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন কি? এই দেশেই এই মত ছিল, এবং এখনও আছে। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মজগতেও ধর্ম্মজীবন সম্পর্কে এই ভয়ানক মত প্রবেশ করিতেছে দেখিতেছি। এই মত বাল্য কালে নাই, আত্মার স্বাভাবিক সরল অবস্থাতে নাই, বিকৃত বিদ্যার অহঙ্কারে ইহার উৎপত্তি; তোমরা যখন ব্রাহ্মবালক ছিলে, যখন তোমরা বিশ্বাসগর্ভ হইতে ব্রাহ্মজগতে প্রসূত হইলে, তখন কোথায় ছিল তোমাদের কুমন্ত্রণা, কোথায় বা ছিল তোমাদের কুশাস্ত্র। আত্মার শৈশবাবস্থায় আমরা সকলেই যাহা দেখিয়াছি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছি। সেই অবস্থাতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যাহা হাতে ধরিলাম তাহা কল্পনা হইতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্মজীবন যতই ইহার বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া সংসারের নানা প্রকার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয় ততই বুদ্ধির কুটিলতা, কুযুক্তি এবং মায়াবাদ ইত্যাদি আসিয়া ইহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্যই ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকেই মায়াবাদী দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে, আত্মার বাল্যকালে যে আমরা ঈশ্বরকে দেখিতাম এবং আত্মার গূঢ়তম প্রদেশে স্বর্গের আনন্দ, ঈশ্বরের প্রসাদরূপ পবিত্র শান্তি সম্ভোগ করিতাম, কে বলিল, তাহা যথার্থ? এইরূপে গত জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনা সকল স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া তাঁহারা বিদায় করিয়া দেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, উপাসনার গূঢ়তত্ত্ব, পরলোকের নিগূঢ় প্রমাণ এবং অবশেষে নীতিতত্ত্ব এ সকলই তাঁহাদের সন্দেহচক্রে নিপতিত হয়। ধর্ম্মজগতের ব্যাপার সকল সন্দেহ করিতে করিতে অবশেষে নীতিজগতের উপরেও তাঁহাদের মন সন্দিগ্ধ হয়। এই কারণেই যাঁহারা উপাসনা পরিত্যাগ করেন অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের চরিত্রও দূষিত হয়। এইরূপে মনুষ্য ধর্ম্মজগৎ এবং নীতিজগৎসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইতে হইতে, ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মজগৎ ও নীতিজগৎ উভয়কে অবিশ্বাস কূপে নিক্ষেপ করে। বন্ধুগণ তোমরা এখনও এই ভয়ানক অবস্থায় পতিত হও নাই তাহা আমি জানি, কিন্তু তোমরা এই পথে আছ কি না তাহা আমি জানিতে চাই। প্রথম, ঈশ্বর আছেন, ভক্তকে তিনি দেখা দেন, ইহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ হইতে পারে কি না? আত্মার বাল্যকালে যেমন তোমরা ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী এবং উৎসাহী হইতে এখনও কি তোমরা তাঁহাকে সেইরূপ যথার্থ উজ্জ্বলরূপে দেখিতেছ? না ঈশ্বরদর্শন স্বপ্নের ব্যাপার মনে করিতেছ? স্বপ্নে যেমন মনুষ্য অতি মনোহর ব্যাপার সকল দেখিয়া পুলকিত হয়, তোমরাও কি বাল্যকালে আত্মার নিদ্রিতাবস্থায়, ধ্যানের সময় কিম্বা হৃদয় প্রফুল্লকর ব্রহ্মোৎসবে কেবল স্বপ্ন দেখিতে যে ঈশ্বর তোমাদিগকে দেখা দিতেছেন, তিনি তাঁহার নিজের অপক্ষ স্বর্গীয় ভাষায় স্নেহালাপ করিয়া তোমাদের নিকট তাঁহার শুভাভিপ্রায় সকল ব্যক্ত করিতেছেন? তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহ নাই যিনি বলিতে পারেন উপাসনা করিয়া আমি সুখী হইতাম যথার্থ; কিন্তু সে সকল স্বপ্ন ও কল্পনার ব্যাপার; এখন বুদ্ধিমান হইয়াছি, এখন আর অলীক ব্যাপারে চিত্ত অনুরঞ্জিত হইতে পারে না, কেননা কে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা করে? কিন্তু যে বলে কে জাগিয়া কিম্বা উন্মীলিত নয়নে ধ্যান করিয়াছে, ঈশ্বর দর্শন করিয়াছে? সে অবিশ্বাসী, সে নাস্তিক। এই ঘৃণিত নামে তাহাকে ডুবিতে হইতেছে। সাবধান, কোন ব্রাহ্মের জিহ্বা হইতে যেন এসকল গরল বাহির না হয়। "ঈশ্বর আছেন" ঈশ্বরকে দেখিয়াছি, চির দিন দেখিব, চিরকাল এই সত্য বলিব। একবার যদি কোন মিষ্ট বস্তু আস্বাদন করিয়া থাক মুখের মধ্যে বার বার সেই মিষ্টতা গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। তাহা যথার্থই মিষ্ট কি না যতবার পরীক্ষা করিয়া দেখি ততবারই সুখী হই, ভাল বস্তু পরীক্ষা করিলেই পরীক্ষক যিনি তিনি সুখী হন। একবার জলপান করিয়া তাহা জল কিনা এবিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে আবার জলপান কর, আবার শরীর সুশীতল হইবে, এইরূপে যতবার জলপান করিবে প্রতিবারই তৃপ্ত হইবে। সমস্ত আকাশে চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিকসিত হইয়াছে, তাহা চন্দ্রের জ্যোৎস্না কিনা এবিষয়ে যদি সন্দেহ থাকে নয়নকে বল ঊর্দ্ধে দৃষ্টি কর; তথাপি যদি সন্দেহ হয় আবার চন্দ্র দর্শন কর, আবার পরিতৃপ্ত হইবে। এইরূপে কি সুন্দর সুমিষ্ট বস্তু, কি সুশীতল জল, কি মনোহর চন্দ্র এসকল বস্তু যতবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ততবারই সুখী হইবে। এসকল পরীক্ষাতে ক্ষতি নাই, বরং এসকল পরীক্ষাতে সুখসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ ঈশ্বর দর্শন। আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তোমরা আমাকে পরীক্ষায় আনিতেছ। চারিদিকে পরীক্ষার অগ্নি জ্বলিতেছে ইহা দেখিয়া বারম্বার আমি ঈশ্বরের শরণাগত হইব, তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সুশীতল কথা শুনিব, ইহা অপেক্ষা আর আমার অধিকতর সৌভাগ্য কি হইতে পারে? হে ঈশ্বর! ধন্য তুমি! এসকল পরীক্ষাতেই তুমি আমার আত্মার পরিত্রাণ এবং উন্নতি সাধন করিতেছ। কি আশ্চর্য্য তোমার ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব!! আমার কথায় যদি লোকের সন্দেহ না হইত, আমার জীবন যদি কেহই বিচার না করিত, তাহা হইলে আমার পুনঃ পুনঃ ঈশ্বর দর্শন হইত না। কিন্তু যতবার পরীক্ষিত হইতেছি ততবারই হে ঈশ্বর! তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া নির্ভয় হইতেছি। প্রতিবার পরীক্ষায় আনন্দের কথা বলিতেছি। ঈশ্বর! তোমার দয়ায় পরীক্ষা সুখের ব্যাপার হইল। ভাই ভগ্নী বন্ধু, স্ত্রী পুত্র সকলেরই নিকট প্রতিদিন এই পবিত্র সত্যের পরীক্ষা দিতে হইতেছে।

অন্যান্য বিষয়ে বারবার পরীক্ষিত হইলে মন বিরক্ত হইয়া যায়; কিন্তু যে পরীক্ষায় হে ঈশ্বর! তুমি মাভৈঃ মাভৈঃ বলিতেছ, তাহাতে আমার ভয় কি? যে প্রাণেশ্বরের দর্শনকে পরীক্ষা করিয়াছে সেই সুখী হইয়াছে। যতবার ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছি ততবারই সুখী হইয়াছি, তবে বারম্বার এমন সুখের বস্তুর পরীক্ষা দিব, ইহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু এই যে ব্রাহ্মসমাজের দুর্দ্দশা দেখিতেছি, ব্রহ্মদর্শনে অবিশ্বাস, নিরাশা এবং মায়াবাদ ইহার কারণ। ব্রাহ্মজীবনের বাল্যকালে যখন তোমরা ঈশ্বরকে দেখিতে তখন কেহই তোমাদের অন্তরে নিরাশা এবং অবিশ্বাস বিষ ঢালিয়া দিতে পারিত না। মনে নাই কি? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোমরা কত আশার কথা কহিতে? আজ কেন তবে ভয়ানক মায়াবাদী হইয়া বলিতেছ, কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, কোন লোক স্বর্গে যাইতেছেনা? তুমি রাজপথে বসিয়া কি না বলিতেছ কিছুই নাই সকলই কল্পনা, সকলই মিথ্যা। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আসিবে সত্যের জয় হইবেই হইবে, এসকল অলীক কথা। এই যে আমরা দেখিতেছিলাম পাঁচ জন বিশ্বাসী শত শত লোককে ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যাইতেছিলেন, ইহাঁরাই এখন অবিশ্বাসী হইয়া সকলকে পাপসাগরে নিক্ষেপ করিতেছেন। এই যে হৃদয়াকাশে উজ্জ্বল আশাতারা দেখিতেছিলাম,এখন দেখিতেছি তাহা নিরাশা মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। যে ব্রাহ্ম কল্য আশান্বিত হইয়া আশা সরোবরে সন্তরণ করিতেছিলেন, আজ দেখি তিনি নিরাশ কূপে নিমগ্ন। কোথায় হইতে তিনি এই নিরাশা গরল পান করিলেন? যে মায়াবাদী, নাস্তিক সেই বলে, মনুষ্য জীবন অসার, ইহাতে কিছুই আশার কথা নাই; কিন্তু যে বিশ্বাসী তাহারা অন্তরের উৎসাহাগ্নি চিরকাল নিরাশাকে দগ্ধ করিতেছে। পৃথিবীর মায়াবাদী বলে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, এই পৃথিবী অসত্য। ব্রাহ্ম! তুমি বলিতেছ, ধর্ম্মরাজ্যে আশার কথা নাই। কি ভয়ানক!! আত্মার বাল্যকালে কত আশার কথা বলিয়াছ, আজ শঠ ধূর্ত্ত, হইয়া তাহার বিপরীত কথা বলিতেছ। এত অল্পকালের মধ্যে তোমার ভাবান্তর হইল। এত দিন কণ্টকে যদি বিদ্ধ হইতে, বলিতে ইহা গোলাপ ফুলের কাঁটা, আজ গোলাপ ফুলকে কাঁটা বলিতেছ। কেন তোমার বিশ্বাসের এরূপ ব্যভিচার হইল? তুমি বাল্যকালে ঈশ্বরের যে সকল সত্য পাইয়াছিলে তাহা যদি বিশ্বাস এবং আশার সহিত রক্ষা করিতে, তাহা হইলে তোমার এই দুর্দ্দশা হইত না। এই জন্য স্নেহের সহিত তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি চিরকাল তোমরা বাল্য কাল রক্ষা কর। বাল্যকালে তোমরা যাঁহাকে দেখিয়াছ সেই ঈশ্বর এখনও তোমাদিগকে স্নেহের সহিত তাঁহার কাছে বসিতে ডাকিতেছেন। তাঁহার সহবাস পুরাতন হইতে পারে না। যতবার তাঁহার কাছে বসিবে, তত বারই তাঁহাকে সুন্দর হইতে সুন্দরতর দেখিবে। বারম্বার পরীক্ষাতে সত্যের সৌন্দর্য্য সত্যের লাবণ্য, এবং সত্যের মিষ্টতা গভীরতর রূপে অনুভব করিবে। যতবার প্রাণেশ্বরকে পরীক্ষায় আনিবে ততবার আরও আনন্দিত হইয়া কৃতার্থ হইবে।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় কুমারখালী ওসমানপুর এবং গোয়ালন্দ ভ্রমণ করিয়া সেরাজগঞ্জে গমন করিয়াছেন। ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট, কাচার পর্য্যন্ত তাঁহার যাইবার কথা আছে।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় মুঙ্গের গিয়াছেন। তথা হইতে গয়া ব্রাহ্মসমাজ হইয়া তিনি পশ্চিম প্রদেশে গমন করিবেন। হাজারিবাগ অঞ্চলেও যাইতে পারেন।

দার্জ্জিলিং পর্ব্বতের উপর সম্প্রতি একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, আপাততঃ চতুর্দ্দশটী সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। সুরম্য গিরিশিখরে বাস করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদন পাইয়াছেন তাঁহাদের জীবন ধন্য। সমাজের সভ্যগণ সর্ব্বাগ্রে উপাসনাটী ভাল করিয়া যেন শিখিতে চেষ্টা করেন।

"ধর্ম্মে বিজ্ঞান ও প্রমত্ততা" বিষয়ক ইংরাজী বক্তৃতাটী শীঘ্রই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইবে।

আমাদের প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় যিনি জার্ম্মনিতে পাঠ অভ্যাস করিতেছেন সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে তথায় এক বক্তৃতা করেন তাহা লইয়া ঘোর আন্দোলন হইয়াছে। খৃষ্টীয়ানেরা বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু উন্নতিশীল ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আরও বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। ব্রাহ্মযুবকেরা উৎসাহী হইয়া যাঁহার যে বিষয়ে উপযুক্ততা আছে তাহা যদি প্রচার করেন এবং জীবনে তাহার দৃষ্টান্ত দেখান তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের মুখ আরও উজ্জ্বল হয়।

বাঙ্গালোর ব্রাহ্মসমাজের কোন এক ব্রহ্মবাদিনী বৃদ্ধা নারী মৃত্যুকালে পাঁচটী টাকা ভারতআশ্রমে দিবার জন্য তাঁহার পুত্রকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত টাকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধার বয়ঃক্রম তেয়াত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী ছিলেন। পণ্ডিতদিগের নিকট শাস্ত্র বাক্য শুনিতেন, সমাজে গিয়া উপাসনা করিতেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রশংসার কথা পাড়া প্রতিবাসীকে শুনাইতেন। মৃত্যুও তাঁহার অতি সুখের মৃত্যু হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসন্তানদিগকে উপযুক্ত বয়সে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য রীতিপূর্ব্বক দীক্ষিত করিবার আবশ্যকতা ক্রমে অনুভূত হইতেছে। সন্তান যখন ষোড়শবর্ষীয় হইল তখনও কি সে ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন উপাসনাবিহীন হইয়া থাকিবে? তাহা কখন উচিত নহে, একটী নিয়ম থাকা আবশ্যক। ব্রাহ্মণশিশু যেমন

উপবীত ধারণ করে এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি শিক্ষা করে, ব্রাহ্ম-সন্তানকেও সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। সম্প্রতি একটী যুবককে রীতিপূর্ব্বক ঐই নিয়মে দীক্ষিত করা হইয়াছে। আমরা ভরসা করি ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ যৌবনের প্রারম্ভেই স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য কোন একটী সাধারণ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবেন।

"প্রসাদ প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ এক খণ্ড আমরা পাইয়াছি। রাম প্রসাদের সঙ্গীত এবং জীবন আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের প্রিয়, তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বাহুল্য। এই পুস্তকের সংগ্রাহক যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত নানা স্থান হইতে সঙ্গীত গুলি সঙ্কলন করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ একজন সাকারবাদী শাক্ত হইলেও তাঁহার সহজ ও মিষ্ট সুরের ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত গুলিন অতীব প্রিয় বোধ হয়।

ব্রহ্মমন্দির সংস্কারার্থ নিম্নলিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল।

(গত প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র সেন, সয়দাবাদ ...	২
" " নবকিশোর সেন, শ্রীহট্ট ...	২
" " জয়গোপাল সেন, ...	২০
" " কাশীচন্দ্র গুহ, ঢাকা ...	১
" " প্রকাশচন্দ্র রায়, মতিহারী ...	৫
" " বিপিনবিহারী বসু, নাগপুর ...	২০
" " সূর্য্যকুমার সেন, দক্ষিণ সাবাজপুর ...	৭
" " প্রেমচাঁদ বড়াল, ...	২০
" " কালীনাথ বসু, ...	৭
" " হেমচন্দ্র মজুমদার	৩
" " দ্বারিকানাথ সিংহ, জব্বলপুর ...	১
" " দুর্গামোহন দাস (আংশিক) ...	২৫
পচম্বা ব্রাহ্মসমাজ	৪
মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ	৪

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রেয় বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন চারি খণ্ড একত্রে ভাল বাঁধান	১।০
সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন তৃতীয় ভাগ ...	৶০
সঙ্গীত সুধাসিন্ধু (কাগজের মলাট) ...	।।০
ধ্রুব ও প্রহ্লাদ পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত ...	।০
শ্লোকসংগ্রহ বর্দ্ধিত কাগজের মলাট	৸০
জগতের বাল্য ইতিহাস	।।০
ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ	।০
হিতোপাখ্যানমালা প্রথম ভাগ ...	।/০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ ...	৸০
কতকগুলিপ্রশ্নোত্তর	৴১০
মহর্ষি নারদের নবজীবন লাভ ...	৴১০
তপস্বিনী রাবা	/০
রাজা এব্রাহিমের বৈরাগ্য বৃত্তান্ত ...	/০
ফকির বায়েজিদ ...	৶০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি?	৵
কুমুদিনী চরিত	।/০
জীবনালেখ্য	৶০
হাফেজ	।০
প্রবোধাবলী	৶০
ধর্ম্মবন্ধু	৶০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	।০
ব্রহ্মোৎসব	/৫
নির্ম্মলার উপাখ্যান	।০
ব্রহ্মময়ী চরিত	৶০
ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন	৴১০
প্রার্থনামালা (পার্কারের অনুবাদ) ...	।৶০
সামাজিক উপাসনা প্রণালী	/০
মতসার	৴১০
মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ	৴১০
ব্রাহ্মিকা বিদ্যালয়ের উপদেশ ১ম হইতে ৪র্থ পর্য্যন্ত	৶০
স্ত্রীর প্রতি উপদেশ	/১০
কতকগুলি ধর্ম্ম কথা (১ম ভাগ) ...	৴১০
ঐ ঐ (২য় ভাগ) ...	৴১০
ঐ ধর্ম্মোপদেশ	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্য বিবরণ ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০
সুখী পরিবার	/০
সঙ্গীতমালা	৶০
ধর্ম্ম ও নীতি	/০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	৸০
সত্যমালা	/১০
ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কল্প	।০
সংস্কৃত উপাসনাপদ্ধতি	/০
হিন্দি মতসার	/০
ঐ হিংসাবিচার	/
প্রসন্নতা প্রদায়িনী	/০
বৈরাগ্য	৶০
চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের উৎসব বিবরণ ...	/০
উৎসাহ শতকাব্য	৶০
বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের ১৮৭৭ সালের সঙ্গীত	/০
থিয়িষ্টিক এমুয়েলের বাঙ্গালা অংশ ...	৶০
শ্লোক সংগ্রহের হিন্দু শাস্ত্রাংস ...	৶০

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়গণ কৃপা করিয়া স্বীয় স্বীয় অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। প্রতি জনকে সতন্ত্র পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিতে হইলে আমাদিগকে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার [illegible] যন্ত্রে ১৬ই চৈত্র শ্রী[illegible] দ্বারা মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১১ ভাগ।
৭ সংখ্যা।

১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার, ১৭৯৯ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা

হে পবিত্র জ্যোতিঃ নিষ্কলঙ্ক পুরুষ! যখন আমি সংসারের মোহ অন্ধকার মধ্যে থাকি তখন আমার নিজের যথার্থ অবস্থা বুঝিতে পারি না, মনে করি বুঝি বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়াছি; কিন্তু যখন তোমার জ্বলন্ত পুণ্যালোকের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হই, এবং তোমার উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমাকে দেখি তখন লজ্জিত ও ভীত হই। তখন লুক্কায়িত পাপ কলঙ্কের সহস্র সহস্র রেখা প্রকাশ হইয়া পড়ে, ক্ষুদ্র পাপও বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। হে পতিতপাবন হরি, নরকের দুর্গন্ধ আমার প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে, গভীর কলঙ্ক আত্মাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে এ অবস্থায় কি আমি সুখী হইতে পারি? তোমার পুণ্যের তেজে আমার কুটস্থ গূঢ় পাপ মলিনতা একবারে দগ্ধ হইয়া না গেলে আমার আর কিছুতেই শান্তি নাই। আমি পাপকে এখন ঘৃণা করা দূরে থাকুক, অন্তরে অন্তরে ভাল বাসি। স্বভাবের গতি পুণ্য ও পাপ উভয় দিকেই পর্য্যায়ক্রমে ধাবিত হইতেছে। চিত্তের বিকার সহজেই উৎপন্ন হয়, সামান্য চেষ্টায় তাহা নিবারণ করা যায় না। এই জন্য প্রার্থনা করি হে দেব! আমাকে সর্ব্বদা পুণ্যের উত্তাপ অনুভব করিতে দাও। অগ্নির ন্যায় পবিত্রতার তেজঃ আমার অন্তরে সর্ব্বক্ষণ জ্বলিতে থাকুক।

জ্ঞান কৌশলে এবং বুদ্ধি বিচারের বলে হে অগতির গতি ঈশ্বর। এই সকল পশু প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া যে কখন পুণ্য উপার্জ্জন করিতে পারিব সে আশা আর নাই। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম তাহাতে হয় না। সুতরাং পুণ্য ব্যতীত তোমার দর্শন ও স্পর্শসুখ ভোগ করিয়া অন্তরাত্মাকে কৃতার্থ করিতেও পারি না। যেখানে আমিত্ব সেই খানেই পতন। জ্ঞানের চক্ষে বুদ্ধির সাহায্যে যখন তোমাকে অন্বেষণ করি তখন অন্ধকার দেখিয়া ফিরিয়া আসি। বুদ্ধি কিম্বা কৌশলবলে পাপাসক্তিকেও দমন করিতে পারিনা, তাহাতে একগুণ পাপ শত গুণ হইয়া উঠে। কিন্তু যখন পরাস্ত এবং অবসন্ন হই, নিরুপায় হইয়া তোমাকে ডাকি, তখন আরাম পাই, আশা এবং বল লাভ করি। এখন এই প্রার্থনা যেন ও পথে আর কখন না যাই, নিজ কর্ত্তৃত্ব দ্বারা আপনাকে মুক্ত করিতে যেন চেষ্টাও না করি। তুমি যাহাকে দেখা দাও সেই দেখিতে পায়; এবং তুমি যাহাকে বল শক্তি দান কর সেই পবিত্র চরিত্র হইতে পারে। আমার কোন ক্ষমতা নাই এইটী যেন ধ্রুব বিশ্বাস থাকে।

ধনী ও দরিদ্র

মনুষ্যসমাজে প্রধানতঃ ধনী এবং দরিদ্র এই দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা বলেন এক সময়ে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ তিরোহিত হইয়া যাইবে, সকলের অবস্থা এক সমান হইবে, তাঁহারা বলিতে চান বলুন, আমরা তাহাতে সায় দিই না। উচ্চ হিমালয় এবং অন্যান্য পর্ব্বত সমভূমি হইয়া যাইবে, সুপ্রশস্ত সমুদ্র এবং নদ নদী দেবখাত সমুদায় একাকার হইবে, একথা আমাদিগের নিকট যতদূর সম্ভব, সকল লোক একাবস্থ হওয়া আমাদিগের নিকট তেমনি সম্ভব। আমরা বলি ভিন্নতা স্বাভাবিক এবং তাহা না থাকিলে কল্যাণসাধন হয় না। একথা বলিয়া আমরা অনেক বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কটাক্ষে নিপতিত হইলাম, আমাদিগের দেশীয় অনেকের উপহাসের আস্পদ হইলাম, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগের নিকট যাহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আমারা তাহার অপলাপ করিতে পারিনা। যাঁহারা বলিবেন আমাদিগের এ সিদ্ধান্ত কতক গুলি লোককে চির নীচতায় নিক্ষেপ করিতেছে, তাঁহাদিগকে প্রতিবাদ করিবার জন্যই এ প্রস্তাবের অবতারণা।

মনুষ্যসমাজ নিরবচ্ছিন্ন অপ্রকৃতিস্থ একথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। উহার মধ্যে যে সমুদায় অসমান অবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহার মূল প্রকৃতিতে নিহিত আছে। মনুষ্যের দোষে সময়ে সময়ে যে বিকার উপস্থিত হয়, তাহাও প্রকৃতি শোধন করিয়া লন। সুতরাং মনুষ্যসমাজের মূল অবস্থা গুলিকে প্রাকৃতিক এবং তাহার অযথা ব্যবহার সকলকে অপ্রাকৃতিক বলিতে আমারা বাধ্য। যাহা পৃথিবীর সর্ব্বতঃ পরিব্যপ্ত তাহাকে অপ্রাকৃতিক বলিয়া বিদায় করিয়া দিলে তাহার উচ্ছেদ করা হইল না, কিন্তু তাহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিলে তাহার অন্তর্নিহিত কল্যাণ আপনি বাহির হইয়া পড়িবে। ধনী দরিদ্র এ প্রভেদ পৃথিবীর সর্ব্বতো ব্যপ্ত, অবশ্য এ দুয়ের এমন কোন ব্যবহার আছে, যদ্দ্বারা জনসমাজের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এ দুই অবস্থার প্রভেদ বশতঃ যে সমুদায় অকল্যাণ দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয় তাহা অসদ্ব্যবহারের ফল। এ দুই অবস্থার সদ্ব্যবহার কি তাহারই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

যাঁহারা দরিদ্র, তাঁহাদিগের অবস্থার হীনতা বশতঃ তাঁহারা দিন দিন আরো হীন হইয়া পড়িতেছেন; আবার যাঁহারা ধনী, তাঁহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সঞ্চয় করিয়া নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া পড়িতেছেন; ধনাপেক্ষা যে উচ্চতর মূল্যবান্ পদার্থ আছে তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া মনুষ্য শ্রেণী হইতে আপনাদিগকে নিম্নে নিক্ষেপ করিতেছেন। সুতরাং ধনী দরিদ্র উভয়ের অবস্থার সুমহৎ তারতম্য সত্ত্বেও ফলে তাঁহারা একই হইতেছেন। একজন অভাব বশতঃ হীন হইতেছেন, আর এক জন প্রয়োজনের অতিরেক লাভ করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে নিপতিত হইতেছেন। যিনি এ দুই অবস্থার সদ্ব্যবহার জানেন, তিনি অভাবে পড়িয়া হীন হইবেন দূরে থাকুক, তিনি তাহাকে নিজ উন্নতি বর্দ্ধনে নিযোগ করেন; এমন কি, অভাব ভিন্ন উন্নতি হয় না এই তাঁহার মত। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত লাভ করিলে তাহা জনসমাজের অভাব পূরণে এমনি করিয়া নিয়োগ করেন, যে তিনি প্রচুর ধন সম্পত্তির মধ্যেও দরিদ্র। এক জন দরিদ্র হইয়াও সম্রাট, আর এক জন ধনী হইয়াও সুদরিদ্র, কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! জনসমাজের যদি কোন অবস্থায় আসিতে হয়, তবে এই অবস্থাতে; বাহ্যিক অবস্থার সমতাতে নহে.

ধনী ও দরিদ্রের পরস্পরের সম্বন্ধ কি তাহা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। ধনী পিতৃস্থানীয়, দরিদ্র আচার্য্য স্থানীয়, উভয়েই সমান গৌরবের পাত্র। ধনী পৃথিবীর সম্পত্তিতে সম্পত্তিমান্ হইবেন, দরিদ্র পৃথিবীর অতীত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। উভয়ে উভয়ের সম্পত্তি বিনিময় করিয়া পরস্পরের অভাব পূরণ করিবেন। ইহা হইলে ধনী এ কথা বলিতে পারিবেন না, আমার পরি-

শ্রমের অর্জ্জিত ধন কতকগুলি অ্ কে দিয়া কেন ক্ষয় করিব? দরিদ্রও বলিতে না, বিনা বিনিময়ে উপকার গ্রহণ করিয়া ন আমি আমাকে নীচ ও হীন করিয়া ফেলি? যেখানে বিনিময় প্রথা প্রচলিত সেখানে কাহারো গর্ব্বিত বা কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই।

সমুদায় মনুষ্যসমাজ বিনিময় প্রথার উপরে চলিতেছে; এখানেও কেন সেই বিনিময় প্রথা চলিবে না আমরা বুঝিতে পারি না। ধনীর ধন অর্জ্জন এবং তাহার রক্ষা এতদূর গুরুতর কার্য্য যে তিনি দরিদ্রের ন্যায় আপনাকে জ্ঞান ধর্ম্মাদি অর্জ্জনে নিয়োগ করিতে পারেন না। দরিদ্র যদি তাঁহার অর্জ্জিত জ্ঞানধর্ম্ম ধনীকে অর্পণ করেন, তিনি আবার ধনদানে তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম অর্জ্জনে প্রচুর অবসর করিয়া দিতে পারেন। কেহ কেহ এ স্থলে এই আপত্তি করিবেন, জ্ঞান অন্যকে অর্পণ করা যাইতে পারে, ধর্ম্ম নিজে অর্জ্জিতব্য, অন্য হইতে তাহা কিরূপে সংক্রামিত হইবে? জ্ঞান ধর্ম্ম সংক্রামিত হইবার মানসিক অবস্থা একই। যিনি অন্য হইতে জ্ঞান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে বিনীত শ্রদ্ধান্বিত হওয়া প্রয়োজন। বিনীত শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তিতে অতি সহজে অপরের জ্ঞান ধর্ম্ম সংক্রামিত হইয়া থাকে।

একটী আপত্তি অতি গুরুতর বলিয়া সকলের নিকট প্রতিভাত হয়। জ্ঞানী সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি নিজের তুচ্ছ উদরের জন্য পর-প্রত্যাশী হইবেন কেন? যদি তিনি নিজ অর্জ্জিত জ্ঞানাদিতে এই অতি নীচ কার্য্যও উদ্ধার করিতে না পারিলেন, তবে তাঁহার জ্ঞানাদিতে ধিক্। এ আপত্তি শুনিতে গুরুতর, ফলতঃ কিছুই গুরুতর নহে। দরিদ্রের জ্ঞান ও ধর্ম্ম উদর-পূর্ত্তির জন্য হইলে তাহা অতি নীচ এবং ঘৃণ্য। মনুষ্যসমাজের যাহার যাহা করণায়, সে তাহা যথাযথরূপে নির্ব্বাহ করিলে উদরের জন্য তাহাকে ভাবিতে হয় না। করণীয় কার্য্য সম্পাদন করিলেই, স্বাভাবিক নিয়মে তাহা হইতে তাহার শরীরের অভাব পূর্ণ হয়। "ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁহার ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে অন্বেষণ কর, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।" এ কথা অল্পদর্শী ব্যক্তির মুখবিনিঃসৃত নহে। তাঁহারা ধনিগণের দ্বারে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যান না, তাঁহাদিগের আত্মার দরিদ্রতা উদার হস্তে বিমোচন করিবার জন্য যান।

"পরিচর্য্যা যশো-বিত্ত-লিপ্সুঃ শিষ্যাদ্‌গুরুর্ণহি।
কৃপালুশ্চ সুসম্পন্নঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ" ॥

পরিচর্য্যা, যশ এবং বিত্ত, যিনি শিষ্য হইতে অভিলাষ করেন তিনি গুরু নহেন; তিনিই গুরু যিনি কৃপালু, সম্পন্ন এবং সমুদায় জীবের হিতকারক।

বাহ্য-বিষয় সম্বন্ধে কালক্রমে বহু পরিবর্ত্তন হইতেছে। ধনী দরিদ্রের পরস্পরের বিনিময় কি প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইবে, তাহা কালানুসারে পরিবর্ত্তিত হইবে। দরিদ্র ধনীর নিকটে যাইবেন, অথবা ধনী দরিদ্রের নিকটে আসিবেন, কোন এক বিশেষ স্থানে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইবে, অথবা এতজ্জন্য পদ-বিশেষ সৃষ্ট হইবে, এ সকল বিষয় পরিবর্ত্ত-সহ। সমাজের উন্নতি সহকারে এ সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তন হওয়াতে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

আমরা উপরে যাহা লিখিলাম তদ্দারা ধনী দরিদ্রের পরস্পরের বর্ত্তমান বিসদৃশ সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যাইতেছে। কেহ কাহাকে বিদ্বেষ বা নীচ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছেন না। সমাজে ভরণকর্ত্তা পিতা এবং জ্ঞানদাতা আচার্য্য উভয়েই সমান মান্য। কেহ এ দুয়ের সাহায্য ভিন্ন এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না। যদি দেখিতে পাওয়া যায়, ধনিগণ গর্ব্বিত হইয়া দরিদ্রগণকে পদ দ্বারা দলিত করিতেছে, তজ্জন্য ধনিগণই কেবল দোষী এ কথা কেহ আর মনে করিতে পারেন না। দরিদ্রেরা যদি জ্ঞান ধর্ম্মাদিতে উন্নত হইয়া আচার্য্যের পদবী গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন তাঁহাদিগের প্রকৃত মান্য হইতে তাঁহারা কখন বঞ্চিত হইতেন না। ধনিগণের গর্ব্ব অভিমান জন্য দরিদ্রেরাই দায়ী। কেন না তাঁহাদিগের নিজ জ্ঞান

ও চরিত্র দ্বারা ধনিগণকে তাঁহারা শান্ত বিনীত শ্রদ্ধান্বিত করিবেন এই তাঁহাদিগের কার্য্য।

সংসারচিন্তা ও ধর্ম্মসাধন।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধর্ম্মে মন দিলে সংসার চলেনা, বহুল ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। একথাও কে কেহ বলেন যেধর্ম্মত আছেই, অগ্রে সংসার নির্ব্বাহের উপায় স্থির হউক, তাহার পর ধর্ম্মে মন দেওয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়া কয় ব্যক্তির সংসার অচল হইয়াছে এবং কিরূপ দুঃখে তিনি দিন অতিবাহিত করেন তাহা জানিবার অবশিষ্ট আছে। সাধারণতঃ লোকের যেরূপ বিষয়াসক্তি তাহাতে দুই একজন বৈরাগী হইলেও যে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কতকটা বুঝিতে পারা যাইত। পুরাণে অনেকঘটনা লিখিত আছে সত্য, প্রসিদ্ধ বৈরাগী লালাবাবু জীবনের শেষাবস্থায় সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান সভ্যসমাজকে এক অঙ্গুলীও ধর্ম্মের পথে চালিত করিতে পারে না। ফলতঃ সুখে হউক বা দুঃখে হউক, সংসার যাত্রা কোনরূপে নির্ব্বাহ হয়, ইহার ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় কেবল ধর্ম্মই অচল হইয়া থাকে। প্রতি দিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একথা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছি।

যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তির কোন প্রকার অভাব থাকেনা, তাঁহার কোন দুঃখ নাই ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তবে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য না হইতে পারে, ধনী এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ন্যায় তিনি বিপুল বিলাস ভোগে বঞ্চিত থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি যে কোন অবস্থার লোক হউন না কেন, ধর্ম্ম সাধন করিলে তাঁহার সংসারঅচল হয়না। তাহার কারণ এই, যে সংসার আপনিই আপনাকে চালাইয়া লইতে পারে। সচরাচর লোকের ঈশ্বরানুরাগ এতপ্রবল হয় না যে তি[illegible] সংসারের অবিশ্রান্ত ঘূর্ণিত চক্রের গতি রো[illegible] করিতে পারেন; যাঁহাদের সেরূপ অনুরাগ [illegible] তাঁহারা অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আকর স্বর্গরা[illegible] অধিকার করেন। সংসারের কার্য্য আম[illegible] এক দিনের জন্যও কোথাও বন্ধ থাকিতে [illegible]দখি না। দিবা রাত্রি বসিয়া কল্য কি আহার করিব, কি পরিধান কবিব বলিয়া চিন্তাই কর, আর ভবিষ্যতের অন্নচিন্তায় শরীরের শোণিতকে শুষ্ক করিয়াই ফেল, সংসার অচল থাকিবে না। আমাদের শরীর মনের প্রবৃত্তি অভ্যাস সংস্কার সে জন্য বহু দিন হইতে ব্যস্ত রহিয়াছে; তদ্ব্যতীত এসম্বন্ধে এত ভাবনা চিন্তা আগ্রহ অনুরাগ জন্মিয়াছে যে তেমনটী ধর্ম্মের জন্য শীঘ্র হওয়া সহজ নহে। যেখানে স্বভাবতঃ লোকের এত বিষয়াসক্তি, ইন্দ্রিয় বাসনা সেখানে দুর্ব্বল ধর্ম্মানুরাগে কি করিতে পারে? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় সংসারের জন্য না ভাবিলেও চলে। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "কল্যকার জন্য ভাবিও না, কল্যআপনিই আপনার জন্য ভাবিবে"। তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ঈশ্বর ও সংসার উভয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া একথা বলিতে পারি। সংসারের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখিয়া ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে সে আপনি আপনাকে চালাইবে। অতএব এজন্য স্বতন্ত্ররূপে আর না ভাবিয়া ধর্ম্মের দিকে কিছু অধিক অনুরাগী হওয়া এখন আবশ্যক হইয়াছে। সংসার যে পরিমাণে চিত্তকে হরণ করিয়া রাখিয়াছে তাহাই যথেষ্ট। সে অনুরাগ বিজ্ঞানের প্রাচীর দ্বারা রক্ষা করিবার জন্য মিল্ কমট্ প্রভৃতি আধুনিক প্রত্যক্ষবাদ মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ করিবার আর কিছু প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সংসারের দিক্ হইতে কিছু মাত্র আগ্রহ অনুরাগ ভাবনা চিন্তা প্রত্যাহরণ করিয়া ধর্ম্মের দিকে নিয়োগকরিলে ভাল হয়। অদ্যাপি ইন্দ্রিয় দমন হইল না, চিত্ত সংযম করিয়া শান্ত মনে

মগ্নভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিলাম না, অন্তরে পুণ্যের বল অনুভব করিতে পারিতেছি না, প্রলোভন অতিক্রম করিবার সামর্থ্য নাই, এ দিকে দিনও শেষ হইতে চলিল, প্রেম ভক্তি পবিত্রতার সহিত ঈশ্বরের সত্তা সাগরে নিমগ্ন হইতে পারিলাম না এই সকল এখন মহা ভাবনার বিষয় হউক। ধন মান উপার্জ্জন ও ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের চিন্তায় শোণিতকে শুষ্ক না করিয়া যাহাতে পুণ্য প্রেম বিশ্বাস ভক্তি বিনয় বৈরাগ্য হইল না, পুরাতন কুঅভ্যাস পাপ গেল না, এই সকল গভীর উৎকণ্ঠায় দেহ মনের দূষিত রস রক্ত শুষ্ক হইয়া যায় তাহাই করা কর্ত্তব্য। অনেকের সংসারের শেষ পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল অথচ ধর্ম্মের বর্ণমালাও শেষ হইল না। ইহা কি নিতান্ত ভাবনার বিষয় নহে? যাঁহারা না ভাবিয়া সুখে আহার পান করত নিদ্রা যাইতে পারেন তাঁহাদের সাহসকেও ধন্য, মোহান্ধতাকেও বলিহারি! পাছে উদাসীনের ধর্ম্ম হয়, এই আশঙ্কায় আমরা ধর্ম্মের সঙ্গে সংসারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে কৃত-সংকল্প হইলাম, কিন্তু শেষ ফল হইল এই, যে আমরা সংসারগতিকেই প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মের দিকে অন্ধ হইয়া রহিলাম। পরিশেষে সংসারেরই জয়লাভ হইল। চিন্তাশীল বিবেকী ব্রাহ্ম ইহা দেখিয়া কোন্ প্রাণে আর নিশ্চিন্ত থাকিবেন?

ধর্ম্মজীবনের তেজস্বিতা।

জীবন্ত ব্রহ্মযোগের যজ্ঞাগ্নি যাহার চিত্তক্ষেত্র প্রকৃতরূপে একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার জীবনের স্বর্গীয় তেজঃ আর কখনই বিলুপ্ত হইবে না। অনুরাগের আহুতি তদুপরি অনুক্ষণ নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সমাধি ও প্রেমোন্মত্ততার সুমন্দ সমীরণ তাহাকে নিমেষে নিমেষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে, তবে আর তাহা কিরূপে নির্ব্বাণ হইবে? এই জন্য বিশ্বাসী সাধকের মুখমণ্ডল সর্ব্বদা পুণ্যপ্রভাবে তেজস্মান্, তাঁহার বাক্য সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ এবং তাঁহার কার্য্য ও ব্যবহার চিরদিন জ্বলন্ত অনলের ন্যায় জীবনপ্রদ। ভূতকালের অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যতের অটল আশা তাঁহাকে প্রতিনিয়ত আনন্দময় উৎসব ক্ষেত্রে পরিচালিত করিতেছে। সেখানে দুর্ব্বলতা নিরাশা বা পুরাতন ভাব কিছুই নাই, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহাকে নূতন নূতন কবিত্বের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে। তাঁহার সেই আন্তরিক তেজস্বিতার নিকট পাপ নিরাশা কখন অগ্রসর হইতে পারে না। দিগন্তব্যাপী ঘোরান্ধকার মধ্যেও যেমন ক্ষুদ্র দীপালোকে স্বীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে, সাধুর ধর্ম্মভাবও এই পাপময় পৃথিবীর গভীর কলুষরাশির ভিতরে তেমনি প্রকাশ পায়। পুণ্যাগ্নি এককণা যেখানে থাকে বিপুল পরাক্রমশালী পাপ তাহার নিকট পরাস্ত হয়। কিন্তু যেখানে কল্পিত ব্রহ্মজ্ঞান, সাময়িক অসার ভাবুকতা সেখানে বিকারী রোগীর অস্বাবাভিক উদ্যম ও তেজস্বিতার অবশ্যাম্ভাবী ফল অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রতিদিন যে ব্যক্তি জীবন্ত দেবতা জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের উপাসনা করে সে কি কখন তেজোহীন মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়? কল্পনার ঈশ্বরই নিস্তেজঃ, তাহার দ্বারা বল সঞ্চারিত হয় না। যাঁহারা আপনার জীবনকে আদর্শস্বরূপ করিয়া ধর্ম্মবিধি এবং ঈশ্বরকে তাহার অনুগামী করিয়া লন তাঁহারা কোন না কোন সময়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোর অবিশ্বাসীর ন্যায় নিরাশার গরল উদ্গীরণ করিয়া প্রতিবাসীর অনিষ্ট সাধন এবং নিজের সর্ব্বনাশ করিবেন। স্বরূপতঃ ব্রহ্মকে মনুষ্য জানিতে পারে না, যাহারা কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছে তাহারা সেভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই, কেবল তাহাদের জীবন পাঠ করিয়া ভাবুকগণ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য কিছু কিছু বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাঁহার যে পরিমাণে ধারণাশক্তি হইয়াছে তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে পবিত্র এবং উন্নত করিতে পারেন। ঈশ্বরের স্বরূপের ব্যাখ্যান পাঠ করিয়া কিম্বা তাঁহার নাম শুনিয়া অথবা সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল দেখিয়া কি তাঁহার যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যায়? অথচ

এই বাহ্যভাবে অস্পষ্ট পরোক্ষজ্ঞানে বদ্ধ হইয়াই অনেকে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। এরূপ স্থলে জীবনের তেজঃ কতক্ষণ অবস্থিতি করিতে পারে? বাহ্যাবরণ অসার ভাবুকতা ভেদ করিয়া আদর্শ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব যতদূর সম্ভব ধারণা অভ্যাস করিলে জীবনের মৃতভাব সকল চলিয়া যায়। ব্রাহ্মজগতে অবিশ্বাসী নিরাশগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় শত্রু আর নাই। তাহারা নিজের দুর্ব্বলতা স্বীকার না করিয়া, মনুষ্যস্বভাব, ঈশ্বর এবং ধর্ম্মবিধানের উপর সমস্ত দোষ ভার অর্পণ করে। জীবনে উৎসাহ নাই, তেজঃ নাই, কল্পিত ব্রহ্মের সেবায় তাহার সর্ব্বস্ব হৃত হইয়াছে, আদর্শ ধর্ম্ম আদর্শ ব্রহ্মের নিকটে সে যাইতে চাহিবে না, অধিকন্তু তাহা কল্পনা বলিয়া পরিহাস করিবে, তবে আর কেমন করিয়া তাহার জীবন রক্ষা পাইবে? প্রভাবশালী পুণ্যময় ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়মন্দির আলোকিত করেন, পৃথিবীর পিশাচ ও দানব সকল কি তাঁহার নিকট সহজে অগ্রসর হইতে পারে? "দূর হও পাপ" এই বলিয়া ব্রহ্ম নামের হুঙ্কার রবে শত্রুদিগকে বিদূরিত করিতে হইবে। শরীরকে জরা বার্দ্ধক্যে গ্রাস করে করুক, বিপদ পরীক্ষা দুঃখ দারিদ্র্যের দুর্ব্বিসহ নির্যাতনে মস্তক চূর্ণ হইয়া যাউক, তথাপি বিশ্বাস নির্ভরের গুণে সেই ভগ্নমস্তক হইতে ব্রহ্মাগ্নির জ্যোতিঃ শতধা উত্থিত হইয়া শত্রুকে বিদগ্ধ করিবে, এবং অমরাত্মা "জয় ব্রহ্ম জয়" এই বলিয়া দিব্য লোকে চলিয়া যাইবে। তেজোহীন হইয়া ব্রাহ্মজগতে জীবন ধারণ করার ন্যায় ঘোর বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। অতএব ব্রহ্মতেজে সকলে তেজস্বী হইয়া পৃথিবীর অন্ধকার রাশিভেদ করত জলন্ত অগ্নি শিখার ন্যায় চলিয়া যাও। "জয় ব্রহ্ম জয়" "দয়াময় কি জয়" এই মহামন্ত্র নিয়ত রসনায় উচ্চারণ কর, পাপের পিশাচ সকল পথ ছাড়িয়া দিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রহ্মমন্দির নৌকাস্বরূপ।

রবিবার ১৩ই চৈত্র ১৭৯৮ শক।

এই ব্রহ্মমন্দির একখানি সুন্দর তরণী-স্বরূপ। যে গৃহ মধ্যে আমরা সকলে বসিয়া উপাসনা করিতেছি যদি কল্পনা দ্বারা ইহাকে এক খানি নৌকা মনে কর তাহা হইলে এই গৃহের মূল্য বুঝা যাইবে। যদি মনে কর ইহার নিম্নে এবং চারি দিকে ভয়ানক জলরাশি, আর তন্মধ্যে এই নৌকা ভাসিতেছে, তবে এই চিন্তা হিতকর। আবার যদি মনে কর নৌকার এক দিকে পরম দয়াল কাণ্ডারী হরি হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন, তবে হিতকর কল্পনা আশাকর হইয়া উঠে। আরও যদি দেখ, যাঁহারা দাঁড় টানিতেছেন তাঁহারা সকলেই সুস্থহৃদয়, নিপুণ এবং সবলকায় তাহা হইলে সেই আশা বৃদ্ধি হইবে। বাস্তবিক ইহা সামান্য নৌকা নহে। ভবসমুদ্রের মধ্যে ভয়ানক তুফান দেখিয়া মৃত্যুর আশঙ্কায়, প্রাণের দায়ে ইহার মধ্যে সকলে উঠিয়া পড়িয়াছে। নানা দেশের লোক, নানা অবস্থার লোক সকলেই উঠিয়াছে। ইহার আরোহীদিগের মধ্যে নর, নারী, বন্ধু, শত্রু, যুবা, বৃদ্ধ সকল প্রকারের লোক আছে, পৃথিবীর সমুদয় দলের প্রতিনিধি আছে। সকলকে আপনার বক্ষে লইয়া নৌকা ছাড়িল; কিন্তু উপরের আকাশে কাল মেঘের উদয় হইল এবং প্রবল ঝড় বহিতে লাগিল, নৌকার নীচে ভয়ানক তরঙ্গ উঠিল। সমুদ্র যেন মুখ ব্যাদান করিয়া আকাশকে গিলিতে লাগিল, চারিদিকে ভয়ানক অন্ধকার হইল, এমন সময়ে আরোহীরা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ভবকাণ্ডারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। আরোহীরা সেই ঘোর অন্ধকার মধ্যে ভবকাণ্ডারীর মুখের হাসি দেখিল। সেই ভয়ঙ্কর কল্লোলের মধ্যে, ভবকাণ্ডারীর মুখে তাহারা উৎসাহকর মাভৈ, মাভৈ, শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিল। আরোহীরা নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত হইল। তাহারা আনন্দরবে, সুমধুর স্বরে গান করিতে লাগিল এবং পরস্পরকে বলিতে লাগিল "ভাই, আবার গাও।" আরোহীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া কত সুন্দর কথা বলিতেছে, পাঁচ জনে মিলিয়া কত তত্ত্বালোচনা করিতেছে এবং কত প্রেমসুধা পান করিতেছে। বাস্তবিক নৌকাখানি যেন সুমধুর সৎপ্রসঙ্গের আধার হইয়াছে। নৌকারোহণ করিয়া জ্যোৎস্না দেখিতে দেখিতে, পাঁচটী ভাই মিলিয়া মনের আনন্দে গান করিতে করিতে চলিল। তোমরা কি কখন জলযাত্রা সম্ভোগ করিয়াছ? চারিদিকে প্রশান্ত হাস্যমুখ চন্দ্রের জ্যোৎস্না, নৌকার ভিতরে বন্ধুদিগের প্রফুল্ল মুখ, নিম্নে সুনির্ম্মল জলরাশি, এসকল দেখিয়া কি কখন তোমাদের হৃদয় পুলকিত হইয়াছে? যদি এসকল দেখিয়া

থাক তাহা হইলে যে নৌকায় আরোহণ করিয়া ধর্ম্ম যাত্রীরা ভবসাগর পার হইয়া যাইতেছেন সেই নৌকার সৌন্দর্য্য কল্পনা করিতে পারিবে। সেই নৌকার ভিতরে বাহিরে প্রেম চন্দ্রের জ্যোৎস্না জাল বিস্তারিত হইয়াছে। আরোহীদিগের মধ্যে সৎপ্রসঙ্গ এবং ব্রহ্ম সঙ্গীতের লহরী উঠিয়াছে। ভবকাণ্ডারীর হাস্যমুখ দেখিয়া সকলেই নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয়। সকলেই ভবকাণ্ডারার 'মাভৈ, মাভৈ' শব্দ শুনিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদের কোন বিপদের ভয় নাই। এই মন্দির সেই ভবসাগরপার হইবার নৌকা। ঝপাং ঝপাং করিয়া ইহার দাঁড় পড়িতেছে। গম্ভীরাকৃতি প্রশান্ত পুরুষ এই নৌকার কাণ্ডারী হইয়া সকলকে আশা দান করিতেছেন। যাঁহারা এই নৌকার আরোহী তাঁহাদের রজনীতেও ভয় নাই, দিবসে ও আশঙ্কা নাই। পাঁচটী ভাই একত্র আছেন, উপদেশ লইতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, পরস্পরকে মুগ্ধ করিতেছেন, এক একবার সকলে মুখ তুলিয়া দেখিতেছেন আর শান্তি উপকূলে উপস্থিত হইবার কত বিলম্ব। ঘাট ছাড়িয়া এই নৌকা চলিয়া গিয়াছে। যে কএকটী লোক এই নৌকায় উঠিয়াছেন আর তাঁহারা সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না। এখানে কেবল সদ্ভাব সম্বৰ্দ্ধন এবং মধ্যে মধ্যে মধ্যে সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত। কেহ কেহ মনোহর শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন, নানা প্রকার অবস্থার লোক ইহার ভিতরে আছে, এখানে কাহারও ভয় নাই। সমুদয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে। এই নৌকা যথার্থই ভবসাগরের উপর ভাসিতেছে। এই মন্দিরে যে আমরা ভাই ভগ্নীদের সঙ্গে পিতার নাম করিতেছি ইহা কি আমাদের সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়। কল্পনার ছবির সব ঠিক হইল; কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হইল না। আমরা যদি মনে করি পরস্পরকে অত্যন্ত সুখী করিতে পারি। ক্রমাগত মৃদঙ্গ বাজাইতে বাজাইতে যদি সেই নামের সারি গান করি তাহা হইলে আপনারা কত সুখভোগ করিতে পারি এবং অন্যকে কত সুখ দিতে পারি। কিন্তু এখনও আমরা পরস্পরের নিকট অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায় রহিলাম। ভবকাণ্ডারী এই বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই নৌকায় আরোহণ করাইয়া আমাদিগকে শান্তি উপকূলে লইয়া যাইবেন। আমরা এই নৌকায় আরোহণ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের কথা এখনও পরস্পরকে চিনিলাম না। ঘাট ছাড়িয়া নৌকা অনেক দূর আসিয়াছে। এখানে সমুদ্র ভয়ানক, অগাধ জল, সাবধান এখানে ডুব দিতে যাইও না। এখানে শক্ত করিয়া নৌকা ধরিয়া থাক। কেবল নাম গান করিতে থাক। আমরা এই নৌকায় বসিয়া আছি, এস ঈশ্বরের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করিয়া লই। এতক্ষণ যে কল্পনার কথা বলিলাম, ইহা কল্পনা নহে, ইহ সত্য। এই মন্দির রূপ নৌকার আরোহীদিগকে ভবসাগর ডুবাইতে পারিবে না। ভবকাণ্ডারীর উপরে নির্ভর করিয়া থাক। যখন ভবসাগর পার হইয়া যাইবে তখন বুঝিতে পারিবে কেমন ভাল বন্ধুর হাতে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে। বিষয় কার্য্য করিতে যাও, নৌকার ভিতরে বসিয়া কর। সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিতভাবে কার্য্য কর। যাঁহারা এই নৌকায় আছেন তাঁহাদিগকে ভাই বন্ধু বলিয়া ভাল বাসিবে। পরস্পরের সঙ্গে যেন বিবাদ না হয়। কাষ কি আর পাপের আমোদে? এস সকলে বন্ধুভাবে মিলিয়া পিতার নামের সারি গান করি, চন্দ্রের প্রতি তাকাই, নদীর ছোট ছোট ঢেউ গুলি কেমন চলিয়া যাইতেছে দেখি। আরোহীদিগের পরস্পর মধুর ব্যবহার দেখিয়া আনন্দে হাসি। যাহা বলিলাম আপাততঃ মনে হইতে পারে সমুদয় যেন একখানি সুন্দর ছবি। কিন্তু এসমুদয় সত্য। আবার বলি, সাবধান, বিবাদ করিলে মরিবে। পরস্পরকে না চিনিলে বাঁচিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে লইয়া চলুন! তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তাঁহার কৃপায় ভবসাগর পার হইয়া শান্তি উপকূলে উপস্থিত হই।

আচার্য্যের উপদেশ।

স্বর্গ এবং পৃথিবীর কথোপকথন।

রবিবার ২০শে চৈত্র, ১৭৯৮ শক।

মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের যেমন কথা হয়, স্বর্গ এবং পৃথিবীতে সেইরূপ একদিন কথা হইতেছিল। একদিকে স্বর্গ বসিয়াছিলেন, আর একদিকে পৃথিবী। তাঁহাদের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল, কথোপকথন চলিতে লাগিল। এই বেদীতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল কেন আমরা সেই কথা শুনিব না? আমাদের নিকট সেই কথা হইতেছে, বাস্তবিক উপাসনা স্থানে স্বর্গ আছে। যদি কোন স্থানে স্বর্গ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তাহা এই উপাসনা স্থানে। এই উপাসনা স্থানে স্বর্গ এবং পৃথিবীর কথোপকথন হয়। ব্রাহ্মগণ, সেই কথোপকথন শুনিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না? পৃথিবী স্বর্গকে কি বলিলেন এবং স্বর্গই বা কি উত্তর দিলেন, তাহা কি চিরকাল তোমাদের নিকট রহস্য থাকিবে? পৃথিবী স্বর্গের নিকটে কি বলিলেন? পৃথিবী বলিলেন :—"মহাদুঃখে আমার বক্ষ জর্জ্জরিত।" বাস্তবিক পৃথিবীর অনেক দুঃখ। নানাপ্রকার ক্ষত এবং আঘাতে পৃথিবীর বক্ষে শোণিতধারা বহিতেছে; সাংসারিক নানাপ্রকার যন্ত্রণা, হৃদয়ভেদী তীব্রবেদনা, তদুপরি পাপের দুর্ব্বিষহ ক্লেশ। এ সকল জ্বালা যন্ত্রণা দ্বারা সর্ব্বদা পৃথিবীর প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে। এই সমুদয় ক্লেশভার পৃথিবী মস্তকের উপর বহন করিতেছেন। এসকলের উপর আর একটী ভয়ানক দুঃখ এই হইতে পারে, দুঃখের কথা কাহাকেও না বলিতে পারা। বিলাপ ধ্বনিতে পৃথিবী আকাশ ফাটাইলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার বিলাপ শুনিল না। দুঃখিনী জননীর

দুঃখের রোদন শুনিয়া পশুসন্তানগণ হাসিল। এইরূপ ভয়ানক অবস্থায় একটী উপায় আছে। পৃথিবীর লোক সকল পৃথিবীর দুঃখের কথা গ্রাহ্য করিল না, তবে পৃথিবী কাহার নিকটে যাইবে? কে পৃথিবীর দুঃখের কথা শুনিবে? কাহার দ্বারা পৃথিবীর দুঃখ দূর হইবে? স্বর্গের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলে পৃথিবীর দুঃখ দূর হইবে, কেবল এই মত শুনিলে পৃথিবীর দুঃখ যাইবে না। ধর্ম্মসাধন করিলে সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর হয় এই কথা শুনিলেও পৃথিবীর দুঃখ দূর হইবে না। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে যেমন অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ এসকল জ্ঞানের কথা, শাস্ত্রের কথা, মনোবিজ্ঞান, এবং বস্তুবিজ্ঞানের কথা পৃথিবীর জ্বালা নির্ব্বাণ না করিয়া আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়। কিন্তু পৃথিবী বাস্তবিক যদি স্বর্গের কথা শুনিতে পায়, পৃথিবী যদি শুনিতে পায়, অমুক অমুক লোক ধর্ম্মসাধন করিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অমুক অমুক লোকের পাপতাপ দূর হইয়াছে, যোগসাধন করিয়া যোগীরা বিশেষ কিছু লাভ করিয়াছেন, ভক্তগণ ভক্তিসাধন করিয়া বিশেষ বিশেষ কিছু পাইয়াছেন। তাঁহারা এক এক দল যোগী আত্মা, এবং এক এক দল ভক্ত মহাত্মা হইয়াছেন, তাহা হইলে পৃথিবীর সমস্ত পাপতাপ দূর হয়। এবং নূতন আশা এবং নূতন জীবনের সঞ্চার হয়। এই কথা কেবল স্বর্গে শুনা যায়; এবং এসকল কথাই কেবল সন্দেহ অবিশ্বাস চূর্ণ করিতে পারে। তাঁহাদের কথা পৃথিবীর দুঃখ দূর করে। সেই ভক্তদল, সেই যোগীদল পৃথিবীকে বলেন:— "পৃথিবী, তুমি কাঁদিতেছ কেন? একজন কি কেহ নাই যাঁহার কথা শুনিলে তোমার দুঃখ দূর হয়? পৃথিবী, কেন তুমি অধোবদন হইয়া আছ, যিনি সকলের দুঃখ দূর করেন তাঁহাকে কি তুমি দেখ নাই?" সাধুরা ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, এই জন্য তাঁহারা বলিতেছেন "পৃথিবী, অধোবদন হইয়া থাকিও না, দুঃখে অবসন্ন হইও না। এই ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁহাকে দেখ।" সাধুরা যাহা বলেন তাহা তাঁহাদের জীবনের পরীক্ষিত কথা। তাঁহারা যাহা শ্রুত তাহা বলেন না, যাহা তাঁহারা আপনারা দেখেন এবং ভোগ করেন তাহাই বলেন। তাঁহারা বলেন: "দুঃখী পৃথিবী, আমাদের কথা শুন, ঈশ্বরকে দেখ।" ভক্তদিগের মুখে এই আশার কথা শুনিয়া নিরাশ পৃথিবী বাঁচিয়া উঠিল। স্বর্গের কথায় পৃথিবীর বিশ্বাস হইল। সাধুরা বারম্বার বলিতে লাগিলেন:—"দুঃখী পৃথিবী, একবার আমাদের মুখ দেখ। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া বিষণ্ণ পৃথিবী স্বর্গীয় সাধুদিগের প্রসন্ন বদন দেখিল। তাঁহাদের সেই প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া পৃথিবী বলিল, যাহারা আমারই বুকের আগুণে জ্বলিতেছিল সেই সকল লোক স্বর্গে গিয়া এমন সুখী হইল!! সাধুদিগের মুখের প্রফুল্লতা দেখিয়া দুঃখে জর্জ্জরিত পৃথিবীর আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইল। স্বর্গের সাধুদিগের এবং পৃথিবীর মধ্যে চিরদিন এই কথোপকথন চলিতেছে, এখনও সেই কথোপকথন হইতেছে। পৃথিবীর যেখানে মনুষ্য সন্তানেরা কাঁদিতেছে সেখানেই স্বর্গ। স্বর্গ না দেখিলে আমাদের আশা হয় না। সাধু দর্শনে, সাধুদিগের কথায় পৃথিবীতে শান্তির প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইয়াছে। কেমন সুপ্রসন্ন ভক্তদিগের মুখ!! তাঁহারা আমাদেরই ভাই ভগিনী; কিন্তু তাঁহারা নদীর ও পারে। তাঁহাদের মুখশ্রী কেমন সুন্দর!! তাঁহারাও মনুষ্য সন্তান আমরাও মনুষ্য সন্তান; কিন্তু তাঁহারা কেমন হাসিয়া কথা কন্ আর আমাদের মুখ কেমন বিশ্রী। একদিকে আহ্লাদ, আনন্দ, স্বর্গের হাস্য, আর একদিকে জঘন্যতা কুৎসিত ভাব, বিষাদ। স্বর্গ পৃথিবীর নিকটেই আছে। আশা পাওয়া যায় যদি পৃথিবীর কথা না শুনিয়া বারম্বার স্বর্গের কথা শুনি। ঈশ্বর স্বর্গকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন কেন? যদি কএকটী মানুষকে তিনি স্বর্গে না রাখিতেন তবে পৃথিবী একেবারে পাপে ডুবিয়া যাইত। ঐ উঁহারা কয় জন ঈশ্বরের মুখের পানে তাকাইয়া যে বারম্বার আনন্দধ্বনি তুলিতেছেন, সেই ধ্বনি শুনিয়া মৃতপ্রায় অসার, নিরুদ্যম এবং নিরুৎসাহ পৃথিবী বাঁচিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা সেই ধ্বনি শুনেন, তাঁহাদিগের অন্তরে সিংহের বল, তাঁহারা অন্ধকার মধ্যে সহস্র চন্দ্র দেখেন। যখন স্বর্গ পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলে, তোমরা পার্শ্বে বসিয়া তাহা শুনিবে। যত সেই কথা শুনিবে তত জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে। কিরূপে স্বর্গ গুরু হইয়া দুরন্ত পৃথিবীর লোক গুলিকে আপনার শিষ্য করিয়া লইতেছেন তাহা দেখ। যখনই দুঃখ যন্ত্রণায় মন নিপীড়িত হইবে তখনই এক একবার স্বর্গের কথা শুনিবে। সকল যন্ত্রণা দূর হইবে। স্বর্গের কথা এমনি মিষ্ট। স্বর্গ কি বলিল, তাহা যদি কেহ পুস্তকে লেখে সেই পুস্তক পৃথিবীতে সমাদৃত হইবে, এবং তাহা মৃত পৃথিবীর প্রাণদ হইবে।

আচার্য্যের উপদেশ।

মৃত দেবতার পূজা।

রবিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৭৯৩।

যদি কোন প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং সেই দিন তাঁহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব জ্ঞাতি উল্লাসে উন্মত্ত হয়, যদি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়াও তাহারা আনন্দ ধ্বনি করে, সেই দৃশ্য দেখিলে কাহার না দুঃখ হয়? কোথায় সেই বন্ধুর বিয়োগে শোকাশ্রু বর্ষণ হইবে, না সেই দুঃখজনক ব্যাপারের মধ্যে আনন্দের রোল উঠিতেছে। এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনার জঘন্যতা কল্পনাও ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু ইহাই ভারতবর্ষে যথার্থ ঘটনা হইল। এখন হিন্দুদিগের উৎসব,

সুখের অন্বেষণে ভারত ভূমি অন্ততঃ বঙ্গদেশ আনন্দে পুলকিত হইতেছে। এই ব্রহ্মমন্দির ছাড়িয়া যাও কত ধূমধাম দেখিবে। যাহারা মৃত অচেতন ছিল সে সকল ব্যক্তিরাও উঠিয়া হাসিতেছে। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশিত হইল!! সম্বৎসরের পর স্ত্রী পুত্র সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসব ভোগ করিবে। নববেশ পরিধান করিয়া নবভাবে উৎফুল্ল হইবে; কিন্তু এই আনন্দোৎসবের মূলে কি? কেবল মৃত্যু, কুসংস্কার পাপগরল পান করিয়া ভারতমাতা মৃত—সেই মাতার মৃত্যু দেখিয়া আজ দেশ সন্তানেরা কেমন বিকৃতভাবে হাস্য করিতেছে। বল বঙ্গবাসী, তোমরা কি দেখিয়া এত উল্লসিত হইতেছ? অসত্য পাপ, মৃত বস্তুর উপাসনা দেখিয়া কেন তোমাদের এত আনন্দ? আমাদের প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বরকে ভুলিয়া এবং প্রকৃত পরিত্রাণের সম্বাদ অগ্রাহ্য করিয়া দেখ ভারত ভূমি ক্রমক্রমে অজ্ঞান অভক্তি এবং দুর্ব্বলতার হস্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর এই দেশকে বৎসর বৎসর কত সুখে বিভূষিত করেন। যে দেশে হিমালয় পর্ব্বত, গঙ্গানদী এবং যে দেশের ভূমি এত উর্ব্বরা, যেখানে সামান্য পরিশ্রম করিলে কৃষকেরা প্রচুর ফল শস্য উৎপন্ন করে, সে দেশের সুখ সৌভাগ্যের সীমা কি? এমন আহ্লাদের স্থান যে ভারতবর্ষ, ইহার মধ্যে কিরূপে অসত্য পাপ প্রবেশ করিল? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিবে, কেবল যে ঈশ্বরের নাম করিয়া ভারতে সৃষ্ট বস্তুর পূজা হইতেছে তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার নাম করিয়া নানা প্রকার পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতবাসীরা আজ কোথায় দুঃখী হইয়া মাতাকে উদ্ধার করিবেন, না মাতার মৃত্যু দেখিয়া তাঁহাদের মুখে আনন্দ। ব্রাহ্মগণ! তোমারা যদি ভারতের সুপুত্র হও, ভারতকে যদি ঈশ্বরের রাজ্য এবং শান্তিরাজ্য করিতে তোমাদের অভিলাষ থাকে তবে যাঁহারা প্রাণ-বিহীন দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন একবার তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া বল, কেন ভাইগণ, ভগিণ, তোমরা মৃত বস্তুর কাছে বৃথা রোদন কর? এস যিনি যাথার্থই দুঃখীর দুঃখ হরণ করেন, তাঁহার উপাসনা কর। তাঁহার শান্তিঘরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। পিতার প্রাণ আছে, তিনি জীবন্ত ঈশ্বর, তাঁহার কাছে বল, তিনি মনের দুঃখ দূর করিবেন। ঐ দেখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া কোথায় ঈশ্বর কোথায় ঈশ্বর বলিয়া সহস্র সহস্র ভাই ভগিনী দৌড়িতেছে। হে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মগণ! সকল দেশ জীবন্ত ঈশ্বরের অভাবে প্রাণবিহীন হইল, তোমরা কি তাঁহাদের কাছে এই শুভ সম্বাদ দিবে না? যে দয়াময় ঈশ্বর প্রকাশিত হইয়াছেন বিস্তৃত ঘন মেঘ কেমন ভারতের আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এসময় সত্যসূর্য্য পাইয়া কখনও ঘরে বসিয়া থাকিও না। দেখ! শত শত ভাই আজ পর্য্যন্ত মনে করেন পিতা জড় বস্তু। তাঁহাদের জন্য কি তোমরা দুঃখী হইবে-না? তাঁহাদিগকে কি পিতার ধর্ম্মোদ্যানে বসাইতে চেষ্টা করিবে না? ভারতবর্ষে কত সৌন্দর্য্য কত জ্ঞান বুদ্ধি আছে তথাপি কেন ইহার মধ্যে এত কুসংস্কার এত পাপ? উৎসাহপূর্ণ হইয়া এবং এ সময় তোমরা প্রার্থনা কর, উপদেশ দাও এবং সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর। সাবধান হও, যে রোগে ভারতের মৃত্যু হইয়াছে সে রোগ যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহা করিও না। কপটতা, ভীরুতা দূর কর। সত্যের নিশান লইয়া ব্রাহ্মোচিত কার্য্য কর। জগদীশ! তোমার দুঃখিনী বঙ্গবাসিনী দিগকে রক্ষা কর এবং বঙ্গবাসী দুঃখী পুত্রদিগকে উদ্ধার কর। সেই দিন কবে হইবে যখন যে ঘরে যাইব, তোমার নাম কীর্ত্তন শুনিব; যে পথে চলিব নগরকীর্ত্তন দেখিব, যে নর নারীর কাছে যাইয়া বসিব হৃদয় পবিত্র হইবে।

জগদীশ! এখনও আমাদের জীবনে ভয়ানক কলঙ্ক রহিয়াছে, এখনও ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিনা; কিন্তু যখন পাপগুলি দংশন করে তখন তোমার নিকট ঔষধ খুজিতে শিখিয়াছি; কিন্তু পাঁচ হাজার লোক কি এখনও তোমাকে না জানিয়া অধর্ম্মের পথে প্রাণ হারাইবে? দীননাথ নাম কি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিবে না? ন, জগদীশ, তাঁহাদিগকে এক বিন্দু সুধা পান করাও। চল যাই তাঁহাদের নিকট, যদি তাঁহারা জানিতেন যে তুমি দুঃখীকে সুখ শান্তি দিতে পার, বড় সুধা তোমার নামে, অনেক শান্তি তোমার সহবাসে, তবে দৌড়িয়া তাঁহারা তোমার কাছে আসিতেন, তুমিও তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে। পিতা, যাও একবার তাঁহাদের নিকট তোমরা দয়া প্রচার কর।

আখ্যায়িকা

চারি জন লোক কোন মসজিদে নমাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রত্যেকে বিনম্রভাবে যথারীতি নমাজ করিতেছিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া আঁজা (ডাক নমাজ) করিতে লাগিল। তাহাতে সেই চারি জনের এক জন বলিয়া উঠিল যে তোমার আঁজার সময় আছে, উহার এ সময় নয়। তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল এ কি করিলে? নমাজের সময় কথা বলিলে, নমাজ যে অসিদ্ধ হইল? তৃতীয় ব্যক্তি বলিল ভ্রাতঃ! ইহাকে কেন অনুযোগ কর, নিজেকে নিজে ভর্ৎসনা কর। তখন চতুর্থ জন বলিয়া উঠিল, ধন্য ঈশ্বর! এই তিন ব্যক্তির অবস্থা আমার হয় নাই। ইহাতে চারি জনেরই নমাজ অশুদ্ধ হইল। পরস্পরের দোষবাদীগণ অধিকতর পথভ্রান্ত হইয়া গেল। যে জন নিজের দোষ দর্শন করে, সেই ব্যক্তি ধন্য! অন্যের দোষের প্রতি যাহার দৃষ্টি, সে আপনার জন্য তাহার সেই দোষ ক্রয় করে। যখন তোমার মস্তকে অনেক ক্ষত আছে, তখন

তোমার নিজের প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য। ক্ষত রোগের ক্ষতি করাই তাহার প্রতীকার। আহত ব্যক্তি দয়ার পাত্র। যদি তোমাকে সেরূপ দোষ থাকে নিশ্চিন্ত হইও না। জানিও তোমার সে দোষ পরে তোমা দ্বারাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। যদি ঈশ্বর হইতে তুমি অভয়বাণী শ্রবণ না করিয়া থাক, তবে কেমন করিয়া আপনাকে সুখী ও নিশ্চিন্ত মনে করিতেছ? যত কাল তুমি অভয় লাভ না কর, সে পর্য্যন্ত নিজ খ্যাতি অনুসন্ধান করিও না। অগ্রে ভয় হইতে দূরে থাক, পরে শান্তি বচন বলিও। তুমি নিজে পতিত হইও না, তাহা হইলে তোমার জীবনই অন্যের উপদেশ হইবে। সে লোকটী বিষ পান করিল, তাহা দেখিয়া তুমি বিষপান করিও না, তুমি শর্করা ভক্ষণ কর।

কোন অন্ধ ভিক্ষুক বলিতেছিল যে হে মহোদয়গণ! আমার দুইটী অন্ধতা, অতএব আমার প্রতি তোমরা দ্বিগুণ অনুগ্রহ কর। সকল লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল, তোমার দ্বিতীয় অন্ধতাটী কি? এক অন্ধতা মাত্র আমরা দেখিতেছি যে তোমার দৃষ্টিশক্তি নাই। অপর অন্ধতা কিরূপ, তাহা আমাদিগকে বিশেষ করিয়া বল। অন্ধ বলিল,আমার কণ্ঠস্বর অতিশয় কর্কশ,সেই স্বর কঠোরতাই আমার দ্বিতীয় অন্ধতা বটে। আমার বিকৃত স্বর মহা দুঃখের কারণ হইয়াছে। আমার কণ্ঠধ্বনিতে লোকের অন্তরে বিরক্তির সঞ্চার হয়। আমি যে স্থানে এই অমধুর স্বরে কথা বলি, লোকের মনে ক্লেশ ও বিরক্তি বিদ্বেষ উৎপাদন করি। ইহাই আমার এক অন্ধতা হইয়াছে, আমি ইহার জন্য কৃপাপাত্র। আমার দুই অন্ধতা, অতএব আমার প্রতি তোমাদিগের দ্বিগুণ দয়া করিতে হইবে। যখন অন্ধ এই ভাবে দুই অন্ধতার বিবরণ করিল, তখন তাহার হৃদয়ের মধুর ধ্বনি বাহ্য ধ্বনিকে মধুর করিয়া তুলিল। বাস্তবিক এই উক্তিতে তাহার ধ্বনির কঠোরতার হ্রাস হইল। সকলে তাহার প্রতি দয়া করিতে ঐক্য হইলেন। অন্তরের ধ্বনিযোগে তাহার বাহ্য কঠোর ধ্বনি মধুর হইয়া পাষাণ-হৃদয়কে মধুপ্রবৎ কোমল করিল। বিধর্ম্মী অবিশ্বাসী লোকের ধ্বনি অসন্তোষজনক কর্কশ। তজ্জন্য তাহা ঈশ্বর গ্রাহ্য করেন না। যদি তুমি ইয়ুফের ন্যায় সুন্দর সুচরিত্র লোকের সঙ্গে সাদ্দলবৎ ব্যবহার করিয়া থাক, যদি কোন নিরপরাধীর শোণিত পান করিয়া থাক, অনুতাপ কর; ও অসৎকার্য্য হইতে, শোণিত পান হইতে নিবৃত্ত হও। হে রক্তশোষক! ব্যাঘ্রাচার পরিত্যাগ কর, পরে ঈশ্বরের নিকটে দয়া প্রার্থী হও।

একদা গজনীর অধীশ্বর সুল্‌তান মহম্মদ দরবেশ আবুয়েল হোসেনের নিকটে উপস্থিত হয়েন। তিনি আবুয়েল হোসেনের জীবনের প্রভাবে ও গভীর আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গে প্রীত হইয়া সহস্রাধিক সুবর্ণ মুদ্রা তাঁহাকে প্রদান করেন এবং এই অনুরোধ করেন যে ইহা আপনি গ্রহণ করিয়া স্বীয় কার্য্যে ব্যয় করুন। তখন আবুয়েল হোসেন সুলতান মহম্মদকে নিজের খাদ্য কয়েক খণ্ড রুটী প্রদান করিয়া তাহা খাইতে অনুরোধ করেন। বাদ্‌শা দরবেশের অনুরোধে সেই রুটী খাইতে প্রবৃত্ত হয়েন। রুটী অত্যন্ত স্থূল ছিল, চিবাইতে তাঁহার বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। আবুয়েল হোসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন খাইতে কি কষ্ট হয়? বাদ্‌শা বলিলেন, বড় শক্ত, চিবাইতে পারি না, গলায় বাধে। তখন আবুয়েল হোসেন উক্ত সুবর্ণ মুদ্রা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, ইহা আপনি গ্রহণ করুন। এই রুটী যেমন আপনার গলায় বাধে, তদ্রূপ এই মুদ্রাও আমার অন্তরে বাধে। পরে বাদ্‌শা যখন চলিয়া যান তখন আবুয়েল হোসেন গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার বিশেষ সম্মান সম্বর্দ্ধনা করেন। তাহাতে মহামুদ বলেন যখন আমি সাক্ষাতে উপনীত হই তখন সম্মাননা করিলেন না, চলিয়া যাইবার সময় এত সমাদর কেন? দরবেশ বলিলেন, তখন তুমি বাদ্‌শার ভাবে আসিয়াছিলে। এইক্ষণ তোমার অন্তরে দরবেশের ভাব জন্মিয়াছে, এজন্য তোমার প্রতি আমার অধিক শ্রদ্ধা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সভা।

বিগত ৮ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের যে সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে ৩১ জন ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র পঠিত হয়। উক্ত পত্রে এই প্রার্থনা করা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া একটী ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা সংগঠন করা হয়। এই প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিয়া ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপনী দিবার জন্য আমাদিগের কয়েকজনের প্রতি ভারার্পণ করা হইয়াছিল। আমাদিগের বিবেচনায় উক্ত রূপ একটী সভা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকল পরস্পরের প্রতি উদাসীন ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি না করিয়া, স্ব স্ব প্রতিনিধি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ উন্নতি সাধনে সমবেতভাবে যত্নশীল হইলে যার পর নাই উপকারের সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সভার উদ্দেশ্য প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান বিষয়ে আমরা যেরূপ স্থির করিয়াছি তাহা সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মগণের বিবেচনার জন্য নিম্নে প্রকাশ করা হইল॥

সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন জন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে যদ্দ্বারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

প্রতিনিধি সভা নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য

গত্ত করিবেন; তন্মধ্যে আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কার্য্য-প্রণালী প্রভৃতি বিবরণ সংগ্রহ করা।

২। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রচার করা।

৩। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং তজ্জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

৪। অনুষ্ঠানপদ্ধতি স্থির করা।

৫। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম পরিবারদিগের রক্ষা ও প্রতিপালনার্থ অর্থ সংস্থান করা।

যে ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এবং যে সমাজ সম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনা হয় সেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাঁহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন।

প্রতিনিধির বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অল্প হইবে না। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যে বিশ্বাস থাকিবে।

কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধি-রূপে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

মাঘ, জ্যৈষ্ঠ, ও আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা ৩ ঘটিকার সময় প্রতিনিধি সভার অধিবেশন হইবে। বিশেষ কারণে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অভিপ্রায়ানুসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সম্বাদ দিয়া অধিবেশনের দিন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

মাঘ মাসে সাম্বৎসরিক সভা হইবে। সাম্বৎসরিক সভায় এক জন সভাপতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সভ্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভারূপে নিযুক্ত হইবেন। সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

দশ জন সভ্য অনুরোধ করিলে প্রতিনিধি সভার বিশেষ সভা আহূত হইতে পারিবে।

কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনজন্য বিশেষ কার্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত হইতে পারিবে।

পরিশেষে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯মে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আমাদের বিজ্ঞাপনীর বিষয় বিচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সভায় সাধারণ ব্রাহ্মগণের অভিমত হইলে প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সভা বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিয়মাদি অবধারিত হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্তোত্র।

হে ঈশ্বর! কৃপাসিন্ধু, প্রেম পারাবার।
আহা মরি, কি মধুর, নামটী তোমার!
উচ্চারণে সুধাক্ষরে, ভকত বদনে।
পাপী আমি, জ্বলি হায়! পাপের দহনে।
কেমনে এনাম আমি করিব গ্রহণ।
যেহেতু করিছি তব আদেশ লঙ্ঘন।
পাপের পরশে নাথ! হয়েছি মলিন।
ভক্তি-রস নাই মম হৃদয় কঠিন।
কুবাসনা ভোগসুখে, মজিয়াছে মন।
অসার মায়ার বশে হয়ে অচেতন।
রিপু পরবশ হয়ে, আছি কলুষিত।
অজ্ঞান-তিমিরে মন, সদা আচ্ছাদিত।
যদিও হয়েছে হেন, অবস্থা আমার।
তবু মম প্রতি দয়া, সমান তোমার।
যাহা কিছু চাব তাহা, পাব অনায়াসে।
রাখিবে যতনে পিতঃ বাঁধি স্নেহপাশে।
তুমি নাথ! দীনবন্ধু পতিতপাবন।
তাই প্রভু তব পদে লয়েছি শরণ।
তব নাম প্রেমসুধা, করাইয়ে পান।
সুশীতল কর পিতঃ! তাপিত পরাণ।
দাও দাও ভক্তি বল, ওগো দয়াময়!
যাহে পারি রিপুগণে করিবারে জয়।
হর হর পাপ, তাপ ওহে পাপহর।
পাপীর হৃদয়াসনে অধিষ্ঠান কর।
বিন্দু মাত্র দয়া যারে কর বিতরণ।
সশরীরে স্বর্গধামে সে করে গমন।

শ্রীআব্দুল হামিদ খাঁ।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় গত রবিবারে সেরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সমাপন করিয়াছেন এবং তথায় দুই একটী প্রকাশ্য বক্তৃতাও দিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে স্থানীয় ব্রাহ্ম ও অপরাপর ধর্ম্মানুসন্ধায়ী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে।

উৎকল ব্রাহ্মসমাজের গৃহটী কটকের মাজিষ্ট্রেট অন্যায়পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়াছেন। অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে

সভ্যগণ অনায়াসে টাকা দিয়া রাখিতে পারিতেন। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁহাদের নিজের ইহাতে অনুরাগ অতি অল্প অন্ততঃ এক জন ব্রাহ্মও জীবিত থাকিলে উপাসনা গৃহ বিক্রীত হইত না।

শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত গয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসারিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া হাজারীবাগ গমন করিয়াছেন। হাজারীবাগস্থ বন্ধুগণ অঘোর বাবুর সাহায্যে আপনাদিগকে স্থায়ীরূপে উৎসাহিত করিয়া লউন এবং সমাজের মৃতভাব বিদূরিত করুন।

বৎসর শেষ উপলক্ষে গত ৩১শে চৈত্র নিশীথ সময়ে ব্রহ্ম মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। সাড়ে নয় ঘটিকার সময় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তাহার পর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চৌধুরী পুরাতন "ধর্ম্মতত্ত্ব" হইতে একটী উৎসাহজনক উপদেশ পাঠ করেন। দুই প্রহর অর্দ্ধ ঘণ্টার সময় উপাসনা শেষ হইয়াছিল।

ব্রাহ্মমন্দির সংস্কারার্থ নিম্ন লিখিত দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল।

গত প্রকাশিতের পর।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ঢাকা	১০
,, ,, জগচ্চন্দ্র দাস, শিবসাগর	১০
,, ,, যোজ্ঞেশ্বর সিংহ, ভান্তাড়া	১৫
,, ,, ভুবনমোহন রায়, লক্ষ্ণৌ ...	২
,, ,, গদাধর খাঁ, মেদিনীপুর	২০
,, ,, যাদবচন্দ্র রায় ...	১
,, ,, হরকুমার সরকার, কবচমাড়িয়া	৫
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, (আংশিক) ...	৫
,, ,, মনিলাল মল্লিক	৫
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক ...	৪
,, ,, নৃপালচন্দ্র মল্লিক	৭
,, ,, নিমাইচাঁদ শিল	২
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	১
,, ,, গোপালনারায়ণ মজুমদার	২
,, ,, লোকনাথ মৈত্র (কাশী)	৫
,, ,, কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডারাদুন ...	৩
ব্রহ্মমন্দিরে দান সংগ্রহ	২॥০

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্তি স্বীকার।

মাহ মার্চ ১৮৭৭।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ, বাজিতপুর	১০
,, ,, মধুসূদন সেন	১
,, ,, অক্ষয়কুমার রায়	১
,, ,, চণ্ডীচরণ সেন, মানিকগঞ্জ	৷
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ	১
,, ,, কৈলাসচন্দ্র সেন	১
,, ,, নিমাইচাঁদ শিল	৯
,, ,, লক্ষ্মীকান্ত দাস, বিশ্বনাথ	১
,, ,, জয়গোপাল সেন	৫
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	১
,, ,, নৃপালচন্দ্র মল্লিক ...	॥০
,, ,, তারকনাথ দত্ত ...	১
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন	১৵১০
,, ,, মতিলাল শিল	।০
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪
গয়া ব্রাহ্মসমাজ ...	১০॥০

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বক্সী, হাউলাঘাট ...	২
শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী ঐ	২
শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ সিকদার, কানাইপুর ...	৩
,, ,, হারানচন্দ্র বসু, সিমলাপাহাড়	২
,, ,, সয়ম্বর রায়, বনমালীপাড়া ...	১
,, ,, রামলাল সাহা, সিরাজগঞ্জ ..	১
,, ,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার, নওগাঁ	১

পাথেয়।

গয়া ব্রাহ্মসমাজ	২০
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার জঙ্গলবাড়ী ...	১০
সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ	১০

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ত্রিম্বকরাযজী সেতারা	৫
,, বাবু রামচন্দ্র ঘোষ, শিবসাগর	১
,, ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ, ঐ	১
শ্রীমতী ভুবনমোহিনী ঘোষ, ঐ	১
,, নবকুমারী ঘোষ, ঐ	২
একটী দয়াশীলা মহিলা ঐ	২০

এই পাক্ষিকপত্রিকা, কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ২রা বৈশাখ শ্রীমনোরঞ্জন দ্বারা মুদ্রিত হইল

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ৮ সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার, ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন অখিল গুরু পরমেশ্বর! কৃপানয়নে দেখ, তোমার ব্রাহ্মসমাজ এখনও তোমাকে চিনিতে না পারিয়া কত দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ এত দিন তোমার আশ্রয়ে রহিলেন, কত স্বর্গীয় সুসমাচার তুমি তাঁহাদিগকে শুনাইলে, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানালোকে তাঁহাদের মনের অন্ধকার বিনাশ করিয়া প্রেম ভক্তি রসে সকলের হৃদয়কে কতবার বিগলিত করিলে; তাঁহারাও কতবার কত প্রকারে তোমার নিকট কাঁদিলেন, মনের কথা বলিলেন এবং শান্তি পাইলেন; কিন্তু হে ভক্তবৎসল হরি, অনেকে যে তোমাকে ক্রীড়ার সামগ্রী মনে করিয়া এখন আবার সংসারে ফিরিয়া চলিলেন। কে এখন তাঁহাদিগকে তোমার নিকট ফিরাইয়া আনিবে? হায়! তোমার সৌন্দর্য্য মিষ্টতা এবং আকর্ষণ কি ইহার মধ্যে ফুরাইয়া গেল? যে সংসারের আঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহারা তোমার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, পুনরায় না বুঝিয়া অন্ধের ন্যায় মোহ বশতঃ আবার তাহাকেই আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। পিতা, কতদিন আর আমাদের দ্বারা তোমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত হইবে? আর একবার প্রসন্ন বদনে মধুর সম্বোধনে সকলকে ভাল করিয়া ডাক। আবার আমরা সকলে মিলিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার চরণে গিয়া লুটাইয়া পড়ি এবং কাঁদি। এই শেষ বয়সে তোমাকে পরিত্যাগ করিলে যে আমরা প্রাণে মরিব। ফিরাও দয়াময়, দয়া করিয়া সকলকে ফিরাইয়া তোমার ঘরে লইয়া চল।

হে অতুল প্রভাবশালী পাষণ্ডদলন ঈশ্বর! মহাপাপী অধম জনের এক মাত্র বন্ধো! তুমি পাপব্যাধি নিবারণের ঔষধ এবং তুমিই নিজে চিকিৎসক, আমাকে তোমার বিধি অনুসারে রীতিপূর্ব্বক একবার চিকিৎসা কর। পুনঃ পুনঃ এই পুরাতন রোগের হস্তে পতিত হইয়া আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, কখন অধিক দিনের জন্য একবার সুস্থতার সুখ সম্ভোগ করিতে পারিলাম না। ঔষধ অনেক সেবন করিলাম কেবল কুপথ্য দোষে তাহার ফল ফলিল না। বারম্বার কেবল ঔষধের ব্যবস্থাই পরিবর্ত্তন করি, কিন্তু সুপথ্য ব্যতীত ঔষধের গুণ কিরূপে ধরিবে? ভিতরে রোগ, গূঢ় স্থানে অস্থির মধ্যে ক্ষত, উপরে ঔষধ লেপন করিয়া কতকাল আর জীবন ধারণ করিব? তাই বলি, একবার তুমি আমাকে ভাল করিয়া দেখ, অন্তরের বিষদূষিত রস রক্ত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে বাহির করিয়া তাহাতে তীব্র ঔষধ লেপন করিয়া দাও; কিছুদিন শয্যাগত হইয়া পড়িতে

থাকিতে হয় সেও ভাল, কঠিন শাসন ও বন্ধনের মধ্যে রাখিতে হয় রাখ, নূতনরূপে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা কর, যাহাতে আমার রোগ নিঃশেষিত হয় তাহা কর; আমি আর ভগ্ন রুগ্ন দেহে হাস্যামোদ করিয়া আত্মবিস্মৃতের ন্যায় থাকিতে চাহি না। মূল বিশুদ্ধ না হইলে [illegible] আমাকে এই মহা ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। হে জীবনসহায়! এবার যাহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিতে পারি এমন করিয়া দাও।

"ঈশ্বরের স্থির দৃষ্টি"

যাঁহারা ঈশ্বর সহবাসের মধুরতা সম্ভোগ করিতে চাহেন, যাঁহারা দর্শনের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হইতে চাহেন, যাঁহারা তাঁহার সুধারসে প্রমত্ত থাকিতে চাহেন তাঁহাদিগকে ভিতরের দৃষ্টিকে তাঁহাতে স্থির রাখিতে হইবে। উপাসক মাত্রেই যে উপাসনার সময় নেত্র নিমীলন করেন তাহার তাৎপর্য্য কি ইহাই নহে যে সমুদয় বিশ্বকে অবস্তু করা? কিন্তু তাহা হয় কৈ? নয়ন নিমীলিত হয় বটে, কিন্তু বস্তু অবস্তু হয় না, প্রত্যুত মনের সমক্ষে জড় পদার্থের প্রতিবিম্ব আসিয়া অন্তরের নেত্রপথ অবরুদ্ধ করে। মন ভাবিতে যায় এক, ভাবনার বিষয় হইয়া পড়ে আর একটী পদার্থ। এ প্রকার লোক দর্শনের সুখ সম্ভোগ করিতে পারে না। ইহারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, উপাসনার প্রণালী অবলম্বন করে, চক্ষু নিমীলিত করে, প্রভুর নাম গান করে, অবশেষে অশ্রুপাত পর্য্যন্ত করিয়া থাকে, কিন্তু আসল বস্তু কিছুই লাভ করিতে পারে না। তাহারা বহু বৎসর এই সাধনের মধ্যে থাকিলেও কোন ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদের যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম ও ভাবের ত্রুটি হয় না বটে, কিন্তু যাঁহার জন্য এ সকল তাঁহার সহিত তাহাদের পরিচয় হয় না। তাহাদের চিত্ত কিছুই ধরিতে পারে না। যাঁহাকে ধরিতে যায় তিনি নিকটে থাকিয়াও ধরা দেন না। সময়ে সময়ে আমাদের মনের এমন ভাল অবস্থাও হইয়া থাকে যে, এইবার বুঝি তাঁহাকে পাইলাম; যাই ভাবের অনুগত হইয়া ভিতরের চক্ষু খুলিতে যাই, আর তিনি অন্তর্হিত হয়েন। এইরূপ অনেক প্রকার বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়াও প্রেমময়কে আর কিছুতেই সম্ভোগ করিতে পারা যায় না। এরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান সুখের নহে, ঈদৃশ উপাসনাও মিষ্ট নহে।

এই কারণে সাধারণতঃ ব্রাহ্মগণ ও অপরাপর ধর্ম্মান্বেষী ব্যক্তি সকল উপাসনার রসপূর্ণ ভাব গ্রহণ করিতে পারেন না। ভাল করিয়া তাঁহারা আপনাকে এরূপ বুঝিতেও পারেন না যে উপাসনার পর এক জনের নিকট হইতে আমরা ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহার নামগানে হৃদয় একটু বেশ গলিল বটে, অথচ আত্মার অবস্থান্তর হইল না। উপাসনাকালে যে একটী প্রকাণ্ড অগ্নির নিকট বসিয়া ছিলাম, তাহা আর প্রতীত হইল না। আমি যে এক জনের কাছে বসিয়া কৃতার্থ হইলাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেল, আমার অন্তর আরাম পাইল এরূপ আর বোধ হইল না। সুতরাং এরূপ উপাসনা শেষে দুঃখ ও বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব আমরা সমুদয় উপাসকদিগকে একটী কথা বলিতে চাই যে, তাঁহারা যাহাতে প্রতিদিন প্রিয় সখার একবার সঙ্গ লাভ করিতে পারেন এরূপ উপায় ও সাধন তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতেই হইবে। আমরা এই পবিত্র সঙ্গ লাভের একটী উপায় প্রদর্শন করিতেছি।

প্রিয়সখার সহবাসের জন্য যখন মন তৃষিত হয় তখন তাঁহার সঙ্গলাভের ভাব অনুকূল হয়। সাধক যখন নয়ন নিমীলিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার নিকট সমুদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, বিস্তীর্ণ আকাশ প্রগাঢ় তিমিরাবৃত হয়, হৃদয়াকাশও ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে ভিতরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, সেই ভিতরের চক্ষু অন্ধকারের প্রতি স্থির রাখিতে রাখিতে এক জীবন্ত পুরুষের আবির্ভাব হয়। সাধকের চক্ষু অন্ধকারের

মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বাহিরের নয়ন যত বাহ্য বস্তু হইতে ভিতরের দিকে যায় তত অন্তরে একটী উজ্জ্বল চক্ষু চর্ম্মচক্ষুর ন্যায় যথার্থই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই চক্ষুটী যত তাঁহাতে স্থির হয় তত তাঁহার প্রকাশ স্পষ্ট হয়। সেই দৃষ্টি স্থির রাখিতে রাখিতে প্রিয়তম পরমেশ্বর অত্যন্ত নিকটতর হইয়া আসেন। আরও অধিক্ষণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রাখিলে তাঁহার সঙ্গ লাভ হয়। তখন ক্রমে তাঁহাতে চিত্ত আসক্ত হইতে থাকে। আরও দৃষ্টি রাখিলে ঐ প্রকাশ পরম সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়। একটী প্রকাণ্ড সৌন্দর্য্যের সাগররূপে প্রতীয়মান হয়। ক্রমাগত ঐ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে হৃদয় তাঁহাতে প্রমত্ত হইয়া উঠে। এই সময়েই বাস্তবিক নয়ন রূপসাগরে ডুবিয়া যায়। অজস্র রূপে সুধা বর্ষিত হইয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে, মন উল্লসিত হয়, আনন্দ ও সুখের সাগরে নিমগ্ন হয়। তখন তাঁহার আকর্ষণ হয়। দর্শনের সমুদায় মিষ্টতা তবে তাঁহাতে স্থির দৃষ্টির উপর নির্ভর করিতেছে। এই দৃষ্টিকে স্থির রাখিতে হইলে চিত্তের অত্যন্ত শান্ত অবস্থা প্রয়োজন। অতিশয় ধীর ও গম্ভীর ভাব থাকা চাই। কোনরূপে যোগে যাগে উপাসনাটা শেষ করা চাই, এরূপ ভাব থাকিলে কেহ তাঁহাকে আর সম্ভোগ করিতে পারে না। এই জন্য আমরা সকলকে সেই চক্ষুটী খুলিতে অনুরোধ করি। উহা বড় মধুর, ইহার প্রকাশে তাবৎ বাহ্য পদার্থ অপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইটী শান্ত মধুর দর্শন, ইহাতে হৃদয়ে প্রেমের উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হয়য়া পড়ে। তাঁহার সেই সহবাস অতি গাঢ় ও ঘনতর হইতে থাকে। সেই আকর্ষণ ক্রমাগত আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। একটা প্রকাশ আত্মাকে ব্যাকুল করিয়া রাখে। ক্রমে যতই এই দৃষ্টি সূক্ষ্ম স্থির ঘন গাঢ় হইয়া আসে তত তাঁহার সহবাস স্থায়ী স্বাভাবিক ও অধিকতর সারবান্ হইয়া থাকে। সমুদায় জীবন ইহার মধ্যে থাকিয়া তেজোময় প্রেমপূর্ণ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া যায়।

সুখের ভবিষ্যৎ।

অতীত ও বর্ত্তমান কাল যাঁহাদিগের অনাগত জীবনকে বিকারবিহীন পুণ্যপিপাসু করিয়াছে এবং আশা বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের চক্ষুকে পরিমার্জ্জিত করিয়া আদর্শের সমসূত্র সরল রেখায় অটলভাবে সম্বদ্ধ রাখিয়াছে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সুখের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ জীবন বর্ত্তমানেরই পরিণতি এবং ফল, সুতরাং সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যের বীজ বর্ত্তমানেই অঙ্কুরিত হয় এবং তাহা ভবিষ্যতে ফল প্রসব করে। শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন, প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবে যদ্দারা পরিণামে সুখী হইতে পারে। বস্তুতঃ ভূত ও বর্ত্তমান কালের আলোক যে পরিমাণে উজ্জ্বল হয় অনন্ত ভবিষ্যতের গর্ভস্থ বিস্তীর্ণ প্রদেশ সেই পরিমাণে আমাদিগের নিকট প্রকাশ হইতে থাকে। ভাগ্যবান্ মনুষ্যেরা অবস্থা বিশেষে কখন কখন একবারে হঠাৎ ভবিষ্যতের অন্তর্ভেদ করত জ্যোতির্ম্ময় দিব্যধাম দেখিতে পান, কিন্তু সাধারণ মানবকুলের পক্ষে তাহা দুষ্প্রাপ্য। ভবিষ্যৎ কাল অসীম ঘোরান্ধকারে আবৃত, দুর্ভেদ্য গভীর প্রহেলিকায় পরিপূর্ণ; ভবিষ্যতেই স্বর্গরাজ্য এবং পরলোক; অমরাত্মা সাধু জনেরা সেই খানেই বাস করেন, এবং তথায় অনন্ত রত্নের খনি বিদ্যমান। মনুষ্যের উচ্চ অভিলাষের যাবতীয় সামগ্রী ভবিষ্যতেই অবস্থিতি করে, লক্ষ্য ও গম্যস্থান সেই অপরিচিত ভবিষ্যৎ। হিমালয়ের ক্রমোন্নত উত্তুঙ্গ শৃঙ্গরাজির ন্যায় সাধু আত্মার আদর্শ সেখানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। এই সুখের ভবিষ্যৎ কি আমাদের নিকট যথার্থই সুখের বলিয়া বোধ হয়? না এক অন্ধকার কোলাহলময় স্থান অতিক্রম করিয়া আর এক ভয়ঙ্কর অজানিত দেশে অনিশ্চিত অবস্থার অভ্যন্তরে আমরা দিন দিন প্রবেশ করিতেছি? সংসারবিমুগ্ধ মায়াবদ্ধ জীবের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একটী ঘন অন্ধকারময় মহাসাগরের ন্যায়, তিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার আলোককে অসার বর্ত্তমান স্বার্থ

সুখে এমনি করিয়া বিনিয়োগ করিয়াছেন যে তাঁহার ভবিষ্যতের দিকে আশার জ্যোতিঃ এক কণা মাত্রও নিপতিত হয় না। যাই কোলাহল, বিষয়চিন্তা, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য নিবৃত্তি হইল, অমনি তিনি অনন্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেলেন। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বিই কেন হউন না, বিষয়াসক্তি যে পরিমাণে তাঁহার থাকিবে, সেই পরিমাণে তিনি ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত বোধ করিবেন।

আমরা ব্রাহ্ম হইয়া প্রতিদিন উপাসনাদি করিয়া কি পরিমাণে এই ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার এবং আলোকিত করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যৌবনে যে সকল বিলাস বাসনা, ভোগ স্পৃহা অসার কামনায় ভবিষ্যৎকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা যৌবন সীমার পরপারেও আসিয়া উপনীত হইয়াছে। কেন না বর্ত্তমানই ভবিষ্যতের জনক, সুতরাং বর্ত্তমানে যাহার জন্য ব্যাকুল ছিলাম তাহা সর্ব্বদা অগ্রে অগ্রে চলিয়া আসিতেছে। বয়োধর্ম্মে বিষয় বিশেষের বাসনা কিছু হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু একদিকে যেমন পান ভোজন আমোদ আহ্লাদ ভোগ স্পৃহার তীব্রতা কতক পরিমাণে কমিয়াছে তেমনি কতকগুলি বৃদ্ধিও হইয়াছে। ভূত কালের ক্রিয়া যে সকল ফল প্রসব করিয়াছে তাহাদের ভাবনায় এখনকার ভবিষ্যৎ আবার পরিপূর্ণ হইল। যৌবনে ভাবনা ছিল কিরূপে বিবাহ হইবে, কোথায় অর্থ পাইব, বিদ্যা মান সম্ভ্রম সংসার সুখ উপার্জ্জন করিব; তাহার পরে এই ভাবনা আসিল যে কেমন করিয়া পুত্র কন্যার লেখা পড়া হইবে, কোথায় কাহার সঙ্গে তাহাদের বিবাহ দিব, আমার অবর্ত্তমানে পুত্র পরিবার কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, কে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবে; সন্তান যদি না থাকে অন্যের জন্য ও এ সকল ভাবনা হয়। এইরূপে দেখা যায় যে পশ্চাতে এক প্রকার সংসার, সম্মুখে আর এক প্রকার সংসার, তবে আর ভবিষ্যতের পথ ক্রমে সহজ হইল কৈ? বরং যৌবনে আশা ভরসা উৎসাহ উদ্যম থাকে, বৃদ্ধ হইলে কেবলই অন্ধকার আর নিরাশা। বহুদিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা আশ্রয় লইয়াছেন, এবং উপাসনাদি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা একবার যেন ভাবিয়া দেখেন ভবিষ্যৎ কিরূপ উজ্জ্বল এবং আশাপ্রদ সুখকর বোধ হইতেছে। জীবনের প্রত্যেক পর মুহূর্ত্ত যদি অনিশ্চিত থাকে, কি করিব কোথায় যাইব যদি না বুঝিতে পারি, সম্মুখ ভাগ যদি লক্ষশূন্য নিরাকার আকাশময় বোধ হয়, তবে কি ভূতকাল একটী ঘোর অশান্তিপূর্ণ পরিণত সংসার আমাদের সম্মুখে রাখিয়া, আমাদিগকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া পলায়ন করিল? হায়! কি প্রতারক সংসার। সুখী করিবে বলিয়া শেষে পরকাল নষ্ট করিল। আমি যে এত জ্ঞান বুদ্ধির অভিমান করি, আমিই বা কেমন মূর্খ আত্মবিস্মৃত কৃপাপাত্র! বর্ত্তমান জীবনের ধর্ম্মোন্মত্ততার স্রোতে ভবিষ্যতের দিকে আপনিই টানিয়া লইয়া যাইবে, নানা প্রকার সুন্দর বস্তু ও রমণীয় দেশ দেখিতে দেখিতে এক আড্ডা হইতে অন্য আড্ডায় চলিয়া যাইব, কোথায় কাহার নিকট যাইতেছি সে ভাবনা আর থাকিবেনা, দয়াময় ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে জীবন সর্ব্বদা ভাসিতে থাকিবে, এইরূপ যদি অবস্থা হয় তবে জানিলাম যে দিন বৃথা গত হয় নাই। নতুবা তৈলকারের বলীবর্দ্দের ন্যায় ক্রমাগত এক স্থানেই ঘুরিতেছি অথচ মনে করিতেছি বহুদূর আসিলাম। সাধুরা ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল শান্তিপ্রদ করিবার জন্যই ভূতকালে নানা কষ্ট সহ্য করেন; আর মায়াবদ্ধ জীব ভবিষ্যতের দিক্ দিন দিন ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত করিয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই ব্যস্ত থাকে। ধন্য তিনি যিনি ভূতকালের প্রবল ঝঞ্ঝা ভীষণ বিপদরাশি অতিক্রম করিয়া শান্তিপূর্ণ নিরাপদ ভবিষ্যতের সুখকর সীমায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবং সেই স্থানকে চিরশান্তির আলয় মনে করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

জীবনহীন ধর্ম্ম অভিনয় বিশেষ।

মনুষ্যের সকল কার্য্যই কালসহকারে পুরাতন হৃদয়হীন প্রণালীগত হইয়া উঠে। যাহার উপর জীবনের সুখ দুঃখ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে কেবল তাহারই মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক ভাব চিরকাল অনুস্যুত থাকে, কিন্তু সাংসারিক লাভ ক্ষতির তারতম্যানুসারে সময় বিশেষে সে ভাবেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এমন কি আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ শোকে ভগ্নহৃদয় ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রতিবাসিনী নারীগণ কিছুদিন পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বক্ষে করাঘাত করত কৃত্রিম শোক চিহ্ন প্রদর্শন করে এমন প্রথাও এদেশে প্রচলিত আছে। সভ্যসমাজের অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ব্যক্তিদিগের আত্মীয় বন্ধুর বিয়োগশোকের আঘাত অপেক্ষা শোক পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য বিধান মহা চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয় হয় এমনও শ্রুত হওয়া গিয়াছে। অন্যান্য সকল বিষয় যদি এইরূপ নাটকাভিনয়ের ন্যায় কৃত্রিম এবং ভাবশূন্য হয় তবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সামাজিক সাধন ভজনের প্রণালী পূজা বন্দনা কেনই বা সে নিয়মের অন্তর্গত না হইবে? যখন জীবনের শোণিত প্রবাহের গতি অবরুদ্ধ হয় তখন কেবল বাহিরের কার্য্যগুলি থাকে। তাহা দ্বারা দর্শকগণের হৃদয় আর্দ্র হইতে পারে, কিন্তু অভিনয়কর্ত্তার কিছুই ভাবোদয় হয় না। এইরূপ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে কপটতা অসত্য আসিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া নট ও নর্ত্তকীগণ যেমন অভিনয় গান বাদ্য করে, মৃত ধর্ম্মের আচার্য্যগণ তেমনি বিশেষ বিশেষ ভাব লইয়া উপদেশ প্রার্থনা সঙ্গীত করিয়া থাকেন। তাহার পর যেখানকার ভাব সেই খানেই রহিল, যিনি যে অবস্থা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা লইয়াই সংসারে প্রত্যাগমন করিলেন, উপাসনাদি সদনুষ্ঠানের সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধই রহিল না। "রিচুয়ালিষ্টিক্" নামক এক প্রকার খ্রীষ্টীয়ান সম্প্রদায় আছে তাহারা হৃদয়ের ভাবকে উত্তেজিত করিবার জন্য ভজনালয়ে বাস্তবিকই এক প্রকার অভিনয় করে। খ্রীষ্টের মৃত্যু সম্বন্ধে যখন বক্তৃতাদি হয় তখন সমুদায় আলোক নির্ব্বাণ প্রায় করিয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর দৃশ্য প্রদর্শন করে। তাহারা আরো অনেক বাহ্যোপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কয় দিন লোকের হৃদয় বিগলিত হয়? পুরাতন হইলে উহা অভিনয় বিশেষ হইয়া পড়ে। একজন ক্রন্দনের স্বরে উপাসনা ও বক্তৃতা করিতেছেন, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে তাঁহার চক্ষে জল নাই; যদি জল থাকে তবে হৃদয়ে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই, যদি ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে তবে তাহাও কথকথা শুনিয়া সেই স্ত্রীলোকটীর যেমন অসার ভাব হইয়াছিল ইহাও তদ্রূপ। অবশ্য ধর্ম্মের এমন সকল সূক্ষ্মতম ভাব আছে যাহা পুরাতন প্রণালীর স্থূল বিধির মধ্যে বিবিধাকারে প্রকাশিত হইতে পারে। বাহিরে আমরা সেই পুরাতন আরাধনা প্রার্থনা ও গানের পুরাতন কথা শুনিতেছি, কিন্তু বিশ্বাসী ভক্ত সাধকের গূঢ় গভীর প্রীতি ভক্তির সুধাময় রসে তাহা অভিসিক্ত। জীবন্ত ধর্ম্মসাধনের বাহ্য প্রণালীও আপাততঃ দেখিতে অভিনয় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্বাসী শ্রোতা বক্তা উভয়ের হৃদয় আর্দ্র হয়। সুতরাং ভাবের অনন্ত বিচিত্রতার সঙ্গে কোন অবলম্বনীয় প্রণালী সমান মাত্রায় এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে মিলিত হইয়া চলিতে পারে না, কারণ ভাব অগণ্য ভাষা সীমাবদ্ধ। এই জন্য অনেক নূতন ভাবও পুরাতন প্রণালীর মধ্য দিয়া অনেক সময় প্রকাশ করিতে হয়। কিন্তু সে ভাবপূর্ণ অসম্পন্ন পুরাতন প্রণালীজীবনের স্রোতকে অবরুদ্ধ করিতে পারে না, ভাবহীন প্রণালীর পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন এবং তাহার অনবর্ত্তন করাই মৃত্যুর লক্ষণ, ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। কিন্তু জীবনের প্রবাহ যদি বদ্ধ হইয়া যায় তবে এসম্বন্ধে বিবেককে কেমন করিয়া নির্ম্মল রাখা যাইতে পারে এই এখন প্রশ্ন। অন্যে যে যাহা বলিতে চায় বলুক, আপনাকে আপনি কিরূপে সন্তুষ্ট করা যাইবে

তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। যতদূর সম্ভব সাধ্যানুসারে সত্য রক্ষা করিতেই হইবে। উপাসনা, প্রার্থনার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক অবস্থিতি করিতেছে তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিদূরিত না হইবে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা, সুখে আহার পান করিয়া নিদ্রা যাওয়া কোন মতেই শুভকর বোধ হয় না। এই মহারোগে সমস্ত ধর্ম্মসমাজ মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে, আমাদিগকে এজন্য বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

অধ্যাত্ম জাতি।

জর্জ্জসেণ্ট ক্লেয়ার ডারউইনের মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করত তন্মধ্যে ঈশ্বরের কৌশলরাজি প্রদর্শন করিতে যত্ন করিয়াছেন। অনন্ত জ্ঞান যখন জগতের মূল, তখন বিজ্ঞানবিদেরা যে কোন প্রণালীতে কেন তৎকার্য্য পর্য্যালোচনা করুন না, কৌশল প্রকাশ পাইবেই পাইবে, একথা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সেণ্ট ক্লেয়ার যেরূপ ডারউইনের মতে সায় দিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহার একান্ত প্রতিপক্ষ। যাঁহারা শুদ্ধ শরীর লইয়া বিচার করিবেন, তাঁহাদিগকেও ইতর প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্যের সর্ব্বথা বৈশিষ্য স্বীকার করিতে হইবে। ওয়ালেস্ সাহেবকে এই জন্যই এক মস্তিষ্ক * পর্য্যালোচনায় ইতর জন্তু হইতে মনুষ্যকে ক্রমিকোদ্ভেদ সম্বন্ধে ভিন্ন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমরা প্রথম হইতেই এ উভয়ের পার্থক্য স্বীকার করি, সুতরাং শারীরতত্ত্ব বিচারে যদি সেই কথাই সাব্যস্ত হয় অধিকতর আনন্দের বিষয়।

সেণ্ট ক্লেয়ার তাঁহার রচিত গ্রন্থ মনুষ্যমধ্যে অধ্যাত্ম জাতি আছে বলিয়া শেষ করিয়াছেন। এই কথার সঙ্গে আমাদের একতা আছে বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রদত্ত নাম প্রবন্ধের শিরোনাম করিয়াছি। এদেশে যে জাতিভেদ এখন কুসংস্কার এবং অনিষ্টের মূল হইয়াছে, তাহাও এক সময়ে স্বাভাবিক ভিন্নতার উপরে সংস্থিত ছিল। কেন না কথিত আছে,

> "যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
> যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্রৈনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।"

এখানে টীকাকার লিখিয়াছেন।

> "শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ ন জাতিমাত্রা দিত্যাহ যস্যেতি। যদ যদি বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ ন তু জাতিনিমিত্তে নেত্যর্থঃ।"

শম দমাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, শৌর্য্য বীর্য্যাদি দ্বারা ক্ষত্রিয়, উদ্যম নৈপুণ্যাদি দ্বারা বৈশ্য, বিনয় শৌচাদি দ্বারা শূদ্র। এইরূপ ব্রাহ্মণাদি ব্যবহার মুখ্য, জন্ম মাত্রে জাতি ব্যবহার মুখ্য নহে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে, বর্ণব্যঞ্জক যে পুরুষের যে লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, বর্ণান্তরেও যদি সেই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় তবে উহাকে সেই লক্ষণ জন্য যে বর্ণ হয় সেই বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে, জাতি অর্থাৎ জন্ম নিমিত্ত বর্ণ দ্বারা নহে। মনু এ দেশে জাতিভেদ প্রথা বদ্ধমূল করিবার মূল। তিনিও তপস্যা এবং বীজ প্রভাবকে অধম জাতির উৎকর্ষ সাধনে মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি কোন উৎকৃষ্ট বংশে অনার্য্য চরিত্র সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাঙ্কর্য্য দোষ অবস্থিতি করিতেছে এরূপ নির্দ্দেশ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। মহাভারতে ব্রাহ্মণ জাতিকে স্পষ্ট উপদেশ করা হইয়াছে, "শীল দ্বারা ব্রাহ্মণ্য, অতএব ব্রাহ্মণগণের শীল সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত" নতুবা তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ্য থাকিবে না। কেহ এ কথা বলিতে

* টিউটানিক জাতির ৯২ ইঞ্চ, ইস্কুইমক্স অসভ্য জাতির ৯১ ইঞ্চ, নিগ্রো জাতির ৮৫ ইঞ্চ, অষ্ট্রেলিয়ান্ এবং টস্মিসমানিগণের ৮২ ইঞ্চ, এবং বুসম্যান গণের ৭৭ ইঞ্চ। সুতরাং সভ্যাসভ্য জাতির মস্তিষ্কের পরিমাণ অতি অল্প ন্যূনাতিরেক। যে বনমানুষ বা গরিলা মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া এত আড়ম্বর তাহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ ২৮ ইঞ্চ এবং ৩০ হইতে সাড়ে ৩৩ ইঞ্চ। ওয়ালেস্ সাহেব বলেন, গরিলা বা বোনমানুষের যে পরিমাণ মস্তিষ্ক, অসভ্য জাতির তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক মস্তিষ্ক থাকিলেই চলিত। তবে এত অধিক কেন? কেন না মানুষ মানুষ, মানুষ বন্যজন্তু নহে।

পারেন না, এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতিতে অহঙ্কার পোষণ করা হইয়াছে। যদি কোথাও অহঙ্কার প্রতিপোষণের কারণ থাকে, তবে তাহা মনুতে। সেখানেও লিখিত হইয়াছে।

"সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্য মুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব গৃহ্ণীয়াদবমানস্য সর্ব্বদা॥"

ব্রাহ্মণ ব্যক্তি বিষের ন্যায় সম্মান হইতে উদ্বেগ লাভ করিবেন, সর্ব্বদা অপমানকে অমৃতের ন্যায় গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ হৃদয়ে কেহ আপনাকে চণ্ডালাপেক্ষা হীন না জানিলে উচ্চতা লাভ করিতে পারে না, ইহা শাস্ত্রকারেরা বিলক্ষণ বুঝিতেন। এই জন্যই তাঁহারা

"ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রম জাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়।

ইত্যাদি উচ্চ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম জাতি বলিতে আমরা কি বুঝাইতে চাই? আমরা জাতি সম্বন্ধে ভেদবাদী কি অভেদবাদী? যাঁহারা আমাদিগের মত জানেন তাঁহারা বলিবেন আমরা জাতি সম্বন্ধে অভেদবাদী, আমরা সমুদায় মনুষ্য জাতিকে এক মনুষ্য জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এ কথা সত্য, কিন্তু এ বলিয়া আমরা এ কথা বলি না, প্রত্যেক মনুষ্য একই গুণবিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণতারতম্য নাই। গুণতারতম্য থাকিলেও তাহারা এক, কেন না নাসিকা চক্ষু প্রভৃতির গ্রহণ শক্তির তারতম্য থাকিলেও সমুদায় দেহ সম্বন্ধে তাহারা এক এবং অভিন্ন। শম দম শৌর্য্য বীর্য্য উদ্যম নৈপুণ্যাদিতে মনুষ্য পরস্পর হইতে ভিন্ন, কিন্তু তাহা বলিয়া সমগ্র মনুষ্য জাতি হইতে তাহারা ভিন্ন নহে, এই গুণতারতম্যের সমষ্টি মনুষ্য জাতি। অধ্যাত্ম জাতি শব্দে আমরা ইহাই নির্দ্দিষ্ট করিতে চাই। মনুষ্যসম্বন্ধে যাহা কিছু দৈহিক ধর্ম্ম তাহা মনুষ্য নহে, যাহা কিছু আত্মার ধর্ম্ম তাহাই মনুষ্য। মনুষ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইলে, তাহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার আত্মাকে চিন্তার বিষয় করিতে হইবে। এরূপ করিয়া চিন্তা করিলে কাহার কোন বিষয়ে উপযোগিত্ব, কাহার নিকটে কোন বিষয় শিক্ষণীয় আছে, আমরা তাহা বুঝিতে সক্ষম হইব। সেণ্ট ক্লেয়ার বলিয়াছেন, ঈশা প্রভৃতির ন্যায় উচ্চ জাতির প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ যে সকল লোকের মধ্যে অধ্যাত্ম জাতির বীজ নিঃক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন ক্ষেত্রভেদে তাহা বহু আকার ধারণ করিয়াছে। এ কথা সত্য, এই রূপেই পৃথিবীতে অধ্যাত্ম জাতি দিন দিন দৃঢ় মূল হইতেছে, এবং কালে ইহা হইতে বহু শাখা প্রশাখা বিনিঃসৃত হইয়া মনুষ্য জাতিরূপ বৃক্ষের আশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিবে তাহাতে আর সংশয় কি? কিন্তু আমরা এই একটী কথা বিশেষ বলিতে চাই যে, মনুষ্যে অধ্যাত্ম ভাব বহুতরতম থাকিলেও উহার সকলটীরই বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সকলটীই স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে শ্রেষ্ঠ, কোনটীই হেয় বা পরিত্যাজ্য নহে। সকলের যথা স্থানে সন্নিবেশ হইলেই সমষ্টিতে মনুষ্য জাতি পূর্ণাবয়ব লাভ করে, এবং সমষ্টিতেই উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে। উপযুক্তের অবস্থিতি এবং অনুপযুক্তের তিরোধান এ নিয়ম, এস্থলে ডারউইনের মতবাদীরা যেরূপ বলেন সেরূপে হইবে না। কেন না প্রত্যেক ব্যক্তিতেই হেয়াংশ আছে। ঐ হেয়াংশ তত্তদ্বৃত্তি মধ্যে বিনাশের বীজ আছে বলিয়াই সংঘটিত হয়। যেমন ক্রোধে আত্ম বিনাশের বীজ, প্রেমে আত্মপোষণের বীজ আছে। ক্রোধ আপনাকে আপনি বিষয়ের বিনাশে বিনাশ করে, প্রেম নিজের বিষয়কে নিত্য এবং স্থায়ী করিয়া স্বয়ং নিত্য হয়। অধ্যাত্ম জাতির উন্নতি ও স্থিতি এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে। এই আমাদিগের মত, এবং ইহাই প্রকৃতিসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয়।

হাফেজ।

২য় খণ্ড।

প্রেমিকদিগের ধর্ম্মে গুণ গৌরবের সমাদর নাই, এখানে না বংশ মর্য্যাদা, না ধন সম্পদ বিদ্যা স্থান পায়। যে

সভাতে সূর্য্য ধূলি বিন্দুর মধ্যে পরিগণিত, সেখানে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করা অত্যন্ত অশিষ্টতা।

যদি জগতে নিত্য জীবন লাভ করিতে চাও, তবে সুরাপান কর, স্বর্গীয় সুরা ব্যতীত তাহা লাভের অন্য হেতু নাই।

প্রেমের পথে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। এই প্রান্তরের হরিণের নিকট ব্যাঘ্র পলাইয়া যায়।

নেতা ব্যতীত প্রেমবর্ত্মে পদার্পণ করিও না, যিনি পথ প্রদর্শক ব্যতীত এ পথে চলিয়াছেন, তিনিই পথভ্রান্ত হইয়াছেন।

দীনহীন প্রেমিকদিগকে অবজ্ঞা করিও না, যেহেতু এ সকল লোক মুকুট ও পরিচ্ছদ বিহীন রাজা।

আমি সুরাপায়ী সখাদিগের সৎসাহসের দাস, কপট বেশ মলিন হৃদয় লোকদিগের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না।

গর্ব্বিতভাবে সুরালয়ে পদার্পণ করিও না, সেই দ্বারে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহারা রাজার সখা।

অনুকূল বায়ু প্রবাহের সময়ে সচেতন থাকিও, সেই সময়ে একটী যব কনিকায় সহস্র সাধনার ফল পাওয়া যায়।

হে প্রফুল্লানন সখে! আমার এই নেত্ররূপ উৎস দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টি কর, এ তোমার আশাতেই নির্ম্মল জলপ্রবাহ ধারণ করিতেছে।

এস এস ক্ষনকাল সুরাপানে বিহ্বল হই, হয়তো তাহাতে এই অরণ্যে ধন ভাণ্ডার পাওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি এক বিন্দু সুরা (সংসারাসক্তি) হস্ত হইতে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহার হস্ত অভিলষিত বন্ধুকে প্রাপ্ত হয়।

যাহার আস্তিন খর্ব্ব সে হাত বাড়াইতেছে। এস হৃদয়! আমরা লজ্জায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

চতুরতা করিও না, যে ব্যক্তি সরলভাবে প্রেমের খেলা না খেলে, তাহার প্রেম দুঃখের দ্বার তাহার হৃদয়ের অভিমুখে উন্মুক্ত করে।

সুফী যদি উপযুক্ত পরিমাণে (নিজের ক্ষমতানুরূপ) সুরাপান করে তবে পান করুক, নচেৎ এই চিন্তা ভুলিয়া যাউক।

সখে! আমার কথা মনোনীত হইয়াছে, তজ্জন্যই উহা গ্রাহ্য করিয়াছ। সত্য সত্য প্রেম-বাক্যের কিছু লক্ষণ আছে।

যে ব্যক্তি নিজের ধন মান বিদ্যার প্রতি দৃষ্টি রাখে, সে প্রকৃতরূপে প্রেম পথের তত্ত্ব পাইতে পারে না।

সুরালয়বাসিদিগের সঙ্গে নিজের গুণ গরিমার গল্প করিও না; তাঁহাদের সকল কথার স্থান আছে, সকল বাক্যের ভূমি আছে।

শত্রুকে বল যে সে চলিয়া যাউক, হাফেজের নিকটে যেন আর বচন বিক্রী না করে, আমার লেখনীরও বাক্ শক্তি আছে।

এমন দয়ালু লোক কোথায় যে এক জন শোকার্ত্ত তাঁহার আনন্দ নিকেতন হইতে এক বিন্দু পান করিয়া অবসন্নতার অপনোদন করিতে পারে।

শুদ্ধদর্শী শুদ্ধদৃষ্টি যোগে প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, অশুদ্ধ লোচন দ্বিধাদর্শী লোক অসার লোভে বাধা পড়ে।

নৃত্য করিতে করিতে সখার করবালের মুখে যাওয়া বিধি, যেহেতু যিনি তাঁহার করবালের আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার শুভ পরিণাম হইয়া থাকে।

মহাশয়! আমাকে যে পুনর্ব্বার ঐ পণ্যকুটীর দেখিবে সে দিন অতীত হইয়াছে। পান-পাত্র-দাতার আনন এবং পান পাত্রের অধরের সঙ্গে এইক্ষণে আমার কার্য্য উপস্থিত।

আমি মসজিদ ছাড়িয়া মদিরালয়ে স্বইচ্ছায় আসি নাই, ইহা আমার অদৃষ্টের শুভ ফল।

সমুদায় সুফী লোকই সত্যপায়ী ও সহধর্ম্মী, মধ্য হইতে এই দগ্ধ হৃদয় হাফেজেরই কেবল দুর্নাম।

প্রতিক্ষণ এই দগ্ধান্তঃকরণের প্রতি তাঁহার নব নব প্রেম, দেখ এই দীনহীন কেমন দয়ার অধিকারী হইয়াছে!

প্রেমের যাতনা এরূপ যাতনা যে তাহার প্রতীকারের জন্য যত অধিক চেষ্টা করিবে তত তাহা গুরুতর হইবে।

প্রতি রজনী আমার আর্ত্তনাদ আকাশে উত্থিত হইতেছে. এ বিষয়ে এ নগরে আমি প্রথম ব্যক্তি।

আমি যে অশ্রু বর্ষণ করিতেছি তাহা জেন্দা নামক স্রোতস্বতী যোগে ইস্পাহান ও সিরাজের সমুদায় ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিবে।

হে ঈশ্বরদর্শী, তুমি চলিয়া যাও, আমার ভাগ্যে স্বর্গ আছে, পাপী দয়ার অধিকারী বটে।

শুদ্ধ আমিই যে তোমার সেই কুসুমাননের উদ্দেশ্যে গান করি তাহা নয়, সহস্র বোল্‌বোল্ তোমার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে।

হে পূজ্যপাদ গুরু খেজর! তুমি আমার হস্ত ধারণ কর, আমি পদব্রজে যাইতেছি ও আমার সহযাত্রীগণ যানারূঢ়।

সুরালয়ে এস এবং বদনকে আরক্তিম কর, তপস্যা কুটীরে যাইও না সেখানে মলিন কর্ম্মা লোক সকল বাস করে।

আমার দেহ-মৃত্তিকাকে সুরা-জলে কর্দ্দম কর, তদ্দ্বারা এই প্রান্তরে হৃদয়ের জন্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করা যাইবে।

সখার সৌন্দর্য্যের যে অনেক ব্যাখ্যা হইল, ইহাও একটী বর্ণ মাত্র বটে। তাহার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যায় সহস্র সহস্র প্রবন্ধ রচিত হইতে পারে।

এক সুন্দর অট্টালিকার বিবরণ।

সমাগত প্রিয় বন্ধুগণ! অদ্যকার শুভদিনে, আনন্দ উৎসবের দিনে তোমরা ঈশ্বরের নামে আনন্দ করিবার জন্য

উৎসুক হইয়া এখানে সবান্ধবে দয়াময় ঈশ্বরের পুজায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, এ সময় কোন কঠোর কর্ত্তব্যের নীরস কথা শুনাইয়া, ধর্ম্মের শাণিত ক্ষুরধারের পথের কথা বলিয়া আমি তোমাদিগকে চিন্তান্বিত এবং ভীত করিতে ইচ্ছা করি না, এক খানি সুন্দর মনোহর ছবি আমার মনে প্রতিভাত হইতেছে সেই কথা তোমাদিগকে বলিতে চাই।

আদর্শ ধর্ম্মজীবন সাধুজীবন এক সুরম্য প্রাসাদের ন্যায় কোন রমণীয় প্রান্তরে সংস্থাপিত। তাহার ভিত্তি অতি সুদৃঢ় এবং প্রশস্ত, প্রথম তল গৃহও অতিশয় সুপরিষ্কৃত স্বাস্থ্যকর, দ্বিতীয় তলেরত কথাই নাই। এই গৃহের গঠন, কারু কার্য্য এবং বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণ পথিকদিগের নয়ন মন হরণ করে দ্বিতীয় তলের উপরিভাগে এক উন্নত চূড়া স্বর্গপথে উত্থিত হইয়াছে এবং তদুপরি এক সুন্দর পতাকা নিরন্তর বায়ুভরে উড্ডীন হইতেছে। অট্টালিকার সম্মুখে সুমন্দ প্রবাহিনী এক স্রোতস্বতী, চতুঃপার্শ্বে প্রস্ফুটিত কুসুম কানন, তাহাতে নানা জাতীয় পক্ষীগণ দিবানিশি গান করিতেছে, পুষ্পের সুখকর সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়া আছে, সেখানে শান্তিস্নিগ্ধ দক্ষিণ বায়ু সদাকাল প্রবাহিত হইতেছে এবং পূর্ণশশধর তারাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শুভ্র সৌধশিখরে রজতময় জ্যোৎস্না রাশি ঢালিয়া দিতেছে। তন্মধ্যে গৃহস্বামী দিব্য দেহধারী এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কখন একাকী কখন পারিষদগণ সঙ্গে বিহার করেন। স্বর্গের দেবতারা সেই গৃহ মধ্যে সভা করিয়া বসেন এবং বীণা যন্ত্র ও মধুর মৃদঙ্গের সহিত সুললিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া ব্রহ্মগুণ গান করেন। স্বর্গীয় শোভা এখানে প্রকাশিত হয়, শ্রান্ত পথিকগণ ইহার শীতল ছায়ায় বসিয়া সংসারের গভীর গ্লানি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করে

কোন মহাত্মা বলিয়াছেন, "তোমরা কি জাননা যে তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরস্বরূপ?" বাস্তবিক সাধুজীবন ঈশ্বরের বিলাসভবন সদৃশ। যে গৃহের কথা বলিলাম ইহার ভিত্তি বিশ্বাস, প্রথম তলগৃহ সচ্চরিত্রতা ও নিষ্ঠা, দ্বিতীয় তল বৈরাগ্য প্রেম ভক্তি যোগ সমাধি; ইহার চূড়া মুক্তি, সেই মুক্তিচূড়ার উপর "সত্যমেব জয়তে" নামাঙ্কিত পতাকা ব্রহ্মকৃপা সমীরণ ভরে সর্ব্বদা উড্ডীন হইতেছে। একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অট্টালিকা ইহাই আমাদের আদর্শ জীবন।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় এই গৃহের অংশ বিশেষ নির্ম্মাণ করিয়া শ্রান্ত হয়, কেহবা অংশকেই সম্পূর্ণ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। এই জন্য এ রাজ্যের লোকেরা বলিয়া থাকে যে এরূপ সুন্দর আদর্শমন্দির এখন কেহ করিতে পারে না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেরূপ উপাদানের বড় অভাব এবং তাহা অতি দুর্ম্মূল্য। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা বলিয়া থাকে কেবল তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজও ইহাতে যোগ দান করেন। তাঁহারাও বলেন একালে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ঘর কেহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। অথবা মুখে বলুন আর না বলুন, কার্য্যেতে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। কেহ কেবল দুর্ব্বল ভিত্তির উপর প্রথম তল নির্ম্মাণ করেন, তাহার উপর ত্রিশূল নাই, চূড়া নাই, ধ্বজাও নাই, নাড়া গির্জ্জার মত হইয়া রহিয়াছে। কেহ খানিক ভিত্তি মাত্র গাঁথিয়াই বসিয়া আছেন। কাহারো বা ভিত্তিও নাই দোতলাও নাই, কেবল একতলা মাত্র হইয়াছে। কেহবা আসমানেই দুইতলার ঘর তুলিয়া বায়ু ভরে আন্দোলিত হইতেছেন। একটী বিপদের ঝটিকা আসিলেই ইহাঁদের সকলের ঘর চূর্ণ হইয়া যাইবে। যে সকল ব্রাহ্ম আসমানের উপর একবারে দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করেন তাঁহাদিগকে শীঘ্রই নির্ব্বাসিত হইতে হয়, বাড়ীর চিহ্ন মাত্র থাকে না, যেন বানের জলে ধুইয়া যায়। যাঁহাদের ভিত্তি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় তাঁহারা এক তলা ঘরে এক প্রকার সুখে বাস করিতে পারেন, কিন্তু উপর তলার শীতল সমীরণ সেবনে বঞ্চিত। যাঁহাদের ভিত্তি নাই কেবল একতলা ঘর আছে শূন্যের দ্বিতলাবাসীদিগের ন্যায় তাঁহাদের অবস্থা। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকে বলেন প্রাগুক্ত আদর্শানুযায়ী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ঘর এ দেশে হয় না। কিন্তু এক জন কারীগর সাহসের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং হইতে পারে কি না তাহা দেখাইতেছেন। পূর্ব্বেকার কারীগরেরা এইরূপ ঘর কতক পরিমাণে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ছিল। তদ্ভিন্ন কোন কালেরই ইহা হয় না। আমাদের কারীগর হয় না একথা বলিতে দেন না। তিনি বলেন প্রাণ যাউক, বা থাকুক, ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত শক্ত করিয়া গাঁথিতেই হইবে, তাহার উপর পতাকাও উড়াইতে হইবে। ঋণ করিতে হয় কর, ভিক্ষা করিতে হয় ভিক্ষা কর, যেমন করিয়া হউক, ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিতেই হইবে।

ভ্রাতৃগণ! আমি ভয় করি পাছে তোমরা শূন্যে দুইতলা নির্ম্মাণ করিয়া শেষ বিপদগ্রস্ত হও। অগ্রে দোতলা নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস পাইও না, ভিত্তিকে দৃঢ় কর, করিয়া তাহার উপর এক তলা ঘর আগে ভাল করিয়া গাঁথ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দোতলার উপাদান সামগ্রী সকল আহরণ করিয়া রাখিও। এইরূপ করিলে তোমাদের ঘর ঝড় বাতাসে হেলিবেনা এবং পড়িয়াও যাইবে না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ সত্য অভ্রান্ত পদার্থ বলিয়া তাঁহার কৃপায় অটল বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক উৎসাহ অনুরাগের সহিত প্রতিদিন উপাসনা করিতে থাক। তাহাতে তোমাদের চরিত্র সংগঠিত হইবে, তাহার পর দোতলা অর্থাৎ প্রেম ভক্তি যোগ সমাধি সহজেই নির্ম্মিত হইবে। কারণ, তখন তোমাদের মান সম্ভ্রম ও উচ্চতর বিলাস সুখ সম্ভোগের জন্য দ্বিতীয় তল নির্ম্মাণ করিতেই হইবে। আপাততঃ সে জন্য ব্যস্ত না হইয়া দৈনিক উপাসনার প্রতি নিষ্ঠা, সত্য পালনে দৃঢ়তা, চরিত্র সংশোধনে একাগ্রতা, এবং দয়া পরোপকার

দ্রব্যে অনুরাগ ইত্যাদি সাধু প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল হও। কিন্তু ঐ ঘরের ছবি খানি সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে থাকিবে। ঐরূপ সুন্দর শোভনীয় নিকেতন নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরকার সজ্জিত গৃহে প্রেমময় ঈশ্বরকে বসাইতে হইবে এবং সাধু মহাত্মাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভাল করিয়া উৎসব করিতে হইবে। তাহা হইলে জীবনমন্দির সাধুদিগের সমাগমে এবং ঈশ্বরের পদার্পণে চির উৎসবের মন্দির হইয়া চির শান্তি দান করিবে। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সাধুকার্য্যে সহায় হউন, তাঁহার নাম ধন্য হউক।

[খিদিরপুর প্রার্থনা সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতার সারাংশ]

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

আচার্য্যের উপদেশ।

বর্ষশেষ নিশীথ উপাসনা।

বুধবার ৩০ চৈত্র ১৭৯৮ শক।

বাল্যকালে বৃদ্ধেরা আমাদিগকে অন্ধকারে যাইতে নিষেধ করিতেন। তাঁহারা এই বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে অন্ধকারে ভূত, বিভীষিকা ইত্যাদি বাস করে। ধর্ম্মরাজ্যের বাল্যকালও এইরূপ। উভয় স্থলেই বালকের পক্ষে অন্ধকার ভয়ানক, অন্ধকার বিষবৎ পরিত্যাজ্য। এখনও অন্ধকার মনে হইলে আমাদের গা ছম্ ছম্ করে। একাকী ঘোর অমাবস্যা রজনীতে বসিতে কাহার না শরীর কম্পিত এবং স্তম্ভিত হয়? কিন্তু ধন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম!! কেননা ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ঈশ্বরকে প্রদর্শন করেন তিনি যেমন জ্যোৎস্নার ভিতরে বাস করেন তেমনি ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার অবস্থিতি। অধিকাংশ যোগী ঈশ্বরকে অন্ধকারময় গর্ত্তমধ্যে পাইয়াছেন। অনেকে সম্মুখস্থ আলোক নির্ব্বাণ করিয়া ঈশ্বরের প্রেমমুখ দেখিয়াছেন, আবার অনেকে রজনীতে হাতে আলো ধরিয়া এবং দিবা দ্বিপ্রহরের আলোকের মধ্যে সেই জ্বলন্ত ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন। যদি এই দুই কথাই সত্য হয় তবে আমরা কেন আলোর পক্ষপাতী হইব? কেন বলিব আলো না হইলে ঈশ্বরের প্রকাশ হয় না? এখন রাত্রিঘোরান্ধকার, উহা সকাল পর্য্যন্ত এই অন্ধকার থাকিবে, এই অন্ধকার মধ্যে কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিব? কেন, এ সময় কি ঈশ্বর পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছেন? এই সময় যদি মন্দিরের কোন উপাসক তাঁহাকে ডাকে তিনি কি তাহাকে বলিবেন "আবার সূর্য্য উদয় হউক তবে তুমি আমার দেখা পাইবে"? আকাশে যতক্ষণ সূর্য্য থাকে ততক্ষণ কি সত্যসূর্য্যের অবস্থিতি? যখন সূর্য্য চলিয়া যায় তখন সূর্য্য কি পৃথিবীকে বলে "আমি তোর ঈশ্বরকে লইয়া চলিলাম?" অন্ধকার কি বলে "এখন আমার রাজ্য; এখন কেহই ধার্ম্মিক হইও না?" অন্ধকার কখনও এরূপ ভয়ানক কথা বলে না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি গভীর নিশীথ অন্ধকারকেও সাধন দ্বারা মিষ্ট করা যায়। মনুষ্য, তুমি মনে করিও না, আজ কাল ব্রাহ্মেরা অন্ধকারকে বাড়াইতেছেন। ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি চিরকাল সূর্য্যের আলোক, প্রদীপের আলোক, সম্পদের আলোকের মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছ, এই জন্য অন্ধকারের মূল্য বুঝিতে পারনা। অনেক দিন আলোকের মধ্যে অবস্থান করিলে অন্ধকারের মহিমা ভুলিয়া যাইতে হয়। অন্ধকারের মধ্যে কত রত্ন পাওয়া যায় অন্ধকার মধ্যে বাস না করিলে তাহা জানা যায় না। যিনি অন্ধকারের মধ্যে সুখভোগ করিয়াছেন, অধিকক্ষণ সূর্য্যালোকের মধ্যে থাকিলে তাঁহার মন অন্ধকারের জন্য ব্যাকুল হয়। কখন আবার সন্ধ্যার পর দয়ালের কাছে গিয়া বসিব, তিনি এই ভাবেন। এক বৎসরের পর এক রাত্রি ঈশ্বরের পূজা করিব। ইহাতে কেন অবহেলা করিব? বর্ষান্তে একবার নিশীথ সময়ে পিতাকে ডাকিব। এই সময় নির্জন সাধনের কত সুযোগ হইবে। যত গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করিব তত ভিতরের নূতন শক্তি খুলিয়া যাইবে। মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে অন্ধকার মধ্যে, এই প্রকাণ্ড বিশ্বের জন্ম হইয়াছে অন্ধকার মধ্যে। ঘোর অন্ধকার গর্ভে ঈশ্বরের আদেশ এবং সাহায্যে এই সকল তেজোময় চন্দ্র সূর্য্য গঠিত হইয়াছিল। অন্ধকার মধ্যে ঈশ্বরের সংকল্প পূর্ণ হইয়াছে। অন্ধকার না হইলে কেহ মন্ত্র শিখিতে পারে না। অন্ধকারে ভয় দেখিয়া যদি না কাঁদি, ঘোর অন্ধকার মধ্যে যদি ধ্যান না করি, বিপদের অন্ধকার মধ্যে যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় না হই, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন পূর্ণ হইতে পারে না। দিন চলিয়া গেল। রাত্রি মৃত্যুকে আহ্বান করিল। যখন দেখিব বাহিরের আলোক আসিয়া মনকে দুশ্চরিত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের মধ্যে গিয়া দ্বার বন্ধ করিব, এবং সেই অন্ধকার মধ্যে বৈরাগী হইয়া তপস্যা করিব। সেখানে দুই ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এবং নিজের উদ্ধারের বিশেষ উপায় সকল আবিষ্কৃত হইবে। আবার যখন আলোক আসিয়া মনকে চঞ্চল অথবা বিক্ষিপ্ত করিবে আবার সেই অন্ধকারে প্রবেশ করিব। অন্ধকার আমাদের শান্তিধাম। অতএব হৃদয়ের অন্ধকারকে কোন ব্রাহ্ম তুচ্ছ মনে করিও না। এই নিশীথ অন্ধকার মধ্যে নিজের নিজের চরিত্রকে নিরীক্ষণ কর। চরিত্রের ভিতরে কত দাগ, কত কলঙ্ক লাগিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখ। ৩৬৫ দিন অতিবাহিত হইল, আবার নববর্ষ আসিল। এই অন্ধকার এবং নির্জ্জনতার মধ্যে বসিয়া আপনাকে দেখ আর ঈশ্বরকে দেখ। পৃথিবীর অল্পদর্শী লোক আলো ধরিয়া আপনাকে দেখে। তোমরা ব্রাহ্ম, তোমরা অন্ধকারকে ডাকিয়া আনিবে। তোমরা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিবে;—"এস ঈশ্বর, তোমাকে দুই একটী গুপ্ত কথা বলিব।" ঈশ্বর বুঝিবেন তুমি বৈরাগ্য-প্রিয় হইয়াছ। গুপ্ত মন্ত্র তিনি কদাচ বাজারে প্রকাশ করিবেন না। অতএব ঘোরান্ধকারের ভিতর দিয়া

গোপনে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে অভ্যাস কর। বন গমন করিতে বলিতেছি না, অথবা কেবলই পৃথিবীর মধ্যে থাকিবে তাহাও নহে। যখন দেখিবে হৃদয়যন্ত্র বিকল হইয়াছে, তখনি অন্ধকার সাগরে ঝাঁপ দিবে। অন্ধকার সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে যখন অমৃত বাহির হইবে তখন জগৎ বুঝিবে অন্ধকার ভিন্ন রত্ন পাওয়া যায়না। অতএব হে ব্রাহ্ম সাধক, যদি রত্নপ্রিয় হও, তবে শ্মশানবাসী সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া অন্ধকার পূজা, কালপূজা কর। [নিশীথ সময়ের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি হইল] পুরাতন বর্ষ শেষ হইল। যাও তবে পুরাতন বৎসর। এস ঘোর দ্বিপ্রহরা রজনী, তোমার গাঢ় অন্ধকার মধ্যে যোগীরা, দেবতারা যোগ সাধন করিয়াছেন, আমরাও তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা করি। অনন্তকাল আমাদের জীবনের একটী বৎসর হরণ করিয়া লইল। মৃত্যুর এক বৎসর নিকট হইল, আমাদের পরমায়ুর এক বৎসর হ্রাস হইল। বৎসরের মৃত্যু হইল, এই জন্য প্রকৃতি দুঃখের চিহ্ন স্বরূপ অন্ধকার রূপ কাল বসন পরিলেন। এক জন পরিচিত বন্ধুর মৃত্যু হইল। পুরাতন বৎসর যাইবার সময় বলিয়া গেল, মনুষ্যগণ, তোমাদের জীবন ক্ষীণ করিয়া চলিলাম। চির কালের জন্য পরমায়ুর এক বৎসর চলিয়া গেল। কিন্তু আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি তাহা সঙ্গে লইয়া গেল না। আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে। নূতন বৎসর, তুমি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তোমাকে কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিব? নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নূতন পবিত্রতার বসন পরিয়া যদি প্রাতঃকালে উঠিতে পারি তবেই আমরা ধন্য। ঈশ্বর সহায় হউন! তিনি আমাদের পুরাতন মনের মধ্যে নূতন পুণ্য দান করুন! তাঁহার কৃপা আসিয়া আমাদের চরিত্র নির্ম্মল করুক! আমাদের অন্য আশা ভরসা নাই। ঈশ্বরকে সহায় জানিয়া আবার এক বৎসরের জন্য জীবন তরিকে ভাসাইয়া দিই।

আচার্য্যের উপদেশ।

মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ।

১১ই পৌষ, ১৭৯৩ শক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে আসিয়াছেন কেবল সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য। সকল বিরোধী মতের সামঞ্জস্য এবং সকল বিরোধী দলের মধ্যে স্বর্গীয় বন্ধুতা স্থাপন করা ইহাঁর উদ্দেশ্য। মীমাংসা শাস্ত্রের কথা তোমরা শুনিয়াছ, শান্তি সংস্থাপক বন্ধুর কথা তোমরা শুনিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যেখানে ঐক্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে ঐক্য স্থাপন করা ইহাঁর লক্ষ্য। পূর্ব্বকালে আর্য্য জাতির মধ্যে যোগ এবং সমাধির ধর্ম্ম প্রবল ছিল। যখন মহর্ষিগণ সংসারের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ পর্ব্বত শিখরে বসিয়া আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেন, এবং একাকী প্রাণের মধ্যে প্রাণেশ্বরকে দর্শন করিতেন। তখন সেই এক প্রকার ধর্ম্ম প্রণালী ছিল। চারিশত বৎসর অতীত হইল নবদ্বীপ মধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্য ভক্তির সাধন প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল জ্ঞান ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান মধ্যে নিমগ্ন থাকিলে ব্রহ্মকে হারাইতে হয়, এই জন্য ভক্ত চূড়ামণি চৈতন্য কি করিলেন? হৃদয়াসনে প্রেম স্বরূপ ঈশ্বরকে বসাইয়া সেখানে তাঁহার পূজা করিলেন। নামামৃত সকলকে পান করাইলেন। এক শত কেন, সহস্র সহস্র লোক নামামৃত পান করিয়া উন্মত্ত হইল। যে দেশ নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল, এই নামের গুণে সেই দেশ সজীব হইল; যে স্থান মরুভূমি হইয়াছিল, সেই স্থানে হরিনাম বীজ বপন করাতে প্রেম ভক্তিপুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইল। এই হরি নামামৃত পান করিয়া সহস্র নর নারী আত্মাকে পোষণ করিল। কোথায় পর্ব্বত শিখরে নির্জ্জনে ব্রহ্ম চিন্তা, কোথায় সহস্র সহস্র উন্মত্তদিগের মধ্যে একত্রিত হইয়া পিতার প্রেমে উন্মত্ত হওয়া. ইহা ভাবিলে মনে হয় এই মত পরস্পর কত বিরুদ্ধ। কিন্তু শুষ্ক ব্রহ্মচিন্তা, এবং কোমল ভক্তির সাধন এই দুইটীকে একত্র করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ধ্যানশীল মহর্ষির ঈশ্বর যিনি প্রেমিক ভক্তের ঈশ্বরও তিনি ইহা কে বুঝাইয়া দিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। সহস্র লোক প্রেম ভক্তিতে উন্মত্ত হইলে কল্পনার পথে পড়িতে হয়, কে একথার প্রতিবাদ করিলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। মীমাংসার শাস্ত্র আমরা পাইয়াছি। শান্তি সংস্থাপক বন্ধুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দিন ইহাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে সেই দিন হইতে বুঝিয়াছি. পৃথিবীতে কোন প্রকার বিচ্ছেদ থাকিবে না, প্রেমের মিলন আসিবে। বন্ধুগণ! ধৈর্য্য অবলম্বন কর বিলম্বে আসিবে। সকল বিরোধী দল একত্রে বসিবে। ভক্তবৎসল ঈশ্বর সকলের মুখে তাঁহার নামসুধা ঢালিয়া দিবেন। অসম্ভব যাহা তাহা সম্ভব করিবেন ব্রাহ্মধর্ম্ম। ধ্যান এবং ভক্তিসাধনের ঐক্য হইবে ব্রাহ্মধর্ম্মে। নিমীলিত নয়নে যদি সমস্ত দিন ব্রহ্মধ্যান করি, ইনি ব্রহ্ম নন, ইনি ব্রহ্ম নন, নেতি, নেতি, এইরূপ সাধন ক্রমাগত করিয়া অবশেষে সকলের অতীত এক নিরাকার পুরুষকে দেখিব। সকলকে ভুলিয়া গিয়া একাকী ধ্যানগৃহে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়। নির্জ্জনতার মধ্যে আপাততঃ অন্ধকার দেখিয়া মনে হয়, এপথে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? এপথে কি সুন্দর ঈশ্বরকে দেখা যায়? পূর্ব্বকালের সেই কঠোর সাধনতত্ত্ব যদি আমরা অবগত হই তাহা হইলে দেখিব তাহার ফলও কেবল শুষ্ক। সেই সাধনে পৃথিবী ভাল লাগে না, স্ত্রী পুত্র সকলকে বিষবৎ মনে হয়, পৃথিবীর তাবৎ বস্তুর উপর বিরাগ জন্মে, কেবলই নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মানুসন্ধান করিতে ইচ্ছা হয়। ইহাতেই ধ্যানপরায়ণ লোকের আনন্দ। পক্ষান্তরে অনেকে ভয় করেন যদি আমরা প্রেমোন্মত্ত হই, অবশেষে হয়ত ধ্যান-

বিহীন হইতে পারি, একাকী থাকা, বৃক্ষ লতার নিকট উপদেশ গ্রহণ করা কঠিন হইবে, ধ্যানের নাম শুনিবা মাত্র মনে বিরাগ হইবে। নির্জ্জনে থাকা কঠিন হইবে। তাঁহারা বলেন যেখানে ভ্রাতা ভগ্নী নাই সেখানে উপাসনা হয় না। এই উভয় দলের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম আশার কথা বলিতেছেন। ধ্যানশীল ব্যক্তিদের আশঙ্কা নাই, কেননা ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন প্রেমের ধর্ম্ম, ইহা তেমনই ধ্যানের ধর্ম্ম। সকলের নিকটে থাকিলেও নির্জ্জন, নির্জ্জনে থাকিলেও সজন একথা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন অতি সুন্দর কথা। "সজনে নির্জ্জন, নির্জ্জনে সজন। সুকোমল ভক্তি পুষ্পের মধ্যে অত্যন্ত কঠোর ধ্যান সাধন।"

ভক্ত ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিয়া মূর্চ্ছার অবস্থা প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার মধ্যেও যথার্থ সাধকের আত্মাতে জ্ঞান চৈতন্য নিয়ত প্রস্ফুটিত হইতেছে। জ্ঞান বিহীন তিনি হন না যিনি প্রেমে উন্মত্ত হন, চৈতন্য নিজে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। দূর হউক সেই কল্পিত কৃত্রিম ধ্যান যাহা মনুষ্যকে অন্তরে অন্ধকার দেখাইয়া ভীত করে। যাহাতে স্ত্রী পুত্র, সকলকে হারাইতে হয়। সেই বিবেকশূন্য, শান্তিশূন্য ধ্যান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে। থাকিবে সেই ধ্যান যাহার মধ্যে সুন্দর হইতে সুন্দরতর, মিষ্ট হইতে মিষ্টতর ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। কে বলে ব্রহ্মধ্যানে প্রাণ শুষ্ক হয়? যেখানে পাঁচটী গোলাপ ফুল ফুটিয়াছে, যেখানে বেল, মল্লিকা প্রভৃতি আপনার আপনার স্বর্গীয় শোভা দেখাইয়া নয়ন মোহিত করে, যেখানে নদীর স্রোতঃ অতি মধুর স্বরে প্রবাহিত হইতেছে, সেখানে একাকী তাঁহার ধ্যান করিলে আনন্দ বৃদ্ধি হয়; কিন্তু স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান কেমন মিষ্ট তাহা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছেন। একাকী ভক্ত ব্রহ্মধ্যানের অমৃত পান করিলেন, পিতা মুক্তহস্তে তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ঢালিয়া দিলেন। তিনি এই বলিয়া আনন্দে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িলেন, কোথায় আমার পিতা মাতা, কোথায় আমার স্ত্রী পুত্র, কোথায় আমার প্রিয়জন,—এমন আনন্দ একাকী ভোগ করিতে পারি না।" এমন সুখ সকলকে ভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের আনন্দ আরও উথলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে বলিলেন স্বর্গ দেখিয়াছিলাম অন্তরে এখন বাহিরে। বান্ধব বিহীন হইয়া গিয়াছিলাম স্বর্গে, এখন, বান্ধবদিগের মধ্যে স্বর্গ ভোগ করিতেছি। পৃথিবীর নরপতির এমন সুখ নাই। ধ্যানে এত সুখ প্রেমে এত সুখ, সজনে পিতার পূজায় এত সুখ, নির্জ্জনে একাকী পিতাকে দেখিলে এত সুখ ইহা কে শিখাইলেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম। কি জানি কি হইতাম যদি ভক্তির বাগান ছাড়িয়া কঠোর ধ্যানের পথ অবলম্বন করিতাম। আবার কি জানি কি হইতাম যদি জ্ঞান চৈতন্য পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক উন্মত্ততায় মগ্ন হইতাম। কিন্তু প্রেমসিন্ধু তাহা হইতে দিবেন কেন? যেখানে তিনি আমাদের পরিত্রাতা সেখানে ভক্তি ধ্যানের সঙ্গে কলহ হইবে কেন? ভক্ত যেখানে মহর্ষি সেখানে। কেন না যিনি সত্যের আধার তিনিই প্রেমের আধার। এক চক্ষে দেখিব সূর্য্যকে, অন্য চক্ষে দেখিব চন্দ্রকে। সত্য প্রেমের বিরোধ থাকিবে না। ভক্ত ও ঋষিরও বিরোধ থাকিবে না। এই নামামৃত সমুদ্রের উপরে ভাসিতে ভাসিতে যাইব। ভিতরে প্রবেশ করিলে নূতন নূতন রত্ন পাইয়া আমরা ধনী হইব। প্রথমতঃ আমরা দুঃখী কাঙ্গাল ছিলাম; কিন্তু আমাদের পিতা না কি ধনী, তাঁহার নামরত্নে তাঁহার নামানন্দে আমরা আনন্দিত হইলাম। তাঁহার নামস্বর্গে বাস করিয়া আমরা সুখী হইব। পৃথিবীর দুঃখ আর থাকিবে না! আনন্দে সবাই আসিয়াছে বন্ধুগণ! এই নামানন্দে আনন্দিত হইয়া তোমরা পৃথিবীকে সুখী কর।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর! তোমাকে আমরা দেখি জ্ঞান চক্ষে, তোমাকে আমরা দেখি ভক্তি চক্ষে। যেমন তোমাকে দেখি সত্য বলিয়া, তেমনি তোমাকে দেখি আনন্দময় বলিয়া। ধ্যানশীল হইয়াও তোমাকে দেখি, ভক্ত হইলেও তোমাকেই দেখি। কত লোক কঠোর ধ্যান করিয়াও তোমাকে দেখিল না, আবার কত লোক কৃত্রিম প্রেমে মত্ত হইয়াও তোমাকে সত্যরূপে দেখিল না। আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ দুইই দেখিয়া কৃতার্থ হইতেছি। ভ্রম নাই, অসত্য নাই, সকলই সত্য, এই আমাদের প্রাণনাথ, কেমন সুকোমল, ইঁহার মুখ দেখিলে আবার ইচ্ছা হয়, সকলকে দেখাই। প্রিয় পরমেশ্বর! ব্রাহ্মের কত সৌভাগ্য যে এমন সময়ে তোমার সত্যমুখ এবং প্রেমমুখ দেখিতে অধিকারী হইয়াছেন। একটী ভিক্ষা চাই, যাহাতে ইহা অন্তরে রক্ষা করিতে পারি এই ক্ষমতা দাও। প্রভু দয়াল! যদি তুমি সহায় হও তবে আমরা ধ্যান ধারণ, এবং প্রেম ভক্তি একত্র সাধন করিতে পারিব। যেমন ধ্যানশীল, তেমনই প্রেমিক হৃদয়ে তোমার পূজা করিব। যেন এই সুমিষ্ট পথ অবহেলা না করি। যোগীও হইব, ভক্তও হইব। এমন সুখের অবস্থা আর কোথায় পাইব? আরও প্রেমিক কর, আরও ধ্যানশীল কর দেখ যেন এই দুঃখিদের কিছুতেই আর পতন না হয়। যত দিন বাঁচিব আশীর্ব্বাদ কর তোমার পবিত্র চরণ সেবা করিয়া যেন কৃতার্থ হই।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সংস্কারার্থ দান স্বীকার।

[গতপ্রকাশিতের পর।]

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দাসী	১
,, সরস্বতী খাটুরা	২
শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সিংহ মুঙ্গের	২
,, ,, তুলসীদাস দত্ত	৫
,, ,, রামচন্দ্র গুপ্ত	৫
,, ,, হরচন্দ্র চৌধুরী	১০
,, ,, লক্ষ্মণচন্দ্র আস	১০
ক্ষুদ্রদান সংগ্রহ	৷০

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩০ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই বৈশাখ শ্রীঘনশ্যামমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ৯ সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার, ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩৲

স্তোত্র।

হে অনন্ত গুণসাগর, প্রেমজলধি, উদার পরমেশ্বর! তোমার মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সুকোমল স্নেহ বাৎসল্য ও ঔদার্য্যের কি মনোহর সুসামঞ্জস্যই হইযাছে! আমি ভাবিয়া আনন্দে বিস্মিত হই তুমি এমন মহিমান্বিত পবিত্র প্রকৃতি দেবতা হইয়া হীনমতি নীচস্বভাব পাপী জনের সঙ্গে কেমন করিয়া সখ্যভাবে মিলিত হও। আপনার অদ্বিতীয় গৌরব স্বর্গীয় প্রভাব একবারে ভুলিয়া গিয়া অযোগ্য দুঃখী মানব সন্তানদিগের হৃদয়ে আসিয়া অবতীর্ণ হও এবং সেখানে তাহাদের সঙ্গে বসিয়া আমোদ আহ্লাদ কর। এরূপ উদার প্রীতির ব্যবহার কেবল তোমাতেই শোভা পায়। ধন্য তুমি! তোমার সরল মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আমি তোমাকে প্রেমভরে বার বার প্রণাম করি। আমি অস্পৃশ্য নরাধম, তুমি যেন দয়া করিয়া আমার নিকটে আসিলে এবং দরিদ্রের বন্ধু হইয়া আমাকে আলিঙ্গন দান করিলে, কিন্তু আমি যে তোমার নিষ্কলঙ্ক তেজঃপুঞ্জ, প্রচণ্ড প্রভাব, অনন্ত গুণরাশি স্মরণ করিয়া কম্পিত হইতেছি। তোমাকে বন্ধু বলিয়া, প্রাণের প্রিয়সখা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে আমার ইচ্ছা হইলেও নিজের হীনতা এবং তোমার মহত্ত্ব ভাবিয়া আমি ভীত ও কুণ্ঠিত হই। যা হউক, হে নাথ! তুমি নিজগুণে অধম পাপীকে বড় সাহসী করিলে। আমি তোমার এই মধুময় অমায়িকতা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাস্য করিব কি আপনার দুঃখ দুর্গতির জন্য ক্রন্দন করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি গভীর দুঃখ মিশ্রিত আনন্দভরে ক্রন্দন করি, অবনত মস্তক হইয়া অজস্রধারে নয়ন জলে ঐ শ্রীপাদপদ্মে অভিসিক্ত করি, আর তুমি আমার এই পাপদগ্ধ মস্তকের উপর স্নেহের শীতল হস্ত রাখিয়া পুনঃ পুনঃ অভয় দান কর। আমি এই ভাবেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়া থাকি আর উঠিব না। তোমার দয়াতে পরাস্ত হইলাম আর কি বলিব। হে গুণনিধি, তোমার গুণে বশীভূত হইয়া আমি তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি।

প্রার্থনা।

হে প্রশান্ত স্বভাব জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পরমেশ্বর! তুমি এমন অটল প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সত্য, তথাপি আমার দৃষ্টি কেন তোমাতে সম্বদ্ধ হয় না? আমি যখন বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি তখনত তোমার পানে নয়ন ফিরাইবার অবকাশই পাই না, কিন্তু উপাসনা করিতে আসিয়াও যে চারিদিক্কে ঘুরিয়া

বেড়াই; একবার গাঢ়রূপে যুক্তমনা হইয়া তোমার সত্তার মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারি না, বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বৃথা চিন্তা ও অসার কল্পনার স্রোতে আন্দোলিত হই। বড় ইচ্ছা হয়, যে যখন আমি তোমার পূজা করিতে আসিব তখন কেবল তোমাকেই দেখিব; যখন আরাধনা ধ্যান করিব তখন অবিচ্ছেদে তোমার সগুণ ও নির্গুণ সত্তা এবং এক একটী স্বরূপের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিব; যখন প্রার্থনা সঙ্গীত করিব তখনও প্রেম ভক্তিতে মগ্ন হইয়া তোমার উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখের পানে অবিচ্ছেদে চাহিয়া থাকিব। উপাসনার সময় তোমাকে দেখিতে, তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতে এবং তোমার আশীর্ব্বাদ বাণী শুনিতে আসিয়াছি, আর অন্য কিছু কাজের জন্য আসি নাই এইটী যেন স্মরণে রাখিতে পারি। তোমার পবিত্র সহবাস ও স্পর্শসুখ সম্ভোগ করিবার জন্য সে সময় যেন অতিশয় ব্যাকুল এবং তৃষিত থাকি; কেন না তোমার ভিতরে একবারে ডুবিতে না পারিলে উপাসনায় তৃপ্তি নাই। তাই প্রার্থনা করি, আমাকে তোমার সত্তাসাগরে তখন ডুবাইয়া দিও।

প্রার্থনা।

হে করুণাসিন্ধু দয়াময় ঈশ্বর! আমি আমার মনের যথার্থ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না পারি, কোন বিষয় চাহিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা পাই আর না পাই, তোমার মধুর সান্ত্বনা বাক্য ও আশ্বাসবাণী প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ করি আর না করি, এই আমার আনন্দের বিষয় যে তুমি হৃদয়দর্শী অন্তর্যামী দেবতা; তোমার জন্য আমার প্রাণ যদি যথার্থই কাঁদে এবং ব্যাকুল হয় তাহা সহজেই তুমি বুঝিতে পার। বাক্‌শক্তিহীন ক্ষুদ্র শিশু সন্তানের নয়ন ভঙ্গীতে যেমন মাতা তাহার আন্তরিক ইচ্ছা জানিতে পারেন, সরল প্রার্থীর অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি, আন্তরিক অব্যক্ত ভাব তেমনি তুমি বুঝিয়া লও। তোমার নিকট যে কোন বিষয়ের অবিচার হইবে সে ভয়ও নাই; যাহার যখন যেটুকু পাওনা হয় তাহাকে তদ্দণ্ডে তুমি তাহা প্রদান কর। কিন্তু আমার পাওনা কি আছে, সকলই দেনাইত দেখিতে পাই, তোমার দয়ার ঋণে আমার মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে। আমি অন্তরের গূঢ় কামনা সকল ভাল করিয়া প্রকাশ করিতেই বা কেন এত ব্যগ্র হই? তোমার সঙ্গে আমার ইশারতেই সব কাজ হইয়া যায়। আমার সতৃষ্ণ দীন নয়ন তোমার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ প্রসন্ন নয়নের নিকট নিমেষের মধ্যে কত কথা কহিতে পারে এবং শুনিতে পায়। দয়াময়, তোমার অদৃশ্য প্রেমরাজ্যের কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা প্রণালী! সেখানে ভাষা নাই অথচ সকল কার্য্য অনায়াসে চলিতেছে। এই অব্যক্ত ভাবের গভীর আশা বিশ্বাসের মধ্যে আমাকে সর্ব্বদা রাখ! আমি অবাক্ হইয়া তোমার ভাষাহীন অমৃতময় বচনাবলী শুনিব, আর গদ্গদ ভাবে, বাষ্পাকুল নয়নে, অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে এবং অব্যক্ত ভাষায় প্রার্থনা করিব।

দুঃখেতে শিক্ষা লাভ।

ঈশ্বরগতপ্রাণ প্রেমপিপাসু ভক্তগণের পক্ষে দুঃখ অতি পরম বন্ধু। সংসারের সম্পদ ঐশ্বর্য্য ধনমান বুদ্ধিবল এবং পরপ্রত্যাশার অসারতা যে সহজে বুঝাইয়া দেয়, অনন্যগতি নিরুপায় করিয়া আমাদিগকে একমাত্র চরমাশ্রয় পরম গতি বিপদের সখা ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যায়, বিশ্বাস ও নির্ভর শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মানুরাগী বৈরাগী করে, সে কি আমাদের পরিত্রাণের পথে পরম সহায় নহে? যখন যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই বলিয়া গিয়াছেন, দুঃখ আমাদের পরম বন্ধু। এ কথা সকল সময়েই সত্য। দুঃখ বিপদে পতিত না হইলে মনুষ্য আপনাকে নিরাশ্রয় অসহায়

বলিয়া বুঝিতে পারে না, অনন্যোপায়, দুর্ব্বল বলিয়া বুঝিতে না পারিলেও অন্তরে বিনয় দীনতার সঞ্চার হয় না, সুতরাং তাহা না হইলে মনুষ্য ধর্ম্মের মূল্য, ঈশ্বর সহবাসের আবশ্যকতাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। আপনা হইতে যে দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয় তাহাতে তরল বিশ্বাসী দুর্ব্বল সাধককে বলীয়ান্ ও দৃঢ় বিশ্বাসী করে, অন্তরে প্রেম ভক্তিস্রোতঃ উন্মুক্ত করিয়া দেয়, এবং অশ্রুজলে সর্ব্বাঙ্গ অভিসিক্ত করত অতুল শান্তি আনয়ন করে। লোকের নির্দ্দয় ব্যবহারে ব্যথিত এবং রোগ শোক দারিদ্র্য কষ্টে নিপতিত হইয়া যিনি নির্জ্জনে একবার সেই প্রেমময় অনাথনাথ হৃদয়বাসী দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং দুঃখের বৃত্তান্ত সকল তাঁহাকে জানাইয়া এক বিন্দু অশ্রুজল তাঁহার পাদপদ্মে নিঃক্ষেপ করেন এবং দীন নয়নে তাঁহার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকেন তাঁহার হৃদয়ভার তৎক্ষণাৎ লঘু হইয়া যায়। তখন দুঃখকে পরমবন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করত চিরদিন নিঃপীড়িত, সকলের পরিত্যক্ত এবং অপরিচিত হইয়া থাকিতে তিনি অভিলাষ করেন। সত্য সত্যই দুঃখের অশ্রুজল মুক্তা ফল অপেক্ষাও মূল্যবান্। যখন দেখিলাম পৃথিবীর ভোগ সুখ সম্পদ বিলাসে হৃদয়কে কঠোর করিয়া ফেলিল, প্রেমময়ের নিকটে যাইবার পথে মহা প্রতিবন্ধক হইল, আর দুঃখ নির্যাতন আসিয়া নিমেষের মধ্যে স্বর্গের দিকে লইয়া চলিল, প্রাণের প্রিয় দেবতাকে নিকটে আনিয়া দিল, তাঁহার সুকোমল কৃপাহস্ত দ্বারা চক্ষের জল মোচন করাইল, তখন তাহাকে বন্ধু বলিব নাত কি বলিব? অন্যের পক্ষে সম্পদ বিলাস সুখকর সুপথ্য হয় হউক, ধর্ম্মপ্রচারকের পক্ষে ইহা মহা অনিষ্টের মূল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখস্পৃহা, ভোগ বাসনা, সংসার কামনা যতদিন থাকিবে ততদিন তিনি ব্রহ্মানন্দ রসে, পবিত্র স্বর্গীয় বৈরাগ্যের সুখে বঞ্চিত থাকিবেন। সাংসারিক অভাব মোচন সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্রকার অভিযোগ থাকা উচিত নহে, বিধাতার হস্ত যে দিন যাহা আনিয়া দিবে তাহাই তাঁহার জীবনোপায়, তদ্ভিন্ন সকলই বিষবৎ। জীবিকা নির্ব্বাহের এবং সুখ সম্ভোগের মাত্রা তাঁহাকে এতদূর খর্ব্ব করিয়া আনিতে হইবে যে কোন প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা অভাবে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। অত্যন্ত নিম্নতম অবস্থার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে কখন বীরত্ব সহকারে বৈরাগ্যের উচ্চ দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইতে পারিবেন না। যত দুঃখ কষ্ট আসিবে ততই তিনি ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। যত কাঁদিতে হয়, অভিযোগ করিতে হয় তিনি সেইখানে গিয়া করিবেন। তিনি যদি কোন বস্তু দিতে চান দিবেন, নতুবা তাহাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তাঁহার নামে কি না সহ্য করা যায়? অন্যে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করিল না বলিয়া অভিমান করিলে কি হইবে? আপনা হইতে যদি সকল ক্ষতি পূর্ণ করিতে যাই তবে ঈশ্বরের উপর নির্ভরই বা থাকিল কৈ? অতএব দুঃখে পড়িয়া কেবল শিক্ষা লাভ করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য কার্য্য। সংসারের কোন প্রকার অভাব কিম্বা আত্মীয়গণের উদাসীন ভাব যদি আমাকে ঈশ্বরানুরাগী ব্যাকুল প্রার্থী করে তবে দুঃখের মধ্যে হাস্য করিব, আনন্দিত হইব এবং মনে মনে বলিতে থাকিব দুঃখ আমার পরম মিত্র। যে আমার কঠোর চক্ষু হইতে জল বাহির করিল, শুষ্ক হৃদয় হইতে বৈরাগ্যের প্রার্থনা টানিয়া আনিল তাহাকে আমি চির সুহৃদ বলিয়া আলিঙ্গন দান করিব।

ঈশ্বরের সেবক যিনি তিনি নিজের কোন অভাব দুঃখের জন্য অন্যের উপর অভিমান করিতে পারেন না, কাহারো বিরুদ্ধে তাঁহার কোন অভিযোগ করিবার অধিকার নাই। প্রসন্নচিত্তে অপরের সেবা করা তাঁহার ব্রত, পুরস্কার তাঁহার প্রভুর হস্তে। সেবক যদি দেহ মনের সন্তাপ নিবারণ করিবার জন্য ব্যক্তি বিশেষের স্কন্ধে সকল দোষভার অর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ভীরু পরপ্রত্যাশী হীনমতি বলিয়া জানিতে হইবে। তিনি যখন ঈশ্বরের দাসত্ব পদ গ্রহণ

করিয়াছেন তখন সমস্ত দুঃখ অপমানের গুরভার অম্লান বদনে বহন করিবার জন্য দুশ্ছেদ্য অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন, তবে আর তাঁহার এ বিষয়ে বাক্য ব্যয় করিবার অধিকার কি রহিল? যাঁহার নামে হৃদয়ের গভীর সন্তাপ, দুঃসহ বেদনা তিরোহিত হয় তাঁহার সুকোমল মাতৃহস্ত কি সেই সেবকের পরিশ্রান্ত ব্যথিত মস্তকের উপর সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছে না? যদি না করে, তবে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়া এখনও দাসত্ব ব্রতে ব্রতী হন নাই। যে ব্যক্তি স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে যাইতেছে, ঈশ্বরের সিংহাসন পার্শ্বে স্থান লাভে অভিলাষ করিতেছে, সংসারের ক্ষণিক দুঃখ শোক দারিদ্র্য কষ্টে মুহ্যমান হওয়া কি তাহার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা ও ভীরুতার বিষয় নহে? যে স্বর্গের প্রার্থী সে আর যেন পৃথিবীর দিকে না চায়। দুঃখের তীব্র কশাঘাতে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত হউক, শোকসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া অন্তরকে পরিপ্লাবিত করুক এবং অসহ্য মনঃপীড়ার মর্ম্মভেদী ক্লেশ রাশিতে সমস্ত জীবন ভগ্ন হইয়া পড়ুক, অচিরে সেই সকল অন্তর জ্বালা বিষাদ শান্তিরসে পরিণত হইবে। অটল ধৈর্য্য সহকারে ঈশ্বরের অনুরোধে, তাঁহার উদার প্রেমের অনুরোধে যে সকল ক্লেশ মনে মনে সম্বরণ করা যায় তাহাতে পরিণামে অমৃত ফল প্রসব করে। ধর্ম্মপ্রচারক যদি সাংসারিক কোন অভাব কষ্টের জন্য বিচলিত চিত্ত হইয়া মনুষ্য বিশেষের নিকট হইতে তাহার ক্ষতি পূর্ণ করিয়া লইতে চান, এবং দুঃখ অভিমানে উত্তেজিত হইয়া অন্যের উপর অভিমান ক্রোধ প্রকাশ করত হৃদয়ের ক্লেশভার লঘু করিতে যত্নশীল হন, তাহা হইলে দুঃখের সময় ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া ক্রন্দনের যে অনুপম শান্তি তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত রহিলেন। যাবৎ সহ্য করিতে না পারিলে জোরের সহিত প্রার্থনা করা যায় না, পিতার নিকট অভিমান করিবারও পথ থাকে না। ঈশ্বরের ক্রীতদাসের ত্যাগস্বীকারেই জীবন, ত্যাগস্বীকারেই পরিত্রাণ। তিনি পদে পদে অভিযুক্ত নিঃপীড়িত হইবেন, কিন্তু কাহারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন না। সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঈশ্বরের নিকট জগতের হিতের জন্য প্রার্থনা করিবেন। দুঃখভারে তাঁহার মস্তক ভগ্ন হইবে, কিন্তু গোপনে তিনি প্রভুর পবিত্র প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। দুঃখের সঙ্কীর্ণ কণ্টকময় পথ দিয়া একবার সেই আনন্দধামে পৌঁছিতে পারিলে আর তাঁহার কোন কষ্ট নাই। ঈশ্বরের নামে যে ক্লেশ সহ্য করে, সংসারে নানা প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা পায় তাহার পরিণাম শান্তিচন্দ্রের সুধাময় জ্যোৎস্নাতে সর্ব্বদা আলোকিত। ন্যায়বান্ পরম দয়ালু ঈশ্বর কি তাহাকে চিরদিন কষ্টে রাখিতে পারেন? পৃথিবীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি তাঁহার শরণাগত দাসকে গোপনে সুখ শান্তি দান করেন। তাহার দুঃখের অশ্রু বারিকে তিনি আনন্দ ধারায় পরিণত করেন। ঈশ্বরের বিশ্বাসী ভৃত্যের ঐকান্তিক নির্ভর, কাতর প্রার্থনাপূর্ণ সজল ব্যাকুল নয়ন এবং বিনীত মুখশ্রী কি সুন্দর দৃশ্য! সকল মনুষ্যের প্রতি প্রসন্ন থাকিয়া, নিজের ক্লেশ কষ্টের জন্য নির্জ্জনে গোপনে প্রেমময় পিতার চরণ ধারণপূর্ব্বক অশ্রুজল বিসর্জ্জনের যে পরম শান্তি তাহা লাভে যদি আমাদের স্পৃহা থাকে তবে আমরা অবিরক্ত চিত্তে সদানন্দ মনে দুঃখের মধ্যে শিক্ষা ও শান্তি অন্বেষণ করিব। ফলতঃ দুঃখ ক্লেশের অবস্থায় যেমন শান্তি আরাম অনুভূত হয় এমন আর কোন অবস্থাতে হইতে পারে না। সহজে ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও গুণে লোকে বিমুগ্ধ হয় না, সম্পদে তাঁহাকে স্মরণ করিতেও অবসর পায় না, আবার বিপদে তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করে; কিন্তু ধর্ম্মপিপাসু ও বিশ্বাসীর জীবন দুঃখের কঠোর নির্যাতনে পরম সৌন্দর্য্যশালী অমৃতময় তুল্য হয়।

প্রেমময়ের জন্য দরিদ্র কে?

এই আড়ম্বরপূর্ণ ধন মদগর্ব্বিত সংসারে তাঁহার জন্য দরিদ্র হইতে চায় কে? কেহই

নাই। এদিক ও দিক্ চারি দিক অনুসন্ধান করিয়া দেখি, কেহ কি তাঁহার জন্য দরিদ্র হইয়া দীনবেশে সংসারারণ্যে ঘুরিতেছেন, আর প্রেমের সঙ্গীতে নরনারীকে মুগ্ধ করিতেছেন? কেহ কি বৃক্ষতলে বসিয়া প্রাণসখাকে মধুর সঙ্গীত শুনাইয়া আপনি প্রমত্ত হইতেছেন আর নয়ন জলে কঠোর শুষ্ক সংসারকে ভাসাইতেছেন? এরূপ মহাপুরুষকে কি কেহ তোমরা দেখিয়াছ? অনেক স্থান ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু এই স্বর্গীয় দূতের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। একথা জিজ্ঞাসা করাতে লোকে পরিহাস করিয়া উঠিল। আমরা দরিদ্র হইব কি জন্য? ধনীর সন্তান, সুখে ধন সম্ভোগ করিব ইহ কালের সকল সুখের তরঙ্গে ভাসিব, স্বার্থপরতার প্রেমে বদ্ধ হইয়া আপনাকে শত গুণে সুখী করিব, তোমার ঐ পাগলের কথা শুনিবে কে? সংসারে ধার্ম্মিক বলিয়া যাহারা অভিমান করে তাহারাও এই কথা শুনিয়া হাসিল। আপনাকে তাঁহার দাস বলিয়া যাহারা জগতে ঘোষণা করে তাহারা এ কথায় কর্ণপাতও করিল না। পরহিতার্থে পরিশ্রম করিয়া যাহারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়াছে, তাহারাও এই কথা চীৎকার করিয়া ঘৃণার সহিত বলিল, তাঁহার জন্য দরিদ্র হইয়া লোকে কি আপনার মহত্ত্ব বিনাশ করিবে? এ পৃথিবীতে তো এইরূপ নিরাশার কথা। অনেক অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে ইহার ভিতর একটী গুপ্ত প্রেমের সংসার আছে। সেখানকার লোকেরা অপূর্ব্বভাবে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের মুখশ্রীতে স্বর্গের শোভা। তদপেক্ষা আর এক চমৎকার ব্যাপার আছে। প্রেমময় স্বয়ং আপনার মধুময় চরিত্র তাঁহাদের মুখে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট "আমি" আর একটী কথা নাই। তাঁহাদের নয়ন দুইটী কেবল রূপসাগরের মধুপানে একেবারে মত্ত হইয়াছে, তাঁহাদের হৃদয়টা প্রিয়সখার সহবাসের আনন্দ ও সুধারসে ডুবিয়াই আছে, তাঁহাদের হস্ত দুই খানি কেবল প্রভুর পদসেবাতে নিযুক্তই রহিয়াছে। তাঁহারা আবার পরস্পর মাখামাখি প্রেমে মগ্ন হইয়া কেবল মাতামাতি করিতেছেন। তাঁহারা পরস্পরকে ভোজন করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের এক জনের ভিতর সব গুলি বসিয়া আছেন। তাঁহাদের সুর গুলি সব এক, তাঁহাদের হৃদয়ও এক। তাঁহারা যখন সৎপ্রসঙ্গের সুধাপান করেন, আর সেই সুধা যখন এক এক পাত্র পরস্পরকে দেন, তখন সেই সুধার সাগর আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে বসেন, আর ক্রমাগত তাঁহাদিগকে সুধা ঢালিয়া দেন। ইহাঁদের লজ্জাও নাই পাপও নাই। ইহাঁরা সব ছেলে মানুষ হইয়া গিয়াছেন। প্রেমমদ্য পান করিয়া করিয়া ইহাঁদের কথা গুলি আড় হইয়া গিয়াছে, ইহাঁদের ভাষা কেহ বুঝিতে পারে না, ইহাঁরা দিন রাত্রি সব নরনারীকে নিজের প্রেমজলে ও নয়ন জলে অভিসিক্ত করিয়া দিতেছেন। সংসারের বদ্ধ জীবেরা ইহাঁদের নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রেমের পথে যাইতে আরম্ভ করিতেছে। ইহাঁদের বাসস্থান নাই, অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ইহাঁরাই দরিদ্রের এক শেষ, অথচ ইহাঁরাই প্রকৃত ধনেশ্বর।

তবে দেখিলাম, প্রেমিকেরাই কেবল প্রেমময়ের জন্য যথার্থ দরিদ্র। এই দরিদ্রতারূপ অঞ্জন চক্ষে দিলে নয়ন পরিস্কার হয়, তখন প্রাণসখার দর্শন হয়। এই দরিদ্রতায় প্রেমের উদয় হয়, এই দরিদ্রতাতে প্রিয় বন্ধুর কেবল মধুময় সহবাস সম্ভোগ করা যায়। এই দরিদ্রতাতে মনের আবরণ খুলিয়া যায়, আর নিয়ত কেবল তাঁহার পুণ্যের আলোকের মধ্যে থাকিয়া আত্মা সজীব হইয়া যায়। এই দরিদ্রতাতে হৃদয়ের দৃষ্টি কেবল নরনারীর চরণের প্রতিই স্থাপিত থাকে। এই দরিদ্রতাতে শরীর পবিত্র, মুখশ্রী হৃদয়বল্লভের মনোহর চিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। আরও গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, যে প্রিয়সখা আপনার চরিত্র ঐ মুখশ্রীতে প্রেমের তুলিকা দিয়া কেমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই দরিদ্রতা যাঁহার কণ্ঠের হার, প্রেমময় তাঁহার সঙ্গী। এই দরিদ্রতা যাঁহার নয়ন, পুণ্য তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের

আবরণ। তাঁহার জন্য দরিদ্র যে এই মানব-সমাজে ধনী সে। তবে এই দরিদ্রই প্রিয়সখার ভৃত্য ও আজ্ঞাবহ প্রচারক। তবে প্রচারক কে? তাহার জন্য দরিদ্র যে। দরিদ্রতা যাঁহার ভূষণ সেই তাঁহার মনোনীত প্রচারক।

উপাসনায় আন্তরিক অনুরাগ।

কর্ত্তব্যানুরোধে নিয়ম পালনের জন্য যে উপাসনা তাহা চিরদিনই নীরস, তাহাতে স্বাভাবিক আকর্ষণ কখনই জন্মে না। এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য পালন যখন প্রকৃতির সহিত একীভূত হইয়া মিলিয়া যায়, পান ভোজনের ন্যায় স্বাভাবিক বলিয়া অনুভূত হয় তখনই উপাসনায় যথার্থ অনুরাগ জন্মে। উপাস্য দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ যদি কাঁদিয়া না উঠে, তাঁহার স্বভাবে এবং ব্যবহারে যদি কোন আকর্ষণ বোধ না থাকে তবে কি অনুরোধে উপরোধে এ কার্য্য কেহ চিরকাল করিতে পারে? অবস্থা ও স্থান কাল বিশেষে কিছুদিন পারে, ব্যক্তি বিশেষের মনোরঞ্জনের জন্য পারে, কিম্বা বৎসরান্তে দুই পাঁচ দিন পারে; কিন্তু নিত্যব্রতধারী হইয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে উপাসনার ভাবে মগ্ন হইতে পারে না। এই জন্য দেখা যায়, ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য যখন স্বাধীনভাবে নিজ স্বভাবের অধীন হইয়া উপাসনা করেন তখন অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার সকল কার্য্য শেষ হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে তিনি প্রণালীপূর্ব্বক উপাসনা করেন না। হয় একটী সঙ্গীত, না হয় সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা, কিম্বা ক্ষণকাল চিন্তা এই তাঁহার উপাসনার অঙ্গ। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত নির্ব্বাহ হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে সংসারচিন্তা ও বৃথা জল্পনা অনেক সময় অধিকার করে। নিয়মিতরূপে সাধকের ন্যায় এভাবে প্রতিদিন কয় ব্যক্তি উপাসনা করেন তাহাও অঙ্গুলীর অগ্রভাগে গণনা করা যাইতে পারে। যখন কোন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের সঙ্গীতের মুদ্রিত কাগজের শিরোভাগে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখিতে পাই কোনটী পঞ্চবিংশতি, কোনটী চতুর্দ্দশ বা বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন, অথচ অনুসন্ধান করিলে তাহার মধ্যে হয়ত একজনও নিত্য উপাসনাশীল সাধক দৃষ্টিগোচর হইবে না। কত ব্রাহ্ম প্রাচীন হইতে চলিলেন, তথাপি এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে উপাসনা ব্রত পালনের জন্য অনুরোধ করিতে হয়। ইহা কি নিতান্ত দুর্গতির অবস্থা নহে? যিনি অনুরোধ করেন তাঁহাকেই যেন কোন বিপদ হইতে উদ্ধার করা হইবে! প্রতিদিন উপাসনার জন্য ব্রাহ্মের প্রাণ যদি ব্যাকুল না হয় তবে ব্রাহ্মসমাজ কি কেবল কতকগুলি গভীর অর্থযুক্ত বাক্যবিন্যাসের জন্য স্থাপিত হইয়াছে? না জানি সে ব্রাহ্মহৃদয় কেমন কঠোর যাহা দিবসের সন্ধিস্থলে সেই চিরশান্তির আলয় প্রাণবল্লভ ঈশ্বরের পদ পল্লবের শীতল ছায়ায় বসিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে চাহে না। শোচনীয় সেই ব্রাহ্মের জীবন যাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মোপাসনার জন্য অনুরোধ করিতে হয়। কি পরিতাপের বিষয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা সার, যাহাতে পরিত্রাণ ও শান্তি হয়, যাহা জীবনের অন্ন পান স্বরূপ তাহাতে লোকের অরুচি। মতামতের তর্ক করিতে বল, ব্রাহ্মসমাজের কোন ঘটনা লইয়া আন্দোলন করিতে বল, শত শত তার্কিক, বক্তা এবং সংবাদপত্রের প্রবন্ধ ও প্রেরিতপত্র লেখক আসিয়া উপস্থিত হইবেন। উপাসনা ধ্যান আরাধনা যোগ ভক্তি বিনয় বৈরাগ্য সাধনের জন্য অনুরোধ কর অমনি সকলে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিবেন। এবং বলিবেন এ সকল আবার কি? ধ্যান যোগ ভক্তি বৈরাগ্য সব কল্পনা। ইহার জন্য কি সময় নষ্ট করা উচিত? কিন্তু তাঁহার নয়ন মুদ্রিত হইলে যে নিদ্রা আসে, সকল দিক্ শূন্য অন্ধকার বোধ হয়, সে কথা তিনি স্বীকার করিবেন না, কল্পনা কুসংস্কার বলিয়া নিজ গৌরব রক্ষা করিবেন। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজের অধিকতর বিড়ম্বনার অবস্থা আর কি হইতে পারে? ধর্ম্মের বল, উপাসনার তেজঃ ভিন্ন কোন ব্রাহ্ম নিজের

কিম্বা দেশের কোন মঙ্গল সাধন করিতে কি সক্ষম হইবেন? মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ অযত্ন বীতরাগ দেখিয়া হৃদয় বাস্তবিক অবসন্ন হয়, এবং দুঃখ কাতরতার সহিত এই বলিতে ইচ্ছা হয়, যে হে ব্রাহ্ম! যদি ভক্তিভাবে বিগলিত হৃদয়ে প্রতিদিন উপাসনাই না করিবে তবে কি লোভে এখানে আসিয়াছিলে? সমস্ত দিন কোন ব্রাহ্ম যদি বিষয় চিন্তা, অসার পাণ্ডিত্যে এবং বৃথা আমোদে সময় কর্ত্তন করেন তিনি উপাসনায় অনুরাগী হইতে পারেনও না। দেবপ্রসাদ ও পুণ্যবল ব্যতীত এই পবিত্ররসে কাহার মন সহজে মজে না। যাহা হউক, ইহা একটী গুরুতর চিন্তার বিষয়। যাঁহার চৈতন্যোদয় হইয়াছে তিনি যেন এ বিষয়টী নির্জ্জনে বসিয়া একবার ভাবেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(উদারতা)

রবিবার, ১২ই চৈত্র, ১৭৯৩ শক।

অদ্য এই নূতন যন্ত্রের সুগম্ভীর এবং সুমিষ্ট ধ্বনি সহকারে আমরা আমাদের অতি প্রাচীন দেবতার পূজা অর্চ্চনা করিলাম। ইহার গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। এই ধ্বনিতে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগের হৃদয় পুলকিত হইল। যে ধ্বনিতে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইল তাহা সামান্য নহে। এই ধ্বনি দেশ কাল অতিক্রম করিয়া অনন্ত ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। জাতি-গত সকল প্রকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া এই সুগম্ভীর ধ্বনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা প্রকাশ করিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মা সকলও সমুদয় সাম্প্রদায়িক বাধা বিপত্তি বিনাশ করিয়া উদার ভাবে, ঈশ্বরের সমুদয় দেশ এবং তাঁহার সৃজিত সমুদয় জাতিকে আলিঙ্গন করিতেছে। যাঁহার মহিমা এবং উদারতায় সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ, তাঁহারই কৃপাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চ ভাব এবং ইহার এমন প্রশস্ত লক্ষণ। যাঁহার প্রসাদে ভূলোক এবং দ্যুলোক সম্মিলিত তাঁহারই ইচ্ছাতে এই যন্ত্রধ্বনি দ্বারা পূর্ব্ব পশ্চিম এক হইল। পূর্ব্ব দিকের ঈশ্বর, পশ্চিমের ঈশ্বর, সমস্ত জগতের ঈশ্বরকে যেন এই যন্ত্র সুগভীর ধ্বনিতে স্তব স্তুতি গান করিল। এই নূতন যন্ত্রের মধ্যে দেশ, জাতি এবং ধর্ম্ম-গত সমুদয় বিভিন্নতা লুপ্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূর হইল। যখন জগত হইতে হিন্দুধর্ম্ম এবং আর আর সমুদয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে তখনও যে ধর্ম্ম আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিবে, সেই ধর্ম্মের প্রসাদেই আজ এই বিদেশীয় যন্ত্রের দ্বারা পবিত্র ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইল। ঈশ্বরের সঙ্গে যে দিন আত্মার যোগ নিবদ্ধ হইল সেদিন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন কালের কিম্বা কোন দেশের ধর্ম্ম নহে। ইংলণ্ড হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন এজন্য ইহা ইংলণ্ডের ধর্ম্ম নহে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারেনা। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল সম্প্রদায় হইতে সাহায্য গ্রহণ করেন। অতএব যন্ত্র যেমন আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রশস্ততার পরিচয় দিল অন্য দিকে গত ৬ই মঙ্গলবার যে বিবাহপ্রণালী রাজ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা দ্বারা এই লক্ষণ আরও স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন কোন অংশে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, কিন্তু এই রাজবিধির দ্বারা, সেই সংকীর্ণতা চূর্ণ হইল। এই বিধি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ এবং শিক্ষিত ভারত সন্তানদিগের যে কতদূর কল্যাণের পথ পরিষ্কৃত হইল, তাহা সম্যকরূপে আমরা এখন বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহা দ্বারা যে বীজ রোপিত হইল, ভবিষ্যদ্বংশেরা যখন ইহার পুষ্প ফল আস্বাদন করিবে এবং শত বৎসর পর ইতিহাসবেত্তারা যখন ইহার ফল আলোচনা করিবে তখন ইহার মহামূল্য প্রকাশিত হইবে। আমরা এই জন্য আনন্দিত হইয়াছি যে এই বীজ ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা রোপিত হইল। ইহা দ্বারা জগতের সমুদয় সভ্যতম জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলন হইল। এখন আর কাহার ক্ষমতা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটী সম্প্রদায় বলে, কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, কি জৈন ইহা কোন সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভূত নহে। একমাত্র ঈশ্বরের হস্তরচিত যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা কি কোন একটী ক্ষুদ্র জাতি কিম্বা দেশে বদ্ধ থাকিতে পারে? সমস্ত আকাশ যাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, চল্লিশ বৎসর পরেও তাঁহার ধর্ম্ম কি ভারতবর্ষ বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? কে বলিবে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা? যদি বল ইহা হিন্দুধর্ম্মের শাখা তবে আর ইহা ঈশ্বরের পূর্ণধর্ম্ম হইল না। পৃথিবীতে সম্প্রদায়ের অভাব ছিলনা, ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা আর একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি কর ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না। চল্লিশ বৎসর পরেও যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসম্প্রদায়ের একটী উন্নত নূতন শাখা তবে তোমরা ভয়ানক বিশ্বাস-ঘাতক। যে লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য দয়াময় তোমাদের হস্তে তাঁহার ধর্ম্ম অর্পণ করিলেন তাহাই তোমরা বিলোপ করিলে। ঈশ্বর যদি তোমাদের এই কথা শুনিতে পান তিনি নানামতে ইহা খণ্ডন করিবেন। তাঁহার মঙ্গল ঘটনা এক। তাঁহার বিবিধ

স্বর্গীয় উপায় ও উপদেশ দ্বারা তিনি তোমাদিগকে তাঁহার ধর্ম্মের উদারতা বুঝাইয়া দিবেন। যে ধর্ম্মে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভাব নাই তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তোমরা জানিয়াছ; উৎসাহিত হও, সাহস অবলম্বন কর, দয়াময় যে জন্য তোমাদিগকে এই ধর্ম্মে অধিকার দিলেন, কায়মনোবাক্যে তাহা সাধন কর। আলস্য, স্বার্থপরত অহঙ্কার, এবং সুখলালসা পরিত্যাগ করিয়া, এই ধর্ম্মের স্বর্গীয় লক্ষণ প্রচার কর। দয়াময়ের কৃপাতে তোমাদের সাধনের পথ আরও পরিষ্কার হইল। এতদিন তোমরা রাজাজ্ঞার বল পাও নাই, এই সপ্তাহে তাহাও তোমরা লাভ করিলে, অতএব উত্থান কর, জাগ্রত হও, দেখ ঐ তোমাদের সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইতেছে, দুঃখের অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে, শুভদিন উপস্থিত। এত দিনে রাজাজ্ঞার বল মিলিত হইল। এই সময়ে তোমাদের এক গুণ প্রেম সহস্র গুণ প্রদীপ্ত হউক। এখন দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তোমরা জগৎকে এই সমাচার বল, যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহারা সকল সম্প্রদায়ের বহির্ভূত, অথচ তাঁহাদের নিকট প্রতি সম্প্রদায়ের ভাই ভগিনী শ্রদ্ধা এবং আদরের ধন। ইহাই ব্রাহ্মের উচ্চ আদর্শ। যদি জিজ্ঞাসা কর জগতে এমন বস্তু কি যাহা দ্বারা সমুদায় সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এক পরিবার হইবে, আমি বলিব তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা। ব্রাহ্মগণ! সকল সম্প্রদায়ের উপর যে ঈশ্বরপ্রেমের উচ্চভূমি সেই অটল হিমালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া বল আমরা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষপাতী নহি, অথচ সকলের নিকটেই আমরা ঋণী। প্রশস্ত হৃদয়ে সকল জাতি এবং সকলকে গুরু ও উপদেষ্টা মানিয়া সত্য, জ্ঞান এবং সদ্ভাব গ্রহণ কর।

এই সপ্তাহের মঙ্গল ঘটনাতে জগতের নিকট ইহা আরও স্পষ্টরূপে প্রচার হইল যে আমরা একটী সংকীর্ণ সম্প্রদায় নহি। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা চূর্ণ করিবার জন্যই ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন। ধন্য সেই সকল ব্রাহ্ম যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ বহন করিয়া সকল দেশে সকল নর নারীর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সার্ব্ব-ভৌমিক লক্ষণ প্রচার করেন!! বিবাহের এই নূতন রাজ-বিধির দ্বারা ব্রাহ্মেরা গূঢ়রূপে প্রভূত ক্ষমতা ও সাহায্য পাইলেন। এতকাল পরে রাজ-নীতি তাঁহাদের অনুকূল হইল। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবাহ সম্পর্কে এই দেশে যত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত রহিয়াছে এই এক বিধিরূপ কুঠারাঘাতে সমুদয়ের মূল উচ্ছেদ করিবার উপায় হইল। ইহার সাহায্যে ভারতবর্ষের নর নারীগণ সমুদয় কুসংস্কার এবং পাপমূলক দেশাচারের মস্তকে পদাঘাত করিয়া এই দেশে উন্নত এবং পবিত্র বিবাহ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবেন। তাঁহাদের সাধু দৃষ্টান্তে পারিবারিক এবং সামাজিক কল্যাণের স্রোতঃ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত এই রাজনীতি দ্বারা বংশ পরম্পরায় সুখ শান্তি এবং মঙ্গল প্রবাহ যে কতদূর বৃদ্ধি হইবে তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আর বেদীবদ্ধ হইয়া কেবল সপ্তাহান্তে কপট বক্তৃতার ধর্ম্ম থাকিবে না, কিন্তু ইহা পরিবারের এবং সমস্ত জীবনের ধর্ম্ম হইবে। এই রাজাজ্ঞার সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রসাদে, প্রথমতঃ ভারতের নরনারীদিগের চরিত্র সঙ্গঠিত হইবে, দ্বিতীয়তঃ ইহা দ্বারা শান্তি পবিত্রতাপূর্ণ পরিবার সংস্থাপিত হইবে; তৃতীয়তঃ ইহা দ্বারা ভারতবর্ষ একটী উন্নত পবিত্র জন-সমাজ সংরচিত হইবে। ইহা কল্পনা নহে, কিন্তু ইহা আমাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস এবং এই আশা পূর্ণ হইবেই হইবে। এই রাজনীতির দ্বারা যে কত বড় মঙ্গল ব্যাপারের সূত্রপাত হইল, ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি একবার বিশ্বাস নয়নে তাহা দেখিবে না? যাহা দ্বারা ভারতের সহস্র প্রকার অকল্যাণকর ঘটনার স্রোতঃ বদ্ধ হইতে চলিল তাহাতে কি তোমরা ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত দর্শন করিবে না? এই রাজাজ্ঞা কেবল কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষের মত নহে, কিন্তু ইহাতে ঈশ্বরের বিধি দেখিতেছি। ভারতের অমঙ্গল বিনাশ করিবার জন্য ইহা তাঁহারাই একটী নিগূঢ় মঙ্গল ঘটনা। অতএব যখন সামাজিক দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবার জন্যেও মঙ্গলময় ঈশ্বর রাজবিধিকে এইরূপে আমাদের অনুকূল করিলেন তখন আর ভয় কি? এই বিধির মধ্যে তাঁহার স্নেহের প্রমাণ পাইয়া, ব্রাহ্মগণ! তোমরা ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ়তর নির্ভর শিক্ষা কর। অকুতোভয়ে সমস্ত জীবন তাঁহার হস্তে সমর্পণ কর। সমুদয় ঘটনায় বীরের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্ম পালন কর! অনেকে ভয় দেখাইতেছিল, তোমাদের বিবাদ বৃদ্ধি হইতে চলিল ক্রমে ক্রমে দুই তিন চারি সম্প্রদায় হইবে; তোমাদের মধ্যে ক্রমে তোমরা দুর্ব্বল ও নির্জ্জীব হইয়া যাইবে। আমি সম্পূর্ণরূপে এই কথার প্রতিবাদ করিতেছি। যে মন্দিরে আজ এই নূতন যন্ত্রের সহকারে বিশ্ব-বিজয়ী ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিলাম, ইহা কি সংকীর্ণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার জন্য নির্ম্মিত? যিনি এই কথা বলেন যে ব্রহ্মমন্দির সম্প্রদায় বৃদ্ধি করিল, অসত্য বাক্যে তাঁহার রসনা কলঙ্কিত। সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের নর নারীকে লইয়া এক পরিবার সঙ্গঠন করিবার জন্য এই ব্রহ্ম-মন্দির। সকল সম্প্রদায় পূর্ণ হউক। সেই মনুষ্য জাতির পিতা, সকল সম্প্রদায়ে ঈশ্বর রাজাধিরাজের জয়!! এই মন্দিরের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ব্রাহ্মগণ! ব্রাহ্মিকাগণ! সকলকে এখানে আনিয়া পরিবার সংগঠন কর, কাহাকেও বিদায় করিয়া দিও না। ব্রাহ্মসমাজের শুভদিন উপস্থিত। তোমাদের আকাশ পরিষ্কার হইতেছে, মেঘ সকল উড়িয়া যাইতেছে, বিঘ্ন বিপদ নিরাশা তিরোহিত হইতেছে। এই সময় উৎসাহিত হইয়া ব্রহ্মের জয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার জয় ঘোষণা কর।

শ্যামবাজার চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে।

আচর্য্যের উপদেশ।

জ্ঞান ও ভক্তি।

জ্ঞান এবং ভক্তি এই দুয়ের মিলনে জীবের পরিত্রাণ হয়। পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞান ভক্তি উভয়েরই প্রয়োজন। অজ্ঞানতার অন্ধকার দ্বারা যাহার মন আচ্ছন্ন রহিয়াছে সে ব্যক্তি কিরূপে সত্যস্বরূপকে দেখিবে? ঈশ্বর অনেক, ঈশ্বর নানাপ্রকার, অথবা ঈশ্বর ওখানে আছেন এখানে নাই এসকল কুসংস্কার জালে যাহারা বদ্ধ তাহারা কিরূপে ঈশ্বরকে ভাল করিয়া দেখিবে? এ সমুদয় ভ্রমজাল ছেদন করিবার জন্য জ্ঞানাস্ত্র এবং এই অন্ধকার মোচন করিবার জন্য জ্ঞান প্রদীপের প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের মন অন্ধকার এবং কুসংস্কার জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। জ্ঞানালোকের মধ্যে মনুষ্যের মন স্বাধীন হয়। যেখানে অজ্ঞানান্ধকার সেখানে অধীনতার শৃঙ্খল, সেখানে অনেক প্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা। জ্ঞানের আলোক যখন উজ্জ্বল এবং ঘন হইতে থাকে, তখন মনুষ্য আপনার অবস্থা আপনি বুঝিতে পারে, ঈশ্বরের প্রকৃতি দর্শন করে, ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হয়। কিন্তু জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে আয়ত্ত করা যায় না। জ্ঞান দেশ কালের শৃঙ্খল ছেদন করে, জ্ঞান ভ্রম কুসংস্কারের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া মনুষ্যকে প্রশস্ত অনন্ত আকাশে নিক্ষেপ করে। জ্ঞান ক্ষুদ্রস্বভাব মনুষ্যকে স্বাধীনতা রূপ উচ্চ অধিকার দান করে। জ্ঞান শৃঙ্খল ছেদন করে, ছোট কারাগার চূর্ণ করিয়া মনুষ্যকে অসীম আকাশে লইয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বরকে হৃদয়ের মধ্যে আনিয়া দিতে পারে না। কেননা, নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরকে জ্ঞান দ্বারা যত ভাবিতে যাই, তত ভাসিয়া যাই। যখনই ইচ্ছা করি তখনি উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম, ঊর্দ্ধ নিম্নে যতদূর ইচ্ছা ততদূর যাইতে পারি, কিন্তু এই অনন্ত আকাশরূপ সমুদ্রের কূল কিনারা নাই। যখন এই অসীম সমুদ্রে ভাসিয়া যাই তখন ভাবি এত বড় ঈশ্বরকে লইয়া আমি কি করিব? মন কিরূপে এত বড় ব্রহ্মকে ধারণ করিবে? অতএব ক্ষুদ্র ছাড়িয়া আকাশবিহারী পক্ষী হইলাম; কিন্তু আমার ঘরের ভিতরে ঈশ্বরকে না দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইল; এই জন্য জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ভক্তির আকার ধারণ করিয়া ভক্তিতে পরিণত হইল। যদি সেই বৃহৎ ঈশ্বরকে ঘরে লইয়া গিয়া আমি আপনার লোক করিতে না পারি তবে তাঁহার প্রতি অনুরাগ হইবে কেন? যদি নিকটস্থ সহায়কে ঘরের মধ্যে না দেখিতে পাই তবে বিপদের সময় কে আমাকে রক্ষা করিবে? এই খেদ মিটাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মভক্ত হন। যখন আমাদিগের অন্তরে এই ভক্তি এবং অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হয় তখন আমরা দেখিতে পাই আমাদিগের ঈশ্বর আমাদিগের চক্ষের সমক্ষে আছেন। আমাদিগের হৃদয় যখন ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয় তখন আমরা বলি;—"আমরা অত বড় আকাশে আর ভ্রমণ করিতে পারিনা, ঈশ্বর! তুমি আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রকাশিত হও। হে ব্যাকুল অন্তরের ঈশ্বর! তুমি আনন্দ স্বরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রকাশিত হও।" ভক্তি এইরূপে অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত দূরস্থ প্রকাণ্ড ঈশ্বরকে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন। পৌত্তলিক ভক্ত জড় হইতে পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করে; কিন্তু জ্ঞানীভক্ত অনন্ত ঈশ্বরকে নিরাকার রূপ দিয়া পূজা করেন। ব্রহ্মভক্ত বলেন, "আমি বিশ্বাস করি সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু তাঁহার রূপ দর্শন না করিলে আমার হৃদয়ে শান্তি হয় না।" অতএব ব্রহ্মভক্ত ভক্তবৎসল অনন্তের নিরাকার রূপ ভাবেন। তিনি অনন্তকে চক্ষের নিকটে দর্শন করেন। ঈশ্বরের জ্ঞানের রূপ, প্রেমের রূপ, পুণ্যের রূপ দেখিতে দেখিতে ভক্ত প্রমত্ত হইয়া কাঁদিতে থাকেন। ভক্তির উদয় হইলে সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মকে সহজে ধরা যায়। ভক্ত ঈশ্বরকে আপনার আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিয়া বলেন:—"ইনিই সেই প্রেমপুণ্যে অনুরঞ্জিত ঈশ্বর, যিনি অনন্ত আকাশে বাস করেন!" তখন তিনি কি বৃক্ষতলে, কি নদীতটে, যেখানে বসেন সেখানেই সেই বৃহৎ ব্রহ্মকে নিকটে দেখিতে পান। তখন তাঁহার জ্ঞান সুমিষ্ট হইয়া আসে। দেখ, যথার্থ ভক্তের নিকটে পৌত্তলিকতা পরাস্ত হইল। পাথরের রূপ প্রেমের রূপের তুল্য নহে। অতএব ব্রহ্মভক্তের জয় হইল। এই নিরাকার সুন্দর রূপ যাঁহারা না ভাবেন তাঁহারা দুঃখী। অতএব কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী হইলে হইবে না, ব্রহ্মভক্ত হও। আকাশের দেবতাকে হৃদয়ের ভিতরে আনিয়া পূজা কর। আকাশ অপেক্ষা হৃদয় বড়—যে হৃদয় প্রেমে বিস্তারিত তাহা অনন্ত প্রেম এবং অনন্ত পুণ্যকে ধারণ করিতে পারে। ঈশ্বরের সেই ঘনীভূত প্রেম পুণ্যের রং দেখিলে হৃদয় মন সহজেই ভক্ত এবং যোগীর ভাব ধারণ করে। জ্ঞান ভক্তি দুইয়েরই প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যতীত সত্য দর্শন হয় না, এবং ভক্তি বিনা ঈশ্বরকে নিকটে লাভ করা যায় না। কেবল প্রকাণ্ড একটা অনন্ত ভাবিতে ভাল লাগে না, এই জন্য ভক্তির প্রয়োজন। নিরাকার আকাশবাসী ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ের ঘরে আসিয়া দণ্ডায়মান হন। তিনি ভিক্ষুকের পূজা গ্রহণ করেন, তিনি ভিখারী ভক্তের মুখে সুধা ঢালিয়া দেন। ভক্তের নিকটে তিনি ফুলের ন্যায় সুন্দর এবং সুমিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হন। এই রূপে ব্রহ্মজ্ঞান পরিশেষে ব্রহ্মভক্তিতে পরিণত হয়॥

হাফেজ।

সভা সমুজ্জলকারী সখা আসিয়া উচ্চ আসন গ্রহণ করিলেন, অদ্য সকল রূববানেরই কত রূপ প্রকাশ পাইবে।

হে আমার সাধুতার বস্ত্র! আমার কলঙ্ককে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ, যে হেতু এস্থানে সেই পুণ্যাত্মার সমাগম হইয়াছে।

মহারাজের পারিষদ সারং বিশেষ। তাহা প্রাপ্ত হও ও সুসময় চিনিয়া লও, হে ক্ষতিগ্রস্ত বণিক্! বাণিজ্যের সময় উপস্থিত।

হাফেজ! তুমি মলিন বট, রাজার নিকটে কৃপা প্রার্থনা কর, সেই পৌরুষ প্রধান পুরুষ শুদ্ধতা বিধানের জন্য আগমন করিয়াছেন।

প্রেমের কার্য্যাসরে বিদ্যা বুদ্ধির প্রবেশ নাই। কেন দুর্ব্বল কল্পনা ও অযুক্ত যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়?

ধীরবর! তোমার নিকটে সুখ বা দুঃখ আগমন করিলে অন্য জনকে তুমি তাহার দায়ী করিও না। সুখ দুঃখের প্রেরয়িতা ঈশ্বর।

আমি প্রেমযন্ত্রণাগ্রস্ত, ও পানবিপদেবিপন্ন, সখার সম্মিলন বা নির্ম্মল সুরা ইহার প্রতীকার করিবে।

সখে! তোমাকে চিনে এমত ধর্ম্মগুরু তপস্যাকুটীরে না দেখিয়া আমি আক্ষেপ সহকারে সুরালয়ের দ্বারে আসিয়া মস্তক স্থাপন করিয়াছি।

সৌন্দর্য্যের উদ্যানে তোমা অপেক্ষা সুন্দর কুসুমতরু উৎপন্ন হয় নাই। প্রতিমূর্ত্তির জগতে তোমা অপেক্ষা মনোহর ছবি নাই।

শুষ্ক বৈরাগ্যে উত্ত্যক্ত হইয়াছি, নির্ম্মল সুরা আনয়ন কর। সুরার সৌরভ আমার মস্তিষ্ককে সিক্ত রাখে।

যে জন বৈরাগ্যবর্ত্ম হইতে চরণ বাহির করে নাই এইক্ষণ দেখি সে সুরালয়াভিমুখে যাত্রার অভিলাষী হইয়াছে।

যদি সুরা দ্বারা তোমার অন্য কিছুই উপকার নাহয়, অন্ততঃ ইহাও কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয় যে তৎ সাহায্যে ক্ষণকাল বুদ্ধির কুমন্ত্রণা ভুলিয়া যাও?

যদি আমি তোমার উদ্যানের একটী ফল গ্রহণ করি হানি কি? যদি তোমার আলোকে পথ দর্শন করিয়া চলি হানি কি?

প্রেমবর্ত্মে নেতার সাহায্য ব্যতিরেকে পদার্পণ করিও না, এবিষয়ে আমি নিজে একাকী শত যত্ন করিয়াছি, কৃতকার্য্য হইনাই।

হৃদয়! শত্রুর কুবাক্যে বিষন্ন হওয়া উচিত নয়। হয়তো যদি গূঢ় দৃষ্টি কর তোমার কল্যাণ তাহাতে দেখিবে।

বিধাতা কাহাকে সুরার পাত্র কাহাকে হৃদয়ের শোণিত প্রদান করিয়াছেন। বিধি পরিধির অন্তরে এরূপ বিধি বিধি বটে!

হাফেজের মন হইতে যে মত্ততা দূর হইবে তাহা নহে, এই পুরাতন মত্ততা প্রাণান্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে।

বলিলাম যে তোমার হৃদয় কখন সম্মিলনের জন্য সযত্ন হইবে। বলিলেন বিপীড়ন সহ্য করিতে থাক, তাহা হইলে সম্মিলন আসিবে।

বলিলাম তোমার ধ্যানে দৃষ্টিকে নিযুক্ত রাখিয়াছি, সেই পথ অবরোধ করিতেছি না। বলিলেন, যে অন্য দ্বারে গমন করে সে চোর।

বলিলাম স্বর্গোদ্যান হইতে যে সমীরণ প্রবাহিত হয় তাহা অতি সুখদ। বলিলেন বন্ধুর পল্লী হইতে যে গন্ধবহ সঞ্চারিত হয় তাহা প্রীতিকর।

বলিলাম দেখিতেছি সুখের সময় কেমন দ্রুত চলিয়া যায়? বলিলেন হাফেজ এই দুঃখও চলিয়া যাইবে।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় সেরাজগঞ্জ, পাবনা ভ্রমণ করিয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় একটী নূতন উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌর বাবুকে কোন কোন দিন চতুর্দ্দশ ক্রোশ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত মহাশয় হাজারিবাগ হইতে রাঁচি নগরে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে ছোট নাগপুর বিভাগের অন্যান্য স্থানে যাইবারও কথা আছে। তিনি পুনরায় হাজারিবাগ এবং গয়া হইয়া বেহারে আসিবেন। তিনি এক স্থানের পথের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন; "হাজারিবাগ হইতে রাঁচি আসিবার সময় বড় শোভা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। পথে বড় বাঘের ভয়। মাডু বলিয়া একটী চটি আছে তাহার কাছে বাঘের অতিশয় উপদ্রব। সেই স্থানে আমি পঁহুছিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে এক জনকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। এখানকার পথে এক বাঙ্গালি গোস্বামীদের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম, তাঁহাদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়, অত্যন্ত ভদ্র। খুব ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা হইল, ভাবের কথা শুনিয়া তাঁহারা বিগলিত হইলেন।"

শ্রীযুক্ত বঙ্গ চন্দ্র রায় মহাশয় নোয়াখালী সমাজের উৎসবান্তে বরিশালের দিকে যাত্রা করিয়াছেন।

"হরগোবিন্দ চরিত" এই নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা পাইয়াছি। ইহা একজন সত্ত্বগুণাবলম্বী প্রাচীন হিন্দুর জীবন বৃত্তান্ত। ইঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা অতিথি সেবা, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধু গুণের কথা যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা অনুকরণীয়। এ প্রকার পবিত্র হিন্দু চরিত্র এখনকার কালে সচরাচর দেখা যায় না। প্রকৃত ভক্ত ধর্ম্মানুরাগী হিন্দুজীবনে আমাদের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। এ প্রকার সাধুজীবন লিপিবদ্ধ থাকা নিতান্ত প্রার্থনীয়।

সন ১২৮৩ সালের আশ্বিন মাসের "বামাবোধিনী পত্রিকা" আমরা পাইয়াছি। নানা কারণে ইহার কয়েক খণ্ড বাকী পড়িয়া গিয়াছে। সম্পাদকের মস্তকে যে সকল

গুরুতর কার্য্যভার আছে তাহা সত্বেও ইনি যে এই পত্রিকা সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহার সকল ত্রুটি ক্ষমার যোগ্য। আমরা আশা করি, অতঃপর মাসে মাসে পূর্ব্ববৎ ইহা প্রকাশিত হইবে।

বিলাতে কোন একজন সাহেবের মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে স্থানীয় ধর্ম্মযাজক তাহাকে উপদেশ দিতে যান। সে তাহা শুনিতে সম্মত না হওয়ায় পাদরী সাহেব তাহাকে এই বলিয়া ভয় দেখান যে তোমাকে সয়তানে বিনাশ করিবে। পরে রজনীযোগে তিনি আপনার কোন অনুচরকে ভূত সাজাইয়া তথায় প্রেরণ করেন। ভূত রোগীর শয্যা পার্শ্বে হঠাৎ উপস্থিত হইল। তথায় আর একজন ছিল সে তাহাকে গুলি মারে তাহাতে সে মরিয়া যায়। পরে প্রকাশ হইল যে সে পাদরী সাহেবের ভৃত্য।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়!

অনেক সময় ধর্ম্মতত্ত্বে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জীবন্ত ধর্ম্মভাব সকল প্রকাশিত হয়। তত্তাবৎ পাঠ করিয়া, শুধু আমি নয় অনেকেই আধ্যাত্মিক সুখ অনুভব করেন। সম্প্রতি এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কতকগুলি সার কথা পাঠে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করা গিয়াছে এবং সেই সমস্ত সকলের গোচরার্থ বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া পাঠাইতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভবদীয় পত্রিকার এক পার্শ্বে স্থান দান করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

জাহাঙ্গীর বাদশার রাজত্ব সময়ে মালোয়া নামক স্থানে ক্ষত্রিয় বংশে বাবালাল নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই শিষ্যেরা বাবালালী নামে বিখ্যাত। বাবালাল অল্প বয়সেই ধর্ম্মবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া, চেতন স্বামী নাম ধের জনৈক সাধুর অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক ধর্ম্ম বিষয়ে দীক্ষিত হন। অবশেষে স্বকীয় স্বভাবজ শক্তি প্রভাবে গুরু দত্ত উপদেশাবলী আয়ত্ত করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম প্রচারার্থ সারহিন্দের সমীপবর্ত্তী দেহানপুর নামক স্থানে বাস করত সেই স্থানে একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় মত ও বিশ্বাস সাধারণ সমীপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যে বাদশার পুত্র দারাসেকোও এক জন ছিলেন। বাদশাপুত্র, মহাত্মা বাবালালের ধর্ম্ম বিষয়ক মত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আপনার সমক্ষে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল, তাহারই আংশিক অবতারণা করা আমার উদ্দেশ্য। এস্থলে বাদশাপুত্র প্রশ্নকর্ত্তা, এবং মহাত্মা বাবালাল উত্তরদাতা।

প্র। ফকিরের অনুরাগ কিসে?

উ। ঈশ্বর জ্ঞানে।

প্র। তপস্বীর ক্ষমতা কি?

উ। সংসার আসক্তি রাহিত্য।

প্র। বিজ্ঞতা কি?

উ। স্বীয় প্রভুর প্রতি আত্মার অনুরাগ।

প্র। ফকিরের হস্ত কোথায় ব্যবহৃত হয়?

উ। তাঁহার কর্ণ ঢাকিবার জন্য।

প্র। তাঁহার পা কোথায়?

উ। লুক্কায়িত; কিন্তু তাহা পরিধেয় বসন কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট নহে।

প্র। কি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়?

উ। দিবারাত্র পাহারা দেওয়া।

প্র। কোথায় তিনি অপারগ?

উ। অপরিমিত ভোজনে।

প্র। কোথায় তাঁহার বিশ্রাম?

উ। এক কোণে, নির্জ্জন স্থানে, কেবল সত্য স্বরূপ ধ্যানে।

প্র। তাঁহার বাসস্থান কোথায়?

উ। ঈশ্বরের জীবগণের মধ্যে।

প্র। তাঁহার রাজ্য কি?

উ। জগদীশ্বর।

প্র। তাঁহার গৃহের দীপক কি?

উ। সূর্য্য এবং চন্দ্র।

প্র। তাঁহার খট্টা কি?

উ। পৃথিবী।

প্র। তাঁহার কি কার্য্য?

উ। যিনি সকল পদার্থের জীবন এবং কোন পদার্থেই যাঁহার আসক্তি নাই, সেই ভগবানের গুণ এবং মহিমা কীর্ত্তন।

প্র। ফকিরের পক্ষে কি উপযুক্ত?

উ। এক পরমেশ্বর ভিন্ন কিছুই নয়।

প্র। ফকিরের জীবন কি প্রকারে অতিবাহিত হয়?

উ। ইচ্ছা, বাধা এবং ধনশূন্য ভাবে।

প্র। ফকিরের কি কর্ত্তব্য?

উ। দারিদ্র্য এবং বিশ্বাস।

প্র। কোন্‌টী সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম?

উ। প্রেমিকের ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র যাহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসেন ঈশ্বরই তাঁহাদের বিশ্বাস ও ধর্ম্ম, কিন্তু সদনুষ্ঠান করা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হাফেজ বলিয়াছেন সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক, প্রত্যেক মনুষ্যই তাঁহার প্রিয় বস্তুকে অন্বেষণ করেন। তবে দূরদর্শী এবং মন্দ বুদ্ধির মধ্যে প্রভেদ কি? সমস্ত জগতই প্রেমের আগার। তবে কেন মুসলমানের মস্‌জিদ, হিন্দুর মন্দির ইত্যাদি বলিতেছ?

প্র। কাহার সঙ্গে ফকিরের নৈকট্য সম্বন্ধ?

উ। প্রেমের রাজার সঙ্গে।

প্র। কাহার সঙ্গে তাঁহার অপরিচিত হওয়া উচিত ?

উ। লোভ, ক্রোধ, হিংসা, মিথ্যা এবং দ্বেষ।

প্র। তিনি বিবসন থাকিবেন কিম্বা বসন পরিধান করিবেন ?

উ। বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের বস্ত্র পরিধান করা কর্ত্তব্য। বিবস্ত্রতার জন্য কেবল শিশুকেই ক্ষমা করা যাইতে পারে। ঈশ্বরপ্রেম, শিরভূষণ কিম্বা অঙ্গরক্ষার উপরে নির্ভর করে না।

প্র! তিনি কি প্রকার ব্যবহার করিবেন ?

উ। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবেন এবং অসাধ্য বিষয়ে কখনও অঙ্গীকার করিবেন না।

প্র। অপকারীকে কি প্রত্যুপকার করিবেন ?

উ। ফকির কাহারও অপকার করিবেন না। তাঁহার নিকট উপকার ও অপকার উভয়ই তুল্য। হাফেজ বলিয়াছেন দুইটী নিয়মের উপরে দুই পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করে। বন্ধুদিগের প্রতি দয়া এবং অপকারীর প্রতি ভদ্রতা ও নম্রতা।

প্র। উপাধান কি প্রকার হওয়া উচিত ?

উ। ফকিরের পক্ষে উপাধানযুক্ত শয্যা উচিত নয়। সর্ব্বদা ভ্রমণকারীর জীবনই আকাঙ্ক্ষণীয়। ব্যাধি কিম্বা বয়োধিক্য প্রযুক্ত শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, ফকির উপাধানে শিরোন্যাস করিতে পারেন। এতাদৃশাবস্থায় তিনি প্রত্যেক অভ্যাগত ফকিরের সৎকার করিবেন এবং পরমেশ্বর ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা থাকিবে না।

প্র। সংসার পরিত্যাগ করা কি ফকিরের পক্ষে শ্রেয়ঃ ?

উ। ইহা দূরদর্শীর কার্য্য বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় নহে। জনসমাজে থাকিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি মনোনিধান করিতে সক্ষম হন তিনিই ফকির। এবং যিনি ফকির নামধারী হইয়া মনুষ্যের কার্য্য কলাপে আবদ্ধ হন তিনিই সংসারী। মৌলনাকম বলিয়াছেন, সংসার কি ? না ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকা। বসন, ভূষণ, ধন, স্ত্রী কিম্বা অপত্য প্রভৃতিকে কখনও সংসারাখ্যে অভিহিত করা যাইতে পারেন'।

প্র। প্রকৃতি এবং সৃষ্ট পদার্থে প্রভেদ কি ?

উ। কেহ কেহ তাহাদিগকে বীজ ও বৃক্ষের সঙ্গে উপমা দেন। বীজ ও বৃক্ষ যদিও পরস্পর সম্বন্ধাবদ্ধ, কিন্তু উভয়েই তুল্য। যদিও বাস্তবিক এক বস্তু, কিন্তু সামকালিক এবং এক সময়ে সম্বন্ধাবদ্ধ নহে। সমুদ্র ও ঊর্ম্মিমালার সঙ্গেও তাহারা তুলিত হইতে পারে। প্রথমটী ভিন্ন দ্বিতীয়টী থাকিতে পারে না। কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গের অভাবেও থাকিতে পারে, এবং তরঙ্গ উৎপাদনের জন্য বায়ু আবশ্যক। অতএব যদিও প্রকৃতি এবং সৃষ্ট পদার্থ একই পদার্থ, কিন্তু প্রকৃতি হইতে সৃষ্ট বস্তু উৎপত্তি হইবার সময়ে একটী কারণ অথবা এক সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়।

প্র। প্রকৃত ফকিরের কিপ্রকার ভাব ?

উ। তাহা বর্ণন করা যায়না। এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, প্রেমিকের ভাব কি বলিতে পারেন ? আমি বলিলাম, আপনি যখন প্রেমিক হইবেন তখন জানিতে পারিবেন।

তাং ২২এপ্রিল ১৮৭১ } একান্তানুগত। শিবনাথ সাস্ত্রা। ডেরাডুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্তি স্বীকার।

এপ্রেল মাস ১৮৭১।

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন	১
,, ,, মাধবচন্দ্র সিংহ	।০
,, ,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	১
,, ,, মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	১
,, ,, জয়কৃষ্ণ সেন	৸/৫
,, ,, শ্রীকৃষ্ণ হাজরা	১
,, ,, জয়গোপাল সেন	৫
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
,, ,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	২
,, ,, হরিদাস শ্রীমানি	১
,, ,, মহেন্দ্রনাথ নন্দন	।৶০
,, ,, যদুনাথ রায়, রামপুর হাট	৮
,, ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ, ঘোড়পুকুর	১
,, ,, কৈলাসচন্দ্র সেন	১
,, ,, তারকনাথ দত্ত	।০
,, ,, মৃণালচন্দ্র মল্লিক	১
,, ,, নরেন্দ্রনাথ সেন	২
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু	২
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪
রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ	৮

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মজুমদার	বহরমপুর	।৶০
,, ,, যদুনাথ ঘোষ	এলাহাবাদ	১।০
,, ,, একটী দুঃখি ভ্রাতা		৩।০
,, ,, দ্বারকানাথ বসু	বগুড়া	।০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল ভড় মাতৃশ্রাদ্ধে		২
শ্রীমতী আদরিণী চট্টোপাধ্যায়	ঐ	২
একটী মহিলা,	ঐ এলাহাবাদ	৩
একটী বন্ধু	(পিতারশ্রাদ্ধে)	৫

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার	করোচমড়িয়া	২

পাথেয়।

বারুইপুর ব্রাহ্মসমাজ	১
খিদিরপুর প্রার্থনা সমাজ	২

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীমতী মুক্তকেশী মজুমদার	১

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির সংস্কারার্থ দান কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইল।

(গত প্রকাশিতের পর।)

শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র মজুমদার	লাহোর	২
,, ,, গনেশ চন্দ্র রক্ষিত	চাঁচাল	৩
,, ,, দ্বারিকা নাথ বসু	বগুড়া	১
,, ,, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার		১
,, ,, বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী	হাজারিবাগ	৫
তালতলা ব্রাহ্মসমাজ		১

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা জ্যৈষ্ঠ শ্রীমহিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ১০ সংখ্যা।	১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার, ১৭৯৯ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।

স্তোত্র।

হে জীবনের জীবন প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! সুখ দুঃখে, পাপ অপরাধের মধ্যে তুমি আমার বল শক্তি আধার এবং চির অবলম্বন; আমি বুঝিতে পারি আর না পারি তুমি অজ্ঞাতসারে আমাকে পোষণ করিতেছ। আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস, প্রত্যেক মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া তোমাকে অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হইতেছে। তুমি জীবনের অন্ন জল এবং তুমিই একমাত্র আশ্রয় স্থান। তোমাতে নির্ভর ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। আমি আছি অথচ তুমি আমার সঙ্গে নাই ইহা অসম্ভব। শয়নে স্বপনে, জাগ্রত সুষুপ্তিতে, রোগ সুস্থতায় যে কোন অবস্থাতে হউক, আমি তোমা ছাড়া নই। ইহ পরকাল অনন্ত কালের সঙ্গী এবং সহায় তুমি, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমার সঙ্গে তোমার অনেক বিধ সম্পর্ক, কিন্তু জীবনের জীবন বলিলে আর কিছুই বাকি থাকিল না। এই সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতর, প্রতি নিমেষে ইহা শোণিতের সঙ্গে সংক্রামিত হইতেছে, অন্যান্য সম্বন্ধ সকল সময় অনুভব করিতে না পারিলেও হে ঈশ্বর! তোমাকে জীবনবল্লভ বলিয়া আমি সকল সময়ে ডাকিতে পারি। যদি আমি তোমার শক্তিতে সর্ব্বক্ষণ সঞ্জীবিত রহিলাম তবে আর আমার ভয়ই বা কি, বিপদই বা কি? আমি তোমাতে অবস্থিতি করিয়া তোমাতেই সঞ্চরণ করিতেছি, তুমি অদৃশ্যভাবে সূক্ষ্মরূপে আমার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছ, তোমাকে ছাড়িয়া আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। হে প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন! তোমাকে আমি ভক্তিভরে বারম্বার অভিবাদন করি।

প্রার্থনা

হে চিরবিশ্বস্ত হৃদয়বন্ধু, সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর! তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া যদি চিরকাল পথের ভিখারী হইয়া থাকি, ইহ জীবন কেবল কষ্টেতেই যাপন করি, এবং সেই সকল দুঃসহ ক্লেশ যন্ত্রণায় অবশেষে যদি মরিয়াও যাই তাহাও আমার প্রার্থনীয়; কিন্তু মনুষ্যের চঞ্চল অনুগ্রহের প্রতি নির্ভর করিয়া যেন কখন প্রতারিত না হই। তোমার নামে মৃত্যু হইলেও তাহাতে জীবন আনিয়া দেয়, ক্লেশ দারিদ্র্য অপমানেও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। দাসের অভাব ও মর্ম্ম বেদনা তুমি ভিন্ন কেহ বুঝেও না, এবং তুমি ভিন্ন তাহা কেহ দূর করিতেও পারে না। মনুষ্য আপনাপন জীবনের গুরুতর দায়িত্ব বহন করিয়া উঠিতে পারেনা,

সে নিজের জ্বালায় অস্থির, প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সতত বিক্ষিপ্ত, দোষ দুর্ব্বলতায় কাতর, অন্যের দুঃখভার কেমন করিয়া সে মোচন করিবে? তোমার ভার অন্যে কি ধারণ করিতে পারে? এত সহগুণ ক্ষমাই বা কাহার আছে? তবে আর কেন আমি মনুষ্যের মুখের পানে চাহিয়া তোমার সেবা করিতে যাই? আমি কে যে তাই চিরদিন সুখের শয্যায় শয়ান থাকিয়া তোমার ধর্ম্ম পালন করিয়া যাইব? কত শত পবিত্রাত্মা মহাপুরুষেরা কেবল তোমারই অনুরোধে ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান করিলেন। তাঁহারা নিজে নির্ম্মল চরিত্র পরপ্রেমী সর্ব্ব জীবের বন্ধু সাধু হইয়াও কণ্টকের মুকুট পরিধান করিলেন, জ্বলন্ত দুঃখানলে চিরজীবন দগ্ধ হইলেন, তবে আমি আর কেন কীটস্য কীট যে বিনা কষ্টে তাঁহাদের পথের পথিক হইব? আমি বুঝিলাম মানব জীবনে সুখ দুঃখের সমান অধিকার। মুক্তিরত্ন প্রেমরত্ন যে চায় তাহাকে একটু বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু হে প্রাণসখ, সে দুঃখত দুঃখ নয় যে দুঃখের মধ্যে তোমার মধুর সান্ত্বনা বাক্য কর্ণে প্রবেশ করে। যখন হৃদয়ের সাধু ভাবকেও লোকে অসাধু বলিয়া ব্যাখ্যা করে; গভীর কষ্ট যন্ত্রণাকেও মিথ্যা কপটতা বলিয়া প্রতিপন্ন করত ক্ষতস্থানে গরল ঢালিয়া দেয়; তখনকার অবস্থাই যথার্থ অমিশ্রিত দুঃখের অবস্থা। তাহাতে কেহ সহানুভূতি দান করে না কেবল তাহা নহে, আরও অসদভিসন্ধি আরোপ করে এবং তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে, কিন্তু এই সময়ই আবার একাকী তোমার নিকট কাঁদিবার সময়। গোপনে লোকের অগোচরে হে জীবন-সহায়! আমাকে এই অবস্থায় উন্মুক্ত হৃদয়ে কাঁদিতে দিও। চক্ষের এক বিন্দু জলও যেন কেহ না দেখিতে পায়, মনের ব্যথা কেবল তুমি জানিবে আর আমি জানিব। কত কত সাধু মহাত্মারা তোমার কাছে কাঁদিয়া এইরূপে গোপনে গোপনে শান্তি পাইয়াছেন। তাঁহাদের দুঃখের ভাগীও কেহ ছিল না, সুখের অংশও কেহ আস্বাদন করিতে পারে নাই। একাকী গোপনে দুঃখ ভোগ করিয়া তাঁহারা একাকী তোমার নিকট প্রচুর শান্তি পাইয়াছেন। পৃথিবী চিরদিন নির্যাতন করিল, তুমি তাঁহাদিগে কোলে লইলে। সেই উচ্চ অধিকার আমাকে দান কর। বড় সাধ হয়, তোমার নিকট কাঁদিবার পথ পরিষ্কার রাখিয়া এইরূপ অমিশ্র দুঃখ সম্ভোগ করি। যে দুঃখ তোমার স্নেহহস্ত ব্যতীত কিছুতেই দূর হয় না সেই দুঃখে দুঃখী করিয়া তুমি আমাকে তোমার দিকে টানিয়া লও।

পরলোক।

জগতের অন্তরালে একটী গূঢ় শক্তি কার্য্য করিতেছে, মৃত্যুর পর আমাদিগের আত্মীয়গণ এবং আমরা অবস্থান করিব, এ বিশ্বাস মনুষ্য জাতি মাত্রের স্বাভাবিক। যখনি এই স্বাভাবিক বিশ্বাস সংশয় ও অবিশ্বাস দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তখনি গূঢ় শক্তি বিশ্বাসে বা প্রেততত্ত্ববাদে লোকের বিশ্বাস উদ্ভূত হইয়াছে।

"সঙ্কীর্ণে তু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে।"

সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ যে সময়ে লোকের পূর্ব্ব বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে, নূতন বিধ বিশ্বাস সমাগত হইবার সময় উপস্থিত, ইহার মধ্যবর্ত্তী কালে বিদ্যা এবং প্রেতগণের প্রাদুর্ভাব হয়। বিদ্যার প্রাদুর্ভাবে এক দিকে পূর্ব্ব বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়ে, অপর দিকে প্রকৃতি গূঢ়ভাবে সহজ ভাবের দিকে লোককে আকর্ষণ করিতে থাকে। এ অবস্থায় যে কোন একটী আশ্চর্য্য ঘটনা অনবধান বা জ্ঞানের অভাব বশতঃ বিজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া প্রতীত হয়, উহা কোন গূঢ় শক্তি বা অদৃশ্য লোকবাসী প্রেতগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইতেছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মে, এবং যাই বিশ্বাস হইল অমনি তাহার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে যাঁহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য জন্য অবিশ্বাসী ছিলেন,

তাঁহারাও ঐ জালে আকৃষ্ট হইলেন। এমন অদ্ভুত ঘটনা রহিল না যাহা তদ্দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। জলকে দুগ্ধ বা মদরিকাবৎ প্রদর্শন, অথবা তাহার আস্বাদ দুগ্ধ বা মদরিকার ন্যায় প্রতীত করণ, একই বস্তুকে পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও উষ্ণ এবং গুরু বস্তুকে লঘু, লঘু বস্তুকে গুরু, বিশ্বাস জন্মান, অন্ধকারে মনুষ্যাদির ঊর্দ্ধে উত্থান, মৃত আত্মার মূর্ত্তি দর্শন, মূর্চ্ছিত প্রায় অবস্থায় অন্য ব্যক্তির মনের কথা অভিব্যক্ত করণ ইত্যাদি বিবিধ আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল উপস্থিত হয়। মন এক অদ্ভুত বস্তু, যাহা দেখিতে ব্যগ্র হয় তাহাই দেখিতে পায় এবং অন্য লোককেও বিশেষ অবস্থার অধীন করিয়া তাহা দেখায়। লোকে একেবারে এই সকল ব্যাপারে উন্মত্ত হইয়া পড়ে। এবং অনেক বঞ্চক এই সুযোগে বিলক্ষণ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়। পরিশেষে বিজ্ঞানবিদগণ উপস্থিত হইয়া এই সকল ব্যাপার স্বাভাবিক পরিজ্ঞাত শারীরিক ও মানসিক কারণে সংঘটিত হয় তাহা লোককে দেখাইয়া ভ্রম নিরসন করেন।* আমাদিগের দেশে যোগ শাস্ত্রে বিভূতিযোগ মধ্যে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপারের উল্লেখ আছে এবং সময়ে সময়ে মহাপুরুষেরা যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া প্রদর্শন করেন তাহাও উক্ত প্রকার ঘটনাবলির অন্তর্ভূত।

অবিশ্বাসের সময়ে এ প্রকার ব্যাপার সমুপস্থিত হয় কেন? ইহার উত্তর এই, অদৃশ্য শক্তি এবং পরলোকে বিশ্বাস মনুষ্যের স্বাভাবিক, তাহার অপলাপ করিতে গেলেই ঈদৃশ ব্যাপার সংঘটিত হইবে। যিনি এক সময়ে অত্যন্ত অবিশ্বাসী এবং সংশয়ী ছিলেন, তিনি নিশ্চয় আপনাকে ঘোরতর কুসংস্কারে নিপতিত করিবেন। এরূপ না হইলে মিস্‌মার্টিনো প্রভৃতির ন্যায় সংশয়িগণ কখন অদ্ভুত ক্রিয়ার জালে নিপতিত হইতেন না। শরীরের প্রকৃততত্ত্ব যেমন রোগের অবস্থায় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নির্ণয় করেন, তেমনি এই সকল মানসিক বিকার হইতে আমরা মনুষ্যের স্বাভাবিক বিশ্বাস কি অতি সহজে নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

পরলোক সম্বন্ধে আমরা সহজ বিশ্বাসকে ভিত্তিভূমি করিলাম, এবং এই বিশ্বাসের বিরোধে দণ্ডায়মান হইলে কীদৃশ মানসিক বিকার সমুপস্থিত হয়, তাহা প্রদর্শন করিয়া উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিলাম। এ বিকার কি ভয়ানক বিকার পাঠকগণ তাহা অনায়াসে বুঝিবেন যখন তাঁহাদিগের মনে পড়িবে, ইউরোপে এক ডাইনের ভয়ে (Witch-craft) প্রায় সত্তর হাজার লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। লড বেকন্ প্রভৃতির ন্যায় লোকে ডাইনে বিশ্বাস করিতেন, এ কথা শুনিলে আর কি বলিবার অবশিষ্ট থাকে।

যাঁহারা সহজ জ্ঞানকে সুস্পষ্ট এবং অভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ব্যাপার করিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা পরলোককে আরো সুদৃঢ় ভূমির উপরে সংস্থাপন করেন। দুই দিক হইতে তাঁহাদিগের পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করিতে থাকে; ঈশ্বরের দিক্ হইতে এবং মনুষ্যমণ্ডলীর শীর্ষ মহাত্মাগণ হইতে যতই তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হন এবং তাঁহার সহিত মধুর ঘনিষ্ট আনন্দপ্রদ সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, ততই এ সম্বন্ধ কোন কালে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে, এ বিশ্বাস তাঁহাদিগের অটলভাব ধারণ করে। আর এক দিকে আবার ঈশ্বরের নৈকট্যানুসারে যতই তাঁহার ভক্ত মহাত্মগণের সঙ্গে আত্মার একতা হয় ততই মনুষ্যের ভাব সকল উন্নতি সম্বন্ধে অনন্তোন্মুখী ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। কল্য যে নরকে ডুবিয়াছিল, অদ্য যদি সে ক্রাইষ্ট চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের সঙ্গে সমভাব প্রদর্শন করিতে পারে, তবে তাহার সম্মুখে যে কি এক প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ অবস্থিতি করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে?

* কয়েক দিন হইল ডাক্তার কার্পেণ্টার "Mesmerism, Odylism, Table-turning, and Spiritualism" শির্ষক দুই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন উহা ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসের "Fraser's Magazine" এ প্রকাশিত হইয়াছে, যাঁহারা বিশেষ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা ঐ প্রবন্ধ দ্বয় পাঠ করিবেন।

আমাদিগের নিকটে সহজ জ্ঞান স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইলে যে দৃঢ় বিশ্বাস সমুৎপন্ন হয়, তাহাই সুদৃঢ় প্রমাণ, কিন্তু সাধারণে এ সম্বন্ধে এখনো উদাসীন। এই বাহ্য জগৎ যাহা আমাদিগের শৈশব চক্ষুতে প্রায় অভিন্নাকার ছিল, যদি হস্ত প্রসারণ আকুঞ্চন, সংস্পর্শ, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যাদি মানসিক ভাবের যোগ দ্বারা তাহাকে বর্ত্তমানে যেরূপ দেখিতেছি সেরূপ করা না হইত, তবে বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের জ্ঞান কি জ্ঞান বলিয়া পরিগৃহীত হইত? সহজ জ্ঞান পদার্থ আছে মাত্র বলিয়া দেয়, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচন সাপেক্ষ। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ইহা যেমন সত্য, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও উহা তেমনি সত্য। বাহ্য জগতে মনোভিনিবেশ দ্বারা যেমন ক্রমে তৎসম্বন্ধে দিন দিন বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, অন্তর্জগতের মূল ঈশ্বরে মনোভিনিবেশ দ্বারা তেমনি ক্রমে আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। শৈশবে যাহার চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছে, বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তাহার কল্পনানেত্রে থাকা যেমন অসম্ভব, ভ্রান্তি ও সংশয় দ্বারা আন্তরিক চক্ষু নষ্ট প্রায় হইলে আধ্যাত্মিক জগতের বিশেষ জ্ঞান মনোমধ্যে প্রতিভাত হওয়া তেমনি অসম্ভব। মনোভিনিবেশ উভয় জগতের জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে প্রধান উপায়। ভূত ও বর্ত্তমান ইতিহাসাদি পর্য্যালোচন, বাহ্য জগতে হস্ত প্রসারণ আকুঞ্চন সংস্পর্শ সদৃশ যদি আমরা পরলোক সম্বন্ধের সহজ জ্ঞানকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের বিষয় করিতে চাই, তবে আমরা তৎসম্বন্ধে যে উপায় আছে, তৎপ্রতি উপেক্ষা করিলে কখন তাহা করিতে পারিব না। হয়তো কালে সংশয় জ্ঞান দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, সংশয় পরিশেষে যে ঘোরতর কুসংস্কারের গর্ত্তে নিপতিত করে, তাহাতে পতিত হইয়া আধ্যাত্মিক প্রাণ হারাইব। এ সম্বন্ধে আমাদিগের সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত, কেন না এই অল্প দিনের মধ্যেও কোন কোন স্থলে ইহার বিষময় ফল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

আচার্য্য ও শিষ্য।

এ দেশে আচার্য্য ও শিষ্য সম্বন্ধের এতদূর অপব্যবহার হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে লোকের মনে ভয় ও কুসংস্কার স্থান পাইয়াছে। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে গিয়া কুসংস্কার উপস্থিত হয়, এ কথা অনেকে মনে রাখিতে পারেন না। আচার্য্য ও শিষ্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেই মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, কেবা কি মনে করেন। এরূপ সঙ্কোচ রাখা কাহারই পক্ষে মঙ্গলকর নহে। অতএব আমরা আচার্য্য ও শিষ্য সম্বন্ধ মধ্যে কি এমন গূঢ় তত্ত্ব আছে যাহা বুঝিলে, আচার্য্য ও শিষ্য সম্বন্ধও থাকে অথচ তজ্জনিত অনিষ্টপাত হয় না, তাহারই অদ্য আলোচনা করিব।

এদেশে এবং প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেশে আচার্য্য ও ঈশ্বরকে অভেদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এখান হইতেই সমূহ অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে যন্মধ্য দিয়া ঈশ্বরের বিকাশ হয়, তাহা হইতে ঈশ্বরকে ভিন্ন করিবার উপযুক্ত জ্ঞান ছিল না, সে সময়ে এই অজ্ঞানতা নিবন্ধন ভ্রম কুসংস্কার পাপ সমুপস্থিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? এখন জিজ্ঞাসা, আমাদের পুনরায় তাদৃশ ভ্রমে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? যদি না থাকে, আচার্য্য ও শিষ্য সম্বন্ধে আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ভ্রমে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আচার্য্য যে সকল সত্য শিষ্যকে শিক্ষা দেন তাহা তাঁহার নিজের নহে, তিনি যাহা কিছু ঈশ্বরের নিকট শিখিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন, সেখানে তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। অপূর্ণতা নিবন্ধন যতটুকু কর্ত্তৃত্ব আছে, ততটুকু তাঁহাতে ভ্রম ও কুসংস্কার। শিষ্য উহা গ্রহণ করিবার জন্য বাধ্য নহেন।

আচার্য্য ও শিষ্য সম্বন্ধের যাঁহারা প্রতিবাদী আমরা শেষে যাহা বলিলাম উহাই তাঁহাদিগের অকাট্য যুক্তি। আচার্য্য যাহা বলিতেছেন তাহা ভ্রম কুসংস্কার সঙ্কুল নহে কে বলিল? যদি তাঁহার হস্তে আপনাকে নিঃক্ষেপ করি আমি ভ্রম কুসংস্কারে নিপতিত হইব না ইহার নিশ্চয় কি?

এ দুই আপত্তি শুনিতে একান্ত গুরুতর, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আচার্য্য ও শিষ্য উভয়ে স্ব স্ব অধিকার বুঝিতে পারেন না বলিয়া এপ্রকার সংশয় সমুপস্থিত হয়। আচার্য্য ও শিষ্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে গিয়া সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে হইবে আচার্য্য যে বিষয়ে উপদেশ দিবেন সে বিষয়ে তিনি অগ্রগামী কি না? তিনি যাহা না দেখিবেন অন্যকে তৎসম্বন্ধে উপদেশ করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। তাঁহার সাধারণ সত্য প্রচার করিবার অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু নিজের জীবন সম্বন্ধে অগ্রসর না হইলে অন্যের জীবন গঠনের ভার লইতে তিনি কখন পারেন না। আবার শিষ্য সম্বন্ধে সর্ব্বত্রে এই বিচার করিয়া লইতে হইবে যে শিষ্য ঠিক তাঁহার অনুগামী হইবার উপযুক্ত কি না? আচার্য্য যাহা বলেন তাহা যদি শিষ্যের নিকট দুর্ব্বোধ্য হয়, তিনি অল্পদিনের মধ্যে নিজের অভিমানের প্ররোচনায় আচার্য্যকে স্বপ্নদর্শী অতত্ত্বদর্শী বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। ফল কথা এই, আচার্যের যেমন উপদেশ দিতে গিয়া ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত (Inspired) হওয়া চাই, শিষ্যেরও তেমনি তাহা গ্রহণে হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেরণা না থাকিলে তাঁহার তাহা গ্রহণ করা অসম্ভব। যাহারা মনে করে বিনা ঈশ্বরপ্রেরণায় আচার্য্যের প্রত্যেক কথার অনুসরণ করিবে তাহাদের তুল্য আর কেহ ভ্রান্ত নাই। তাহারা দর্শনশাস্ত্রের অতি প্রথম সূত্রে অনভিজ্ঞ। বক্তা ও শ্রোতা কথিত বিষয়ে সমহৃদয় না হইলে কে উত্তেজিত করিতে পারে, কেইবা গ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, আচার্য্য ও শিষ্য এক ভূমিতে দণ্ডায়মান না হইলে এক সময়ে এক বিষয় কখন দর্শন করিতে পারেন না। এই জন্য যিনি প্রকৃত আচার্য্য তিনি শিষ্য কোন্ ভূমিতে দণ্ডায়মান তাহা জানিয়া নিজে সেই ভূমিতে অবতরণ করিয়া তাহাকে উপদেশ দেন এবং শিষ্য-যখন আচার্য্যকে উচ্চ ভূমির সংবাদ আনয়ন করিতে শ্রবণ করেন তখন প্রশ্রয়াবনত মস্তকে সেই ভূমির প্রতীক্ষায় কাল যাপন করেন! যখন সময় উপস্থিত হয় আচার্য্যবাক্যের সারবত্তা সত্যতা দেখিয়া তিনি আরো শ্রদ্ধান্বিত হন এবং এই শ্রদ্ধাই তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র উচ্চতর ভূমিতে অধিরূঢ় করে।

আমরা যাহা বলিলাম যদি আচার্য্য শিষ্য এইরূপে চলিতেন কোন ভয় বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। দুঃখের বিষয় এই, পৃথিবীতে একদেশদর্শিতা অতি প্রবলতর। না আচার্য্য শিষ্যকে বুঝিতে পারেন, না শিষ্য আচার্য্যকে বুঝিতে পারেন। যেখানে উভয়ের মধ্যে সাধন নাই, সাক্ষাৎ দর্শন নাই সে স্থলে এরূপ ঘটিবে-নাতো আর কি ঘটিবে? একজন স্বয়ং সিদ্ধ ও সাধক না হইয়া অপরকে উপদেশ দিতে যান, আর একজন সাধনবিমুখ সিদ্ধবিমুখ হইয়া সকল তত্ত্বের অন্তঃপ্রবেশ করিতে চান। উভয়েই আচার্য্য ও শিষ্যের অনুপযুক্ত এবং এ উভয়ের মধ্যে আচার্য্য শিষ্যত্ব সম্বন্ধ থাকিলে উভয় পদের কলঙ্ক হইবে, ইহা আর একটা বিচিত্র কি? অলস শিষ্য, অলস আচার্য্য উভয়ই দূরে পরিহার্য্য। কেহই তত্তৎপদের উপযুক্ত কার্য্য করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের তাদৃশ ভাণ না রাখিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

আমরা উপদেষ্টাগণকে অনেক সময়ে বলিতে শুনিয়াছি তাঁহারা আপনাদিগকে স্বয়ং উপদেষ্টা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কাহার আচার্য্য হইতে পারেন না। আমরাও এক ঈশ্বরকে গুরু বলিয়া স্বীকার করি, মনুষ্যকে গুরু বলি না। মনুষ্যের গুরুত্ব তন্মুখে পরমগুরু কথা বলেন বলিয়া, নতুবা নহে; সুতরাং ঈশ্বরই আমাদিগের প্রকৃত গুরু একথা বলিতে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? তবে আচার্য্যকে আমারা এত উচ্চ সম্মান প্রদান করি কেন? এই জন্য যে তিনি আমাদিগের নিকটে ঈশ্বরের কথার প্রবক্তা হইয়া আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত। অন্য দিকে আবার শিষ্যও একথা বলিতে পারেন,

তিনি শিষ্যাভিমানশূন্য। কেন না স্বয়ং ঈশ্বর কাহাকে শিষ্য না করিলে, তিনি কখন শিষ্য হইতে পারেন না। আচার্য্যের আচার্য্যত্ব রক্ষার জন্য সাধন ভজনের যেমন প্রয়োজন, শিষ্যেরও শিষ্যত্ব রক্ষার জন্য তেমনই সাধন ভজনের প্রয়োজন। উভয়েই ঈশ্বরপ্রেরণা-প্রাণ, সুতরাং উভয়েরই মস্তক ঈশ্বরের পদ-তলে চির অবনত থাকা একান্ত আবশ্যক। এই বিষয়ে উদাসীন হইলে উভয়কেই স্ব স্ব পদ হইতে বিযুক্ত হইতে হয়।

কোলাহলের মধ্যে শান্তি।

এই বিশাল সংসার চক্র নিরন্তর প্রভূতবেগে ঘূর্ণমান হইতেছে, এক নিমেষের জন্যও স্থির নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানবসমাজ চির দিন একটী নির্দ্দিষ্ট রেখার মধ্যে ভ্রাম্যমান রহিয়াছে; চিন্তা-শীল গভীরদর্শী বিবেকী আত্মা এই ভীষণ কোলা হলপূর্ণ চঞ্চল কার্য্যক্ষেত্রের অভ্যন্তরে শান্তির রাজ্য অন্বেষণ করিয়া লন। কিন্তু কোথায় সেই শান্তিররাজ্য যেখানে আপনাতে আপনি অবস্থিতি করিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে শান্তিচন্দ্রের সুধাময় স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ সম্ভোগ করিয়া শ্রান্ত মনুষ্য সুখী হইতে পারে? কার্য্যালয়ে বিষয় বাণিজ্যের প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিক্ষিপ্ত মনা হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি সেখানেও দেখি সুখতৃষ্ণায়, বিলাস লাল-সায়, পান ভোজন এবং অসার কুটুম্বিতার মহা আড়ম্বরে চারি দিক্ পরিপূর্ণ। পারিবারিক অশান্তি পরিশ্রান্ত চিত্তকে যখন অবসন্ন প্রায় করিল তখন বন্ধুসহবাসে গমন করিলাম, সেখা-নেও দেখি বৃথা জল্পনা, অকিঞ্চিৎকর আমোদ প্রমোদে সকলে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। সংসারের এক একটী মনুষ্য যেন এক একটী সংসারের অবতার, সুতরাং নির্জ্জন বন্ধুসহবাসও আত্মার বিশ্রাম স্থান হইল না। শান্তির জন্য ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করিলাম, দেখি যে সেখানেও ভয়ানক গণ্ডগোল, আপনাপন মত লইয়াই সকলে ব্যস্ত। এ অবস্থায় বিষয়ের ক্রীত দাস, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জীব ভিন্ন অবিশ্রান্ত দিন যামিনী কেহ সংসারচক্রে ঘুরিতে পারে না। যিনি সেই প্রাণারাম শান্তিদাতা বন্ধুকে একবার দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সুখময় শান্তিপ্রদ সহ-বাসে ক্ষণকাল অবস্থিত করিয়াছেন তিনি শুষ্ক তর্কপ্রিয় ধর্ম্মসমাজের মধ্যেও তিষ্ঠিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাকে সংসারের ও ধর্ম্মকোলাহলের অতীত স্থানে গমন করিতে হয়। একটী মাত্র কেবল শান্তি লাভের স্থান আছে তাহা ঈশ্বরের চরণ তল, তাঁহার অমৃতময় সহবাস। তাঁহা হইতে সমুদয় জীবনীশক্তি পৃথিবীতে সঞ্চারিত হইয়া এই প্রকাণ্ড কোলহলে জগৎকে পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু তিনি নিজে প্রশান্ত স্বভাব গম্ভীর প্রকৃতি শান্তির সমুদ্র। সেই নিরুপদ্রব স্থানে যোগীরা বাস করেন। চারিদিক্ বিপদাপন্ন কেবল এই স্থানটী নিরাপদ। পেষণ যন্ত্রের মধ্যবিন্দুস্থিত শস্যকণিকা যেমন নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করে ঈশ্বর পদতলবাসী সাধকগণ তেমনি অবস্থায় সুখে বাস করেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব সেখানে উপনীত হইতে না পারে ততক্ষণ সে অস্থির অব্য-স্থিত চিত্ত হইয়া ক্রমাগত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, বহু কথা বলে, পুনঃপুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করে, এক ভাবে এক স্থানে মুহূর্ত্ত কাল শান্তভাবে থাকিতে পারে না। কখন ধন মান, কখন পুত্র পরিবারগণ, কখন জনকোলাহল মধ্যে সে সুখ শান্তি অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু কোথাও সুখী হইতে পারে না। এ অবস্থায় কোন স্থানে গিয়া আরাম নাই, কেবল সেই দয়াময় প্রভুর শ্রী-পাদপদ্ম একমাত্র শান্তির আলয়। এখানে সকলকে এক দিন আসিতেই হইবে। বিদ্বান্ ধনী হইয়া যশঃ গৌরবে পৃথিবীকে বিমোহিত কর, অথবা ইন্দ্রিয় ভোগ সুখে প্রমত্ত থাকিয়া দিবা নিশি সংসারের পশ্চাতে ধাবিত হও, জ্ঞান বি-জ্ঞান তর্ক যুক্তি দ্বারা বুদ্ধিগত ধর্ম্মতৃষ্ণাকে চরি-তার্থ কর, হৃদয় ভগ্ন হইলে, চিত্তের বিকার জ-ন্মিলে সেই শান্ত স্বভাব আনন্দময়ের সহবাস ভিন্ন যথার্থ তৃপ্তি শান্তি কোথাও পাইবেনা। চারিদিকে বিষম ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হইয়া সংসার সমুদ্রকে

ঘোরতররূপে আন্দোলিত করুক, ঈশ্বরের অটল শ্রীচরণতরী ধরিয়া সাধকের দুর্ব্বল আত্মা রক্ষা পাইবে। বিপদ আপদে যেন সেই স্থান হইতে আমরা কেহ পরিচ্যুত না হই। যাই বিপদে আক্রমণ করিবে, শিশু সন্তান যেমন ভয় পাইয়া মাতৃকোলে লুক্কায়িত হয় আমরাও যেন তেমনি ভাবে দয়াময়ের চরণরূপ দুর্গমধ্যে গিয়া নির্ভয়ে বসিয়া থাকি।

শিষ্যের হস্তে আলির মৃত্যু।

পরম ধার্ম্মিক সুপ্রসিদ্ধ আলি মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের জামাতা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম এমান (আচার্য্য) ছিলেন। হজরত মহম্মদের লোকান্তর গমনের পর মুসলমান ধর্ম্মের স্থিতি ও উন্নতি আলির উপর নির্ভর করিয়াছিল। অনেকেই জানেন ভক্তিভাজন ঈশাকে তাঁহার শিষ্য জুডা ত্রিশ মুদ্রার লোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া বধ করিয়াছিল, কিন্তু এবন্ মলজ্বম নামক এক ব্যক্তি এক দুশ্চারিণী নারীর প্রলোভনে পড়িয়া তাহার কুমন্ত্রণায় স্বীয় ধর্ম্মগুরু আলিকে যে স্বয়ং করবালাঘাতে নিহত করে তাহা তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অদ্য আমরা ইহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। এবন মলজ্বমের ভাব চরিত্রে চঞ্চলতা দেখিয়া পূর্ব্বেই তৎপ্রতি আলির সন্দেহ হইয়াছিল। একদা এবন্ মলজ্বম আলিকে কোন উৎকৃষ্ট সামগ্রী উপহার প্রদান করে, আলি সেই উপহারের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া তাহাকে এরূপ বলেন, আমি তোমার এই উপঢৌকন গ্রহণে প্রস্তুত নহি। তুমি পরিণামে আমাকে যে উপঢৌকন প্রদান করিবে তাহার জন্য আমি বিশেষ ভাবিত আছি। ইহার কিয়দ্দিন অন্তর আলি শিষ্যমণ্ডলী সহ কুফা নগরে উপনীত হয়েন। সেখানে এবন্ মলজ্বম কত্তাম নাম্নী এক দুশ্চরিত্রা বিধবা যুবতীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার নিকটে পরিণয় অভিলাষ জ্ঞাপন করে। কত্তাম তাহাকে প্রলোভন জালে আবদ্ধ করিয়া বলে যে আমার তিনটী পন আছে তাহা পূরণ করিলে আমি তোমার সঙ্গে বিবাহে সম্মত আছি। এক সহস্র দের্হম্ (তাম্রমুদ্রা বিশেষ) একজন সুগায়িকা সুন্দরী দাসী আর মহম্মদের জামতা আলির বধসাধন। ইহা শুনিয়া এবন্ মলজ্বম বলিল, প্রথমোক্ত পন দ্বয় কঠিন নহে তাহা সংসাধন করিতে পারিব, কিন্তু তৃতীয় পন গুরুতর তাহা সম্পাদনে অক্ষম। কত্তাম বলিল শেষোক্ত পনই প্রধান, আলি আমার পিতৃকুলের শত্রু, তাহার প্রাণ সংহার না করিলে কোনরূপে হইতে পারেনা। দুরাত্মা এবন্ মলজ্বম তাহার সুদৃঢ় পন দেখিয়া তাহাতে সম্মতি দান করিল। এবং বিষাক্ত তীক্ষ্ণ করবাল দ্বারা গুরুকে হত্যা করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একদা নিশীথ সময়ে আলি কুফার জামা মসজিদের দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া নমাজে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া অতর্কিত ভাবে আলির পশ্চাদ্ভাগে মস্তকে সে এক আঘাত করে। আলি আঘাত পাইবা মাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলশায়ী হয়েন। শোণিত স্রোতে মসজিদ প্লাবিত হইল, তাঁহার আহত মস্তক হইতে মস্তিষ্ক উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িল। দুরাত্মা এবন্ মলজ্বম তৎক্ষণাৎ ধৃত হইয়া বন্দী হইল, পরে স্বীয় দুষ্কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিল। আলি দুই দিবস বিষের বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে স্বীয় প্রিয়তম পুত্র হোসন্‌কে এই অনুমতি করেন যে আমার দেহ নিশীথ সময়ে কোন নিভৃত স্থানে নিহিত করিবে। তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। যখন হোসন্ পিতৃদেহ ভূমি নিহিত করিয়া প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন তখন এক ব্যক্তির ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পান, তিনি সেই ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হয়েন। এক দরিদ্র অন্ধ স্থবির আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, তিনি ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, যে প্রতিদিন রজনীতে এক মহাপুরুষ আসিয়া আমাকে আহার দিতেন ও সুমিষ্ট বচনে পরিতোষ করিতেন। আজ তিন দিন যাবৎ তিনি আসেন না, সেই মধুর বচন আর শুনিতে পাই না, আমি অনাহার। হোসন্ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার নাম কি। অন্ধ বলিল তিনি কোন রূপেই আমাকে আত্ম পরিচয় প্রদান করেন নাই। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন আমার পরিচয় দ্বারা প্রয়োজন নাই তুমি আমার সেবা গ্রহণ কর। তাঁহার কণ্ঠস্বর এই প্রকার ছিল, তিনি আল্লা আল্লা ধ্বনি করিতেন। হোসন্ অন্ধের প্রদর্শিত লক্ষণ দ্বারা সেই মহাপুরুষ স্বীয় পিতৃদেব ছিলেন নিশ্চয় বুঝিতে পারিলেন। তখন অশ্রুপাত সহকারে বলিলেন যে অদ্য সেই মহাত্মা পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধান করিয়া আসিলাম। বৃদ্ধ ইহা শ্রবণে শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল তোমরা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পবিত্র সমাধি ভূমিতে লইয়া যাও। হোসন্ হাতে ধরিয়া বৃদ্ধকে তথায় লইয়া গেলেন, বৃদ্ধ তথায় শোকে ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল।

হাফেজ।

মণি মুক্তা অনুসন্ধানকারী লোক নাই, নচেৎ আকরে মণি মুক্তার উৎপত্তি যেরূপ হইত এখনও হইতেছে।

স্বয়ং দৃষ্টিযোগে যাহাকে নিহত করিয়াছে তাহা নিকটে আগমন কর।

যেহেতু সেই গতিহীন যেরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিল এইক্ষণও সেইরূপ আছে।

যদিচ নগরের উপদেষ্টার নিকটে এই কথা সুখকর হইবে না, তথাপি বলিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত প্রতারণা ও কপটাচরণ করিবে সে পর্য্যন্ত মুসলমান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে না।

বৈরাগ্য শিক্ষা কর ও গুণবান্ হও, কিন্তু জীবের যত গুণ থাকুক না কেন, সুরাপান না করিলে সে মনুষ্য নহে।

হৃদয়! তুমি সন্তুষ্ট থাক, ঈশ্বরের মহানাম আপন কার্য্য করিবে।

যে রোগী চিকিৎসকের নিকটে রোগ গোপন করে তাহার রোগের প্রতীকার হয় না।

প্রেমসাধন করিতেছি আশা যে এই উচ্চ বিদ্যা অন্য অন্য বিদ্যার ন্যায় নিরাশার কারণ হইবে না।

হাফেজ! ধূলি কণিকার উচ্চ সাহস না হইলে সমুজ্জ্বল সূর্য্যের অনুসন্ধায়ী হয় না।

সহস্র কণ্টক না জন্মিলে উদ্যানে একটী গোলাব পুষ্প বিকসিত হয় না।

দন্তে অনেক আঘাত না লাগুক এই উদ্দেশ্যে অস্থিযুক্ত মাংস খণ্ড চর্ব্বণ করিতে চাহি না।

মহামূর্খ সম্পদ গৌরবে নক্ষত্রলোকে উপনীত হইয়াছে, পরম জ্ঞানীর দীর্ঘ নিশ্বাস ব্যতীত কিছুই আকাশে উত্থিত হইতেছে না।

সুফি! তুমি মনের মলিনতা সুরাজলে ধৌত কর। এই যে বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছ, তাহাদ্বারা ঈশ্বরের ক্ষমা আসিবে না।

হাফেজ! সুস্থির হও, প্রেমের পথে যে ব্যক্তি প্রাণ উৎসর্গ না করিয়াছে সে সখার নিকটে পৌঁছিতে পারে নাই।

সেই বহুবাদী লোক প্রেমমত্ততার জন্য আমাকে দোষী করিয়া গূঢ় আধ্যাত্মিক বিদ্যাকে অস্বীকার করে।

দোষ ত্রুটির মধ্যেও প্রকৃত প্রেম সম্পূর্ণ দর্শন কর, যে জন দৃষ্টিহীন হইয়াছে, সেই দোষের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে।

হৃদয়বান ব্যক্তি সৌভাগ্য ভাণ্ডারের চাবির অধিকারী। কেহ যেন একথায় দ্বিধা ও সন্দেহ স্থাপন না করেন।

মুসা পূর্ব্বে রাখালি করিতেন, তখন মনোরথ সফল হয়, যখন তিনি অনেক বৎসর শোয়েব নামক পেগম্বরের সেবা করেন।

হৃদয় সুসংবাদ বটে যে ঈশা প্রকৃতি পুরুষ আসিতেছেন, তাঁহার নিশ্বাসে জীবনের সৌরভ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দুঃখ যন্ত্রণায় রোদন ও আর্ত্তনাদ করিওনা, আমি গণনা দ্বারা জানিয়াছি যে এক জন দুঃখীর বন্ধু আসিয়াছেন।

এমত কোন ব্যক্তি নাই যে তোমার পল্লীতে তাহার কার্য্য নাই, সকলেই এখানে এক এক আশয়ে আগমন করিয়া থাকে।

কেহ জানে না যে কার্য্যভূমি কোথায়, কিন্তু এই মাত্র জানা আছে বটে যে তথা হইতে ঘণ্টা ধ্বনি আসিতেছে।

এক বিন্দু দান কর, প্রত্যেক সহপায়ী বদান্য জনের সুরালয়ে কিছু প্রার্থী হইয়া আসিয়া থাকে।

উদ্যানস্থ বোল্‌বোলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিও না, যেহেতু আমি যে ধ্বনি শুনিতেছি তাহা পিঞ্জর হইতে আসিতেছে।

বিরহার্ত্ত জনের সংবাদ লইবে। যদি সখার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে বল, ভাল এস, এইক্ষণও তাহার কিঞ্চিৎ নিশ্বাস আছে।

প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সভা।

বিগত ৭ জ্যৈষ্ঠ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের এক সাধারণ সভা হয়। প্রতিনিধি সভা স্থাপনের নিয়মাদি স্থির করিবার ভার গত ৮ই মাঘের সভায় যাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল তাঁহাদের কয়েকটী প্রস্তাব বিচার করিয়া সাধারণের দ্বারা প্রতিনিধি সভা সংগঠিত হইবে এই জন্য সকলে সমবেত হন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় কোন বাহ্য প্রতিবন্ধক বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দ মোহন বসু কর্ম্মোপলক্ষে চট্টগ্রামে ছিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মগণও সকলে আসেন নাই। মফস্বল সমাজের তিন চারি জন মাত্র ছিলেন, বিজ্ঞাপন যথেষ্ট দেওয়া হয় নাই। প্রথমে প্রস্তাব হয় অদ্য সভার কার্য্য স্থগিদ থাকে। অধিকাংশ সে বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং কেহ কেহ অনিচ্ছা প্রকাশ করায় কার্য্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় সভাপতি হইলেন। প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক ব্রাহ্মসমাজ প্রস্তাবিত বিষয়ে কোন উত্তর না দেওয়ায়, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে যাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন কেবল তাঁহাদের নামেই এই সভা স্থাপিত হউক, সকলের নামে যেন না হয়। এই অবস্থায় কতক জনের মত লইয়া সভা স্থাপন করা হইল। তদনন্তর প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে প্রভিসেনেল্ কমিটির পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত প্রস্তাবের অতিরিক্ত কয়েকটী নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়। এখানে বলা আবশ্যক যে উপস্থিত ব্রাহ্মগণের মধ্যেও অনেকে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই, উদাসীন ছিলেন। ক্ষণকাল পরে সভাপতি গৃহে প্রত্যাগমন করিলে শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস তাঁহার কার্য্য করেন, এই সময় আরও অনেকে উঠিয়া গেলেন। অনুমান চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন অবশিষ্ট থাকিলেন। একটী প্রস্তাব হইল যে প্রত্যেক সমাজের দশ দশ জন ব্রাহ্ম এক এক জন

প্রতিনিধি রাখিতে পারেন। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন যদি প্রত্যেক দশজনে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারেন তবে আগ্রা সমাজের কি দুই জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আছে? এই কথায় অনেক গণ্ডগোল হইল। নূতন অতিরিক্ত নিয়মানুসারে কে প্রতি নিধি থাকিবেন কে থাকিবেন না তদ্বিষয়ে মহা তর্ক উঠিল। দ্বারিক বাবু প্রস্তাব করিলেন, পূর্ব্ব প্রচারিত নিয়মের সহিত অদ্যকার অবধারিত নূতন নিয়ম কয়টী একত্রিত করিয়া পুনরায় প্রভিসেনেল কমিটি দ্বারা উহা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হউক, তাহার পর প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। অধিকাংশের মতে তাঁহার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়া গেল এবং সভা ভাঙ্গিয়া অনেকে গাত্রোত্থানও করিলেন। এমন সময় একজন বলিলেন এই শেষ প্রস্তাব কিন্তু পূর্ব্বকার সমস্ত অবধারিত প্রস্তাবকে খণ্ডন করিল। ইহা শুনিয়া তখন কেহ কেহ বড় দুঃখিত হইলেন, মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলেন তবে কি আমরা এতক্ষণ কেবল ভুতের ব্যাগার খাটিলাম? কেহ বলিলেন প্রতিনিধি সভা স্থাপন হইল, কিন্তু সভ্য স্থির হইল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলিলেন যদি নূতন নিয়মানুসারে প্রতিনিধিগণ অধিকারচ্যুত হন তবে সভা অদ্য হইল কিরূপে? সভ্য ভিন্ন কি সভা হইতে পারে? শেষে সমস্ত কার্য্যপ্রণালীটী একটী যেন আমোদের ব্যাপারে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। সমস্ত পণ্ডশ্রম হইল মনে করিয়া কেহ কেহ স্থির করিলেন সভা অদ্য স্থাপিত হইয়াছে, তবে কয়েক জনের উপর ভার থাকিল তাঁহারা স্থির করিবেন ইহার মধ্যে কে সভ্য হইতে পারেন কে পারেন না। অনেকে ইহার ভাব পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলেন না, বিশেষতঃ তখন বাড়ী যাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত, সুতরাং কতক গুলি এই ভাব লইয়া গেলেন যে অদ্য সভা স্থাপন হইল না, তাহার উদ্যোগ মাত্র হইল, আর কতকগুলিন সভা হইয়াছে মনে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

যে কয়টী কার্য্যের জন্য প্রতিনিধি সভা স্থাপনের প্রস্তাব হয় তাহা অতি মহৎ। আমরা সে কার্য্য গুলি যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহা চাই। এজন্য পুনরায় যদি বিধিপূর্ব্বক সভা করা আবশ্যক হয় সকলে উপস্থিত থাকিয়া তাহা করুন। যদি না হয় তবে যে চল্লিশ কি পঞ্চাশটী সমাজ যাঁহাদের নামে প্রতিনিধিত্ব ভার দিয়াছেন তাঁহাদের সকলের দ্বারা উক্ত প্রস্তাবিত সৎকার্য্য কয়েকটী যাহাতে হয় তাহা করুন। যদি কার্য্যে কিছু হয় তবে সভা আপনা আপনি প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের অগ্রে কার্য্য পরে সভা এইরূপেই চলিয়া আসিতেছে। প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে যে কয়টী নূতন নিয়ম সে দিন ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা আপাততঃ বাদ দিয়া যাহা ইতিপূর্ব্বে সকলের নিকটে পাঠান হইয়াছিল তাহার উপর প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হউক; পরে আবশ্যক হইলে সে গুলি ইহার সঙ্গে যোগ দিলেই হইতে পারিবে। প্রতিনিধি সভা স্থাপন সম্বন্ধে আরও দুই একটী বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে; সভাপতি ও সম্পাদক যেরূপ রীতিতে নিয়োগ হওয়া উচিত তাহা হয় নাই, কেবল শিবনাথ বাবু এক প্রস্তাবে বলিলেন এই কয়েক জন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য, সভাপতি ও সম্পাদক হইলেন। প্রতিনিধি সভার সভাপতি এবং সম্পাদক কে হইলেন সে বিষয়ে পৃথক্ প্রস্তাব কেহ করিলেন না। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে শিবনাথ বাবু সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন ইহা আমরা শুনিয়াছি। যদি এরূপ মনে করা হইয়া থাকে যে প্রভিসেনেল্ কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাই প্রতিনিধি সভার সভাপতি এবং সম্পাদক, তাহা হইলে সেটী সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ইহাঁদের দুই জনকে কেহ প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন নাই। প্রতিনিধি সভার জন্য স্বতন্ত্ররূপে সাধারণ সভা দ্বারা রীতিপূর্ব্বক সভাপতি সম্পাদক নিযুক্ত হইলেই ভাল হইত। একথা বোধ হয় সেদিন কাহারো মনে উদয় হয় নাই। যাহা হউক, সভার উদ্দেশ্য সফল হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয়। যে কয়টী বিষয়ে ত্রুটি হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া লইলেও হইতে পারিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(ঈশ্বরকে দেখা যায়।)

রবিবার, ২৮শে ফাল্গুন ১৭৯৩।

"যাঁহারা ঈশ্বরে নির্ভর করেন তাঁহারা প্রতারিত হইবার নহেন।" সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টা বলিয়া আরাধনা করা একটী ভয়ানক ভ্রম এবং অসত্য ইহা হইতে পৌত্তলিকতা উৎপন্ন হয়। ঈশ্বর যাহা রচনা করেন সেই রচিত বস্তুকে তাঁহার সমান জ্ঞান করিয়া উপাসনা করাই পাপ। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সদগুণ আছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই ভ্রমের গূঢ় কারণ কি? জগতে কেন পৌত্তলিকতা আসিল? অবশ্যই মনুষ্য হৃদয়ে এমন কোন স্পৃহা আছে যাহা তাহাকে বহির্জ্জগতের নিকটে অবনত করে। কি সেই স্পৃহা যাহার উত্তেজনায় মনষ্য জগৎ বারম্বার পৌত্তলিকা হয়? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে মনুষ্যের প্রকৃতি স্বভাবতঃই ঈশ্বরকে দর্শন করিতে চায়। অনেক জ্ঞানী এবং সাধু লোকেরা কেন এই কুসংস্কার দোষে লিপ্ত হন? ইহার কারণ, মনুষ্যের স্বাভাবিক ঈশ্বর-দর্শন স্পৃহা। মনুষ্য যখন জানিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি আপনার শক্তিতে জগৎ শাসন করিতেছেন, তিনি কেমন তাঁহাকে দেখিবার জন্য

স্বভাবতঃই তাহার ইচ্ছা হয়। যতক্ষণ এই তৃষ্ণার উপযোগী বস্তু না পায় সে পর্য্যন্ত ছুটেই তাহার শান্তি নাই। যতক্ষণ সংসারে ভুলিয়া থাকি ততক্ষণ এই ক্ষুধানল নির্ব্বাণ প্রায় থাকে; কিন্তু যাই জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিল তখনই মনুষ্য অসত্য, অন্ধকার, এবং মৃত্যুরাজ্য অতিক্রম করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় দয়াময় পুরুষকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। হয় সত্য নতুবা ভ্রমের দ্বারা এই তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়। সরল সাধক সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিয়া তৃপ্ত হন, ভ্রমান্ধ, সৃষ্ট বস্তু অথবা মনুষ্যনির্ম্মিত পুতুলের মধ্যে ঈশ্বর কল্পনা করায়াই নিশ্চিন্ত। ব্রাহ্মেরা এই দুয়ের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বরকে তাঁহারা জল বায়ু বলিয়া পূজা করিতে পারেন না। বুদ্ধি তাঁহাদিগকে বলিয়াছে ঈশ্বর জড় নহেন; কিন্তু হৃদয় বলিতেছে বুদ্ধি! তুমি আমার ভ্রম দূর করিলে, যাহা কিছু দিন দিন দেখিতেছি, এই জড় জগতে আসিয়া যাহা কিছু উপভোগ করিতেছি ইহার কিছুই ব্রহ্ম নহে ইহা তুমি বুঝাইয়া দিলে; কিন্তু ব্রহ্ম কি? এবং আমার প্রাণেশ্বর কেমন তাহা কি তুমি দেখাইতে পার? বুদ্ধি বলিল, না! শত সহস্র ব্রাহ্মযুবক বুদ্ধির এই সিদ্ধান্ত শুনিয়া বলিলেন ব্রহ্ম-দর্শন অসম্ভব। মানিলাম বুদ্ধির এই কথা যুক্তি-সিদ্ধ। কিন্তু, ব্রাহ্মগণ! ইহাতে কি তোমাদের হৃদয় তৃপ্ত হয়? এই যে দেশে দেশে, যুগে যুগে জগতের চারিদিকে পৌত্তলিক আড়ম্বর দেখিতেছ ইহাতে কি তোমাদের ঈশ্বর-দর্শন স্পৃহা বলবতী হয় না? পৌত্তলিকেরা তাঁহাদের সেই মিথ্যা দেবতাকে প্রত্যক্ষ না দেখিলে প্রণাম করেন না, তোমরা ব্রাহ্ম হইয়া কি সেই জাগ্রত দেবতাকে দেখিবে না? যে দিন তোমাদের উপাসনা শূন্যে বিলীন হয়, নিশ্চয়ই সেই দিন তোমাদের মনে কষ্ট এবং ব্যাকুলতা হয়। যদি তোমাদের পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করেন, উপসনার সময় তোমরা কি দেখ? তোমারা কি ইষ্ট দেবতাকে দেখিতে পাও? তাঁহার দৈববাণী কি তোমরা শুনিতে পাও? দেখ আমাদের দেবতা কেমন সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ, তিনি কেমন জাগ্রত, স্বপ্নের দ্বারা তিনি আমাদের প্রতি কত আদেশ করেন। এ সকল কথা শুনিলে কি তোমাদের মনে ব্যথা হয় না? উপাস্য দেবতাকে দর্শন করা এবং তাঁহার আদেশ শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করা পৌত্তলিকদিগের সদগুণ; কিন্তু ঈশ্বরকে সৃষ্ট বস্তুর সমান জ্ঞান করা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম এবং সর্ব্বনাশের কারণ। ব্রহ্মকে দেখিব না, ব্রহ্মকে দেখা যায় না, এই রূপ যাহাদের ভাব তাহারা কেন ব্রাহ্ম হইল? অবশ্যই ব্রহ্মকে দেখা যায়, ধর্ম্মজীবনে প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। ব্রহ্ম-দর্শনই ধর্ম্ম জগতের স্তম্ভ। তাঁহার অদর্শনে ভক্তমণ্ডলী মৃত্যুর অভেদ্য অন্ধকারে আবৃত হয়। যেমন প্রস্তর সূর্য্যকে দর্শন করি বায়ুকে স্পর্শ করি, তেমনি আত্মায় প্রেম ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে দেখা যায়। পৌত্তলিক ভাই ভগনীদের এই জন্য ধন্যবাদ করি যে তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাকে সুন্দর বলেন। অতএব যখন মিথ্যা কল্পনা সুন্দর হইল, তখন আমরা ব্রাহ্ম হইয়া কি সেই পরম সুন্দর প্রেমময়কে দেখিব না? পৌত্তলিকদিগের দৃষ্টান্তে লজ্জিত এবং অপমানিত হইয়া ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য লালায়িত হও, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। যাই বলিলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তখনই ঈশ্বরের দ্বার বন্ধ হইল, আর যখন বলিলে ঈশ্বরকে দেখা যায়, তখনই ভক্ত হইলে। যদি বল কিরূপে ব্রহ্মকে দেখা যায়, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। তাঁহার রূপ নাই অথচ তিনি পরম সুন্দর, তাঁহার মুখ নাই অথচ তাঁহার মুখ কেমন প্রেমপূর্ণ। যে ধর্ম ব্রহ্ম-দর্শন অস্বীকার করে সেই গর্ব্বের ধর্ম্ম ধ্বংশ হউক।

অতএব প্রথমতঃ ব্রহ্মকে দেখা যায় এই সত্যে বিশ্বাস কর, দ্বিতীয়তঃ প্রাণপনে এই সত্য সাধন কর। ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরকে সাধন করা যায়, ইহাই আমাদের অনন্ত কালের সম্ভোগের বিষয়।

আচার্য্যের উপদেশ।

(ব্রহ্মদর্শন সহজ বিশ্বাস মুলক।)

রবিবার ১৯শে চৈত্র ১৭৯৩।

পৌত্তলিকতার হেতু কি ইতি পুর্ব্বে বলা হইয়াছে। জগতে কিজন্য নানাবিধ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত হইল তাহার কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতি জনের একটী স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে, যে যিনি প্রাণ দিলেন, যিনি নিয়ত সুখ দিতেছেন তাঁহাকে দেখিব। যদি ভালরূপে ব্রহ্মদর্শন না হয়, মনুষ্য কল্পিত দেব দেবীর দ্বারা এই ইচ্ছা চরিতার্থ করে। যাহা সত্য দ্বারা পরিতৃপ্ত হইল না, তাহা অসত্য দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়। বুদ্ধি এবং মতের দ্বারা জানিলাম পিতা আছেন; কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল না, হৃদয় এই দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। এই অবস্থায় সত্যভাবে যদি ঈশ্বর দর্শন না হয় মনুষ্যের মন ঈশ্বর স্থানে সৃষ্ট বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহাই পৌত্তলিকতার কারণ, এবং ইহার দ্বারা পৌত্তলিকতা রক্ষিত হইতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই ব্রাহ্ম শ্রেষ্ঠ না পৌত্তলিক শ্রেষ্ঠ? দুই দিকেই অনেক ব্যাপার দেখিতে পাই। পৌত্তলিকদিগের মধ্যে যেমন প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তেমন নাই। যেখানে অসত্য এবং নানা বিধ ভ্রম সেখানে কিরূপে এত বিশ্বাস ভক্তি থাকিতে পারে? কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যখন আবার সত্য এবং জ্ঞানের প্রভাব দেখি তখনই হৃদয় সহজেই সত্যের অনুসরণ করিতে ধাবিত হয়। অসত্য পরিহার করিয়া সত্য লাভ করিতেই হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনা

প্রণালী এই জন্য শ্রেষ্ঠ, যে তাহাতে অসত্য নাই, সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা নাই। ইহা একমাত্র সেই সত্যস্বরূপের উপাসনা প্রচার করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সেই উপাসনা-স্পৃহা তেমন বলবতী হয় নাই। ঈশ্বরকে কিরূপে সত্য ভাবে দেখিতে হয় অনেকেই আজ-পর্য্যন্ত জীবনের পরীক্ষাতে তাহা অবগত হন নাই। প্রতিমা দেখিলে যেমন সহজেই মনের ভাব উদ্বোধিত হয়, শূন্য মধ্যে কেবল কতগুলি সঙ্গীত এবং দীর্ঘ উপাসনা করিলে কি অন্তরে সেইরূপ ভাবের সঞ্চার হয়? অদৃশ্য নিরাকার ঈশ্বর কি, পৌত্তলিক তাহা বুঝিতে পারেন না, সহস্র যুক্তি প্রমাণ দেখাও না কেন যতক্ষণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে না পার, ততক্ষণ কিছুতেই তাঁহার প্রতীতি হইবে না। যে পর্য্যন্ত না দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেন সে অবধি পৌত্তলিকের কিছুতেই শান্তি নাই। তবে আমরা কি ব্রাহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে দেখিব না? কোথাকার সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহার মতে ব্রহ্ম-দর্শন অসম্ভব? ব্রহ্ম-দর্শন ভিন্ন সকলই মিথ্যা। যদি উপদেষ্টার আসন চাও তবে ব্রহ্ম-দর্শন বিষয়ে সহায় হও, এখন আর বৃথা উপদেশের সময় নাই। ঈশ্বরকে দর্শন করিতেই হইবে। ঈশ্বর দর্শন ব্যতীত জগত হয়ত পৌত্তলিকতা নতুবা নাস্তিকতায় আচ্ছন্ন হইবে। অতএব, ব্রাহ্মগণ! সাবধান হও। যদি ব্রহ্ম-দর্শন না পাও তবে কে বলিতে পারে যে তোমরা এক দিন পৌত্তলিক কিম্বা নাস্তিক না হইবে? যদি হৃদয়ের স্বাভাবিক ব্রাহ্মদর্শন স্পৃহা চরিতার্থ না কর তবে নিশ্চয়ই ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। যতক্ষণ ব্রহ্মকে স্পষ্টরূপে দেখিতে না পাও, নিশ্চয় জানিও ততক্ষণ আত্মার মৃত্যু। যতদিন না ব্রাহ্ম, জগতের নিকট ব্রহ্ম-দর্শন প্রকাশ করি-বেন, ততদিন ভয়, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত ঘৃণিত এবং পতিত অবস্থা। আত্মার স্বাভাবিক স্পৃহা চরিতার্থ কর, স্বভাবকে বিনাশ করিও না। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে দর্শন করা অসম্ভব, যতই কেন এই রূপ কুতর্ক কর না, অন্তরের সেই দুর্জ্জয় স্বভাব কিছুতেই পরাস্ত হইবার নহে, অবশেষে ইহা জয় লাভ করিবেই করিবে। মনুষ্য ঈশ্বরকে না দেখিয়া বাঁচিতে পারিবে না, একদিন সেই সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইতেই হইবে। সেই অরূপ মাধুরী দেখিবার জন্যই জীবাত্মা সৃষ্ট হইয়াছে। এবং ঈশ্বর এখন যে আমাদিগকে পাপের এত কঠোর শাস্তি বিধান করিতেছেন, তাহা এই জন্য যে একদিন আমরা নির্ম্মল হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিব। যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য হয় তাহা এই জন্য যে ব্রহ্মদর্শন সত্য। ব্রহ্ম-দর্শনে ব্রাহ্মের শান্তি, ব্রহ্মদর্শনে ব্রাহ্মের পরিত্রাণ।

যদি বল কিরূপে ব্রহ্মদর্শন করিব? ব্রাহ্মের প্রতিজ্ঞা যে প্রাণান্তেও কোন সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর বলিব না। অত-এব যিনি কোন পদার্থ নহেন তাঁহাকে কিরূপে দর্শন করিব? আমি বলি যদি সত্যই ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে ইহা নহে, ইহা নহে, বলিয়া পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। প্রস্তর, জল, বায়ু, আলোক কিছুই ব্রহ্ম নহেন। কর্ত্তাভজারা ঈশ্বরকে একপ্রকার অচেতন আলোক কল্পনা করিয়া পুলকিত হয়; কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি সেই কল্পিত বস্তুকে ঈশ্বর বলিতে পারেন? ঈশ্বর আলোক নহেন, তিনি অন্ধকারও নহেন। তবে তিনি কি? অবশিষ্ট যাহা তাহাই তিনি। অবশিষ্ট কি? আকাশ। আকাশ কি? অপদার্থ! অর্থাৎ যাহা কোন পদার্থই নহে। পদার্থ বলিলেই কোন জড় বস্তুর মূর্ত্তি মনে হয়, অতএব যাহা জড় নহে তাহাই আকাশ, সে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য নাই, তাহাতে কোন প্রকার সৃষ্ট বস্তু নাই, তাহা একটী গম্ভীর বর্ত্তমানতা। ব্রাহ্মগণ, সাবধান, ব্রহ্ম স্বরূপ সম্পর্কে যেন তোমাদের কোন কল্পনা না হয়, তাঁহার অস্তিত্বে কোন প্রকার জড়ের গুণ আরোপ করিও না, ভ্রমবশতঃ যদি হঠাৎ তাঁহাকে কোন প্রকার পদার্থের ন্যায় বোধ হয়, তখনই স্মরণ করিবে তিনি আকাশ অর্থাৎ তিনি জড় নহেন। ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত, এই কথা বলিতে বলিতে যদি বাস্তবিক তাঁহাকে একটী জড় হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় তখনই স্মরণ করিবে তিনি আকাশ। ঈশ্বরের পবিত্র চরণ, এই কথা বলিলে যদি যথার্থই একটী স্থূল মনুষ্য চরণ স্মরণ হয়, তৎক্ষণাৎ এই কথা বলিবে ঈশ্বর আকাশ। অতএব যদি ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে বল "ঈশ্বর আছেন" এই কথার মধ্যেই ঈশ্বর-দর্শন। যাহা দেখিতেছ, যাহা স্পর্শ করিতেছ, এই জগতে যাহা ভোগ করিতেছ, তাহারা কিছুই ঈশ্বর নহেন। তবে কোথায় তাঁহাকে দেখিবে? এবং কিরূপে তাঁহাকে দেখিবে? এই কথার মধ্যে, এবং এই কথার দ্বারা, যে "ঈশ্বর আছেন।" ঈশ্বর আছেন, কিন্তু তিনি কেমন? তাঁহার রূপ নাই, তাঁহার আকার নাই, তিনি কেবল সত্যময়, প্রেমময় এবং পুণ্যময়। ঈশ্বর আছেন বলা এবং তাঁহাকে দেখা এই দুই সমান। আমার সমক্ষে কেবল আকাশ ধূ ধূ করিতেছে, কোথায়ও কিছু নাই কণামাত্র জড় বস্তুও দৃষ্ট হইতেছে না; কিন্তু এই আকাশের মধ্যে অনন্তকাল হইতে সেই নিরাকার ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। বিশ্বাস নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছি, প্রেমভক্তি দ্বারা তাঁহাকে ধরিতেছি। জড় জগতের অতীত স্থান এই আকাশে জগতের ঈশ্বর প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইতেছি। দ্বারা বায়ু নাসিকার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আত্মার ভক্তি দ্বারা তেমনই সহজভাবে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা উপভোগ করিতেছি। এ সকল যদি চেষ্টার ব্যাপার হইত সহস্র বৎসরেও তাহা সিদ্ধ হইত না। সহজে যদি ঈশ্বরকে দেখিতে না পাও, তবে অবশ্যই অন্তরে কোন গোল রহি-য়াছে। যদি বল, ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, এবং তীর্থ

উপলক্ষে দূরদেশে ভ্রমণ না করিলে কিরূপে ঈশ্বরদর্শন পাইব? তাহা হইলে নিশ্চয়ই মনের মধ্যে সংশয় বিকার রহিয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার ব্যবধান নাই।

পুস্তক কিম্বা গুরু বলিয়া দিতে পারেন, এই তোমার পিতা নিকটে, কিন্তু কে তোমাকে ঈশ্বরকে দেখাইতে পারে? সাধু ভক্ত মুখে শুনিলে ঈশ্বর আছেন, এই সত্য তোমার জানা হইল; কিন্তু ইহাতে ঈশ্বর দর্শন হইল না। যতদিন গুরু কিম্বা পুস্তক মধ্যবর্ত্তী ততদিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার ব্যবধান, ততদিন ব্রহ্ম-দর্শন কি কোন মতেই বুঝিতে পারিবে না। অতএব অব্যবহিত পথ অবলম্বন কর, যে পথে অগ্রসর হইলে চক্ষু খুলিলেই ব্রহ্মদর্শন। এই পথে নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন, নতুবা কোটি যুগেও অসম্ভব। এই যে আমার পিতা, এই আকাশে তিনি, এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া যতই এই কথা বলিতে থাকি ততই আকাশ সঞ্জীবিত হয়। তখন দক্ষিণে "সত্যং" বামে "সুন্দরং" ঊর্দ্ধে "জ্ঞানমনন্তং" যে দিকে দৃষ্টি করি সে দিকেই ব্রহ্ম। তখন আর কিছুই শূন্য আকাশ বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু চারিদিক ব্রহ্মের গম্ভীর সত্তায় পরিপূর্ণ। চক্ষু খুলিলেও ব্রহ্ম, চক্ষু নিমীলিত করিলেও ব্রহ্ম। অতএব সহজে যে ব্রহ্ম দর্শন হয় ব্রাহ্মগণ! সেই ব্রহ্ম-দর্শন তোমাদেরই। তোমাদিগকে কঠোর তপস্যা করিতে হইবে না। বিশ্বাস কর, আমার পিতা আমার নিকটে, তখনই তাঁহাকে দেখিবে। এই বিশ্বাসের ফল কি? পরিত্রাণ! বিশ্বাসে পরিত্রাণ, বিশ্বাসই দর্শন। অতএব, ব্রাহ্মগণ! বিশ্বাসী হও।

সংবাদ।

কুমিল্লার অন্তর্গত কালীচ্ছগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র নন্দীর দুইটী পূর্ণ বয়স্কা শিক্ষিতা কন্যার ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদয়াল সিংহ এবং শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্ত। সামান্য পল্লীর মধ্যে উপযুক্ত বয়সে বিশুদ্ধ রীতিতে ব্রাহ্মবিবাহ হওয়া ইহা একটী শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। পূর্ব্বাঞ্চলে এইরূপ বিবাহ দেখিবার জন্য মহাজনতা হয়, কিন্তু বিরুদ্ধ-বাদীরা কেহ ইহাতে ব্যাঘাত জন্মায় না। পূর্ব্ব বাঙ্গালার সমাজসংস্কারের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিবে তাহার কয়েকটী স্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

অদ্য রজনীতে বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর ভবনে বরাহনগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী গিরিজা সুন্দরীর বিবাহ হইবে। ইহা একটী বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ।

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় শ্রীহট্টে উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া কাচারে গমন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে এখানে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয় তাহাতে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার ভাগ যে ভক্তি তাহা লইয়া যদি ব্রাহ্মজীবন গঠন করিতে পারেন, তাহা হইলে এই কঠোর জ্ঞানের ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণের আদরের সামগ্রী হইবে বলা বাহুল্য।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় রাঞ্চিতে হিন্দুস্থানীদের একটী বিশেষ সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহাকে পরাজয় করিবার মানসে স্থানীয় লোকেরা গোপনে একজন পণ্ডিত আনাইয়া তথায় রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিত অঘোর বাবুর প্রত্যেক শ্লোকের বিপরীত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে কার্য্যের কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেন নাই। অঘোর বাবু রাঞ্চি হইতে পুরুলিয়া আসেন। তথায় প্রকাশ্য বক্তৃতা শুনিবার জন্য আগ্রহের সহিত দুই আড়াই শত লোক সমবেত হইতেন। সেখানে একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা সমাজ স্থাপন করিয়া তিনি পচাম্বায় আসিয়াছেন তথা হইতে পুনরায় মুঙ্গেরে যাইবেন।

শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় বাঁকিপুর সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন, গত ১১ই তথাকার উৎসব হইয়া গিয়াছে। এখানকার সমাজের পুরাতন সভ্যগণকে আমরা বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা সমাজটীকে একটু জীবিত করিয়া তুলুন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যত্ন সহকারে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আর্ব্বি ও পারস্য ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরই সাহায্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কয়েক খানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুস্তক গিরিশ বাবু উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এই পুস্তকের উপস্বত্ব হইতে আরও উর্দ্দু পুস্তক ছাপা হইবে। আমরা ভরসা করি উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবের ব্রাহ্মসমাজ সকল এই সকল পুস্তক প্রচার পক্ষে সাহায্য করিবেন।

আমাদিগের আচার্য্য মহাশয় কিছুদিনের জন্য সাধন কাননে গমন করিয়াছেন। এখনকার ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় করিয়া থাকেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে কিছু দিন বাগআঁচড়া গ্রামে মল্লিক পরিবারের উন্নতি জন্য তথায় অবস্থিতি করিবেন। তাঁহাকে দুরারোগ্য শূল বেদনায় অনেক সময় শয্যাশায়ী থাকিতে হয়।

প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সভার বিস্তারিত বিবরণ প্রভিসেনেল কমিটির সাম্পদকের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার রায় যাহা পাঠাইয়াছেন তাহা অতিরিক্ত ক্রোড় পত্রে প্রকাশ করা গেল। ইহা দৃষ্টে সভা সংস্থাপিত হইয়াছে প্রতিনিধিগণ যদি এরূপ স্বীকার করেন তবে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করুন।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হিতৈষিণী সভার যন্ত্রে ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীমদনমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ দিবসের সভার কার্য্য বিবরণ।

৭ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্ণ। অদ্য আকাশের অবস্থা মন্দ থাকাতে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা কিঞ্চিদধিক একশত মাত্র হইয়াছিল। ৪টার সময় কার্য্যারম্ভ হইবার কথা ছিল; কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন, শরীরের অসুস্থতা সত্ত্বেও উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জন্য কিঞ্চিৎক্ষণ অপেক্ষা করা হইল। পাঁচটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত পোষকতা করিলেন যে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, প্রতাপ বাবু অস্বীকৃত হইলে বাবু শিবচন্দ্র দেবকে উক্ত আসন গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন; অবশেষে তাহাই স্থির হইল। শিবচন্দ্র বাবু আসন গ্রহণ করিলে বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রস্তাব করিলেন যে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও আনন্দমোহন বসুর অনুপস্থিতি নিবন্ধন সভার কার্য্য আর এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে; কিন্তু রামপুরহাট ও লাহোরের প্রতিনিধিগণ আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে পারিবেন না এরূপ প্রকাশ হওয়াতে অধিকাংশের ইচ্ছায় কার্য্যারম্ভ হইল। অতঃপর প্রসন্নকুমার রায় উঠিয়া বলিলেন যে পূর্ব্ব কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত, আনন্দমোহন বসু তারযোগে তাঁহাকে অদ্যকার সভায় সম্পাদকতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি সম্পাদকের স্থানীয় হইয়া পূর্ব্ব কমিটীর বিজ্ঞাপনীটী উপস্থিত সভ্যগণের বিচারার্থ প্রথমে পাঠ করিবেন। ইহা বলিয়া তিনি বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্যকে উহা পাঠ করিবার ভার দিলেন সে বিজ্ঞাপনটী এই;

বিগত ৮ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের যে সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহাতে ৩২ জন ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র পঠিত হয়। উক্ত পত্রে এই প্রার্থনা করা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া একটী ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভা সংগঠন করা হয়। এই প্রস্তাবের বিষয় বিচার করিয়া ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপনী দিবার জন্য আমাদিগের কয়েকজনের প্রতি ভারার্পণ করা হইয়াছিল। আমাদিগের বিবেচনায় উক্ত রূপ একটী সভা স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ভারতবর্ষস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকল পরস্পরের প্রতি উদাসীন ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি না করিয়া স্ব স্ব প্রতিনিধি দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ উন্নতি সাধনে সমবেত ভাবে যত্নশীল হইলে যার পর নাই উপকারের সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সভার উদ্দেশ্য প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান বিষয়ে আমরা যেরূপ স্থির করিয়াছি তাহা সর্ব্বসাধারণ ব্রাহ্মগণের বিবেচনার জন্য নিম্নে প্রকাশ করা হইল॥

১। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঐক্যবন্ধন স্থাপন, সমবেত চেষ্টা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ও সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন করা ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধন জন্য এমন সকল উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইবে যদ্দ্বারা কলিকাতাস্থ বা বিদেশস্থ কোন ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

২। প্রতিনিধি সভা নানা উপায়ে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত্ন করিবেন; তন্মধ্যে আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(ক)। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যসংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কার্য্য প্রণালী প্রভৃতি বিবরণ সংগ্রহ করা।

(খ)। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রচার করা।

(গ)। বিবিধ উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং

(ঘ)। অনুষ্ঠানপদ্ধতি স্থির করা।

(চ)। দরিদ্র অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্ম পরিবারদিগের রক্ষা ও প্রতিপালনার্থ অর্থ সংস্থান করা।

৩। যে ব্রাহ্মসমাজে অন্ততঃ পাঁচজন ব্রাহ্ম সভাশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, এবং যে সমাজ সম্বন্ধে অন্ততঃ মাসে একবার প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনা হয় সেই সমাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে পারিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা অধিকাংশের মতে যাঁহাকে বা যাঁহাদিগকে প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করিবেন, তিনি বা তাঁহারা সেই সমাজের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন

৪। প্রতিনিধির বয়ঃক্রম ২০ বৎসরের অল্প হইবে না। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মতে বিশ্বাস থাকিবে।

৫। কোন ব্যক্তি তিন অপেক্ষা অধিক সমাজের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।

৬। মাঘ, জ্যৈষ্ঠ, ও আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় রবিবারে দিবা ৩ ঘটিকার সময় প্রতিনিধি সভার অধিবেশন হইবে। বিশেষ কারণে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অভিপ্রায়ানুসারে সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া অধিবেশনের দিন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

৭। মাঘ মাসে সাম্বৎসরিক সভা হইবে। সাম্বৎসরিক সভায় এক জন সভাপতি, এক জন সম্পাদক, এক জন সহকারী সম্পাদক এবং দ্বাদশ জন সভ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভারূপে নিযুক্ত হইবেন। সম্পাদক প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৮। দশ জন সভ্য অনুরোধ করিলে প্রতিনিধি সভার বিশেষ সভা আহূত হইতে পারিবে।

৯। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য বিশেষ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত হইতে পারিবে।

পরিশেষে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মগণকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে আগামী ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৯মে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় আমাদের বিজ্ঞাপনীর বিষয় বিচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা হইবে। উক্ত সভায় সাধারণ ব্রাহ্মগণের অভিমত হইলে প্রস্তাবিত প্রতিনিধি সভা বিধিমত প্রতিষ্ঠিত এবং উহার নিয়মাদি অবধারিত হইবে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীআনন্দমোহন বসু।
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়।
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রথমে উদ্দেশ্য কয়টী পাঠ হইয়া অধিকাংশের মতে গৃহীত হইলে সভাপতি যখন বিচারার্থ ১মের শেষভাগটী উত্থাপন করিলেন তখন বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন যে প্রতিনিধি সভা কোন বিশেষ সমাজের কার্য্য প্রণালীতে হস্তক্ষেপ না করুন, যদি কোন সমাজের কার্য্য প্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে প্রতিনিধি সভা তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীয় মত প্রকাশ করিতে পারিবেন এরূপ নিয়ম থাকা উচিত। ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, অগ্রে প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হউক পরে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল সমাজ সম্পাদকের পত্রের উত্তরে প্রতিনিধি সভার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করেন নাই,

যাঁহারা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নামেই সভা স্থাপিত হইতে পারে।

এই স্থলে যে সকল সমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম পঠিত হইল। যথা—মুঙ্গের, গৌরীভা, ডেরাডুন, কোন্নগর, কুমারখালী, রামপুরহাট, দিনাজপুর, আগরা, এলাহাবাদ, পচম্বা, বেরিলি, লক্ষ্ণৌ জামালপুর, মুরসিদাবাদ, উৎকল, ফরিদপুর, নোয়াখালি, গোয়াল পাড়া, লাহোর, সিরাজগঞ্জ, বালেশ্বর জব্বলপুর, হরিনাভি, গাজিপুর, চন্দননগর, ঝিনাদহ, কাকীনিয়া, নগাঁও, হাজারিবাগ, মুলতান, সিলাইদহ, শিলং, ভাগলপুর, তেজপুর, বরিশাল, রাজসাহী, শ্রীহট্ট, ঢাকা, মুদিয়ালী, বরাহনগর, মুন্সীগঞ্জ, রাউলপিণ্ডী। বগুড়া, ময়মনসিংহ, মতিহারী, ও গৌরনগর।

প্রতাপ বাবুর কথাতে অনেক বাদানুবাদ হইল, বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় উভয়ে সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর হিতার্থ একটী প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বস্ব মত প্রকাশ করিলেন অবশেষে প্রতাপ বাবুর প্রস্তাব ও তাঁহাদের প্রস্তাব উভয় প্রস্তাব উপস্থিত সভ্য দিগের সম্মতি গ্রহণার্থ অর্পিত হইলে, অধিকাংশের মতে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

এইরূপে প্রতিনিধি সভা স্থাপন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গৃহীত হইলে সভাপতি পুনরায় বিজ্ঞাপনীর প্রথম নিয়মটী পুনরাবৃত্তি করিলেন, এবং তাহা অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল।

পাঁচটী অঙ্গ সম্বলিত দ্বিতীয় নিয়মটী সর্ব্বসম্মতিতে অবাধে গৃহীত হইল।

তৃতীয় নিয়মটীর বিচার আরম্ভ হইলে বাবু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলিলেন যে এক একটী সমাজকে প্রতিনিধি নিয়োগের ভার না দিয়া যিনি যে খানে থাকুন ব্রাহ্মমাত্রকেই সে অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, প্রতিদশ দশ জন ব্রাহ্ম এক এক জন প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহালানবীশ ইহার পোষকতা করিলেন, ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক চলিল। অবশেষে বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য আগরা সমাজের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে উক্ত সমাজের অনুরোধ যে, যে সমাজে সভ্য সংখ্যা দশ জনের অধিক সে খানে প্রতি দশজনে একজন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবে। অধিকাংশের সম্মতিতে এই অংশটুকু তৃতীয় নিয়মের শেষে সংলগ্ন হইল।

চতুর্থ নিয়মটীর বিচার আরম্ভ হইলে, বলা হইল যে ভাগলপুর হইতে বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রতিনিধির বয়ক্রম ন্যূন কল্পে ২৫।১৬ করা হয়, কিন্তু অধিকাংশের মতে এ নিয়মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল না। পঞ্চম নিয়মটী অনেক বাদানুবাদের পর আপাততঃ পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু এই স্থলে বাবু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং বাবু শিবনাথ ভট্টাচর্য্যের পোষকতায় ও অধিকাংশের সম্মতিতে একটী নূতন নিয়ম সন্নিবেশিত হইল। যথা বৎসরান্তে একবার নূতন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবে কিন্তু বিশেষ কারণ থাকিলে কোন সমাজ বৎসরের মধ্যেও প্রতিনিধি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ নিয়মের উত্থাপন হইলে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব করিলেন যে "প্রতিনিধি সভার অধিবেশন হইবে"। ইহার পূর্ব্বে "কলিকতা নগরে" এই দুইটী শব্দ সংলগ্ন করা হয়। বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য আগরা সমাজের হইয়া বলিলেন যে আগরা সমাজের সভ্যদিগের ইচ্ছা যে আবশ্যক হইলে স্থানান্তরেও সভার অধিবেশন হইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশের মতে উমেশ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৭। ৮। ৯। এই তিনটী নিয়মই সর্ব্ব সম্মতিতে গৃহীত হইল।

শেষে প্রসন্ন কুমার রায়ের প্রস্তাবে ও বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পোষকতায় একটী নিয়ম সন্নিবেশিত হইল। যথা।

সাধারণ সভার অনুমোদন ভিন্ন এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্তিত বা বর্দ্ধিত হইবে না।

নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত হইলে বাবু শিবনাথ ভটাচার্য্য প্রস্তাব করিলেন যে যাঁহাদিগের নাম প্রতিনিধি বলিয়া প্রেরিত হইয়াছে তাঁহারা আপাততঃ এই সভার সভ্য বলিয়া গণ্য হন; এবং উক্ত প্রতিনিধিদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্বাদশ জন কার্য্য নির্ব্বাহক সভা রূপে প্রতিষ্ঠিন হন, এতদ্ভিন্ন বাবু কেশব চন্দ্র সেন উক্ত সভার সভাপতি, ও বাবু আনন্দ মোহন বাবু তাঁহার সম্পাদকের কার্য্য করেন।

প্রতিনিধিদিগের নাম; শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী (মুঙ্গের) পূর্ণ চন্দ্র মজুমদার (গৌরীভা) কান্তি চন্দ্র মিত্র (ডেরাডুন, লক্ষ্ণৌ, তেজপুর) শিবচন্দ্র দেব (কোন্নগর) রাধা রমণ সাহা (কুমারখালি) যদুনাথ রায় (রামপুরহাট) শিবনাথ ভট্টাচার্য্য ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (আগরা) জয় নারায়ণ সরকার (পচম্বা) প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার (বেরিলি) দীননাথ মজুমদার ও উমানাথ গুপ্ত (মুরশিদাবাদ) দুর্গা মোহন দাস (ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা) ব্রজ লাল ঘোষ (লাহোর), গৌর গোবিন্দ রায় (শিরাজ গঞ্জ) দ্বারকা নাথ সিংহ (জব্বলপুর) উমেশচন্দ্র দত্ত (হরিনাভি) অঘোর নাথ গুপ্ত (হাজারি বাগ) শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগর ও শিলং) গিরিশচন্দ্র সেন (ঢাকা তেজপুর, ময়মনসিংহ) শ্রীনাথ দত্ত (শ্রীহট্ট) কুঞ্জবিহারী দেব (মুদিয়ালী) গুরু চরণ মহলানবিশ (মুন্সী গঞ্জ ও বগুড়া) ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল (রাউল পিণ্ডী ও মতিহারি) রাম কুমার ভটাচার্য্য (শিলং) এবং প্যারি মোহন চৌধুরি (গৌর নগর)।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভা; শ্রীযুক্ত বাবু, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার কান্তি চন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, গৌর গোবিন্দ রায়, উমানাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, শিবচন্দ্র দেব, দুর্গা মোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরু চরণ মহলানবিশ, উমেশচন্দ্র দত্ত, ও নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাবু দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ বাবুর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বলিলেন যে পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনীর মধ্যে এমন কোন নিয়ম নাই যদ্দ্বারা সম্পাদককে প্রতিনিধির নাম সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং বর্ত্তমান প্রতিনিধিদিগকে সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন যে পূর্ব্ব সাময়িক কমিটীর ৮ জনের সহিত আরও কয়েক জনের নাম সংলগ্ন করিয়া একটী নূতন কমিটী করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি নূতন নিয়মাবলীর অনুসারে সভ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হয়। এক জন সভ্য এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন পরে সম্মতি গ্রহণ করাতে অধিকাংশের এই প্রস্তাবে সম্মতি হয় কিন্তু সেই সময়েই প্রকাশ পাইল যে পোষণ কর্ত্তা নিজে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন অপর দুই এক জনেও সেইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে সভাপতি পুনরায় উভয় প্রস্তাব সম্মতি গ্রহণার্থে উপস্থিত করিলে, শিবনাথ বাবুর প্রস্তাবই অধিকাংশের মতে গৃহীত হইল। বাবু কালীনাথ দত্ত শিবনাথ বাবুর পোষকতা করেন।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও অধিকাশের মতে স্থির হইল যে বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য উক্ত সভার সহকারী সম্পাদক হন। সর্ব্ব শেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ করিয়া ভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার রায়।
প্রতিনিধি সম্পাদক।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১লা আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে পরম চৈতন্যময় সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা প্রকাশবান ঈশ্বর! কোথায় না তোমার দৃষ্টির আলোক প্রবিষ্ট রহিয়াছে, যে দিকে চাই সেই দিকেই দেখি তুমি চিরউন্মীলিত জ্ঞান নয়নে আমার পানে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিতেছ। তুমি জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষীস্বরূপ, গোপনে বসিয়া সমুদায় সংবাদ লইতেছ, একটী সামান্য ঘটনাও তোমার জ্ঞানকে অতিক্রম করিতে পারে না। যেখানে যাহা কিছু ঘটে তোমার নিকট সর্ব্বাগ্রে তাহা গিয়া পৌঁছে; তুমি মনের অতি সূক্ষ্মতম ক্রিয়াও অবগত রহিয়াছ; তোমাকে কেহ প্রবঞ্চিত করিতে সক্ষম হয় না; হে সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী দেব! এই তুমি আমার চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান, আমি তোমাকে নমস্কার করি। মনের গূঢ় অভিপ্রায় তোমাকে বুঝাইবার জন্য অধিক কথা বলিতে হয় না, কারণ তুমি অসৎকার্য্যের মধ্যে সদিচ্ছা এবং সৎকার্য্যের মধ্যে অসদভিসন্ধি সহজেই বুঝিতে পার। মনুষ্যের প্রকৃতাবস্থার যথার্থ ছবি স্পষ্টরূপে তোমার নিকট প্রকাশিত রহিয়াছে। তুমি চিরজাগ্রত প্রহরী, পুণ্য পাপদর্শী ঈশ্বর, আমি তোমাকে প্রণিপাত করি। আমি তোমাকে দেখি আর না দেখি, তুমি আমার সকল কার্য্যের সাক্ষী হইয়া অতি নিকটে বসিয়া আছ তাহা অনুভব করি আর না করি, কিন্তু এক নিমেষের জন্য তোমার দৃষ্টির বিরাম নাই, সে চক্ষে পলক পড়ে না, সর্ব্বক্ষণ আমার দিকে তুমি চাহিয়া রহিয়াছ। আমি সামান্য জীব, আমার উপরেও তোমার এত দৃষ্টি! তবে আর আমি আত্মগোপন করিব কিরূপে? সমস্ত দোষ গুণের সহিত হে সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর! আমি তোমার জ্ঞানজালে ধরা পড়িয়াছি; এখন আমি লজ্জা ভয় সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া তোমার চরণে শরণাপন্ন হই এবং তোমাকে ভয় ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি।

প্রার্থনা।

হে ভক্তজনপ্রিয় পরমারাধ্য ঈশ্বর! এই ব্রহ্মাণ্ডের কত স্থানে কত লোকে আদর ও ভক্তির সহিত তোমার চরণ পূজা করিতেছে। ঘোর সংসারাসক্তি পাপ কলহের মধ্যেও তোমার জন্য লোকের ত্যাগস্বীকার দেখিয়া আমি লজ্জিত হইয়াছি। প্রেম ভক্তি বিনয় বৈরাগ্য ও জগতের হিতসাধন সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত ধর্ম্মের ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সাধু ভক্তেরা তোমার প্রতি যেরূপ ভালবাসার ভাব দেখাইয়া গিয়াছেন তাহার শতাংশের একাংশ অনুরাগও আমাতে নাই। তবে আর কি বলিয়া

কোন্ গুণে তোমার নিকট আমি অধিক দাওয়া করিব? আমার অস্থায়ী চঞ্চল প্রীতি ভক্তি সাধুতা কেবল যে তোমার নিকট উপহাসের বিষয় তাহা নহে, তোমার রাজ্যের যিনি সামান্য সাধক তাঁহার নিকটেও ইহা অতি অসার। হে দীনবন্ধো! তোমার নামে পৃথিবীতে যাহা ঘটিয়াছে, যেরূপ বৈরাগ্য প্রেমের দৃষ্টান্ত, সেবা ভক্তির উন্নত ভাব সাধুরা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে আর এক মুহূর্ত্তের জন্য ধর্ম্মাভিমান অন্তরে স্থান পায় না; কেবল আপনাকে শত ধিক্কার দিয়া তাঁহাদের চরণ ধূলিতে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। এই সকল সাধু দৃষ্টান্ত হে নাথ! আমাকে সর্ব্বদা তিরস্কার করুক; আমি আমার অসার ধর্ম্ম ভাবের জন্য লজ্জিত হইয়া অধোবদনে তাহা সহ্য করি এবং তাঁহাদের পদরেণুর ভিখারী হই। আমি যেন তোমার প্রিয় সেবক বিশ্বাসী সাধকদিগের আশীর্ব্বাদ ও প্রসন্নতা পাইয়া তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া তোমার নিকটে যাইতে সাহস করি। তাঁহারা যেরূপ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেন, তোমার জন্য সকল সহ্য করিতেন তাহা দেখিয়া যেন আমি শিক্ষা পাই।

কৃত্রিম যোগানন্দ।

সুখপ্রিয় মনুষ্য কেবল যে ইন্দ্রিয় ভোগবাসনার বশীভূত হইয়া পার্থিব বস্তুতে মুগ্ধ হয় এবং ক্ষণিক অসার আনন্দের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভ্রমণ করে তাহা নহে, ধর্ম্মের নাম করিয়া কোন কৃত্রিম উপায় দ্বারা অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক শান্তি সুখ সম্ভোগের জন্য সে নানা প্রকার অনৈসর্গিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এ দেশের প্রচলিত যোগশাস্ত্রের মধ্যে কতক গুলিন শারীরিক সাধন আছে যাহা দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা এবং চঞ্চল ক্রিয়া বিনষ্ট হয় এবং তজ্জনিত এক প্রকার নিষ্ক্রিয় কল্পিত যোগের আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। সংসার মায়া, ইন্দ্রিয় বিকার অশান্তির কারণ, মানসিক চঞ্চলতা চিত্তের একাগ্রতা নষ্ট করে, শান্তিই পরম প্রার্থনীয়, এই বলিয়া যোগার্থী যোগাভ্যাসে আত্মসমর্পণ করিলেন। দ্বৈত ভাব এক কালে ধ্বংশ করিয়া একত্ব ভাব অবলম্বন করাকেই তাঁহারা পরম পুরুষার্থ মনে করিতেন। প্রথমে আমি আছি আর অন্য কিছুই নাই, সকলই মোহের বিকার, তদনন্তর সেই আমি "সোহং" অর্থাৎ তিনিই আমি এবং আমিই তিনি এইটী চরমাবস্থা। প্রথমে দেখা যায় যোগের কোন বিষয় নাই, চিত্তের সমাধান যাহার উপর হইবে সে বস্তু নাই, কেবল বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় দিগকে সংযত করিয়া মানসিক ক্রিয়া বন্ধ করা ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। পরে যখন আত্মসংযম হইল তখন সে আপনিই আপনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং ইহা যোগ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। দুইটী পদার্থের মিলন ভিন্ন "যোগ" শব্দ ব্যবহারই বা কিরূপে হইবে? এমন হইতে পারে নারদাদি ভক্তিপথাবলম্বী যোগিগণ শান্ত দাস্য সখ্য প্রভৃতি ক্রিয়াশীল দ্বৈত যোগের সুখকর আস্বাদন লাভ করিয়াছিলেন, শুক ও জনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মেতে মন সমাধান করিয়াই যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু শুষ্ক কঠোর জ্ঞানপথের যোগিজনেরা আত্মার নিস্পন্দ নিষ্ক্রিয় অবস্থাতে অদ্বৈত ভাবে পরিণত হওয়াকেই চরম উদ্দেশ্য মনে করিতেন ইহা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের অনুবর্ত্তীগণের কথা বার্ত্তা ভাব ভঙ্গীতে বুঝিতে পারা যায়। চিত্ত সম্যকরূপে স্থির এবং শান্ত-ভাব ধারণ করিলে এক প্রকার অতীন্দ্রিয় শান্তিরস অন্তরে উদিত হয়, তাহাতে অতীব আরাম ও সুখ উপলব্ধ হইয়া থাকে। ইহা ইন্দ্রিয় সুখাপেক্ষা উচ্চ এবং বিশুদ্ধ বটে, কিন্তু জীবন্ত ব্রহ্ম-যোগের আনন্দ কখনই নয়। কতকগুলি মানসিকও শারীরিক বিশেষ ক্রিয়া দ্বারা ইহা উৎপন্ন হয়, সুতরাং ধর্ম্মবিশ্বাস ভক্তি প্রেম পবিত্রতা সাধু ইচ্ছার সহিত ইহার কোন সংশ্রব নাও থাকিতে পারে। যাহা দৈহিক অঙ্গবিশেষের পরিচালনায় বা ইন্দ্রিয় ক্রিয়া বিশেষের নিরোধে সমুৎপন্ন হয়

তাহাকে কৃত্রিম যোগ সাধন ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? এই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি, ইহা নিম্ন শ্রেণীর অথবা অনৈসর্গিক যোগসাধনের প্রণালী। অবশ্য ইহার মধ্যে বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় সংযমাদি সাধন ক্রিয়া এবং সাধু ইচ্ছা প্রণোদিত ভোগবাসনা পরিত্যাগ, বৈরাগ্যের নির্লিপ্ত ভাব এ সমুদায় ব্যাপারকে আমরা শ্রদ্ধা করিব, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য অতি ভ্রমাত্মক এবং ফল নিতান্ত কল্পিত অসার তাহা বলিতে কখন সঙ্কুচিত হইব না।

এই শ্রেণীস্থ যোগসাধকেরা জীবন সম্বন্ধে বিষয় বিশেষে আমাদের অনুকরণীয়, তাঁহাদের চরিত্র পবিত্র, তাঁহাদের সাধন প্রণালী এবং তাহার ফল সম্পূর্ণরূপে আমাদের বাঞ্ছনীয় নহে, তথাপি আমরা ইহাঁদিগকে আচার্য্য এবং নমস্য বলিয়া মান্য করি। কিন্তু এই পথের অধমতম পথিকদিগকে নিতান্ত ভ্রান্ত, ধর্ম্মাভিমানী এবং কপটাচারী বলিয়া বোধ হয়। কর্ত্তাভজা, কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং আধুনিক নিকৃষ্ট হিন্দুসমাজের মধ্যে সে সকল ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। চরিত্র পবিত্র না হইলেও তাঁহাদের যোগানন্দের কোন ব্যাঘাত জন্মে না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপিপাসু সাধকদিগের ব্যবহৃত কতিপয় শারীরিক সাধন প্রণালীর বিকৃত উপায় গ্রহণ করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করত বায়ুর গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া তাঁহারা এক প্রকার কল্পিত আলোক দর্শন করেন, উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস্য করেন, অনেক প্রহেলিকা বৎ সাঙ্কেতিক এবং রূপক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন, চীৎকার রবে সঙ্গীত করেন, কখন মৃগী রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় মুখ হইতে ফেনরাশি উদ্গীরণ করেন, মস্তক ও অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া এক প্রকার বিকট শব্দ করিতে থাকেন। সহসা এ সকল ভাব দেখিলে তরল হৃদয় অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের মনে ভয় মিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। যাঁহারা বহিরিন্দ্রিয় ও চিত্ত সংযমে অক্ষম হইয়া নিরাশ প্রায় হন তাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে ভাল বাসেন। কারণ ইহাতে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ঘোর সংসারী হইয়াও আনন্দ সম্ভোগ করিবার কোন বাধা নাই। এরূপ আনন্দ ধর্ম্মার্থিগণের কতদূর প্রার্থনীয় তাহা সকলে বিবেচনা করুন। আমরা এ প্রকার শান্তি আনন্দও চাহিনা, এবং কেবল মনঃসংযম করিয়া ব্রহ্মহীন যোগে মগ্ন হইতেও ইচ্ছা করিনা। আমাদের যোগ কেবল চিত্ত স্থির করিয়া নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান নহে, বহির্ব্বিষয় অন্তর বহিরিন্দ্রিয়ের বিকার জনিত চঞ্চলতা হইতে চিত্তকে প্রমুক্ত রখিয়া জীবন্ত আনন্দময় প্রত্যক্ষ দেবতা ঈশ্বরের স্বরূপ সাগরে মগ্ন হওয়াই প্রকৃত যোগ সাধন। নিরপেক্ষ ভাব মৃত্যুর প্রতিকৃতি, তাহাতে যে শান্তি হয় ঈশ্বরগতপ্রাণ সাধকের তাহা প্রার্থনীয় নহে। ব্রহ্মেতে আত্মার বাস, বিচরণ ও ক্রীড়া ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। নির্জ্জনে একাকী তাঁহার নিকটে বসিয়া আমোদ করা, কথা বলা এবং শুনা ও ভাবে মজিয়া যাওয়া যে কোন উপায় দ্বারা সাধিত হয় ব্রাহ্মেরা তাহাই অন্বেষণ করিবেন। ইহাতে যে নিত্য আধ্যাত্মিক ব্রহ্মানন্দ রস পান করা যায়, কল্পিত আলোকদর্শী কৃত্রিম যোগানন্দপ্রিয় ভ্রান্ত মনুষ্য তাহা কখন দেখেন নাই

ধর্ম্মের ভাষা এবং বস্তু।

ধর্ম্মরাজ্যের ভাষা প্রেমের কবিত্ব রসে অভিসিক্ত এই জন্য উহা প্রেমিক ভক্তদিগের নিকট অতীব সুমিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু যখন ইহা কবিত্বরস শূন্য হইয়া কঠোর বৈজ্ঞানিক আকার পরিগ্রহ করে, তখন আর ইহাতে কোন বস্তু থাকে না। যেখানে বস্তু সেইখানেই স্বাভাবিক সহজ ভাষা, তাহা সুললিত ছন্দ বন্দে এবং গদ্য পদ্যে আপনা হইতে পরিণত হয়, সে ভাষা বলিতেও সুখ শুনিতেও সুখ। এই সহজ ভাষা সহজে মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরের উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে। ইহা কখন মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে দুর্ভেদ্য আবরণ স্বরূপ হইয়া ব্যবধানরূপে অবস্থিতি করে না, কিন্তু বস্তুর অভ্যন্তরে আপনাকে লুকায়িত রাখিয়া বস্তু প্রকাশ করিয়া দেয়।

সরল হৃদয় শিশুস্বভাব ভক্তগণ যে ভাষায় প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি করেন তাহা এইরূপ। যাঁহার চিত্ত ঈশ্বর বিরহে ব্যাকুল হইয়াছে, প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে তাঁহার সম্মুখে যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম কালের ব্যবহৃত বিশেষ স্বরভঙ্গীযুক্ত উচ্চ ভাষার প্রার্থনা উচ্চারিত হয় তাহার মধ্যে কি তিনি সহজে বস্তু আস্বাদন করিতে পারেন? ভাষা যেরূপই হউক তাহার নিজের কোন দোষ নাই স্বীকার করি, কেন না শব্দমাত্রই অর্থবোধক; কিন্তু বুদ্ধিগত বহু পরিশ্রমজাত ভাষায় সূক্ষ্ম চিন্ময় ব্রহ্মের জীবন্ত সত্তা প্রকাশ করিতে পারে না। ভক্তির এক স্বতন্ত্র ভাষা আছে, তাহার প্রত্যেক অক্ষর অমৃতরসে পরিপূর্ণ। কোন প্রকার রচনা চাতুর্য্য, বিদ্যা কৌশল তাহাতে নাই, কিন্তু তথাপি উহা শ্রবণে সুধা বর্ষণ করে। পুত্র পিতার নিকট যেরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করেন, বন্ধু বন্ধুকে যে ভাষায় কথা বলেন, ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গেও সেইরূপ স্বাভাবিক ভাষায় কথা কহেন। সভ্যসমাজে তাহা আদরণীয় সুশ্রাব্য বা সুপাঠ্য না হইতে পারে, পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞানিজগৎ তাহাকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু ইহা ভক্তি ও বিশ্বাসরাজ্যের মাতৃভাষা।

ব্রাহ্মসমাজে ভাষার পারিপাট্য চিরদিনই আছে। ইহার শোভা সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রথম হইতে সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ বর্ষীয় বালক, অশিক্ষিতা ব্রাহ্মিকা পর্য্যন্ত এমন ভাষায় প্রার্থনা করিবে যাহা সচরাচর অন্য কোথাও কেহ শুনিতে পাইবেন না। এরূপ উৎকৃষ্ট গদ্যে প্রার্থনা বা স্তবস্তুতি করিলে কেবল সাহিত্যের গৌরব রক্ষা পায় তাহা নহে, যথোচিত সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্য সহকারে ঈশ্বরের নিকট হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করা যায় এবং ইহা দ্বারা সুরুচিসম্পন্ন সংস্কৃতমনা সভ্যমণ্ডলীর পদ মর্য্যাদাও রক্ষা করা হয়। ব্রাহ্মমাত্রেই বহু দিন হইতে ভাষার গৌরব এবং উচ্চতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, কিছুদিন হইতে কেবল এ বিষয়ে একটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। এমন কি, যাঁহারা উচ্চ ভাষার নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও অনেক দূর নামিয়া আসিয়া সাধারণের প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু যে ভাষা বস্তু গ্রহণে এবং ধারণে সহায়তা করে, ব্রহ্মের সত্তাকে পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিয়া দেয় এবং সাধক হৃদয়ে সেই সত্তা উপলব্ধি করিবার পক্ষে কিছু মাত্র প্রতিবন্ধক হয়না তাহা এখনও বহুদূরে রহিয়াছে। ইদানীন্তন প্রচলিত প্রাঞ্জল ভাষার কথা যাহা উল্লিখিত হইল তাহাও এক প্রকার শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। কেবল যে ভাষাই অনেক সময় ব্রহ্মদর্শন পথের বাধা হয় তাহা নহে, ভাষা প্রকাশের ভাব ভঙ্গী স্বর, উচ্চারণের রীতি, এবং তৎসংক্রান্ত অন্যান্য উপসর্গ অতিশয় বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। এই সমুদায় বাহ্য প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া বস্তু সন্নিধানে উপনীত হইতে কিছু বিলম্ব হয়, চেষ্টা করিতে হয়। সেই কালবিলম্ব এবং চেষ্টা হৃদয়ের কোমল অনুরাগ ও যোগের স্বাভাবিক তেজকে কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এইজন্য আমরা বলি, উপাসনা কিম্বা ধর্ম্মালোচনার সময় এমন ভাবে ভাষা ব্যবহার করা উচিত নয় যাহা হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও পিপাসাকে প্রতিঘাত করে। ধর্ম্মের ভাব যেমন সরলভাবে মনে উদয় হয় অনেকে ভাষায় তাহার স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে পারেন না। অস্বাভাবিক ভাষা শুনিলেই মনে হয়, ইহা কখন যাথার্থ ভাব প্রকাশক নহে। ভাষার দোষে ভাব বিকৃত বিকলাঙ্গ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পায়, ভাবের উপর নির্ভর থাকিলে এরূপ হইতে পারে না। ভাষা ব্যবহারের প্রণালী এক্ষণে আমাদের একটী প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক উপহাসপ্রিয় ব্যক্তি ইহা লইয়া আমোদ করে। এ সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভাব না থাকে ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ঈশ্বরের গুণ মহিমা এবং জ্ঞান কৌশল বর্ণন করিবার সময় যত ইচ্ছা রচনাশক্তির পরিচয় দাও, কিন্তু উপাসনা প্রার্থনা বক্তৃতার সময় স্বাভাবিক ভাবের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে হইবে। ভাষা যাহাতে নিজের

ভাবের প্রতিরোধক এবং অন্যের মনশ্চক্ষুর আবরণ না হয় তাহার প্রতি সকলের যেন দৃষ্টি থাকে। কিন্তু সামাজিক উপাসনায় ভাব ঠিক রাখা বড়ই কঠিন কার্য্য। ঈশ্বর নিকটে আছেন এ বিশ্বাস যত উজ্জ্বল হউক না হউক, ভদ্রসমাজে মানব সহবাসে আমি আছি এই সংস্কারটী মনে বিলক্ষণ জাগ্রত থাকে। সুতরাং আন্তরিক ভাবকে ভদ্র পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহির করিতে করিতে ও দিকে ভাবের স্রোতঃ মন্দীভূত হইয়া আইসে, অবশেষে পুরাতন চর্ব্বিত চর্ব্বণ ভাব ও মহা আড়ম্বরপূর্ণ শুষ্ক ভাষামাত্র অবশিষ্ট থাকে। ধর্ম্মের আচার্য্য ও বক্তা যতই কেন রচনা কৌশল বাগ্মীতা প্রদর্শন করুন না, জীবন্ত সরস ভাব এবং নূতন সারচিন্তা না থাকিলে তাঁহার ভাষা কখন হৃদ্য হইতে পারে না। অতএব ভাষার, ভাল মন্দ উচ্চ নীচ লইয়া বিচার না করিয়া বস্তুর উপলব্ধি ও ধারণ যাহা শ্রোতা ও বক্তার শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করে তাহারই প্রতি বিশেষ রাখিতে হইবে।

প্রগল্‌ভ প্রেম।

হে প্রিয়দর্শন সুকোমল হৃদয়রঞ্জন প্রেম! আমি তোমার চিরশরণাগত দাস। আমি তোমার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব আমি তোমার ক্রীত দাস। আমি তোমার এত পক্ষপাতী ও অনুরাগী হইলাম কেন জানিনা, কেবল এই জানি যে, যে হইতে প্রিয়সখার সহিত তুমি আমার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলে, সেই অবধি আমার চিত্তের বিভ্রম ঘটিয়াছে, তদবধি আমি উন্মনা হইয়াছি। থাকি থাকি আর আমার সেই অলৌকিক অবস্থার কথা মনে পড়ে। তখন আমি পাগলের মত হই কেন? হু হু করিয়া আমার নয়নে এত জল আসে কেন? তাহাতো বলিতে পারি না। আমার হৃদয়বন্ধুর বিচ্ছেদ আর কি সহ্য হয়? সেই রূপের কথা মনে হয় আর আমার হৃদয় উথলিত হইয়া উঠে। বাস্তবিক প্রেম আর মনুষ্যকে সজীব রাখে না। প্রেম পুরাতন মনুষ্যকে বিনাশ করে, নবজীবন প্রদান করে। ইহার স্পর্শে আত্মা নূতন হয়। এজন্য প্রেমের নাম স্পর্শমণি। বিশেষতঃ প্রেমময়ের সহবাসে হৃদয়কে এতদূর ডুবাইয়া রাখে যে আর তাহার উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। প্রকৃত পাগল কে? প্রেমিক। তাহার কাণ্ডাকাণ্ড বোধ থাকে না, বাস্তবিক সে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। কিসে অকর্ম্মণ্য? ফলাফলে, সাংসারিকতায়, ও আপনার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনায়। প্রেমিক অজ্ঞান। অজ্ঞান কেন? জ্ঞান থাকিলে যে প্রেমোদয় হয় না। হৃদয় সরোবরে ভাবের তরঙ্গ উঠে না। সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে মায়া যে তাঁহাকে আবদ্ধ করে, সংসারের সুখস্পৃহা যে তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করে। তিনি সংসারে থাকেন বটে, কিন্তু আত্মবিকল ও আত্মবিস্মৃত। প্রেমাবেশে যখন তিনি মুগ্ধ হন তখন তিনি কি বলেন, কেন বলেন তাহা বুঝিতে পারেন না। আর এক উচ্চতর গভীর শক্তি তাঁহাকে চালিত করে। তাঁহার তখন আসক্তি বিলোপ হয়। তিনি ঈশ্বরে মিশিয়া যান। তাঁহার ভিতরে আপনার প্রকৃতিকে সংলগ্ন করেন, আপনার শক্তি তাঁহাতে অর্পণ করেন, সুতরাং তখন আর গর্ব্বিত স্বাতন্ত্র্য থাকে না। মন আর আপনার নহে, প্রাণ আর আপনার নহে। তাঁহার চক্ষু হইতে কেবল প্রেমের অশ্রু বর্ষিত হয়, তাঁহার হস্ত পদ হইতে কেবল প্রেমের সুধা প্রবাহিত হয়। তাঁহার সকলই সুন্দর, মুখশ্রী অতি সুন্দর, দৃষ্টি অমৃতবর্ষিণী, কথা সুধার আধার, সহবাস মধুরতায় পরিপূর্ণ। প্রেম তাঁহার কণ্ঠের হার। তিনি মানব কুলের দাস। তাঁহার গৌরব দাসত্বে, তাঁহার সুখ নরনারীর সেবাতে। তিনি যাহাকে হৃদয় ভরিয়া ভাল বাসেন তাহাকে প্রেমময়ের সৌন্দর্য্যে আসক্ত করেন। তিনি যাহাকে আলিঙ্গন করেন তাহার কঠোর চিত্ত প্রেমে দ্রবীভূত হইয়া যায়। তিনি যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেণ তাহার সহিত অভিন্ন হৃদয় হইয়া যান। তিনি বন্ধুকে লইয়া প্রিয়তম হৃদয়বন্ধুর সহিত বাস করেন, তাঁহার বন্ধুতা অচ্ছেদ্য, কেন না চিরবন্ধুর প্রেমে বিগলিত

হইয়া তাঁহার ভিতর দুই হৃদয় এক করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার হাস্য প্রেমে, তাঁহার রোদনও প্রেমে; তাঁহার সুখ প্রেমে তাঁহার দুঃখও প্রেমে; তাঁহার জীবন প্রেমে, আবার তাঁহার মৃত্যুও প্রেমে; তাঁহার সান্ত্বনা প্রেমে, আবার তাঁহার শোকও প্রেমে; তাঁহার উচ্ছ্বাস প্রেমে, আবার তাঁহার বিকলতাও প্রেমে। প্রেমে তাঁহার আহার প্রেম তাঁহার পান; প্রেম তাঁহার ক্ষুধা, প্রেম তাঁহার তৃষ্ণা। প্রিয়সখার নাম করিতে তাঁহার নয়নে নদী বহিতে থাকে, তিনি আপনাকে আর সামলাইতে পারেন না। সহবাসের সুখ যদি কিছু কম হয় তবে তিনি উন্মত্ত পাগলের মত হন। চিত্ত যদি অল্প কঠোর হয়, তবে তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন। তাঁহার হৃদয় সরোবরের জলে প্রেমের পদ্ম সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত এই জন্য তিনি আপনার সৌরভে আপনি আমোদিত। হৃদয়বন্ধু যখন তাঁহার সহিত চতুরতা খেলেন, তাঁহার প্রেম বাড়াইবার জন্য কিছু গোপনে থাকেন, প্রকাশের মধুরতা হইতে তাঁহাকে ক্ষণকাল বঞ্চিত করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে শোকের তরঙ্গ উঠিতে থাকে, মুখে আর কথা সরে না, আপনি নিস্তব্ধ হইয়া দুই চক্ষের ধারায় সেই শোকাবেগ সম্বরণ করেন। উপাসক! তোমরা কি প্রেমিকের এই অবস্থা দেখিয়াছ? যদি দেখিতে প্রেমিকের দাস হইতে। হে প্রেম! তবে তুমিইতো চিত্তাপহারক। তুমি যদি আমার হৃদয়কে অপহরণ করিয়া লইয়া না যাইতে এ ক্লেশতো আমাকে সহ্য করিতে হইত না। এই তো তোমার বড় অত্যাচার, তোমার কুমন্ত্রণায় পড়িয়াই আমার এই বিষম যন্ত্রণা। হায়! এ অত্যাচারও আমার স্বর্গ, এ কুমন্ত্রণাও অমৃত। আমি আবার তাঁহাকে দেখিয়া সকল শোক দূর করিব, সকল খেদ মিটাইব। প্রেমের লেখক! তোমার লিখিতেও যে অশ্রুপাত হয়; তবে কিরূপে এ মধুর ভাব বন্ধুদিগের নিকট প্রকাশ করিবে? ভাবের তরঙ্গ উঠে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করি কাহার নিকটে? কোথায় সে ভাবুকের দল কৈ? আমার প্রেমিকের দল কৈ? কার কাছে প্রেমময় দীনবন্ধু হৃদয়সখার কথা বলি? চক্ষু! তুমি প্রেমে অন্ধ হইয়া যাও। অন্ধ হইতে বলি কেন? আমার আর বাহিরে কিছু দেখিতে হইবেনা, আমি কেবল ভিতরে হৃদয়নাথের অমৃত সাগরে ডুবিয়া থাকিব। জন্মের মত থাকিব আর উঠিব না।

কোলজাতির বিবরণ।

(বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।)

আর্য্য সন্তানেরা যখন ভারতের উত্তরাংশে আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন তাহার পূর্ব্বের অধিবাসী কেবল কোল প্রভৃতি অসভ্য জাতি। ইহারাই ভারতের আদিম নিবাসী, এজন্য ইহাদের এক জাতির নাম ভূমিজ। অর্থাৎ এ দেশের স্বভাবজাত লোক, ঔপনিবেশিক নহে। ঋগ্বেদে যে অসুর ও শূদ্র জাতির উল্লেখ আছে, সে কেবল এই অসভ্য লোকেরা। আর্য্যদিগের বুদ্ধি ও বলে পরাস্ত হইয়া তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করাতে কোন কোন জাতির ভাষা ও সামাজিক রীতি নীতি পর্য্যন্ত অনেক পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে তাহা কোলেদের দ্বারা বুঝা যায়। ছোট নাগপুর প্রদেশের প্রধান অধিবাসী কোল। কিন্তু বহুদিন হইতে কতক গুলি হিন্দুস্থানী ইহাদের উপর আধিপত্য করাতে তাহারা জমিদার শ্রেণীর লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকেও এখন এ দেশের অধিবাসী ধরিতে হইবে।

কোলের মধ্যে তিন রকম জাতিই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। খঁড়িয়া, মুণ্ডার ও রাঁউ। খড়িয়া (বা খণ্ডিয়া) কোল কতক সিংহভূম জেলাতে আর কতক মানভূমে বাস করে। ইহারা জঙ্গলে ও পাহাড়ের নীচেই প্রায় থাকে। হাজারিবাগের জঙ্গল মহলে বীর হোর নামে এক জাতি আছে তাহারাও খণ্ডিয়া কোল। অধিকাংশ খঁড়িয়ায় বাস রাঞ্চি জেলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। ইহারা পল্লীগ্রামে দলে দলে একত্রে এক একটী চক্র বাঁধিয়া থাকে। বাস্তবিক খঁড়িয়ারা এখন আর খাঁটি কোল নাই। ইহারা অনেকটা হিন্দুর মত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর হিন্দি ভাষাতে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকে। সূর্য্যকে ইহারা পরমেশ্বর সম্বোধন করিয়া পূজা করে ও নমস্কার করে। মেষ মহিষ, ছাগ কুক্কুট শূকর প্রভৃতি পশুদিগকে ইহারা সূর্য্য দেবের নিকট বলি দেয়। সূর্য্যের নাম বেরো। গ্রামের মধ্যে যে প্রধান সেই ইহাদের মধ্যে পুরোহিত হয়। পুরোহিতকে ইহারা পাহ্ন বলে। ইহারা এখন অনেকটা সভ্য হইয়াছে; বস্ত্র পরিধান করে, হিন্দুদিগের মত অনেকে ক্রিয়া কলাপ করে। কর্ণবেধ, ও দীর্ঘ কেশ রাখিবার উপলক্ষে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

সুতরাং ইহারা যে অনেকটা হিন্দু হইয়া গিয়াছে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

মুণ্ডারেরাই প্রকৃত কোল। ইহাদের মধ্যে হো ও ভূমিজ আর দুই প্রকার কোল আছে। মুণ্ডারেরা রাঁচি ও চাঁইবাসার অন্তর্গত পল্লীগ্রামে বসতি করে। ইহাদের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে কিছু বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পুরাকালে আর্য্য, সেমেটিক টিউরেনিয়ান ও দ্রাবিডিয়ান এই চারিটীই আদিম জাতি বলিয়া অনুমান করা যায়। আর্য্যগণ ভারত অধিকার করিবার পূর্ব্বে হিন্দুস্থানে যত অসভ্য পাহাড়ি জাতি ছিল তাহারা সকলেই এই দ্রাবিডিয়ান বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ কেহ এরূপও অনুমান করেন যে, এখনকার ভারতীয় সমুদায় অসভ্য জাতি আর্য্যগণের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। পদ্মপুরাণে যে বেণরাজার আখ্যায়িকা আছে, বিন্ধ্য পর্ব্বতবাসী তাবৎ অসভ্য লোক তাঁহারই সন্তান বলিয়া তাঁহারা অনুমান করেন। কিন্তু ইহা তত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

ঋগ্বেদে পুরবা ও যযাতি রাজার আখ্যায়িকা আছে। যযাতি সমুদায় রাজ্য পাঁচটী সন্তানকে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরুকে মধ্য ভারত, যদুকে দাক্ষিণাত্য, অনুকে উত্তরাংশ ও তুর্ব্বসুকে পশ্চিমাংশ এই রূপে তিনি কয়েক পুত্রকে রাজ্য সমান ভাগ করিয়া তাহাদের স্থিতি করিয়া দিয়া যান। মহাভারতের হরিবংশ পর্ব্বের লিখনানুসারে দেখা যায়, যে তুর্ব্বসুর সন্তান দক্ষিণ বিভাগে গিয়া অধিবাস করে। তাঁহা হইতে দশ পুরুষ ক্রমাগত ঐ প্রদেশে রাজত্ব করে। শেষের চারিটী সন্তান হয়। পাণ্ড্য কেরল, চোল, ও কোল। ইঁহারাও আবার চারিজনে ঐ রাজ্যটী সমান ভাগ করিয়া ভোগ করেন। কোল উত্তরাংশ অর্থাৎ ছোট নাগপুর প্রভৃতি স্থানের অধিকারী হইয়া ছিলেন। তাঁহারই সন্তান বর্ত্তমান কোল জাতি। একজন প্রধান ইতিহাসজ্ঞ উইলফোর্ড সাহেবের এই মত। কিন্তু ঐ যযাতি যদি আর্য্য সন্তান হয়েন তাহা হইলে এ কথাটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় কিরূপে? কারণ কোলেরা যে আর্য্য জাতি নহে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আর ঐ যযাতি যদি অনার্য্য হয়েন তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয়।

প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে কেতকবাসীর উল্লেখ আছে। কেতকবাসিদিগকে অনেক সময়ে আর্য্যদিগের আনুগত্যে আসিতে হইত। এবং আর্য্যদিগকেও তাহাদের সহিত ব্যবহার ও আলাপাদি করিতে হইত। ঋগ্বেদের কোন স্থলে একজন ঋষি কেতক রাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কেতকবাসিদিগের মধ্যে তোমার গাভি গুলি কি করিতেছে? তাহারা দুগ্ধ পানও করেনা, অগ্নির পুজাও করে না"। আর এক স্থলে আছে, কেতকবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি। কোলেরও দুধ খায়না, খুব কুচ্ কুচে কাল এবং খর্ব্বাকৃতিও বটে। তবে নিশ্চয়ই মীমাংসা করা যাইতে পারে যে ঐ কেতকবাসীরাই কোল বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কেতক মগধ দেশের অন্তর্গত, সুতরাং কোলেরা প্রথমে বেহার দেশেই বাস করিত। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা আছে যে কলিযুগের প্রারম্ভে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ অসুরদিগকে দূর করিয়া দিবার জন্য মগধে জন্মগ্রহণ করেন। তবে বেশ বোধ হইতেছে যে প্রথমে কেতকবাসীরা বেহার অঞ্চলেই থাকিত, পরে তাড়িত হইয়া এই জঙ্গল ও পাহাড়ী দেশে আশ্রয় লইয়া ছিল। অতএব চেরো, কোল ও নাগবংশীদের আদিপুরুষ যে এই কেতকবাসীরা তাহা বেশ প্রতীত হয়। মুণ্ডার প্রকৃত নাগপুর অর্থাৎ রাঁচি ও পালামো প্রভৃতি স্থানে, হো সিংহভূম অঞ্চলে, আর ভূমিজ মানভূম দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের সংখ্যাই প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। ইহারা যে সকল পাহাড়ে বাস করে তাহার কোনটী দুই হাজার, কোনটী আড়াই হাজার, কোনটী সাড়ে তিন হাজার ফীট উচ্চ।

কোলেদের চেহারা নিতান্ত কদাকার নহে। বর্ণটী গভীর কৃষ্ণ, কিন্তু ঐ গাঢ় অন্ধকারের মত কালোর ভিতর এক প্রকার বেশ শ্রী আছে। পুরুষ গুলি সাড়ে পাঁচ ফুট আর স্ত্রীলোক গুলি সচরাচর পাঁচ ফুট লম্বা। ইহাদের মুখ চাপটা. চক্ষুগুলি খুব ডাব ডেবে। পুরুষেরাও স্ত্রীলোকের মত লম্বা চুল রাখে। অতি প্রাচীন কালে লম্বা চুল একটী সৌখীনের চিহ্ন ছিল। সভ্যদেশেও বড় বড় গ্রন্থকারকে পূর্ব্বে লম্বা চুল রাখিতে হইত। সুতরাং লম্বা চুল রাখা গৌরবের বিষয় ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুরুষেরা ঐ চুল গুলি উত্তমরূপে আঁচড়াইয়া দক্ষিণ দিকে বাঁকা করিয়া খোঁপার মত গুজিয়া রাখে, এবং তাহাতে এক খানি চিরণী গোঁজা থাকে ও নানাবিধ ফুল দিয়া সে স্থানটী বেশ সুন্দর করে। স্ত্রীলোকেরাও ঐরূপে খোঁপা বাঁধে। খোঁপায় ফুলের মালা আবার তাহাতে পুঁতির মালা জড়ান থাকে। যুবতী স্ত্রীলোকেরা এক একটী সাকারির শলা গুঁজিয়া রাখে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন মাথায় তীর গোঁজা রহিয়াছে।

কোল স্ত্রীলোকেরা গহনাপ্রিয় মন্দ নয়। নানা রকম পুঁতির মালা, বড় বড় কড়ি ও শাদা পাথরের কত রকম মালা গাঁথিয়া বক্ষস্থল শোভিত করে। ইহাদের হাতে ও বুকে কত রকম উল্কীর শোভা। হাতে পেতলের গহনাও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কাপড়ের বড় প্রয়োজন হয় না। খুব পাড়া গাঁয়ে ও পাহাড়ী কোলের স্ত্রীলোকেরা কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত এক খানি ন্যাকড়া পরে, বুক গুলি প্রায় খোলা থাকে, তবে সহরের নিকটবর্ত্তী স্ত্রীলোকে।

বুকে আর এক খানা কাপড় জড়ায়। চাঁইবাসার হো স্ত্রীলোকেরা কোমরে কেবল একটা দড়ি বাঁধে আর তাহাতে গাছের পাতা গুঁজিয়া কোন রূপে একটু লজ্জা নিবারণ করে। পূর্ব্বে ইহারা প্রায় উলঙ্গই থাকিত, এখন ক্রমে ক্রমে কাপড় ব্যবহার করিতেছে। সাধারণতঃ পুরুষেরা কেবল কোমরে একটু কাপড় জড়ায় ও তাহারি একাংশ কৌপিন আঁটে।

ইহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস কিছু অদ্ভুত রকম। ইহারা বলে প্রথমে য়োতে বোরাম, ও সিং বোঙ্গা এই দুই আদি পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের জন্ম নাই, ইঁহারা স্বয়ম্ভু। তাঁহারাই প্রথমে পর্ব্বত ও জলের সহিত একেবারে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এবং সেই জগৎ দুর্ব্বাদল ও তরু লতায় আচ্ছাদিত করিলেন। তাহার পর গৃহপালিত পশু সকল সৃষ্ট হইল। এবং সর্ব্বশেষে বন্য জন্তুর জন্ম হইল। যখন সমুদায় জগৎ মনুষ্যের বাসযোগ্যরূপে প্রস্তুত হইল তখন একটী বালক ও একটী বালিকা আবির্ভূত হইল। সিং বোঙ্গা তাহাদিগকে সৃজন করিয়া বড় নদীর ধারে গহ্বরের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। তিনি তাহাদিগকে অতিশয় নির্দ্দোষ দেখিয়া ভাবী বংশ সম্ভূত হইবার আশার সঞ্চার করিলেন। তিনিই তাহাদিগকে ইল্লি (অর্থাৎ ভাত পচিয়ে যে মদ হয়) প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখাইলেন। যাহা পান করিলে শারীরিক রিপু উত্তেজিত হয় তাহা পান করাতে ক্রমে মানবের সৃষ্টি হইল। ইহাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি কিছু আমোদজনক। প্রথম মানব মানবী স্বামী ও স্ত্রীরূপে বদ্ধ হইলে তাহাদের ঔরসে বারটী বালক ও বারটী বালিকা জন্মগ্রহণ করে। সিং বোঙ্গা সেই সেই ভাই ভগ্নীদিগকে এক একটী দম্পতী করিবার জন্য একদিন প্রকাণ্ড একটী ভোজের আয়োজন করিলেন। সেই ভোজের বড় ঘটা; মহিষ, গোরু ছাগল ভ্যাড়া শুয়োর, মুর্গীর মাংস ও তরি তরকারী এই কয়েক প্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইল। পরে সিং বোঙ্গা তাহাদের মধ্যে এক এক স্ত্রী পুরুষকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা দুই জন করিয়া এক একটী যোড়া বাঁধিয়া ইহার ভিতর যে কোন একটী জিনিষ ভাল লাগে তাহাই খাইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় দম্পতী মোষ ও গরুর মাংস, উপাদেয় বলিয়া আহার করাতে তাহারা হো ও ভূমিজ কোল হইয়া গেল। তৃতীয় ও চতুর্থ দম্পতী কেবল তরকারী খাইল, সুতরাং তাহাদের বংশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিল। আর কয়েকটী দম্পতী ছাগলের মাংস ও মৎস্য খাওয়াতে তাহাদের ঔরসেই শূদ্রের জন্ম হয়। আর এক দল নরনারী শামুক খাইল বলিয়া তাহারা ভূঁয়া জাতিত্ব প্রাপ্ত হইল। আর দুই স্ত্রী পুরুষ শূকরের মাংস বড় উপাদেয় জানিত এবং তাহা অতিশয় ভাল বাসিত, সুতরাং ঐ মাংস আস্বাদন করাতে তাহাদিগকে সাঁওতাল হইতে হইল। সর্ব্বশেষে একটী দম্পতী কোন খাদ্য সামগ্রী পাইল না, কাজেই তাহারা নিরাশা মনে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তখন প্রথম দলেরা আপনাদের প্রচুর আহার হইতে কিছু দান করাতে তাহারা তাহাই খাইল। ইহারা ঘাসীনামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা উপজীবিকার জন্য কোন পরিশ্রম করে না, শুদ্ধ শিকার করিয়া খায়, অর্থাৎ ব্যাধ কোল। এই রূপ কল্পনার কিছু বাহাদুরী আছে। অনেকটা পৌরাণিক গল্পের মত। য়োতে বোরাম ও সিং বোঙ্গা এই যে দুই আদি পুরুষ; হিন্দুদিগের প্রকৃতি পুরুষের নকল মাত্র। কোলেরা এই মতটী বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল অনুমান করা যাইতে পারে।

ইহাদের ধর্মটা প্রায় এক জাতীয় তাতারদের ধর্ম্মের মত। ইহারা দেব দেবীর কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে না ও তাহার প্রতিমাও পূজা করে না। কোলেরা এইরূপ বিশ্বাস করে যে দেবগণ এই চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য, কিন্তু বলি দিয়া তাঁহাদের ক্রোধ নিবারণ করিতে পারিলে যে স্থান তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে উৎসর্গ করা যায়, সেই স্থানে তাঁহাদের আবির্ভাব হয়। এ জন্য ইহাদের পূজার স্থান অতি রমণীয়। পাহাড়ের গুহার কাছে এক একটী সুন্দর নিকুঞ্জ। চারিদিকে বড় বড় গাছ আর মাঝখানে একটু পরিষ্কার জায়গা। প্রকৃত সাধকের পক্ষে ইহাদের পূজার স্থানটী বড় প্রলোভন। এই গাছগুলি ইহারা বহু যত্নে রক্ষা করে। এই জন্য যে এই সব গাছের উপরেই দেবগণের অধিষ্ঠান হয়। এই পূজার স্থানকে জাহির বলে। উর্দ্দুতে জাহের শব্দের অর্থ প্রকাশ; অর্থাৎ সেখানে দেবগণের প্রকাশ হয়। ঐ শব্দটী নিশ্চয়ই মুসলমানদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার একটী গাছ কাটিলে দেবগণের বড় রাগ হয় এবং সেই রাগে তাঁহারা ক্রমাগত জল বর্ষণ করিতে থাকেন এই ইহাদের বিশ্বাস। মুণ্ডারেরা বলে সিং বোঙ্গাই একমাত্র স্রষ্টা পাতা ও উপাস্য। সূর্য্যের মত তাঁহাকে পূজা করা আবশ্যক। তিনিই একমাত্র হিতকারী ঈশ্বর, প্রার্থনা করা ও বলি দেওয়া তাঁহার নিকটেই উচিত। জীবের নাশে তিনি সন্তুষ্ট নহেন। যদিও তিনি পিতা, তথাপি ভ্রান্ত সন্তানদিগকে শাসন করেন। অতএব যত প্রকার সুখ সম্ভোগ করা যায় তজ্জন্য তাঁহার কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। সিং বোঙ্গা চন্দো তমোলুকে [চন্দ্রমা] বিবাহ করেন। ঐ স্ত্রী কোন ঘটনায় প্রতারণা করাতে তিনি তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন, কিন্তু এই ক্রোধের জন্য অনুতাপ হওয়াতে সিং বোঙ্গা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত আকাশে উদয় হইতে তাহাকে অনুমতি দেন। সেই অবধি চন্দ্রের উদয়। তারাগণ এই চন্দ্রমার কন্যা।

সূর্য্যের উপাসনাই ইহাদের মধ্যে অধিক প্রবল ও ধর্ম্মের মূল। সূর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। কোলেরা ইহাকে ধর্ম্মী অর্থাৎ একমাত্র পবিত্র বলিয়া সম্বোধন করে। ইনি রোগ ও বিপদের প্রেরয়িতা নহেন, কিন্তু ইঁহার নিকট

আবেদন করিলে রোগ বিপদ দূর হয়। তবে ইঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী স্বরূপ অপরাপর দেবগণের কাছে যখন দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয় তখন ইঁহার কাছে আপীল করিতে হয়। অর্থাৎ এই তাহাদের অ্যাপিলেট কোর্ট। ইহাদের এক এক জাতীয় বস্তুর এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। যেমন বূরূ বোঙ্গা বরুণ (জল দেবতা) মরঙ্গ বূরু পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী। তিন বৎসর অন্তর এক একটী মহা রোগ উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে পাহাড়ের উপর মরঙ্গ বূরুর নিকট মোষ ভ্যাড়া ছাগল মুর্গী বলিদান দেওয়া হয়। কোন হিন্দুরা বলে মরঙ্গ বূরু মহাদেব, মুসলমানেরা কেন তাহাতে যোগ দেয় তাহা জানিতে পারা যায় না।

ইহাদের মধ্যে কবিরাজ নাই। রোগ হইলে ভূতে বা ডাইন লাগিয়াছে এই বিশ্বাস করিয়া গণকের কাছে যায়। প্রায় প্রতি গ্রামেই দুই একজন গণক থাকে। গণক যদি গণিয়া বলে যে অমুক ডাইন (বৃদ্ধা স্ত্রী) তোমার পিছনে লাগিয়াছে, অমুক লোক তাহার পোষা ভূত টুইয়ে দিয়াছে, তার আর রক্ষা নাই। এ কথা সাব্যস্ত হইয়া গেলে আর বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তখনই সেই স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষকে একেবারে কাটিয়া ফেলে, নয় ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। কোলেদের মধ্যে যত খুন হয় তাহা কেবল এই কারণে, কিন্তু খুন করিয়া ইহারা আপনা হইতে স্বীকার পায়।

হাফেজ।

প্রেমিকগণের ধ্বনি প্রীতিপদ ও সুখকর, জগতে যেন সেই ধ্বনির অভাব না হয়।

আমার সুরাপায়ী গুরুর বল ও বলের অভাব হইলেও তাহার ঈশ্বর পাপক্ষমাকারী ও দয়ালু বটেন।

যে রাজার প্রতিবেশী ভিক্ষুক তিনি তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে অনুচিত হয় না।

আমার এই শর্করাভোজী মক্ষিকা রূপ হৃদয়কে তুমি সম্মান করিও, এ যদবধি তোমার প্রতি অনুরাগী হইয়াছে, তদবধি হোমা নামক মহাবিহঙ্গমের গৌরব লাভ করিয়াছে।

চিকিৎসকদিগকে অশ্রু প্রদর্শন করিয়াছিলাম তাঁহারা তাহা দেখিয়া বলিলেন, এ প্রেমজনিত রোগ, ইহার ঔষধ অতিশয় ক্লেশকর।

রাজন্! তোমার মন্দিরনিবাসী হাফেজ স্তোত্র পাঠ করিয়াছে, তাহার প্রার্থনা যে তুমি রসনায় আশীর্ব্বাদ বাক্য উচ্চারণ কর।

• আমি সুরার প্রতি বিমুখ হইব এ কেমন কথা? নিশ্চয় আমার এতদল্প জ্ঞান আছে যে সুরা পরিত্যাগ করিব না।

আমি বাদ্যোদ্যম সহকারে বহু রজনী বৈরাগ্যের পথে চলিয়াছি, এইক্ষণে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব এ কেমন কথা?

যদি দরবেশ প্রেম মত্ততার পথ অবলম্বন না করে ক্ষমার পাত্র, প্রেম এরূপ বিষয় যে তাহাতে উপদেশ চলে না।

আমি গুরু সুরা বণিকের দাস, যিনি আমাকে অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন। আমার গুরু যাহা করেন তাহা অতিশয় অনুকূল।

দরবেশ কপটতা ও নমাজ লইয়া থাকুন, আমার মত্ততা ও ব্যাকুলতা। দেখি, এ দুইয়ের মধ্যে কাহার প্রতি কৃপা হয়।

কল্য ক্রোধে নিদ্রা হয় নাই, যে হেতু এক পণ্ডিত বলিতেছিলেন যে হাফেজ সুরাপান করিলে নিন্দনীয় বটে।

আমি খির্কা নামক সন্ন্যাসীর গাত্রাবরণ এজন্য ধারণ করি যে ইহার ভিতরে মদিরা লুকাইয়া রাখি, কেহ জানিতে পারে না।

তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞান অনুষ্ঠান আছে বলিয়া অভিমান করিও না। কাহারো জীবন ঈশ্বরের বিধি অতিক্রম করিতে পারে না।

শুধু সুরার বর্ণ ও সৌরভে ভুলিও না, পানপাত্র গ্রহণ কর, তোমার হৃদয়ের শোক কালিমা সুরা ব্যতীত অন্য কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না।

হাফেজ! বাক্যবিদের নিকটে বাক্য ব্যয় করিও না, কেহ মণি মুক্তার উপহার আকর ও সাগরের নিকটে উপস্থিত করে না।

যখন সুরার জ্যোতিঃ পানপাত্রদাতার মুখমণ্ডলে দীপ্তি পায়, তখন গীত রাগিণী যোগে আমাকে বৈরাগ্যের বিষয় স্মরণ করাইও।

চঙ্গ ও রবাব নামক বাদ্য যন্ত্র সকল উচ্চ ধ্বনিতে বলিতেছে যে তত্ত্বজ্ঞ লোকদিগের সন্দেশ বাণীতে কর্ণস্থাপন কর।

এই মণ্ডলীর মধ্যে যে জন প্রেমেতে জীবিত নহে যাও, আমার ব্যবস্থানুসারে তাহার উপরে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নমাজ পড়।

প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ এ উভয়ের মধ্যে বহু প্রভেদ; প্রেমাস্পদ অভিমান করিলে তুমি বিনীত হইও।

সখার প্রাণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যদি তাঁহার অনুকূল অনুগ্রহের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, বিরহ বিষাদ তোমার আবরণ ভেদ করিবে না।

গুরু সুরা বণিকের এই উপদেশ, হে অসৎপ্রকৃতি, প্রথম প্রতিবেশীগণের নিকটে সাবধান থাকিও।

যদি আমি ইহ পরলোকে এক মুহূর্ত্ত সখার সঙ্গে বাস করি, উভয় লোকে সেই মুহূর্ত্ত সার্থক।

তোমার দ্বারে প্রেমিকগণের কোলাহল হওয়া আশ্চর্য্য কি? যেখানে শর্করাপুঞ্জ সেইখানেই মক্ষিকা।

সেই নিমগ্ন ব্যক্তির উদ্ধারের পথ কোথায়? তাহার অগ্র পশ্চাতে যে প্রেমের দুঃসহ প্রবাহ।

প্রেমিককে করবালের আঘাতে বধ করার কি প্রয়োজন? আমি অদ্ধজীবিত, আমার পক্ষে এক কটাক্ষই যথেষ্ট।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

(প্রকৃত সাধক নিপুণ বিষয়ী।)

রবিবার, ১৮ই বৈশাখ ১৭৯৯ শক।

বিষয়ী এবং সাধকের মধ্যে কি প্রভেদ? কেহ বলেন যিনি কেবল বিষয়কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন এবং ধর্ম্মসাধনে অবহেলা করেন তিনি বিষয়ী, আর যিনি দিবা নিশি ধর্ম্মসাধনে অনুরক্ত এবং বিষয়কে উপেক্ষা করেন তিনি সাধক; কিন্তু ইহা যথার্থ প্রভেদ নহে। যথার্থ প্রভেদ এই, যিনি সাধক তিনি নিপুণ বিষয়ী, ধর্ম্মক্ষেত্রে যেমন দাবানলের ন্যায় তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ, বিষয় কার্য্যেও তিনি তেমনি উদ্যমপূর্ণ এবং উৎসাহী। আর যাঁহার অন্তরে তেজঃ নাই, উৎসাহ নাই, যিনি আশা এবং উদ্যম বিহীন তিনিই বিষয়ী। এক স্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া অথবা কতক গুলি বাহিরের কার্য্য করা উৎসাহ নহে। সত্যের সৌন্দর্য্য, পুণ্যের জ্যোতিঃ এবং প্রেমের মধুরতা ভোগ করিয়া যে অন্তর মুগ্ধ হয় তাহাই আত্মার উৎসাহ। সে ঘোর বিষয়ী যাহার এই উৎসাহ নাই। সে ব্যক্তি বিষয় কার্য্যও ভালরূপে সম্পন্ন করিতে পারেনা, তাহার ঘর সংসার শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না; সে পদে পদে আপনার মূর্খতা এবং হৃদয়ের নির্জ্জীবতার পরিচয় দেয়। তাহার হৃদয় অগ্নিময় হয় না, সংসারের বায়ুতে তাহার হৃদয় শীতল হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে আমি যোগী সাধক বলিয়া প্রণাম করি যিনি কি ধর্ম্মক্ষেত্রে কি বিষয় কার্য্যে প্রদীপ্ত। যাঁহার চিন্তা অগ্নিময়, যাঁহার কার্য্য অগ্নিময়, তাঁহার অন্তরে এত অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে যে তাহার উপর সংসার সমুদ্র আসিয়া পড়িলেও তাহা নির্ব্বাণ হয় না। ঈশ্বরের আশ্রিত সাধক সর্ব্বদাই তেজস্বী, তিনি সকল দিক রক্ষা করিতে পারেন। যিনি উপাসনার সময় যেমন ভক্তির মধুরতা এবং যোগের গাম্ভীর্য্য রস পান করেন, সংসার রণক্ষেত্রেও তেমনি প্রকাণ্ড ব্যস্ততার অবতার। এক দিকে যত ধ্যান যোগের গাম্ভীর্য্য অন্য দিকে তত কার্য্যের নৈপুণ্য। যত ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মজ্ঞানের গভীরতা ততই উৎসাহ এবং উদ্যম। ভক্তিরস পান করিয়া যাহার প্রাণ শীতল এবং প্রমত্ত হয় সংসারের প্রচণ্ড রৌদ্রে তাহার কি করিতে পারে? যাহারা এইরূপ গভীর ধর্ম্মসুধা পান করিতে পায় না কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে তাহাদের চিত্ত-বৈকল্য এবং মনের বৈসম্য উপস্থিত হয়। যাঁহার অন্তরে প্রমত্ততা জন্মিয়াছে তাঁহার পক্ষে জ্ঞান, ভক্তি, এবং কার্য্যের ব্যস্ততা সকলই সমান। পাগল যে তাহার কাছে সকলই পাগলামি। যাহার প্রাণ সর্ব্বদাই ঈশ্বরের প্রেমে প্রমত্ত, তিনি ঈশ্বর ভিন্ন, আর স্বতন্ত্র বস্তু কি দেখিবেন? তাঁহার চক্ষু দুই, কিন্তু দুই চক্ষু দেখে এক বস্তু, দুই বস্তু নহে। সাধক ধর্ম্মকে পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র দেখেন না। ধর্ম্মের প্রমত্ত অবস্থায় যখন হৃদয় আরূঢ় হয় তখন তাঁহার পক্ষে স্বর্গের কার্য্য যেমন সুখপ্রদ, পৃথিবীর কার্য্যও তেমনি শান্তি দায়ক হয়। যথার্থ সাধক জানেন, যিনি তাঁহার উপাস্য তিনিই তাঁহার প্রভু। তিনিই একেরই কার্য্য করেন, একেরই হস্ত হইতে পুরস্কার লাভ করেন। প্রকৃত সাধকের নিকটে ধর্ম্ম এবং সংসার এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ থাকে না, এই দুই এক। তিনি যেমন ষোল আনা উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসাধন করেন, তেমনি ষোল আনা প্রমত্ততার সহিত সংসার পালন করেন। তিনি কোথায়ও সাড়ে পনর আনায় সন্তুষ্ট হন না। এই নিয়মটী ধর্ম্মার্থী সকলেরই পালন করা উচিত। প্রেম ভক্তি, ধ্যান বৈরাগ্য যখনই যাহা গ্রহণ করিবে পূর্ণ ষোল আনা মাত্রায় গ্রহণ করিবে। যখন উপাসনা করিবে, হে জীব, তখন তুমি এই মনে করিও যে তুমি কেবল উপাসনা করিতেই জগতে আসিয়াছ; কেবল ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দরস পান করাই তোমার কার্য্য; পৃথিবীতে আর কোন কার্য্য নাই। আবার যখন কার্য্যালয়ে থাকিবে পূর্ণ ষোল আনা কার্য্য করিবে। ব্রাহ্ম যিনি তিনি ষোল আনা সংসার করেন। যাহারা কম করে তাহারা ঘোর বিষয়ী। ধর্ম্মরাজ্যে যাঁহারা সংসার করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ষোল আনা সংসার করিয়াছিলেন। যেমন ভক্ত চূড়ামণি চৈতন্য প্রভৃতি। যখন ষোল আনা প্রমত্ততার সহিত সংসারের কার্য্য করিবে তখন ঈশ্বর জানিতে পারিবেন যে সেই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহার সেবা করা ব্যতীত তোমার অন্য ইচ্ছা কিম্বা অন্য কামনা নাই। কি ধর্ম্মসাধনে কি কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার পক্ষে কেবল এই টুকু চাই, যে তুমি সর্ব্বদাই তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য প্রমত্ত হইয়া থাকিবে। তোমার কার্য্যের ভয়ানক ব্যস্ততার মধ্যে ঈশ্বরের আদেশ আসিল; "ধ্যান কর" তৎক্ষণাৎ তুমি কাগজ কলম সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান করিতে নিযুক্ত হইবে, তখন মনে করিবে যেন তুমি কেবল ধ্যান করিবার জন্যই জন্মিয়াছ, তখন আর কোন চিন্তাকে মনের মধ্যে স্থান দিবেনা। অথবা উপাসনায় মত্ত রহিয়াছ এমন সময় স্বর্গ হইতে আদেশ আসিল "দান কর" তৎক্ষণাৎ সেই মস্তক অবনত করিয়া সেই আদেশ পালন করিবে। ইহাতে যোগের কিছু মাত্র ব্যাঘাত হইবে না। যাঁহার উপাসনা করিতে করিতে প্রাণ প্রমত্ত হইয়াছে তাঁহারই আদেশানুসারে যদি দান কর তাহাতে কিরূপে তাঁহার সহিত যোগ ভঙ্গ হইতে পারে? অতএব যদি সংসার এবং ধর্ম্ম উভয়ই চাও, তবে পূর্ণ উৎসাহে মত্ত হও। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন তাঁহার সাধকেরা পূর্ণ উৎসাহে মত্ত হইয়া ধর্ম্ম এবং সংসারের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

আচার্য্যের প্রার্থনা সার।

রবিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক।

[আশা।]

হে করুণাসিন্ধু ঈশ্বর, তুমি জানিতেছ আমরা কেহই 'পুণ্য' আহার করিয়া, 'প্রেম' আহার করিয়া বাঁচিতেছি না, আমরা কেবল 'আশা' খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিতেছি। তোমার প্রসাদে এক দিন ভাল তণ্ডুল এবং অন্য অন্য সুখাদ্য আহার করিয়া পুষ্ট হইব, সবল হইব, সুন্দর হইব, এই আশা বক্ষে ধারণ করিয়া এখন কেবল শাক পাতা খাইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিয়া আছি।

সোমবার ৬ই অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ শক।

[সাধুসঙ্গ]

হে ভক্তবৎসল, তোমার সাধু ভক্তদিগকে আমাদের নিকটে আনিয়া দাও। সাধুতার যত প্রকার দৃষ্টান্ত আছে আমাদের সেই সমুদয় আবশ্যক। একটী ছাড়িলেও জীবন অপূর্ণ থাকিবে। বাল্যকালে পুঁতুল লইয়া খেলা করিতাম, স্বর্গে তোমার ভক্তদিগকে লইয়া খেলা করিব। সাধুসঙ্গের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ কর সাধুসঙ্গ করিয়া তোমার স্বর্গরাজ্যে বাস করি।

মঙ্গলবার ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক।

[জীবনের নির্দ্দিষ্ট আসনে বসা।]

মঙ্গলময় বিধাতা, তুমি আমাদিগকে নিরর্থক সৃজন কর নাই। আমাদের প্রতিজনের জন্যই তুমি এক একটী নির্দ্দিষ্ট আসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। আসনের বড় গুণ, যিনি ঐ আসনে বসিতে পারেন, তাঁহার আর কোন ভয় থাকে না, দুঃখ থাকেনা। তিনি যাহা করেন তাহাই সিদ্ধ হয়। যে আপনার আসনে বসিতে পারে না, সে কেবল ঘুরিয়া মরে, তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে যাঁহাকে বসিতে দাও, সে প্রকৃতিস্থ হইয়া সহজে তোমার প্রেমামৃত পান করিতে পায়। প্রেমময় পিতা, আমাদের প্রতিজনকে তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিতে দাও।

বুধবার ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮ শক।

[ঈশ্বরের ঘোরাল সন্নিধানে উপবেশন করা।]

হে ঈশ্বর, যে স্থানে পৌত্তলিকেরা তাহাদের ইষ্ট দেবতার পূজা করে সে স্থানের আয়োজন, ঘটা, ধুম ধাম, এবং ধূপ প্রভৃতি নানা প্রকার সুগন্ধ দেখিয়া সহজেই লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়। সেই রূপ আমরা যদি তোমার ঘোরাল, গম্ভীর সন্নিধানে বসিতে পারি তাহা হইলে আমাদের মনেও ভক্তি ভাব হইতে পারে। তোমার ঘোরাল সহবাসে না বসিতে পারিলে আমাদের শিথিলতা যাইবে না। শিথিলতাশূন্য জমাট উপাসনাই পবিত্রতা।

প্রকৃতবিশ্বাস।

প্রবর্ত্তনা।

১। প্রভুর চরণে যদি চাও রে শরণ।
প্রকৃত বিশ্বাসে তবে দৃঢ় কর মন॥
পরীক্ষার দিন তব আসিবে যখন।
অভাবে পড়িতে যেন না হয় তখন॥

২। কত ঝঞ্ঝা কত ভীতি কত প্রলোভন।
সদাই জীবন-পথে করে বিচরণ॥
বিশ্বাস বিহনে তার বিপক্ষে যে জন।
সংগ্রাম করিবে, তার অবশ্য পতন॥

৩। জ্ঞান আর পবিত্রতা, সাধুতা সংসারে।
পরীক্ষার দিনে তারা দাঁড়াতে না পারে॥
প্রথম আঘাতে তারা যায় রসাতল।
(বিশ্বাস বিহীন হ'লে সকলি বিফল॥)

৪। এই সকলের ভিত্তি বিশ্বাস কেবল।
ভিত্তির অভাবে গৃহ দাঁড়াবে কি বল॥

৫। অতএব, বিশ্বাসের দৃঢ় শৈলোপরি।
জীবন যাপন কর, আরোহন করি॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর তরঙ্গ প্রহারে।
সে মহাচলের বল কি করিতে পারে॥

ঈশ্বর বিশ্বাস।

১। প্রকৃত বিশ্বাস শুধু প্রত্যক্ষ দর্শন।
ঈশ আর অমরতা করে নিরীক্ষণ॥

২। ইহা কোন পুস্তকের মত নাহি হয়।
প্রাচীন আবহমান কথাও তো নয়॥

৩। না করে নির্ভর ইহা কখন প্রমাণে।
স্বচক্ষে দর্শন করে মধ্যস্থ না মানে॥

৪। বিজ্ঞান কি ইতিহাস হ'তে কদাচন।
ঈশ্বরের ভাব ইহা না করে গ্রহণ॥

৫। তর্ক ইতিহাসের দেবতা আছে যত।
তাদের নিকটে শির নাহি করে নত॥

৬। সেবে সদা সে নিত্য চৈতন্য বিশ্বস্বামী।

৭। বলেন গভীর স্বরে যিনি "এই আমি"॥

৮। যদি কাল ধর তিনি সদাই এখন।
যদি দেশ ধর এই খানে অনুক্ষণ॥

৯। বিশ্বাসের পথ অতি নিকটস্থ তাই।
এতে কোন দূরতর তীর্থ স্থান নাই॥
সেই সত্য চৈতন্য স্বরূপ সনাতন।
সকলের চেয়ে কাছে রন প্রতিক্ষণ॥

১০। স্থাবর জঙ্গম যত বাহির জগতে।
সর্ব্বত্রে বিশ্বাস তাঁরে দেখে বিধি মতে ॥
সেইরূপ অন্তরের গূঢ়তম স্থানে।
মনোযোগে দেখে সে চৈতন্য ভগবানে ॥

১১। স্থির চিত্তে করিলে নয়ন নিমীলিত।
অন্তর জগতে তিনি হন প্রকাশিত ॥

১২। তথায় অরূপ রূপ মাধুরী বরিষে।
প্রকাশেন জীবনের জীবন হইয়ে ॥
তাঁর সঞ্জীবনী-শক্তি পাইয়ে জীবন।
কেমন সজীব ভাব ধরে সে তখন ॥
ভক্তিভাবে তখন তাঁহারে পূজা করে।
যোগানন্দ রসপিয়ে প্রমত্ত অন্তরে ॥

১৩। নয়ন মেলিলে বাহ্য পদার্থ নিকরে।
জ্বলন্ত মহিমা তাঁর পবকাশ করে ॥
দেখাইয়ে দেয় তারা তাঁহার সত্তায়

১৪। চারি দিক্ পরিপূর্ণ রয়েছে তাঁহায় ॥

১৫। এই বিশ্ব ঈশ্বরের বিশাল মন্দির।
(আহা! তাঁহার ভাব কেমন গম্ভীর ॥)
তথায় প্রকৃতি সতী সুগম্ভীর তানে।
প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে মত্ত তাঁর গুণ গানে ॥

১৬। আত্মা উত্তেজিত হ'য়ে মহারাগ ভরে।
যোগ দেয় তাঁর সেই পূজায় সত্বরে।
তাঁর গুণ গান সদা করে সম স্বরে ॥

১৭। একরূপে বিশ্বাস নিধি অন্তরে বাহিরে।
তাঁর সত্তা জ্বলন্ত স্বরূপে বৈশ্বানরে।
বেষ্টিত হইয়ে সদা অধিবাস করে ॥

১৮। এই সত্তা শিখিবার স্মরণের নয়।
শুধু দরশন আর অনুভব হয় ॥

১৯। প্রাণ প্রকৃতির সহ ওতপ্রোত রূপে।
সে বিহরে অহরহ মনোহর রূপে ॥
পৃথক্ করিয়ে তবে সেই সারাৎসারে।
রাখিতে কে পারে বল এ ভব সংসারে ॥

২০। ঠিক যেন ইহাতে বিদ্যুৎ বিদ্যমান।
সে তেজে অন্তর হয় মহা তেজস্বান ॥
শিরা সব সতেজ হইয়ে উঠে তায়।
আর তাহে লোমাঞ্চিত হয় সর্ব্বকায় ॥

২১। অতএব নির্জীব দূরস্থ দেবতার।
বাহ্য আড়ম্বরে পূজা যতেক প্রকার।
সেতো পূজা নহে শুধু কর্ম্মভোগ সার ॥
চৈতন্য নিকটতম পরাৎপর ধনে।
আত্মা উপহার দানে পূজা এক মনে।
ইহাই প্রকৃত পূজা এ ভব-ভবনে ॥

২২। সদা দেখি স্বভাবের এইত নিয়ম।
অতি কাছে থাকে যাহা তাই প্রিয়তম ॥

২৩। একে তাঁর চেয়ে কাছে আর কিছু নয়।
তাতে তিনি কেবল চৈতন্য প্রেমময় ॥

২৪। অতএব প্রাণ হ'তে প্রিয় প্রাণেশ্বরে।
বিশ্বাস জীবন আর প্রেম যোগ করে ॥

২৫। তাঁর সহ করে ইহা সম্বন্ধ-বন্ধন।
সুতের পিতার সহ সম্বন্ধ যেমন ॥

২৬। জগৎকর্ত্তার লাগি আপন অন্তরে।
সযতনে এক বেদী নিরমাণ করে।
"মম প্রভু" "মম পিতা" বলে নিরন্তরে ॥

২৭। বিশ্বাসের সমুজ্জ্বল অধ্যাত্ম নয়ন।
এ সংসারে অহরহ করে দরশন ॥
প্রার্থনার "তুমি" তাঁর অতি সার ধন ॥

২৮। দর্শনের উজ্জ্বলতা চিত্তের উচ্চতা।
উভয়ি সমান তার (দেখি সে সর্ব্বথা) ॥
যেহেতু, হৃদয়ে এই দৃঢ় বোধ তার।
জ্ঞান, প্রেম, প্রত্যয় সকলি একাকার ॥

সংবাদ।

ব্রহ্মমন্দিরের নিয়মিত উপাসক এবং আমাদের একজন পুরাতন ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র সিংহ সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। উপাসনার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা ও অনুরাগ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমরা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন সংবাদ পাই নাই। একত্রে এতদিন উপাসনা ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া শেষ বিদায় লইবার সময় ধর্ম্মপথের সহযাত্রীদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হওয়া নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। এক সময় আমাদিগকে অনেকে অজাতশ্মশ্রু যুবা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেন, এখন আর সে অবস্থা নাই, মরিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমে দুই একটী করিয়া পরলোক যাত্রা করিবেন। এ সময় পথের সম্বলের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী লাহোর নগরে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন, প্রায় দুইশত লোক আগ্রহ পূর্ব্বক নিয়মিতরূপে তাহা শুনিতেছে। কিন্তু তাঁহার বৈদান্তিক ধর্ম্ম, জ্ঞানের তর্ক মীমাংসা ভক্তিপ্রিয় সরল হৃদয় নানকপন্থী দিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি একটী আর্য্যসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে শিক্ষিত ভক্তিপথাবলম্বী পাঞ্জাবীগণ যোগ দেন নাই। স্বামীজী কেবল বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞানের ধর্ম্ম প্রচার করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন এমন বোধ হয় না। বিশেষতঃ নানকের শিষ্যদিগের মধ্যে এখানে ভক্তি বিনয় সাধুসেবা লোকেদের বিশেষ আদরণীয়। উনি বেদোপনিষদের সঙ্গে যদি ভাগবত পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের সরস ধর্ম্মের কথা বলেন তাহা হইলে অনেকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় মানভূম হইতে পচাম্বা তথা হইতে পুনরায় মুঙ্গেরে আসিয়াছেন। মুঙ্গের গবর্ণমেণ্ট স্কুলে এবং জামালপুর বালিকা বিদ্যালয়ে আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার ও বৈদান্তিক ধর্ম্ম বিষয়ে সম্প্রতি তিনি দুইটী বক্তৃতা করেন। তাহাতে অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মুঙ্গের স্থানটীতে ধর্ম্মের আন্দোলন দেখিয়া বোধ হয় এখানকার হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের মধ্যে কিছু বিশেষ অনুরাগ আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চৌধুরী মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্যের আটটী উপদেশ একত্রে মুদ্রিত করিয়াছেন। এই উপদেশ ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয় নাই। পুস্তকের মূল্য পাঁচ আনা করা হইয়াছে। ইহার উপস্বত্ব হইতে আচার্য্য মহাশয়ের অন্যান্য উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে প্যারী বাবুর এই উদ্দেশ্য।

গত ১৬ই জ্যেষ্ঠ শশিপদ বাবুর বিবাহ হয় নাই, হইবার কথা ছিল বলিয়া আমরা লিখিয়াছিলাম। ২১ জ্যেষ্ঠ এই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৩২শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীমনমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩॥০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় সুধাসিন্ধু সর্ব্বসুখদাতা ঈশ্বর! জন্মাবধি তোমার নিকট, তোমার জগতের নিকট এবং তোমার মানব সন্তানগণের নিকট কতরূপে কতভাবে উপকৃত হইলাম তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। চিরজীবন সকলের স্নেহ দয়া প্রীতি ভোগ করিয়া জীবিত রহিয়াছি। কিন্তু কেবলই লইলাম তাহার বিনিময়ে কিছু দিতে পারিলাম না। তোমার প্রত্যক্ষ দয়াতেত জীবন বিক্রীত রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে, তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা কখন যে প্রদান করিতে পারিব, তোমার গভীর প্রেম, উদার করুণা দেখিয়া এবং স্মরণ করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য যে বুঝিতে পারিব সে আশাও নাই, কারণ তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সে আর জীবিত থাকে না, আহ্লাদের উচ্ছ্বাসে, কৃতজ্ঞতা ভক্তির গুরুভারে সে মরিয়া যায়। কিন্তু এই স্বার্থপরতন্ত্র মানবমণ্ডলীর নিকট যে উপকার পাইয়াছি, এখানে যত প্রকার প্রণয় ভালবাসা আস্বাদন করিয়াছি তাহার ঋণও কখন পরিশোধ করিতে সক্ষম হইব না। এত পাইয়াও হে চিরসুহৃদ প্রাণসখা ঈশ্বর! তোমার এবং তোমার সন্তানদিগের প্রতি মনের অভিযোগ বিনষ্ট হয় না। দান গ্রহণ করিয়া করিয়া আমি নীচ হইয়া গিয়াছি, অন্যের উপর প্রত্যাশা করিয়া করিয়া মন নিতান্ত স্বার্থপর হইয়াছে, এখন এই মিনতি করি যেন আর কোন প্রকার অভিযোগ এবং প্রত্যাশা মনের মধ্যে স্থান না পায়। যে ঋণে ডুবিয়া রহিয়াছি তাহা শোধ দিতে পারিলাম না, আবার কোন্ মুখে ঋণ করিব? আশীর্ব্বাদ কর, হে মঙ্গলদাতা ঈশ্বর! এবং এক বিন্দু প্রেম দান করিয়া আমার সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া দাও যেন আমি কিছু কিছু করিয়া ফিরাইয়া দিতেও পারি। কেবল লইব কিছু দিব না ইহাতে মনুষ্যত্ব থাকিবে কিরূপে? এমন শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দাও যাহাতে স্বতঃই আমার হৃদয়ে নিস্বার্থ প্রীতি সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে।

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান।

এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, কাল সম্বন্ধে বিচার করিলে এই বলিতে হয়, ভূত ও ভবিষ্যতই বাস্তবিক কাল, বর্ত্তমান কেবল নাম মাত্র। উহা ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যবিন্দু, গণিত বিজ্ঞানের বিন্দুবৎ স্বীকার্য্য মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক সত্ত্বা বিরহিত। চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, কেন না যাহাকে বর্ত্তমান বলিতেছি, তাহার একাংশ

ভূতে অপরাংশ ভবিষ্যতে পর্য্যবসান হইতেছে। অদ্য আমরা এই কথার বিপরীত বলিতে চাই। আমরা বলি ভূত ও ভবিষ্যতই আত্ম সম্বন্ধে কল্পনা; বর্ত্তমান বাস্তবিক। একথা শুনিলে আপাততঃ সকলে বিস্মিত হইবেন। যাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য এত ব্যগ্র, পারলৌকিক বিশ্বাস লইয়া যাঁহারা এত ব্যস্ত, তাঁহারা লোকায়তিক শাস্ত্রের কথা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, একি বিস্ময়ের ব্যাপার! আত্ম-সম্বন্ধে বর্ত্তমান ভিন্ন ভূত ভবিষ্যৎ কল্পনা এ কথা বলিয়া আমরা লোকায়ত মতের অনুমোদন করিতেছি না, কিন্তু এমন এক গভীর সত্য প্রদর্শন করিতে যত্ন করিতেছি, যাহাতে বিশ্বাস করিলে আমাদিগের জীবন আর এক মহত্তর নূতন বেশ ধারণ করিবে।

আমরা যাহাকে ভূত বলি তাহা এক দিন বর্ত্তমান ছিল, অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। বাল্য কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমার জীবনে যত ঘটনা ঘটিয়াছে, অদ্য আমি যাহা, তাহারই সমষ্টি। ভূগর্ভ খনন করিলে যেমন জানিতে পারা যায়, পৃথিবী আগ্নেয়পিণ্ডের অবস্থা হইতে কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যদি কেহ পৃথিবীতে আমাদিগের জীবন তেমনি করিয়া পাঠ করিতে সক্ষম থাকিতেন, অনায়াসে বলিয়া দিতে পারিতেন, আমাদিগের জীবন কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেহ বলিতে পারুন আর না পারুন একথা নিশ্চিত, যে ভূতকালের সমুদায় বর্ত্তমানে অবস্থিত, এক দিন তাহা বর্ত্তমান ছিল এবং আজও তাহা বর্ত্তমান আছে। আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিতেছেন, আমরা ভূতকে বর্ত্তমানে পর্য্যবসান করিতেছি, বাহ্য ঘটনা সম্বন্ধে যাহা ভূত, আত্ম সম্বন্ধে তাহা বর্ত্তমান। পৃথিবীর আগ্নেয়পিণ্ডাবস্থা বাহ্য সম্বন্ধে ভূত, কিন্তু উহার আন্তরিক সমুদায় পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আজও বর্ত্তমান।

ভূত সম্বন্ধে যাহা বলা গেল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। আমি এবং আমার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অবস্থা আজ যাহা, সেই সকলের সমষ্টি আমার ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ কি, না এখনও যাহা উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু উৎপন্ন হইবা মাত্রই উহা বর্ত্তমানে পর্য্যবসান হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাহা ভবিষ্যৎ, উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহা বর্ত্তমানের উপর নির্ভর করিতেছে এবং উৎপন্ন হইবা মাত্র উহা বর্ত্তমানে পরিণত হইবে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্ত্তমানেরই পরিধি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হইতেছে। ভূতকালের দিকে বর্ত্তমান হইতে বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের দিকে বর্ত্তমান হইতে বর্ত্তমান, ভূত ভবিষ্যৎ দুইই সুতরাং এক বর্ত্তমান হইয়া পড়িতেছে। বাহ্য ঘটনা সম্বন্ধে অবশ্য ভূত ভবিষ্যৎ আছে, কেন না ঘটনা সকল অস্থায়ী ও চঞ্চল, উহা সর্ব্বদা এক প্রকার ঘটে না। প্রতি ব্যক্তির সম্বন্ধে আবার উহা চিরদিন এক প্রকার থাকে না, সেই ব্যক্তির বর্ত্তমান দ্বারা উহা সর্ব্বদা নিয়মিত হইয়া থাকে। আজ যে ঘটনা আমার উপরে যেরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে পারে, কল্য সেই প্রকার করিবে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কেন না আজ আমাকে যে ঘটনা হতাশ্বাস করিয়া ফেলিতেছে, কল্য হয়তো আমি তাহাকে আমার আত্মার বল বর্দ্ধনে নিয়োগ করিতে পারি।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই এক সত্য আমাদিগের বিশ্বাস ও জীবন সম্বন্ধে এক মহৎ পরিবর্ত্তন আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। বিষয়টী যে প্রকারে বিচারিত হইল, ইহাতে আত্মা সম্বন্ধে ভূত ভবিষ্যৎ রহিল না, বর্ত্তমান হইতে ক্রমে বর্ত্তমানে উত্থান উহার স্বাভাবিক গতি হইল; বর্ত্তমান উহাতে অবিচ্ছেদে বিদ্যমান রহিল। বর্ত্তমানে উহার দৃষ্টি আবদ্ধ থাকিলে এবং বর্ত্তমানের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিলে, উহার দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইল না, বরং উহার প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করা হইল। অদ্যকার সদ্ব্যবহার কল্যকার সদ্ব্যবহার। কেন না অদ্যকার

সদ্ব্যবহারের উপর কল্যকার সদ্ব্যবহার নির্ভর করিতেছে।

আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে ভূত ভবিষ্যৎ এক বর্ত্তমানে পর্য্যবসান হইলে আমাদিগের বিশ্বাসেরও প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মেরা পাপের গুরুত্ব কিছুই অনুভব করেন না, ঈশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করাকে লঘু ও সামান্য বিষয় মনে করেন, ভূত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই এক মত তাঁহাদিগের সকল কথা খণ্ডন করিতেছে। ব্রাহ্মেরা অনন্ত নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেন না উহা স্বতঃই অসম্ভব, কিন্তু তাঁহারা ইহা স্বীকার করেন যে, যতই ঈশ্বরের প্রেম ও আনন্দ অনুভূত হয়, ততই পূর্ব্বকৃত পাপের গুরুত্ব, ঘৃণ্যত্ব, এবং কদর্য্য ভাব অনুভূত হইয়া লজ্জিত, সঙ্কুচিত, ক্লিষ্ট এবং নিজের হীনতার ভারে অবনত হইতে হয়। এই জন্য, যাঁহারা যত উন্নত, পূর্ব্বকৃত পাপের বোধ তাঁহাদিগের নিকট তত উজ্জ্বল। কোন্ পাপ কোন্ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। এবং যদিও এখন ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি দ্বারা সে পাপের ক্রিয়াকে তাঁহারা স্থগিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে ঈশ্বরের অবাধ্য হইয়াছিলেন, এবং সেই অবাধ্যতা জন্য তাঁহাকে সুমহৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে এই প্রতিবোধ বর্ত্তমান থাকাতে তাঁহাদিগের সাধুভাবোত্থিত ক্লেশের পর্য্যবসান হয় না।

একটী বিষয় সম্বন্ধে প্রতিবাদিগণ কর্ত্তৃক আমাদিগের আক্রান্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। যদি সকলই বর্ত্তমান হইল, পূর্ব্বকৃত সমুদায় বিষয় ফলরূপে বর্ত্তমানে বিদ্যমান থাকিল, এবং তাহা হইতেই ভবিষ্যৎ সমুৎপন্ন হইল, অপরদিকে আবার সেই ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হইল, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বকৃত পাপের চিরস্থায়িত্ব এবং অনন্ত নরক ভোগ স্থিরীকৃত হইল। আর যদি একথা বলা যায়, আমার, জগতের ও ঈশ্বরের ক্রিয়াতে বর্ত্তমানের পরিবর্ত্তন হয় তবে আর অবিচ্ছেদে একই বর্ত্তমান রহিল কি প্রকারে? তাহারাও কতক অংশ ভূত ও ভবিষ্যৎ হইল। আমরা উপরে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহার অর্থ ইহা নহে যে আমাদিগের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদি পরিবর্ত্তন না হয়, তবে বর্ত্তমান হইতে বর্ত্তমানে উত্থান কি প্রকারে সম্ভবে? পৃথিবীর আগ্নেয়-পিণ্ডাবস্থা হইতে ক্রমিক পরিবর্ত্তনের চিহ্ন তাহার অভ্যন্তরে লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পৃথিবী আজও আগ্নেয়পিণ্ডাবস্থ একথা কে বলিবে? আমাদিগের পূর্ব্বকৃত কার্য্য সকল আজ ফলরূপে আমাদিগেতে বিদ্যমান আছে, এবং তাহা হইতে ভবিষ্যৎ সমুৎপন্ন হইবে, ইহা বলিলে সেই কার্য্য আজও আছে একথা বলা হইল না; তবে এই মাত্র বলা হইল যে, সেরূপ কার্য্য না করিলে বা না ঘটিলে, আজ এরূপ হইত না এবং ভবিষ্যতও এরূপ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখানে বলা আবশ্যক যে, যেমন ভবিষ্যৎ ভূতেরই পরিণতি, ভূত কারণ, ভবিষ্যৎ কার্য্য, তেমনি ভূতকালীয় অপ্রকাশিত ও গুপ্ত কারণেও ভবিষ্যতে অনেক অপ্রত্যাশিত নূতন পরিবর্ত্তন ঘটে। ঈশ্বরের শক্তি গূঢ়রূপে চিত্তের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া দেয় যাহার পূর্ব্ব কারণ ভূতকালের জীবনে কেহ দেখিতে পান না। দেব শক্তি এবং গুপ্ত কারণেই অনেক মহা পাপীর জীবন হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে যাহাহউক, যদি আমি বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরের বাধ্য হইতাম, আজ আমি যাহা আছি, তাহা হইতে কত শত গুণে উন্নত হইতাম। সেই যে প্রথম অবাধ্যতা হইতে আমার ক্ষতি হইয়াছে, এ ক্ষতির গুরুক্লেশ ভার আমাকে নিত্য কাল বহন করিতে হইবে। ঈশ্বরের অবাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া যে ক্লেশ এই জন্য সাধুগণের পক্ষে তাহা নিতান্ত যন্ত্রণাপ্রদ। যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে আর তেমন করিব না, বা হইবে না, যদি এই সান্ত্বনা তাঁহাদিগের না থাকিত, তবে উহা নিতান্ত অবিসহ্য হইয়া উঠিত এবং বর্ত্তমানে ঈশ্বরেতে যে আনন্দ সুখ শান্তি লাভ করিতেছেন তাহা উপভোগ করিতে তাঁহারা অক্ষম হইয়া পড়িতেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সকলই বর্ত্তমান, তাঁহার সম্বন্ধে ভূত ও ভবিষৎ নাই, এখানে সে কথার বিচার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই একটী বিষয় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের কার্য্য বর্ত্তমানে ভূত ভবিষ্যতে নয়, কেন না ভূত ভবিষ্যৎ তাঁহার নিকটে একই বর্ত্তমান, একথা আর চিন্তার অতীত বিষয় নহে, বরং যথার্থ চিন্তার সর্ব্বথা অনুমোদিত।

বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার।

জ্ঞান প্রভাবে বর্ত্তমান শিক্ষিত দল এত বিচারপ্রিয় তর্কবাগীশ, পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়াছেন, তাঁহারা পুরাতন কুসংস্কার বিনাশের জন্য এমনি দ্রুতবেগে প্রধাবিত হইতেছেন যে আর এক প্রকার নূতনবিধ সাংঘাতিক কুসংস্কার তাঁহাদিগকে উদরস্থ করিয়া ফেলিয়াছে। স্থূলদর্শী অসার জ্ঞানগর্ব্বিত লোকে আপাত প্রতীয়মান কুসংস্কারের মধ্যে কেবল ভ্রম অসত্যই দেখিতে পান, যাহাতে চিন্তা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন সহসা তাহাকে ভ্রমাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, তাহার মূলে কোন সত্য জ্ঞান পবিত্রতা ভক্তি প্রেম এবং সাধুভাব আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার তাঁহাদের অবসর নাই। মতামত বিচার, যুক্তি তর্ক, আপনার এবং সাধারণ জনগণের রুচিকর সহজসাধ্য ধর্ম্মভাবে তাঁহাদের অনেক বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ পায়। কিঞ্চিৎ বুদ্ধি শক্তি পরিচালনা দ্বারা যাহা হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাই সকলের নিকট আদরণীয়; স্থির বুদ্ধি সহকারে গভীররূপে চিন্তা করিয়া ধর্ম্মমত অল্প লোকেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এবং সহজবোধ্য অযত্নসম্ভূত যে কিছু ধর্ম্মজ্ঞান লব্ধ হয় তাহাও বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা অনুরাগের সহিত কার্য্যে পরিণত করিতে অল্প লোকেই অগ্রসর হন, সুতরাং অসার তর্ক যুক্তি মতবিবাদ ধর্ম্মের প্রতি সাধারণতঃ অধিকাংশের অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তি বিশ্বাস প্রেম পবিত্রতা, ধ্যান যোগ বৈরাগ্য বিনয় সরলতা সত্যনিষ্ঠা, চিত্ত সংযম ইন্দ্রিয় দমন এ সকলের অভাব দূষণীয় নহে; পাঁচ মিনিট কাল উপাসনা করিতে বসিয়াও মন চঞ্চল হইতেছে, প্রতি দিন নিয়মিতরূপে ব্রহ্মপূজার প্রতি আস্থা নাই, মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে মতের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, শুষ্ক হৃদয়ে নীরস ধর্ম্মকথা চর্ব্বণ করিতে করিতে জীবন অবসন্ন হইল, এ সমস্ত কুসংস্কার নয়, যে হেতু ইহা সভ্যসমাজের নরনারীর দৃষ্টিতে অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না, বরং সকলে অনুমোদনই করিয়া থাকেন। প্রতি দিন অধিকক্ষণ উপাসনাদি করা, ইন্দ্রিয় শাসন ও মনঃসংযমের জন্য কোন শাসন প্রণালীর অধীন থাকা, ধর্ম্ম মতকে চিরদিনের জন্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত অবলম্বন করা, সরল স্বভাবের বশীভূত হইয়া উৎসাহ অনুরাগের সহিত ধর্ম্মে মন দেওয়া, বিধাতার বিধাতৃত্ব, সাধুর মহত্ত্ব, সাধনের কোন বিশেষ প্রণালী বদ্ধ নিয়মাদির অনুসরণ করা এই সকল মহা অনিষ্টের মূল, সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিরোধী। এদিকে জ্ঞানাভিমানে স্ফীত হইয়া কত সুধী বিশ্বাস ভক্তির সীমা অতিক্রম করত নাস্তিকতার রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলেন, কাল্পনিক উদারতা অসার পাণ্ডিত্যের মোহজালে পতিত হইয়া চরিত্র হারাইলেন তাহাতে কোন আশঙ্কার বিষয় নাই। এক্ষণে অনেকের এইরূপ মত দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক পৌত্তলিক পিতা মাতা গুরুজন যেমন বলেন, মদ্যপান কর, দুষ্ক্রিয়ান্বিত হও, সহস্র নীতি বিগর্হিত কার্য্য কর, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে গিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকিও না। বিদ্যাভিমানী শুষ্ক বৌদ্ধদিগের মতে কুসংস্কার মূলক ভক্তি অপেক্ষা শুষ্ক ধর্ম্মমত উৎকৃষ্ট। সংশয় অবিশ্বাস অভক্তি শুষ্ক জ্ঞান তর্ক যুক্তির মধ্য দিয়া যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে আগমন করেন এবং সেই ভাবেই চিরদিন থাকিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের কুসংস্কার অজ্ঞানতার প্রতি অত্যন্ত ভয়, কেহ প্রাচীন কালের কোন সাধন প্রণালীর সার গ্রহণ করিলে তাঁহাদের অতিশয় আশঙ্কা হয়, কিন্তু নাস্তিকতা অবিশ্বাসে

দেশ উৎসন্ন হইলেও তাঁহাদের শান্তির কোন ব্যাঘাত হয় না। এরূপ জ্ঞানাভিমানের পরিণাম মহা কুসংস্কার কূপে নিপতিত হওয়া ভিন্ন কিছুই নহে। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতে গিয়া কেহ অন্ধকার ও শূন্যের উপাসক না হন এই এখন আমাদের প্রার্থনা। ধর্ম্মের গূঢ় এবং সার-ভাগ গ্রহণ করিতে সহজে কেহ অনুরাগী হয় না, যাহার উপর সহজে মতামত প্রকাশ করিতে পারে, ভুল ধরিতে পারে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহারই প্রতি অধিক উৎসাহ দেখা যায়; কিন্তু এই অসার ধর্ম্ম মনুষ্যকে পর-কাল, প্রেম ভক্তি শান্তি পুণ্য হইতে বঞ্চিত করে। সংসারের যেমন প্রগাঢ় মোহ, বুদ্ধিগত ধর্ম্মেতেও তেমনি ঘোর মোহ উপস্থিত হয়।

সাধুর রক্ষক স্বয়ং ঈশ্বর।

মঙ্গলময় পরিত্রাতা ঈশ্বর যদি সাধুকে মোহ প্রলোভন হইতে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে মানব জীবন ধারণ করিয়া এই পৃথিবী তলে কোন ব্যক্তি পুণ্যপথে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। মনুষ্য যতই কেন সাধু সচ্চরিত্র হউন না, তিনি স্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতার অধীন; সড় রিপুর কোন না কোন একটীর অল্পাধিক আধিপত্য তাঁহার উপরে আছেই আছে। সমুদয় প্রলো-ভনে পরীক্ষিত হইয়া কোন ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ধর্ম্মরাজ্যের সেরূপ ব্যবস্থাও নহে প্রলোভন বহু প্রকার, এবং তাহা বহু ভাবে মনুষ্য মনকে অধিকার করে। এমন সকল প্রলো-ভনের অবস্থা আছে যাহার ক্রিয়া স্থূল দৃষ্টিতে সহসা অনুভূত হয় না, কিন্তু অলক্ষিত ভাবে গূঢ়রূপে উহা জীবনের মধ্যে পাপ রোগ আনিয়া দেয়। যিনি সামান্য প্রলোভনে হঠাৎ মুগ্ধ হন না, তিনি প্রলোভন রাশির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারেন না। যিনি প্রলোভন রাশিকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি সামান্য প্রলোভনে বিবেকের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। এত প্রকারের প্রলো-ভন এখানে আছে, এবং সে সকলের মধ্যে পতিত হইবার এত গুপ্ত ও প্রকাশ্য পথ আছে যে, যদি পরমোপকারী ঈশ্বর তাহা হইতে আমাদিগকে অধিকাংশ সময় দূরে না রাখি-তেন, তাঁহার শাসনপ্রণালী প্রাকৃতিক নিয়-মাদি যদি ধর্ম্মপথের অনুকূল না হইত তাহা হইলে একজন মনুষ্যও বাঁচিতে পারিত না। তাঁহার কৃপাহস্ত পরিত্রাণার্থী দুর্ব্বল চিত্ত মানব সন্তানকে সর্ব্বদা মুক্তির পথে স্বর্গের দিকে পরি-চালিত করিতেছে। এই জন্য যত প্রকার প্রলো-ভনের অবস্থা ঘটিতে পারে তাহা ঘটে না, যদি ঘটিত তবে নিশ্চয় সকলের পতন হইত। আমরা যদি মনে করি সমস্ত কঠিনতর পরীক্ষা প্রলোভনের মধ্যে চিত্তকে নির্ব্বিকার রাখিয়া আন্তরিক রিপুগণের শক্তিকে পরাজয় করিব, কোন প্রকার বাহ্য বস্তুতে আকৃষ্ট হইবনা, অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইব, সে কেবল কল্পনা মাত্র। কল্পনাবলে যে সকল প্রতিবন্ধক ও পরীক্ষার কথা মনে উদিত হয় তাহা কার্য্যতঃ সংঘটিত হইলে কেহই চরিত্রকে বিশুদ্ধ রাখিতে পারে না। আপনা হইতে স্বভা-বতঃ যে সকল বিপদ প্রলোভন উপস্থিত হয় তাহা দ্বারাই একজন ধর্ম্ম-পিপাসু মনুষ্যের যথেষ্ট পরীক্ষা হইতে পারে। জনসমাজের প্রচলিত ধর্ম্মনীতির অবস্থা, মনুষ্যের দুর্ব্বলতা, বাহিরের বিবিধ প্রকার প্রলোভন, এবং অন্তরের রিপু-দিগের চঞ্চলতা প্রত্যেক ধর্ম্মার্থী, সত্যপ্রিয় মনুষ্যকে যে সকল পরীক্ষার অবস্থায় প্রতিনিয়ত আনিতেছে তাহাতেই কত কত বীর পুরুষের পতন হয়, কল্পনাপ্রসূত অশেষ বিধ প্রলোভনত দূরের কথা। যাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনা হইতে প্রলোভন অন্বেষণ করে; বিবেচনা বিহীন হইয়া বলপূর্ব্বক আপনাকে পরীক্ষার মধ্যে লইয়া ফেলে, তাহাদের পদে পদে পদস্খলিত হয় এবং পাপবিমুক্ত হইবার তাহাদের কোন আশা থাকে না। ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন কর, আপনা হইতে যে বিপদ পরীক্ষা আইসে তাহার মধ্যে বিনয় শিক্ষা কর এবং প্রার্থনা করিতে থাক,

রক্ষা পাইবে। ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে পরীক্ষায় নিঃক্ষেপ করা আর ঈশ্বরের বল শক্তি পরীক্ষা করা একই; ইহা কখন উচিত নহে। মনুষ্যগণও পরস্পরকে যেন কেহ কখন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা না করেন। আমরা দুর্ব্বল চিত্ত বা সবল চিত্ত ব্যক্তিদিগকে অনেক সময় পরীক্ষায় আনি, ইহাতে কত ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হয়। দয়াময় ঈশ্বর যেমন তাঁহার সাধক সন্তানদিগকে পাপ প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করেন, আমাদেরও সেই রূপ করা উচিত। আপনি নিষ্পাপ থাকিয়া অন্যকে পরীক্ষায় ফেলিব যিনি এরূপ মনে করেন তিনি আপনারও পতনের দ্বার মুক্ত করিয়া রাখেন।

কোল জাতির বিবরণ।

(১২১ পৃষ্ঠার পর।)

ডাইনের পক্ষে আর একটী ব্যবস্থা আছে। সেটী এরূপ ভীষণ নয় বটে, কিন্তু অতিশয় ঘৃণাজনক। গ্রাম শুদ্ধ লোক জুটিয়া ঐ ডাইনকে সদ্যজাত বিষ্ঠা খাওয়াইয়া দিলে দোষ খণ্ডিয়া যায়, এরূপ করিলে রোগ সহজে আরাম হয় এই ইহাদের বিশ্বাস। একেবারে যমালয়ে পাঠানই বিধি, তবে কিছু দয়া হইলে এরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহারা ভূতের অস্তিত্বে অত্যন্ত বিশ্বাস করে। গ্রামের মধ্যে অনেকেরই যে এরূপ পোষা ভূত আছে এ বিষয়ে একবারে দৃঢ় সংস্কার। ভূতেরা পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই ভূতকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইহারা সময়ে সময়ে অনেক পশু বধ করিয়া থাকে।

কোলেদের সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনটী প্রধান—নামকরণ, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ। সন্তান হইলে পিতা মাতার কেবল আট দিন অশৌচ হয়। এই অবস্থাকে বিদি বলে। ঐ কয়েক দিন পরিবারের আর সকলে বাড়ী হইতে স্থানান্তরে যায় এবং স্বামীই কেবল স্ত্রীর জন্য স্বহস্তে রন্ধন করে। সূতিকা গৃহে ভূত আসিয়া শিশুর অমঙ্গল চেষ্টা করে বলিয়া তখন কয়েকটা পশু হত্যা করিতে হয়। আট দিন নিরাপদে অতীত হইলে পরিবারের সকলে আবার ঘরে ফিরিয়া আইসে, কুটুম্বদিগের নিমন্ত্রণ হয়, একটী সমারোহপূর্ব্বক ভোজ দিয়া সন্তানের নামকরণ করা হয়।

সাধারণতঃ প্রথম সন্তানের নাম প্রায় পিতামহের নামে রাখা হয়। অপরাপর সন্তানের নাম রাখিবার প্রণালী অন্য রূপ। কোন পাত্রে জল রাখিয়া একটী নাম স্মরণ করিয়া তাহাতে উরিদ্ ফেলিয়া দেয়, যদি সেটী ভাসে তবে ঐ নামটী রাখিবার যোগ্য, আর যদি তাহা ডোবে তবে তাহা অগ্রাহ্য হয়। কোন অনুষ্ঠানে ধর্ম্মের বড় নাম গন্ধ থাকে না, কেবল হাঁড়িয়া (এক প্রকার মদ) খাওয়া, নৃত্যগীত ও ভোজ হয়।

বিবাহটী সর্ব্বাপেক্ষা সমারোহের অনুষ্ঠান। ইহাদের কন্যাগণের অধিক বয়সেই বিবাহ হইয়া থাকে। প্রায় ষোল বৎসর অতীত হইলেই পাত্রী বিবাহের উপযুক্ত হয়। ষোল হইতে ২২।২৩ বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহের উপযুক্ত বয়স। ইহাদের মধ্যে পণের প্রথা প্রচলিত আছে। কন্যার পিতাকে ৪০।৫০টী গোরু দিতে না পারিলে পুরুষের বিবাহ হওয়া দায়। এই কারণে কোলেদের অধিকাংশ যুবতী স্ত্রী অবিবাহিতা। ইংরাজদের আমল হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণ কোলের মধ্যে আর এত পণ দিবার রীতি নাই। এখন দশটা গোরু হইলেই বিবাহ হইতে পারে। আর নিতান্ত গরিব কোলের ৭ টাকা পণ দিলেই চলে। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষের খুব ভাব হয়। বর কন্যা আপনারাই পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে। তখন উভয়ে উভয়ের নাম ধরিয়া ডাকে এবং গলা ধরাধরি করিয়া কখন কখন বেড়ায়। কন্যা পাত্রের মন আকর্ষণ করিবার জন্য কত রকম চেষ্টা করে। এই সময়ে কোন রূপ কলঙ্ক ঘটিলে ইহারা তাহা দোষের মধ্যে ধরে না। এ সময় কেহ যদি কোন যুবতী অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে বলে দেখ! তোমার বেশ রূপ, তাহাতে কন্যা উত্তর দেয় হাঁ আমার রূপ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে আমার লাভ কি? ইহাতো যুবার মনের উপযুক্ত নয়? যখন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয় তখন পুরুষটী আপন পিতা মাতাকে এই কথা জানায়। পিতা মাতাও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে কন্যার পিতার কাছে পাঠাইয়া দেয়। তাহারা পরিবারটী কিরূপ, পাত্রীর বয়স ও রূপ কেমন, এবং সঙ্গতি আছে কি না এই সব দেখিয়া আইসে। মনের মত হইলে বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের দিন ক্ষণ নাই, তবে কতক অমঙ্গল সূচক ঘটনা পূর্ব্বে না ঘটিলেই বিবাহ হইতে পারে। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে কন্যার যত সঙ্গিনী স্ত্রীলোক মদ খাইয়া নাচিতে নাচিতে ও গান করিতে করিতে কন্যাকে লইয়া পাত্রের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হয়। মাদোল ও ঢাকের সুমিষ্ট বাদ্য ইহাদিগকে আরো উৎসাহিত করে। ইহারা তো এখন ঘণ্টা কতক নাচিতে থাকুক, এদিকে বরের যত সমবয়স্ক যুবক যুবতী ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পাত্রকে লইয়া ঐ রূপ নাচিতে নাচিতে ও গান করিতে করিতে কন্যার দলকে অভ্যর্থনা করিতে আইসে। যখন দুই দলের মিল হয় তখন মহারোল উঠে, বোধ হয় যেন একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু সকলই কৃত্রিম। পরে দুই দলে এক হইয়া পূজার স্থানে গিয়া নাচিতে থাকে। তার পর বর কন্যা দুইটী সঙ্গিনীর কাঁধে চড়িয়া বসে এবং সমুদায় দল তাহাদিগকে ঘিরিয়া নাচিতে নাচিতে বরের বাড়ীতে যায়। সেখানে প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন থাকে, জালা জালা

মদেরও যোগাড় করা হয়। পরে ক্রমাগত নৃত্য আর গীত আর কিছুই নাই। এই সকল ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে পাত্র পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে এক এক গেলাস মদ দেয়। আগে বর আপনার গেলাস হইতে কন্যার গেলাসে একটু মদ ঢালিয়া দেয়, কন্যাও আবার সম্ভ্রমের সহিত তাহাই করে। ঐ রূপ করাতে স্ত্রী স্বামীর সহিত এক জাতি হইয়া যায়। এইরূপে পরস্পর এক শরীর হয়। সিন্দুর দান বিবাহের সার কর্ম্ম। স্বামী শেষে স্বহস্তে স্ত্রীর কপালে সিন্দূর পরাইয়া দেয়। বিবাহের পর কন্যা তিন দিন বরের বাড়ীতে থাকে, পরদিন প্রাতে কন্যা গোপনে পলাইয়া আপন বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। কন্যা সেখানে গিয়া আপন সঙ্গিনীদিগের নিকট প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়ায় যে আমি স্বামীকে ভাল বাসি না, আর তাহাকে কখন দেখিব না। এরূপ না বলিলে স্ত্রীর গৌরব থাকে না, কারণ এতদিন যে পিতা মাতা মানুষ করিল তাঁহাদিগকে ভুলিয়া একেবারে অপরিচিত পুরুষকে ভাল বাসাটা অতি অকৃতজ্ঞতার কায। সেই অবধি কন্যা আর শ্বশুর বাড়ীতে যায় না। পিতা মাতাকে ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ী যাওয়া অকৃতজ্ঞ ও নির্লজ্জের কার্য্য এই রূপ কোল নারীদিগের বিশ্বাস। তবে স্বামী যদি বলপূর্ব্বক লইয়া যায় তাহাতে স্ত্রীর আপত্তি নাই। কিন্তু শ্বশুর বাড়ী হইতে স্ত্রীকে লইয়া যাইবার স্বামীর অধিকার নাই। এজন্য স্বামী তাকে তাকে ফেরে। স্ত্রী যদি কোথাও বেড়াইতে যায়, অথবা কোন মেলাতে যায়, তবে সেই অবকাশে স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া যায়। এ সময়ে স্ত্রী পলাইয়া যাইতেও চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা প্রেমের ভান্। একবারে শ্বশুরালয়ে গেলে আর কোন হ্যাঙ্গামা নাই। যখন স্ত্রীকে স্বামী বলপূর্ব্বক লইয়া যায় তখন জনপ্রাণী আর কেহ কাহাকে সাহায্য করে না। কখন কখন অধিক বলবতী স্ত্রী স্বামীর হাত ছিনিয়া পলায়। এরূপ ঘটনায় স্বামী আপন বন্ধু বর্গকে পুনরায় সঙ্গে করিয়া আনে এবং স্ত্রীকে বাঁধিয়া লইয়া যায়। অপরাপর স্ত্রী পুরুষ ইহা দেখিয়া হাসে এই মাত্র। কোলেদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের প্রণয় অতিশয় গাঢ়। পরস্পর পরস্পরের বাধ্য ও বিশ্বস্ত। বিবাহ হইলে আর ব্যভিচার ঘটে না। বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার অতিশয় কম। কোল নারীগণ বড় অভিমানিনী; এই কারণে প্রায় আত্মহত্যা করে। স্ত্রীলোকের মধ্যে আত্মহত্যাটা এদেশে বড় প্রবল।

কোলেরা মৃত শরীরকে বড় সমাদর করিয়া থাকে। কেহ মরিলে তাহার দেহটাকে একটা বাক্সের মধ্যে পুরিতে হয়, কিন্তু পুরিবার পূর্ব্বে ঐ শরীরকে স্নান করায় এবং বেশ করিয়া ঘি মাখায়। পরে মৃত ব্যক্তির কাপড় গহনা অস্ত্র শস্ত্র ও তাহার কাছে যদি মরিবার সময় টাকা কড়ি থাকে তবে তাহাও ঐ বাক্সের মধ্যে সাজাইয়া দেয়। যেমন মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী গেলে অনেক রকম জিনিষ পত্র সঙ্গে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠাইয়া দিতে হয় ইহারাও মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে ঠিক সেই রূপ করে। বাড়ীর সমক্ষে একটী চিতা সাজাইয়া ঐ বাক্সটী তাহার মধ্যে ফেলিয়া দেয়। পর দিন প্রাতে ঐ সমস্ত ছাই পুঁতিয়া ফেলে এবং এক আধ খানি হাড় কুড়িয়া লইয়া প্রধান শোককর্ত্রী—হয় মা, নয় স্ত্রী ঐ হাড় ঘরে ঝুলাইয়া রাখে এবং মাঝে মাঝে উহা দেখিয়া কাঁদিতে থাকে। যত দিন পর্য্যন্ত প্রকাণ্ড একখণ্ড পাথর যোগাড় করিতে না পারে ততদিন ঐরূপ করে, পাথর হস্তগত হইলে মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ তাহা বাড়ীর সমক্ষে পুঁতিয়া রাখে। পুঁতিবার সময় এক অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মৃত আত্মীয় স্বজন থাকে তাহারা বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। পরে ৩।৪ জনে ক্রমাগত শোকসূচক বাদ্য বাজাইতে থাকে আর আটটী বয়স্থা কুমারী সেই সময় উপস্থিত হয়। ঐ স্ত্রীলোক গুলি দুই সার করিয়া দাঁড়ায়। এক দল অন্ন রকম ভাঙ্গা খালি কলসি আর এক দল মালা হাতে করে। পরে মাঝ খানে মা কিম্বা স্ত্রী মৃত ব্যক্তির অস্থি খানি চিত্র বিচিত্র পিঁড়ির উপর রাখিয়া তাহা মাথায় করিয়া চলিতে থাকে। সকলেই শোকার্ত্ত, গম্ভীর শব্দে বাজনাও বাজে, আর স্ত্রীলোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে "হায়! দেখ সকলই শূন্য"। এই ভাবে তাহারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যায় ও শ্রাদ্ধকর্ত্রী প্রতি বাড়ীতে পৌঁছিয়াই ঐ হাড় শুদ্ধ থালা খানি ঘরের সমক্ষে নামায়। বাড়ীর লোকেরা ঐ অস্থির সমক্ষে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া কাঁদে। প্রিয় বন্ধুর প্রতি এই তাহাদের শেষ স্নেহ প্রকাশ। মৃত ব্যক্তি যেখানে শিকার করিতে যাইত, যে মাঠে কায করিত, যে পুষ্করিণীতে স্নান করিত, যে বাগানে গাছ পুঁতিত সেই সব জায়গায় তাহারা ঐ অস্থি খানি লইয়া যায়। তাহার পর সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া একটী গর্ত্ত করিয়া ঐ অস্থি খানি তাহাতে ফেলে এবং নানা বিধ ভাত তরকারী চাউল তাহার সঙ্গে দেয়। ইহা সম্পন্ন হইয়া গেলে ঐ প্রকাণ্ড স্মরণার্থ পাথর খানি তাহার উপর বসাইয়া দেয়। পরে একটী ভোজ দিয়া কর্ম্ম শেষ করে।

কোলেরা বড় আমোদপ্রিয়; ইহাদের সংসারে শোক দুঃখ বড় কম। সকলেই প্রায় চাসের কায করে। সন্ধ্যার পর ঘরে আসিয়া একটু হাঁড়িয়া খায়। পরে একটী স্থানে নিকটের যত স্ত্রী পুরুষ জমা হয়। স্ত্রীলোকেরা একটী দল হইয়া নাচে ও গান করে, আর পুরুষেরা তার সঙ্গে বাজায়। প্রতিদিন রাত্রে ইহারা এইরূপ আমোদ করে, অবশেষে নিদ্রা যায়। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর এইটী ইহাদের জীবনের প্রধান সুখ। নৃত্য বিষয়ে কোল মেয়েদের বিশেষ গুণপনা আছে। নাচিবার সময় ২২।২৩ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক ক্রমে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়ায়।

তাহার দৃশ্যটী বেশ হয়, ক্রমে ক্রমে নিচু হইতে উচু হইয়া যেন একখানি স্ত্রীলোকের জমাট প্রাচীর। প্রথমে পুরুষেরা গান ধরে, পরে তাহারা অতি মিষ্ট বামাস্বরে গান করে ও পা ফেলে। পা গুলি বেশ তালে তালে ফেলে, কখন যেন বসে আবার হঠাৎ লাফাইয়া উঠে, কখন পরস্পর পরস্পরের কোমরে হাত জড়ায়। কিন্তু সব এক সঙ্গে। বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন একটী জলের তরঙ্গ। বিশ পঁচিশ জন স্ত্রীলোক যেন এক খানা হইয়া গিয়াছে। পা ফেলাতে বেশ সৌন্দর্য্য আছে, কোন রূপ অমিল বা বিশৃঙ্খলা নাই। যত রকম গৃহকার্য্য আছে তত রকম নাচ আছে। বিবিদের মত পোসাক থাকিলে ইহাদের নাচ সভ্য সমাজের অনাদরণীয় হইতে পারে না। নাচের মধ্যে কোন রূপ অশ্লীল ভাব ভঙ্গী থাকে না ও স্ত্রীদলের ভিতর পুরুষ মিশিতে পারে না, ইহা প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। সভ্য দেশের নৃত্য অপেক্ষা ইহাদের নাচ অধিক পবিত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাদের গানের সুর মিষ্ট মন্দ নয়, তবে আমাদের কাণ বাল্যকাল হইতে আর এক প্রকার সুর শুনিয়া অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোল সুরের মধুরতা সহজে অনুভব করিতে পারে না। সুরের ভিতর অনেক রকম রকম সুর আছে, কিন্তু কেবল উচু নিচু ভিন্ন আর বড় বুঝিতে পারা যায় না। স্ত্রীলোকদের গলা বড় মিষ্ট। সর্ব্বত্রই পুরুষের স্বরে যেন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু কোল বামাগনের যেন স্বাভাবিক গীতি শক্তি আছে। অসভ্য জাতিমাত্রেরই সুরের প্রায় একতা দেখা যায়। যেটুকু প্রভেদ আছে তাহাও যৎসামান্য।

স্ত্রীলোকেরা বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমতী ও কর্ম্মক্ষম। সংসারের অনেক কাম ইহারাই করে। তীর ধনুক ও টঙ্গী ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ধনুর্ব্বিদ্যাতে ইহাদের বেশ নিপুণতা আছে। হাতের এত বল যে বড় বড় গাছে বাণ মারিলে অর্দ্ধেক বাণ তাহাতে বসিয়া যায়। বহুদিন হইল কোন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সাহেবের সঙ্গে মফস্বলে যান। তিনি বেড়াতে বেড়াতে দেখেন যে এক পুষ্করিণীতে এক বয়স্থা স্ত্রীলোক উলঙ্গ হইয়া জল আনিতে আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া বাঙ্গালীর কুৎসিত মন, সুতরাং হাসি আসিল। খানিক পরে মহা কোলাহল, কমিসনারের তাম্বু ঘেরিয়া সব কোল তীর ধনুক হাতে করিয়া দাঁড়াইল। তখন অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে এক বাবুর বিদ্যা প্রকাশ, হইয়াছে। কমিসনার, বিদেশী লোক জানেনা এই রূপ নানা কথা বলিয়া তাহাদিগেক নিবারণ করিলেন। কিন্তু তাহারা বলিল আমরা যে বাণ তুলিয়াছি তাহা অব্যর্থ, তবে ঐ বাবুকে গাছের আড়ালে দাঁড়াইতে বলুন, এই বাণ গাছে মারি। অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। এমন বেগে তীরটী ছাড়িয়া দিল যে প্রকাণ্ড গাছটীকে প্রায় বিঁধিয়াছিল। বড় ভাগ্যের জোর তাই রক্ষা।

ইংরাজদের প্রভাবে এখন কোলদের মধ্যে দুই চারিটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে কেবল হিন্দি পড়ান হয়। কোলেদের দুইটী ভাষা আছে। ওরাও ও মুণ্ডারী। ওরাও ভাষাটী সাওঁতালি ও হিন্দু স্থানীতে মিশ্রিত; কিন্তু মুণ্ডারী প্রকৃত কোলেদের ভাষা। ইহাদের কোন বর্ণ মালা নাই, এজন্য লিখিবারও কোন প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা আপনাদের ভাষাকে হোড়ো কাজী বলে। হোড়ো শব্দের অর্থ মানব আর কাজী শব্দের অর্থ ভাষা, অর্থাৎ মানবের ভাষা। ইহারা আপনাদিগকেই মানুষ মনে করে। মুণ্ডারী ভাষার প্রণালী অনেকটা সংস্কৃতের মত। ইহাতেও এক বচন দ্বিবচন বহুবচন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ারও সম্বন্ধ দেখা যায়। কর্ত্তার বচনানুসারে ক্রিয়ার রূপের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কাল অনুযায়ী ক্রিয়ার ও রূপান্তর হয়। আবার ক্রিয়ার মধ্যে তিনটী বাচ্যও আছে। যেমন ইনি নেল, তানা, তিনি দেখিতেছেন, আর ইনি নেলো তানা তিনি দৃষ্ট হইতেছেন।

বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে কোলেদের অনেক কথা মিশিয়া আছে। ঔপোন দাদা, ইনি ইত্যাদি। ঔপোন, কল্লাটী শব্দে চার বুঝায়। আমাদের পোনে কথাটী এক কম চার অংশ। ঔ বাদ দিলে একভাগ কম চার। অর্থাৎ পোনে। ইনি—তিনি, ও দাদা বড় ভাই। সংস্কৃতের মধ্যে দাদা কথা ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা যে কোল ভাষা হইতে লওয়া হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালাতে অনেক বস্তুর নাম কোল ভাষাতে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে অসভ্য জাতিদের ভাষা ও আচার ব্যবহার পর্য্যন্ত আর্য্য সন্তানদিগের মধ্যে আস্তে আস্তে কেমন প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

√ কোল ভাষা।

আপু … …	পিতা	দা… … …	জল
কোড়া …	বালক	দাঙ্গী … …	ভগ্নী
কুড়ি … …	বালিকা	† দারু … …	বৃক্ষ
বা … …	পুষ্প	দুমাঙ্গ… …	ঢাক
আড়াণ্ডি …	বিবাহ	গপা … …	কল্য (আগামী)
বাবি … …	ভাই	† গোটো …	মাঠ
বীঙ্গ … …	সাপ	† বর … …	বর
বুলুঙ্গ … …	লবণ	† কনিয়া …	কন্যা
বোঙ্গা …	ভূত	এন্গা… …	মা
চিঙ্গি … …	পক্ষী	এতম্… …	ডানহাত
চিহাও …	পরামর্শ	কোঙ্গিয়ে …	বামহাত
চণ্ড … …	মাস	কিচারি …	কাপড়
বোচোর …	বৎসর	খীস … …	ক্রোধ
বীর … …	জঙ্গল	কুপুল… …	দর্শক
চিয়া … …	কেন কি?	কূলা … …	বাঘ
চুগী …	গোবৎস	কা … …	নয়, নিষেধ বাচক।
চূকা	কলসি	হোরা.. …	রাস্তা
		হোরা… …	কচ্ছপ

† † † † ইহা সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত।

আচার্য্যের উপদেশ।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ।

রবিবার ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৯ শক।

বেদ ও পুরাণ।

হিন্দু জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র দুইটী প্রধান ভাগে বিভক্ত,—বেদ এবং পুরাণ। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই দুইটী অঙ্গের অর্থ কি? বেদই বা কাহাকে বলে? পুরাণ বা কাহাকে বলে? জাতিভেদে ও সম্প্রদায় ভেদে বেদ এবং পুরাণ নানা অর্থ ও আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে, যে বেদের অর্থ সকল প্রকার নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা ও শক্তি উপলব্ধি করা এবং পুরাণের অর্থ মানবসমাজের ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্ত দেখা। বেদ নদীর লহরীতে, সমুদ্রের ভীষণ কল্লোলে, পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে, বিদ্যুতের আভায় ও সুনীল আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জে ঈশ্বরের হস্তাক্ষর দেখাইয়া দেয়। পুরাণ বেদের ন্যায় নৈসর্গিক ব্যাপার আলোচনা করে না। পুরাণ বেদের ন্যায় আকাশগামী নহে। পুরাণ অতি নিকটেই ঈশ্বরের দর্শন পায়। পুরাণ মনুষ্যজীবনেই ঐতিহাসিক ঘটনাসূত্রে ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত দেখিতে পায়। বেদ অতি গম্ভীর। পুরাণ অতি মধুর। পুরাণের পূর্ব্বে বেদের উদয়। বেদ মনুষ্য জাতির শৈশব সঙ্গীত। আমাদিগের আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রথম বেদগান করেন। বেদে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ঊষা, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণের সবিস্তার মহিমা কীর্ত্তন ও আরাধনা দেখা যায়। মনুষ্যের ইতিহাসে ঈশ্বরের আবির্ভাব, একথা বেদে নাই। জ্ঞানের নব বিকাশে মনুষ্য বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা ও পূর্ণতা উপলব্ধি করিল। তাহার মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হইল। বেদের গম্ভীর সঙ্গীত রচিত হইল। ক্রমে জ্ঞানের জ্যোতিঃ দিন দিন বৃদ্ধি পাইল এবং হৃদয়ের প্রেমকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। ক্রমে মনুষ্য ঈশ্বর দূরে নহেন, তিনি অতি নিকটে, তিনি অন্তরের অন্তরে, ইহা বুঝিল। কেবল জড় জগৎ যে ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মে শাসিত তাহা নহে, মনোরাজ্যেও তাঁহার তুল্য প্রতাপ। গ্রহ উপগ্রহের গতিই যে ঈশ্বরের অঙ্গুলি-চালিত এমত নহে। মনুষ্যের ইতিহাসও প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার পরিচয় দেয়। এই বোধোদয়ই পুরাণের সৃষ্টি। কথিত আছে ঈশ্বরের দশ অবতার এবং প্রতি অবতারের অদ্ভুত কার্য্য কলাপ আরোপিত কল্পিত ও বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পুরাণবাদী ব্রাহ্ম দশ অবতারে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি জানেন যে তাঁহার ঈশ্বরের লক্ষ অবতার। তাঁহার ঈশ্বর যে যুগ বিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষে অবতীর্ণ হয়েন তিনি এরূপ বিশ্বাস করেন না; কিন্তু প্রত্যেক ভক্তের নিকট বহু আকার ধারণ করিয়া প্রয়োজন হইলেই সময়ে সময়ে প্রকাশিত হন্। কখন স্নেহময়ী জননী রূপে কখন দয়ার সাগর পিতা হইয়া, কখন সান্ত্বনাকারী বন্ধুরূপে কখন চিকিৎসক, কখন পথপ্রদর্শক, কখন পিতা, কখন শিক্ষাদাতা গুরু রূপে ভক্ত নিকটে অবতীর্ণ হয়েন। ব্রাহ্ম অপরের নিকট পুরাণ শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তিনি নিজের জীবনে পুরাণ পাঠ করিতে চাহেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ঈশ্বর প্রতি জনের নিকট স্বতন্ত্র প্রকাশিত হয়েন। প্রত্যেক মনুষ্য চরিত এক এক খানি বিচিত্র পুরাণ গ্রন্থ যাহার প্রতি পরিচ্ছেদে ঈশ্বরের নাম ও হিতকর বিধান স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত। ঈশ্বর আমাদিগের কাহার নিকটে না অবতীর্ণ হইয়াছেন? পূর্ব্বে আমরা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলাম না। যথ সময়ে জীবনে সুবাতাস বহিল। কোথা হইতে আকর্ষণ শক্তি আসিল, হৃদয়কে টানিল, জীবনের স্রোত ফিরাইয়া দিল, মন ভিজিল, ব্রাহ্ম হইলাম, ব্রহ্মের মধুর নাম উচ্চারণ করিলাম, পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। সেই দিন অবধি কত সত্য, কত করুণা উপভোগ করিলাম। ঘোর পাষণ্ড নারকী, অতি জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত, কে তাহার হস্ত ধারণ করিল? কে তাহাকে সুমতি দিল? কে তাহাকে পাপের পথ হইতে সত্যের পথে লইয়া গেল? পথ কণ্টকপূর্ণ, চলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইল, কে তখন সুশীতল বারি আনিয়া তোমার মুখে ঢালিয়া দিল? এরূপ ঘটনা জীবনে কত হয় কাহার মনে থাকে? ব্রাহ্মভ্রাতঃ, তুমি তোমার নিজের পুরাণ লেখ। কোন ঘটনা তুচ্ছ বোধ করিয়া ছাড়িয়া দিও না। জীবনের অতি সামান্য একটী ঘটনাও ঈশ্বরের দয়ার পরিচায়ক। প্রতি দিনের সকল শুভ ঘটনা লিপিবদ্ধ কর। আজ প্রাতঃকালে পাখী ডাকিল, প্রাণ কাঁদিল। আজ তৃষ্ণার সময়ে শীতল জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলাম। আজ বহুদিনের পর কোন প্রিয় বন্ধুর সমাগম হইল। আজ কিঞ্চিৎ অর্থ লাভ হইল। আজ একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আজ পুত্রের নাম করণ। আজ কন্যার বিবাহ। আজ ক্ষেত্রে শস্যের শুভদায়ক বৃষ্টি পতিত হইল। আজ বৃক্ষের প্রথম ফল ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইলাম। এসমুদায় ঘটনা জীবনপুরাণে লিখিতে থাক ও মধ্যে মধ্যে তাহা পাঠ কর। এই পুরাণ তোমার অতি যত্নের ধন; কারণ এই পুরাণে লিখিত ঈশ্বরাবতারের কার্য্য কলাপ অন্য কাহারও পুরাণে নাই। এই পুরাণ হস্তে লইয়া তুমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পার যে আমার দয়াময় ত্রাণকর্ত্তা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকটে বিশেষরূপে অবতীর্ণ হইয়া আমার প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বৃত্তান্ত এই পুরাণে লিপিবদ্ধ, সুতরাং আমার পক্ষে ইহ ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ। যখন অবিশ্বাস মেঘ আসিয়া মনকে ঢাকিবে, পুরাণ পাঠ করিলেই ঈশ্বরের পুঞ্জ পুঞ্জ করুণা মনে পড়িবে ও অবিশ্বাস

দূর হইবে। মধ্যে মধ্যে যত্ন সহকারে বেদ পাঠ আবশ্যক। বেদ পাঠ অবহেলা করিও না। মধ্যে মধ্যে সংসার ভুলিয়া গিয়া ভূলোক দ্যুলোকে ঈশ্বরের যে অনন্ত মহিমা দেদীপ্যমান তাহা আলোচনা করিয়া মনকে উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু পুরাণ ভক্তের বড় আদরের ধন। ব্রহ্মভক্ত কখন পুরাণ পাঠে বিরত হন না। তিনি অন্তিম কালে পুরাণ পাঠ করিতে করিতে ইহলোক হইতে পরোলোকে গমন করেন।

সংবাদ।

আষাঢ়ের প্রথম রবিবারে বামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কয়েক দিন উপাসনা নগরসংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। সমাজের অন্তর্গত রজনী বিদ্যালয়ের শ্রমজীবী ছাত্রগণ ইহাতে যোগ দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীন নাথ মজুমদার মহাশয় এখানকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বহরমপুর গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয় ঢাকা ব্রহ্মমন্দিরে "ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান" "ধর্ম্ম এবং নীতি" দুইটী বিষয়ে ইংরাজি বক্তৃতা করিয়াছিলেন ইষ্ট পত্রিকায় তাহার সার মর্ম্ম বাহির হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভ্রম প্রদর্শন করা ইহার উদ্দেশ্য। গৌর বাবু ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ গমন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত মহাশয় জামালপুর মুঙ্গের হইতে মতিহারী গিয়াছেন। তথায় ইতিপূর্ব্বে একটী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি মুঙ্গেরে থাকাকালীন তথাকার মোক্তার বাবু অধর লাল সেনকে খৃষ্টধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনিয়াছেন। ইনি পরিণত বয়স্ক, অল্প দিন পূর্ব্বে খৃষ্টীয়ান হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার ভ্রম বুঝিয়া এখন ব্রাহ্ম হইলেন। খৃষ্টীয়ান হইয়া ব্রাহ্ম হওয়া কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা ইহাতে বিশেষ গৌরব কিছু নাই যদি যথার্থ ধর্ম্মানুরাগ ভিতরে না থাকে।

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সপরিবারে বাগআঁচড়া গ্রামে বাস করিতেছেন মফিক পরিবারস্থ ব্রাহ্মগণ যেন এই অবসরে কিছু শিক্ষা করিয়া লন। তাঁহাদের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের একটী সুদৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ হইবেন।

সমদর্শীর সম্পাদক ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনা, তাঁহার সাধন প্রণালী, কখন কখন তাঁহার স্বভাবের উপরেও উপহাস বিদ্রূপ করিয়া প্রবন্ধ লিখেন, কবিতা রচনা করেন ইহা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত এবং দুঃখিত হইয়াছি। তিনি প্রার্থনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন না, অথচ এক জনের প্রার্থনার কথা লইয়া নির্দ্দয়রূপে পরিহাস এবং সমালোচনা করিতেছেন ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তিনি বৎসরের মধ্যে যে দুই পাঁচ দিন ব্রহ্মমন্দিরে এবং আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে উপাসনা করিতে যান আমরা কি মনে করিব তিনি কেবল প্রার্থনার ভুল ধরিয়া আমোদ করিবার জন্য আসিয়া থাকেন? অথবা যে দিন তিনি আমাদের সঙ্গে উপাসনা করিতে বসিবেন সে দিন আমরা মনে করিব "ঐ অমুক" নোটবুকে প্রার্থনার কথা লিখিয়া লইতে আসিয়াছেন, সাবধান! এরূপ অবিশ্বাস সন্দেহের চক্ষে আমরা তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি না। তিনিও প্রার্থনা করেন, অবশ্য তাহার মর্ম্মও জানেন, তবে বুদ্ধির অনুদারও অন্যায় বিচারে লোকের সরল প্রার্থনা কেন আনয়ন করেন? এবং তাহার প্রতি কেন এ প্রকার অশ্রদ্ধা ঘৃণা উপহাস, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী স্বভাব চরিত্রে পর্যন্ত অনুদার ভাব প্রদর্শন করেন? [illegible] প্রার্থনা কিরূপ তাহার আদর্শ জগতের নিকট প্রদর্শন করুন, শুনিয়া ব্রাহ্মদিগের হৃদয় শীতল হউক। তখন অযৌক্তিক ভ্রমাত্মক প্রার্থনা আপনিই চলিয়া যাইবে। প্রার্থনা সংবাদ পত্রের আমোদ পরিহাস ও সমালোচনার [illegible] বিষয়, অতএব আমাদের বিনীত অনুরোধ কাহারো প্রার্থনা লইয়া যেন তিনি আর উপহাস বিদ্রূপ না করেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়!

আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় প্রচারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত মহাশয় গত কএক দিবস [illegible] এখানে ও মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিয়া [illegible] করিয়া স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের চিত্ত [illegible]। তিনি এখানে আসাবধি মুঙ্গের [illegible] দুইটী ও জামালপুর [illegible] বিদ্যালয়ে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছেন। মুঙ্গেরে যে দুইটী বক্তৃতা হয় তাহার বিষয় এই "আর্য্যধর্ম্ম ও আর্য্য আচার ব্যবহার" এবং "ভক্তিযোগ" এবং জামালপুরে যে বক্তৃতা দুইটী হয় তাহার বিষয় ছিল, "বৈদিক ধর্ম্ম কি"? এবং "যোগধর্ম্ম"। আর্য্যধর্ম্ম ও বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে দুইটী বক্তৃতা হয় তাহার সার অর্থ সোমপ্রকাশে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে অবশিষ্ট "ভক্তিযোগ" ও "যোগধর্ম্ম" সম্বন্ধে অঘোর বাবু যে সমস্ত উদার ও গভীর ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা অতি সংক্ষেপে এই স্থানে উল্লিখিত হইল।

অঘোর বাবু বলিলেন যে ভারতবর্ষের পুরাতন শাস্ত্র ঋগ্‌বেদ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে প্রথমতঃ আর্য্যজাতির ধর্ম্ম অনেকাংশে জ্ঞানমূলক ছিল। বৈদিক কালে ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে যেমন গভীর আলোচনা হইয়াছিল ভক্তিসম্বন্ধে সে রূপ হয় নাই। জ্ঞানই তখনকার প্রধান সাধন ও অবলম্ব ছিল। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, ইহা ভূয়ঃ ভূয়ঃ অনেক শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যদিচ এ জ্ঞানের অর্থ অধুনাতন প্রচলিত শুষ্ক পাণ্ডিত্য মূলক জ্ঞান নহে, তথাচ

ভক্তি যে জ্ঞানাপেক্ষা সাধকদিগের অধিক আদরণীয় তাহা তখন বিশিষ্ট রূপে প্রচারিত হয় নাই। বেদকে অবলম্বন করিয়া দার্শনিক পণ্ডিতগণ অতি কঠোর জ্ঞানের যেরূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাঁরা যদি তাহার শতাংশের একাংশও ভক্তির দিক্ দিয়া যাইতেন তাহা হইলে ধর্ম্ম লইয়া হয়ত নানা প্রকার বাদানুবাদ শুনিতে হইত না। জ্ঞানের উচ্চ শুষ্ক শিখরে আরোহণ করিয়া কেহ বিবর্ত্তবাদ, কেহ পরিণামবাদ, কেহ অদ্বৈতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন।

শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য যেমন অদ্বৈতবাদ প্রচারক, মহামতি মাধবাচার্য্য তেমনি দ্বৈতবাদ প্রচারক ছিলেন। টীকাকারদিগের দোষে উভয় ধর্ম্মাচার্য্যের মতের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া পরবর্ত্তী আচার্য্যেরা ধর্ম্মজগতে নানা গোলযোগ ও বিবাদ বিসম্বাদের সূত্র পাত করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের এমন অনেক স্তোত্র আছে যদ্দ্বারা তাঁহার দ্বৈতবাদ বিশদরূপে প্রমাণীকৃত হইতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের জন্মাবার ২।৩ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উপনিষদাদিতে দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অনেক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা "হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদোবিদুঃ।" ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিরা স্বরূপ, উজ্জ্বল ও শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই নির্ম্মল, নিরবয়ব, জ্যোতির জ্যোতি, শুভ্র পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেন। (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্)

বেদান্তের পরিণামবাদ হইতে যেমন অদ্বৈতবাদ উৎপন্ন হইয়াছে তেমন আবার পক্ষান্তরে বিবর্ত্তবাদ হইতে দ্বৈতবাদও উঠিয়াছে। প্রত্যক্ষবাদ লইয়া অধুনাতন মিল্ ও কমত প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে আমাদের কৃতবিদ্য যুবকদিগকে ধর্ম্মের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি এত ঔদাসীন্য জন্মাইয়া দিয়াছেন, ভারতবর্ষে বহু শত বৎসর পূর্ব্বে তাহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। প্রত্যক্ষবাদিদের মত এই, যে চক্ষুর্গোচর বাহ্যবস্তুই সার। তদ্ভিন্ন অপ্রত্যক্ষীভূত যে অন্য কোন বস্তু আছে তাহা তাহাঁরা স্বীকার করেন না। মানুষ যে চক্ষু দ্বারা দর্পণ ভিন্ন নিজের মুখই দেখিতে পায় না সেই সামান্য ইন্দ্রিয়ের উপর এই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি সংস্থাপিত। ইহাঁদের নিকট সুমহত্ত্বসম্পন্ন এই শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় শ্লোক আদরণীয় হইবে কেন?

"অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং-চক্ষুঃ" অর্থাৎ যে জানিতেছে আমি মনন করিতেছি, সেই আত্মা, মন যে, সে ইহার দৈবচক্ষু—ইহার অন্তশ্চক্ষুমাত্র। আত্মাই মন দ্বারা অন্তরে দেখে।

চস্‌মা দ্বারা আমরা যেমন বাহ্যবস্তু দর্শন করি, আত্মা যে চক্ষুরূপ চস্‌মা দিয়া তেমনি ভিতরে থাকিয়া বাহিরের পদার্থাদি দর্শন করে ইহা প্রত্যক্ষবাদিদের বুদ্ধিতে যোগায় না। অদ্বৈতবাদ হইতে হটযোগ আসিয়াছে। পাতঞ্জল দর্শন এই হটযোগের সকল তত্ত্বে অনুমোদন করেন নাই। কেবল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষু ও শ্রামণী সম্প্রদায় হটযোগের অনেক আলোচনা ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইরূপে যখন ধর্ম্মের মধ্যে অত্যন্ত শুষ্কতা আসিয়া পড়িল, অতি গ্রীষ্মের পরেই যেমন বর্ষাগমন হয় তেমনি অতি কঠোর সাধন ভজন ও জ্ঞানালোচনার পরই ভক্তির ধারা বরিষণ হইবার উপক্রম হইল। বৈদিক আচার্য্যকাল অতিক্রান্ত হইতে না হইতে পৌরাণিক কালের উদয় হইল। এই সময়ে জ্ঞানপথ ছাড়িয়া লোক ভক্তি পথাশ্রয় করিতে বাধ্য হইল। এই সময়ে যে সকল সুমধুর ভক্তিশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। জ্ঞানশাস্ত্র যেমন মনুষ্যের মনকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ভক্তিশাস্ত্র তেমনি মনুষ্যের হৃদয়কে ঈশ্বর প্রেমানুরাগে উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল। ভক্তিশাস্ত্র অনেকগুলি, তন্মধ্যে এই কএক খানি প্রধান;—ভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, মার্কণ্ডপুরাণ, নারদপঞ্চরত্ন, হরিভক্তি বিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভাগবতামৃত, ষটসন্দর্ভ, ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী, মাধুর্য্য কাদম্বিনী প্রভৃতি। অদ্বৈতবাদ নির্গুণ ও দ্বৈতবাদ সগুণ ঈশ্বরোপাসনার বিধি দিয়া থাকে। দ্বৈতবাদই ভক্তিশাস্ত্রের ফল। দ্বৈতবাদ মূলক প্রশ্নোপনিষদেই ভক্তিযোগের আরম্ভ লক্ষিত হয়। যথা—

"এ সহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। সপরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।" এই বিজ্ঞানাত্মা জীবাত্মা পুরুষ দ্রষ্টা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা ও কর্ত্তা, ইনি অক্ষর পরমাত্মাতে সম্প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। আত্মা দ্রষ্টা, চক্ষু দেখে না, আত্মা চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে। আত্মাই শ্রোতা, আত্মাই ঘ্রাতা, আত্মাই রসের ভোক্তা। আত্মারই শক্তি মন, আত্মারই শক্তি বুদ্ধি, আত্মাই মনোবুদ্ধি দ্বারা বিষয়ের আলোচনা করে।

এই পৌরাণিক কালে ভক্তির ভাব মনুষ্যের মনে যত ঘনীভূত হইতে লাগিল ততই ঈশ্বরকে দূর হইতে নিকটে আনিবার চেষ্টা হইতে আরম্ভ হইল। এই সময় "অবতারের" কথা উঠিবে। অবতার শব্দের প্রকৃত অর্থ ধরিতে গেলে ঈশ্বর সকল কালে সকল জাতির মধ্যেই অবতীর্ণ আছেন। তাঁহাকে বিশেষরূপে পশুদেহ অথবা পক্ষী দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীর দুঃখ মোচন করিতে হয় না। যিনি ইচ্ছায় বিশ্বসংসার সৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন তিনি কখন বানররূপী, কখন বৃষরূপী, কখন মৎস্যরূপী, কখন বরাহরূপী না হইলে চলে না, বেদ উদ্ধার হয় না, সংসার থাকে না, ইত্যাদি যে সব উক্তি ইহা বিড়ম্বনা মাত্র সন্দেহ নাই। অবতীর্ণ শব্দে হয় ঈশ্বর হইতে মনুষ্য অবতীর্ণ, না হয় ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয়ে আবির্ভূত বুঝায়। "ষটসন্দর্ভ" ঈশ্বর এক সময় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এখন কি তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া নিদ্রিত আছেন? না। তখন তিনি যেমন ব্রহ্মাণ্ডের অনল অনিলে এবং ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি

তাবৎ পদার্থে অবতীর্ণ ছিলেন এখনও তেমনি আছেন। ভক্তি সাধন মধুর সাধন, এইজন্য তৎকালে ইহা ভিন্ন কেহই তৃপ্তিসুখ পাইল না। ভক্তির লক্ষণ ভাগবতে কথিত হইয়াছে "অহেতুক্যা ব্যবহিতায়া ভক্তি পুরুষোত্তমে"। কোন হেতু অবলম্বন না করিয়া সহজে যে মন ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয় তাহাই ভক্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। শাণ্ডিল্য সূত্র বলেন যে, মনের যে স্বাভাবিক অনুরাগ তাহাকেই ভক্তি বলে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যেমন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয় তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয় মন স্বাভাবিক ঈশ্বরের সত্যং শিবং সুন্দরং মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত হয়। ভক্তি দুই প্রকার। (১) বৈধিভক্তি অথবা সাধন ভক্তি। (২) অহেতুকি ভক্তি। বিধি অথবা সাধনাদি অবলম্বন করিয়া যে ভক্তির উদয় হয় তাহাকে বৈধিভক্তি বলা যায়। এই বৈধিভক্তির নয়টী লক্ষণ যথা—শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণু স্মরণং, পাদসেবনং, অর্চ্চনং, বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং"। অর্থাৎ—

১। ঈশ্বরমাহাত্ম্য শ্রবণে ভক্ত সাধকের মন ব্যাকুলিত হইয়া থাকে।

২। তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণে তৃপ্ত না হইয়া ভক্ত তাহা অন্যকে শুনাইতে ব্যগ্র হন।

৩। তৎপরে স্বয়ং তাঁহার ভাব পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বল লাভ করেন।

৪। তাঁহার আদেশ বুঝিয়া তদনুসারে আপনি তাঁহার সেবক হন।

৫। কেবল তাঁহার কার্য্যেও বিব্রত না থাকিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার ভাবে গদগদ হইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে থাকেন।

৬। তাঁহার যশঃ বন্দনা না করিলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন না।

৭। দাসের ন্যায় আপনার স্বাধীনতা তাঁহার পদে উৎসর্গ করিয়া দীনভাবে তাঁহার বাধ্য মস্তকে বহন করিতে থাকেন।

৮। এইরূপে যত ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছার মিল হইতে থাকে তত তিনি তাঁহাকে সখার ন্যায় দেখেন। তত তিনি তাঁহার সহচর অনুচর হইতে ব্যগ্র হন।

৯। পরিশেষে তাঁহাকে পরমাত্মা জানিয়া হৃদয়নাথ জানিয়া প্রাণাধিক জানিয়া তাঁহার নিকট সহজে আত্ম নিবেদন করিতে থাকেন, ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

ভক্তিযোগের ছয়টী বিরোধী অবস্থা আছে। তাহা সকলের জানিয়া রাখা উচিত।

১। উৎসাহময়ী—অর্থাৎ লোকের প্রশংসায় উৎসাহী হওয়া ইহা অত্যন্ত দূষনীয়। এ অবস্থায় মন পরমুখাপেক্ষী ভিন্ন ঈশ্বর মুখাপেক্ষী হয় না। সুখ্যাতিতে উত্তেজিত ও অখ্যাতিতে ভগ্নোদ্যম হয়।

২। ঘনতরলা—কখন বেশ তাঁহার প্রতি আসক্তি ও কখন তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিরক্তি। ইহাও ভক্তির বিরোধী। এই উত্থান্ পতনের অবস্থায় সাবধান হইতে না পারিলে গোলযোগে পড়িতে হয়।

৩। বিষয়সঙ্গরা—এ অবস্থায় মনের মধ্যে কখন বিষয় প্রবৃত্তির জয় ও কখন বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির জয় লাভ হইয়া থাকে। এ অবস্থায় সেই ধর্ম্মরাজের প্রতি স্থির দৃষ্টি না রাখিতে পারিলে শত্রুহস্তে মৃত্যু অনিবার্য্য সন্দেহ নাই।

৪। তরঙ্গরঙ্গিনী—এ অবস্থায় অন্যের সেবা গ্রহণে ইচ্ছা হয়। আপনাকে অন্যাপেক্ষা বড় বোধ হওয়াতে শিষ্যদিগের পূজা গ্রহণ করিতে মন সদাসর্ব্বদা উৎসুক হয়। ইহা হইতেই জগতে নরপূজা ও গুরুপূজা আরম্ভ হইয়াছে।

৫। ব্যূঢ়বিকল্পা—এ অবস্থায় মন সংশয় ও সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হইতে থাকে। একটী স্থির পথ অবলম্বন করিতে না পারায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকে।

৬। নিয়মাক্ষমা—নানা নিয়মের মধ্যে মনকে আবদ্ধ রাখা, একটী নিয়ম ছাড়িয়া অপর একটী গ্রহণ মাত্র ইহার অর্থ হয়। প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

অহেতুকি অথবা রাগানুরাগ ভক্তির লক্ষণ।

১। দীনতা। "প্রেম দৈন মূলকং" ভাগবত। আপনাকে অন্যাপেক্ষা দীন না জানিলে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না।

২। কৃপা। কেবল নিজের সাধন নয় কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা না হইলে তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর না করিলে অহেতুকি ভক্তির আবির্ভাব হয় না।

৩। বিশ্বাস। "ব্যবধানবিরোধিতা" তাঁহাকে কোন ব্যবধানের মধ্যে না আনিয়া প্রত্যক্ষ প্রতীতি করা যায়, ইহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। বায়ু যেমন বিনা ব্যবধানে অঙ্গ স্পর্শ করে তেমনি তাঁহার সত্তা আমাদের আত্মাকে বিনা ব্যবধানে কেননা স্পর্শ করিতে পারিবে?

৪। দর্শন। প্রেমোন্মত্ততা। এই অবস্থায় ভক্ত তাঁহার হৃদয় রতনকে যথা তথা দর্শন করিয়া থাকেন আর তাঁর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। তাঁহাকে না দেখিলে হৃদয় তাঁহার জন্য মাতিবে কেন? প্রণয়াস্পদকে না দেখিলে কি প্রণয় উচ্ছ্বসিত হয়?

৫। এই অবস্থা, যেমন ঈশ্বর তাঁহার ভক্ত সন্তানকে ছাড়েন না ভক্তও তাঁহাকে তেমনি একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। বিচ্ছেদ ভক্তের পক্ষে মৃত্যু তুল্য। তিনি সব ছাড়িতে পারেন, কিন্তু প্রণয় নিবন্ধন তাঁহার প্রাণবল্লভ পরমেশ্বরকে হৃদয় মন্দির হইতে এক নিমেষের জন্য অন্তর্হিত করিতে পারেন না।

যতক্ষণ এই বক্তৃতাটী হইয়াছিল ততক্ষণ সভাস্থ সকল লোকে স্তব্ধ হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে অঘোর বাবু যে সমুদয় শ্রবণ সুখকর সুললিত শ্লোকাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা এখানে দিতে পারিলাম না। আপনার পত্রিকার উপদেশের মর্ম্ম গুলি লিখিতেই এত দীর্ঘ হইয়া পড়িল। জামালপুরে তিনি "যোগধর্ম্ম" বিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহা হয়ত বারান্তে আপনার পাঠকগণের গোচর করিব।

জামালপুর।
২১মে, ১৮৭৭ শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ আষাঢ় শ্রীরমণীমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১লা শ্রাবণ রবিবার ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে অনাদ্যনন্ত পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী মহান্ পুরুষ! তোমার অসীম সত্তাসাগরে সমুদায় প্রাণী নিমগ্ন থাকিয়া সুখে বিচরণ করিতেছে এবং তুমি অন্তর বাহিরে ওৎপ্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছ, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তোমার গাম্ভীর্য্য এবং মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া হৃদয় মন স্তম্ভিত হয়, তোমাকে স্তব স্তুতি বন্দনা করা আমার পক্ষে বাল্য ক্রীড়ার ন্যায়, হে মহাবল পরাক্রান্ত প্রচণ্ড প্রতাপশালী ঈশ্বর! তোমার বিষয় আমি কি বলিব? তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই মাত্র জানি, কিন্তু আমার সে জ্ঞান কি তোমার অপরিমেয় ভাব বুঝিতে পারে? তুমি আমার বুদ্ধি শক্তিকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে বিরাজ করিতেছ তোমাকে নমস্কার। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর একটা সামান্য বস্তুর মধ্যে তোমার অনন্ত জ্ঞান কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হই, এমন কত কত পৃথিবী, কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, কত গ্রহ উপগ্রহ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অসীম নভমণ্ডলে দিবানিশি ভ্রাম্যমান রহিয়াছে, সকলের উপর আবার তুমি; তোমার অতলস্পর্শ গভীর তত্ত্ব সাগরে মগ্ন হইলে আপনাকে আপনি হারাইতে হয়, কোন দিকে কূল কিনারা পাওয়া যায় না, তবে আর তোমাকে আমি জানিব কিরূপে? হে দেবাদিদেব অনন্ত গুণসাগর ঈশ্বর! তোমার চির অপরিজ্ঞাত মহত্ত্ব বুদ্ধি মনের অগম্য জানিয়া আমি তোমাকে অবনত মস্তকে বিনীত ভাবে বারম্বার অভিবাদন করি। তুমি যেমন বহু দূরস্থ আকাশে তেমনি আমার নিকটে, আমার চারি দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ, আমি তোমাকে সর্ব্বত্রে জানিয়া নিকটে দেখি, দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করি।

প্রার্থনা।

হে পরমাত্মীয় চিরকল্যাণদাতা ঈশ্বর! সংসারসঙ্কটে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইলাম, নিজের বল বুদ্ধি ক্ষমতা সকলই বিফল হইয়া গেল তাহাও দেখিলাম, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন বিপদে তোমার হস্তে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে কখন সাহসী হইলাম না। সেই তোমাকে নিরুপায়ের উপায় চরমগতি বলিয়া অবশেষে তোমারই চরণে শরণাপন্ন হইতে হয়, কিন্তু নিজের অসার বল পরীক্ষা না করিয়া, আপনার দুর্ব্বল স্কন্ধে বিপদের গুরুভার না লইয়া আর তাহা ঘটে না। যেখানে তোমাকে বিস্মৃত হই, মূর্খের ন্যায় স্বাধীনভাবে আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে যাই সেইখানে দেখি ঘোর

বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। পরান্ত না হইলে তার তোমার নিকটে সহজে যাইতে চাই না। তোমাকে কার্য্য করিতে দিয়া নিজে যদি আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া থাকি, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করি, তোমার ন্যায় ও মঙ্গল বিধানের উপর নির্ভর করি তাহা হইলে কোন বিপদ ঘটে না; হস্ত হকি বিপদভঞ্জন! কার্য্যকালে তাহা মনে থাকে না, নিজের প্রভুত্ব ক্ষমতার দিকে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি পড়ে, সুতরাং তেমনি পদে পদে দুর্গতিও ভোগ করিতে হয়। হায়! কি গভীর মোহ, আমি কে যে তাই তোমাকে অতিক্রম করিয়া নিজবলে এই কণ্টাকাকীর্ণ ধর্ম্মপথে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইব? এখানে আমিত্ব কোথায়? পরিত্রাণের রাজ্যে সকলই যে তুমি। আমি আমার নই তোমারই, যেখানে আমি অহঙ্কার ও পাপ সেইখানে। যাহউক, দুঃখে পড়িয়া হে করুণাসিন্ধু ঈশ্বর! অনেক শিক্ষা পাইলাম। এখন এই আশীর্ব্বাদ কর নিজের উপর কিছু মাত্র নির্ভর আর না রাখি, যেন বুঝিতে পারি আমার কিছু নাই। আমার পক্ষে যাহা কিছু করিতে হয় তাহা তুমি করিবে, আমি কেবল তোমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাইব। পাপী দুর্ব্বল চিত্ত মানব হইয়া কি একাকী কখন জীবনের ভার বহন করিতে পারি? নিমেষের জন্য সে ভার মস্তকে গ্রহণ করিলে মস্তক চূর্ণ হইয়া যায়, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। যে কোন ঘটনায় হউক,—সম্পদ বিপদে বা সুখ দুঃখে, তোমার হস্ত কেমন কার্য্য করে নির্ভয় চিত্তে তাহাই যেন বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আনন্দ মনে তোমার মহিমা গুণ গান করি।

উন্নাম, পরিণাম, বিবর্ত্ত।

এই জগৎ কি প্রকারে সৃষ্ট হইল, একথা কেহ বলিতে পারে না, অথচ এই কথার উত্তর দেওয়ার জন্য নানা প্রকার দার্শনিক মত উদ্ভাবিত হইয়াছে। উন্নাম, পরিণাম, ও বিবর্ত্ত এই কয়েকটী কথার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এ সম্বন্ধে যে যে মত প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে তাহা নিবন্ধ আছে। বিবর্ত্ত ও পরিণাম এ দুইটী প্রাচীন শব্দ। এ দুই শব্দের সঙ্গে অনেকের পরিচয় আছে। উন্নাম শব্দটী নূতন। ইহা আধুনিক সময়ে পণ্ডিতেরা সৃষ্টির প্রণালী কি মনে করেন তাহারই দ্যোতক। উন্নামের ইংরাজি প্রতিশব্দ Evolution। উন্নাম, পরিণাম, ও বিবর্ত্ত এই কয়েকটী মত পরস্পর হইতে নিতান্ত প্রভেদ।

বিবর্ত্তবাদ। যাহা স্বরূপতঃ তাহাকে ভ্রান্তি বশতঃ অন্যরূপে দর্শন বিবর্ত্ত। বিবর্ত্ত শব্দের প্রকৃত অর্থ বিপরীত ভাবে বর্ত্তমান বুঝায়। এক ব্রহ্ম সত্য। এই যে সমুদায় পদার্থ দর্শন করিতেছি, উহা কিছুই নহে, এক ব্রহ্মেতেই বিভিন্ন পদার্থের ভ্রান্তি হইতেছে মাত্র। যেমন ঘটাদি বিবিধাকারের বস্তু ফলতঃ কিছুই নয়, এক মৃত্তিকাই তত্তদাকারে দর্শকের নিকট প্রতিভাত হয়, সত্য কেবল মৃত্তিকা, এ জগৎ এবং ব্রহ্মেরও তাদৃশ সম্বন্ধ। ঈশ্বর সত্য, জগদ্রূপে তাঁহাকে দর্শন, মৃত্তিকাতে ঘটাদি বিভিন্ন পদার্থ দর্শনের ন্যায় ভ্রান্তি। রজ্জুতে যে প্রকার সর্প ভ্রান্তি হইয়া থাকে, ব্রহ্মেতে সেই প্রকার জগদ্ভ্রান্তি হইতেছে। এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ।

পরিণামবাদ। এক বস্তু অন্য বস্তুরূপে পরিণত হওয়ার নাম পরিণাম। এই পরিণতি পূর্ব্ব পদার্থের বিকৃতি, সুতরাং উন্নামবাদ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। দুগ্ধকে দধি হইতে দেখা যায়, এখানে দুগ্ধের পরিণাম দধি। এই প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে পরিণামবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। পদার্থতত্ত্ব বিচার করিলে সৃষ্টির আদিতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থ ছিল জ্ঞান এ কথায় সায় দেয় না। সুতরাং যাহা দেখিতেছি তাহা সকলই ব্রহ্ম, ভিন্নাকারে দর্শন ভ্রান্তিমাত্র, বিবর্ত্তবাদের ইহাই মূল। পরিণামবাদ জ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর সমুদায় সিদ্ধান্ত না রাখিয়া যাহা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহার উপর আপনার সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছে। আমরা

দেখিতেছি, এক বস্তুহইতে আর এক বস্তু উৎপন্ন হইতেছে। এই উৎপত্তি দুগ্ধ হইতে দধি হইবার সদৃশ। সুতরাং পরিণামবাদের সিদ্ধান্ত এই, সমুদায় পদার্থের একটী আদি মূল আছে, তাহার আর কোন মূল নাই, উহা স্বয়ং অবস্থিত। উহা হইতে যত কিছু আমরা পদার্থ দেখিতেছি সকলই ক্রমান্বয়ে একের পর এক করিয়া ভিন্নাকারে পরিণত হইয়াছে। এই মতে নিরীশ্বরত্ব সেশ্বরত্ব দুইই আছে। যাঁহারা সেশ্বরবাদী তাঁহারা ঈশ্বরের শক্তি মানেন। এই শক্তি এবং ঈশ্বর এক, যেমন দুগ্ধ হইতে দধি পরিণামের ন্যায় ঈশ্বরের শক্তির পরিণাম এই জগৎ।

উন্নামবাদ। এইটী আধুনিক পণ্ডিতগণের মত। এ মতেও এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু প্রসূত হয় সিদ্ধান্ত বটে, কিন্তু এ উৎপত্তি বিকার নহে উন্নতি। যাহা প্রথমে অতি সামান্য এবং তুচ্ছ ছিল তাহা ক্রমিকোদ্ভেদে শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তর হইল। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, পরিণামবাদ এবং উন্নামবাদ ফলতঃ একই। কেবল এই পরিণতি উন্নতি কি অবনতি, যিনি যাহা বলিবেন তদনুসারে মতের প্রভেদ, এ প্রভেদ সামান্য নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জগতের অভ্যন্তরে বহুদূর প্রবেশ না করিলে ইহার এক মত হইতে অন্য মতে গমন অসম্ভব। মূলাবস্থা পরিত্যাগ বিকৃতি, ইহা সহজে প্রতীত হয়, কিন্তু সমুদায় পরিণতি উন্নতি, ইহা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে অনেক দূর অগ্রসর না হইলে সিদ্ধান্ত হওয়া সুকঠিন।

আমরা উপরে যে তিন প্রকার দার্শনিক মত উল্লেখ করিলাম, কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আমরা ইহার কোন্‌টীর অনুমোদন করি। আমরা বলি উহার কোন একটী মত সত্যের পূর্ণাবয়ব প্রকাশ করে না। সৃষ্টির আদিতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু ছিল না, ইহা জ্ঞানের সিদ্ধান্ত, এ সিদ্ধান্তকে আমরা অপসিদ্ধান্ত বলিতে পারি না। কিন্তু ব্রহ্ম সৃষ্টিশক্তি বিরহিত এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি না। ব্রহ্মের সৃষ্টিশক্তি স্বীকার করাতে আমরা দ্বিতীয় মতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই শক্তি হইতে চেতন ও অচেতন উভয়ই সমুৎপন্ন। এই চেতন ও অচেতন পদার্থ কালে চেতনাচেতন জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। এই পরিণতিতে মূলাবস্থা ত্যাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা উন্নতির দিকে অবনতির দিকে নহে। সুতরাং শেষোক্ত উন্নামবাদও আমাদিগের সিদ্ধান্ত মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে।

এ মতে অদ্বৈতবাদ, জড়বাদ বা একাত্মবাদে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু দৃষ্ট হয় সকলি ভ্রান্তি ঈদৃশ অদ্বৈতবাদ; অথবা অচেতন মূলপ্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু নাই, তাহা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, ঈদৃশ জড়বাদ; অথবা এক আত্মাই মূল, যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সকলি কেবল তাহার প্রতিবোধ মাত্র, ঈদৃশ একাত্মবাদ এ সকল হইতেই আমরা রক্ষিত হইতেছি। যখন ত্রিবিধ পদার্থ সহজ বিশ্বাস অনুসরণ করিয়া প্রথম হইতে স্বীকার করা হইল তখন আর বিবাদের ভূমি রহিল না। মনে কর, যদি আমরা এই মতের অনুসরণ করিয়া বলি মনুষ্য ত্রিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমে দেবত্বে উত্থিত হয়, তাহা হইলে জড়বাদ অথবা অদ্বৈতবাদে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভ্রূণাবস্থায় মনুষ্য জড়প্রধান, তৎপরে পশু প্রধান, তৎপরে মনুষ্যপ্রধান, পরিশেষে দেব প্রধান, এ কথাকে যদি আমরা এইরূপে প্রকাশ করি, জড় হইতে পশুত্ব, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব, মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব সমুৎপন্ন হয়, তবে একথা বলা হইল না যে সমুদায়ই জড়। কেন না আমরা প্রথম হইতে জড় এবং চেতনকে সর্ব্বথা ভিন্নরূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। তবে যদি জিজ্ঞাসা হয়, জড় হইতে পশু তবে কেন বলা হইল? এই জন্য, যে তখন জড়ই সর্ব্বস্ব থাকে, মনুষ্য আপনাকে আপনি তখন জানে না, জড়ের সেবায় পশুত্ব ক্রমে উদ্ভিন্ন হইতে থাকে।

জড় আমাদিগের শরীর। ভ্রূণের ক্রমিক উন্নতিতে সভাবতঃ শরীরই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন পশু ও মনুষ্য নিদ্রিত। ক্রমে যখন চেতনা সহকারে শরীরের অনুসরণ করা হয়, তখন পশুর জাগরিতাবস্থা, মনুষ্য তখনও নিদ্রিত। পশু ভাবের উৎপত্তি কোথা হইতে? জড় শরীর হইতে। কেন না জড় শরীরের অভাব পূরণ করিতে গিয়া পশুত্বের উৎপত্তি। আমরা এই পশু ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকি। প্রথমাবস্থায় এই মিলনে পশুই প্রধান থাকে। পরস্পরের সম্মিলনে পশুত্ব চরিতার্থ করিতে গিয়া পশুত্বের বেগ কিছু কিছু হ্রাস হইয়া আইসে। কেননা তাহা না হইলে অন্যের দ্বারা পশুত্ব চরিতার্থ অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাতে যাহা পূর্ব্বে পশুত্ব ছিল, তাহাই মনুষ্যত্বে পরিণত হইতে আরম্ভ করে। স্তুতরাং বলিতে হইবে পশুত্ব হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। এখানেই মনুষ্যের উন্নতির পর্য্যবসান হয় না। যতই মনুষ্যত্ব বাড়িতে থাকে, ততই মনুষ্যের সম্মুখে এক আদর্শ প্রকাশ পাইতে থাকে। যতই সে এই আদর্শ অনুসরণ করিতে থাকে, ততই তাহার দেবত্ব প্রাপ্তি হয়। এই আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর। মনুষ্যত্বের উন্নতি সহকারে মনুষ্য এই আদর্শের উচ্চত হইতে উচ্চত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং ক্রমেই তাহার উচ্চত দেবত্বের সোপানে আরোহণ হয়। ঈশ্বর এত দিন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন না তাহা নহে, মনুষ্য পশুত্ব ছাড়িয়া মনুষ্যত্বে আরোহণ করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে পারিল এই মাত্র। তবে আর এখানে অদ্বৈতবাদের সম্ভাবনা রহিল কোথায়? জড় শরীরে যদি মনুষ্য প্রথম হইতে নিদ্রিত না থাকিত, তবে তাহাতে চৈতন্যের সম্ভাবনা ছিল না, পশুত্ব মনুষ্যত্ব ভাব পরিণত হইত না। মনুষ্য দেবত্বই বা কোথায় লাভ করিত যদি প্রস্ফুটিতনেত্র হইয়া আপনার মধ্যে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইত?

ধর্ম্মের সহজ ও সভ্যাবস্থা।

মানব সমাজের বর্ত্তমান উন্নতির যাবতীয় মূল উপাদান এক সময় আদিম মনুষ্যদিগের মধ্যে অপ্রস্ফুটিত ভাবে ছিল, ক্রমে তাহা বিকশিত হইয়া বিচিত্র শোভা সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। স্বভাব সম্ভূত ঘটনা নিচয়ই ক্রমে বিশুদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সভ্যতার আকার ধারণ করে, স্তুতরাং স্বভাবকেই সভ্যতার ভিত্তিভূমি বলিতে হইবে। কতকগুলি বিষয় আছে যাহার মূলগত আদিম ভাব কাল সহকারে একবারে অদৃশ্য হইয়া যায় আর তাহার চিহ্ন মাত্র থাকে না। যে সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধনী সন্তানেরা এখন শুভ্র সুন্দর ভদ্র শ্রী ধারণ করিয়া সভ্যতার উন্নতরুচি অনুসারে জীবন যাপন করিয়া থাকেন তাঁহাদের বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য একবারে হঠাৎ এরূপ হয় নাই। এক শতাব্দী পূর্ব্বে ইহাঁদের যে সকল পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন তাঁহারা যদি পুনরায় এখন অবতীর্ণ হন তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার সৌসাদৃশ্য নয়নগোচর হইবে না। এখন সুসভ্য সুবিদ্বান্ হইয়াও তথাপি জাতিগত স্বাভাবিক লক্ষণকে কেহ বিনাশ করিতে পারেন নাই। আপাততঃ যাহা আধুনিক সভ্যতার অভিনব ফল বলিয়া মনে হয় তাহার অভ্যন্তরেও অপরিবর্ত্তনীয় আদিম ভাব অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। সভ্যতা কৃত্রিম, স্বাভাবিক ক্রিয়া সকল মার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে উহাকে সঙ্গঠিত করে, মূলদেশে অযত্নসম্ভূত স্বাভাবিক ক্রিয়ার স্রোতঃ সহজ গতিতে চির দিন প্রবাহিত না থাকিলে সভ্যতা রক্ষা পায় না। স্বভাবকে বিনাশ করিয়া যে সভ্যতা ও উন্নতি হয় তাহা জীবনশূন্য বিনাশশীল। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান এবং শিল্প সম্বন্ধে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার ভিতর আদিম কালের কোন চিহ্ন এখন দৃষ্ট হয় না। স্বভাবের অতীত না হইলেও কাল সম্বন্ধে ইহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং নূতন বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে সেরূপ কখনই হইতে পারে না। প্রাকৃত এবং ও সংস্কৃত

ভাষা একত্রই সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। সংস্কৃত ভাষা যতই কেন উন্নত ও বিস্তৃত হউক না, ইহা দ্বারা মনের চির উন্নতিশীল ভাবরাশি কখন প্রকাশ হইতে পারে না, প্রাকৃত ভাষার প্রয়োজনীয়তা চিরকালই থাকিবে। প্রাকৃত ভাষা চিরকাল সংস্কৃতকে পোষণ করিয়া আসিতেছে এবং করিবে। স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগিনী মাতা পিতা পরিবেষ্টিত পারিবারিকে সমাজে কোন ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়া এবং শুনিয়া কি কখন পারিবারিক তৃপ্তিসুখ লাভ করিতে পারে? প্রকাশ্য সভায়, ভদ্রমণ্ডলী মধ্যে এরূপ সভ্য ভাষায় কার্য্য চলে, কারণ সেখানে প্রেমের ঘনিষ্টতা স্বাভাবিক আত্মীয়তা নাই, সুতরাং সভ্যতার মানদণ্ডে শব্দ সকল তৌল করিয়া ব্যাকরণের কঠিন শাসনের অধীন হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। যাঁহাদের বহু দিনের অভ্যাস হইয়াছে তাঁহারা স্বভাবের সঙ্গে কতক দূর যোগ রাখিয়া অনর্গল সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু সকল অবস্থায় সকল প্রকার আন্তরিক ভাব তদ্দ্বারা কখন প্রকাশিত হইবে না। কবিতা রচনা করিতে হইলে প্রাকৃত ভাষার প্রয়োজন হয়। প্রেমাস্পদ বন্ধুর নিকট হৃদয়োচ্ছ্বসিত সরল ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে স্বাভাবিক সহজ ভাষা চাই। ইহা দ্বারা কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে না যে, যেখানে সরলতা স্বাভাবিকতা অকৃত্রিমতা সেই খানেই প্রাকৃত ভাষা আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়? ভাষা মনের ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে, মনে যখন ভাবোদয় হয় তখন ব্যাকরণের সূত্র ধরিয়া কিম্বা ভাষাবিজ্ঞানের অধীন হইয়া হয় না, সহজে বিনা যত্নে হইয়া থাকে। সংস্কৃতের যতই কেন শ্রীবৃদ্ধি হউক না, প্রাকৃতের সঙ্গে স্বভাবের যোগ, সুতরাং স্বভাব যতদিন থাকিবে প্রাকৃত ভাষার গৌরব ও আবশ্যকতাও ততদিন থাকিবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ। ধর্ম্মের নীতি অনুষ্ঠান ও জ্ঞান বিভাগের প্রচুর উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং হইবে এ সকল সভ্যতার নূতন বিধ রুচির সহিত মিলিত হইয়া সুসভ্য ও জ্ঞানপ্রিয় ধর্ম্মসমাজের মন সন্তুষ্ট করিবে, কিন্তু বিশ্বাস ভক্তি প্রেমের আদিম ভাবকে ইহা কখনই অতিক্রম করিতে পারিবে না। যদি বলপূর্ব্বক অতিক্রম করিতে যায় তবে আর ধর্ম্ম থাকিবে না। ভক্তির দুর্দ্দমনীয় উচ্ছ্বাস, প্রেমের অপ্রতিহত প্রমত্ততা এবং বিনয়ের দীন ভাবকে সভ্য করিতে গেলে নবদ্বীপের চৈতন্য দাস বাবাজীর মস্তকে ইংলণ্ডীয় শিরোভূষণ পরাইলে যে রূপ শোভা হয় সেইরূপ অদ্ভুত শোভা হইবে। প্রেম ভক্তি বিনয় প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ সকল স্বয়ং ঈশ্বর হইতে সভ্য হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর অসার ধর্ম্মহীন সভ্যতা তাহাদিগের আর কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে? ঈশ্বর যেমন পুরাতন হইয়াও চির সুন্দর, প্রেম ভক্তি বিশ্বাসকেও তেমনি জানিতে হইবে। সভ্যতার কঠিন হস্ত ভক্তির কোমল অঙ্গকে স্পর্শ করিতে গেলেই উহা আর ভক্তি থাকিবে না আর এক প্রকার বিকৃত সামগ্রী হইয়া উঠিবে। যেমন প্রাকৃত ভাষা চিরদিন সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া উহাকে পরিপোষণ করিবে; তেমনি ধর্ম্মের জ্ঞান নীতি অনুষ্ঠানকে স্বাভাবিক প্রেম ভক্তি বিশ্বাস চিরদিন জীবিত রাখিবে। ভক্তির সুন্দর স্বাভাবিক ভাব যদি না থাকে, ধর্ম্মবিজ্ঞান নীতিশাস্ত্র, অনুষ্ঠান পদ্ধতি লইয়া আমরা কি করিব? ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের যতই কেন উন্নতি হউক না, আদিম কালের ভক্তি বিশ্বাস তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবিকৃত ভাবে না থাকিলে ধর্ম্ম কেবল একটী সুন্দর শিল্প কার্য্যের ন্যায় হইয়া প্রদর্শন ক্ষেত্রে থাকিবার উপযুক্ত হইবে। এই ভক্তির সঙ্গে প্রাকৃত ভাষার চির বন্ধুতা, যেখানে ভক্তি সেখানেই প্রাকৃত ভাষা, এক অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এক্ষণে যাঁহারা ভাষার দোষ ধরিয়া আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহারা এদিকে যেন একবার দৃষ্টি করেন। ভক্তি যেমন অসভ্য প্রগল্‌ভা তাহার ভাষাও তেমনি সহজ এবং স্বাভাবিক। প্রেম স্বয়ং

চিরকালের উন্মাদ, তাহাকে যদি সভ্য করিতে প্রয়াস পাও তবে সে আরো উন্মত্ত হইয়া পথের ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইবে। যাঁহাদের ভিতর ভক্তির আবির্ভাব হইয়াছে কিম্বা যখন যখন হয় তখন যে ভাষা তাঁহাদের মুখ হইতে বাহির হয় এই যথেষ্ট। অনেক সময় তাঁহারা পাগলের মত কি বলেন সাধারণে তাহা বুঝিতেও পারে না। ফলতঃ ভক্তির ভাষা চেষ্টার ফল নহে, ভাবের তরঙ্গ বিশেষ, তাহার অর্থ বুঝিতে হইলে সেই ভাবের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। কোন সাধু বলেন "বোবায় বলে কালায় শুনে" ঠিক কথাই তিনি বলিয়াছেন। এ রাজ্যের ভাষা ও বুদ্ধি স্বতন্ত্র, ঈশারায় সকল কার্য্য হইয়া যায়। জ্ঞানান্ধ এবং সংসার মোহান্ধদিগের নিকট ইহা বাস্তবিকই প্রহেলিকা বৎ। বর্ত্তমান সভ্যতার জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্মের মধ্য হইতে যদি ভক্তি বিশ্বাস বিনয় প্রেম দূর করিয়া দাও তবে আর সরল গ্রাম্য ভাষা শুনিতে হইবে না, কিন্তু তাহা পারিবে না, ইহার অভ্যন্তরে অনন্ত শক্তি ঈশ্বর আছেন। গ্রাম্য ভাষা এবং ভক্তি উভয়ই সভ্যতার উপর চিরকাল প্রভুত্ব করিবে। সুসভ্য জ্ঞানী যুবক ইহাদের আধিপত্য দেখিয়া হয় শরণাগত হইবেন, জ্ঞান সভ্যতার গর্ব্ব পরিত্যাগ করিবেন, না হয় দূরে গিয়া চিরদিন জ্ঞান সভ্যতারূপী সংসারের পূজা করিবেন। কিন্তু ধর্ম্মের আদিম অপরিবর্ত্তনীয় ভক্তির পদধূলি সভ্যতার উজ্জ্বল মুকুটের উপর চিরদিন শোভা পাইবে। যেমন স্বর্গ সংসারের উপরে, তেমনি ভক্তি সভ্যতার উপরে অনন্ত কাল বিরাজ করিবে।

বৈরাগ্যের দীনতা এবং মনুষ্যেত্বের মহত্ত্ব।

ধর্ম্মমত যতই কেন উচ্চ গভীর এবং বিশুদ্ধ হউক না ; সাধন ভজনের প্রণালী, ধর্ম্মাচার্য্যের উপদেশাবলী যতই কেন সহজ, হৃদয়গ্রাহী ও সরস বলিয়া বোধ হউক না, জীবনে বৈরাগ্যের মহত্ত্ব বিনয়ের দীনতা না থাকিলে তদ্দারা কাহারো মনকে আকর্ষণ করা যায় না। এই ধর্ম্মপ্রধান ভারতবর্ষে সভ্যতার জ্ঞান গর্ব্বিত ধর্ম্ম কোন কালে স্থান পাইবে না। খৃষ্টধর্ম্ম এই জন্য এখানে স্থান পাইল না, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেই জন্য এখনও সাধারণ্যে অনাদৃত রহিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য কে কি সহ্য করিয়াছে, কোন্ বস্তু পরিত্যাগ করিয়াছে এ দেশের লোকে অগ্রে তাহাই দেখে, মতামত তাহার পরে বিবেচ্য। বস্তুতঃ এ দেশেই কি আর অন্য দেশেই বা কি, দীনতা ত্যাগস্বীকার ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান সময়ের কঠিন ন্যায়পরতা সম্ভ্রমপ্রিয়তা, আত্মাদর এ পথের বিষম প্রতিবন্ধক। দীনতা বিনয় আত্মবঞ্চনার নামান্তর বলিয়া অনেক সময় প্রতীয়মান হয়। কেন না ইহার গূঢ় দারিদ্র্য কষ্ট জনসমাজে পুরস্কৃত হইবার নহে। ধর্ম্মের জন্য এক ব্যক্তি মহা কষ্টে দিনপাত করিয়া অবশেষে লোকের অগোচরে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারে অথচ তাহার জীবনের একটী ঘটনা কেহ জানিতে নাও পারেন। ঈদৃশ স্থলে দীনতা অবলম্বনের প্রলোভন কি আছে ? অভাব পক্ষে একটু প্রশংসার প্রত্যাশা যদি থাকে, তাহা হইলেও স্বার্থের দাস মানব অভিমান ছাড়িয়া বিনয়ী হইতে পারে। এই জন্য ধর্ম্মসমাজের বহুল আড়ম্বরের মধ্যে প্রশান্ত দীন ভাব অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দীনাত্মা হইলে মনুষ্যত্বের গৌরব বিনষ্ট হয়, বাহ্য ব্যবহার প্রকৃতি নীচ হইয়া যায়, পরাধীন হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় এই সমস্ত এ পথের বিভীষিকা। সাংসারিক ভাবে বিচার করিতে গেলে ইহার মীমাংসা হইয়া উঠে না। যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করিবে না, নিপুণতার সহিত বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে না, দিবানিশি কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইবে, সে নিজে সপরিবারে চিরদিন ক্লেশ ভোগ করিবে. কেবল তাহা নহে, পুরুষ পরম্পরায়

তাহার পরিবার মধ্যে মূর্খতা দরিদ্রতার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তাহার পুত্র পৌত্র প্রভৃতি ভাবীবংশগণ নীচ অনাথ বালকের ন্যায় দুরাচার হইয়া যাইবে। এ কথার কোন উত্তর নাই, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পানে চাহিয়া কার্য্য করিবে পৃথিবীর মুখাপেক্ষা করিলে তাহার চলে না। সহস্র অভাব সত্ত্বেও বিশ্বাসী স্বীয় মহত্ত্ব রক্ষা করিতে পারেন, যেহেতু অভাব হ্রাস করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে, এবং অনেক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া তাহা সহ্য করিতেও তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। তিনি দরিদ্র কিন্তু নীচ নহেন ; দীনাত্মা সেবক, কিন্তু অস্থির মতি মানব সমাজের চঞ্চল প্রবৃত্তির দাস নহেন। যাহার ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা আছে সে দুঃখী হইয়াও চিরকাল মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে বাস করে। ত্যাগস্বীকার, সহিষ্ণুতা, জিতেন্দ্রিয়তা যাহার অঙ্গের ভূষণ সে লক্ষপতি ধনী, মহাপ্রতাপশালী নরপতি অপেক্ষাও স্বাধীন এবং সুখী। যিনি যথার্থ বৈরাগী তিনি সংসারকে পদতলে নিঃক্ষেপ করিয়া বসিয়া আছেন। এবং অটল পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া সকল প্রকার দারিদ্র্য অপমান অম্লান বদনে বহন করিতে পারেন। সংসারের নরপতিগণ যেখানে সহস্র লোকের প্রাণ নাশ করিয়া দেশ নগর জয় করে, বিশ্বাসী বৈরাগী সেখানে আপনার প্রাণ দান করিয়া চিরকালের জন্য সত্যের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া চলিয়া যান। যথার্থ বৈরাগ্যের অকৃত্রিম দীনতাই প্রকৃত মহত্ত্ব। বিনয় আর মহত্ত্ব উচ্চ অর্থে একই কথা। যাঁহারা ক্ষমাশীল উদার হইয়া সকল সহ্য করেন তাঁহাদের ন্যায় মহৎ প্রকৃতি গৌরবান্বিত বীর পুরুষ আর কে আছে ?

এমামহোস্ন।

হজরত মহম্মদের প্রিয়তমা দুহিতা ফাতমার গর্ভে আলির দুই পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম হোস্ন, কনিষ্ঠের নাম হোসেন ছিল। উভয়েই মাতামহ ও পিতৃ গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। হজরত আলী কুফা নগরে শিষ্য কর্ত্তৃক নিহত হইলে * কুমার হোস্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের এমাম (আচার্য্য) হয়েন। ইনিই দ্বিতীয় এমাম। ইনি লোকপূজ্য প্রশান্তাত্মা, প্রিয়দর্শন পুরুষ ছিলেন,, কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বীয় জনক অপেক্ষা ইনি আত্মীয় ও অনুবর্ত্তীগণ কর্ত্তৃক অনেক গুণে অধিক ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া নিহত হন। বিশ্বহিতৈষী সরল নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণ জগতের সেবা করিতে গিয়া পাপাসক্ত বিষয়ী লোকের নিকটে যে কিরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইয়া থাকেন ধর্ম্মরাজ্যের এই সকল ইতিহাসে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। দেশ, কাল, জাতি ও সমাজ ভেদে উৎপীড়ন অত্যাচারের প্রকারভেদ হয় মাত্র। কিন্তু হৃদয়ের শোণিতপাত না করিয়া কোন দেশে কোন মহাপুরুষ মহাকার্য্য সাধন করিতে পারেন নাই এবং পারিবেন না। অদ্য আমরা হোস্নের নিদারুণ ক্লেশ যন্ত্রণা ও হত্যা বিবরণ সংক্ষেপে প্রকটন করিতেছি। আগামীতে হোসেনের দুঃখ বিপদ ও করবলা প্রান্তরে তাঁহার নিধন বৃত্তান্ত বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

আলী পরলোক গমন করিলে কুফ নগরে চল্লিশ সহস্র চল্লিশ সহস্র লোক হোস্নের নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেন ! দমস্কের তদানিন্তন সম্রাট্‌ হোস্নের বিষম বিদ্বেষী ছিলেন। তিনি এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ৪০০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। হোস্ন সেনাব্যূহ সমাগত দেখিয়া শিষ্যমণ্ডলী সহ নগরের বাহিরে উপস্থিত হন, তাঁহার ৪০৷৫০ সহস্র শিষ্য ছিল, শত্রু সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও তিনি স্বীয় অনুবর্ত্তীগণকে অস্ত্রধারণে কোন মতে অনুমতি দান করিলেন না। তিনি বলিলেন যে আমি সদ্ভাব, শান্তি, সংমিলন চাই। বিবাদ বিচ্ছেদ শোণিতপাত নয়। সেই সময়ে বিপক্ষ সৈন্যগণ অবাধে তাঁহার পট মণ্ডপ আক্রমণ করিয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। তাঁহার বসিবার আসন ও অঙ্গের উত্তরীয় বসন পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া যায়। তিনি অশ্বারোহণে মদাইন নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে এক দুরাত্মা সুযোগ ক্রমে তাঁহার উরুদেশে ছুরিকা আঘাত করে। তিনি তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হন। মদাইনে পঁহুছিয়া চিকিৎসা দ্বারা কিছুদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করেন। পরে আত্মীয় বন্ধুগণের নিতান্ত অমত ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজে উদ্যোগী হইয়া কতকগুলি বিশেষ অঙ্গীকারে দমস্কের সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি বন্ধনে বদ্ধ হন। সন্ধি স্থাপনের কিয়ৎ দিনান্তর দমস্কের প্রধান প্রধান লোক পুনর্ব্বার হোস্নকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করে ও তাহার যথোচিত আয়োজন করিয়া কতকগুলি দুর্দ্দান্ত লোককে বসোরা নগরে হোস্নের অনুগামীগণের বিরুদ্ধে পাঠাইয়া দেয়। তাহারা তথায় গিয়া রজনীযোগে হোস্নের আট জন অনুবর্ত্তীর শিরশ্ছেদন করে। অবশিষ্ট লোক পলায়ন করিয়া

---

* বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের পত্রিকায় এই বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

মেদিনা নগরে কুমারের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কুমার হোসেনের প্রতি যাহারা এই সকল অত্যাচার করিতেছিল তাহারা তাঁহার সমধর্ম্মী মুসলমান খৃষ্টান বা য়িহুদী নহে। হোসেন অসাধারণ প্রাধান্য লাভ করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার অনুগত হইতে চলিল। এই জন্য তাঁহার অপরাধী দুরাত্মারা কেবল ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার প্রতি এরূপ আক্রমণ ও অত্যাচার করে। যাহা হউক হোসেন বিবাদ শান্তি ও কুশল বিস্তারের উদ্দেশে আবদুল্লা নামক এক ধর্ম্মবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া দমস্ক রাজধানীতে চলিয়া যান এবং তথায় পুনর্ব্বার সন্ধি বন্ধনান্তর স্বদেশে যাত্রা করিয়া পথে মোসল নামক নগরে এক বন্ধুর ভবনে আতিথ্য স্বীকার করেন। বন্ধু বাহ্যে অনেক সমাদর ও যত্ন প্রকাশ করেন, কিন্তু গোপনে সে তিন বার হোসেনের খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেয়। এই উপায়ে হোসেনের প্রাণ বধ করিবার জন্য দমস্কের কোন দুরাত্মা তাহাকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়াছিল, কিন্তু তিন বারই তাহার যত্ন বিফল হয়। হোসেন বিষ মিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু কোন অলৌকিক উপায়ে প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হন। চতুর্থ বার সুতীব্র বিষ প্রয়োগে হোসেনের প্রাণ সংহারের চেষ্টা পাইবার সময় উক্ত বন্ধু মুসলের শাসনকর্ত্তা কর্তৃক ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে বন্ধুর বিপদ হইবে ও সে লজ্জা পাইবে ভাবিয়া তাহার এই ভয়ানক দুর্ব্যবহারের বিষয় কুমার হোসেন স্বয়ং কাহারও নিকটে ব্যক্ত করেন নাই।

অনন্তর হোসেন বিষ জীর্ণ রুগ্ন শরীরে মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। মর্দান নামক এক দুরাত্মা মদিনার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ছিল। সে বাহ্যে হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ যথেষ্ট প্রদর্শন করিত, কিন্তু অন্তরে বিষম বিরাগী ছিল ও গোপনে তাঁহার নিধন উপায় অনুসন্ধান করিতেছিল। একদা সে ইস্নীয়া নাম্নী আপনার এক দাসীকে ধন লোভে বশীভূত করিয়া হোসেনের সহধর্ম্মিণী আস্মার নিকট পাঠাইয়া দেয়। ইস্নীয়া মর্দানের শিক্ষানুসারে আস্মাকে বলে যে দমস্কের পরম রূপবান্ যুবরাজ এজিদ্ তোমার অলৌকিক কান্তি লাবণ্যের বিবরণ শ্রবণ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলে তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী ও এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের প্রধানা মহিষী হইতে পারিবে। তোমার সম্মিলন সুধার জন্য তিনি লালায়িত হইয়া সমুদয় সুখ আমোদ বিসর্জ্জন করিয়া বসিয়াছেন। তোমার দর্শনের উপর তাঁহার জীবন সম্পদ নির্ভর করে। ইহা শুনিয়া ঐশ্বর্য্য সুখাভিলাষে আস্মার মন চঞ্চল হইল। অন্তরে দুরাশার অনল প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনের পবিত্র ভাব, হোসেন সম্বন্ধীয় প্রণয় সম্পত্তি সমুদয় পরিষ্কাররূপে দগ্ধ করিল। সে মহা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ইস্নীয়ে! কি উপায়ে আমি দমস্কে যাইয়া প্রিয় যুবরাজের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পারি, বলিয়া দেও। সে বলিল হোসেন জীবিত থাকিতে তাহা অসম্ভব। কিঞ্চিৎ বিষ আনয়ন করিয়াছি, ইহা দ্বারা হোসেনের প্রাণ বধ কর। তাহা হইলে অবিলম্বে মনোরথ সফল হইবে। ইস্নীয়া এই কার্য্য করিয়া চলিয়া গেল। অনন্তর আস্মা সেই বিষের কিয়দংশ সরবতের সঙ্গে মিশাইয়া হোসেনকে খাইতে দিল। হোসেন সরবত পান করিয়াই উদরের বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হজরত মহম্মদের সমাধি মন্দিরে গিয়া ভূমি বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে তাহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তদবধি আস্মার প্রতি হোসেনের বিষম সন্দেহ হয়। তিনি তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করেন। এই ঘটনার কিয়ৎ দিনান্তর পুনর্ব্বার পাপীয়সী আস্মা কোন কৌশলে খোর্ম্মা ফলের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া স্বামীকে খাওয়াইয়াছিল। উক্ত আছে যে তিনি পূর্ব্বোল্লিখিত উপায়ে সেবারও রক্ষা পান। কিন্তু দুইবার বিষ সেবনে তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ভগ্ন হইয়া পড়ে। জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাস্থ্য লাভের জন্য তিনি পুনর্ব্বার মোসল নগরে গমন করেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থিতি করিলে শরীর কথঞ্চিৎ সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়। তিনি যতদিন মোসলে ছিলেন তথাকার জুম্মা মসজিদে নিয়মিতরূপে আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। একটী অন্ধ প্রতিদিন তাঁহার সঙ্গে নমাজে যোগ দান করিত ও তাঁহার উপদেশ ও প্রার্থনাদির সময় অনেক কাঁদিত। হোসেন তাহার প্রেমবিগলিতভাবে মুগ্ধ হন। সেই অন্ধ যে দুষ্টের শিরোমণি ও তাঁহার প্রাণ সংহারে উদ্যত, পূর্ব্বে তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। বরঞ্চ অন্ধকে এক জন ঈশ্বরপ্রেমিক লোক জানিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করেন। অন্ধের হস্তে সর্ব্বদা একটী বংশাস্ত্র থাকিত। একদা হোসেন কোন কথা প্রসঙ্গে অন্য মনস্ক আছেন, অন্ধ অদূরে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তখন সে হোসেনের শব্দ লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ফলক তাঁহার শরীরে সংলগ্ন পূর্ব্বক বিদ্ধ করিয়া দেয়, হোসেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন। অন্ধের এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হয়, ও তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে উদ্যোগ করে। তখন হোসেন বলিলেন, এই ব্যক্তিকে "ছাড়িয়া দেও, তাহার বাহ্য চক্ষুর ন্যায় অন্তশ্চক্ষুও অন্ধ; সে কৃপাপাত্র"। সকলে হোসেনের অনুরোধে তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু পরিশেষে তাহার প্রাণ দণ্ড হয়। এদিকে বর্ষার আঘাতে হোসেন নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে থাকেন। জীবনে নিরাশ হইয়া পড়েন। চিকিৎসক আহত স্থান পরীক্ষা করিয়া বলে যে এবিষাক্ত অস্ত্রের আঘাতে শরীরে বিষ সঞ্চা-

রিত হইয়াছে। সেই বার চিকিৎসকের অনেক যত্ন চেষ্টায় আরোগ্য লাভ করিয়া মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। সেখানে ভিন্ন গৃহে থাকিতেন, পত্নীর মুখ অবলোকন করিতেন না। অনুজ কুমার হোসেন, ভগিনী ও কন্যাগণ, সর্ব্বদা নিকটে থাকিতেন। এদিকে বিষধরী স্বরূপা পাপীয়সী আস্মা স্বামীর প্রাণবধ করিতে না পারিয়া মহা উৎকণ্ঠিতা। এক দমর্দানের সেই যম কিঙ্করীস্বরূপ কিঙ্করী মর্দান হইতে কতকগুলি মণিময় আভরণ লইয়া যুবরাজের উপঢৌকন বলিয়া আস্মাকে উপহার দেয় এবং তৎসঙ্গে হোসেনকে খাওয়াইবার জন্য কিঞ্চিৎ হীরক চূর্ণ প্রদান করে। আভরণ উপঢৌকন পাইয়া আস্মার ব্যাকুলতা আরও বৃদ্ধি হইল। একদিন নিশীথ সময়ে যখন সকল লোক নিদ্রিত, কাল ভুজঙ্গিনী আস্মা গুপ্তভাবে হোসেনের শয়নাগার অভিমুখে চলিয়া যায়। গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ গৃহের দ্বার অবারিত রাখা হইয়াছিল। সে অনায়াসে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক হোসেনের পানীয় জলের সোরোহীর মধ্যে হীরক চূর্ণ সকল নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করে। কিয়ৎক্ষণ পরে হোসেন পিপাসা-শুষ্ক কণ্ঠে জাগরিত হইয়া সেই জল পান করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই অনুজ ও ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কাঁদিয়া উঠেন। ভাই! ভগিনি! এবার আর বাঁচিব না আমাকে ইহলোকের জন্য বিদায় দেও। এই শেষে দর্শন, পরলোকে সাক্ষাৎ হইবে, আমার জন্য প্রার্থনা করিও। এই বলিয়া প্রিয়তম অনুজকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন. আর [illegible] সকলোকে [illegible] করিতে লাগিলেন। দারুণ বেদনায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। দুই ভাই কাঁদিয়া ব্যাকুল। অশ্রুজলে দুইজনে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। হোসেন পুনঃ পুনঃ অগ্রজের চরণ ধারণ করত মিনতি করিতে লাগিলেন। বল দাদা, কোন্ নিষ্ঠুর দুরাত্মা দস্যু তোমার সঙ্গে এই ব্যবহার করিল? কাহার প্রতি সন্দেহ হয়? হোসেন এরূপ বিচিত্র প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, তিনি কিছুতেই তাহা বলিলেন না। এই মাত্র বলিলেন যে ঈশ্বর তাহাকে দুষ্কর্ম্মের শাস্তি দান করিবেন। আমার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরগতপ্রাণ কুমার হোসেন ভয়ঙ্কর ক্লেশ যন্ত্রণার পর মদিনা অন্ধকার করিয়া চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকারধ্বনি ও ক্রন্দনের রোল উঠিল। সকল লোক সেই মহাত্মার শোকে আকুল হইয়া পড়িল। এদিকে মর্দান ভাবিল যে এক্ষণ আস্মা মদিনায় থাকিলে প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়িবে, আমাকে হয়তো বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, এই ভাবিয়া আস্মাকে বাহির করিয়া দমস্কে পাঠাইয়া দেন। দমস্কের অনেক লোক হোসেনের হত্যা সংবাদ শুনিয়া শোকাকুল হয় ও আস্মা কর্ত্তৃক এই নিদারুণ ঘটনা হইয়াছে জানিয়া সম্রাট্ তাহাকে অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া সমুদ্র পুলিনে নির্ব্বাসিত করেন। সে দুঃসহ অনুতাপানলে দগ্ধ হয় ও তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করে।

ব্রাহ্ম বন্ধুর পরলোক গমন।

আমাদের পরমোপকারী বন্ধু এবং স্নেহাস্পদ প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভুবনকৃষ্ণ মিত্র প্রায় বৎসরাধিক উৎকট ব্যাধিতে নিতান্ত শীর্ণ শীর্ণ হইয়া গত ১২শে আষাঢ় সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ আট ঘটিকার সময় দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার জীবন অধিক দিনের নহে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যেরূপ সত্যনিষ্ঠ ও [illegible]তার সহিত প্রাণগত যত্নে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে একজন ঈশ্বরের দীনাত্মা সেবক না বলিয়া থাকিতে পারি না। ভুবনের পরসেবা, নিঃস্বার্থ বৈরাগ্যের ভাব এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা আমাদের অনুকরণীয় ছিল, এজন্য এই সাধু যুবার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত আমরা ধর্ম্মতত্ত্বে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেছি। বিশেষতঃ আমরা ইঁহার স্থানে যেরূপ ঋণী আছি তাহার শেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না।

ভুবনের নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটের নিকট গুড়াপ গ্রামে। ইনি ছাত্রাবস্থাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বিষয় কার্য্য করিতেন। তিনি ব্রাহ্ম বলিয়া বাসার অন্যান্য লোকেরা তাঁহাকে বাসা হইতে বিদায় করিয়া দেয়। [illegible] করেন। পরে যখন "ব্রাহ্মনিকেতন" সংস্থাপিত হয় সেইকালে তিনি আর কয়েকটী উৎসাহী যুবার সহিত তথায় বাস করেন। কিছু দিনান্তে বিষয় কর্ম্মে বীতস্পৃহ হইয়া নিকেতনের ভার গ্রহণ করেন। ভুবন যথেষ্ট উৎসাহের সহিত নিকেতন বাসী ব্রাহ্ম যুবকদিগের সেবা করিতেন। এজন্য কেবল নিঃস্বার্থ ভাবে পরিশ্রম করিতেন তাহা নহে, নিজের কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ ছিল তাহাও ইহাতে ব্যয় করিয়া ক্ষতি সহ্য করেন। কিছু দিন নিকেতনের কার্য্য করিয়া প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহকারী পদে নিযুক্ত হন। কার্য্যই তাঁহার জীবন ছিল, কার্য্য করিতে করিতেই দেহ পাত করিলেন। যথার্থ সেবকের ন্যায় তাঁহার উৎসাহ ছিল। আমরা বারম্বার বলিয়াও অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি নাই। এখন আমরা বুঝিতেছি যে ভুবন জীবন দিবার জন্যই এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কার্য্যালয়ের অধিকাংশ কার্য্য তিনি করিতেন, তদ্ব্যতীত সকলের সেবা করিতেন। নিজের সুখ স্বার্থের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না, কাহাকে জানিতে দিতেন না কিরূপ ক্লেশে জীবন কাটাইতেন। দেখিলে বোধ হইত যেন এ ব্যক্তির পৃথিবীতে আর কেহ নাই। বাড়ী

গিয়া এক হপ্তাহ কালও কখন থাকিতেন কি না সন্দেহ। আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইতেন। পরিশ্রমে কদাপি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। স্বভাবতঃ শরীর ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল ছিল, তথাপি কখন অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায় নাই। ধর্ম্মসাহস এবং আন্তরিক তেজস্বিতা তাঁহার ছিল, এইজন্য এবং যুবাপ্রকৃতি বশতঃ কখন কখন উদ্ধত এবং উগ্র ভাব প্রকাশ পাইত, কিন্তু অভিপ্রায় উদ্দেশ্য অতি উচ্চ ছিল। ত্যাগস্বীকার এবং কঠোর ধর্ম্মনিষ্ঠা ভুবনের বিশেষ ধর্ম্মলক্ষণ। যে ভাবে তিনি শয়ন ভোজন করিতেন, দেখিলে আমাদের মনে ক্লেশ হইত, কিন্তু তাঁহার মুখে সংসারসম্বন্ধে কোন অভিলাষ অভিযোগ শুনা যাইত না। আপনাকে বঞ্চিত ও গোপন রাখিয়া সমুদায় কর্ত্তব্য সমাধা করিতেন, তজ্জন্য কোন প্রকার অভিমান ছিল না। কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য করুক না করুক আপনার কার্য্য তিনি করিতেন। আহার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে সাংঘাতিক রোগ উৎপন্ন হয়। আরোগ্যের জন্য কিছু দিন জামালপুরে থাকেন তাহাতে বিশেষ উপকার না হওয়ায় গত মাঘোৎসবে এখানে আসেন। সে অবস্থাতেও কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইনি না পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলে বলিতেন যদি না বাঁচি এবার উৎসবটা ভোগ করিয়া লই। উৎসবের পর বাটী গমন করেন এবং সেই খানেই জীবনের শেষ দিন গত হয়। বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর আন্দাজ হইয়াছিল। মৃত্যুও অতি শান্তভাবে হইয়াছে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত [illegible] না [illegible] কোন রূপ বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। তিনি পুণ্যবানের ন্যায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া বিশ্বাস এবং ধর্ম্মেতে দেহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু কয়েকটী শোকদগ্ধ বিধবা চির দিনের জন্য দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিল। প্রাচীনা মাতা আছেন, তিনি আরও চারি পাঁচটী সন্তানকে বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র ভুবনকে লইয়া ছিলেন, সে ভুবনও তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে পুনরায় দুঃসহ শোকশেল বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিল। অল্প বয়স্কা সন্তানবিহীনা স্ত্রী বর্ত্তমান, তাঁহার ভাবী ক্লেশ স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ইহা ব্যতীত আর একটী বিধবা ভ্রাতৃবধূ ঘরে আছেন। এই তিনটী অনাথা বিধবা এখন তাঁহার শোক তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। যখন সমর্থ ছিল তখন ভুবন সকলের সেবা করিলেন, কিন্তু আপনি যখন রোগ যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী রহিলেন তখন কাহারো সেবা গ্রহণ করিলেন না। নিঃস্বার্থ ভাবের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়া গেলেন, আমরা মৃতের ন্যায় রহিলাম, এক-দিন ভাল করিয়া সেবা করিতে পারিলাম না। শেষ কালে কাহার সঙ্গে দেখাও হইল না। আমরা তাঁহার নিকট নিতান্ত অপরাধী থাকিয়া এখন এই প্রার্থনা করিতেছি, যাঁহার সেবায় তাঁহার জীবন সার্থক হইল তিনি তাঁহার পরলোক গত আত্মা[illegible] শান্তি দান করুন এবং চিরদুঃখিনী বিধবাদিগের গভীর শোক যন্ত্রণা দূর করুন। আমরা আমাদের বন্ধুগণের প্রদত্ত ভিক্ষার দানা যাহাতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের সাংসারিক ক্লেশ [illegible] করিয়া ভুবনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি এমন ক্ষমতাও তিনি আমাদিগকে দিন। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে ভুবন তাঁহার প্রাচীনা জননীকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া গিয়াছেন, যে "মা, তুমিত অনেক শোক পাইয়াছ, আমার শোকও সহ্য হইবে, কিন্তু অন্নের জন্য ভাবিত হইও না, আমি তোমার অনেক ছেলে রাখিয়া গেলাম। ভুবন যে আমার ঈশ্বরের দাস, সে কোথায় গেল"। এই বলিয়া তাঁহার মাতা কাঁদিতেছেন। জীবনে ও মরণে ভুবনের এই ধর্ম্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত এবং পরসেবার নিস্বার্থ ভাব আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়া গেল। এইরূপ বিশ্বাসেতে মৃত্যু আমাদের প্রার্থনীয়। ভুবনের নিকটস্থ বন্ধুগণকে আমরা তাঁহার পরিবারস্থ বিধবাগণের অবস্থার প্রতি কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিতে অনুরোধ করি। ইতিমধ্যেই কয়েকটী সজ্জন [illegible] কিছু কিছু দিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ধ্যান।

রবিবার, ১০ই পৌষ, ১৭৯৮ শক।

সাধনের অতি উচ্চ অবস্থা ধ্যান। ধ্যান নিম্ন শ্রেণীর ব্যাপার নহে। সাধনের পথে অনেক দূর অগ্রসর না হইলে ধ্যানস্পৃহা জন্মে না। ধ্যান করিব কেন? আরাধনা, প্রার্থনা দ্বারা কি আত্মার কামনা পূর্ণ হয় না? যোগী ঋষিরা ধ্যান করিতে চান করুন, তোমার আমার জন্য ধ্যানের কি প্রয়োজন? এ সকল কথা দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর সাধকেরা ধ্যানের অনাবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। যেমন অনেক গুলি পুষ্প কেবল পর্ব্বতের উচ্চতর স্থানে দেখা যায়, নিম্ন স্থানে দেখা যায় না, তেমনি ধ্যান-পুষ্প কেবল উচ্চ শ্রেণীর কতকগুলি সাধকের জীবনেই আপনা প্রস্ফুটিত হয়। তাঁহাদিগের পক্ষে ধ্যান করা স্বাভাবিক। ধ্যানস্পৃহা কখন হয়? যখন মনুষ্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, এই যে তুমি ঈশ্বরকে এত ডাক, অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতে পার, ঐ আমার ঈশ্বর? মনুষ্য যখন পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হয়, তখন জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ ভাবে না দেখিলে তাহার কিছুতেই শান্তি হয় না। ঈশ্বরকে দর্শন করিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে, তাঁহার প্রেমবারি পান করিবার জন্য অন্তর তৃষিত হয়। যখন সে তাঁহার দর্শন-লাভ করে তখন দগ্ধ শিরায় অভিষেক হয়। এই ব্যাকুলতার অবস্থায় যাহারা যথার্থ নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না তাহারা কল্পিত দেবতার পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া স্ব স্ব ঈশ্বর-দর্শন-স্পৃহা চরিতার্থ করে। এই জন্যই পৃথিবীতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মগণ, যথার্থ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ রূপে দর্শন এবং ধ্যান করিয়া তোমরা যদি এই অভাব মোচন না কর, তোমাদি-

গাকেও এক দিন পৌত্তলিক হইতে হইবে। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ এমন একটী লোক চায় যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ অথবা যাঁহাকে ধারণ করিয়া সুস্থির হইতে পারে, যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া নির্ভর হইতে পারে এবং যাঁহার শ্রীমুখের দিকে তাকাইয়া প্রাণ শীতল করিতে পারে। ঈশ্বর, ঈশ্বর বলিয়া দশ বৎসর কাঁদিলাম, অথচ কোন বস্তু ধারণ করিতে পারিলাম না, অন্তরে বাহিরে শূন্য পরিহাস করিতে লাগিল, এই অবস্থায় কেহই ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যখন অন্তরে এই শূন্যতা বোধ হয় তখন ধ্যান আরম্ভ হয়। চারিদিকে রাশি রাশি বিষয় বৈভব রহিয়াছে সত্য, কিন্তু পরিত্রাণার্থীর নিকটে এ সমস্ত অসার এবং মিথ্যা। তাঁহার প্রাণের মধ্যে এই অনন্ত সৃষ্টি একটী প্রকাণ্ড শূন্য এবং ভয়ঙ্কর অন্ধকার বোধ হয়। এই যে শূন্যবোধ ইহা ধ্যান-স্পৃহা জন্মাইয়া দেয়। মন স্বয়ং নিরাকার, অতএব স্বভাবতঃই ইহা নিরাকারের পক্ষপাতী। যখন এই ধ্যান-স্পৃহা প্রবল হয় তখন মন আপনা আপনি সমস্ত সাকার জগৎ পরিত্যাগ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারময় নিরাকার অন্তর্জগতে প্রবেশ করে। জলের ভিতরে নিমগ্ন হইলে যেমন সমস্ত শরীর জলে পরিপূর্ণ হয় সেই রূপ নিরাকার ব্রহ্মসাগরে মগ্ন হইলে আত্মার পূর্ণাবস্থা হয়। শূন্য হইতে জলে অবতরণ করিলাম, জলে সমস্ত অঙ্গ পূর্ণ হইল, একটী পদার্থ স্পর্শ হইল; সেইরূপ যখন অসত্য হইতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সত্ত্বাসাগরে প্রবেশ করিলাম তখনই শুষ্ক শূন্য আকাশ প্রেমময়ের আবির্ভাবে পূর্ণ। আকাশ পূর্ণ হইল, ক্রমাগত সাধন দ্বারা শূন্য পূর্ণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে পরিণত হইল। তখন আর শূন্য পরিহাস করিতে পারে না, শূন্যের মৃত্যু হইয়াছে। শূন্যের পরিবর্ত্তে পূর্ণব্রহ্ম আসিয়াছেন। অনেক দিন ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিলাম, অনেক প্রকারে তাঁহার স্তব স্তুতি এবং আরাধনা করিলাম, অনেক বার তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম, তথাপি মনের শূন্য ভাব দূর হইল না, ভাবিতে যাই সব শূন্য দেখি, এই অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর। এই সময়েই মন একটী সত্য বস্তু লাভ করিবার জন্য আকুল হয়। এই আকুলতাই ধ্যান স্পৃহার উৎপত্তির কারণ। সহজ বিশ্বাস এবং মনোবিজ্ঞান উভয়েই এক-বাক্য হইয়া বলিতেছে, সত্যের সত্য এক জন আছেন। সত্য কি পদার্থ? যাহা পদার্থ তাহাই সত্য। তবে কেন এই সত্য ধারণ করা যায় না? এই যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত সত্য, চক্ষু কেন ইহা দর্শন করিতে পারে না, এবং বুদ্ধি কেন ইহা অনুভব করিতে পারে না? অনন্ত আকাশে এই পূর্ণ সত্য বিদ্যমান, অন্তর বাহির সমস্ত দিক্ এই পরম পদার্থে পরিপূর্ণ, তথাপি কেন শূন্য বোধ হয়? এই ভয়ঙ্কর শূন্যবোধ নাস্তিকতার অবস্থা। বিশ্বাসীর নিকট এই আকাশ শূন্য নহে, ইহা ঈশ্বরের বর্ত্তমানতায় পরিপূর্ণ। তাঁহার নিকট সত্য করতলন্যস্ত। সত্য-পরায়ণ যোগী, ধ্যানশীল বিশ্বাসী সর্ব্বত্রই এই সত্য দর্শন করেন। তিনি কি অন্তরে, কি বাহিরে, কোথাও শূন্য দেখেন না। শূন্য-বোধ করা ভয়ানক যন্ত্রণার অবস্থা। এই অবস্থায় কেহই অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না। এই শূন্য যন্ত্রণায় উত্তপ্ত আত্মা হয়ত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে, নতুবা স্বভাবতঃ নিরাকার ব্রহ্মসাগরে নিমগ্ন হয়। যখন ইহা যথার্থ ঈশ্বরকে লাভ করে তখনই প্রকৃত ধ্যানের জয়ধ্বনি হয়। ব্রহ্মের সত্ত্বা অনুভব করাই ধ্যান। ব্রহ্মের আবির্ভাব পরম পদার্থ। যে দিন এই আবির্ভাব অনুভব করিতে পারি না সেই দিন চারি দিক্ শূন্য জ্ঞান হয়, মন নিস্তেজ এবং বিষণ্ণ হয়। এইরূপ শূন্যজ্ঞান এবং পাপ করা প্রায় উভয়ই সমান। কেননা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাই অসত্য এবং পাপের অবস্থা। হস্ত দ্বারা যেমন জড় চরণ ধারণ করা যায়, তেমনি আত্মা দ্বারা নিরাকার ঈশ্বরের নিরাকার চরণ স্পর্শ করা যায়। আমরা যেমন পরস্পরের মুখ চক্ষু দেখি, তেমনি ঈশ্বরের প্রেমমুখ এবং প্রেমচক্ষু দেখা যায়। দেখা যায় এই কথা যদি বলিতে না চাও, অনুভব করা যায় এই কথা ব্যবহার কর। যোগী ব্রহ্ম-দর্শন অথবা ব্রহ্মধ্যান করেন অর্থাৎ পরম সত্য ব্রহ্মকে অনুভব করেন। তিনি আহ্লাদের সহিত চীৎকার করিয়া বলেনঃ—"আমি এই সত্য ধারণ করিয়াছি, এই সত্যে আমার প্রাণ পূর্ণ হইয়াছে।" কেবল ধ্যানশীল মনুষ্যই দৃঢ়তার সহিত ঈশ্বরের এইরূপ পরিচয় দিতে পারেন। তাঁহার প্রাণ অতি সহজে ব্রহ্মরূপ অগাধ জলে মগ্ন হয়। ঈশ্বর তাঁহার করতলন্যস্ত ধৃত বস্তু। ধ্যান-পরায়ণ যোগীর সমস্ত আত্মা ব্রহ্মময়। যাঁহারা সরোবরে অবগাহন করেন তাঁহারা যেমন বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ জলময়, তেমনি যাঁহারা ধ্যান করেন তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন তাঁহাদিগের প্রাণ ব্রহ্ম-সত্ত্বায় পরিপূর্ণ। যখন এই প্রকার অনুভব দ্বারা বলি "ঈশ্বর আছেন" তখনই প্রকৃত ধ্যান আরম্ভ হয়।

—————

সংবাদ।

গত ২২শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার হইতে ব্রহ্মমন্দিরে অতিরিক্ত উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এক্ষণ হইতে সপ্তাহে দুইবার উপাসনা হইবে। বৃহস্পতিবারের উপাসনা, উপদেশ সাধকদিগের সাধনপ্রণালী শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমরা আশা করি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সাধক নিয়মিতরূপে ইহাতে যোগ দান করিয়া ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব শিক্ষা করিবেন। শনিবারে যাঁহারা গৃহে গমন করেন তাঁহারা ইহাতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে যোগ দিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের অনুপস্থিত কালে তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। তিনি তথাকার মুসলমানদিগের জন্য গত সোমবারে উর্দ্দু ভাষায় একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। বঙ্গবাবু মৈমনসিংহ জঙ্গলবাড়ী অঞ্চলে প্রচারার্থ বহির্গত হইয়াছেন।

—————

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়! আপনি আমার নামে যে অভিযোগ করিয়াছেন আমি তাহার পাত্র নহি। ব্রহ্মমন্দিরের আচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনা ও সাধনপ্রণালী প্রভৃতি লইয়া সমদর্শী-সম্পাদকরূপে কখনও উপহাসাদি করা হয় নাই। বরং সমদর্শীতে আমার লিখিত প্রবন্ধে যেখানে যেখানে তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিবেন সেইখানেই গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইবেন। আপনি যে প্রবন্ধটী মনে করিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন তাহা আমার লিখিত নহে। এবং সেই জন্যই তাহার নিম্নে লেখকের নামের আদ্যাক্ষর দেওয়া হইয়াছে। লেখকের ঠিক অভিপ্রায় কি জানি না, বোধ হয় তিনি আচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনার ভাষার প্রতি আপত্তি করেন। নতুবা নিদ্রিত ঈশ্বরকে জাগ্রত করা এই বলিয়া যদি পরের জন্য প্রার্থনা পরিত্যাগ করিতে হয় তাহা

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ।
১৪ সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ সোমবার ১৭৯৯ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩॥০

প্রার্থনা।

হে প্রাণের প্রিয় দেবতা, হৃদয়ের ঈশ্বর আমি অবিশ্রান্ত কেবল প্রার্থনা করিয়া এই পাপ-জীবনের সকল অভাব পূর্ণ করিব। প্রার্থনাতেই আমি জীবিত থাকিব, প্রার্থনাতেই আমি বিচরণ করিব, প্রার্থনাই আমার জীবনের অন্নপান হইবে। আমি বিপদ পরীক্ষার সময় সজল নয়নে ব্যাকুলান্তঃকরণে তোমার চরণ ধরিয়া প্রার্থনা করিব, এবং সুখ সৌভাগ্য সম্পদের কালে তোমার ঐ সহাস্য বদন ও চির প্রসন্ন নয়নের দিকে চাহিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গভীর কৃতজ্ঞভরে প্রার্থনা করিব। অজ্ঞান ও সংশয়ান্ধকারে পতিত হইয়া যখন মন চঞ্চল, বিশ্বাস বিচলিত হইবে তখন প্রার্থনা করিয়া দিব্য জ্ঞানালোক লাভ করিব, নিরাশার সময় প্রার্থনা করিয়া আশার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইব। প্রার্থনা আমার বিপদের বন্ধু, সম্পদের সখা, প্রার্থনা আমার গুরু এবং প্রার্থনাই অমার মুক্তির শাস্ত্র। প্রার্থনা করিতে করিতে নিদ্রা যাইব এবং প্রার্থনা করিতে করিতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান্ করিব। পথে চলিব প্রার্থনা করিতে করিতে, এবং ঘোর পরীক্ষাপূর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রার্থনা করিয়া বল শক্তি উদ্যম উৎসাহ লাভ করিব। রোগে শোকে দেহ মন অবসন্ন হইলে প্রার্থনা রূপ মহৌষধ পান করিয়া শান্তি লাভ করিব। প্রার্থনার গান সর্ব্বদা রসনায় গান করিব, প্রার্থনার কবিতাহার গাঁথিয়া গলায় পরিব। কোন্ প্রার্থনা তুমি গ্রাহ্য করিবে না করিবে তাহা জানি না, হে বিচারপতি ঈশ্বর! তোমার ন্যায় বিচারে যে প্রার্থনার যে ফল দিতে হয় তাহা দিবে আমি তাহার জন্য ভাবিব না। আমি কেবল অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিব। দুঃখী দীন জনের প্রার্থনা তুমি শ্রবণ কর ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি শুনিতেছ আমি বলিতেছি ইহাতেই আমার পরমানন্দ। সকল কার্য্যে প্রার্থনা আমার সহায় হউক, আমি দিবা নিশি অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিয়া জীবন কাটাইব, এবং প্রার্থনা করিতে করিতে চক্ষের জলে ভাসিব এবং অন্তিমে প্রার্থনা করিতে করিতেই এই জীবন পরিত্যাগ করিব। হে অনাথ দরিদ্র জনের একমাত্র সহায়! এইরূপ অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে আমাকে শিক্ষা দাও। প্রার্থনার অক্ষয় কবচে আবৃত থাকিয়া আমি যেন নির্ভয় হই। কিন্তু হে দীনবন্ধো! প্রার্থনা যেন সরল হয়। যে প্রার্থনা করিতে না করিতে হৃদয়ভার লঘু হইয়া যায়, তুমি স্বয়ং আসিয়া যাহা শ্রবণ কর, যে প্রার্থনা দ্বারা সাধুরা সকল শত্রুকে পরাজয় করেন সেইরূপ স্বর্গীয় জীবন্ত প্রার্থনা আমি শিক্ষা করিতে চাই।

এক প্রার্থনাই আমার সকল রোগের ঔষধ হইয়া থাকুক।

গূঢ় বৈরাগ্যের নিগূঢ় পুরস্কার।

যাহার বাহ্য বেশ দর্শনে লোকের চিত্ত বিমুগ্ধ হয়, বাক্য শ্রবণে প্রাণ মন উদাস হইয়া উঠে, তাহার বস্তু কেমন মনোহর তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। বস্তুতঃ বৈরাগ্য জিনিষটী অতীব সুন্দর, মহৈশ্বর্য্যশালী নরপতি হইতে পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলের মনকেই কোন না কোন অবস্থাতে ইহা প্রলুব্ধ করে। সহসা কোন জনশূন্য প্রান্তরস্থিত বৃক্ষতলে উপবিষ্ট কোন বৈরাগীকে একতন্ত্রী সহযোগে মগ্নভাবে হরিগুণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে দেখিলে কাহার মন না উচাটন হয়? বিষয়বিকারে নিপীড়িত, দুরতিক্রমণীয় সংসারজালে বদ্ধ হস্ত পদ শ্রান্ত মানব আত্মীয় পরিবারগণের দুর্নিবার্য্য বাসনানলে বিদগ্ধ হইয়া যখন তরুতলবাসী সর্ব্বত্যাগী বৈরাগীর নিশ্চিন্ত জীবন দর্শন করে তখন সে কাঁদিয়া বলে, "প্রাণ হয়েছে আকুল, বিরহে চঞ্চল, না দেখে সেই জীবন সখায়।" বৈরাগ্যের কঠোর ত্যাগস্বীকার, জীবনব্যাপী কষ্ট সহিষ্ণুতা প্রার্থনীয় হউক না হউক, আসল সামগ্রীটী সকলেরই প্রিয়। কিন্তু ইহা যতই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে ততই ইহার মধুরতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। আহা! ঐ ধার্ম্মিক পুরুষ সাধু যুবা সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, কোন বিষয়ে উঁহার স্পৃহা নাই, অহঙ্কার অভিমান কাহাকে বলে তাহা উনি জানে না, ঠিক যেন মাটির মানুষ। এই কথা বলিয়া বৈরাগীকে সকলে সেবা করিতে লাগিল, ক্রমে তরঙ্গরঙ্গিনী হইয়া উঠিল। অন্তরে বৈরাগ্যের নিগূঢ় জমাট বাঁধিতে না বাঁধিতে উহা বাহিরে বাহিরে অমনি চলিয়া গেল। তবে কি বাহিরে বিলাসের কপট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গোপনে গোপনে বৈরাগ্য সাধন করিতে হইবে? হাঁ, বরং তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু অন্তরশূন্য বাহ্য বৈরাগ্য কদাচ প্রার্থনীয় নহে। কথিত আছে মহাত্মা কবীরজী একদা কোন বেশ্যার সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে বাদসার নিকট সমর্পণ করে। বাদসা কবীরের প্রচ্ছন্ন অলৌকিক দেব ভাব সন্দর্শনে ভীত এবং লজ্জিত হইয়া শেষে তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হন। অবশ্য এতদূর আমরা করিতে বলিনা, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য যত কিছু কষ্ট বহন করা যায় তাহা যত গোপন থাকে ততই মঙ্গলদায়ক। বৈরাগ্য সম্বন্ধীয় সহিষ্ণুতা ত্যাগস্বীকার আত্ম বঞ্চনা যে পরিমাণে গূঢ় হয় সেই পরিমাণে ইহার পুরস্কারও নিগূঢ় হইয়া থাকে। প্রেমময়ের প্রেমের অনুরোধে তাবৎ বহন করিতে হইবে, সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তাহা যদি অপরকে দেখাইয়া এবং বলিয়া বলিয়া বেড়াই তবে যে লোকের নিকটই ইহার যথেষ্ট পুরস্কার লওয়া হইল? লোকে যদি বৈরাগীর কষ্টের কথা সকলই জানিয়া ফেলে, তিনি কত বিষয়ে বঞ্চিত থাকিয়া সহ্য করিতেছেন সে সমুদায় যদি ক্রমাগত বন্ধুগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে থাকে, তবে তিনি গোপনে ঈশ্বরের নিকট আর কি পাইবেন? পৃথিবী যদি বৈরাগ্যের পুরস্কার দেয় এবং তাহাতে যদি বৈরাগীর মন সন্তুষ্ট হয়, তাঁহার দুঃখ ব্যাকুলতার ভার লঘু হইয়া যায় তবে স্বর্গে আর কি প্রত্যাশা রহিল? অনেক অবিশ্বাসী ফলাফলবাদী বলে যে ধর্ম্মের নামে যে সকল লোক প্রাণ দিয়াছে, এবং যত লোক ধর্ম্মভয় করে তাহার প্রধান কারণ লোকের সুখ্যাতি অখ্যাতি। সাধারণতঃ বাহ্য বৈরাগ্যের প্রতি ধর্ম্মার্থীগণের যেরূপ দৃষ্টি তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্ত কিছু বিচিত্র নহে। বৈরাগ্যের যথার্থ রসাস্বাদন যতদিন না হয় তত দিন লোকের প্রশংসা একটী প্রধান পুরস্কার বলিয়া বোধ থাকে। কিন্তু এপ্রকার হইলে বৈরাগ্যধর্ম্ম একটী কৌশলময় ব্যবসায় হইয়া উঠে, সুতরাং স্বার্থপরতা যাহা বিনাশ করাই বৈরাগ্যের চরম উদ্দেশ্য তাহা ভিন্নাকারে থাকিয়া যায়। যে ধার্ম্মিক বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন

করিয়া সরল হৃদয়ে প্রাণপণে বিবিধ ক্লেশ কষ্ট সহ্য করিতেছেন, তাঁহার সমুদায় চেষ্টা এবং ত্যাগস্বীকার যে নিঃস্বার্থ ইহা অন্ততঃ তাঁহার নিকটস্থ আত্মীয় ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে এটা তিনি প্রত্যাশা করেন। তাঁহার চরিত্রে কোন কপটতা নাই, যাহা কিছু তিনি করেন ধর্ম্মের জন্যই করেন, ইহাতে কেহ যেন অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা না করে ইহা তাঁহার প্রার্থনীয়। কিন্তু অনেক সময় প্রত্যাশার বিপরীত ঘটে। এক ব্যক্তি কপট বেশে হয়ত বহু লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার জঘন্য দোষ থাকিলেও তৎপ্রতি লোকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, পক্ষান্তরে একজন যথার্থ সত্যপরায়ণ নিষ্কপট সাধুকে তাহারা প্রতারক বলিয়া নির্যাতন করিতে থাকিবে। সাধুর মহত্ত্ব চির দিন অনাদৃত থাকে না, কিন্তু হঠাৎ তাহা সাধারণে বুঝিতে সক্ষম হয় না। তাঁহার উচ্চতম বিশুদ্ধ অভিপ্রায় সকলও পৃথিবীতে অনেক সময় প্রতারণা, নির্দ্দোষ পুণ্যানুষ্ঠান সকল কৃত্রিম ভাণ্ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। এইখানেই বৈরাগীর চরম পরীক্ষা, কিন্তু ইহার ভিতরেই আবার তাহার নিগূঢ় পুরস্কার। তিনি কাতর হৃদয়ে সজল নয়নে পরের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, দেশের হিতের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেছেন, লোকে বলিতেছে এ সকল কেবল প্রতারণা, দুরভিসন্ধি চরিতার্থের উপায়। এইখানে যিনি রক্ষা পাইলেন তিনিই স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। কিন্তু এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া অনেক সৎলোক মানব স্বভাবের স্বাভাবিক মহত্ত্বের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়া আপনার সাধু সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে। অতএব গোপনে বৈরাগ্যের কষ্ট সকল বহন করিয়া গোপনে গোপনে সে দুঃখের ভার ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, এবং তিনি গোপনে হৃদয় দেখিয়া গোপনে ও প্রকাশ্যে পুরস্কার দান করিবেন। বৈরাগ্যের স্বর্গীয় প্রতিভা যে একেবারে লুক্কায়িত থাকিবে তাহা নহে; কিন্তু এমনি সরল ভাবে তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইবে যে তাহার মধ্যে কিছু মাত্র কৃত্রিমতা স্থান পাইবে না। তাহা স্বতঃই লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবে। সে স্বর্গীয় সৌরভ কি প্রচ্ছন্ন থাকে? যখন প্রেমের পুষ্পটী বিকসিত হইবে তখন বৈরাগ্যের সুধাময় আঘ্রাণ তাহা হইতে আপনাপনি বাহির হইয়া পড়িবে, অসময়ে কৃত্রিম উপায়ে সে ফুলের কলিকাকে যে বিকসিত করিতে যায় সে নিজেও গন্ধ পায় না অন্যেত পাইবেই না। এইজন্য প্রথমে এভাবটী অন্তরে গোপন রাখাই শ্রেয়ঃ। ভিতরে ভিতরে বর্দ্ধিত হইয়া আপনিই একদিন বাহিরে দর্শন দিবে। যখন মনে হইবে প্রেমময়ের অনুরোধে এইটী সহ্য করিলাম, তখন যে শান্তি অনুভূত হইবে তাহা অতিশয় মধুর। লোকের প্রশংসা শ্রবণে কি তেমন সুখ হয়?

উপাসনাতত্ত্ব।

[প্রার্থনা।]

প্রার্থনা উপাসনার একটী প্রধান অঙ্গ। প্রার্থনাই ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়। প্রার্থীর নিকটেই ঈশ্বর আপনার সত্তা প্রকাশ করেন, “যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥” “যে সাধক প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন।” ঈশ্বরের এই অঙ্গীকার ‘ভক্ত ডাকিলে আসিব আমি’ সমুদয় দেশের এবং সমুদয় কালের ভক্তেরাও একবাক্য হইয়া ঈশ্বরকে এই কথা বলিতেছেন ‘কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়।’ বাস্তবিক যদিও ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং আমাদের অত্যন্ত নিকটে ও অন্তরতম প্রাণের মধ্যে বর্ত্তমান তথাপি তাঁহার জন্য আমাদের প্রাণ না কাঁদিলে আমরা তাঁহার দর্শন লাভে বঞ্চিত থাকি। ‘প্রাণ যদি চাহে তোমারে তুমি থাকিতে কি পার দূরে?’ সরল ভাবে তাঁহাকে চাহিলে তিনি আর দূরে থাকিতে পারেন না। তিনি বলেন যে জন ভালবাসে

আমারে, চাহে সরল অন্তরে, আমি কি পারি, কখন ছেড়ে থাকিতে তারে? 'তিনি দর্শন দিবার জন্যই প্রত্যেক মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন; যখনই কেহ তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার নিকট প্রকাশিত হন। তিনি প্রতীক্ষা করিয়া আছেন কখন্ তাঁহার কোন্ সন্তান তাঁহাকে ডাকিবে। ধন্য সেই ভক্ত! যিনি এইরূপ কথা বলিতে পারেন 'প্রাণ হয়েছে আকুল, বিরহে চঞ্চল, না হেরে সে জীবন সখায়'। 'আমার আত্মা ঈশ্বরের জন্য, ঐ জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইতেছে, কবে আমি ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইব?' 'মৃগ যেরূপ জলাশয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হয় হে ঈশ্বর! আমার আত্মা সেইরূপ তোমার জন্য তৃষিত হইতেছে।' ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য এরূপ অস্থির হওয়াই প্রকৃত প্রার্থনা। প্রার্থনা শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় আত্মার একটী গভীর বৃত্তি। যখন ঈশ্বরকে লাভ করা আত্মার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক হয় তখনই এই প্রার্থনা-বৃত্তি পরিচালিত হয়। যত দিন অন্তরে অসার নীচ ভোগ বাসনা থাকে তত দিন ইহা নির্জ্জীব থাকে। যখন সম্পূর্ণরূপে বিষয়সুখের তৃষ্ণা নির্ব্বাণ হয়, যখন অন্তর সর্ব্বত্যাগী হয় তখনই কেবল মনুষ্য এইরূপ বলিতে পারে, "ঈশ্বরের নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা যেন তাঁহার আলয়ে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করি।" "আমার এই বাসনা করহে পূরণ। যে দিকে ফিরাই আঁখি সে দিকে তোমারে দেখি, হৃদয় মন্দিরে সদা পাই দরশন। না চাহি বিষয়সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ তা হলে যাইবে দুঃখ, আনন্দে হব মগন।"

যাঁহার অন্তরে এইরূপে ঈশ্বরের অভাব অনুভূত হয়, তাঁহার অন্য অভাব থাকে না। তিনি ঈশ্বরকে লাভ করিয়া পূর্ণকাম হয়েন। বস্তুতঃ যিনি ঈশ্বরের প্রয়োজন অনুভব করেন, তিনিই কেবল চিরসুখী। "এই লও আমার প্রাণ মন এই লও আমার সর্ব্বস্বধন, আর কিছু ধন চাইনা পিতা কেবল তোমার শ্রীচরণ—" যখন মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে আত্মেচ্ছা পরিহার করিয়া ঈশ্বরাধীন হইতে অভিলাষ করেন তখনই কেবল তিনি ঈশ্বরের শ্রীচরণে এইরূপ আত্মোপহার দান করিতে পারেন। "হে ঈশ্বর, তোমারইচ্ছা পূর্ণ হউক" ইহাই প্রার্থনার বীজ। বস্তুতঃ আমাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা ভিন্ন আমাদের নিজের আর কিছুই নাই। যতই কেন আমরা আমাদের বল বুদ্ধি প্রেম পুণ্য ইত্যাদির অহঙ্কার করিনা, ঈশ্বর স্বয়ং সে সমুদায়ের অধিকারী। এই জন্যই ভক্ত বলেন, 'কি দিয়ে পূজিব তোমায় হেন কি ধন আছে, সবে ধন পাপ মন অপবিত্র রয়েছে।' যিনি এই মন অথবা এই আত্মেচ্ছাকে ঈশ্বরের অধীন করিতে পারেন তিনিই ধন্য। কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরের ইচ্ছা অখণ্ড, সুতরাং তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে, তবে প্রার্থনার প্রয়োজন কি? প্রার্থনার দ্বারা কদাচ ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয় না, ঈশ্বর কোন ভক্তের প্রার্থনার বশীভূত হইয়া আপনার ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করিতে পারেন না। এসকল কথা আপাততঃ যুক্তিমূলক বোধ হইতে পারে; কিন্তু যিনি প্রার্থনার মূলতত্ত্ব জানেন তাঁহার পক্ষে এসকল নিতান্ত অসার কথা। কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা করে তাহাকে ভক্তি কি আমরা বলিতে পারি? "ঈশ্বর ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু" তিনি ভক্তের বাঞ্ছাই পূর্ণ করেন। তিনি তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী পাষণ্ডের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য কাহারও নিকটে অঙ্গীকার করেন নাই। 'যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া হইবে; অন্বেষণ কর, তোমরা প্রাপ্ত হইবে; আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইবে, 'এমন কে আছে যে তাহার সন্তান তাহার নিকট রুটী চাহিলে সে তাহাকে প্রস্তর অথবা মৎস্য চাহিলে, সর্প দিবে? যদি পৃথিবীর অসাধু লোক হইয়া তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম বস্তু সকল দান কর তবে

যিনি তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কত অধিক পরিমাণে ভাল দ্রব্য দান করিবেন?" ঈশ্বর নিজ মুখে বলেন 'ভক্তিভাবে ডাক্‌লে আমি রইতে পারি কৈ? আমি ভক্তের অধীন, আমায় জানে সবে চির দিন ভক্তকে দেখিলে আমি আনন্দিত হই।' বাস্তবিক ভক্ত তাঁহাকে যাহা বলেন তিনি তাহাই করেন। ভক্ত যেমন তাঁহার ক্রীত দাস, তিনিও ভক্তের আজ্ঞাবহ, তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়া কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার ভক্ত-বাৎসল্য তাঁহাকে এইজন্য ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি শিবং, তিনি প্রত্যেক সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং কার্য্য দ্বারা তাহার মঙ্গল বিধান করেন। জঘন্যতম পাষণ্ডের প্রতিও তিনি নির্দ্দয় ব্যবহার করেন না। পাপী জগতের উপকার করাই তাঁহার নিত্য ব্রত। তিনি কাহারও অকুশল কামনা করিতে পারেন না। ভক্ত ঈশ্বরের এই কোমল প্রেম-প্রকৃতি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এই জন্যই তিনি আশাপূর্ণ হৃদয়ে পাপী জগতের পরিত্রাণ প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরের এই শিবস্বরূপে বিশ্বাসই প্রার্থনার জীবন। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ তিনি পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজেই পাপীর বন্ধু হইয়াছেন, এই সত্যে বিশ্বাস না থাকিলে কেহই প্রার্থনা করিতে পারে না। যেমন ধ্যানের মূল মন্ত্র 'সত্যং' তেমনি প্রার্থনার মূল মন্ত্র 'শিবং'। ধ্যানের সময়ে ঈশ্বর বলেন 'আমি আছি' প্রার্থনার সময় তিনি বলেন 'আমি পাপী ব্যক্তিরও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করি।' যিনি ঈশ্বরের এই মঙ্গলাভিপ্রায়ের সহিত যোগ দান করিয়া প্রার্থনা করেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত অথবা প্রকৃত যোগী এবং তাঁহারই প্রার্থনা পূর্ণ হয়। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং তিনি যে সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন তাহাতে অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়। অন্ধ দেখিতে পায়, বধির শুনিতে পায়, মৃত পুনর্জীবিত হয়। প্রার্থনার সফলতা দেখিয়া ভক্তেরা আনন্দ মনে বলেন 'নাথ! তোমার প্রসাদ বারি কি গুণ ধরে। বাক্যে নাহি বলা যায়, স্মরণে নেত্র ঝরে। ভীরু সাহসী হয়, পাতকীর পাপক্ষয়, অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয়, অসাধু জন তরে' 'কত অসাধ্য হইল সাধন, দেখে অবাক্ হলাম না সরে বচন; তুমি দুঃখীকে কর ধনী, মূর্খকে কর জ্ঞানী, তাত জানিহে, কর পাপীকে পুণ্যবান্ দিয়ে শ্রীচরণ।' 'হে গুরু কল্পতরু, সকলি সম্ভবে তোমারি নামে। নিমেষে পাতকী যায় পুণ্যধামে।'

উদারতা ও বিশ্বাসের স্থিরতা।

সকল স্থান হইতে আদরপূর্ব্বক সত্য গ্রহণ করিব, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের প্রচারিত বলিয়া তাহার প্রতি বিদ্বেষ নয়নে দৃষ্টি করিব না; এবং বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মত ও অনুষ্ঠানের প্রতি সহিষ্ণু হইয়া ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সকলকে প্রেমের চক্ষে দেখিব, এই জন্য আমরা উদারতার পক্ষপাতী হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক সময় সঙ্কীর্ণ হিন্দুসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল, ঈশ্বরের প্রশস্ত পুণ্যক্ষেত্রে কোথায় কি রত্ন নিহিত আছে তাহা সে জানিত না, জানিয়াও চিনিতে পারিত না। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" স্থাপনের পর সে সঙ্কীর্ণ প্রাচীর ভগ্ন হইল, বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে নানাবিধ বহুমূল্য সত্য তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। পরে বিদেশীয় সাধু মহাত্মাগণকে কিরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদান করিতে হয়, সকল দেশের ধর্ম্মাত্মাদিগের সঙ্গে কিরূপে ঘনিষ্ঠতা সম্পাদন করিতে হয় তাহা আমরা শিক্ষা পাইলাম। এই সময় হইতে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে ধর্ম্মের যেখানে যে ভাব উদ্ভূত হইয়াছে তাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্ঞান ভক্তি সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন কিম্বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তৎসমুদায়ই আমাদের সাহায্য করিল। উদারতার প্রসাদে আমরা এই অমূল্য অধিকার পাইয়াছি। কিন্তু আমরা উদারতার পক্ষপাতী হইয়া কি কোন প্রকার স্থির ভূমিতে চিরকাল

থাকিতে পাইব না? ইহা দ্বারা বায়ুনিঃক্ষিপ্ত তুষের ন্যায় কি আমরা অস্থির ভাবে যথা ইচ্ছা তথা ভ্রমণ করিব? কখন না, তাহা হইলে আমাদিগকে যথেচ্ছাচারী ইহতে হয়, অন্ধ উদারতার মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়।

কেহ কেহ মনে করেন ধর্ম্ম ও নীতির মূল সত্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমুদায় যাহা কিছু আছে তাহা বিচারাধীন। চিরদিন তাহা লইয়া তর্ক বিতর্ক আন্দোলন করিতে হইবে, না করিলে সঙ্কীর্ণতা দোষ ঘটিবে। আমরা বলি, অন্ততঃ বিশ্বাসী বলিয়া যাঁহারা ধর্ম্মজগতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদের কতিপয় মূল সত্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা বলেন আমরা সত্য ন্যায় পবিত্রতা ঈশ্বর পরলোক প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও ঐ সকল সত্যের বিরোধীদিগের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিব, জ্ঞান যুক্তি ন্যায় শাস্ত্র দিয়া তাহাদের ভ্রম বুঝাইয়া দিব তাঁহারা তাহা দিন, কিন্তু চিহ্নিত বিশ্বাসীদিগের মধ্যে এ সকল সত্য লইয়া যদি চিরদিন তর্ক বিতর্ক চলে তবে সে ধর্ম্মের নিতান্ত দুরবস্থা বলিতে হইবে। যাহারা নাস্তিক মত পোষণ করিবার জন্য জ্ঞানগরিমা প্রদর্শন করিতে আসিবে, বাক্‌কৌশল বিস্তার করিবে, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলিবে, বিশ্বাসী দলভুক্ত ব্রাহ্ম তাহাদিগের সঙ্গে তর্ক করিতে পারেন না। ধর্ম্ম কি একটী বাক্ যুদ্ধ? না, বিদ্যা বুদ্ধি পরিচয় দানের উপলক্ষ? অবিশ্বাসী নাস্তিকের সঙ্গে আবার তর্ক কি? ব্রাহ্ম হইয়া কেহ যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ, প্রার্থনার ফলোপধায়িতা অস্বীকার করত নাস্তিক বিদ্যার পরিচয় দিতে অভিলাষী হন, তবে তাঁহার ব্রাহ্ম নামের অগ্রে আর একটী বিশেষণ যোগ করিয়া দিতে হইবে। নিরীশ্বরবাদী ব্রাহ্ম, প্রত্যক্ষবাদী ফলাফলবাদী বা নিয়মবাদী ব্রাহ্ম, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ আবশ্যক। একজন বলিলেন, ঈশ্বরের বিধাতৃত্ব শক্তি নাই, পরলোকে বিশ্বাস ভ্রম, প্রার্থনা করিলে কিছু হয় না, অধিক সংখ্যক মনুষ্যের যাহাতে সুখ হয় তাহাই নীতি, মদ্যপান ব্যভিচার, চৌর্য্য, বারবণিতার সহিত আমোদে যদি জনসমাজের কোন অমঙ্গল না হয় তবে তাহাতে পাপ নাই, এ বিষয়ে আমি যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ দিতেছি, ক্ষমতা থাকে তোমরা খণ্ডন করিয়া আমাকে পরাজিত কর। এস্থলে কি আমরা তাঁহার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারি? তর্ক করা বিচার করা এক প্রকার বাক্ চাতুরী; কৌশল ও যুক্তি দ্বারা সত্যপক্ষ সমর্থনকারীকেও নির্ব্বাক্ করা যাইতে পারে; বিশ্বাসী ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে কি এ কার্য্য শোভা পায়? ঈশ্বরের নাম বৃথা লইলে যদি পাপ হয় তবে ইহাতে আরও মহাপাপ হইবে। এরূপ বৃথা বিচারে প্রবৃত্ত না হইলে যদি অনুদার সঙ্কীর্ণ হৃদয়, কুসংস্কারী ভীরু বলিয়া তিরস্কৃত হইতে হয় তাহাও প্রার্থনীয়, তথাপি নাস্তিক কিম্বা ঘোর অবিশ্বাসীর সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে বৃথা তর্ক করিবে না। যাহাদের বিশ্বাসের স্থিরভূমি নাই, এবং যাহারা পুনঃ পুনঃ আপনার মূলভূমিকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, বিশ্বাসী ব্যক্তি কেনইবা তাহাদের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন? তাঁহার কি আর অন্য কোন সৎকার্য্য করিবার নাই? যিনি কোন ব্যক্তির উপাসনা প্রার্থনা স্তব স্তুতি লইয়া ব্যঙ্গোক্তি ও নানা প্রকার আমোদ পরিহাস করেন এবং তাহার মধ্যে দুই একটী অসংলগ্ন বাক্য বা ব্যাকরণ ভুল দেখাইয়া দেন, তাঁহার সঙ্গে কেবল সেই ব্যক্তি তর্ক করিবে যে প্রার্থনা মানে না, প্রার্থনার পবিত্র গাম্ভীর্য্য যাহার কখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; বিশ্বাসী সাধক ঈশ্বরের প্রিয় সেবক তাহাতে কর্ণপাতও করেন না, যদি করেন তবে সে কার্য্য ভদ্রতা ও নীতিবিরুদ্ধ এবং দেবনিন্দা বলিয়া তাহার প্রতিবাদও করিবেন, কিন্তু তর্ক করিবেন না। যিনি বলেন আমি তোমার প্রার্থনা লইয়া ব্যঙ্গ করিলাম, তোমার উপাসনা স্তব স্তুতির ভুল ধরিলাম, তুমিও আমার সঙ্গে সেইরূপ আচরণ কর, আমাকে যুক্তি তর্কে ঠকাও, কাহার জয় হয় দেখা যাউক। তাঁহার যদি কিছুমাত্র ঈশ্বরভক্তি থাকে

তবে তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে; কেন না যে নিজে প্রার্থনা উপাসনা স্তব স্তুতি করিয়াছে, অনুতাপ ও ভক্তির জলে কখন ভাসিয়াছে ঘোর বিকারগ্রস্ত না হইলে আর তাহার মুখ হইতে এমন দেবনিন্দা বাহির হয় না। তিনি যদি ক্রমাগত বাচালের ন্যায় প্রার্থনা লইয়া পরিহাস করেন, প্রথমে তাঁহার হস্ত ধরিয়া বিনয় করিতে হইবে, তাহার পর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে হইবে, ইহাতেও যদি তাঁহার দয়া না হয় এবং দুৰ্ব্বল দেখিয়া তিনি যদি আরও আক্রমণ করেন তবে সে দেবনিন্দাকারী ভীরু ব্যক্তিকে বিশ্বাসী জগতের বাহিরের লোক মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে হইবে। যাঁহারা ঈশ্বর পরকাল সাধুভক্তি, পাপ পুণ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিতে চান তাঁহারা কল্পিত উদারতার মোহজালে পতিত হইয়া যেন কাহার প্রার্থনার প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি না করেন। যাঁহারা এ সমস্ত মূল বিষয়ের উপর তর্ক বিতর্ক করা উদারতার চিহ্ন মনে করেন তাঁহাদের সঙ্গে কেহ যেন কখন ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন নিগূঢ় কথা হঠাৎ না কহেন। মূল সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসী না হইলে ধর্ম্ম কেবল সাময়িক অবস্থা মাত্র হইয়া থাকে। ধর্ম্মের উদার বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে, সেখানে মুক্তভাবে বিচরণ কর, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র বেদীর সম্মুখে চিরদিন মস্তক নত করিয়া রাখিতে হইবে। ব্রাহ্ম হইয়া ব্রাহ্মের প্রার্থনা লইয়া যদি পরিহাস করিল তবে ধর্ম্মের বন্ধন ও শাসন আর কোথায় থাকিল? এই জন্য আমরা বলিতেছি, প্রাগুক্ত কয়েকটী সত্য যেন সমালোচনার অতীত স্থানে আমাদের মস্তকের উপরে সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। ইহার শাসনাধীনে থাকিলে সকলেরই প্রাণ রক্ষা হইবে, নতুবা উদারতার স্রোতে কর্ণহীন তরণীর ন্যায় কে কোথায় ভাসিয়া যাইবেন তাহার চিহ্নও পাওয়া যাইবে না। যে উদারতা সত্য প্রিয়তা ও ঈশ্বরভক্তিকে অতিক্রম করে তাহাকে যথেচ্ছাচারিতা বলে।

ধৰ্ম্ম প্রচারকের পরীক্ষা।

প্রাচীন কালের সাধুরা ধর্ম্মের নামে যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়া গিয়াছেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে এক্ষণকার সাধকদিগের বিপদ পরীক্ষা কষ্ট যন্ত্রণা কিছু নয় বলিলেই হয়; তথাপি ব্রাহ্মসমাজে সময়ে সময়ে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে দয়াময় ঈশ্বরের করুণার স্পষ্ট চিহ্ন যাহা লক্ষিত হইয়াছে বিশ্বাসীর পক্ষে তাহা সামান্য নহে। সম্প্রতি ১লা শ্রাবণে আমাদের কোন বন্ধু যে ঘোর বিপদে পড়িয়া ছিলেন তদ্বৃত্তান্ত পাঠ করিলে অনেক ব্রাহ্মের ভক্তিভাব উত্তেজিত হইবে। বিষয়টী অতি গভীর এবং পবিত্র; ধর্ম্মরাজ্যের একটী জীবন্ত ঘটনা, এই জন্য আমরা উক্ত বন্ধুর পত্র খানি অবিকল প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার রুচি ও ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় না হইলেও ব্রাহ্ম বন্ধুগণের উপকারার্থ ইহা উদ্ধৃত করা গেল।

"প্রিয় বন্ধু! আজ আপনাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করি। আমি পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। বাস্তবিক পৃথিবীর নিকট তো আমি বিদায় লইয়া ছিলাম, আমার সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইল কে? আমায় আবার পৃথিবীর ক্রোড়ে আনিল কে? আমি ধূলি অপেক্ষাও অসার, আমি অসারের অসার, এই দুই কথা আমার হৃদয়ে রক্তের সহিত লিখিত থাক্। আমি তো সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছিলাম, আবার আমায় পত্র লিখিতে বসাইল কে? আমার পাগল মন এখন প্রিয় সখার কথা শুনিতে ভালবাসে, তাঁহার কোন কথা বলিতে গেলে আমার হৃদয় ভাবের তরঙ্গে ও নয়ন অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়, এজন্য সে কথা আর কাহাকে? বড় বলিতে ইচ্ছা হয় না। লিখিতে গেলে চক্ষের জল, খেতে বসিলে চক্ষের জল, উপাসনায় বসিলে চক্ষের জল। আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এত দিন আমি কত লেখা পাঠাইতে পারিতাম। আমি একা বসিয়া থাকি আর সেই সুখের তরঙ্গে ভাসি, কিছু দিন এই রূপে যাইবে। এখানেও আসিতাম না, কেবল অঙ্গীকার করিয়াছিলাম বলিয়া। এ ব্যাপারটা বড় বলিতে ইচ্ছা করে না, বলিতে গেলে শারীরিক এক প্রকার ক্লেশ হয়, ও মন কি অদ্ভুত ভাবের ভিতর মগ্ন হয় তাহা আর প্রকাশ করিতে পারি না। যেখানে এই ব্যাপার হয় সেই স্থানটী ছাপরা হইতে নয় ক্রোশ

অন্তরে। তাহার নাম ইস্রাপুর, বিখ্যাত চোরের গাঁ পরে শুনিলাম আমি সাম্পানি গাড়িতে আসিতেছিলাম। কতকটা ঘোড়ার গাড়ির (মত বয়েলে টানিয়া থাকে) ঠিক সন্ধ্যার সময় এখানে উপস্থিত হইলাম। আর কোন পথিক রহিল না, এবং সেখানে যে এক্কা কি গরুর গাড়ি থাকে না তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। কেবল আমিই একা সেখানে থাকিলাম। দোকানদারেরা দোকান তুলিয়া চলিয়া গেল। সরকারী রাস্তার উপর গাড়ি খানি রাখা গেল এক খানি তাড়ি ও মদের দোকান আছে তাহাতেই জন কয়েক লোক থাকিল, আর একটী Leter Box থাম্বার উপর ঝুলান রহিয়াছে। এখানে ডাক রনারদের একটী আড্ডা আছে, তাহাদের জন্য এক খানি ঘরও দেখিলাম। সে দিন রবিবার বলিয়া গাড়িতেই সামাজিক উপাসনা করা গেল। আপনার নিয়মিত সায়ং কৃত্যাদি সমাপন করা গেল। কিন্তু মনের ভিতর এক প্রকার অজ্ঞাত আশঙ্কা হইতে লাগিল। কেমন যেন আপনাকে নিরাপদ মনে হইল না। রাত্রি যখন ৯।১০ টা হইবে গাড়ির বিশ হাত তফাত এক ক্ষেতে বসে জন তিনেক লোক কি পরামর্শ করিতে লাগিল। ঐ ঘটনাতে আমার মনে নানা প্রকার চিন্তা আসিল। আবার ভাবিলাম হয় তো পথিক লোক বসিয়া আছে মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ কেন? অবশেষে জল খেয়ে শুইলাম। কিন্তু বুক্ দুড় দুড় করিতে লাগিল, আবার তাঁহার নাম ও সহবাস স্মরণ হওয়াতে সে দুর্ব্বলতাটী চলিয়া গেল। খানিক ঘুম হইল, কিন্তু মশার কামড়ে ঘুমটী ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপ দুই তিনবার তন্দ্রা আসিতেছে আবার জাগিতেছি। কিন্তু তাড়ির দোকানের জটল্লা আর ভাঙ্গে না। অবশেষে শেষ বারে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন প্রায় রাত্রি দুইটা হইবে। চারিদিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিশীথ সময়, প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, কুকুর গুলো ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছে। আমি সেই সময় উঠিয়া বসিলাম। মনটা খুব ভাবের তরঙ্গের ভিতর ডুবিয়া গেল। বেশ সম্ভোগ করিতেছি এমন সময় একটা ডাকাতে হাঁক উঠিল; সহসা আবার মন সে রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল, সর্ব্বশরীর ডোল হইয়া আসিল। সেই হাঁকে বোধ হয় জন ১০। ১২ লোক ডাকাতি রকমের হাঁক দিতে দিতে তাড়ির দোকানের নিকট আসিল। সেই হাঁকে বাস্তবিক পেটের পীলে চমকে যায়। আমার মন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া ভয়ে দুঃখে তাঁহাকে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। খানিক একান্ত নির্ভরের সহিত দয়াময়কে ডাকিতে লাগিলাম। কিছু পরে তাঁহাদের মধ্যে গোলমাল উঠিল, কেহ কেহ ক্রমাগত গালি দিতেছে, কেহ বা মাটীতে আস্ফালন করিতেছে ও লাঠির দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতেছে, আবার কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, "শালা ছোট্টাহ্যায়, হাম্ একেলা এক লাঠিতে শির তোড় দেঙ্গে"। খানিক পরেই একজন বলিয়া উঠিল "বাস্ আবি লোটো আউর একজন বলিল? হাঁ আউর ক্যা আবি লোটো আউর মার ডালো এই কথা শুনিবা মাত্র আমি অস্থির হইয়া গেলাম, জীবনের সমুদায় আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া লুক্কায়িত হইলাম। উঃ! আর বলিতে পারিনা, ভয় দুঃখ হুতাসে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; একবার ভাবিলাম আমি চীৎকার করি, আবার ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল দূর অবিশ্বাসী! অবশেষে চারিটী কালাস্তক যমের মত চেহারা, প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া গাড়ির কাছে চারিদিকে দাঁড়াইল। একজন ডাকিতে লাগিল "আরে বলোয়ান্ 'গোড়ায়ান্কে ঐ দেশে বলোয়ান কহে উঠো! ইহার মধ্যে দল হইতে আর একজন লোক আর এক গাঁয়ের লোক ডাকিতে লাগিল, কেবল এই কথাটী বুঝিতে পারিলাম "হুশিয়ার রহো"। আমার মন তখন উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে, বড় সংজ্ঞা নাই। সেই অবস্থাতেই আমি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলাম, কি বলিয়াছি সব কথা মনে নাই, যাহা আছে তাহা এইরূপ ভাবের। দেখ, আমি সেরূপ বাবু নই, গাড়ি দেখে তোমরা মনে করিতে পার আমার নিকট অনেক টাকা কড়ি আছে, কিন্তু আমি কোন চাকরি করিনে, কেবল ভগবানের নাম করে ও ভজন করে বেড়াই, তবে যাহা আছে তাহা তোমরা লইয়া যাও। এই কথা বলিতে বলিতে আমি হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। "তু দয়াল দীন হোঁ তু দানী হোঁ ভিখারী" আর "ঠাকুর ঐ সোনাম তোমার" এই দুই হিন্দি ভজন গাইয়াছিলাম। এই ভজন গাইতে গাইতে কখন যে অজ্ঞান হইয়া ছিলাম তাহাও আমি জানি না। শেষে আমার বাহিরে যে কোন অবস্থা হইয়াছে তাহা আর মনে ছিল না। প্রিয়সখার সহবাস ও দর্শন সুধার মধ্যে মন ডুবিয়া গিয়াছিল। প্রথম যখন ঐ রূপ ভাব হয় তখন আমার গাড়োয়ানকে ডাকিতে ইচ্ছা হয় নাই, ভয়ে দুঃখে আমি তাঁহার নিকট এমন ভাবে গিয়াছিলাম যে তাহা আর নিজে কিছু বলিতে পারি না। হায়! পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আর আপনাতে ছিলাম না। আমি আর তাঁহার প্রেমের কথা বলিব না, কেননা তাহার উপযুক্ত নই। খানিক পরে আর দেখি কোন গোলমাল নাই। আমার বয়সে এমন কান্না কাঁদি নাই, প্রাণের দায়ে যেন ছেলে মানুষের মত হইয়া গিয়াছিলাম। হায়! কি সুন্দর ভাব। এ সব ভাব আর আমার প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না, যেন গোপনের ধন গোপনেই রাখি। খানিক পরে এক জন বলিতেছে "আরে উয়ো ভকৎ হ্যায়" বাস্তবিক আমার জীবনের মূল্য নাই, সকলই তাঁহার, কেবল পাপ আমার। আপনাদের চরণ ধূলিরও উপযুক্ত নহি। আমি এ ব্রত ধারণের কোন উপযুক্ত পাত্র নহি। কি জানি আমার কেবল এই কথাই মনে হয়, তাঁহার প্রেম আমার সর্ব্ব শরীরের

রক্ত, তাঁহার পদধূলি আমার মস্তকের ভূষণ, আপনাদের চরণ ধূলি আমার চক্ষের অঞ্জন। আমি আর এ পৃথিবীর বাস্তবিক উপযুক্ত হইলাম কৈ? বাস্তবিক সে সেবা করিলাম কৈ। সকল বন্ধুদিগকে আমার প্রণাম দিবেন, আমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ অভিলাষ করি। আমি তাঁহাদের অস্পর্শীয়, এ অপবিত্র জীবনের শোভা আপনারা, আমার নয়নের জল এখন থামায় কে? তবে এই পর্য্যন্ত রহিল। কি আশ্চর্য্য! আমার কিছুই অপহৃত হয় নাই।"

আপনার,

* * *

হাফেজ।

মুদ্রাসকল পরীক্ষিত হউক, তাহা হইলে কুটীর ধারী তপস্বিগণ অন্য কার্য্যের অনুসরণ করিবে।

আমার এই পরামর্শ যে বন্ধুগণ সমুদায় কার্য্য বিসর্জ্জন করিয়া সখার কুঞ্চিত কুন্তল আশ্রয় করেন।

সহযোগী বৃন্দ পান পাত্র দাতার চিকুর অবলম্বন করিয়াছেন, ভাল, তাঁহারা স্থায়ী হইবেন।

সরস কবিতা ও বংশিধ্বনি যোগে নৃত্য করা সুখের ব্যাপার, কিন্তু যে নৃত্যে কোন সখার হস্ত ধারণ হয় তাহাই উৎকৃষ্ট।

বৈরাগ্যের বাহুবল সংসারের রূপবানদিগের নিকট প্রকাশ করিও না, এই দলের এক এক জন বীরেই এক এক দুর্গ অধিকার করে।

কাকের লজ্জা নাই, তজ্জন্যই পুষ্পের উপর পদস্থাপন করে, বোল্‌বোল্‌দিগের উচিত যে অঞ্চল যোগে কণ্টক ধারণ করে।

বহুকাল হইতে তত্ত্বদর্শীগণ তোমার পথ ধূলিকে চক্ষুর অঞ্জন করিবার জন্য তোমার গম্য বর্ত্মে মস্তক স্থাপন করিয়া আছেন।

হাফেজ! দরিদ্রের প্রতি প্রধান পুরুষদিগের সহানুভূতি নাই, যদি পার ইহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া একান্ত আশ্রয় কর।

এস্থানে সহস্র কথা কেশ সূত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর বটে, যে জন মস্তক মুণ্ডন করে সেই যে বৈরাগ্য তত্ত্ব জানে তাহা নয়।

নেত্রনীরে নিমগ্ন হইয়াছি, উপায় কি করি? গভীর জলে সকলে সন্তরণ জানে না।

যিনি সুবর্ণ উৎপাদন করিতে জানেন, অথচ দরিদ্রদশাপন্ন, আমি এরূপ সুখত্যাগী প্রমত্তের সাহসের দাস।

তুমি শ্রমজীবী দরিদ্রদিগের ন্যায় পারিশ্রমিকের প্রত্যাশায় সেবা করিও না, সখা স্বয়ং দাস প্রতিপালনের প্রণালী জানেন।

বন্ধুগণ! সখা, হাফেজের হৃদয়কে শিকার করিতে চাহেন, শ্যেনপক্ষী মক্ষিকা শিকারে উদ্যত।

কোথায় এরূপ প্রফুল্ল প্রমত্ত সহযোগী, যে তাঁহার অনুগ্রহের শরণাপন্ন হইয়া একজন দগ্ধ হৃদয় প্রেমিক আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিতে পারে।

যদিচ প্রেমমার্গ ধনুর্দ্ধর দিগের সঙ্কেত ভূমি, কিন্তু যে জন বুঝিয়া চলে, সে শত্রুর উপর জয়লাভ করে।

পান পাত্র বিষাদের পথে প্রাচীর স্বরূপ, ইহাকে হস্তচ্যুত করিও না, করিলে শোক প্রবাহ তোমাকে স্থানচ্যুত করিবে!

উদ্যানপাল! তোমাকে যে হেমন্ত ঋতুসম্বন্ধে উদাসীন দেখিতেছি, খেদ সেই দিনের জন্য, যে দিন হৈমন্তিক বায়ু তোমার সুন্দর কুসুম হরণ করিবে।

জগতে দস্যু নিদ্রিতনয়, তুমি নির্ভয় হইও না যদিচ অদ্য হরণ করে নাই কিন্তু কল্য হরণ করিবে।

আমার হৃদয়ে আমি যে সকল গুণ জ্ঞান চল্লিশ বৎসরে সঞ্চয় করিয়াছি, ভয় পাইতেছি যে সেই প্রমত্ত চক্ষু তাহা সম্পূর্ণরূপে হরণ করিবে।

হাফেজ! যদি তাঁহার প্রমত্তনেত্র তোমার প্রাণ আকাঙ্ক্ষা করে গৃহকে শূন্যকর, তাহাকে দেও লইয়া যাউক।

প্রাতঃসমীরণ নিশ্বাস সৌরভ বিকীর্ণ করিবে, বর্ষীয়সী পৃথিবী পুনর্ব্বার যুবতী হইবে।

কুসুম প্রিয়পদার্থ, তাহার সহবাসকে পরম লাভ বলিয়া স্বীকার করিও, সে এই পথে উদ্যানে আগমন করে ঐ পথে চলিয়া যাইবে।

বোলবোল্ যে এই বিরহ শোকের অত্যাচার বহন করিল সে পুষ্প নিকেতন পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদ করিয়া গমন করিবে।

হৃদয়! অদ্যকার আনন্দ কল্যকার জন্য রাখিও না, কল্য কে তোমার জীবন সম্পত্তির প্রতিভূ হইবে।

মস্‌জিদ হইতে সুরালয়ে আগমন করিয়াছি বলিয়া দোষী করিও না। উপদেশের সভাদীর্ঘ, সময় চলিয়া যাইবে।

সকল সুফীর ধনসম্পত্তি বিশুদ্ধ অকৃত্রিম নহে, অনেক সুফীর খির্কানামক বৈরাগ্য বস্ত্র অনলে দগ্ধ হওয়ার উপযুক্ত।

পরীক্ষা ভূমিতে আনয়ন করিলে উত্তম হয়, তাহা হইলে যাহারা মিথ্যাচারী তাহাদের মুখ মলিন হইবে।

যাহারা সম্পদ সুখে প্রতিপালিত, তাহারা সখার পথ অবলম্বন করিতে পারে না। প্রেমিকতা দুঃখ সহিষ্ণু প্রমত্তগণেরই বটে।

নীচ সংসারের জন্য শোক কত করিবে। সুরাপান কর, খেদের বিষয় যে জ্ঞানীর হৃদয় চিন্তাকুল থাকে।

যদি সেই রূপবান্ পান পাত্রদাতার হস্তে সুরা থাকে,

তবে সুরাবণিক্ পূজার আসন বৈরাগ্যের বেশ দরবেশ হইতে গ্রহণ করিবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

[ঈশ্বরের বাণী এবং মনুষ্য ভাষা।]

রবিবার ২৫শে আষাঢ়, ১৭৯৯ শক।

কথিত আছে ভাষা আত্মাকে বিনাশ করে; কিন্তু ইহাও সত্য ভাষা ধর্ম্ম-জীবন গঠন করে। ভাষা প্রাণ বধ করে ইহা যদি সত্য হয়, ভাষা প্রাণ দেয় ইহাও সত্য। ভাষার বল, ভাষার জীবন, ভাষার পবিত্রতা বুঝিতে আমাদিগের অনেক বিলম্ব আছে। অনেকে বলেন ভাষা পরিত্যাগ কর, কেবল অন্তরের ভাব অবলম্বন করিয়া স্বর্গে প্রবেশ কর। ইহা অমূল্য কথা; কিন্তু ভাষার ভিতর দিয়াও স্বর্গে যাওয়া যায়। কোন্ ভাষার কথা বলিতেছি? সংস্কৃত ভাষার কথা। প্রকৃত বিশ্বাসী স্বভাবতঃ সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী। আধুনিক বাঙ্গলা ভাষা তাঁহার চক্ষের বিষ। কেননা তিনি জানেন এই নিকৃষ্ট ভাষার উপরে পরিত্রাণ নির্ভর করে না। মুক্তির ভাষা, সংস্কৃত প্রাচীন ভাষা। ভক্ত যিনি তিনি চিরকালই সংস্কৃত ভাষার আদর করেন, কেননা সংস্কৃতই মূল ভাষা, বাঙ্গালা অনুবাদ। সংস্কৃত দেব-ভাষা, বাঙ্গালা মনুষ্য ভাষা। একটী চিরকাল আছে, অপরটী আজ কালের। একটী সারপূর্ণ, এবং সুকোমল, অপরটী আপাততঃ চাক্‌চক্যময়, কিন্তু অসার। একটী শুনিবা মাত্র প্রাণ সঞ্জীবিত এবং হৃদয় সংস্কৃত হয়, অপরটী নির্জ্জীব এবং দুর্ব্বল। সর্ব্বত্রই এই দুই ভাষার বিরোধ। কেন বিরোধ হয়? দেবতার সঙ্গে চিরকালই অসুরের বিবাদ। ঈশ্বর বলিলেন আমি সংস্কৃত বলিব, মনুষ্য বলিল আমি সংস্কৃত বুঝিতে পারি না। ঈশ্বর বলিলেন প্রেমের ভাষা, তাঁহার হৃদয়ের ভাষা: কিন্তু অপ্রেমিক মনুষ্য তাহা গ্রহণ করিতে পারিল না। এই জন্য প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বিরল হইল। সেই ভাষা মলিন হইয়া আধুনিক নিকৃষ্ট বাঙ্গালার আকার ধারণ করিল। অবিশ্বাসী মনুষ্য বলিল আমি ঈশ্বরের সংস্কৃত কথা বুঝিতে পারি না; কিন্তু আমি যুক্তি দ্বারা বুঝিয়াছি যে এক জন ঈশ্বর আছেন। অতএব ঈশ্বর যেখানে 'আমি বলিতেছি' বলিয়াছেন, মনুষ্যের নির্জ্জীব বাঙ্গালা ভাষায় তৎপরিবর্ত্তে 'তিনি বলিতেছেন' ব্যবহার হইয়াছে। ঈশ্বর বলিলেন 'বৎস, আমি তোমাকে আমার নিকটে বসাইতে চাহি' মনুষ্য বলিল আমি ঈশ্বরের এই সংস্কৃত কথা বুঝিতে পারি না; কিন্তু আমি ধর্ম্ম বুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়াছি, আমাদের সকলেরই ঈশ্বরের নিকট যাওয়া উচিত। এই রূপে ঈশ্বর-বাণী, দেব-ভাষা বিকৃত হইল, সংস্কৃত ভাষা চলিয়া গেল, মনুষ্যের নিকট বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইল। এই জন্যই পৃথিবীর এই দুর্দ্দশা। প্রাচীন শাস্ত্রে লিখিত আছে, ঈশ্বর হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "আমি আছি।" এই দুইটী শব্দ সংস্কৃত ভাষা। আধুনিক অবিশ্বাসী জগতে এই ভাষা বুঝিতে পারে না। এখানকার গ্রন্থে আর সেই জীবন্ত "আমি আছি।" এই কথা নাই "আমি আছি" ইহার পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট বাঙ্গালা ভাষায় অতএব "তিনি আছেন" নির্জ্জীব শব্দে এ সকল কথা লিখিত হইয়াছে। আধুনিক ভাষা নির্জ্জীব, অপদার্থ, ইহা দ্বারা প্রজ্বলিত উৎসাহপূর্ণ বিশ্বাস জন্মে না। পূর্ব্বকার গ্রন্থে লিখিত আছে, ঈশ্বর হৃদয়ভেদী সংস্কৃত শব্দে বলিলেন "আমি আছি।" এখন মনুষ্য সে কথা বলিতে সাহস পায় না। এই জন্য পৃথিবী অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। যদি ঈশ্বরের ভাষা সজীব থাকিত। তবে পৃথিবীতে এরূপ ভয়ানক নাস্তিকতা, অবিশ্বাস স্থান পাইতে পারিত না। ঈশ্বরের জীবন্ত সংস্কৃত ভাষা শুনিলে আমাদিগের সংশয় অভক্তি দূর হইত। যখনই ঈশ্বর বলিতেন "সন্তান, দ্বার খোল, আমি তোমার প্রাণমন্দিরে প্রবেশ করিব' তোমার ভয় নাই, আমি আছি, তোমার হৃদয়ের মধ্যে এক খানি আসন দাও আমি বসি।" তখনই আমাদের মৃত প্রাণ সচকিত হইয়া উঠিত, তখন আমরা বলিতে পারিতাম পিতার মধুর ভাষা শুনিয়া হৃদয় জুড়াইল, মৃতপ্রাণে নবজীবন সঞ্চারিত হইল। দেখ ভাষাতে কিনা হয়? এই জন্য প্রারম্ভেই বলিয়াছি অসার নির্জ্জীব ভাষা যেমন আত্মাকে বিনাশ করে, জীবন্ত ভাষা তেমনি ধর্ম্ম জীবন গঠন করে। ঈশ্বরের সংস্কৃত ভাল ভাষা না শুনিলে কেহই প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারিবে না। যদি ঈশ্বরের কথা শুনিতে না পাও তবে কিরূপে জানিবে যে ঈশ্বর জীবন্ত এবং তিনি কথা কহেন; অতএব তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি কখনও বলিও না ভাষা কিছুই নহে। ঈশ্বরের ভাষা মনুষ্যের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। "আমি" যিনি বলেন তিনিই ঈশ্বর। 'তিনি' যিনি বলেন তিনি কল্পিত, মৃত ঈশ্বর। যিনি জীবিত আছেন সেই ঈশ্বর আত্ম পরিচয় দিবার সময় 'তিনি' বলিবেন কিরূপে? কে মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারে ঈশ্বর আত্ম-পরিচয় দিবার সময় 'তিনি' এই শব্দ ব্যবহার করেন? কোন্ মনুষ্য বলিতে পারে বলুক এই বিস্তৃত সভ্যতার মধ্যে ঈশ্বর আর "আমি আছি" এই কথা বলেন না। কোন্ পাষণ্ড ঈশ্বরকে মৃত বলিয়া এই রূপে তাঁহার অপমান করিবে? ভক্তগণ, তোমরা কি জাননা যে ঈশ্বরের সমুদয় কথা আমি বলিয়া আরম্ভ হয়? ঈশ্বরের কথা চিরকাল সংস্কৃত "আমি।" তিনি আপনার সম্বন্ধে আপনি কিরূপে তিনি এই নির্জ্জীব

শব্দ ব্যবহার করিবেন? ঈশ্বরের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া যদি মনুষ্যের নির্জ্জীব ভাষা গ্রহণ কর তবে তাহার দুর্গন্ধে মরিবে। সরল বিশ্বাসী হইলে সহজেই ঈশ্বরের জীবন্ত ভাষা বুঝিতে পারিবে। "আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।" "আমি পাঁচ জন ভক্তকে এক স্থানে দেখিতে ভাল বাসি।" "পাপী কাতর প্রাণে ডাকিলেই আমি তাহার নিকট প্রকাশিত হই।" এ সকল সহজ কথা। এ সকল কথাই শুনিতে ইচ্ছা হয়। আমার তোমার যে কতক গুলি ভস্ম পাণ্ডিত্যের মৃত কথা আছে সে গুলি গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন কর। ঈশ্বরের সংস্কৃত বিকৃত করিও না। ঈশ্বরের ভাষায় বাঁচিয়া যাইবে। ঈশ্বর সম্বন্ধে "তুমি আমি" এই ভাষা ধর, এবং "তিনি আমি" এই মৃত ভাষা ছাড়। বাপের সঙ্গে ছেলের কথা সহজ। ঠিক সহজ কথা শুন। অতএব ভক্তগণ ঈশ্বরের ভাষাকে প্রিয় বলিয়া রক্ষা কর, পরিত্রাণ পাইবে সেই ভাষা দ্বারা।

আচার্য্যের উপদেশ

[দুর্ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের কৃপা।]

বৃহস্পতিবার, ৫ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

সহস্র উপদেশ অপেক্ষা একটী ঘটনা বড়। ঈশ্বর আমাদিগের জীবনে যাহা ঘটান তাহা বহু মুল্য। ঈশ্বর দয়াময়, এই কথা কত বার শুনিলাম; কিন্তু তাঁহার দয়া যখন একটী ঘটনায় প্রকাশিত হয় তাহাতে আমরা যে শিক্ষা পাই রাশি রাশি উপদেশের দ্বারা তাহা হয় না। এই জন্য আমরা জীবন পুস্তকে যাহা শিক্ষা করি তাহা অমুল্য এবং শিরোধার্য্য। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিকট যোগ। ঈশ্বর প্রতি দিন আমাদিগের প্রতিজনের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করেন। তিনি আমাদিগের প্রত্যেকের মস্তকে যে স্নেহবৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগ ও যদি স্মরণ করিয়া রাখি আমাদের প্রাণ কখনও কঠোর হইতে পারে না। ভক্ত প্রতিদিন নিজের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে উজ্জ্বল নয়নে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করেন। তাঁহার হৃদয় সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষাকরিয়া থাকে যে কখন্ তিনি দেখিবেন, ঈশ্বর আসিয়া এই ঘটনা ঘটাইলেন, তিনি এই বিপদ প্রেরণ করিলেন, তিনিই আবার সেই বিপদ হইতে তাঁহার দাসকে রক্ষা করিলেন। ভক্তের চক্ষে সমস্ত জীবন কবিত্ব। ভক্তির অভাব হইলে পদ্য গদ্য হয়। ভক্ত সর্ব্বদাই আপনার প্রাণ হইতে নব-প্রসূত প্রেম পুষ্প তুলিয়া ঈশ্বরের পাদপদ্ম পূজা করেন। যদি ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হয় তবে তিনি ঈশ্বরকেও আর সুন্দর এবং প্রেমপূর্ণ দেখিতে পান না। তাঁহার শুষ্ক চক্ষে ঈশ্বরও শুষ্ক প্রস্তর বলিয়া বোধ হয়। অতএব যদি ঈশ্বরকে চির সুন্দর বলিয়া বিশ্বাস কর তবে জীবনের ঘটনার মধ্যে তাঁহার প্রেম দর্শন কর। ভক্তির সহিত এইরূপ কথা বলিতে শিক্ষা কর প্রেমময় ঈশ্বর আমারি জন্য এই করিয়াছেন, তিনি আমাকে এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সম্প্রতি তোমাদের একজন প্রচারক ভ্রাতা ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। এই ঘটনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার দাসের জীবন রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার প্রেমের একটী স্তম্ভ রক্ষা করিয়াছেন। এক জন সামান্য প্রচারক, তোমাদের দাস, ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতেছিলেন। ঈশ্বরই তাঁহার লক্ষ্য, ঈশ্বরই তাঁহার পথ প্রদর্শক, ঈশ্বরই তাঁহার রক্ষা কর্ত্তা, কখন্ কোন বিপদ ঘটিবে তাহা কিছুই তিনি জানিতেন না। অপরিচিত স্থানে যাইতেছিলেন, পথে দ্বিপ্রহর রাত্রি হইল, দস্যুরা আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল, মৃত্যু নিকটে আসিয়া উপস্থিত দেখিয়া হিন্দি ভাষাতে তিনি ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভয়েতে, দুঃখেতে, নিরাশাতে অবসন্ন হইয়া গান করিতে করিতে মূর্চ্ছিত এবং অচেতন হইয়া পড়িলেন। সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে এই পত্র লিখিয়াছেন:—

"আমি কাল রাত্রে পথে বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম, উঃ সে ঘটনা স্মরণ করিলে এখনো আমার হৃদয় ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে, প্রভুর কৃপার কথা মনে হইলে আমি আর চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিনা। ইসবাপুর নামে একটী স্থান আছে, ছাপরা হইতে নয় ক্রোশ। কাল সন্ধ্যাকালে যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখনই মনে মনে কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল, সেটা চটী রকম স্থান নয়, এবং রকম সকম দেখে বোধ হইল যেন গোলযোগের জায়গা। লিখিতে আমার গা কাঁপিয়া উঠিতেছে, সর্ব্ব-শরীর ডোল হইতেছে। রাত্রি যখন দুই প্রহর হইবে এমন সময় ডাকাতি রকমের হাঁক শুনিতে পাইলাম। একে একে লোক প্রায় ১০।১৫ জুটিয়া গেল, চারিদিকে নিস্তব্ধ ঘোর অন্ধকার, আর কেবল আমারই গাড়ি রহিয়াছে, মশা'র কামড়ে ঘুম না হওয়াতে অমনি জাগিয়া উঠিলাম। লোক গুলো বসে গজরাচ্চে, মাটিতে লাঠি মারিতেছে আর গাল গালি দিতেছে এমন সময় একজন বলিয়া উঠিল "বাস্, আবি লোটো আউর মার ডালো' গাড়োয়ান ঘুমিয়ে ছিল বলিয়া আমি আর তাহাকে উঠাইলাম না, ভাবিলাম বিধাতার হাতে নির্ভর করিয়া যে উপায় আসে তাহাই অবলম্বনীয়। ৪ জন প্রকাণ্ড জোয়ান লম্বা লম্বা লাঠি হাতে করিয়া গাড়ির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর একজন ডাকাতি হাঁকে আর এক গ্রামের লোক ডাকিতে লাগিল। আমার মন দুঃখে, ভয়ে, ত্রাসে ও হতাশে তাঁহার ভিতর

যেনে দুকুারিত হইল, তথনও আমার কিছু জ্ঞান আছে, তখন আমি এক অদ্ভুত ভাবে হত ভম্ব হইয়া এই ভাবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলাম দেখ আমি চাকরিও করিনা ও সেরূপ বাবুও নহি, আমি কেবল ভগবানের নাম করেও ভজন করে বেড়াই, আমার কাছে বড় কিছু নাই, যাহা আছে তাহাই লইয়া যাইতে পার। এইরূপ বলিতে বলিতে আমি হিন্দি ভজন গাইতে লাগিলাম। আমি কেঁদে আচ্ছন্ন হইয়া গেলাম। আধ ঘণ্টা সংজ্ঞা বিহীন হয়ে ঐরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে ভজন করিতে লাগিলাম। তাহার পর কি হইল আর জানিনা। অনুপযুক্ত দাসের প্রতি প্রভুর এত দয়া কেন? এভাল বাসাতে যে মন পাগল হয়, আমার আর কি তাঁহার সেবাতে ত্রুটি হইবে? এখন তাঁহার চরণ পদ্ম জড়াইয়া ধরি, জীবনটা মারিয়া সেখানেই রাখি। আপনার আশীর্ব্বাদও কৃপা কি আর ভুলিতে পারি? বন্ধুগণের শুভ কামনা কি আর অগ্রাহ্য করিতে পারি? তাঁহাদের চরণের ধূলি হইয়া থাকি। আমি আর তাঁহাকে ছাড়িব না; এমন দর্শনও আর সম্ভোগ করি নাই। বিপদ্! তুমি আমার হৃদয় বন্ধু, প্রিয় সখাকে এত ভাল বাসিতে আরতো কেহ শিখাইতে পারেনা।”

এইরূপে কত স্থানে কত সময়ে প্রেমময়ের হস্ত বিশেষ রূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। তাঁহার একজন দাসকে ভয়ানক দস্যুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন এই ঘটনা স্মরণ করিয়া আমরাত কৃতজ্ঞ হইবই; কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞ হইয়া ক্ষান্ত হইলে হইবে না। এই ঘটনা হইতে আমাদিগকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। যাহাতে মনের দস্যু সকল পরাস্ত করিতে পারি এমন সাধন অবলম্বন করিতে হইবে। ব্রহ্মভক্তের সজল নয়ন দেখিয়া. ব্রহ্মভক্তের মুখে দয়াল নামের গান শুনিয়া দস্যুরা পলায়ন করিল; কিন্তু পাপ দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনের দুর্দ্দান্ত রিপুদিগের বিকটাকার দর্শনে যখন প্রাণ নিরাশ হয় তখন পিতা, মাতা, ভাই, ভগনী, স্ত্রীপুত্র কেহই রক্ষা করিতে পারে না তখন কেবল হরি নাম ভরসা, কেবল রসনা সহায়। প্রলোভন রূপ দস্যু সকল তোমাকে বধ করে আর কি, যখন সাধক, এরূপ বিপদ দেখিবে তখন কেবল হরি নাম কর, দেখিবে নাম করিতে করিতে সমুদয় পাপ দস্যুরা চলিয়া গিয়াছে। হায়, দয়ালের কত অনুগ্রহ!! এমন সুন্দর দয়াল পরমেশ্বরত আর কোথায়ও দেখি নাই। দ্বি প্রহরা রজনীতে যখন ভ্রাতাকে রক্ষা করে এমন আর কেহই ছিলনা তখন তাঁহারই দক্ষিণ বাহু ভ্রাতাকে সেই ভয়ানক মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল। ঈশ্বরের মত ভাল লোক আর কেহ নাই। আমাদিগের কি কঠিন মন, এমন প্রাণের প্রিয়তম ঈশ্বরের নামে ইহা মজিল না!! “যে নাম বলতে বলতে প্রাণ গেলেও ভাল থাকলেও ভাল” সেই নামে আমাদের মন মাতিল না। ঈশ্বর আমাদিগকে এখনও কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন? তাঁহার বুঝি এই ইচ্ছা যে এই পাষণ্ড সন্তানেরা আরও দিন কতক প্রেমের হিল্লোল দেখুক? এখনও মর নাই কেন জান ভাই? এই জন্য যে ঈশ্বর দেখিতে চান আমাদের প্রাণ থাকিতে আমারা দয়াল নামে মাতি কিনা। যদি বলিতে পারিতাম “হে প্রাণসর্ব্বস্ব ঈশ্বর, আমি তোমারই হইলাম, তোমার গুণে পরাস্ত হইলাম।” তাহা হইলে জীবন নাটকের অভিনয় ফুরাইয়া যাইত। প্রেমময় ঈশ্বর [illegible]র প্রতিজনকে [illegible] তোমাকে এত স্নেহের সহিত আমার সুকোমল অমৃত ক্রোড়ে পালন করিলাম তাহার বিনিময়ে তুমি কি কৃতজ্ঞতা আনুগত্য দিবে না? আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনটী এখনও শাদা রহিয়াছে তাহার কাগজ এখনও অলিখিত রহিয়াছে। ঈশ্বর দয়া করিয়া ঐ কাগজ গুলি অধিকার করিয়া লউন। যদি ঈশ্বর থাকেন তবে স্বতঃ দুই চারজন লোকও পৃথিবীকে দেখাইবে যে ঈশ্বর দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও দস্যু এবং পাপের হস্ত হইতে তাঁহার দাসদিগকে রক্ষা করেন। ব্রাহ্মগণ, বিলম্ব করিও না, জগৎকে দেখাও যিনি পাপীর বন্ধু তাঁহার সুন্দর প্রেম মুখ দেখিলে কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

সংবাদ।

“ভারত সৌভাগ্য এবং চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত” নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক তথকার জনৈক উৎসাহী ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু রাজেশ্বর গুপ্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের সৌভাগ্য এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ এবং তথাকার সমাজের ঐতিহাসিক বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ঈশ্বরভক্তি প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম [illegible] যিনি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করেন ধর্ম্মের সাহিত্য ভাণ্ডারে তাহা সাদরে স্থান পাইবার উপযুক্ত। ঈদৃশ অল্প মূল্যের ক্ষুদ্র পুস্তক সত্যধর্ম্ম ও বিশ্বাস ভক্তি প্রচারের বিশেষ উপযোগী।

“শ্রাদ্ধ ক্রিয়া” ইহাতে বরাহনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত স্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সকল বক্তৃতা প্রার্থনা শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পরলোক গতা স্ত্রীর প্রতি শশি বাবুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

নিবেদন।

ছয় মাসের অধিক গত হইল, ধর্ম্মতত্ত্বের অধিকাংশ বিদেশস্থ গ্রাহক মহাশয়গণের নিকট অদ্যাপিও অগ্রীম মূল্য পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র যাহাতে মূল্য পাইতে পারি এমন মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। পত্র লিখিয়া আমাদিগকে অনর্থক ব্যয় করিতে না হয়।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩নং কলেজ স্কোয়ার হাওয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই শ্রাবণ শ্রীমদ্ মনোহর রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধৰ্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১১ ভাগ। ১৫ সংখ্যা। | ১ লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে ভক্ত হৃদয়বিহারী প্রসন্ন বদন পরমেশ্বর! তোমার গৃহ প্রবেশের গূঢ় নির্দ্দিষ্ট পথ বাহির করা এবং তাহা চিনিয়া রাখা বড়ই কঠিন দেখিতেছি। অসীম অদৃশ্য রাজ্য, কোথায় দিয়া কখন লইয়া যাও তাহা মনে থাকে না। এই জন্য অনেক সময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, পথহারা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয়। সাধু ভক্তগণকে তুমি সে পথ চিনাইয়া দিয়াছ। তাঁহারা সেই পথ অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে তোমার অভিমুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, একটী সুন্দর নাম ধরিয়া ডাকিলেন আর তোমার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তুমি আপনার সিংহাসন প্রান্তে তাঁহাদিগকে বসাইলে, নিজ অনুপম রূপ লাবণ্য দেখাইলে, আশাপূর্ণ সুমধুর বচনাবলী শুনাইলে, তাঁহারা মোহিত হইয়া গেলেন, সংসারের কথা আর তাঁহাদের মনেও রহিল না। তাঁহারা যে তোমার সৌন্দর্য্য রসে ডুবিয়া আনন্দে সন্তরণ করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি। আমি চঞ্চল চিত্ত অনুরাগবিহীন, তাহাতে আবার সংসারের দিকে টান বিলক্ষণ আছে, তোমার পূজা করিতে আসিয়া ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করি, নানা দিকে মুখ ফিরাই, ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া তোমাকে ডাকি, সুতরাং উত্তর পাইনা। কোন্ পথ ধরিয়া কোথায় দাঁড়াইয়া কোন্ মুখ হইয়া কি নাম বলিয়া তোমাকে ডাকিতে হয়, তাহা আমাকে বলিয়া দাও যে আমি ডাকিবা মাত্র তোমার উত্তর পাইব। হে অন্ধের পথদর্শক দয়াময় ঈশ্বর! আমি শুনিয়াছি এবং বিশ্বাসও হয়, তোমাকে যথা বিধানে ডাকিলে কেহ নিরাশ হইয়া ভগ্ন মনে ফিরিয়া যায় না। আমি যে বার বার ফিরিয়া আসি, পথ চিনিতে পারি না, সে কেবল নিজকর্ম্ম দোষে, নতুবা তোমার নিয়মত কখন অন্যথা হইতে পারে না। হে কৃপাসিন্ধো! এখন এই মিনতি যে একটী নির্দ্দিষ্ট নাম একটু নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া দাও, নিত্য নিত্য যখন ইচ্ছা হইবে তখন আমি ভক্তির গূঢ় পথ দিয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইব এবং সেই নামটী ধরিয়া তোমাকে বার বার ডাকিব আর তোমার স্বর্গের দূত আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া আমাকে একবারে তোমার নিকট লইয়া যাইবে। বিভ্রান্ত চিত্ত পথিকের ন্যায় আর চির দিন বৃথা ভ্রমণ করিতে পারি না, দিনও ক্রমে শেষ হইল এখন আর বিলম্ব সহ্য হয় না। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি তুমি তোমার অলৌকিক কৃপা কৌশলে আমাকে গম্যস্থানে লইয়া গিয়া উপস্থিত কর। এবং এমন বোধ শক্তি দাও যাহাতে স্বভাবতঃই বুঝিতে পারি আমি ঠিক তোমার অভিমুখে আছি।

প্রেমোল্লাস।

প্রমত্ত মন বড় ভাবুকের পক্ষপাতী, সে ভাবুকের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসে, ভাবুক দল ছাড়া হইলেই যেন তাহার জীবনের তেজঃ ও স্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত হয়। যেন বলি কেন, বাস্তবিকই তাঁহার মৃত্যু। কত ব্রহ্মজ্ঞানী দেখা গেল, হয় কঠোর নয় তো একটু কোমল হৃদয়। কিন্তু প্রকৃত ভাবুকতার নিকট দিয়াও কেহ যায় না। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাঁহার সহবাস সুখ সম্ভোগ করিতে প্রায়ই বঞ্চিত থাকে। ভাবুক মন প্রিয় সখার সহবাসের নিম্নতর গভীর দেশে অবতরণ করেন। সেখানে জীবনের অত্যন্ত মিস্টতা, তথায় সুধা রাশি সঞ্চিত। ব্রহ্মজ্ঞানি! তুমি কেবল পাঁচ রকম স্বরূপ চিন্তা ও প্রার্থনা করিয়াই শেষ করিলে, কিন্তু আসল সুখ টুকু ভোগ করিতে পারিলে না এইজন্য তোমার ধর্ম্ম কঠোর হইয়াছে, তোমার উপাসনায় তাদৃশ রস নাই, প্রিয়তমের সহবাসে প্রাণটা রাখিতে তোমার প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই তাঁহার হস্তে জীবনটা ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। ব্রহ্ম কৃপাতে যদিও ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তরে ভাবের উদয় হয়, কিন্তু সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টা তাঁহাতে সঁপিয়া দিতে ইচ্ছা হয় না। অন্তরটা এমনি পার্থিব জ্ঞানে গর্ব্বিত যে তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া আপনার দিকটা বজায় রাখিতে একান্ত অভিলাষ হয়। সুতরাং কেবল প্রেম শাস্ত্রের গভীর মর্ম্ম অবধারণে বঞ্চিত থাকিতে হয় তাহা নহে, সে পথেই হৃদয় বিচরণ করে না। এই জন্য এখনকার ব্রহ্মজ্ঞানী বা দিন দিন কঠোর নীরস ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছেন ও অবিশ্বাসের স্রোতের ভিতর ভাসিয়া যাইতেছেন। প্রেম শাস্ত্রের মূল কোথায়? যখন ঈশ্বরের হস্তে সমুদয় জীবনটী অর্পিত হয়, তখনই প্রেমাঙ্কুরের উদ্গম হয়, এই অবস্থাতে ভাবুকতা জন্মে। প্রকৃত ভাবুকতা কি? ঈশ্বরের হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিলে তাঁহার স্বভাবের মধুর আকর্ষণে হৃদয় আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণে অন্তরে ভাবের উচ্ছ্বাস হয়, সেই উচ্ছ্বসিত অবস্থাকে ভাবুকতা বলা যায়। ঈদৃশ অবস্থাতে প্রিয়তমের দর্শনের জন্য মনে অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মে, হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলে। যত অস্থিরতা তত তাঁহার প্রকাশ ঘনতর ও গূঢ়তর হয়। এই প্রকাশই তৎকালে জীবনের সমুদয় মিস্টতা হয়, ঐ প্রকাশই হৃদয়ের অকর্ষণ হয়। ঐ প্রকাশই আত্মার পুণ্যের চন্দ্রমা হয়, ঐ প্রকাশই মনের সকল শক্তির আধার হয়। এই সময়ে পুণ্য, বল, ব্যাকুলতা, আকর্ষণ সব ঘনীভূত হইয়া ভাবের তরঙ্গে একীভূত হইয়া যায়। এই ঘনীভূত অবস্থার নাম পরিণত ভাবুকতা। এরূপ ভাবুকতা না হইলে আবার হৃদয়ে গূঢ়তম প্রেম সঞ্চারিত হয় না। এই ভাব যখন প্রবল হয় তখন সাধক সমুদয় শরীর মন তাঁহাতে ঢালিয়া দেন। তদবস্থায় কি যে এক অপূর্ব্ব সুখোদয় হয় তাহা আর প্রকাশ করা যায় না। প্রেমিকের এই অবস্থাতে প্রেমোল্লাস আরম্ভ হয়। প্রেমোল্লাস প্রেমিকের পক্ষে অতিশয় মধুর পদার্থ, ইহাতে তিনি পাগলের মত হইয়া বেড়ান। তখন তিনি যাহা দেখেন তাহা দর্শন মাত্রই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠেন, এই কি আমার প্রিয়সখার নিদর্শন? আহা! কি সুখের অবস্থা, যে সে কারণে হৃদয়ের মত্ততা জন্মে। সর্ব্বদাই হৃদয় বিগলিত ও প্রেমরসে মগ্ন, সকল বিষয়ে বিচ্ছিন্ন ও এলোমেলো। বাহিরের জগতে বড় চৈতন্য ও হুঁস্ থাকে না। কখন কখন এমন ভুল হইয়া যায় যে তাহা অপর লোকে দেখিলে হাসিয়া মরে, কিন্তু তাহা কি বড় কেহ টের পায় না। তবে কে জানিতে পারে? ঐ পথের পথিক প্রেমিক ভাবের মানুষ বড় চিনিতে পারেন। তিনি সে রূপ লোক দেখিলেই খানিক স্তম্ভিত হইয়া তাহাকে দেখিতে থাকেন। অমনি সেই দর্শনে দর দরিত ধারে তাঁহার নয়ন বারি পতিত হইতে থাকে। ইহা কেন হয় আর বড় কেহ বুঝিতে পারে না। আবার হাস্যরসে জগৎ যেন পরিপূর্ণ হয়। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার এই পরিবর্ত্তন। সর্ব্বদাই কে এক জন কাছে, তাঁহার মনকে ভুলাইয়া রাখে

কে? কি এক মায়া পাশ তাঁহাকে আবদ্ধ করে যে তাহার আর বর্ণনা হয় না। এই অবস্থাতে মনের ভিতরে নিয়ত এই কথাটার আন্দোলন উঠে, কৈ এখনো আসিলে না যে? আমর যে সব অন্ধকার? ও হৃদয় নাথ! আমার একি বিপদ ঘটিল আমি ভাবের তরঙ্গ হইতে যে চক্ষু দুইটা তুলিতে পারি না। আমি এমন সামর্থ্যহীন হইলাম কেন? এই কথা বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া গড়িয়া পড়েন, উল্লাসে মগ্ন হয়েন। কেবলই আনন্দের হিল্লোল, কেবলই প্রেমের উল্লাস। তাঁহার সকলই মিষ্ট, সব মধুর। এই প্রেমিকের সঙ্গ পৃথিবীতে দুর্লভ। এই রূপ যাহার ভাগ্যে সঙ্গ হয় সে জীবন্মুক্ত, সে যে কি, তাহার আর অভিধান নাই। তবে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভাগ্যে কি এই রূপ অবস্থা আসিবে? ঈদৃশ জীবনে তো আসিবে না। যদি ইহার পরিবর্ত্তন হয় তবে এই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ সম্ভব হইতে পারে। যাহা হউক, এখন কি ইহা না হইলে ব্রাহ্মের প্রাণ বাঁচে? কখনই বাঁচে না। কিন্তু এ পথের পথিক কেহ হইতে চাহে না, এই জন্যই তো ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্তরে প্রেমও নাই সুখও নাই, প্রকৃত মত্ততাও নাই। তবে একবার সকলে প্রেমিক ও মত্ত হও, হৃদয়বল্লভের প্রেম দর্শন মাত্র মানুষকে পাগল করিয়া তোলে এই সার কথা জানিব, দেখিলে না তাই মজিলে না। যদি দেখিতে, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি মরিতে, দাঁড়িয়ে নাচিতে, হাসিতে মত্ত হইতে।

জীবনের অব্যক্ত ধর্ম্মভাব।

সাধক যতক্ষণ সবশে থাকেন ততক্ষণ তাঁহার রসনা ও কর্ণ ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য বর্ণন ও শ্রবণ করিতে শ্রান্তি বোধ করে না; কিন্তু যখন প্রগল্ভা ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার আপাদ মস্তক প্লাবিত হইয়া যায়, বুদ্ধি বিবেক বাক্‌শক্তি তখন আর আপনাপন কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয় না। বাহিরের সমস্ত ধর্ম্মকোলাহল নিবৃত্ত হইয়া ভিতরে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় পবিত্র ব্রহ্মাগ্নি তখন গম্ গম্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। মহাপ্লাবনে যেমন দেশ নগর ভাসিয়া যায়, ঘনীভূত ব্রহ্মানন্দ রস হৃদয় হইতে উথলিত হইয়া তেমনি সাধকের জীবনকে পরিপূর্ণ করত উপরে ভাসিয়া উঠে। আপনাকে আপনি ভুলিয়া গিয়া যিনি এইরূপে প্রকাশ পান তাঁহার জীবন জীবন্ত ধর্ম্মপুস্তক, তাহার একটী পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে না করিতে ঘোর অবিশ্বাসী শুষ্ক হৃদয় মানবের মনেও ভক্তি প্রেম অজ্ঞাতসারে সংক্রামিত হয়। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তর সর্ব্বদাই অগ্নিময়, কখন তাহা প্রভূত বেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় কখন বা ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে। ব্রহ্মগত প্রাণ সাধকের জীবন তদ্রূপ। তিনি সময়ে সময়ে এমনি স্পন্দহীন নির্ব্বাক্ হইয়া অন্তর রাজ্যে ব্রহ্মপ্রেম সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন যে তখন একটী কথা বলিতেও তাঁহার ইচ্ছা হয় না, কেবল অবিচ্ছেদে গভীর যোগের আনন্দ শান্তি তিনি সম্ভোগ করেন। কিন্তু তখনও তাঁহার সেই বাক্যহীন মুখমণ্ডলে প্রেমের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়, আনন্দ বিকসিত আস্য এবং প্রশান্ত নয়ন যুগল অলৌকিক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করে। এই অব্যক্ত গভীর ঘন আনন্দ পাপীর মন পরিবর্ত্তনের পক্ষে যেমন অব্যর্থ মহৌষধ এমন আর কিছুই নহে। ধর্ম্মপ্রচারক বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া রাশি রাশি বাক্য ব্যয় করিয়া সহস্র লোকের মধ্যে এক জনকেও হয়ত প্রকৃত ধর্ম্মপথে আনিতে পারিবেন না, কিন্তু ভক্তের অব্যক্ত ধর্ম্মভাব অলক্ষিতভাবে লোম কূপের ভিতর দিয়া পাপীর অন্তরে প্রবেশ করত বিপ্লব আনয়ন করিবে। জীবন যখন ধর্ম্ম প্রচার করে তখন রসনাকে আর বহু বাক্য ব্যক্ত করিয়া ক্লেশ পাইতে হয় না, একটী নিঃশ্বাসই তখন যথেষ্ট। প্রেমোন্মত্ত চৈতন্য কয়টী কথা বলিয়াছিলেন? মতামত, ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার কোথা? একবার হস্তোত্তোলন করিলেন, হরিবোল বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হুঙ্কার রব করিলেন,

মেদিনী কাঁপিয়া গেল, হরিনামের গুণে পাষণ্ড দলন হইল, দলে দলে লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল। একবার প্রেম বিগলিত ভাবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিলেন, ধূলায় লুণ্ঠিত হইলেন, অমনি শত শত লোক কাঁদিয়া বক্ষস্থল ভাসাইল। যাহাকে তিনি একবার প্রেমভরে আলিঙ্গন দান করিলেন, একবার সহাস্য প্রসন্ন বদন ফিরাইয়া কোমল নয়নে যাহার পানে চাহিলেন, মধুর স্বরে দুইটী স্নেহপূর্ণ অমৃত কথা কহিলেন সে জন্মের মত কৃতার্থ হইয়া গেল। তাঁহার আদরের মুষ্টাঘাত যে পাইল, দুইটী কঠিন কথা যে শুনিল সে আপনাকে ধন্য মনে করিল। তাঁহার অন্তরস্থিত ভক্তি অন্যেতে সহজেই সংক্রামিত হইত। যাহাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি একবার হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমোদে মাতিয়াছেন, হাত তুলিয়া নৃত্য করিয়াছেন তাহারা সে সুখ আর জন্মে কখন ভুলিতে পারিল না। কেবল অব্যক্ত ভালবাসা এবং অব্যক্ত ধর্ম্মভাবে তিনি এই বঙ্গদেশকে মাতাইয়া গিয়াছিলেন।

দৌর্ব্বল্যে বল।

জগতে প্রায় সকল বস্তুরই হ্রাস বৃদ্ধি আছে। এই হ্রাস বৃদ্ধি অখণ্ড নিয়মে সম্পাদিত হয়। সর্ব্বত্র উত্থান ও পতন আছে। সকলের সম্বন্ধে উত্থানও চির উত্থান নহে, পতনও চির পতন নহে। যত দিন মনুষ্য আপনার জীবনের ভার আপনার হাতে রাখে, জয় পরাজয় উত্থান পতন তাহার সম্বন্ধে চিরসম্ভব ব্যাপার। কেহ মনে করিলেই যে তখনি আপনার জীবনের ভার চিরদিনের জন্য ঈশ্বরের উপর অর্পণ করিলেন তাহা নহে। কোন বিপদ বা বিঘ্ন দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া অনন্যোপায় হইয়া মনুষ্য বলিল, "হে ঈশ্বর! আজ হইতে আমি আর 'আমার' বলিবার কিছু রাখিলাম না; সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিলাম।" সেই বিপদ চলিয়া গেল, আবার সংসার অনুকূল হইল, মনুষ্য যাহা কিছু অর্পণ করিয়াছিল, আমায় নয় বলিয়াছিল, পুনরায় তাহা স্বহস্তে তুলিয়া লইল। ফলতঃ সে ঈশ্বরকে কিছুই অর্পণ করে নাই, বিপদ তাহার মুখ দিয়া আত্মার্পণের কথা বলাইয়াছিল। সে তখন আপনার ছিল না পরের ছিল, সুতরাং তাহার অর্পণ যেমন, ঈশ্বরও তেমনি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। যখন কোন ভয় বিপদ নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা সমুদায় বিষয় অনুকূলই সেই সময়ে কোন ভাবান্তর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নহে, কিন্তু স্বীয় গভীর অপদার্থতা দেখিয়া মনুষ্য যে স্বতঃ আপনাকে ঈশ্বরের চরণে চির দিনেরজন্য বিক্রয় করে, এই বিক্রয়ই বিক্রয়। এবং এই বিক্রয় ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য। দৌর্ব্বল্যে বল তখনই সাধকের জীবনে প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতে থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে চিৎকার উত্থাপনের এই একটী বিশেষ কারণ। তাঁহারা বলেন, সর্ব্বত্র এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, যে যে পদার্থের রচয়িতা, তাহার সেই পদার্থের শ্রেষ্ঠতা অনুসারে শ্রেষ্ঠতা হইয়া থাকে। ধর্ম্মে ইহার বিপরীত। মনুষ্য যতই আপনাকে নীচ হইতে নীচ জ্ঞান করিতে পারে ততই সে তাহার স্রষ্টাকে গৌরবান্বিত করিল মনে করে। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন মনুষ্য যদি মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে সর্ব্বথা আপনাকে সর্ব্বোচ্চ মনে করে, তবে কি ঈশ্বরের গৌরবের কিছু অপহরণ করা হয়? তিনি কি আমাদিগকে নীচ না করিরা গৌরবান্বিত হইতে পারেন না?

যাঁহাদিগের অল্প মাত্রও একটু আধ্যাত্মিকতা আছে, তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, এ প্রশ্ন কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে। যাঁহারা আপন আত্মার উন্নতির সোপান পরম্পরায় উত্থান করেন নাই এ প্রশ্ন তাঁহাদিগের মন হইতে উৎপন্ন। যে বিজ্ঞানবিদ্গণ এই প্রশ্ন উত্থিত করেন তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যদি আপনাদিগকে বাহ্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের উচ্চ সীমায় আরূঢ় হইয়াছেন মনে করিয়া আর অজ্ঞের ন্যায় প্রকৃতির চরণতলে

আপনাদিগকে সংস্থিত না করেন, তবে কি তাঁহাদিগের প্রকৃতির নিকট হইতে নূতন জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকে? প্রকৃতি তাঁহাদিগকে গর্ব্বিত স্ফীত দেখিলে আপনার গ্রন্থের পত্র অবরুদ্ধ করিবেন। তাহার পর তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক হইতে যাহা কিছু বিনিঃসৃত হইবে, তাহা অভিমান সমুদ্রের ফেন রাশি ও উত্থিত বংশ্যগণ কর্ত্তৃক অসার অপদার্থ কল্পনা বলিয়া দূরে পরিহার্য্য।

যাঁহারা ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা অনন্ত সত্য অনন্ত পুণ্য, অনন্ত প্রেম সঞ্চয়ে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি তাঁহাদিগের মনে কখন এরূপ হয় যে তাঁহারা সত্য পুণ্য প্রেমের শেষ সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তবে তাঁহারা উন্মাদ ভিন্ন আর কি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারেন? একজন বিজ্ঞান রাজ্যের শ্রেষ্ঠজ্ঞানী যদি পার্থিব জ্ঞান সম্বন্ধে বলিতে পারিয়া থাকেন "আমি সমুদ্র কূলে উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি" তবে যিনি অনন্তরাজ্যের রত্ন সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত তিনি যে কি বলিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাপন করিবেন তাহা ভাষা প্রকাশ করিতে পারে না। এখানে অজ্ঞতাই বিজ্ঞতা, দুর্ব্বলতাই বল, আপনার হেয়ত্ব বোধই শ্রেষ্ঠত্বের নিদান। ঈশ্বর যদি আপনার গৌরব অন্বেষণ করিতেন, তবে আধুনিক পণ্ডিতগণের যুক্তিতে তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি সকল যুক্তি তর্ক উপেক্ষা করিয়া মনুষ্যকে এমন প্রকৃতি অর্পণ করিয়াছেন যে সে তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনাকে দুর্ব্বল নিরুপায় অজ্ঞান শিশুমনে করে এবং ঈশ্বর মাতার গৌরব চান বলিয়া সেই অজ্ঞ নিরুপায় দুর্ব্বল শিশুকে স্বীয়বাহু অবলম্বন প্রদান করিয়া চির উন্নত করিতে থাকেন। যামুষ এই আশ্রয় পাইয়া যতই আপনাকে হীন দুর্ব্বল ক্ষুদ্র শিশু অনুভব করে ততই আর তাহার বলের অভাব থাকেনা, জ্ঞানের অভাব থাকে না। বিজ্ঞানবিদ্গণের বিরুদ্ধ চিৎকার মধ্যেও সে দিন দিন উন্নতির সোপান পরম্পরায় আরোহণ করিতে থাকে।

এমাম হোসেন।

সকলেই দেখিয়াছেন যে প্রতিবৎসর মহরম যোগে মুসলমান গণ মহা ঘটা করিয়া হজরত মহম্মদের দৌহিত্র এমাম হোসেনের জন্য শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। এবার আমরা সেই মহাত্মার জীবনের ক্লেশ দুর্ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। হোসেন হিজ্রী সালের চতুর্থ সম্বৎসরে মদিনা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। অগ্রজ এমাম হোস্নের লোকান্তর গমনের পর তিনিই এমাম (আচার্য্য) হয়েন। এই সময়ে দমস্কের সম্রাটের মৃত্যু হয় ও যুবরাজ এজিদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মদিনা ও দমস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এজিদ সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াই কতক গুলি দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় মদিনার তদানীন্তন শাসন কর্ত্তা অলিদকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন, যে হোসেন এবং তাহার আত্মীয় আবদুল্লা ওমর ও আবদুল রহমান আবি এবং আবদুল্লা জবির এই চারিজনকে আমার নামে দীক্ষিত করিবে। তাহাতে অসম্মত হইলে তাহাদের ছিন্ন মস্তক আমার নিকটে পাঠাইয়া দিবে। অলিদ এই অনুজ্ঞা পাইয়া চিন্তিত হয়েন এবং অনন্যোপায় হইয়া প্রথমতঃ হোসেন ও আবদুল্লা জবিরকে ডাকিয়া পাঠান। তাহারা পূর্ব্বেই এই ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন। হোসেন আবদুল্লা জবিরকে বলিলেন যে শুনিয়াছি এজিদ সুরাপায়ীও দুশ্চরিত্র লোক, আমি হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হইয়া কিরূপে তাহাদ্বারা দীক্ষিত হইতে পারি; ইহা কখনই হইতে পারিবে না। আবদুল্লা জবিরও তাঁহার সঙ্গে এবিষয়ে এক বাক্য হইলেন। ৩।৪ বার আহ্বানের পর হোসেন অলিদের নিকটে উপস্থিত হয়েন। অলিদ রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলে হোসেন বলিলেন আমি জানি এজিদ সুরাপান করে ও প্রকাশ্যে

দুষ্ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা দ্বারা ধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে আমি সহসা সম্মত হইতে পারিনা। অদ্য আমাকে বিদায় দেও। কল্য সভা হইলে এবিষয়ের মতামত তোমাকে জানাইতে পারিব। অলিদের মন্ত্রিগণ বিদায় দানে পরামর্শ দেয়না, তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে অলিদকে অনুরোধ করে। অনেক বাদানুবাদের পর অলিদের অনুগ্রহে হোসেন সে দিন কোন প্রকারে মুক্তি লাভ করেন। তাহার কিয়দ্দিন পরে তিনি গুপ্তভাবে মক্কা নগরে প্রস্থান করেন। আবদুল্লা জবির ও ইতিপূর্ব্বে সবান্ধবে মক্কায় পলায়ন করিয়াছিলেন।

হোসেন মক্কার দ্বারে উপনীত হইবা মাত্র তথাকার ধার্ম্মিক লোকেরা সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহার মক্কা আগমনের কিয়দ্দিন অন্তর কুফা নগরের সহস্র সহস্র লোক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহাকে আহ্বান সূচক অনেক গুলি পত্র লিখে। তিনি প্রথমতঃ স্বয়ং না যাইয়া মুসল্লম একিল নামক একধর্ম্ম পরায়ণ আত্মীয়কে তথায় পাঠাইয়া দেন। কুফা নিবাসিগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদর সহকারে গ্রহণ করে ও সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদ্বারা দীক্ষিত হয়। মুসল্লম একিল কুফা নিবাসীদিগের ধর্ম্ম তৃষ্ণা ও আগ্রহ ব্যাকুলতা দেখিয়া এমাম হোসেনকে তথায় আগমনের জন্য বিশেষ অনুরোধ সহ পত্র লিখেন। হোসেন তদনুসারে সবান্ধবে ও সপরিবারে কুফায় যাত্রা করেন। কুফা নগর ও এজিদের শাসনাধীন ছিল। সহস্র সহস্র লোক হোসেনের অনুগত শিষ্য হইতেছে দেখিয়া কুফার শাসনকর্ত্তা ভীত হন ও এজিদকে লিপি যোগে জ্ঞাপন করেন। এজিদ মুসল্লম একিলের শিরশ্ছেদন ও হোসেন উপনীত হইবামাত্র তাঁহাকে নিধন করিবার আজ্ঞা করেন। এমাম হোসেনের কুফার আগমনের পূর্ব্বেই মুসল্লম একিল নিহত হয়েন। ও এক দুরাত্মা তাঁহার অষ্টম ও সপ্তমবর্ষীয় মহম্মদ ও এব্রাহিম নামক পুত্র দ্বয়ের শিরশ্ছেদন করে।

ক্রমশঃ।

হাফেজ।

আমার হৃদয় আবরণ মুক্ত হইয়া থাকিলে দোষ ধরিও না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে দম্ভাবরণের অন্তরালে অবস্থান করি না।

সুফি লোক তাঁহাদের সম্পত্তি সুরার কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত রাখেন কিন্তু আমার বস্ত্র সুরালয়ে স্থাপিত রহিয়াছে।

একটী সাধুতার আচ্ছাদন ছিল, উহা আমার শত দোষ গোপন করিয়া রাখিত, সেই খির্কা নামক বৈরাগ্য বসন সুরা ও সঙ্গীতের জন্য বন্ধক রহিয়াছে, উপবীত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বুদ্ধি হইতে বিচ্ছিন্ন হও, বুদ্ধিকে যৌতুক দিয়া দ্রাক্ষা কুমারীকে বিবাহ কর।

কবিগণ চন্দ্র তারকের সঙ্গে তোমার মুখের উপমা দিয়াছেন, তাঁহারা রূপ না দেখিয়াই এরূপ অযোগ্য সাদৃশ্য করিয়াছেন।

কুসুমাস্য রূপবানদিগের পরী প্রাণ প্রদ সৌরভ ধারণ করে, যোগিগণ তথায় জ্ঞানের মস্তিষ্ককে সুগন্ধীকৃত করেন।

সখা তোমার যোগ স্থির না করুন যদি তুমি এরূপ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রণয়ের সূত্রাগ্রকে রক্ষা কর তিনি ও রক্ষা করিবেন।

আমার ধন মান প্রাণ সেই সখার জন্য উৎসর্গ হউক, যেহেতু তিনি প্রণয় সহবাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

হৃদয়! এ প্রকার জীবন যাপন কর, যে পদ স্খলিত হইলে দেবতা তোমার জন্য প্রার্থনা করেন।

হে মহামূল্য রত্ন! আর কত কাল তুমি উচিত বোধ করিবে যে তোমার বিরহ শোকে লোকের চক্ষু নদী হয়

এই প্রত্যেক নেত্র রোম হইতে বারি প্রবাহিত হইতেছে যদি তোমার জল প্রবাহের শোভা দেখিবার ইচ্ছা হয়, এস।

হৃদয় যখন তত্ত্ব ধন বুদ্ধি গুরুর নিকট অনুসন্ধান করে তখন বুদ্ধির সম্বন্ধে যাহা দুরূহ হয়, প্রেম তাহা বিশেষ রূপে বর্ণন করে।

প্রেমের ধ্বনি অপেক্ষা সুখকর ধ্বনি দেখি নাই যে জগতে স্মরণীয় রূপে থাকিবে

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

উপাসকের সঙ্গে উপাস্য দেবতার মৃত্যু।

রবিবার ১লা শ্রাবণ ১৭৯৯ শক।

উপাস্য দেবতার সহমরণের কথা কি তোমরা শুনিয়াছ? যদি না শুনিয়া থাক তবে সাধকগণ, শ্রবণ কর। মৃতকে

পুনর্জ্জীবিত করা, বল বীর্য্যহীনকে বল প্রদান করা, নিরুপায়ের উপায় করিয়া দেওয়া এবং পাপীকে উদ্ধার করা, এ সকল দেবতার কার্য্য। পৃথিবীতে যুগে যুগে দেবতাই এ সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। উপাসক ভক্তিভাবে তাঁহার উপাস্য দেবতাকে ডাকিল, উপাস্য দেবতা প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পাপ দুঃখ দূর করিলেন এবং তাঁহার অন্তরে আপনার অসীম ক্ষমতা বিস্তার করিলেন; কিন্তু অদ্যকার কথা আর এক প্রকার। চিরকাল আমরা শুনিয়া আসিয়াছি মনুষ্যের উপরেই দেবতার আধিপত্য; কিন্তু আজ আমি বলিতেছি দেবতার উপরেও মনুষ্যের এক প্রকার ক্ষমতা আছে। মনুষ্য জীবিত দেবতাকে বধ করিতে পারে, উৎসাহের প্রচণ্ড সূর্য্য স্বরূপ জলন্ত দেবতাকে শীতল জলের ন্যায় অসাড় করিতে পারে। মনুষ্য যদি ইচ্ছা করে আপনার আত্মাকে নির্জ্জীব করিতে পারে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আপনার দেবতাকেও মৃত মনে করিতে পারে। এই দেশে স্বামীর সঙ্গে যেমন স্ত্রীর সহমরণ প্রথা প্রচলিত আছে সেই রূপ পৃথিবীতে অনেক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপাস্যের মৃত্যু হয়। ইতিহাস এ সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখাইয়া দিতেছে। যুগে যুগে দেখা গিয়াছে মনুষ্য পাপ হ্রদে ডুবিয়া কেবল নিজে মরিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু সে আপনার ইষ্ট দেবতাকে সঙ্গে লইয়া মরিয়াছে। সে মনে করিয়াছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইষ্ট দেবতাও মরিয়াছেন। এই জন্যই আজ পৃথিবীতে শত সহস্র মৃত দেবতা দেখা যায়। উপাসকদিগের উৎসাহপূর্ণ অবস্থায় যে সকল দেবতা হুঙ্কার ভিন্ন মৃদুভাবে কথা কহিতেন না এখন সে সকল দেবতা নাই। উপাসকদিগের মৃত্যুর সঙ্গে সে সকল দেবতারও সহমরণ হইয়াছে। যখনই কোন উপাসক বলিল আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে যেমন নূতন নূতন ফুল লইয়া আমার দেবতার পূজা করিতাম, এখন আর সে রূপ পারি না, আমার হৃদয়ের প্রেম ভক্তি পুরাতন হইয়া দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়াছে, তখনই তাহার নিকটে তাহার দেবতাও পুরাতন এবং শুষ্ক বোধ হইল। যখন উপাসক বলিলেন আমি আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন সতেজ এবং সরস কথায় ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতে পারি না, ঠিক সেই লগ্নে তাহার ঈশ্বরও বলিলেন আমার কথাতেও আর তেমন জোর এবং মধুরতা নাই। যাই উপাসক বলিল আমি যে সম্পূর্ণ রূপে ঈশ্বরের ভক্ত হইব আমার আর এমন আশা নাই, ঠিক সেই সময়ে তাহার উপাস্য দেবতাও বলিলেন আমারও আর ক্ষমতা নাই যে তোমার আশা প্রদীপ প্রজ্বলিত করিতে পারি। যাই উপাসক বলিল, আমার নাড়ীতে প্রাণ নাই, অমনি তাহার উপাস্য বলিলেন আমিও আর থাকিব না। যেমন উপাসকের মৃত দেহ পড়িয়া রহিল তেমনি তাহার সঙ্গে উপাস্য দেবতার মৃত প্রস্তর ও পড়িয়া রহিল। দেখ অবিশ্বাসী হইলে কি হয়। অবিশ্বাস রোগ যে কেবল মনুষ্যের সর্ব্বনাশ করে তাহা নহে, আবার যেখানে সেই রোগের ঔষধ আছে তাহাও অস্বীকার করে। অবিশ্বাস অস্ত্র মনুষ্যের প্রাণ কাটে, আবার যে স্থান হইতে প্রাণ লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহাও ছেদন করে। অবিশ্বাস অগ্নি কণ্ঠ শুষ্ক করে, আবার যে নদীর জলে কণ্ঠ সরস করা যায় ইহা দ্বারা সেই নদীর জলও শুষ্ক হয়। অবিশ্বাস অন্ধকার কেবল উপাসকের জ্ঞান জ্যোতিঃ হরণ করে তাহা নহে; কিন্তু যিনি জ্ঞানের আধার বিশ্বগুরু তাঁহাকেও অস্বীকার করে। গুরু নিকটে থাকিলে দুই এক দিন পাপের কুমন্ত্রণায় জড়িত হইলেও ভয় নাই, কেননা গুরুর সাহায্যে নিশ্চয়ই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারি, আমি পাপ বিষ পান করিয়া মৃত-প্রায় হইলেও এই যে জীবন্ত জাগ্রৎ গুরু তাঁহার কৃপাতে বাঁচিব এই আশা করিতে পারি, কিন্তু অবিশ্বাস এই আশার মূল পর্য্যন্ত ছেদন করে। অবিশ্বাস শত্রু বলে আমি তোকেত মারিবই, আবার তোর সমক্ষে তোর প্রাণের প্রিয় দেবতার মুণ্ডও ছেদন করিব। এই রূপে উপাসকদিগের অবিশ্বাস বশতঃ এক সময়ের জাগ্রৎ প্রসিদ্ধ দেবতা অন্য সময়ে নিদ্রিত অথবা মৃত হইয়াছে। তাহারা নিজ মুখেই বলিয়াছে, আমাদিগের সেই জ্বলন্ত দেবতার এখন আর জীবন নাই। ব্রাহ্মগণ, তোমাদের যে এই দুর্দ্দশা না হইবে কে বলিল? ঈশ্বর করুন এমন যেন না হয়। আমরা মরি ক্ষতি নাই; কিন্তু দেবতা মরিলে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইবে। দেবতা জীবিত থাকিলে আমাদের ভয় নাই। আমরা লজ্জা, অন্ধকার, এবং মৃত্যুতে আচ্ছন্ন হই; কিন্তু ঈশ্বর চির জীবন্ত, চির-তেজস্বী, এবং চির-জাগ্রত ও চিরপবিত্র থাকেন। অতএব ঘোর বিপদকালেও বলিব "বিধাতঃ, তুমি যেমন মনোহর তেমনি আছ, আমিই কেবল অন্ধ হইয়াছি।" ভ্রাতৃগণ, তোমাদের অবিশ্বাস অন্ধকার কি এত দূর প্রগাঢ় হইবে, যে তাহাতে এমন সুন্দর ঈশ্বর নির্জ্জীব এবং মলিন হইয়া যাইবেন? জীবন্ত ঈশ্বর, নীচ নর, আমরা অবিশ্বাস খড়্গ দ্বারা তোমার মস্তক ছেদন করিব—এরূপ ভয়ানক কথা তোমরা না বলিতে পার; কিন্তু ঈশ্বর কথা কহেন না, তিনি নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে শাসন করেন, তাঁহার তত বল নাই যে একেবারে আমাদিগকে ভাল করিতে পারেন, তোমরা এ সকল কথা বলিতে পার। এ সকল কথা শুনিয়াই বলিতেছি দূর হও অবিশ্বাস, আর তোকে বিশ্বাস করিতে পারি না, তুই আমাদের ভিতরে থাকিয়া সর্ব্বনাশের জাল বিস্তার করিয়াছিস্, তোর প্রভাবে আমাদের তেজস্বী ঈশ্বর; যিনি বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অগ্নি ছড়াইতেন; নির্জ্জীব এবং ম্লান হইয়াছেন। এখন তোর মুণ্ডপাত করিয়া চিরকাল "জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জীবন্ত ঈশ্বরের জয়" এই কথা বলিব।

[ঈশ্বর বাণী এবং মনুষ্য ভাষা।]

রবিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

বঙ্গ ভাষার এত নিন্দা করিতেছি কেন? অবশ্যই অর্থ আছে। সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী হওয়ার কারণ আছে। ঈশ্বরের মুখের ভাষা যদি সংস্কৃত হয়, তজ্জন্য মনুষ্য আনন্দ মনে আধুনিক বঙ্গভাষা বিদায় করিয়া দিবে। স্বর্গীয় ভাষা আসুক, পার্থিব ভাষা চলিয়া যাক্ ভক্ত মাত্রই এই প্রার্থনা করেন। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি সংস্কৃত ভাষাতে মনুষ্য স্বর্গগামী এবং নিকৃষ্ট বঙ্গভাষাতে মনুষ্য অধোগামী হয়। অতএব ভাষা বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হওয়া উচিত। ভাষা কর্ষণ করিতে হইবে, ঈশ্বরের ভাষা বুঝিতে শিখিলে অত্যন্ত উপকার হইবে। পৃথিবীর বাঙ্গালা ভাষা পড়িয়া ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের ভাষা শিখিয়া ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বাস করিতে হইবে। ভক্ত ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল। এক জন অন্ধকার ভেদ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আমি আছি" ইহা শ্রবণ মাত্র ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইল। "আমি আছি" ইহা অপেক্ষা সহজ ভাষা নাই। ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে বাস করিতেছেন। মনুষ্যের এ সমস্ত পার্থিব ভাষা দুর্ব্বল এবং হীন, ইহাতে পরিত্রাণ হইতে পারে না। যখন আকাশ ভেদ করিয়া 'আমি আছি' এই দুটী শব্দ মনুষ্যের অন্তরে আসিল তখন ঈশ্বরের সত্তায় তাহার নিঃসন্দেহ বিশ্বাস জন্মিল। ঈশ্বর স্বয়ং শিষ্যের উপনয়ন করিলেন। ঈশ্বর দ্বারা দীক্ষিত হইয়া শিষ্য অমৃতধামের অর্দ্ধেক পথ চলিয়া গেল। এই নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের সহিত শিষ্য যখন ঈশ্বরকে ভক্তিভাবে "তুমি আছ" এই কথা বলিল, তখন তাহার চক্ষে ভক্তি ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাশি রাশি গ্রন্থ দ্বারা কি এরূপ ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রকাশিত হয়? মনুষ্যের ভাষা নির্জ্জীব, ব্রহ্মের ভাষা সজীব, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বল সমাগত হয়। স্বর্গীয় ভাষা যিনি জানেন তিনি ঈশ্বরের কথায় মধুর স্বর শ্রবণ করেন। লিখিত শাস্ত্র মৃত, তাহাতে উপদেষ্টা অথবা বক্তার স্বর শ্রবণ করা যায় না। সাধু উপদেষ্টার সজীব এবং সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিলে যেমন মন মোহিত হয় দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা লিপিবদ্ধ উপদেশ পাঠ করিলে কি তেমন হইতে পারে? নিষ্ঠুর সেই ব্যক্তি যে স্বরটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানটী আনিয়া দিল। হৃদয় স্বভাবতঃ স্বর বিশিষ্ট জীবন্ত ভাষা শ্রবণ করিতে চায়। সংস্কৃত ভাষাকে যদি মৃত ভাষার দলে নিক্ষেপ করিতে না হয় তবে সেই দেববাণী, ঈশ্বরের সেই সুমিষ্ট স্বর শ্রবণ করিতে হইবে। "আমি আছি" যাঁহার এই সহজ সংস্কৃত ভাষা তিনি জীবন্ত ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার ভাষা মৃত হইতে পারে না। তাঁহার ভাষার সঙ্গে মনুষ্যের ভাষার তুলনা হইতে পারে না। বরং সমুদ্রকে আকাশে রাখিতে পার তথাপি পৃথিবীর সহস্র সহস্র ধর্ম্মপুস্তক ঈশ্বরের স্বরের তুল্য হইতে পারে না। ঈশ্বরের সেই তান লয় বিশিষ্ট 'আমি আছি' এই দেববাণী আর তোমাদের রাগ রাগিণী পূর্ণ ব্রহ্ম সঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। তোমাদের ভাষাতে স্বর্গের সুমিষ্ট স্বর নাই। তোমাদের পণ্ডিতেরা যাহা বলে তাহার স্বর কর্কশ। তাহার ভাষা পার্থিব, তোমাদের বিজ্ঞান ন্যায় বচনে পৃথিবীর গন্ধ। কিন্তু ঈশ্বরের ভাষা শুদ্ধতা এবং জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টতা বহন করে। ঈশ্বরের কথাতে মিষ্টতা এবং শক্তি দুই আছে। অতএব ভক্ত বলেন:—"হে ঈশ্বর, তোমারই মুখে তোমার কথা শুনিতে অভিলাষ করি।" অনেকে বলেন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মুখেও ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করা আবশ্যক, কেননা যাঁহারা জগতের পরিত্রাণের জন্য আপনার প্রাণ দেন, তাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের কথা না শুনিলে ভক্তির উদয় হয় না; কিন্তু প্রকৃত ভক্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তিনি বলেন, ঈশ্বরের মুখে ঈশ্বরের কথা না শুনিলে মৃতপ্রাণে জীবনের সঞ্চার হয় না। এই জন্য তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলেন:—'হে ঈশ্বর, সময়ে সময়ে তুমি তোমার সুমিষ্ট স্বরে তোমার অনুগত শিষ্যের সঙ্গে কথা কহিও।" ঈশ্বর বলেন 'আমি দয়াময়' যখন ভক্ত এই কথা শুনিয়া জগৎকে বলেন 'ঈশ্বর দয়াময়' তখনই জগতের যথার্থ উপকার হয়। এই কথার সঙ্গে অমিয় মাখা থাকে। ইহা বহুমূল্য, এই অমূল্য নাম শুনিয়া জগৎ ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার করে। ঈশ্বর নিজ মুখে তাঁহার ভক্তকে বলিলেন:—"আমাকে জান না? আমি যে তোমার দয়াময় পিতা।" এই কথা শুনিয়া কি আর হৃদয় দুর্ব্বল এবং নিরুৎসাহ থাকিতে পারে? তোমার আমার ভাষা ভ্রম প্রবঞ্চনা মিশ্রিত হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ঈশ্বরের ভাষা এবং মনুষ্যের ভাষার অনেক প্রভেদ। একটী হইতে অন্যটীকে সহজেই চিনা যায়। একটী স্বর্গের সংস্কৃত ভাষা, তাহা শুনিলেই মন উন্নত উপকৃত এবং মোহিত হয়। অন্যটী নীচ ইতর বাঙ্গলা কথা। রাজসভায় যেমন ইতর ব্যক্তিকে সহজেই চিনা যায় সেই রূপ যদি কেহ প্রবঞ্চনা করিয়া ঈশ্বরের উপদেশের সঙ্গে আপনার সাধুভাষা চালাইতে চেষ্টা করে ধীর ব্যক্তিরা অনায়াসেই তাহা ধরিতে পারেন। কোন্ কথা তাঁহার প্রাণেশ্বরের ভক্ত অনায়াসেই তাহা বাছিয়া লইতে পারেন। অনেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের কথার সঙ্গে পৃথিবীর কুমত মিশ্রিত করিয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইলেন। ঈশ্বর বলেন:—"আমি তোমাকে অন্ন দান করি" "আমি তোমাকে ব্রাহ্ম সমাজে আনিয়াছি" "আমি তোমাকে পরিত্রাণ করিতেছি" এ সকল কথার সঙ্গে সামান্য বাঙ্গলার সংস্রব

হইলেই তাহা চিনা যাইবে। তোমরা অনেক গান কর তন্মধ্যে হয়ত একটী কথা ঈশ্বরের। আমি বলি, ঈশ্বরের নামে তোমাদের কথা প্রচার করিয়া কায কি? সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙ্গলা কখনই চলিবে না। যখন এক দল ব্রহ্মভক্ত আসিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গলা স্বতন্ত্র করিবেন। যতটুকু ব্রহ্মবাণী শুনিয়াছ বন্ধুদিগকে তাহাই বল। বল কল্য রাত্রে ঈশ্বরের মুখে "আমি মধুময়" এই দুটী শব্দ শুনিয়াছি। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মমণ্ডলী ভ্রম হইতে রক্ষা পাইবেন এবং ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবেন। যতক্ষণ ঈশ্বরের স্বর্গীয় ভাষা না শুনিবে একটী পাপও যাইবে না, অতএব ঈশ্বরের নিকট যাও. তাঁহার মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে শিক্ষা কর। যখন দেখিবে পলকের মধ্যে পাপ দূর হইবে তখন বুঝিবে ঈশ্বরের ভাষা কেমন প্রবল। ঈশ্বরের ভাষার সঙ্গে কদাচ তোমাদের ভাষা মিশ্রিত করিও না। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ এবং জীবন্ত ভাষা শ্রবণ করিতে করিতে তোমরা নব জীবন সম্ভোগ কর।

[নারদের নবজীবন।]

বৃহস্পতিবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক।

দেবর্ষি নারদের জীবন বৃত্তান্ত গভীর আলোচনার বিষয়। পদ্মা নদী যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যেখানে দুই নদী একত্র হইয়াছে, সেখানে কত গভীরতা, এবং সেখানকার কি গভীর শব্দ। নারদ চরিত্রে দুই নদীর যোগ হইয়াছে। তাঁহার জীবনে এক দিকে যোগ-নদী এবং অন্য দিক হইতে ভক্তি-নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আমরা যেমন সময়ে সময়ে সংসার হইতে বিদায় লইয়া সরোবর-তটে বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করি, নারদও সেইরূপ এক দিন অশ্বত্থ বৃক্ষতলে যোগ সাধন করিতে বসিয়াছিলেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার চিত্ত সমাহিত হইল, এই সময়ে স্থির সরোবর মধ্যে যেমন চন্দ্র তারকাময় সুনীল আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ তাঁহার গম্ভীর এবং সুস্থির অন্তরের মধ্যে দেব-বাঞ্ছিত হরির প্রকাশ হইল। তাঁহাকে দর্শন মাত্র ঋষি আনন্দ-প্লাবনে বিলীন হইলেন—তিনি এই অবস্থায় এতদূর মগ্ন হইলেন যে আপনাকে এবং হরিকে ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু কেবল যে ভাবের উচ্ছ্বাস হইল তাহা নহে, পরে আবার তাঁহার বস্তু দর্শন হইল। প্রথম দর্শনে আনন্দোচ্ছ্বাস হইল, দ্বিতীয় বার সেই মনোহর রূপ দর্শন হইল যাহাতে শোক সন্তাপ দূর হয়। কিন্তু অবশেষে যখন ঋষির মনের চাঞ্চল্য হইল তখনই হরি অদৃশ্য হইলেন। হরিকে হারাইয়া নারদ অত্যন্ত বিষণ্ন হইলেন। তিনি যে মনোহর রূপ দর্শন করিলেন তাহা হারাইলে কি আর জীবন রাখিতে ইচ্ছা হয়? নারদ ভক্ত ছিলেন, তিনি নিরাশ হইলেন না; কিন্তু আবার সেইরূপ দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ঈশ্বরের অদর্শন যন্ত্রণা কেমন দুঃসহ তাহা কেবল ভক্তই জানেন, এই অবস্থায় ভক্তবৎসল ভক্তের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য স্বয়ং প্রচ্ছন্ন থাকিয়া ভক্তের সহিত কথা বলেন। ভক্তের চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু কর্ণ ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করে। নারদের কাতরতা, এবং অপ্রতিহত আন্তরিক ব্যাকুলতা ও উৎসাহ দেখিয়া ঈশ্বর গম্ভীর এবং প্রশান্ত ধ্বনিতে সংগোপনে নারদকে এই কথা বলিলেন :—'ইহ জন্মে আর তুমি আমার দর্শন পাইতেছ না।' বজ্রধ্বনি ভক্তের কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু তথাপি নারদ বলিলেন 'আবার দেখা দাও'। ঈশ্বর স্পষ্ট বলিলেন 'হে বৎস, ইহ জন্মে আর দেখা পাইতেছ না।' নারদ মনে মনে বলিলেন ভক্ত বৎসলের মুখ হইতে এমন নিরাশার কথা আসিবে? ভক্তবৎসল যুক্তি দেখাইলেন 'ইন্দ্রিয়াসক্ত কু-যোগী আমার দেখা পায় না।' প্রথম দর্শন পাপের অবস্থায় হইয়াছিল। পার্থিব পাপজীবনে নারদ প্রথম ঈশ্বর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, এই যে ঈশ্বর প্রথম দেখা দিলেন ইহার হেতু নাই! ইহা সম্পূর্ণ দেব-প্রসাদ। এই অনুগ্রহের বিনিময়ে ভক্তের নিকট কিছু চাহিতে এখন ব্রহ্মের অধিকার হইল। ঈশ্বর বলিলেন, "বৎস, তোমার পাপের অবস্থায় তোমাকে দেখা দিয়াছি, এখন তুমি অধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধন দ্বারা আমাকে দর্শন কর।" আমার কার্য্য আমি করিয়াছি, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য আমি একবার দর্শন দিয়াছি, এখন তোমার যত্নের সময়। বস্তু একবার না দেখিলে অনুরাগ হয় না। হে ভক্ত, পাপ সত্ত্বে আর কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে? আবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলে পাপ ছাড়িয়া আসিতে হইবে। 'ইহজন্মে আর দেখা পাইবে না।' ইহার গূঢ় অর্থ এই যে পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া, আসক্তি ত্যাগ করিয়া দ্বিজ অথবা বৈরাগ্য হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। নারদ নবজীবন অথবা ভাগবৎ তনু লাভ করিলেন, ইহার অর্থ এই যে তিনি আত্মার জীবন লাভ করিলেন। নারদ হরিকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া অনেক দেশ পর্য্যটন করিলেন। যাঁহারা হরিনাম-প্রিয়, সঙ্গীত-প্রিয়, তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া পর্ব্বত, বন, উপবন, নদী ইত্যাদি দর্শন করিয়া মনের আনন্দে হরিগুণ গান করেন। দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিলে অনেক প্রকার আমোদ পাওয়া যায় এবং পরকেও আমোদিত করা যায়। এই জন্য নারদের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা হইল :—"অনাসক্ত হইয়া আমার নাম গুণ গাইতে গাইতে দেশ বিদেশে ভ্রমণ কর। গৃহের মায়া ছাড়, বিদেশকে স্বদেশ কর। কোন লোকের প্রতি মায়াবদ্ধ হইও না। পর্য্যটক, পরিব্রাজক, আসক্তি শূন্য সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন ধারণ কর। এইরূপে আমার দর্শন

লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। সেই শুভ সময় আসিবে, যখন তুমি ডাকিলেই আমি তোমাকে দেখা দিব।" বহু দিনান্তর সেই সময় আসিল যখন নারদ আসক্তি জয় করিয়া নবজীবন লাভ করিলেন, এবং চিরকালের জন্য ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিলেন। আমাদিগকেও ঈশ্বর দর্শন দিবেন। আমরাও পাপের অবস্থায় ঈশ্বরের দর্শন লাভ করিয়াছি; কিন্তু শুদ্ধচিত্ত বৈরাগী হইলে তাঁহার যে দর্শন লাভ করা যায় এখন ও আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। অতএব অনুরোধ করিতেছি হে যোগার্থী বর্ত্তমান নারদগণ, তোমরা আসক্তি ছাড়িয়া পর্য্যটক হও, তোমাদিগকেও ঈশ্বর নবজীবন দিয়া এবং দেখা দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

[পৃথিবীর ভিতর দিয়া স্বর্গ দর্শন।]

রবিবার ২৭ চৈত্র ১৭৯৮ শক।

সংসারচক্রে মনুষ্য মরে, ধর্ম্মচক্রে মনুষ্য বাঁচে। দুই চক্রই সমান। সংসার চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মনুষ্যের প্রাণ যায়, ঈশ্বরকে মধ্যবিন্দু করিয়া ধর্ম্মের চক্রে ঘুরিলে মনুষ্যের নবজীবন লাভ হয়। প্রায় সকল দেশের এবং সকল কালের সাধকেরাই ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাভ্যাস করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সকলের সঙ্গে, সমস্ত দলেরসহিত, সমুদয় সহযাত্রিদিগকে লইয়া কিরূপে ঈশ্বরের চারিদিকে ঘুরিতে হয়, পৃথিবীতে ইহার দৃষ্টান্ত অতি দুর্ল্লভ। স্বতন্ত্রভাবে একাকী ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ করা সহজ; কিন্তু সকলকে লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, প্রায় সকলেরই এই মত। এই জন্য প্রাচীনকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সকলেই পৃথিবীকে ছাড়িয়া কেবল উর্দ্ধে দৃষ্টি করে! তাহারা মনে করে ঈশ্বর অতি উচ্চ আকাশে তাঁহার স্বর্গস্থ সিংহাসনে বসিয়া আছেন, অতএব ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইলে, তাহারা পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি করে। তাহারা পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। তাহারা কল্পনাপ্রিয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় সত্যপ্রিয় ব্রাহ্মেরাও ঈশ্বরকে উর্দ্ধদিকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখান। এই ভ্রান্তমত গূঢ়রূপে আমাদের অনিষ্ট করিতেছে। উর্দ্ধে সংসার নাই, সেখানে আমাদের টাকা কড়ির ব্যাপার নাই, সেখানে বিবাদ বিসম্বাদ দুঃখ যন্ত্রণা নাই, অতএব সহজেই দৃষ্টি উর্দ্ধদিকে যায়। নিম্নে সংসার, সেখানে মন বড় কষ্ট পাইয়াছে এই জন্য যে দিকে টাকার গন্ধও নাই, অর্থাৎ আকাশ, উপাসনার সময় শান্তির জন্য অস্থির মন পা দিয়া পৃথিবীকে দলন করিয়া সেই দিকেই চলিয়া যায়। আপাততঃ এটী স্বাভাবিক মনে হইতে পারে, সুখ এবং আরাম লাভ করিবার পক্ষে ইহা অনুকূল মনে হইতে পারে। যতক্ষণ শোক দুঃখ পূর্ণ সংসারকে ভুলিয়া এই রূপে আকাশে থাকা যায় ততক্ষণ প্রাণটা স্থির হইল মনে করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে আকাশ বিহারী হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং কিছু দিন পরে দেখিব ধর্ম্ম-পক্ষী আর সংসারে ফিরিয়া আসিল না। আমি বলিলাম হে ধর্ম্ম-পক্ষী, তুমি সংসারে ফিরিয়া এস, তুমি না আসিলে আমার সংসারের বিশৃঙ্খলা হয়, আমার সংসারের কাজ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মপক্ষী আর আমার কথা শুনিল না। যেখানে ধর্ম্ম নাই সেই পৃথিবীর পানে আর তাকান যায় না। যতক্ষণ সংসারের কার্য্য করিয়াছি ততক্ষণ যেন স্বর্গ ছাড়িয়া কোথায় আসিয়াছি। ধর্ম্মের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগ হইল না। পৃথিবীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া সকলেই ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতেছে। এমন কি ভক্ত আর পাঁচ জন ভক্তকে ছাড়িয়া যাইতেছেন, যোগী আর পাঁচ জন সহযোগী ছাড়িয়া দৌড়িতেছেন। সকলেই উর্দ্ধদিকে আকাশে উড়িতেছেন; কিন্তু আকাশে উড়িলে যেমন পৃথিবীর দস্যুদিগকে দেখা যায় না, তেমনি পৃথিবীর ভাল ভাল মন্দির গুলিও দেখা যায় না। দুর্জ্জনদিগকে পরিত্যাগ করিলে সুজনদিগকেও হারাইয়তে হয়। আমরা পৃথিবীর জীব, আমরা হাজার কেন চেষ্টা করি না, এই পৃথিবীর ভিতর দিয়াই আমাদিগকে স্বর্গ দর্শন করিতে হইবে। নয়ন উর্দ্ধদিকে যাইবে সত্য কিন্তু সে যাইবার সময় তাহা পৃথিবীর মধ্য দিয়া যাইবে। পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহার যে ভাগ উপরে ছিল তাহা নীচে আসিতেছে, যে অংশ নীচে ছিল তাহা উর্দ্ধে যাইতেছে, অতএব নীচ হইতে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিতে হইলে, পৃথিবীর ভিতর দিয়াই নয়ন চলিয়া যাইবে। প্রকাণ্ড পৃথিবী অতিক্রম করিয়া নয়ন কি রূপে উর্দ্ধে যাইবে? নয়ন পৃথিবী অর্থাৎ মনুষ্য ছাড়া নহে। সকলের সঙ্গে নয়নের যোগ রহিয়াছে। যতবার নয়ন উর্দ্ধে তাকাইবে ততবারই এসকলের ভিতর তাকাইতে হইবে। ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য আমরা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি না করিয়া উর্দ্ধে তাকাই। ইহা যোগের ভাব; কিন্তু ভক্ত তাকান নিম্নদিকে। কেননা ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্ম নিম্নে। যদি ভক্ত হইতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে যাঁহাদিগকে ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তাঁহাদের ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিতেই হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কি রূপে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব? শ্রেষ্ঠতম সাধু হইতে ক্রমে ক্রমে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই সেই চরণ তলে অবস্থিত, ইহাঁদিগকে অবহেলা করিয়া কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে? ঈশ্বরকে ভুলিয়া যেমন প্রকৃত রূপে মনুষ্যের সেবা করা যায় না, সেই রূপ আবার মনুষ্যকে ছাড়িয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দলস্থ লোক গুলিকে লইয়া যাইতে হইবেই হইবে। ঈশ্বর স্বয়ং চতুর ভাবে আপনাকে মনুষ্যদিগের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদিগকেও পরস্পরের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে আমরা

আমাদিগের মধ্যে তিনি এবং পরস্পরের মধ্যে আমরা, অতএব স্বতন্ত্র সাধনের প্রয়োজন নাই। মনুষ্যদিগকে লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। ভাই ভগ্নীদিগের সঙ্গে পিতাকে দর্শন করিব। এক পথে ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়কেই পাইব। এক তীরে যদি দুই পদার্থ বিদ্ধ করা না যায় তবে ধর্ম্ম মিথ্যা। উপাসনা মনোহর হইয়াছে মনে করা মিথ্যা যদি মনুষ্যকে ভাল না লাগে। শ্রেষ্ঠতম ভক্ত যিনি তিনি প্রধানতম সাধু হইতে জঘন্যতম পাপী পর্য্যন্ত সমুদয় মনুষ্যদিগের নাম-মালা আপনার গলায় পরেন। তিনি সাধু অসাধু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলকে লইয়া স্বর্গে যান। তদপেক্ষা নিকৃষ্ট সাধক সমুদয় ভক্তদিগের নাম-মালা গলায় পরে, যাঁহারা নীচতম শ্রেণীর সাধক তাঁহারা কেবল দুই এক জন শ্রেষ্ঠ ভক্তের নাম মালা কণ্ঠে ধারণ করেন। যত ভক্তি বৃদ্ধি হয় তত নাম মালা বড় হয়। এই মলিন মনুষ্যদিগকে লইয়াই স্বর্গে যাইতে হইবে। বারম্বার এই মলিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে শেষে এই পথই পরিষ্কার হইবে। মনুষ্যকে পদতলে ফেলিয়া আকাশবিহারী হইলে স্বর্গে যাওয়া যায় না। অতএব মনুষ্যকে ছাড়িয়া যে পথ তাহা ধর্ম্ম পথ নহে, তাহা মরিবার পথ।

(প্রার্থনা)

নিরাকার, নির্ব্বিকার, মহান্ ঈশ্বর !
সর্ব্বকালে, সর্ব্ব স্থানে, স্থিতি হে তোমার ॥
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে তুমি, এক অধীশ্বর।
তোমার উপরে নাই, প্রভু কেহ আর ॥ (১)
ইঙ্গীতে সকলি কর, ওহে ইচ্ছাময় !
ভূত ভবিষ্যৎ তব নয়ন-গোচর ॥
কিছুই তোমার কাছে গোপন না রয় ॥
আমার অন্তর কিবা, আছে অগোচর ? (২)
ক্ষম নাথ ! পূর্ব্বকৃত অপরাধ যত ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ করিয়াছি, চরণে তোমার ॥
তব নাম সুধা পানে থাকি যেন রত ॥
মজাও তোমার রূপে মন হে আমার। (৩)
ন্যায় পথে থাকি যাতে, দাও হেন বর ॥
মিলাও সার সঙ্গ, এ ঘোর যৌবনে ॥
সেই সাধু কাজ যেন, করি নিরন্তর ॥
যাহে ইহ পরকালে, পাই তোমা ধনে। (৪)
চালাও আমারে নাথ ! তোমার অধীনে ॥
ফিরাও কুপথ হ'তে আপনার গুণে ॥
পীড়া যেন নাহি দেই, কভু দীন হীনে ॥
মাতি নাহে পাপ কর্ম্মে, পাপ কথা শুনে। (৫)
ভ্রমেও না ভাবি যেন, অনিষ্ট কাহার ॥
বলি নাহে উচ্চ কথা, অভিমান ভরে ॥
করি নাহে অপমান, আমি যেন তার ॥
যেই জন মোরে নাথ ! অপমান করে। (৬)
মজি নাহে কভু যেন, রিপুর কুহকে ॥
ভুলি নাহে মায়াবিনী সংস্কারের ছলে ॥
অভিশাপ যেন নাহি দেই গো তাহাকে ॥
যেই জন মোর মন্দ করে ছলে বলে। (৭)
হেরিয়ে পরের সুখ, কভু যেন মনে ॥
দ্বেষানল নাহি জ্বলে ওহে দয়াময় !
কখন না ভুলি যেন উপকারী গণে ॥
বান্ধবের ভাল বাসা লাঘব না হয়। (৮)
আরো নাথ ! এই ভিক্ষা চাই তব ঠাঁই ॥
মোর প্রিয় জন যত আছে এ জগতে ॥
তব নাম রসে তারা মজুক সদাই ॥
মাতুক সানন্দ মনে সত্যধর্ম্ম ব্রতে। (৯)
তুমি নাথ ! তাঁহাদের পাপ তাপ হর ॥
দেখাও পুণ্যের ছটা, সকরুণ মনে ॥
তাঁহাদের হৃদাসনে অধিষ্ঠান কর ॥
প্রণত পতিত বিভো ! তোমার চরণে। ১০

শ্রীআব্দুল্ হামিদ খাঁ।

সংবাদ।

আগামী ৪ ঠা ভাদ্র রবিবার ব্রহ্ম মন্দিরে সমস্ত দিন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ব্রহ্মোৎসব হইবে। ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ উৎসবে উপস্থিত হইয়া পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

চন্দননগর ও চট্টগ্রামের দুইটী বন্ধু ধর্ম্মতত্ত্বকে সাপ্তাহিক এবং আরও বর্দ্ধিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইহাঁদের ধর্ম্মতৃষ্ণা ও অনুরাগ দর্শনে আমরা আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু ইহাঁদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পক্ষে এখনও অনেক ব্যাঘাত আছে। ঈশ্বর করুন যেন সেই দিন শীঘ্র নিকটবর্ত্তী হয়।

যে সকল প্রচারক মহাশয়েরা বিদেশে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছেন, আমরা আশা করি তাঁহারা উৎসবের পূর্ব্বে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্ত মহাশয় স্বীয় ব্যয়ে "গ্রেট মেন্" নামক ইংরাজি বক্তৃতার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছা যে ইহাঁর উপস্বত্ব আচার্য্য মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে ব্যয়িত হয়। এই সৎকার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমাদের পরলোকগত বন্ধু ভুবনের অনাথা পরিবারগণের জন্য যে সকল হৃদয়বান্ ব্রাহ্ম ভ্রাতারা আপনা হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন তাঁহাদের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

গত ৩০ শে শ্রাবণ সোমবার সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মমন্দিরে

মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্য জন্য একটী বিশেষ সভা হয়। উপাসনান্তে যে দান সংগৃহীত হয় তাহাতে প্রায় চারি শত টাকা হইয়াছে। স্থানীয় ও বিদেশীয় ব্রাহ্ম-গণ যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করিলে আমরা যথাস্থানে পোঁছিয়া দিব। কতিপয় ব্রাহ্মিকা সমবেত হইয়া গত কল্য ভারতাশ্রমে একটী সভা করিয়া দুর্ভিক্ষের সাহায্য জন্য আপনাদের মধ্য হইতে কিছু দাতব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় যে গান মন্দিরে গীত হইয়াছিল তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।—তাল একতালা।

শুনে প্রাণ বিদরে সে দুঃখের কাহিনী। কি হইবে উপায় জঠর যাতনায়, করিছে হায় হায়, কত অসংখ্য মানব দিবস যামিনী।

মায়ে দেয় জলে ফেলে, নিজ কোলের ছেলে, অনাহারে যেন পাগলিনী; ত্যজে গৃহ বাস, ছিন্ন করি মায়াপাশ, ভ্রমে পথে পথে একা হয়ে অনাথিনী।

দেশ জনপদশূন্য, গৃহ দ্বার ভগ্ন, আর্ত্তনাদে পূর্ণ গগণ মেদিনী; জীর্ণ কলেবর, সদা ক্ষুধাতে কাতর, মরে অন্ন বিনা লক্ষ লক্ষ মহাপ্রাণী।

হল ফল [illegible] প্রান্তর উদ্যান, তৃণ লতা শূন্য ঊষর ভূমি; কৃষক নর নারী, যায় দেশ পরিহরি, হায় গ্রাসিল অকাল আঁধার রজনী।

এই বিষম দুর্দ্দিনে, কর প্রাণ পণে, যথা সাধ্য ওহে ভাই ভগিণী; বিপদভঞ্জনে, সবে ডাক এক মনে, যিনি অন্নদাতা মাতা শান্তি প্রদায়িনী।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়!

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই যখন প্রচারক মহাশয়দের ব্রত তখন মফস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সমুদয়ের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি নাই একথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ তিন বার এক একটী ব্রাহ্ম সমাজে এক এক জন প্রচারক আসিয়া দুই চারি দশ দিন উপাসনা না করিলে মফস্বলের ব্রাহ্মগণের উপাসনার সজীবতা রক্ষা পাওয়া ভার। প্রায় মফস্বল সমাজেই নিয়মিত আচার্য্য নাই, সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এক জনকে বেদীর কার্য্য করিতে হয়। মফস্বল সমাজে বড় বড় বিদ্বান জ্ঞানী এবং সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মগণ সত্ত্বে সচরাচর একটী সামান্য কেরাণী বা ইস্কুলের পণ্ডিত বা অল্প বেতনের একটী ইংরেজি মাষ্টা-রের উপর এই কার্য্যের ভার আছে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা অতি অল্প। আবার দুর্ভাগ্য ক্রমে যে সমাজের বেদীর কার্য্য সম্পা-দকের পূর্ব্ব জীবনে কোন দোষ থাকা প্রকাশ হইয়াছে সে স্থানে ত সামাজিক উপাসনার প্রতি আস্থা নাই বলিতে হইবে। বেদীর কার্য্যসম্পাদকের মুখ হইতে যদি কোন উচ্চ ভাবের আরাধনাসূচক শব্দ নির্গত হয়, উপাসকগণ অমনি চমৎকৃত হন আর তাঁহারা সরলতার প্রতি সন্দেহ করিতে থাকেন। যদি কার্য্যসম্পাদক জীবনের পরীক্ষিত কথা বক্তৃতার ভাবে বলেন, উপাসকগণ মনে করেন সময় অপব্যয়িত হইতেছে, কেহ বা মনে মনে এত বিরক্ত হন শেষে আর প্রার্থনায় যোগ দিতে পারেন না। এমত স্থলে বেদীর কার্য্যসম্পাদকের কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু তথাপি যে কেহ বক্ততা করেন অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না। সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান্, অকলঙ্কিত-জীবন ব্রাহ্মগণের মধ্য হইতে যদি কেহ বেদীর কার্য্য করেন, তাহা হইলে সামাজিক উপাসনার প্রতি উপাসকগণের শ্রদ্ধা হয়। বেদীর কার্য্য কর-ণের দোষে সচরাচর উপাসকগণেরও শ্রদ্ধা হয় না, আবার তাঁহাদের নিরুৎসাহ, সামাজিক উপাসনার প্রতি অশ্রদ্ধা ও অমনোযোগ দেখিয়া তাহারাও হতোৎসাহ হইয়া যায়। এক দেড় ঘণ্টা কাল উপাসনা হয় এই সময় টুকুও কেহ স্থির হইয়া বসিতে পারেন না। মফস্বল সমাজের বেদীর কার্য্যকারকদের মধ্যে এক এক জন এমত আছেন যে তিনি সে কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না অথচ তাঁহার উপাসনাতেও লোকের শ্রদ্ধা হয় না, এই শঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার বিড়ম্বনা পাইতে হয়। মহাশয়! আপনারা মফস্বল ব্রাহ্মগণকে এবং তত্রস্থ বেদীর কার্য্যকারকগণকে সময়ে সময়ে সদুপদেশ দিয়া একটু সহায়তা করুন এই আমাদের প্রার্থনা। যদি ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশের যোগ্য হয় তবে পত্র খানি প্রকাশ করিবেন। মফস্বলস্থ সকল ব্রাহ্মসমা-জেরই যে এই অবস্থা এরূপ নয়।

চির দাস।

* * *

এই পত্রিকা কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার [illegible] যন্ত্রে [illegible] মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ।
১৬ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র শুক্রবার ১৭৯৯ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

ব্রহ্মস্তোত্র

হে অনন্ত গুণাকর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর! তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া কবিত্ব শক্তি ও ভাষা পরাস্ত হয়, রসনা দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া জড়ভাব অবলম্বন করে। তোমার অতুল যশঃ ও প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া হৃদয় কখন পরিতৃপ্ত হয় না। আমি তোমারই হস্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র জীব হইয়া তোমাকে আর কতই প্রশংসা করিব। সকলই ঘরের বিষয়। তুমি পিতা আমি সন্তান, তুমি সত্য আমি তোমার ছায়া, তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র, তুমি মূলাধার, আদি শক্তি আমি কেবল সেই শক্তির ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং আমার মুখে তোমার মহিমা কীর্ত্তন হওয়াও যা, তোমার আপনার মুখে আপনার যশোঘোষণা হওয়াও তাই। সাধকগণ যে তোমার স্তুতি বন্দনা করেন, তোমাকে নানাবিধ সুমিষ্ট সম্বোধনে ডাকেন, তাহাও তোমার বিচিত্র লীলার একটী অংশ। মানবের সঙ্গে তোমার যে সকল ব্যবহার তাহা তোমার লীলা বিশেষ। ইহা ভাবিয়া তোমার গুণ ও অপার মহিমার কথা বলিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। তবে ক্ষুদ্র পিপিলিকা যেমন তোমার অনন্ত শক্তির পরিচয় দান করিতেছে আমার মুখের প্রশংসা ধ্বনিও তদ্রূপ। নতুবা কি প্রকাণ্ড মহান্ দেবতা তুমি, আর কি সামান্য মলিন জাব আমি, আমি তোমার পবিত্র যশের কথা বলিব ইহা কি কখন সম্ভব? ইহাকে তোমার লীলা আর আমার বাল্যক্রীড়া ভিন্ন আর কি বলিতে পারি। এই জন্য এক একবার মনে হয়, মুখে আর তোমাকে কি বলিব, কেবল অবাক্ হইয়া অন্তরে বাহিরে তোমার অত্যাশ্চর্য্য লীলা সন্দর্শন করি আর আহ্লাদে পুলকিত হইয়া মনে মনে হাসি। তোমার সম্ভোগ আর গুণ ব্যাখ্যা একাধারে হইয়া উঠে না। হে দেব! মুখে বলিয়া আর কি করিব, নিস্পন্দ হইয়া অবিচ্ছেদে তোমার অনুপম ক্রিয়া কলাপ দেখি আর ঐ চরণে মস্তক রাখিয়া দাসের ন্যায় পড়িয়া থাকি।

প্রার্থনা।

হে দয়াময় প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর! তোমার ঐ প্রেমমুখের ছবি খানি আমার হৃদয়ে এমনি করিয়া দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দাও যে তাহার উজ্জ্বলতা কিছুতেই আর ম্লান না হয়। সংসারের মলিন অন্ধকার ছায়া তাহার উপরে যেন আর না পড়ে। সেই প্রেমপ্রতিমা বক্ষে ধারণ করিয়া আমি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইব, প্রাণের ঠাকুরকে মাথায় করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিব, নানাভাবে নানা প্রকারে নানাস্থানে সেই

প্রতিমা পূজা করিব। দাও দাও দয়াময়, সেই ঠাকুর খানি আমার হৃদয় কুটীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। আমি ত্বদ্গত প্রাণ হইয়া চারিদিক্ ত্বন্ময় নিরীক্ষণ করিব এবং তব চরণারবিন্দ বিনিঃসৃত পবিত্র মধুর সৌরভে সর্ব্বদা মস্তিককে পূর্ণ করিয়া রাখিব। তুমি আমার আদরের ধন হইয়া, মন প্রাণ সমস্ত হরণ করিয়া লও, একবারে আমাকে তোমার রূপে গুণে মোহিত করিয়া ফেল। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান আমার জীবনের একমাত্র কার্য্য হউক। হে দয়ার ঠাকুর, দীনশরণ! দুঃখীজনের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

পারিবারিকদেবমন্দির।

একাকী নির্জ্জন গৃহে বা নিভৃত গিরি কন্দরে বসিয়া ইষ্ট দেবতার পূজায় চিত্ত সমাধান করা হিন্দুদিগের ধর্ম্ম ভাবের একটী বিশেষ লক্ষণ। এমন কি, হিন্দু সাধকদিগের প্রকৃতিতে সামাজিক উপাসনা, সজন সাধনের প্রতি অনুরাগ নাই বলিলেও বলা যায়। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষে সস্ত্রীক পূজা অর্চ্চনার রীতি প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সমাজবদ্ধ হইয়া সবান্ধবে একত্রে সাধন করিবার কোন রূপ বিধি প্রণালী দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্যই হিন্দুদিগের দেব মন্দির সকল সঙ্কীর্ণ-অপ্রশস্ত, তাহাতে অধিক লোকের উপবেশনের স্থান থাকে না। পারিবারিক ঠাকুর ঘরে এক জন ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তির বসিবার আসন নাই। একা একা নির্জ্জনে বসিয়া সাধন করিবার রুচি ও অনুরাগ হিন্দুজাতির মধ্যে এত প্রবল যে এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের যত্নে সামাজিক ধর্ম্ম ভাবের আশানুরূপ উন্নতি হইল না। অবশ্য এই রূপ নির্জ্জন সাধন ব্যতীত সামাজিক উপাসনা, ভ্রাতৃভাব ও স্বধর্ম্মীর প্রতি প্রেম অঙ্কুরিত হয় না, উভয় সাধনই উভয়কে পরিপোষণ করে। কিন্তু যিনি বলেন সমাজে গিয়া সকলের সহিত আড়ম্বর করিয়া প্রকাশ্য ভজনালয়ে উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি? একা ঘরে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিলে কি তিনি শুনিবেন না? তাঁহার নির্জ্জন উপাসনার প্রতি আমাদের গভীর সন্দেহ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ তিনি গোপনে প্রকাশ্যে নির্জ্জন সজনে কোথাও প্রকৃতরূপে ঈশ্বর পূজা করেন না। সে যাহা হউক, আমরা শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সজন উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াও নির্জ্জন সাধন, দৈনিক উপাসনা ব্রত পালনের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছি। হৃদয়ের তৃপ্তি আরাম, আত্মার বলবীর্য্য সঞ্চয় নির্জ্জনে একাকী যেমন সম্পাদিত হয় অনেক সময় সজনে সে প্রকার ঘটে না। এ সম্বন্ধেও ব্রাহ্মগণের জীবনে আমরা অনেক অভাব দেখিতে পাই। সাধারণতঃ নির্জ্জন সাধনের প্রতি নিষ্ঠা ও অনুরাগ অত্যন্ত অল্প। একশত ব্রাহ্মের মধ্যে এক জন নিয়মিতরূপে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা আহ্নিক ইষ্ট পূজার ন্যায় প্রতিদিন উপাসনা করেন কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। যাঁহারা নিয়ম মান্য করেন, সচরাচর পালনও করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে এ বিষয়ে আর কিঞ্চিৎ নিষ্ঠা ও পবিত্র অনুরাগ আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মোপাসকের বাস ভবন যদি এই ভাবের চিহ্ন প্রদর্শন না করে তবে তাঁহার সুন্দর অট্টালিকার গৌরব কোথায়? তিনি গৃহের চতুঃসীমা সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়াছেন, সুন্দর বিলাস ভবন, রমণীয় বহির্ব্বাটী, অন্তঃপুর শয়নাগার, রন্ধনশালা, দ্বিতল তৃতল বাসগৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত করিয়াছেন, কিন্তু বাড়ীতে ঠাকুর ঘর নাই। সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে অসীম দেশে এবং অনন্ত কালে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি পার্থিব অনিত্য বস্তু রাশিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। যেখানে বসিলে স্বর্গ দর্শন হয় সেই কুসুমিত তরুলতা বেষ্টিত ক্ষুদ্র পরিষ্কৃত দেবমন্দির নাই। ইহকালের সকল আয়োজন বিধি ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু পরলোকের কোন সম্বল নাই, তাহা সঞ্চয় করিবার জন্য চারি হস্ত পরিমিত স্থানও নাই। অন্তঃপুর প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে কিম্বা বহির্ব্বাটীর কোন

প্রান্ত ভাগে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে বৃক্ষ লতাদি দ্বারা মণ্ডিত কর, ভক্তি রসাত্মক সদগ্রন্থ, একতারা খঞ্জনী, মৃদঙ্গ করতাল তাহার মধ্যে রাখিয়া দাও, প্রতিদিন ধূপ ধুনার গন্ধে তথাকার বায়ুকে পবিত্র ও সুবাসিত কর, প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সেখানে বসিয়া কখন একাকী কখন স্ত্রী পুত্র আত্মীয় ভ্রাতা ভগ্নীদিগকে লইয়া ভক্তবৎসল ভগবানের ভজনা কর, সমস্ত গৃহ পরিবার পবিত্র হইবে, মধুময় হইবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ভবন বলিয়া তখন তাহা বোধ হইবে। এ প্রস্তাব কি হৃদয়গ্রাহী নহে? ব্রাহ্মের কবিত্ব, ধর্ম্মভাব, সুমিষ্ট বিশুদ্ধ কল্পনা ও সুরুচি এই ঠাকুর ঘরে প্রকাশ পাইবে। এই ঘর তাঁহার সকল ঘর অপেক্ষা সুখের স্থান শান্তির স্থান হইবে। অন্যান্য স্থান বিষয় কোলাহলে, কুটুম্ব কুটুম্বিনীগণের কলরবে, এবং ইহলোকের অসার মোহ আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, ঠাকুর ঘর পরলোকে প্রতিষ্ঠিত, পৃথিবীর মধ্যে এই ক্ষুদ্র স্থানটী শান্তি নিকেতন। সংসারের গুরুভারে শ্রান্ত ব্রাহ্ম যদি দিনান্তে নিশান্তে একবার করিয়া এখানে ব্রহ্মপদ পল্লবের শীতল ছায়ায় বসিয়া দিবসের শ্রান্তি দূর করত পুণ্য প্রেম উপার্জ্জন না করেন তবে তাঁহার জীবনে আর কি সুখ আছে? প্রত্যেক গৃহস্থ ব্রাহ্মকে আমরা এই রূপ এক একটী পারিবারিক ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে তাঁহারা প্রচুর শান্তি সুখ ও পুণ্য লাভ করিতে পারিবেন।

স্বর্গ ও নরক।

সকল ধর্ম্মেই স্বর্গ ও নরকের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। স্বর্গ ও নরকের ভাব ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না এটি একটি চিরন্তন সত্য। ধর্ম্মের ভাষা জীবন্ত ভাষা, তাহাতে মৃত ভাষা ব্যবহৃত হইলে উহা আর ধর্ম্ম থাকে না। অমুক কর্ম্ম করা উচিত, অমুক কর্ম্মকরা অনুচিত, এ নির্জ্জীব ভাষা লৌকিক নীতির, ধর্ম্মের নহে। যাহা উচিত তাহাকে স্বর্গ, যাহা অনুচিত তাহাকে নরক বলিয়া ধর্ম্ম জীবন্ত বাক্যে নিদ্রিত মানবাত্মাকে জাগ্রৎ করিয়া তুলেন। যাহা নরক, ধর্ম্ম তাহাকে এটি মন্দ, এটি অনুচিত, এরূপ না করিলে ভাল ছিল, এটি দুর্ব্বলতা, এইরূপ ভদ্র বাক্যে উল্লেখ করিয়া তাহার গভীর ঘৃণ্য কুৎসিত ভাব প্রচ্ছন্ন করেন না। কেহ কেহ বলিবেন ভাষায় কি হয় মূলেত বিষয় একই। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা ভাষার শক্তি অল্প বুঝেন। যাঁহারা মনুষ্যসমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাষার কতদূর সামর্থ্য বিলক্ষণ দেখিয়াছেন। "ভাষা জীবন বিনাশ করে, উহার ভাব জীবন দান করে" এ কথা আপাততঃ ভাষার নিন্দাসূচক হইলেও, ভাষার সামর্থ্য ইহাতেও বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যাহা অনুপযুক্তরূপে গৃহীত হইলে জীবন বিনাশ করে, তৎপ্রতি উপেক্ষা সামান্য কথা নহে। আমরা যাহাকে অনুচিত মন্দ বা দুর্ব্বলতা নাম দেই, যদি তাহাকে নরক বলিয়া গ্রহণ করি, আমাদিগের জীবনে সুমহৎ পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হয়। স্বর্গ সুখভোগের স্থান, নরক যন্ত্রণালয়, এই বলিয়া কল্পনাযোগে এ দুয়ের এক একটি স্থান নির্দ্দেশ করা অপেক্ষা আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে স্বর্গে যাইতেছি বা নরকে প্রবেশ করিতেছি, এ ভাব যাহার হৃদয়ে জাগ্রদ্ভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহার জীবন প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ ইহাতে আর কেহই সংশয় করিতে পারেন না। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে পাপমাত্রকে নরক পুণ্যমাত্রকে স্বরূপে গ্রহণ করা সত্যমূলক বা ইহাতে কল্পনাধিক্য আছে। যাহা কিছু সত্যমূলক নহে, কেবল কল্পনাসম্ভূত, আমরা উহা আমাদিগের ধর্ম্মমতমধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না। পাপ ও পুণ্য স্বর্গ ও নরক ইহাই সত্য, তদ্বিপরীত অসত্য মিথ্যা ও ভ্রম এ প্রস্তাবে ইহাই প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য।

প্রাচীন কালের লেখাতে আমরা দেখিতে পাই,

"মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥"
বিষ্ণুপুরাণ।

যাহা মনের প্রীতিকর তাহা স্বর্গ, নরক তাহার বিপর্য্যয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পাপ ও পুণ্যই স্বর্গ ও নরক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে কালে স্বর্গ ও নরককে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন স্থান সমর্পণ করা হইয়াছে, সে কালে স্বর্গ ও নরককে ঈদৃশ আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ সামান্য আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীত হয় না। মহাভাগবত শুক এক স্থানে বলিয়াছেন, বেদ বৃথা স্বর্গ ও নরক কল্পনা করিয়া লোককে ভ্রমে নিপতিত করিয়াছেন। তিনি এতদ্দ্বারা স্বর্গ ও নরক এ দুইটি কল্পনা এরূপ বলেন নাই, স্বর্গকে ভোগ বিলাসের স্থান, নরককে বীভৎসপদার্থনিচয়পূর্ণ যন্ত্রণালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করাতেই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রাচীন কালে যাঁহাদিগেরই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাঁহারাই স্বর্গনরক বাস্তবিক পদার্থ কি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাঁহারা ফল দৃষ্টে পাপের গুরু লঘুত্ব নির্ণয় করিতে যান, তাঁহাদিগের ন্যায় ভ্রান্ত লোক অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে প্রদর্শন করিয়াছি যাহা প্রথমতঃ দেখিতে ক্ষুদ্র তাহা হইতে কত মহত্তর ফল উপস্থিত হয়। কে বলিল আমরা যে পাপকে আপাততঃ ক্ষুদ্র বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, তাহা বাস্তবিকই ক্ষুদ্র? এস্থলে আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ভ্রম সমুপস্থিত হয় নাই, ইহা নির্দ্দেশ করিবার কাহার সামর্থ্য নাই। লৌকিক দণ্ডশাস্ত্রে যে সমুদায় অপরাধের নির্ণয় আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিতান্ত অপূর্ণ এবং ভ্রান্ত। এক জনের প্রাণ এক জন হরণ করিলে সে ব্যক্তি বধদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু অন্যের কথা দূরে থাকুক, কত পিতা মাতা সন্তানগণের মরণান্ত দুঃসহ ক্লেশ যন্ত্রণার কারণ হয়, কে তাহার সংবাদ লইয়া থাকে? আপনার পাপ দুষ্প্রবৃত্তি জন্য অপরের আত্মাকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া লৌকিক বিধির দৃষ্টিতে কত লোক নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করিতেছে, আমরা কি সেই সকল উৎকট পাপকে লঘু বলিয়া গ্রহণ করিব? যথার্থ দৃষ্টি উপস্থিত হইলে আমরা দেখিতে পাই লোকতঃ যাহা লঘু বলিয়া গৃহীত হয় ফলতঃ তাহা কখনই লঘু নহে। আমরা অনেক সময়ে লৌকিক ব্যবহারানুরোধে পাপকে ভদ্রবসনে অবগুণ্ঠিত করিয়া নিজের এবং সাধারণের চক্ষের নিকট উপস্থিত করি, কিন্তু তাহা বলিয়া আর আমরা চিরদিন লৌকিকতার অনুসরণ করিতে পারি না।

আমরা স্বর্গ কাহাকে বলি? "এষোঽস্য পরমোলোক, এষাঽস্য পরমা গতিঃ," ঈশ্বরে বাসই আমাদিগের পরম লোক ঈশ্বরে বাসই আমাদিগের পরমা গতি। সত্যেতে পুণ্যেতে প্রেমেতে আমাদিগের যখন অধিবাস, তখনই আমাদিগের স্বর্গে বাস। যথার্থ দৃষ্টিতে যদি এ কথা সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, ইহার বিপরীত স্থলে আমাদিগের নরকবাস অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের জীবনে যখন সুসময় উপস্থিত হয়, তখন আমরা স্বর্গসম্বন্ধে উচ্চ আধ্যাত্মিক যথার্থ ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকি, কিন্তু পাপ কুপ্রবৃত্তির অধীন হইলে উহাকে নরক বলিয়া পরিগ্রহ করি না। এমন কি আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যখন আমরা মনে করিতেছি স্বর্গে আছি, তখন পার্শ্বে যে নরক বিদ্যমান তাহা আমরা ভুলিয়াও মনে করি না। যত দিন আমাদিগের এ সম্বন্ধে যথার্থ দৃষ্টি উপস্থিত হইতেছে না, তত দিন আমাদিগের জীবনে সুমহৎ পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যন্ত্রণা অনুভূত না হইলে পাপ নরক বলিয়া কি প্রকারে গৃহীত হইবে? যন্ত্রণা অনুভূত না হইলে পাপ নরক নহে, এই জ্ঞানকে আমরা মিথ্যাজ্ঞান বলি। মিথ্যাদৃষ্টি বশতঃ জগতে এই প্রকারে সকল সময়ে সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়া গিয়াছে। কোন কোন ব্যাধি গূঢ়রূপে শরীর আক্রমণ করে, তজ্জন্য আমাদিগের কোন ক্লেশ উপস্থিত হয় না। এরূপ অবস্থায় উহা ব্যাধি নহে, কে এরূপ নির্দ্ধারণ করিবে? বরং যে ব্যাধিতে অসাড়তা অধিকালব্যাপী তাহারই বিকাশ মারাত্মক।

পাপাক্রান্ত ব্যক্তি পাপজনিত নরকযন্ত্রণা যত অল্প অনুভব করে, ততই তাহার পাপ প্রগাঢ় এবং তাহার বিকাশ ভয়ানক। যদি মিথ্যাদৃষ্টি জন্য পাপকে কেহ লঘু মনে করে, তাহাকে নরক বলিতে না চায়, তবে তাহাতে পাপের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহার মারাত্মক ফল বিলুপ্ত হয় না। কারণ তখনও উহা নরক রূপে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

আমরা উপরে বলিয়াছি জীবনের সুসময়ে আমরা স্বর্গ সম্বন্ধে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকি। কিন্তু কে বলিতে পারেন প্রত্যেক দিনের সাধু অনুষ্ঠান, উপাসনা প্রার্থনা, সৎ সহবাস, সদালাপ প্রভৃতিকে তিনি স্বর্গ বলিয়া পরিগ্রহ করিতে পারেন? প্রত্যেক পাপকে নরক এবং প্রত্যেক পুণ্যকে স্বর্গ বলিয়া যিনি গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার জীবন যে কি এক মহত্তর নবীনতর সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হয় আজও আমাদিগের তাহা দেখিবার অবশেষ আছে।

এমাম হোসেন।

(১৭০ পৃষ্ঠার পর।)

তৎকালীন নেমান বসীর নামক এক ব্যক্তি কুফার শাসন কর্ত্তা ছিল। এজিদ তাঁহাকে ভীরু প্রকৃতি জানিয়া তৎপদে আবদুল্লা জেয়াদ নামক এক দুর্দ্দান্ত লোককে নিযুক্ত করিয়া পাঠায় এবং অন্যূন বিশ সহস্র সৈন্য হোসেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে নিযুক্ত করে। ওমরসাদ নামক এক ব্যক্তি রীদেশের আধিপত্য ও অনেক ধন সম্পদ্ লাভের আশায় সেনাপতির পদ গ্রহণ করে। [illegible]নের পক্ষে ৭০।৮০ জন লোক মাত্র ছিল। হোসেন কুফা নগরের অদূরে আগমন করিয়াই মুসল্লম একিলের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হয়েন। সংগ্রামে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহেন, কিন্তু আবদুল্লা জেয়াদ তাঁহাকে কোন রূপে ছাড়িতে সম্মত হয় না। অগত্যা কুফার অনতি দূরে করবলা নামক প্রান্তরে হোসেনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই সংগ্রামে তিনি বিষম ক্লেশ যন্ত্রণা পাইয়া নিহত হয়েন। এক বিন্দু জল প্রাপ্ত হয়েন না। ফরাত নদীর তীরে এজিদের সৈন্য সকল নিযুক্ত ছিল, হোসেন কোন রূপে তাহা হইতে জল আহরণ করিতে পারেন নাই। তিনি এবং তাহার আত্মীয় স্বজন তৃষ্ণায় অত্যন্ত আকুল হইয়াছিল! যাহা হউক অচিরেই ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদায় স্বজন আত্মীয় অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সমরানলে জীবন আহুতি প্রদান করেন। হিজরী ৬১ সালের মহরম মাসের দশম তারিখে শুক্রবারে অর্থাৎ প্রায় বার শত বৎসর পূর্ব্বে হোসেন নানা প্রকার আঘাত যন্ত্রণা পাইয়া করবলা প্রান্তরে শমর নামক এজিদের এক সেনার হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। এমাম হোসেন নমাজে প্রবৃত্ত হইয়া দণ্ডবৎ করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় দুরাত্মা শমর তাঁহার শিরশ্ছেদন করে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের দৌহিত্র হোসেনের ধর্ম্মানুরোধে এইরূপ শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার স্মরণার্থ প্রতি মহরম মাসে মুসলমানগণ তাঁহার নামে তাজিয়া করিয়া থাকে ও হোসেনের সৈন্য সাজিয়া তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিবার ভাব প্রকাশ করে। মুসলমানদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহরমের দশম তারিখে শোক চিহ্ন ধারণ ও ক্রন্দন বিলাপ করিবে আমোদের ব্যাপার হইতে দূরে থাকিবে, তাহাতে অনেক পুণ্য হইবে। তদনুসারেই মহরমের তাজিয়া হইয়া থাকে, ব্যাপারটী মহৎ, কিন্তু এমাম হোসেন ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু বান্ধবের জন্য সহস্রের মধ্যে দুই জন লোক যথার্থ শোক প্রকাশ করে কি না সন্দেহ।

এমাম হোসেন নিহত হইলে তাঁহার ও তৎসঙ্গীদিগের ছিন্ন মস্তক সহ তাঁহার পারিবারবর্গ ও রুগ্ন পুত্রকে দমস্ক নগরে আনয়ন করা হইয়াছিল। বালক ও পরিবারের প্রতি এজিদের দয়া হয়, এজিদ তাঁহাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক মদিনায় পাঠাইয়া দেয়।

হাফেজ।

যদি সখা আমার পক্ষে থাকেন, সহস্র শত্রু হউক সংগ্রাম করিতে জানি, সংগ্রামকে ভয় করি না।

তোমার প্রেম হৃদয় কুটীরে বাস করিলে যদি এই দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাই পুনর্ব্বার ব্যাকুলতার সহিত আগমন করি।

ওহে তোমার মুখ জ্যোতিতে জীবন পুষ্পোদ্যান প্রফুল্ল হয় পুনরাগমন কর, তোমার বদন কুসুমের অভাবে জীবনের বসন্ত অন্তর্হিত হইল।

যদি নেত্র হইতে অশ্রু বৃষ্টি হয় অনুচিত নহে, যেহেতু তোমার বিচ্ছেদ শোকে বিদ্যুতের ন্যায় জীবন কাল চলিয়া গেল।

জীবন ব্যতীত আমি বাচিয়া আছি, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিও না, কে বিচ্ছেদ কালকে জীবনের মধ্যে গণ্য করে।

আমি কখন মৃত্যুর জন্য চিন্তিত নহি তোমার মুখ বিন্দুতে আমার জীবন নির্ভর করে।

এই দুই এক মুহূর্ত্ত যে দর্শন সম্পদের সম্ভাবনা আছে তাহাতে হৃদয়ের কার্য্য সাধন কর যেহেতু জীবনের ব্যাপার অব্যক্ত।

প্রাতঃ সময়ে মধুর নিদ্রা আর কতক্ষণ, জাগরিত হও সত্যই জীবনে বিশ্বাস নাই।

হাফেজ! বচন বিন্যাস কর, জগতে তোমার লেখনীর এই চিত্র জীবনের স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রাতঃ সমীরণ সেই বর্ত্ম হইতে সৌরভ আনয়ন কর আমি দুঃখী রুগ্ন, প্রাণের শান্তি আনয়ন কর।

আমার বিফল জীবনে লক্ষ্য রূপ স্পর্শ মণির যোগ কর অর্থাৎ সখার দ্বারের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা আমার জন্য আনয়ন কর।

দৃষ্টির সঙ্কেত ভূমিতে হৃদয়ের সঙ্গে আমার সংগ্রাম, তাঁহার ভ্রূ ও কটাক্ষ পাত রূপ ধনুর্ব্বাণ আমার জন্য আনয়ন কর।

বিচ্ছেদ দরিদ্রতার ও মনের শোকে বৃদ্ধ হইলাম কোন যুবকের সজীব কর তল হইতে পান পাত্র আমার জন্য আনয়ন কর।

হাফেজের মন কি কার্য্যে আসিবে সুরা দ্বারা তাহাকে চিত্রিতকর তখন বিহ্বল ও মত্ত অবস্থায় তাহাকে বাজার হইতে লইয়া আইস।

মন! নেত্র হইতে কত অশ্রু বর্ষণ করিবে অতঃপর সঙ্কুচিত হও, চক্ষু তুমি ও নিদ্রিত হও, স্বপ্ন যোগে মনোভিলাষ সফল কর।

সখার শস্য পুঞ্জ হইতে বায়ুর ন্যায় আর কত কাল কণিকা আহরণ করা, সাহস পূর্ব্বক পথ সম্বল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং বীজ বপন কর।

হে পুষ্প! ধন্য মনের সাধে বিকসিত হইয়াছ, মন দ্বারা উন্মত্ত বোল্‌বোলের প্রতি অভিমান করিও না।

যদ্যপি দরবেশ অপ্সরা ও স্বর্গঅট্টালিকার প্রার্থী কিন্তু আমার সুরালয় প্রাসাদ, সখা অপ্সরা।

তোমার অদর্শনের জন্য আমি নিন্দা করি না, অদর্শন না হইলে দর্শনের মধুরতা লাভ হয় না।

যদ্যপি অপরলোক আমোদ উল্লাসে প্রফুল্ল ও আনন্দিত কিন্তু সখার বিচ্ছেদ বেদনা আমার সুখ সম্পদ।

বাদ্য ধ্বনি সহকারে সুরাপান কর, কাহার সম্বন্ধে ক্রোধ করিও না। লোকে তোমাকে বলিবে যে সুরা পান করিও না, তুমি বলিও ঈশ্বর পাপ ক্ষমাকারী বটেন।

হাফেজ! বিচ্ছেদ যন্ত্রনায় কি নিন্দা করিতেছ? বিচ্ছেদ হইলে সম্মিলন হয়, অন্ধকারের পর আলোক হয়।

আমার শুষ্ক অধরের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, জল দানে বঞ্চিত রাখিও না। হত ব্যক্তির নিকটে আগমন কর ও তাহাকে মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন কর।

বাদ্য ধ্বনি কর উদ নামক সুগন্ধি ইন্ধন না থাকিলে ক্ষতি কি? আমার প্রেম অগ্নি, হৃদয় উদ ও আমার শরীর অনলাধার।

সঙ্গীত কর, খির্কানামক অঙ্গাচ্ছাদন ফেলিয়া নৃত্য করিতে থাক, অন্যথা কপট বসন ধারণ করিয়া এক প্রান্তে বসিয়া থাক।

ইহ পরলোক শত্রু হউক, সখাকে অনুকূল থাকিতে বল, পৃথিবী পৃষ্ঠ সৈন্যে আবৃত হউক ভাগ্য অনুকূল থাকুক।

সখে! যাত্রার উদ্যোগ করিও না, ক্ষণ কাল আমার সঙ্গে অবস্থান কর, স্রোতস্বতী তীরে আনন্দ করিতে থাক ও পান পাত্র ধারণ কর।

ভাদ্রোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৭৯৯ শক।

"অহং ভক্ত পরাধীনো হ্য স্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্ত জনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবৎ॥ অস্যার্থঃ। হে দ্বিজ, আমি অস্বতন্ত্র ব্যক্তির ন্যায় অধীন, সাধু-ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমার হৃদয় অধিকৃত হইয়া রহিয়াছে। আমি ভক্তজনের প্রিয়॥ ০॥ নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ শ্রীমদ্ভাগবৎ॥ হে দ্বিজ, আমি যাহাদিগের পরম-গতি সেই সাধুভক্তগণ বিনা আমি আমাকে ও আমার পরম ঐশ্বর্য্যকেও স্পৃহা করি না।"

এই শ্লোক দুইটী মধুমাখা, পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল আসে। "আমি ভক্তজনের প্রিয়" ঈশ্বর স্বীয় মুখে

কি কখন এই কথা বলিয়াছেন? যদি বলিয়া থাকেন হে ব্রাহ্ম, তুমি কি ইহার মধুরতা অনুভব করিয়াছ? ' আমি ভক্তগণের প্রিয় " ঈশ্বর কেন এই কথা বলিলেন? এই কথায় কি কোন বিশেষ অর্থ আছে? এই কথা বলিবার ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় আছে যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। " আমি ভক্তজনের প্রিয় " এই কথা বলিতে ঈশ্বরের বিশেষ আমোদ হয়, সুখ হয়, গভীর আনন্দ হয়। " আমি যে ভক্তগণের প্রিয়, তাহারা যে আমাকে ভাল বাসে" এই কথা বলিতে ঈশ্বরের আমোদ হয়। যদি আমরা বলি ঈশ্বর আমাদের প্রিয় ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমের পরিচয় দেওয়া হয়, এবং এই কথা বলিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ঈশ্বর আমার প্রিয়, যে এই কথা বলিতে পারিল, সে অত্যন্ত সুখী হইল; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের এই কথা সেই ভাবের নহে, ইহা ঈশ্বরের মুখের কথা। ইহা দ্বারা জগতের কাছে একটী বিশেষ ভাব প্রকাশ করা যদি তাঁহার অভিপ্রায় না হইত ঈশ্বর কদাচ এই কথা বলিতেন না। ভক্তেরা যে তাঁহাকে প্রিয় বলে ইহাতে তাঁহার বড় আনন্দ হয়। তিনি বলেন "আমি উহাঁদিগের প্রিয়ধন।" "ভক্তেরা আমাকে ভাল বাসে, তাহারা হৃদয়ের পাপ-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কি না আমাকে প্রিয় বলিল।" তুমি আমি কি প্রকার লোক, তুমিও জান, আমিও জানি, আমরা এই পৃথিবীর মধ্যে কত পাপ করি, রাশি রাশি পাপমধ্যে যদি একবার চৈতন্য হয়, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রিয় হন। ইহাতে আমাদের কি উন্নতি প্রকাশ করা হইল? ঈশ্বর সাধুদিগের প্রিয়, দেবতাদিগের প্রিয়, তিনি যে আমাদের প্রিয় হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ঈশ্বরকে প্রিয় না বলিলে আমাদের পক্ষে পাপ; কিন্তু বলাতে বিশেষ উন্নতি কি? আমাদের পক্ষে ইহা সামান্য কথা; কিন্তু ঈশ্বর সেই কথা লইয়া স্বর্গে আনন্দ প্রকাশ করেন। আনন্দ কি, তাঁহার মুখে দিবানিশি এই কথা লাগিয়া আছে। "আমি ভক্তপ্রিয়" এই কথাটী ব্রহ্মের হৃদয়ে একটী গভীর আনন্দের বিষয় হইয়াছে। কোন্ জঙ্গলে বসিয়া এক জন মহাপাপী বলিয়াছে "ওহে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার প্রাণের ধন।" এই কথা স্বর্গে গিয়া ঈশ্বরের মনে গভীর প্রেম, গভীর আনন্দের আকার ধারণ করিয়া স্বর্গকে আনন্দিত করিয়াছে। একটী সুমিষ্ট স্বর স্বর্গে অবিরত ধ্বনিত হইতেছে। যদি মনে কর অনেক দিন হইল পিতা বলিয়াছেন "আমি ভক্ত জনের প্রিয়" তথাপি ঐ সুমিষ্ট স্বর এখনও যেন শুনিতেছি। ভক্তের মুখের সঙ্গীত প্রায় অনেক সময়েই শুনিয়া প্রাণ শীতল হয়; কিন্তু ব্রহ্মের মুখের সঙ্গীত প্রায়ই শুনা যায় না। ব্রহ্ম হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ-বীণা ধারণ করিয়া এই সঙ্গীত করেন "আমি ভক্তজনের প্রিয়।" শ্রীহরি হরিধামে দিবানিশি আনন্দ ধ্বনি করিয়া এই কথা বলিতেছেন "আমি ভক্ত জনের প্রিয়।" অবশ্যই ইহাতে ঈশ্বরের কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে। "হে ঈশ্বর! তুমি আমার প্রিয়" পাপীও এই কথা বলিবেই; কিন্তু "আমি ভক্তজনের প্রিয়" এই কথা যদি ঈশ্বর বলেন আমরা ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিব, প্রাণেশ! তুমি কেন এই কথা বলিবে? অধম পাপীর কথায় তুমি কেন আনন্দ প্রকাশ করিবে? তুমি দেবতার প্রিয়, সাধু ভক্তজনের প্রিয়, পাপী তোমাকে প্রিয় বলিল ইহাতে কি তোমার গৌরব বাড়িল? বেদ বেদান্ত ইত্যাদি তোমার গুণ গান করিতে গিয়া লজ্জিত হইল, পাপীর এই সামান্য কথায় তোমার কি মহিমা বৃদ্ধি হইল? হে ঈশ্বর! পাপীর এই কথায় তোমার কি লাভ হইল? পাপী বলিল "মহারাজ, ধর্ম্মরাজ, বিশ্বরাজ, তুমি আজ্ আমার প্রিয় হইলে; কিন্তু এই জঘন্য পাপীর কথায় রাজার আমোদ করা কি সাজে? দুঃখী পাপী যেন বলিয়া ফেলিল আজ পথের মধ্যে লক্ষ টাকা পাইলাম, আজ হৃদয়ের মধ্যে দয়াময়ের পাদপদ্মরূপ অমূল্য রত্ন পাইয়াছি, আজ তাঁহাকে প্রিয় বলিয়াছি সে পৃথিবী শুদ্ধ লোককে ডাকিয়া এই কথা বলিল; কিন্তু এই কথা শুনিয়া হে জগৎপিতা, তোমার এত আহ্লাদ কেন? তুমি কেন আহ্লাদ করিয়া বলিতেছ "আমি ভক্তজনের প্রিয়?" তোমরত দুঃখ ছিল না তুমি কেন এই কথা বলিবে? ভিক্ষুকের কথায় তোমার এত আনন্দ কেন? আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, এই কথা লইয়া তিনি এত গৌরব করিতেছেন কেন? বুঝি এই জন্য যে তিনি বড় আশা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই আশা যে তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে ভাল বাসিবে; কিন্তু কেহ তাঁহার দিকে মুখ ফিরিয়া তাকায় না। বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা বলেন ঈশ্বর বহু দিন হইল অনেক যত্ন করিয়া তাঁহার প্রিয় সন্তানদিগের বাসস্থান হইবে বলিয়া এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সন্তানদিগের জন্য এত আয়োজন করিলেন; কিন্তু প্রায় সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইল, সেই সন্তানদিগের দ্বারাই তিনি অপমানিত হইলেন। এই জন্যই অন্ততঃ একটী দুঃখী সন্তানও যদি কোন জঙ্গলে বসিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া এই কথা বলে "তুমি আমার প্রিয়" "তুমি আমার পিতা মাতা" "তুমি আমার স্ত্রী পুত্র এবং বিত্ত অপেক্ষাও প্রিয়" তাহা হইলে তাঁহার আনন্দ হয়। তিনি আহ্লাদ করিয়া বলেন, "আমার অমুক সন্তান আমাকে ভালবাসে" "আমি ভক্ত জনের প্রিয়"। ভগবদ্ভক্তদিগের আনন্দের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথা লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর যাহা বলেন তাহা সরলতা এবং আনন্দের সহিত বলেন। সহস্র সুধার কলস একত্র করিলে যাহা হয় ঈশ্বরের শ্রীমুখের কথা তাহা অপেক্ষাও প্রিয়। ঈশ্বর বলিলেন "আমি ভক্ত

জনের প্রিয়" এই কথাতে পৃথিবী এবং স্বর্গে তাঁহার অন্তরের গভীর আনন্দ প্রকাশ হইল। ঈশ্বর এত প্রেম এবং এত আগ্রহের সহিত কেন এই কথা বলিলেন ? তিনি চান পাপী তাঁহাকে প্রিয় বলুক। পৃথিবীতে এবং স্বর্গরাজ্যে যতদিন এই কথা থাকিবে ততদিন আনন্দের হিল্লোল থাকিবে। ঈশ্বর এই কথা বলিয়া তাঁহার এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহাকে সকলে প্রিয় বলুক। এমন সুন্দর বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরকে জগৎ কেন প্রিয় বলে না ? ঈশ্বর জগতের প্রিয় হইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন। এক প্রকার রূপ দেখিয়া যদি তাঁহার সন্তান মোহিত না হয়, ঈশ্বর আর একটী রূপ ধারণ করিয়া তাহার নিকটে গিয়া বসেন, তাহাকে কিছু বলেন না, নূতন নূতন রূপ ধারণ করিয়া তাহার চিত্ত হরণ করিতে চেষ্টা করেন। পলকে পলকে তিনি নূতন রূপ ধারণ করেন। নিরাকারের রূপের ভাব না কি ? "সাকারেরই কেবল একটী রূপ, নিরাকারের অনন্ত-রূপ"। লোকে বলে মনোহর রূপ না দেখিলে ভক্তি হয় না, অতএব মূর্ত্তি পূজা কর। আমি বলি মূর্ত্তি পূজা করিও না, কেননা মূর্ত্তির কেবল এক খানি রূপ, চিরকালই সেই এক রূপ, তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না। মত রূপের উন্নতি হইবে কি রূপে ? মনোলোভা যদি সেই মূর্ত্তির শোভা হয় মনোলোভাই থাকিবে, বিশেষ মনোলোভা আর হয় না। সাকার দেবতার এক রূপ; কিন্তু আমার নিরাকার ঈশ্বরের অনন্তরূপ, তাঁহার নিত্য নূতন রূপ। যিনি নিরাকার ঈশ্বরের ভক্ত তাঁহার মন সর্ব্বদাই আশার সহিত প্রতীক্ষা করে, এবার কি রূপ প্রকাশিত হইবে যাহা বেদে নাই, কোরাণে নাই। নিরাকারের নিত্যরূপ দেখিয়া ভক্তের মন একবারে মুগ্ধ হয়। ভক্ত বলেন, সে দিন যে রূপ দেখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম তাহাই রূপের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু আজ দেখি তাহা অপেক্ষাও মনোহর রূপ। অনন্ত রূপ রাশির রত্নাকর ঈশ্বর, এই ভাবে ভক্তের নিকট ক্রমাগত নিত্য নূতন রূপ প্রকাশ করিতেছেন। কেবল ভক্তের মন হরণ করিবার জন্যই তিনি নিত্য নূতন রূপ ধারণ করেন। ঈশ্বর কখন্ যে কিরূপ প্রকাশ করিবেন তাহা ভক্ত জানেন। ভক্ত, তুমি মাকড়শা দেখিয়াছ ? মাকড়শা আপনার জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকে, যখন মাছি কিম্বা অন্য কোন প্রাণী ঐ জালের মধ্যে পড়ে প্রথমে গুণ্ গুণ্ শব্দ করে এবং পলায়ন করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সর্ব্ব শেষে মাকশাড় তাহাকে জড়াইয়া ধরে। আমরাও ব্রহ্মজালে পড়িয়াছি কিন্তু এ'নও আমাদের মনে অত্যন্ত তেজঃ আমরা মনে করি কোন মতেই আমরা এই জালে বদ্ধ থাকিব না; স্বাধীন ভাবে কেবলই আকাশে ঘুরিব, কেন জালে পড়িয়া মরিব ? কিন্তু হে ভক্ত, তুমি যতই কেন পলায়ন করিতে চেষ্টা কর না, তোমার মাকড়শা ঈশ্বর, সর্ব্বশেষে তোমাকে এমনই জালে জড়াইবেন, যে তুমি কোন মতে তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। রূপের জাল ছেদন করে কাহার সাধ্য ? মাকড়শার আক্রমণের পর যেমন বিরোধী কীটের মুখে আর গুণ্ গুণ্ শব্দ থাকে না সেই রূপ ব্রহ্ম যখন আপনার রূপের জালে ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ধরেন ভক্ত আর পলায়ন করিতে পারেন না। পতঙ্গ যখন সম্মুখে আলোক দেখে, সে মনে করে আমি উহার মধ্যে পড়িয়া মরিব না, সে আলোকের কাছে যায় অথচ পড়ে না; কিন্তু আলো জানিয়া বসিয়া আছে আমার এমন রূপ আছে, যে পতঙ্গকে আমার মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইবে।

ব্রাহ্মদিগের ভ্রূকুটী যায় না। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মেরা কোথায় যাইবে ? যদি ঈশ্বর নিরাকার না হইতেন তাহা হইলে তোমরা পলায়ন করিতে পারিতে। ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে দিবেন না। নিরাকারের দ্বার ছাড়িয়া তোমরা আর কোথায়ও যাইতে পারিবে না। নিরাকারের অর্থ রূপের অগাধ সমুদ্র রত্নাকর। তুমি যেরূপ দেখিয়াছ তাহা অপেক্ষাও যদি শ্রেষ্ঠতর রূপ দেখ তাহা হইলে আর কিরূপে বিমুখ হইবে ? যদি নিরাকার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সাকার দেবতার রূপ দেখিতে যাও তবে বুঝিব তুমি নিরাকারের যেরূপ দেখিয়াছ তাহাতে মুগ্ধ হও নাই। তোমরা এই পৃথিবীতে স্ত্রীলোকদিগের বেশ ভূষা দেখিয়াছ। তাহারা রূপ বৃদ্ধি করিবার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করে। স্বর্গরাজ্যেও অলঙ্কার আছে। ঈশ্বরের প্রেম পুণ্যের অলঙ্কার আছে। ভক্তের নিকটে যখন প্রেমময় ঈশ্বরের গভীরতর প্রেম প্রকাশিত হয় তখন ঈশ্বর কি অলঙ্কৃত হইয়া আসেন না ? ঈশ্বরের রূপের নিকট কোটি অলঙ্কার পরাস্ত হয়। প্রেমময়ের মধুর হাস্য যে দেখিল সে কি আর অন্যরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিতে পারে ? সেই সুমিষ্ট হাস্যকেই আমি ঈশ্বরের ভূষণ বলি। ভক্তের নিকট সেই সুমিষ্ট হাস্য ক্রমাগত মধুর হইতে মধুরতর হয়। ভক্ত ঈশ্বরের শ্রীচরণ ধরিয়া প্রার্থনা করেন, "প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, তোমার আরও একটী নূতনতর রূপ দেখাও।" এই আকাশ একটী প্রকাণ্ড মধুর ফোয়ারা, ঈশ্বরের প্রাণের ভিতরে প্রেমের প্রস্রবণ রহিয়াছে, তাঁহার মধ্যে মধু হইতে মিষ্টতর মধু আছে। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে যদি ঈশ্বর যথেষ্ট মধুময় না হইয়া থাকেন তবে তাঁহারা সংসারে ফিরিয়া যাইবেন। এই জন্য ভাই, তোমাদের পায়ে ধরিয়া বলি, অপেক্ষা কর, তাঁহার আরও রূপ আছে। যাহারা বলে আজ দেবাসুরের যুদ্ধে অসুরের জয় হইল, ঈশ্বর হারিয়াছেন, তাহারা ঘোর পাষণ্ড নাস্তিক এবং ঘোর সংসারী। অমুক দেশ, অমুক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশ্বর হারিয়াছেন, ব্রাহ্মদিগের নিকটেও ঈশ্বর হারিয়াছেন, এসকল কথা শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল।

এতবড় লোকের তোমার আমার কাছে এতবার পরাস্ত হইতে হইল? এমন প্রেমময় ঈশ্বরকে আমরা ভাল বাসিতে পারিলাম না। আমরা তাঁহাকে প্রিয় বলিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখ কোথায় একটী দুঃখী বলিয়াছে "হে ঈশ্বর, তুমি আমার প্রিয়" এই কথা লইয়া ঈশ্বর কত আমোদ করিতেছেন।

ব্রাহ্মগণ, তোমরা ভারি বীর পুরুষ হইয়াছ, তোমরা ঈশ্বরকে পরাস্ত করিতে শিখিয়াছ। তোমরা মনে কর ঈশ্বরের প্রেম এত অধিক নহে যে তোমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে। ব্রহ্মের জয় হইবেই হইবে, ইহা তোমরা বিশ্বাস কর না এই জন্যই তোমরা তাঁহাকে অগ্রাহ্য কর। কিন্তু ভাবিয়া দেখ কাহার সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করিতেছ। অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত প্রেম যাহাঁর তাঁহাকে কি তোমরা পরাস্ত করিতে পারিবে? দুরন্ত মনুষ্য ঈশ্বরের প্রেম বুঝিতে না পারিয়া বলে মন্দিরে একবার যাই বলিয়া বুঝি চোর দায়ে ধরা পরিয়াছি! সমস্ত জীবন ঈশ্বরকে দিলে সংসার করিব কি রূপে? কিন্তু ঈশ্বর কিছুতেই মলিন মনুষ্যকে ছাড়েন না, যখনই সে ঈশ্বরের প্রতি বিরক্ত হইয়া সংসারে ফিরিয়া গেল, তখনই ঈশ্বর তাঁহাকে সেই সংসারের মধ্যেই অন্ন বস্ত্র এবং টাকা প্রভৃতি দান করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া সেই পাষণ্ড মনুষ্য বলিল, "হে ঈশ্বর, আমি তোমার মন্দির ছাড়িয়া সংসারে আসিয়াছি, তুমি এখানে আসিয়া আবার হস্তক্ষেপ কর কেন? তোমাকে আর আমার ভাল লাগে না। যৌবন কালে মৃদঙ্গ লইয়া উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়াছি, এখন বৃদ্ধ হইয়াছি এখন আর প্রেম ভক্তি ভাল লাগে না, তোমার নামে ঢের টাকা খরচ করিয়াছি এখন কিছু কাল সংসারে সুখ ভোগ করি।" ঈশ্বরের যদি মুখ থাকিত তোমাদের এ সকল অপমানে তিনি তোমাদিগকে কি বলেন শুনিতে পাইতে। এই এখানেই সম্বাদ আসিতেছে তোমাদের এক দল ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিল। হায়! ঈশ্বররের এত অপমান হইল! আর কত দিন এ সকল হৃদয়বিদারক কথা শুনিব? ঈশ্বরের অপমানের শেষ হইল না। যাহাঁরা তাহাঁর ভক্তিতে মত্ত হইতেন তাহাঁরাই তাহাঁর এত অপমান করিলেন। ঈশ্বরকে তোমাদের ভাল লাগে না। তবে কি তোমাদের ভাল লাগে? কত লোক ঈশ্বরকে কত কটু কথা বলিতেছে, যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিতেছে। তোমাদের দেশে বড় অবিশ্বাস এবং পাষণ্ডতা বাড়িয়াছে। ব্রাহ্ম হইয়াছ বলিয়া কি ঈশ্বরসম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবে? কেন তোমাদের ঈশ্বরকে ভাল লাগে না? কেন তাহাঁর নাম গান করিতে তোমাদের উৎসাহ হয় না? আগেকার সাধুদিগের যত বয়েস হইত তত ভক্তি বৃদ্ধি হইত, তোমাদের যত বয়স হইতেছে তত ভক্তি কমিতেছে কেন? ঈশ্বরের সমুদায় রূপ কি তোমরা দেখিয়াছ? তাহাঁর অনন্ত রূপ অনন্ত কাল দেখিলেও ফুরাইবে না। তোমরা কেন নিরাশ হইলে? তোমরা কেন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইতে চলিলে? অমুক স্থানে পূর্ব্বে পাঁচ ঘণ্টা হরি নাম হইত, এখন আর কিছুই হয় না। ঐ গ্রামটী ব্রাহ্মদিগের গ্রাম ছিল, এখন ওখানে একটী ব্রাহ্মও নাই, এ সকল কথা কেবল ঈশ্বরের অপমান। সাবধান সাবধান! এইরূপে আর ভাই, ঈশ্বরের অপমান করিও না। ঈশ্বরের অপমান করিয়া কোথায় পলায়ন করিবে? জগতের বন্ধু যিনি তোমাদিগকে এত যত্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সহজে কি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন? তোমরা কি দুই দিন সাধন করিয়া ফাঁকি দিতে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলে? ঈশ্বরকে ভাল লাগিল না বলিয়া যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাও তবে কেন ব্রাহ্ম হইয়াছিলে? যত দিন তোমাদের শরীরে রক্ত থাকে তত দিন তোমরা আছ আর ঈশ্বর আছেন, চারি দিকে তিনি ঘেরিয়া বসিয়া আছেন কি রূপে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে? বলিও না ভাই, সাধন করিলে ফল হয় না, এক জনও নাই যে বলিতে পারে সাধন বিফল হইয়াছে। ভাই, তুমি সাধন কর নাই, অথচ মিথ্যা বলিতেছ সাধন করিয়া কিছু পাই নাই। কৈ আমি তো এক দিনও তোমাকে সাধন করিতে দেখি নাই, তুমি পূর্ব্বতন আর্য্যদিগের ন্যায় সাধন করিতে প্রস্তুত নহ, তুমি কেবল খাও, নিদ্রা যাও, আর বৃথা আমোদ কর, ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য কোন চেষ্টা কর না অথচ বল যে সাধন করিয়া কিছুই হইল না। ধিক্ তোমার বুদ্ধিকে! মিথ্যা কথা কহিয়া এই রূপে তুমি পরের মনকে অধার্ম্মিক কর। ভাই, সাধন কর, ঈশ্বরের নূতন নূতন রূপ দেখ। নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন কর। তুমি বল আমি ঈশ্বরকে প্রণাম করি, কিন্তু উহাকে কি প্রণাম বলে? তুমি বল আমি ঈশ্বরকে দেখি; কিন্তু উহাকে কি দেখা বলে? এখন সাধকের জীবন গ্রহণ কর। ভক্ত নাম যোগী নাম থাকুক। এখন কেবল শেষ রক্ত বিন্দু পর্য্যন্ত দিয়া সাধন কর। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। সাধনের ধন ঈশ্বর তোমরা যদি তাঁহার দয়াময় নাম সাধন কর, ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগকে ডাকিয়া বলিবেন এই কয় জনও আমাকে প্রিয় বলিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে কবে প্রাণনাথ এই কথা বলিবেন? "আজ আমাকে সেই লোকটীও প্রিয় বলিল।" ঈশ্বর আজ এই উৎসবে তাঁহার ধর্ম্ম সাধন করিতে আমাদিগকে উৎসাহী করুন! সাধন সার কথা, বন্ধু, বুঝিলে? তাঁহার দয়াল নাম সাধন করিব, তাঁহার নাম করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইব, দয়ার্দ্র হইব। বাঁচ আর মর, সাধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাও। এক দল আসিতেছে তাহারা সাধনের দৃষ্টান্ত দেখাইবে। তাহাদের পরে যাহারা আসিবে তাহারা ঐ সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। আর তোমরা বীরের দল, তোমরা যে ঈশ্বরকে হারাইয়া দিয়াছ জগতে

এই কুদৃষ্টান্ত থাকিবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই কুদৃষ্টান্ত হইতে রক্ষা করুন।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ।

[সোমবার ৩০শে শ্রাবণ, ১৭৯৯ শক]

"প্রাণদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
নহ্যাত্মনঃ প্রিয়তরং কিঞ্চিদস্তীহ নিশ্চিতম্।"

"প্রাণদান হইতে আর শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না। অতএব ইহা অপেক্ষা আর পৃথিবীতে নিশ্চয় কিছুই প্রিয়তর নাই।"

এই মাত্র আমরা শুনিলাম প্রাণ দান হইতে আর শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই ও হইবে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে প্রাণ দান করিয়াছেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় যে সেই প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। যত প্রকার দান আছে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই দান যদ্দ্বারা মনুষ্যের প্রাণ রক্ষিত হয়। বিপদ, রোগ, এবং মৃত্যু হইতে মনুষ্যর জীবন রক্ষা করা অতি উচ্চ দয়াব্রত। কেননা প্রাণ থাকিলেই অমরাত্মা এই পৃথিবীতে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারে। ঈশ্বর এই জন্য তাঁহার সকল সন্তানকে ডাকিয়া এই আদেশ করিয়াছেনঃ—"সন্তানগণ, তোমরা আপনার প্রাণকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর জানিবে।" এই আদেশ শুনিয়া আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাহাতে পৃথিবীর সকলের প্রাণ রক্ষা হয়। আমাদের পক্ষে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত। সেই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যদ্দ্বারা প্রত্যেক ভাই ভগিনী আপন আপন শরীরকে সুস্থ এবং সবল রাখিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন। ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে আমাদিগের অন্তরে একটী সুকোমল ভাব রাখিয়াছেন। এই ভাবটীর নাম দয়া। এই দয়া আপনা আপনি অন্যের প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। জীবের প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। "জীবের প্রাণ রক্ষা কর" ঈশ্বরের এই আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া দয়া জন্ম গ্রহণ করে। যেখানে কাহার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা সেখানে দয়া উত্তেজিত হইবেই হইবে। যদি দেখিতে পাও কোন দস্যু একজন নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার হৃদয় দয়ার্দ্র হইবে। সেই দয়া যেমন একদিকে বিপন্ন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করিতে তোমাকে উৎসাহী করিবে, তেমনি অন্যদিকে ভয়ানক ভাব ধারণ করিয়া আক্রমণকারীকে দণ্ড দিবে। মনুষ্য-হৃদয়ে এই দয়া সঞ্চার করিয়া ঈশ্বর জগৎকে রক্ষা করিতেছেন। গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য যিনি জগতে দুঃখ প্রেরণ করেন, তিনিই আবার এখানে দয়া প্রেরণ করেন। দয়া আপনা আপনি পরের দুঃখ বিমোচন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

মান্দ্রাজ প্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে অনাহারে ও রোগে লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছে। সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ভাই, তোমার কি হৃদয় দয়ার্দ্র হইল না? তবে হৃদয় অসাড় হইয়াছে। এই অবস্থায় ধর্ম্মবুদ্ধি অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অনুরোধে দয়ার কার্য্য করিতে হইবে। সন্তানের দুঃখ দেখিলেই স্বভাবতঃ জননীর হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়, সময়ে সময়ে ভাই ভগিনীর দুঃখ দেখিলেও সহোদর সহোদরার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হয়। অপরের দুঃখ দেখিলে সকলের মনে সেরূপ দয়ার উদয় হয়না। যখন অন্যের দুঃখে মনুষ্যের হৃদয় এরূপ অসাড় থাকে, তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা বিবেকের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। যাঁহাদের দয়া অধিক তাঁহারা স্বভাবের প্রবলতার সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে পরদুঃখ মোচন করিতে নিযুক্ত হন। আর জগতের দুঃখে সহজে যাঁহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না, এই বিবেকের আদেশ সেই শীতল হৃদয় ব্যক্তিদিগকে দানক্ষেত্রে লইয়া যায়। যদি ধর্ম্মজ্ঞানের অনুরোধে দয়া করিতে হয় তবে এমন ক্ষেত্র কোথায় পাইবে যেমন আজকাল এই দেশে। দুঃখে অনাহারে আমাদের কত কত বন্ধু ভাই ভগিনী মরিতেছেন। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার মন্দির মধ্যে আজ এই জন্য ডাকিলেন, যে নির্দ্দয় দয়ার্দ্র হইবে, বিষয়াসক্ত স্বার্থপর বৈরাগী হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন নিঃস্বার্থ প্রেম সঞ্চয় করিয়া আজ গৃহে প্রতিগমন করি। মান্দ্রাজে ভাই ভগিনীরা মহা কষ্ট পাইতেছেন, দূর হইতে আমরা তাঁহাদের দুঃখের কথা শুনিতেছি; কিন্তু আমাদের হৃদয় স্বার্থপর হইয়াছে। আমরা কেবল আমাদের আপন আপন অন্ন বস্ত্র চিন্তা করি, পর সুখের প্রতি দৃষ্টি করি না। আমাদের এই স্বার্থপরতা, এই নীচ বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য এসকল হৃদয় বিদারক ঘটনা হইতেছে। এমন সকল ব্যাপার ঘটিতেছে যাহা শুনিলে সহজেই দয়া এবং ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। অতএব এই দয়াব্রত সাধন করা ব্রহ্মমন্দিরের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা নহে।

কৃষ্ণানদী হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত প্রায় তিন হাজার ক্রোশ স্থানে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এই স্থান হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত যতদূর স্থান ভারতবর্ষের এত দূর প্রশস্ত এবং বিস্তীর্ণ বিভাগে ভয়ানক অন্ন কষ্টে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ মুখব্যাদান করিয়া নানাপ্রকারে কষ্ট দিয়া প্রায় এক কোটি আশি লক্ষ লোককে গ্রাস করিয়াছে। তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণার হাহাকার শব্দ কি আমাদের নিকট আসিতেছে না? ভাই ভগিনীরা দূরে কষ্ট পাইতেছেন বলিয়া কি আমরা তাঁহাদের ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিব না? এক কোটি আশি লক্ষ লোক ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছেন।

ইহাঁদের উপরে দুর্ভিক্ষের ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে! উপযুক্ত সময়ে সাহায্য না পাইলে বিলম্বে ইহাঁরা দুর্ভিক্ষের ভয়ানক কষ্টে পড়িবেন। পাঁচ লক্ষ লোক এই পৃথিবী হইতে চির-কালের জন্য বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। স্বভাবতঃ যেরূপ লোকের মৃত্যু হয় সে প্রকার সামান্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহাঁরা মরেন নাই। দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ভয়ানক। অন্ন কষ্টে ক্রমে ক্রমে দুর্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অবশেষে পাগলের মত হইলেন। নানাপ্রকার কষ্টে দেহ অব-সন্ন হইল, এই অবসন্নতার মধ্যে প্রাণ বায়ু বাহির হইল। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা এইরূপে হ্রাস হইতেছে। দুর্ভি-ক্ষের সঙ্গে সঙ্গে আবার সহস্র প্রকার পাপ আসিয়া মনু-ষ্যের দুঃখ বৃদ্ধি করিতেছে। যাহারা দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় এই রূপে হাহাকার করিতেছে, তাহারা দরিদ্র। দরিদ্রদিগের ঘরে অন্ন নাই, ভয়ানক অন্ন কষ্ট, তাহার উপরে আবার বস্ত্রাভাব। লজ্জা নিবারণ হয় এমন উপায় নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। রোগের অবস্থায় শরীর আচ্ছাদন করিতে পারে এমন বস্ত্র নাই। দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। ক্ষুধাতুরা জননী আহার করিতেছেন, সন্তান সেই মাতার হস্ত হইতে সেই অন্ন কাড়িয়া লইয়া আপনি খাইল। কোথায়ও বা সন্তান আহার করিতেছে, তাহার জননী তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া আপনি ভোজন করিল। ভীষণ ব্যাপার!! ভয়ানক অস্বাভাবিক ঘটনা!! মাতা এবং সন্তানের মধ্যে পরস্পর এই ব্যবহার ভয়ানক। অন্নকষ্ট, তাহার উপরে আবার লজ্জা নিবারণ হয় না। এই অবস্থায় কত লোকের ধর্ম্ম রক্ষা হইল না. কষ্ট সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা অপহরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে চৌর্য্য দোষ প্রবেশ করিল। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এই রূপে পাপ বৃদ্ধি হইল। জননী সন্তানকে দূর করিয়া দিলেন, সন্তানও জননীকে মানিল না।

রাজপুরুষ এবং অন্যান্য দয়ালু ব্যক্তিদিগের বিশেষ দয়া এবং চেষ্টাতে সেই দেশে শস্য উপস্থিত হইল; কিন্তু তাহা স্থানে স্থানে লইয়া যায় কে? গো, মহিষ, প্রভৃতি যাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে শস্যাদি লইয়া গিয়া মনুষ্যের উপকার করে, তাহারাও তৃণ লতা অভাবে গিয়াছে। গরিবদিগের গৃহের চালে যত দিন খড় ছিল, তত দিন সেই তৃণ দ্বারা তাহারা উপকারী পশুদিগকে রক্ষা করিল। শেষ আপনারা রৌদ্রে পুড়িতে লাগিল, গরিবদিগের ঘরে বাস করা পর্য্যন্ত কষ্টদায়ক হইল। গো মহিষ প্রভৃতিও তৃণাভাবে ক্রমে ক্রমে একটীর পর আর একটী মরিতেছে। কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর মুখে শুনিলাম, যদিও প্রচুর পরিরিমাণে শস্য প্রেরিত হয়, পশুর অভাবে তাহা এক স্থানে পড়িয়া থাকিবে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে যদি সাহায্য করা হইত তাহা হইলে এত দূর বিপদ হইত না। অন্ন, বস্ত্র এবং গৃহাচ্ছাদন জন্য লক্ষ লক্ষ লোক হাহাকার করিতেছেন। কেবল যে এই সকল কষ্ট তাহা নহে, ইহার উপরে আবার ভয়ানক অধর্ম্ম বৃদ্ধি। কেহ কেহ বলিয়াছেন স্বামী এক দিনের অন্নের জন্য আপনার প্রিয়তমা স্ত্রীকে অল্প মূল্যে অন্যের নিকটে বিক্রী করিয়া ব্যভিচার পাপে ভাসাইয়া দিলেন। বিপদের সময় স্ত্রীলোকের অমূল্য ধন সতীত্ব বিক্রয় করা হইল, পবিত্রতা বিনষ্ট হইল। সন্তানগুলি যখন অন্ন কষ্টে হাহাকার করিতে লাগিল, অল্প পয়সার জন্য তাহাদিগকে তাহাদের পিতা মাতা অন্যের নিকট বিক্রী করিল। পিতা মাতা সন্তানের প্রতি ইতি কর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইল। বিপদে দেখ, মনুষ্য কত বিকৃত হয়। স্বামী স্ত্রীকে, পিতা সন্তানকে, ভাই ভগিনীকে বিক্রয় করিতেছে। সকলেই 'প্রাণ গেল, প্রাণ গেল' এই কথা বলিয়া হাহাকার করিতেছে। অন্নের আশায় কত লোক এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর যাইতে চেষ্টা করিতেছে: কিন্তু অন্ন কষ্টে তাহাদের শরীরে বল নাই, পথে তাহারা হিংস্র জন্তুর আহার হইতেছে। মাতার শরীরে রক্ত নাই, সন্তান দুগ্ধের জন্য স্তন দংশন করিতেছে। এইরূপে অন্ন কষ্টে এবং সন্তান-দিগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সহস্র সহস্র পিতা মাতা মরিতেছে। ইহাদের মৃত্যুতে, ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র শিশু অনাথ হইতেছে। কে এই অনাথ শিশুদিগের পানে তাকা-ইবে? ইহাদের পিতা মাতাও আর আসিবে না। এই পিতৃ মাতৃহীন অসহায় বালক বালিকাগুলিকে আহার দিতে হইবে। এত গুলি অনাথের ভার কে লইবে? রাজ পুরু-ষেরা পারিবেন কেন? এই অনাথ বালকদিগকে আবার শিক্ষা দিতে হইবে, ইহা ভবিষ্যতে করিতে হইবে। আপাততঃ বিপদের তরঙ্গ ভয়ানক। দুর্ভিক্ষের কষ্ট যন্ত্রণা আরও কত বাড়িবে। এখনও ছয় মাস কাল অন্নের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। বোধ হয় পৌষ মাঘ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ বাসীদিগকে অন্ন দিতে হইবে। ভারতবর্ষের দয়ার্দ্র ব্যক্তি-দিগকে এই বিষয়ে বিশেষ রূপে মনোযোগী হইতে হইবে। মনে করা গিয়াছিল ২। ১ মাসের মধ্যে মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন; কিন্তু তাহা হইল না, আমাদের আশা প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। এখনও স্থানে স্থানে বহু লোক মরিতেছে। ইতিপূর্ব্বে বসন্ত রোগে কত লোক মরিল। অন্ন কষ্ট, আবার রোগ। ব্রাহ্ম, নিষ্ঠুর হইয়া এই কথা বলিও না, যিনি দুঃখ আনিয়া-ছেন তিনিই দুঃখ মোচন করিবেন। তিনিত তোমাকে ডাকিতেছেন, এখন এস, ভাই ভগিনী তোমার গৃহ পার্শ্বে মরিতেছেন, তোমাকে যে পরিমাণে ধন দিয়াছেন সেই পরি-মাণে দয়া কর। তুমি ভাই হইয়া দৌড়িয়া যাও দেখি। একবার কাঁদাও দেখি বঙ্গ দেশকে। যখন আমাদের উরিষ্যা দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন আমাদের জন্য মান্দ্রাজের ভাই ভগিনীদের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। আজ

Registered No. 66.

স্বার্থপর বঙ্গ দেশ, তুমি কি বলিবে আমি দায় হইতে মুক্ত হইয়াছি. আমার আর ভয় কি? যদি ভাই, তোমার সামান্য দানে মান্দ্রাজের দশটী ভাইকে বাঁচাইতে পার, ঈশ্বরের নিকটে স্বর্গীয় পুরস্কার পাইবে, কেবল পুরস্কার পাইবে তাহা নহে; কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে বলিবেন:—"বৎস, সেই যে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময়, তুমি আমার সন্তানদিগকে বাঁচাইবার জন্য অমুক দ্রব্য দান করিয়াছিলে, তাহা আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম।" ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগের সঙ্গে অভিন্ন-হৃদয় হইয়া আছেন, সুতরাং হে ভাই, হে ভগিনী, তোমরা দুঃখী ভাইয়ের হস্তে যাহা দিবে তাহা পিতার হস্তেই পড়িবে। আর এ কথা কেহই বলিও না আমার সঙ্গতি কম। ভাইকে বাঁচাইবার জন্য যে যাহা পার তাহাই দান কর। একটী ভাইয়ের প্রাণ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক। আমাদের প্রাণের ভাই, আমাদের বুকের ভাই অন্ন কষ্টে মরিতেছেন, তোমরা আপনারা কোন্ মুখে হাসিয়া অন্ন আহার করিবে? ভাইয়ের শরীর হইতে যদি রক্ত পাত হয় তবে আমার শরীর হইতে কি রক্ত পড়িবে না? আমার প্রাণের ভাইকে যদি মৃত্যু আক্রমণ করে, আমার যদি ক্ষমতা থাকে আমি কি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? এক মন চাউল দিলে যদি আমার একটী ভাইয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, তবে আমার কত লাভ হইবে। আমি মৃত্যুর সময় এই বিশ্বাস করিয়া সুখী হইব, আমার জীবনের কার্য্য হইয়াছে, আমি মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় একমন চাউল দান করিয়া আমার একটী ভাই কি এক জন ভগিনীর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। যাঁহার যাহা সাধ্য তাহাই দান কর। বেদীর সমক্ষে তোমরা দেখিতেছ, অন্ন, বস্ত্র, তৃণ ভাঙ্গা অলঙ্কার, প্রভৃতি বিবিধ সামগ্রী দান করা হইয়াছে। তোমরা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। স্বর্ণ হইতে তৃণ পর্য্যন্ত তোমরা দান করিতে পার। একবার ঈশ্বরের মুখের দিকে তাকাও, আর তিনি যে আদেশ করিবেন তাহাই পালন কর। তিনি যদি বলেন, নারী, তুমি কোমল প্রাণ, তুমি এই অলঙ্কার দাও। ধনী, তোমার যথেষ্ট ধন আছে তুমি এত টাকা দাও। ভাই, ভগিনী, তোমরা পিতার মুখে যেমন শুনিবে তাহাই প্রতিপালন কর। এই ভাই, পুণ্যের সময় আসিয়াছে, এখন নির্দ্দয় এবং অলস হইয়া থাকিও না। শস্য, ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার তৃণ যে যাহা পার দান কর। এরূপ যদি কোন সামগ্রী দাও যাহা মান্দ্রাজে প্রেরণ করা সুকঠিন, তাহা বিক্রয় করিয়া আমরা তাহার মূল্য প্রেরণ করিব। তোমরা অল্প টাকা পার তাহাই দাও। ২০০। ৫০০ লোকের প্রাণ আমরা অনায়াসে বাঁচাইতে পারিব। এই মন্দিরের দরিদ্র উপাসক গুলি যদি এই সময়ের উপযুক্ত কর্ত্তব্য সাধন করেন তবে ঈশ্বরকে বলিব, তুমি অকারণে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ কর নাই। মন্দিরের গরিব উপাসকেরা যদি মান্দ্রাজের দুঃখী ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করেন তাহা বড় আহ্লাদের বিষয় হইবে। আমার আশা হইতেছে আমরা অল্প সামগ্রী পাঠাইব না। মন্দিরের উপাসকগণ, ভাইগণ, তোমরা কাঁদ, সকলকে কাঁদাও। হে দয়াল প্রচারকগণ, তোমরা দয়াব্রত সাধন কর, তোমরা বাহির হইয়া সকলের দয়া উত্তেজিত কর। ঈশ্বর আজ ভালবাসিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়াছেন, তোমরা আজ তাঁহার দয়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যাও। আজ যদি এক জন মান্দ্রাজের লোক আসিয়া তোমাদের নিকট কাঁদিতেন, যদি দুর্ভিক্ষে একজন অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তোমাদের দ্বারে আসিয়া কাঁদিতেন, তোমাদের মনে কত দয়া উত্তেজিত হইত, নিশ্চই তোমরা কাঁদিয়া ফেলিতে। তাঁহারা আমাদের নিকট আসিতে পারিলেন না বলিয়া কি তাঁহাদের অপরাধ হইল? হায়! আমাদের নিষ্ঠুরতার জন্য পাঁচ লক্ষ লোক মরিয়া গেল। তাঁহারা আমাদেরই ভাই ভগিনী। আমাদের ভারতমাতা তাঁহাদিগকে প্রসব করিয়াছিলেন। এখনও কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন কষ্টে হাহাকার করিতেছেন। হায়!! কতদিন তাঁহারা খান নাই। যদি কিছু সাহায্য করিতে পারি কত লোক বাঁচিয়া যাইবেন। আর ভাই, দয়া করিতে বিলম্ব করিও না। ঐ বালকগুলি অন্নকষ্টে প্রায় মরিল, যদি তাহাদিগকে আহার দিতে পারি তাহাদের চক্ষু ছল ছল করিয়া কাঁদিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। ব্রাহ্মসমাজে দয়া বর্দ্ধিত হউক, মান্দ্রাজের এই বিপদের সময় আমবা যেন আমাদের কর্ত্তব্য করিতে পারি ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন!

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কিছু দিনের নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া লাহোর ও সিন্ধু দেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিবেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্য জন্য আমাদের আবেদন বিফল হয় নাই। মফস্বলের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ নানাস্থান হইতে টাকা পাঠাইতেছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা কিছু কিছু করিয়া যেন ইহাতে দান করেন। এমন দয়ার পাত্র আর কোথাও তাঁহারা পাইবেন না। এই বিষয়ে আচার্য্য মহাশয়ের বক্তৃতাটী সকলে পাঠ করিবেন।

বিগত ৪ঠা ভাদ্র রবিবারে যথারীতি ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের উপাসনায় উপাসক মণ্ডলীতে মন্দির পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উপাসনা ও উপদেশে প্রায় চারিঘণ্টা কাল অতিবাহিত হয়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া উপাসনার ভাবকে অতিশয় ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছিল। প্রাতের উপাসনা এগার ঘটিকার সময় শেষ হয়, পরে একটার পর শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত অজামিলের আখ্যায়িকা এবং শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান দরবেশ দিগের উক্তি পাঠ করেন। পাঠান্তে ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। বিদেশ হইতে এই উপলক্ষে কোন কোন ব্রাহ্ম আসিয়াছিলেন।

"উপাসানাতত্ত্ব" এবং "Sermon and Essays" নামক দুই খানি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেকের মূল্য আট আনা। প্রচার কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হাওয়ান মিরার যন্ত্রে ১৭ ই ভাদ্র শ্রীমনিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং ॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

১১ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন রবিবার ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে প্রাণসুহৃদ্ চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমেশ্বর! তোমার নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য তুমি আমাকে অনেক সময় অনেক প্রকার সুযোগ ও অবসর দিয়াছিলে, কিন্তু ভবিষ্যতে আরো যথেষ্ট সময় আছে মনে করিয়া আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি নাই। কল্পনার ভবিষ্যৎ মোহের ভবিষ্যৎ প্রতারণাপূর্ব্বক অলস সাধনহীন ব্যাকুলতাহীন করিয়া আমাকে রাখিয়াছিল। অল্পে অল্পে অজ্ঞাতসারে দুরাশার ভবিষ্যৎ ভূতকালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহা আমাকে জানিতেও দেয় নাই। নিমেষে নিমেষে বৎসর, বৎসর হইতে বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইয়াছে; ক্ষুদ্র বীজাঙ্কুরকে সতেজ তরুতে, বালক বালিকাকে পিতা মাতাতে পরিণত করিয়া চলিয়াগিয়াছে। যখন পূর্ব্ব পরিচিত কোন বালক কিম্বা বালিকাকে সহসা পিতৃ মাতৃ স্থানীয় দর্শন করি, যাহারা এক সময় শিশু ছিল তাহাদের অঙ্কে যখন ভাবীবংশের নব শিশুদিগকে ক্রীড়া করিতে দেখি তখন হঠাৎ চেতনা হয়, ভয় এবং ভাবনা আসিয়া অমনি মনকে অধিকার করে, জীবনপথের কতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি তখন তাহা বুঝিতে পারি। যৌবন সীমার পরপারে দণ্ডায়মান হইয়া যখন পশ্চাতের দিকে চাহিয়া এই সকল উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখি তখন চিন্তাশূন্য দায়িত্বহীন হইয়া আর জীবন কাটাইতে সাহস হয় না। যে ভবিষ্যৎ পুনঃ পুনঃ আমাকে এইরূপে প্রবঞ্চনা করিল তাহার অস্তিত্বে কি এখনও বিশ্বাস করিব? হায়! কত সুবিধা সুযোগ হারাইয়াছি। কত শুভ মুহূর্ত্ত সুসময় হেলায় নষ্ট করিয়াছি। আবার যদি সেইরূপ সুযোগ শুভক্ষণ পাই ইচ্ছা হয় ভালরূপে তাহার ব্যবহার করি। কিন্তু হে নাথ! অনুরাগহীন ব্যাকুলতাবিহীন মৃত আত্মা অনুকূল অবস্থা পাইয়াই বা কি করিবে? তবে সুসময় সুযোগও দাও, এবং ব্যাকুলতা অনুরাগও যথেষ্ট পরিমাণে দাও। মনের ক্ষোভ মিটাইয়া একবার দেখি তোমার গভীর প্রেমতত্ত্ব সাগরে কতদূর ডুবিতে পারি। জীবনের অবশিষ্ট প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তোমার জীবন্ত আবির্ভাবে মধুময় করিয়া দাও। সকল সময়ই আমার নিকট সাধন ভজনের উৎকৃষ্ট শুভ সময় হউক। ভবিষ্যৎ আর আমার নাই। অনন্ত কালের জীব হইয়াও আমি আর ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় থাকিতে পারিলাম না। তোমার বর্ত্তমানে বর্ত্তমান কালই আমার জীবন। হে জীবনের জীবন! তুমি আমার অনন্ত জীবন হইয়া সর্ব্বদা হৃদয়ধামে বিরাজ কর।

সজন উপাসনার ফল।

নির্জ্জন উপাসনার ফল মাহাত্ম্য সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। একাকী বিরলে প্রিয়সখার চরণপ্রান্তে বসিয়া সাধক অনেক প্রকার সুখ শান্তি উপভোগ করেন, গোপনে হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি আত্ম দুঃখ প্রকাশ করত বিগত শোক হয়েন, এ এক প্রকার পবিত্র অধিকার। ইহা দ্বারা আত্মা দিন দিন সারবান্ হইয়া ঐকান্তিক ভক্তি-যোগে পরব্রহ্মের পদারবিন্দে নিত্য কাল স্থিতি করে, এবং একাকী নিরাপদে সুখকর ব্রহ্মসহ-বাস সম্ভোগ করিতে থাকে। সজন উপাসনার ফল দ্বিবিধ। এক দিকে ব্রহ্মপ্রেম অপর দিকে ভ্রাতৃপ্রেম স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া চিত্তকে প্রমত্ত করিয়া তোলে। প্রিয় অপ্রিয়, বিরোধী মিত্র, আত্মীয় পর সকলেরই মস্তক সেই পবিত্র ব্রহ্মপাদপিঠের চারিদিকে অবনত হইয়াছে, শত শত উপাসকের দৃষ্টি অনুরাগ এক চৈতন্যময় পদার্থের উপর গিয়া পড়িয়াছে, সকলে কৃতাঞ্জলি পুটে গদ্‌গদ ভাবে সম্মুখস্থ জাগ্রত দেবতার স্তব স্তুতি বন্দনা করিতেছে, এক পরি-বারের সাধারণপিতা গৃহ দেবতা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে এ দৃশ্য অতি মনোহর। যাই সমস্বরে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" উচ্চারিত হইল, সমস্ত উপা-সকমণ্ডলীর চিত্তে অমনি অনুরাগ শিখা জ্বলিয়া উঠিল, সকলে এক সময়ে সেই রাজ রাজেশ্বরের সিংহাসন সম্মুখে করযোড়ে বিনীতভাবে দণ্ডায়-মান হইলেন। ইহার আভ্যন্তরিক স্বর্গীয় ভাব দেবতাদিগের স্পৃহণীয় এবং বাহিরের দৃশ্যও অতি অপূর্ব্ব গম্ভীর। পরস্পরের সাধুভাব পুণ্য-কথা অনুরাগসিক্ত কণ্ঠস্বর পরস্পরের হৃদয় তন্ত্রীকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে, একের ভক্তি প্রেম সহানুভূতি অন্যেতে সংক্রামিত হই-তেছে, এ সকল অন্তর রাজ্যের শোভা অতি আশ্চর্য্য। ভক্তমণ্ডলীর উপাসনার ছবি যদি কোন কবি চিত্রিত করিতে পারিতেন দেখিয়া পাষাণ হৃদয় আর্দ্র হইত। এক প্রেমময়ের প্রেমের উচ্ছ্বাসে সকলের হৃদয়কে সমতল করিয়া দিয়াছে, উচ্চ নীচ বন্ধুর স্থান প্রেমজলে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রমত্ত অবস্থায় যখন আবার সকলে ভক্তি বিগলিত নয়নে সুমধুর দয়াময় নাম কীর্ত্তন করেন তখন সকল প্রকার ভেদাভেদ তিরোহিত হইয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ কি প্রভেদ একবারে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়? ভূতকালের ইতিহাস ইহার প্রতিবাদ করে। বাহিরে যাহা দেখিলাম ভিতরে তাহা নহে। গূঢ় গভীর পার্থক্য ভাব শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। চিরকাল একত্রে যাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া উপাসনা করিলাম, ব্রহ্ম গুণগানে প্রমত্ত হইলাম তাঁহাদের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলিত হইতে পারিলাম না। এক সঙ্গে উপা-সনা করিলে সকল প্রকার অসাধু ভাব ভ্রাতৃ-বিরোধ বিদূরিত হয় এই বিশ্বাসে সমাজ বদ্ধ হইয়া উপাসনা করা যায়, কিন্তু হৃদয় কবাট না খুলিলে পরস্পরের সহিত চিনা পরি-চয় হয় না। কেবল এক স্থানে বসিয়া একরূপ প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক উপাসনা করিলে কি হইবে? যাঁহার যেমন স্বভাব তিনি তাহাই লইয়া উপাসনা করিয়া চলিয়া গেলেন, সুতরাং ভ্রাতৃবিরোধের প্রাচীর আর ভগ্ন হইল না। যত দিন গত হইতে লাগিল ততই দেখা গেল যে এক ভাবের ভাবুক না হইলে আর মন মাতে না। যদি মত্ততা চাও, প্রগাঢ় প্রেমানন্দের বাসনা রাখ তবে প্রেমিক এবং ভাবুকের দলে প্রবিষ্ট হও। ভাববিরোধী, ছিদ্রানুসন্ধায়ী, দোষদর্শী লোকের সঙ্গে উপাসনা হইতে পারে, কিন্তু মত্ততা জন্মে না। ব্রহ্ম-পাদপদ্ম ভিন্ন ভ্রাতৃবিরোধ মীমাংসার আর স্থান নাই একথা যথার্থ, কিন্তু আপনাপন পার্থক্য ভাব লইয়া উদাসীন ভাবে উপাসনা করিলেও কিছু হইবে না। আমাদের ব্রাহ্মসমাজ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। উভয়ে উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যদি উপাসনা করা যায় তবেই আশা সফল হইতে পারে। আমরা অনেক দিন হইতে ব্রহ্মমন্দিরে একত্রে উপাসনা করিয়া আসিতেছি,

সময়ে সময়ে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতেছি, কিন্তু উপাসনান্তে পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শে যে সুখানুভব হয় তাহা সকল সময় ভাগ্যে ঘটে না। ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সময়ে সেরূপ ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহাকে সামাজিক উপাসনার স্থায়ী ফল বলা যাইতে পারে না। কেহ কাহাকে আমরা যদি না চিনিতে পারি, আভ্যন্তরিক প্রকৃতি যদি পরস্পরকে খুলিয়া না দেখাই, যাঁহার যে দোষ গুণ আছে তাহা যদি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত না হয়, তবে কেবল শারীরিক যোগে সামাজিক উপাসনা করিলে কি হইতে পারে? শরীর, বাক্য, মন্ত্র, গাথা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াও অন্তরের ভাব গতি দূরে দূরে স্থিতি করিতেছে। আধ্যাত্মিক যোগ ভিন্ন সজন উপাসনার উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। অতএব যদি আমাদিগকে সেই সপ্তায় সপ্তায় একত্রে উপাসনা করিতেই হইল তবে কেন আমরা ভ্রাতৃপ্রেম ভক্তের প্রসন্নতা ও আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকি? একটী ধর্ম্মভ্রাতার আশীর্ব্বাদ প্রসন্নতা পবিত্র সহানুভূতি যদি পাই আমার ধর্ম্মবল দ্বিগুণ হইবে। এইরূপে যত প্রেম বৃদ্ধি হইবে ততই পুণ্য বৃদ্ধি হইয়া অক্ষয় শান্তি প্রদান করিবে। এক ভাবে মিলিত হইয়া আরাধনা, প্রার্থনা স্তব বন্দনা নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্মজীবন বলিষ্ঠ এবং সুখী হয়। ভাবের একতাই প্রার্থনীয়, শারীরিক ঘনিষ্ঠতা আধ্যাত্মিক একতা সাধন করিতে পারে না।

নীচ ও উচ্চ আমি।

অহংভাবপরিত্যাগ ধর্ম্মের আরম্ভ এই লোক প্রসিদ্ধ কথার আমরা প্রতিবাদ করি না। বরং আমরা নিজে এই কথা নানা সময়ে নানা ভাবে প্রচার করিয়াছি। আজ আমরা প্রদর্শন করিতে চাই, এক জন প্রতি কথায় ‘অহং’ পদ ব্যবহার করিতে পারেন, অথচ তাঁহার মধ্যে অহমিকার লেশমাত্র না থাকিতে পারে। আমরা ঈদৃশ অহমের একান্ত পক্ষপাতী। ‘আমি দীন এবং বিনয়ী’ ‘আমি মুক্তির পথ’ ‘আমাকে যে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন লাভ করে’ ইত্যাদি অহমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু কে বলিবে এই সকল কথার মধ্যে নীচতর অহমের গন্ধ ছিল? এখানে সরলতা বিনয় সুস্পষ্ট বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীতে যাহা বিনয় বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা পৃথিবী যেমন অসার তেমনি অসার। উহা দূর হইতে আকর্ষণ করে, কিন্তু উহার ভিতরে প্রবেশ করিলে অভিমান মিথ্যা ও কপটতা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। “রে দানব! আমার পশ্চাদ্গত হ” এই তেজস্বী বাক্যের মধ্যে যে আমি পদের উল্লেখ আছে, এ আমি সংসারের নীচ আমি নহে। এ আমি জ্বলন্ত অগ্নি, নিমেষের মধ্যে পাপরাশিকে ভস্ম করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি মধ্যে এই আমি বিরাজ করে, তিনি পৃথিবীস্থ হইয়াও স্বর্গস্থ। সমুদায় অদ্বৈতবাদ এই সত্য প্রচার করিবার জন্য যত্ন করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, সদসৎ, নিত্যানিত্য, জীবেশ্বর ইত্যাদির প্রভেদ বিলোপ করিয়া উহা অসত্যে নিপতিত হইয়াছে বলিয়া আমরা উহার বিরোধী, কিন্তু উহার মূল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই।

আমরা যে “অহমের” কথা বলিতেছি, সর্ব্বথা অহং বিনাশ না হইলে সে অহং স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এক “অহং” বলিতেছে আমি অতি দুর্ব্বল, পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করা আমার সাধ্যের অতীত; আমি অপরকে কি প্রকারে ভাল বাসিব, তাহারা যে সর্ব্বদা আমার প্রতি শত্রুতা করে; আমি পবিত্র হইতে পারি না, কেননা আমার পাপ রিপু সকল অত্যন্ত প্রবল; আমি মহৎ কার্য্য সাধন করিব কি প্রকারে, আমাতে তেমন বল উৎসাহ উদ্যম কোথায়? এই নির্জীব আমি সংসারী আমি, সর্ব্বদা বিনয়ের বেশে আপনাকে জগতের লোকের নিকট উপস্থিত করে, এবং অনেক সময় লোকের প্রশংসা ভাজন হয়; কিন্তু যাই মন উপাসনাতে প্রবৃত্ত হয়, উপাসনার আলোকে অন্তরের আবরণ উন্মুক্ত হয়,

তখন দ্বিতীয় আমি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোদিত আমির বিপক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এই আমি সরল বিশ্বাসের সহিত বলিতে থাকে, আমি পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে সক্ষম, অমৃতের পুত্র আমি, পাপ আমার কি করিবে? অপরে আমার প্রতি সহস্র অত্যাচার করুক, আমি তবু তাহাকে ভাল বাসিব, কেননা আমার পিতা সাধু অসাধু সকলের মস্তকের উপরে সূর্য্য উদিত করেন, এবং বারি বর্ষণ করেন। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের সন্তান আমি, আমি আবার পবিত্র হইতে পারি না? রিপুগণ আমার কি করিবে, আমি এক পদাঘাতে তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিব। মহৎ কার্য্য সাধন করাই আমার কর্ত্তব্য, মহৎকার্য্য সাধনে আমার বল উদ্যম উৎসাহের অভাব কোথায়? এক আমি নিস্তেজ, হীনবল, পার্থিব; আর এক আমি স্বর্গীয় জ্বলন্ত জীবন্ত। এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি বলিতে হয় না, সকলেই নিজ নিজ জীবনে কখন না কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে উপদেষ্টারা অতি সরল ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা অহঙ্কার বিমুক্ত হইয়া নিকৃষ্ট আমিকে ভুলিয়া যাইতেন এবং উচ্চতর আমিতে বিচরণ করিতেন।

"উপদেশাৎবামদেববৎ"

এসূত্রের অপব্যহার যেরূপ হউক না কেন, ইহার মধ্যে অতি মহৎ সত্য অবস্থিতি করিতেছে। উচ্চতর আমি ঈশ্বরের জ্ঞানে জ্ঞানী, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্, ঈশ্বরের পুণ্যে পুণ্যবান্, সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা সহ অভিন্নভাবে অবস্থিত। সুতরাং এখানে "আমি পারি" এই জ্বলন্ত বাক্য উচ্চারিত হইলে উহা অহঙ্কারদ্যোতক না হইয়া প্রকৃত বিনয়াদ্যোতক হয়। আমার মধ্যে যে বিশেষ শক্তি বল জ্ঞান অবস্থিতি করিতেছে, উহা আমার নহে, আমার স্বর্গস্থ পিতার, যে আমি সর্ব্বদা ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া "আমি পারি" বলে তাহার আর অহঙ্কারের সম্ভাবনা কোথায়? যে ব্যক্তি পার্থিব বিনয় প্রদর্শন জন্য নিজের অভ্যন্তরবর্ত্তী বল শক্তি জ্ঞান অস্বীকার করে, সে তদ্দ্বারা শুদ্ধ স্রষ্টার অবমাননা করে তাহা নহে, অজ্ঞানান্ধ হইয়া যাহা নিজের নহে, তাহা নিজের মনে করিয়া অহঙ্কারী হয়। যে দিন সে জ্ঞানবল বুদ্ধিবল প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবে, সে দিন সে তজ্জন্য অহঙ্কারী না হইয়া থাকিতে পারিবেনা। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, সংসারে যাহা বিনয় বলিয়া খ্যাত তাহা অহঙ্কার, আর যাহা আপাততঃ শুনিতে অহঙ্কার বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাই প্রকৃত বিনয়। যাহা অসত্য তাহা আশ্রয় করিয়া বিনয় হয় না, যাহা সত্য তাহা আশ্রয় করিয়া যথার্থ বিনয় প্রকাশ পায়। আমি যাহা পারি তাহা পারি, তাহা অস্বীকার করিয়া বিনয় প্রকাশ পায় না। আমি যাহা পারি তাহা অস্বীকার করিয়া বিনয় প্রকাশ অসত্য এবং গূঢ় অভিমানব্যঞ্জক। নীচতর আমি সর্ব্বদা কপট বিনয় প্রকাশে ব্যস্ত, উচ্চতর আমি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সর্ব্বদা স্বীয় প্রভাবে অবস্থিত। কোন বাধা কোন প্রতিবন্ধক কোন প্রলোভন ইহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। যাহাতে আমরা কপট বিনয় পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান বল পুণ্যের প্রস্রবণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথার্থ বিনয়ী হইতে পারি, আমাদের সেইরূপ যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। মৃত আমির সেবা করিয়া আমরা দিন দিন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে, এখন জীবন্ত আমি পিতার যথার্থ প্রতিকৃতি জানিয়া তদনুসরণে সজীব হওয়া আমাদিগের পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর।

চিন্তা।

সচ্চিন্তা যেমন জীবনকে শুদ্ধ ও উন্নত করে অসচ্চিন্তা তেমনি জঘন্য ও নীচ করিয়া তোলে। এক চিন্তা মনুষ্যকে স্বর্গে লইয়া যায়, আর এক চিন্তা নরকে আনিয়া ফেলে। সচ্চিন্তায় সজ্জ্ঞানের উদয় হয়, সদ্বিষয়ে ইচ্ছা ও রুচি জন্মে, ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, অসচ্চিন্তায় তাহার বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অতএব যিনি যত্ন

সচ্চিন্তাশীল তিনি তত উন্নত জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক; ও যিনি যত সার বিষয়ের চিন্তা করেন তিনি তত সারবান্ লোক। সচ্চিন্তার উপর ধর্ম্ম জীবন সম্যক্ নির্ভর করে। যত সাধু চিন্তার স্থিরতা ও গভীরতা তত জীবনের মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্য এবং সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কার। সাংসারিক চিন্তা স্বর্গীয় আলোকের আবরণ হয়, স্বর্গীয় চিন্তা জ্ঞানের দ্বার বিমুক্ত ও আত্মাকে নবজীবন দান করে। বস্তুতঃ চিন্তা ও জীবনকে এক বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মার্থির চিন্তার লক্ষ্য তত্ত্বলাভ। দুইটী সমজাতি অথচ বিভিন্ন প্রকৃতি তত্ত্ব-যোগে আর একটী অভিনব তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। যেমন চিন্তাদ্বারা জানিলাম সংসার অনিত্য পর-লোক নিত্য, এইক্ষণ এই দুইয়ের যোগে এই তত্ত্ব লাভ হইল অনিত্য সংসার অপেক্ষা নিত্য পরলোক শ্রেষ্ঠ। এইরূপ যে তত্ত্ব উপলব্ধ হইল অন্য তত্ত্বের সঙ্গে তাহার সম্মিলনে আর একটী তত্ত্ব উৎপন্ন হইতে পারে। এই নিয়মে ক্রমে ক্রমে অগণ্য তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়া উঠে। যাহার মূলধন নাই তাহার যেমন বাণিজ্য হইয়া উঠে না, তদ্রূপ যাহারা এই প্রণা-লীতে জ্ঞান লাভ করে না তাহারা যথার্থ উন্ন-তির পথ প্রাপ্ত হয় না। যাহারা সমপ্রকৃতি তত্ত্বের সংযোগ সাধনে অক্ষম তাহারাও উন্নতির পথ হইতে দূরে পড়িয়া থাকে। কেহ স্বীয় ইচ্ছানুসারে তত্ত্ব উৎপাদন করিতে পারে না, ছাগ পশু হইতে হস্তী উৎপন্ন হয়না।

চিন্তাযোগে তিনটী বস্তু সমুৎপন্ন হয়, এক তত্ত্বজ্ঞান, দ্বিতীয় ভাব, তৃতীয় অনুষ্ঠান। অনু-ষ্ঠান ভাবের অধীন, ভাব তত্ত্বজ্ঞানের অধীন, তত্ত্বজ্ঞান চিন্তার অধীন। ঈশ্বর মনুষ্যকে মূর্খতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃজন করিয়াছেন, এই জন্য তাহার জ্যোতির প্রয়োজন। তাহা হইলে সে অন্ধকার হইতে নির্গত হইয়া প্রকৃত পথে পদ সঞ্চালন করিতে পারে। চিন্তাযোগে তত্ত্ব-জ্যোতিঃ উৎপন্ন না হইলে সে সংসারের পথে চলিতে পারে না, স্বর্গের পথও ধরিতে পারে না। কেহ অন্ধকারে অভিভূত হইলে প্রস্তর বিশেষে লোহার আঘাত করে তাহাতে অগ্নি উদ্দীপিত হয়, সেই অগ্নির সাহায্যে দীপ জ্বালাইয়া পথ দেখিয়া চলিয়া যায়। চিন্তার বিচরণ ভূমি অসীম, সকল বিষয়েই চিন্তার গতি বিধি হইয়া থাকে, ধর্ম্ম পথের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ এ স্থানে তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। যে পথ অবলম্বন করিয়া মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট উপনীত হয় তাহাই ধর্ম্মপথ। মনুষ্যের চিন্তা হয় আত্ম ও জগৎ সম্ব-ন্ধীয়, নয় ঈশ্বর সম্বন্ধীয় হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত চিন্তা ঈশ্বরের অভিপ্রেত অনভিপ্রেত হইতে পারে। অভিপ্রেত চিন্তা ঈশ্বরকে নিকটে আনিয়া দেয়, অনভিপ্রেত চিন্তা তাঁহাকে দূরে রাখে। পুণ্য চিন্তা অভিপ্রেত, পাপ চিন্তা অনভিপ্রেত। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় চিন্তা এই কয়েক বিষয়ে হইতে পারে;—ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের গুণ, সৃষ্ট বস্তুতে তাঁহার মহিমা। প্রত্যেককে দুই দণ্ড-কাল, আমার কার্য্য বাক্য ভাব কতদূর উন্নত শুদ্ধ হইল, কতদূর পাপের প্রতি ঘৃণা ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ জন্মিল এরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

✓ হাফেজ।

বৈরাগ্য বস্ত্র টানিয়া ফেল, নির্ম্মল সুরা পান কর, রজত বিনাশ করিয়া রজতকান্তি সখাকে স্কন্ধে ধারণ কর।

দর্শন দেও ও আমি যে আছি ইহা ভুলিয়া যাও, বল বায়ু সমুদায় দগ্ধ শস্য (অস্তিত্ব) উড়াইয়া লইয়া যাউক।

আমি বিপদের স্রোতে নেত্র মন সমর্পণ করিয়াছি, বল শোকবন্যা উপস্থিত হউক এবং গৃহকে সমূলে ধ্বংস করিয়া লইয়া যাউক।

বক্ষঃ পারশিকদিগের হুতাশনাগারের দীপ্তি নির্ব্বাণ করুক, নেত্র বগ্দাদস্থ স্রোতস্বতীর গৌরব বিনাশ করুক।

বিনা সাধনে এই পথ দিয়া যথা স্থানে পঁহুছিতে পারিবে না, যদি পারিশ্রমিক চাও গুরু সেবা কর।

গুরু অগ্নি উপাসকের সম্পদ্ হউক, বল অন্য লোক চলিয়া যাউক ও আমার নাম বিস্মৃত হউক।

অতঃপর আমার পাও বদন সখার দ্বারের মৃত্তিকায় স্থাপিত হইবে। সুরা নিকটে আনয়ন কর ও সম্পূর্ণরূপে আমার শোক বিস্মৃত হও।

হাফেজ! সখার হৃদয়ের কোমলতা বিষয়ে চিন্তা করিও তাঁহার দ্বার হইতে চলিয়া যাও এই চীৎকার ও আর্ত্তনাদ দূর কর।

বুদ্ধি অত্যন্ত অবাধ্যতাচরণ করিতেছে, সুরা রজ্জুযোগে তাহার গলদেশ বাঁধিয়া আনয়ন কর।

যদিচ আমি প্রমত্ত, তথাপি আরও তিন চারি পাত্র আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল হইয়া পড়িব।

হৃদয়! প্রেমেতে স্থিরতর থাকিও, এ পথে পারিশ্রমিক শূন্য কার্য্য নাই।

আমার হৃদয় চলিয়া গেল, সখার মুখ দেখিলাম না। এই বাধা অত্যাচারের জন্য আক্ষেপ ও বিলাপ।

ঈশ্বরের দোহাই, হে প্রদীপ্তহৃদয় প্রাতঃকাল! তুমি বাহির হও, বিচ্ছেদ রজনীতে আমি গভীর অন্ধকার দেখিতেছি।

প্রাতঃ সমীরণ! সখার নিকেতনে গমনে কুণ্ঠিত হইও না। তাহা হইতে দীন প্রেমিকের নিকটে সংবাদ আনয়নে কুণ্ঠিত হইও না।

হে পুষ্প! ধন্য মনের সাথে প্রফুল্ল হইয়াছ, প্রভাত বিহঙ্গকে, সম্মিলন সৌরভে বঞ্চিত রাখিও না।

তোমার এক ইঙ্গিতের উপর আমার মনোরথ নির্ভর করে, বহুকালের বন্ধুকে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিও না।

এইক্ষণও সুধার প্রস্রবণ আছে, অধর মিষ্ট আছে, কথা বল এবং শুক পক্ষীকে শর্করাতে বঞ্চিত রাখিও না।

হাফেজ! বিষাদ ধূলী চলিয়া যাইবে, অবস্থা ভাল হইবে, তুমি এ পথে অশ্রু বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হইও না।

বসন্ত কালের প্রতি মন না দিয়া পুণ্যাত্মাদিগের নিকটে সৎকার্য্য শিক্ষা করিতে চাহিলাম, কিন্তু তাঁহারা উৎসাহ প্রদর্শন করিলেন না।

জীবন মুদ্রা ব্যতীত আমার হস্তে অন্য কিছুই নাই, মদিরা কোথায়? এই মুদ্রাও সুরাদাতার ইঙ্গিত ক্রমে উৎসর্গ করিব।

শঙ্কিত আছি যে বিচারের দিনে সুরামত্তের অঙ্গাচ্ছাদন তপস্বীর জপমালার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবে।

আমি সখানুরাগী আমার ধর্ম্মাধর্ম্মে কি প্রয়োজন? আমি সুরাপিপাসু আমার বিচ্ছেদ সম্মিলনে কি প্রয়োজন?

সখার অধরে জীবনের চিহ্ন পাইতেছি না, অতএব হে আমার প্রাণ! প্রাণ ও সখার কি প্রয়োজন?

আমি প্রেমে হত, শান্তিরক্ষক হইতে আমার কি ভয়? আমি সুদীন, বিচারালয়ের লোকদিগের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ?

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

বিন্দু মধ্যে অনন্ত ঈশ্বর।

রবিবার ৪ঠা বৈশাখ, ১৭৯৯ শক।

যদিও ব্রহ্মকে আমরা জড়ের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি না, তথাপি সূক্ষ্মদর্শী সাধু যোগীরা বলিয়া গিয়াছেন ঈশ্বরের বিভূতি আছে। যোগী বলেন যোগ সাধন করিবার জন্য বিস্তৃত সুগভীর ব্রহ্ম চাই, নতুবা সন্তরণ করি কোথায়? ব্রহ্মের বিভূতি না দেখিলে কি সাধুরা বলিতেন "আকাশ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করে, এবং নভোমণ্ডল তাঁহার হস্তের রচনা প্রদর্শন করে?"—"তুমি কি অনুসন্ধান করিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পার? * * আকাশের ন্যায় উচ্চ তুমি কি করিতে পার? পাতাল অপেক্ষাও গভীরতর, তুমি কি জানিতে পার? পৃথিবী হইতেও তাহার পরিমাণ দীর্ঘ ও সমুদ্র হইতে পরিসর বৃহৎ।" মানসপক্ষী আকাশ হইতে উচ্চতর আকাশে উড়িয়া যখন ঈশ্বরের অন্ত পাইল না তখন বলিল "ঈশ্বর এত বড়, তাঁহাকে ধরিতে গিয়া আমার মন অবসন্ন হইল।" অনেকে এই অনন্তকে স্মরণ করেন না; কিন্তু অনন্তকে স্মরণ না করিলে মন স্তম্ভিত হইবে কেন? মন উন্নতি হইবে কেন? মন গম্ভীর হইবে কেন? আমাদিগের ক্ষুদ্র মন সঙ্কোচে নিম্ন দিকে যাইতে চাহে; অতএব মনকে উন্নত করিবার জন্য অনন্তের চিন্তাকরা আবশ্যক। আকাশে কি কেহ বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল যে সেখানে শ্রান্ত পক্ষী গিয়া বসিবে? আকাশের যে কোন তীর নাই, আকাশ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোন দিক্ গ্রাহ্য করে না। সেই আকাশের ব্রহ্মকে আমরা ভাবিব, তাঁহাকে ভাবিতে ভাবিতে আমাদিগের মন বিস্ফারিত হইবে। মনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যাইবে, চিরকাল ক্রমাগত ব্রহ্মাকাশের সঙ্গে সম্মিলিত হইব। অনন্ত আকাশ ধু ধু করিতেছে, যদি পৌত্তলিকতা দূর করিতে চাও ইহার মধ্যে যে বিস্তৃত ব্রহ্ম বাস করিতেছেন তাঁহাকে ভাবিতে হইবে। অনন্ত আকাশ দেখিলে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয় না, সে খানে শ্রান্ত পথিক স্থান পাইল না, বসিতে পারিল না, পুতুল নির্ম্মাণ করিবে কোথায়? কিন্তু কেবল অনন্ত ভাবিলে চক্ষে জল আসে, প্রেমের উদয় হয় না, প্রেম আপনার দেবতাকে নিকটে দেখিতে চায়, এই ভাব হইতে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়। এই স্থান হইতে পৌত্তলিক মূর্ত্তির দিকে যান, এবং ব্রাহ্ম অমূর্ত্তির দিকে যান। কিন্তু এই স্থান অশুদ্ধ নহে, ইহা গভীরতা সাধনের অনুকূল। প্রাচীর ভেদ করিয়া অনন্ত আকাশে তাঁহাকে দর্শন করি। প্রেম স্বভাবতঃ আপনার আরাধ্য অনন্ত পুরুষকে নিকটে আনিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করে।

জান এই যে অঙ্গুলীর উপর কালীর দাগ দিলাম, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আকাশবিহারী ব্রহ্ম এই বিন্দুমধ্যে বসিয়া আছেন। যেমন আমার অঙ্গুলীর উপরে তাঁহার অধিষ্ঠান, তেমনি আবার আমার মনের ক্ষুদ্র বিভাগে তিনি বসিয়া আছেন। কে বসিয়া আছেন? যিনি অনন্ত আকাশে ছিলেন। আমার ক্ষুদ্র মনের মধ্যে অনন্ত ঈশ্বর; ইহা ভাবিলে আর কেহ চক্ষে জল রাখিতে পারে না। এইরূপে যিনি অনিমেষ নয়নে দুই কিম্বা পাঁচ মিনিট সেই অনন্ত প্রেমকে একটী বিন্দুমধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পারেন তাঁহার নিকট পাহাড় পর্ব্বত পরাস্ত হইয়া যায়। এই জন্য বলি দুইই সাধন কর, অনন্তকে দেখিলে মন বিস্ফারিত হইবে, চিত্ত বিস্তৃত হইবে। এবং বিন্দু মধ্যে অনন্তকে দেখিলে হৃদয় তৃপ্ত হইবে, হৃদয় শান্তি লাভ করিবে। ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে অনন্ত পুণ্যের বাড়ী, অঙ্গুলীর উপরিভাগে বিশ্বপতির অধিষ্ঠান, কণ্টকের অগ্রভাগে অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম, এ সকল কল্পনার কথা নহে, এ সমস্ত যথার্থ কথা। অনন্ত ব্রহ্ম ঘনীভূত হইয়া এই ক্ষুদ্র বিন্দুমধ্যে আছেন এই কথা বলিলে, পৌত্তলিকতা হইল না। অসীম শক্তি, অসীম জ্ঞান, অসীম প্রেম, অসীম পুণ্য আমার মনের এই ক্ষুদ্র বিভাগে, এই ক্ষুদ্র শক্তির মূলে ঈশ্বরের প্রেমমুখ, এই স্থানে সেই স্বর্গের স্বর্ণ কলস যাহা হইতে আনন্দ সুধা বিনিঃসৃত হইতেছে। এই আনন্দ ইহ কালেও ফুরাইবে না, পরকালেও ফুরাইবে না। অতএব আপনার হস্তের দিকে তাকাইয়া দেখ "ব্রহ্ম হস্তগত" হইয়াছেন কি না। কিন্তু সাবধান ঈশ্বরকে পরিমিত স্থানে নিরীক্ষণ করিতে গিয়া পৌত্তলিক হইও না, আমি জড় পিণ্ডের পূজা করিতে বলিতেছি না। আমি বলিতেছি অনন্ত পুণ্যকে বিন্দুর মধ্যে দেখিতে। যদি সমুদ্রের জল একটী বাটীর মধ্যে রাখিতে না পার তবে আর সাধন কি? প্রকাণ্ড ব্রহ্মকে একটী বিন্দু মধ্যে দেখিবে তবে জানিব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ। ভক্তচূড়ামণি একটী বিন্দুর পানে তাকাইয়া হাসিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন তাঁহার প্রাণের প্রাণ ঐ বিন্দু মধ্যে বাস করিতেছেন। ঐ যে জগতের পিতা, ঐ ছোট ঘরে বসিয়া আছেন, একি পাগলের কথা। যদি বিন্দুর মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডপতিকে না দেখিয়া থাক তবে উন্মাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমরা পাও নাই। সূক্ষ্মতর হইতে সূক্ষ্মতম স্থানে আমার পিতা, জগতের পিতা বাস করিতেছেন, তিনি আমার মুখের মধ্যে, তিনি আমার অঙ্গুলীর অগ্রভাগে, তিনি আমার মনের ক্ষুদ্র বিভাগে, এই আমার চক্ষের বিন্দু মধ্যে স্বর্গধাম, আমার পিতার বাস স্থান ছোট শিশু পাগলব্রাহ্ম এ সকল কথা বলেন। যে দিন আমাদের দৃষ্টি ঐ বিন্দু মধ্যে সম্বদ্ধ হইবে সেই দিন আমরা পৃথিবীসম্বন্ধে মরিব, স্বর্গ সম্পর্কে বাঁচিব।

আচার্য্যের উপদেশ।

জগৎ ব্রহ্মের পর নহে।

রবিবার ১১ই বৈশাখ ১৭৯৯ শক।

একজন অপরকে দয়া করিতে পারে কি না? এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি অনুরাগী হইয়া তাহার সেবা করিতে পারে কি না? অথবা পরের উপকার করা কি সম্ভব? প্রশ্ন অতি সামান্য; কিন্তু বিষয় অত্যন্ত গভীর। মনুষ্যের অভিধানে পরোপকারের নাম দয়া। 'পরোপকার' এই কথাটী চিহ্ন করিয়া রাখ। পরের উপকার করাই দয়া, ইহা ভক্তি শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা। বাস্তবিক দয়া অন্যের প্রতি হইতে পারে না। দয়া কেবল নিজের প্রতি হয়। এক জীব অপর জীবকে দয়া করিতে পারে না, এই কথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য নিগূঢ় ভাবে আলোচনা না করিলে ইহা আমাদের পক্ষে দুর্ব্বোধ থাকিবে। মনুষ্যসমাজে পরোপকারতত্ত্ব এবং পরোপকারের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইল; কিন্তু নিস্তব্ধ ভাবে ভক্তিশাস্ত্র ইহার প্রতিবাদ লিখিল। যাহাকে পর বল তাহার প্রতি দয়া হয় না। পক্ষীকে জিজ্ঞাসা কর, পশুকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা ইহার প্রমাণ দিবে। তাহারা আপনার ছানা ভিন্ন অপরের সেবা করে না। মনুষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা বলিবে, আমাদের স্নেহ আপনার পিতা, মাতা এবং স্ত্রী পুত্রের মধ্যে আবদ্ধ, অপরকে আমরা ভাল বাসিতে পারি না। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণয় কোথায়? আমি যে ঘরে বাস করে। আমি ঘরের মধ্যে দয়া বিচরণ করে। তার পর যে আপনার হয় তাহার প্রতি দয়া হয়। যিনি যে পরিমাণে আপনার হন তাঁহার সম্পর্কে সেই পরিমাণে প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করে। কি জন্তুতে, কি মনুষ্যে সর্ব্বত্র আপনার প্রতি দয়া। ধর্ম্ম পরকে আপনার না করিয়া দিলে দয়া হয় না। আগে পর কথাটী বিলোপ কর, তার পর দয়া আসিবে। যখন কোন ব্যক্তিকে পর মনে করিবে তখন সেই ভাব তোমার অন্তর হইতে তাহার সম্পর্কে প্রণয়, অনুরাগ অথবা ভক্তিকে তাড়াইয়া দিবে। এবং যাহাকে আপনার মনে করিবে তাহার প্রতি সহজেই দয়া, প্রেম এবং শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। এই জন্য বিবাহ-শাস্ত্র স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলে। কেননা যাঁহাকে বিবাহ করা গেল তাঁহাকে যদি পর মনে করা যায় তাঁহার প্রতি প্রণয় হইতে পারে না। এই জন্য উদ্বাহশাস্ত্রের মতানুসারে স্ত্রীকে আপনার অর্দ্ধাঙ্গ অভিন্ন-হৃদয়, অভিন্ন আত্মা অথবা অভিন্ন জীব বলিয়া মনে করিতে হয়। ইহার মধ্যে গূঢ়ভাব আছে। পরকে আপনার না করিলে যথার্থ ধর্ম্ম এবং প্রীতির সাধন হয় না। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে আপনার মনে না করিলে পরস্পরের প্রতি প্রণয়ের সঞ্চার হয় না। আবার স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় না হইলে পবিত্রতা এবং সতীত্ব রক্ষা করা কঠিন।

সেইরূপ, কোন ব্রাহ্ম যদি ব্রাহ্মসমাজকে পর মনে করেন, তবে তাঁহার নিজের ধর্মজীবন রক্ষা করাই দুষ্কর। এই জন্য সাধু ব্রাহ্ম ব্রাহ্মসমাজরূপ জগৎকে বিবাহ করেন। বিবাহার্থী যেমন প্রথম রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন এই স্ত্রীকে আমার অর্দ্ধাঙ্গ করিয়া গ্রহণ করিলাম। সাধু ব্রাহ্ম বুঝিতে পারেন, আমি এবং ব্রাহ্মজগৎ এই দুই অঙ্গ একত্র হইলে পূর্ণ আমি হই। অর্দ্ধেক অঙ্গ আমি আর এক অঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ। প্রত্যেক ব্রাহ্মের মধ্যে এই দুই থাকিবে। এই দুই যদি না থাকে তোমাদের দয়া স্বার্থপরতার আর একটী নাম। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভয়ানক স্বার্থপর যদি সে ব্রাহ্মসমাজকে বিবাহ না করে। আমার শরীরের এক অংশে যদি কণ্টক বিদ্ধ করি সমস্ত শরীর তাহা বুঝিবে; কিন্তু আমার নিকটস্থ ভ্রাতার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ কর, সেই কণ্টকবিদ্ধ অঙ্গ হইতে রক্ত পড়িতেছে; কিন্তু আমার শরীরে পূর্ণ আরাম। যদি ইহা সত্য হয় তবে আমি বলিলাম আমার দয়াকে ধিক্। আমার ভ্রাতা যদি আমার অর্দ্ধাঙ্গ হইতেন তবে তাঁহার শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে কি আমার শরীর সুস্থির থাকিতে পারিত? এই জন্য বলিতেছি, পরোপকার শাস্ত্রকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর। অমুকের গায়ে কাঁটা বিঁধিল আমার এক বিন্দু রক্তও বাহির হইল না, তবে আমার দয়া নাই এই কথা সপ্রমাণ হইল। একের কাটা যদি অপরকে বিদ্ধ করে তবে জানিব দয়া আছে। ইহা ভিন্ন পরোপকার করিতে পারি, হয়ত নাম কিনিবার জন্য কিম্বা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ক্ষুধিতকে অন্ন, রোগীকে ঔষধ, মূর্খকে জ্ঞান, অধার্ম্মিককে ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া আপনাকে দয়ালু বলিয়া দম্ভ করিতে পারি; কিন্তু তাহা দয়া নহে, তাহা অহঙ্কার এবং স্বার্থপরতা। যতদিন আপনার বলিয়া বিশ্বাস না হইবে ততদিন একের ব্যথা অপরে বুঝিতে পারিবে না; একের গ্রীষ্ম অন্যে অনুভব করিতে পারিবে না। আপনার না হইলে সহানুভূতি হয় না। তর্ক সম্ভূত দয়া স্বর্গীয় দয়া নহে। অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাদের চারিদিকে যতগুলি লোক দেখিতেছি ইহাঁরা যে সমাজের অঙ্গ, তোমরা সেই সমাজের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়াছ কি না? এই সমাজের অনেক প্রকার পাপ ব্যভিচার দেখিয়া তোমাদের অস্থি চূর্ণ হইতেছে কিনা? দুইটী ভাই ভগ্নী বিপাকে পড়িয়াছেন দেখিলে কি তোমরা আপনাদিগকে বিপন্ন মনে কর? যাহারা ব্রাহ্মসমাজের বিপদে বিপদ্গ্রস্ত হয় না, যাহাদের গায়ে ব্রাহ্মসমাজের কষ্ট লাগে না, যাহারা কেবল আপনার স্ত্রী পুত্রের ভার বহন করে, এবং আর সকলকেই পর মনে করে, সে সকল লোক বড় সুখী। তাহারা প্রচারক, আচার্য্য এবং পরোপকারী, সজ্জনের ন্যায় কর্ত্তব্যানুরোধে সময়ে সময়ে পরোপকার করে সত্য; কিন্তু পরোপকার ভক্তি শাস্ত্র বিরুদ্ধ। পরোপকার করিতেছি যতক্ষণ মনে থাকিবে, ততক্ষণ স্বর্গ দূরে। ব্রাহ্মসমাজকে তাহারা স্বার্থপরতা পাপ দ্বারা পর মনে করে। বিবাহ করিয়া আপনার মনে না করিলে অনুরাগ হয় না, যথার্থ প্রেম হয় না। স্বামী স্ত্রী যাহারা পর ছিল, বিবাহ দ্বারা প্রেম দ্বারা তাহারা আপনার হইল। তাহাদের মধ্যে প্রণয়ের প্রয়োজন, কেননা সন্তানাদি পালন করিতে হইবে। তোমরা এত বড় ব্রাহ্মসমাজকে প্রণয় ভিন্ন কিরূপে পালন করিবে? দয়ার ন্যায়শাস্ত্র সকলের মনে আছে। যদি স্বর্গের অধিকারী হইতে চাও সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে বুকের ভিতরে লইয়া যাও। যখন ব্রাহ্ম সমাজ পাপে মলিন হইল, তখন মনে করিব তোমাদের অর্দ্ধাঙ্গ মলিন হইল। যখন দেখিব শত্রু, ব্রাহ্মসমাজের গলায় ছুরি দিল তখন জানিব সে ছুরি তোমাদের গলায় দিল। প্রত্যেক ব্রাহ্ম হয় জগতের শত্রু নতুবা বিবাহ করিয়া জগতের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চৈতন্যের ন্যায় লোক পৃথিবীর জন্য সন্ন্যাসী হইয়া প্রাণ দিয়াছেন। পৃথিবীর জন্য কাঙ্গাল হইয়া, পৃথিবী ভাল হউক এই জন্য তাঁহারা এত কষ্ট বহন করিতেন।

দরবেশদিগের উক্তি।

সহস্র মুদ্রা দান করা অপেক্ষা সাধুদর্শনে অধিক পুণ্য। যখন সাধু দর্শন হয় তখন বিশ্বাস করিবে যে ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করিয়াছেন।

যদি তাঁহার দয়ানদীর একবিন্দু তোমার উপরে পতিত হয়, সমুদায় জগতে কাহার নিকটে কিছু চাহিতে বা কোন কথা শুনিতে কিম্বা কাহাকে দেখিতে তুমি ইচ্ছা করিবে না।

যে জন ঈশ্বরবাণীর আনন্দ ও মধুরতা আস্বাদন না করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে সমুদায় কল্যাণ ও শান্তি হইতে বঞ্চিত, তাহার কিছুই লাভ নাই।

দরবেশ তিনি, যাঁহার ইহলোক পরলোক নাই, অর্থাৎ যিনি ইহ পরলোক কামনাশূন্য। যাঁহার সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের যোগ ও সম্পর্ক, ইহ পরলোক তাঁহা অপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট।

ঈশ্বরের এই ধ্বনি শুনিতে পাইলাম যে হে আমার ভৃত্য! যদি তুমি শোক সহকারে আমার নিকটে আগমন কর আমি তোমাকে প্রফুল্ল করিব। যদি দীনতা ও ব্যাকুলতার সহিত আগমন কর আমি ধনী করিব।

দেবলোক দিব্য তরুমূলে প্রভুকে বিস্মৃত হইয়া বাস করা অপেক্ষা নরলোক কণ্টকবনে প্রভু সহবাসে জীবন যাপন আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করি।

স্বর্গ নরক নাই আমি এ কথা বলি না। কিন্তু আমি ইহা বলিতেছি যে আমার নিকটে স্বর্গ নরকের স্থান নাই, যেহেতু সে উভয়েই দৃষ্ট আমাতে দৃষ্ট বস্তুর অধিকার নাই।

যে ব্যক্তির ভোগেতে তৃপ্তি সে চিরকাল ক্ষুধাতুর থাকে।

যে জন ধনেতে ধনী সে চিরকাল দীন থাকে। যে জন স্বীয় প্রার্থনা লোকের নিকটে জ্ঞাপন করে সে বঞ্চিত থাকে। যে ঈশ্বরের নিকটে স্বীয় কার্য্যের আনুকূল্য প্রার্থী নহে সে লজ্জিত থাকে।

ঈশ্বর তোমার দক্ষিণ হস্তে নরক প্রদান করিলে বলিবে যে বাম হস্তেও তাহা চাই। ইহাই আনুগত্য যে মনের উল্লাসে ঈশ্বরের আদেশকে অভ্যর্থনা করা।

ইহ পরলোকে সেবার বিনিময় প্রত্যাশা না করাই সেবার প্রতি প্রীতি।

যে নেত্র ঈশ্বরের শাসনাধীন থাকিয়া দৃষ্টি করে না, তাহা অন্ধ হওয়া ভাল। যে জিহ্বা ঈশ্বর প্রসঙ্গে রত নহে, তাহা মূক হওয়া ভাল। যে কর্ণ সত্যে প্রবৃত্ত নয়, তাহা বধির হওয়া ভাল। যে দেহ ঈশ্বরের সেবায় আসিল না, তাহার পতন ভাল।

বিশ্বাসী যে পর্য্যন্ত সাংসারিক সুখাস্বাদন বিসর্জ্জন না করেন সে পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুণানুবাদের রসাস্বাদন প্রাপ্ত হয় না।

প্রভো! তুমি আমাকে অগণ্য ধন দান করিয়াছ, তন্মধ্যে এই কৃপা করিয়াছ যে রসনায় তোমার গুণানুবাদ করি ও হৃদয়ে তোমাকে ধন্যবাদ দি। তুমি দয়ালু ও শক্তিশালী, আমি হীন অকিঞ্চন ভৃত্য। প্রশংসা ধন্যবাদ তোমার, সমুদায় সম্পদ্ তোমারই প্রসাদের ফল।

যখন দেখিতেছ, তোমার হস্ত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত, জিহ্বা দোষ ও মিথ্যা কথনে রত, ইন্দ্রিয় সকল কুপ্রবৃত্তির অনুগত, তখন প্রত্যাদেশ কোথা হইতে লাভ হইবে?

পান ভোজন পরিধানে যাহার স্বেচ্ছাচারিতা, তাহার অবস্থা পশুর অবস্থা।

ঈশ্বর গুণানুবাদ হৃদয়ে ধারণ কর, সংসারকে হস্তে রাখ, গুণানুবাদ রসনায়, সংসার হৃদয়ে তুমি এরূপ হইও না।

বিশ্বাসীর দর্শন অন্তর্জ্যোতিতে হয়, যে হেতু অধ্যাত্ম লোক অদৃশ্য। অন্তর্জ্যোতিও অদৃশ্য, অদৃশ্য বস্তুযোগেই অদৃশ্য বস্তুকে দেখিতে পাওয়া যায়।

হে লোক সকল! কি হইয়াছে? যাহা আছে, তাহা হইতে তোমরা বিমুখ থাক, স্বীয় প্রভুর অভিমুখীন হও, ইহ পরলোকে তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমাদের গতি নাই।

যদি এই কয়েক দিন সংসারে অন্নবস্ত্রের অভাব হয়, তুমি ক্লেশ ও অনশনে আক্রান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর, শীঘ্র এই দিন চলিয়া যাইবে, পারলৌকিক সম্পদ্ উপনীত হইবে।

কৃপণ, অলস ও বিষন্ন এই ত্রিবিধ লোকের কল্যাণ হইবে না।

সাধনা কর, তুমি অগ্রগামী লোকদিগের এক জন না হইতে পারিলেও কখন তাঁহাদের সহকারী হইতে পারিবে।

এমন দিন নাই যে ঈশ্বর বলেন না যে, হে আমার ভৃত্য! ইহা তোমার সঙ্গত নহে যে আমি তোমাকে স্মরণ করি আর তুমি আমাকে ভুলিয়া থাক; আমি তোমাকে আহ্বান করি, তুমি অন্যের গৃহে চলিয়া যাও; আমি তোমাকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করি, তুমি পাপে যাইয়া লিপ্ত হও। হে মনুষ্য সন্তান! কল্য বিচারের সময় যখন আমার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন কি উত্তর দান করিবে?

নীচ প্রবৃত্তির মৃত্যু না হইলে হৃদয় কখন জীবিত হয় না। যিনি স্বীয় প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করেন তিনি প্রিয় হয়েন ও অন্যের উপরও কর্তৃত্ব লাভ করেন। কথিত আছে, যিনি স্বীয় দেহের রাজা, তিনি অন্য সকল দেহেরও রাজা। যদি তুমি আপনাকে পরাজিত কর, কখন কোন শত্রু তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। যাহার উপর প্রবৃত্তির আধিপত্য তিনি বিনষ্ট হয়েন।

পাঁচটী বস্তু রত্ন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। দীনতা যাহা সম্পদ্ দান করে; ক্ষুধা যাহা তৃপ্তিদান করে; শোক যাহা আনন্দ দান করে; বীরত্ব যাহা শত্রুকে প্রেম দান করে।

জ্ঞানযোগে যে হৃদয় কঠিন, তাহা অন্য হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। বিজ্ঞান কঠোর হৃদয়ের লক্ষণ এই যে তাহা কৌশল ও কুচক্র জালে বদ্ধ থাকে, স্বীয় বুদ্ধি কৌশল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারে না।

সকল বিষয়ে হৃদয়ের নির্লিপ্তি ও ঈশ্বরেতে শান্তি প্রকৃত ধর্ম্ম।

সমুদায় পদার্থ সম্বন্ধে বিরক্তি, সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরে প্রত্যাবৃত্তিই একতা।

তৃষিত চিত্তের খেদোক্তি।

হে নাথ! হে প্রাণসখা! কোথায় তুমি আর কোথায় আমি। আমি সংসারের দুরতিক্রমণীয় মোহচক্র ভেদ করিয়া তোমার নিকটে দিব্যালোকে বসিয়া তব মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে প্রাণ শীতল করিব এই বলিয়া মনে মনে কত আশা করিলাম, কিন্তু দেখ কোথা তুমি আর কোথা আমি। আমার সম্মুখে রাশি রাশি জঞ্জাল তোমাকে ব্যবধান করিয়া রহিয়াছে কেমন করিয়া আমি তোমার নৈকট্য অনুভব করিব? কত সাধ ছিল যে তোমার রূপের গভীর সাগরে মগ্ন হইয়া তোমাতে সন্তরণ করিব, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ বন্ধুর ন্যায় তোমাকে সম্ভোগ করিয়া সর্ব্বদা সুখ হিল্লোলে ভাসিব, দিন রাত্রি ঐ পবিত্র রত্ন বেদীর তলে পড়িয়া থাকিব, আর ফিরিয়া আসিব না; এখন যেমন সংসারের ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে তুমি তেমনি উজ্জ্বলরূপে আমার নয়নের সম্মুখে বিরাজ করিবে, হৃদয় কখন শূন্য থাকিবে না; কিন্তু হে হৃদয়বল্লভ! কোথায় সেই উচ্চ আশা আর কোথায় আমার জীবন। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল তবু সে সুখের দিন নিকট হইল না। এই সংসার মরুভূমির মধ্যে আমার তৃষি

প্রাণ কেমন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে? আমার আশার বস্তু তবে কি কল্পনা হইয়া থাকিবে? হায়! কি অসার বিষয়ে, বৃথা কার্য্যে, অনর্থ আলাপে আমি ভুলিয়া রহিয়াছি। তোমার ভাবের জমাট হৃদয়ের ভিতরে সর্ব্বক্ষণ না থাকিলে যে আমার সকলই শূন্য বোধ হয়। তোমাকে দূরে রাখিয়া কি লইয়া আমি থাকিব? সংসার আমাকে উপহাস করিতেছে, পৃথিবীর মোহ রাশি আমাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, আমি বিধিমতে বারম্বার লাঞ্ছিত হইলাম, এই দুর্গম অরণ্য মধ্যে হে দীনবন্ধো! আশাবাক্য প্রেরণ করিয়া, তোমার ঐ মনোহর প্রেমমুখ প্রকাশ করিয়া আমার তৃষিত চিত্তকে শীতল কর। তোমার উদ্দেশে শুষ্ক ধর্ম্মনিয়ম, মৌখিক ধর্ম্মকথা লইয়া আর কত দিন জীবন ধারণ করিব? মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া আমার আশাকে সঞ্জীবিত কর। ভক্তগণ সঙ্গে লইয়া একবার তোমার রূপের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল ছটা আমাকে দেখাও, আমি দেখিয়া হতচেতন হই, বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া মোহিত হইয়া ক্ষণকাল পড়িয়া থাকি। হে ব্যাকুল চিত্তের শান্তিবারি! নিকটে আসিয়া মধুর অভয়বাণী শুনাইয়া স্নেহহস্ত আমার তাপিত মস্তকের উপর রাখিয়া দুঃখ সন্তাপ বিদূরিত কর।

জীব গোস্বামী এবং অদ্বৈতবাদ।

মহাত্মা চৈতন্যের শিষ্যগণ মধ্যে রূপ, সনাতন এবং জীব অতি প্রসিদ্ধ। কথিত আছে চৈতন্যদেব সনাতনকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেন। রূপ ঐ তত্ত্ব তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। জীব এই সকল গ্রন্থের টীকা এবং বাদিগণের নিরসন জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ষট্‌সন্দর্ভ তন্মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সর্ব্বসম্বাদিনী এই সন্দর্ভগ্রন্থের অনুব্যাখ্যা। এই অনুব্যাখ্যাতে তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ এবং কৃষ্ণসন্দর্ভ এই চারিটী সন্দর্ভ সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। সমুদায় বেদান্তসূত্র স্বীয় মতে ব্যাখ্যা করা ইহার আন্তরিক উদ্দেশ্য। সর্ব্বসম্বাদিনী অতি সহজ গ্রন্থ নহে। বেদান্ত এবং বেদান্তদর্শনে যাঁহার বিশেষ দৃষ্টি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় এ গ্রন্থ অবুদ্ধ। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া ইহাতে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, আমরা তাহারই কোন কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

অদ্বৈতবাদিগণের মত ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ মত এইরূপে বিচারিত হইয়াছে।

প্রথমমতবাদীরা বলেন, অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। জীব বহু, সুতরাং অবিদ্যাও বিবিধ। অবিদ্যা এবং জীব অনাদি। ব্রহ্মকে অজ্ঞানের বিষয় করাতে শুক্তি যেরূপ ভ্রান্তিবশতঃ রজতরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মও সেইরূপ জগদ্রূপে প্রতীত হন। অন্যে এ স্থলে এই বলিয়া দোষ দেন যে, ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিষয় হইয়া ঈশ্বর অর্থাৎ স্রষ্টৃত্বাদি অভিমানযুক্ত হয়েন ইহা অন্তর্যামিশ্রুতি বিরুদ্ধ। যদি অজ্ঞানজন্য ব্রহ্ম ঈশ্বর হইলেন, তবে তিনি অজ্ঞান হইলেন। অজ্ঞান হইলে তাঁহার আর অন্তর্যামিত্ব রহিল কোথায়? স্রষ্টৃত্বাদিই বা তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে? সুতরাং ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব না হইয়া প্রতিজীবের স্রষ্টৃত্ব হইল। জীব বহু এবং প্রতি জীবানুসারে অবিদ্যাও বিবিধ। ইহাতে প্রত্যেক জীবের কল্পনানুসারে জগৎও বহুবিধ হইয়া পড়ে। ফলতঃ মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য ঈশ্বর নহেন, মায়া ঈশ্বরাশ্রিত।

"অত্র জীবত্বং চাবিদ্যাকৃতমেবেত্যবিদ্যাদীনামনাদিত্বে২প্যবিদ্যায়া জীবাশ্রয়ত্বাযোগাৎ, অন্যস্যৈব তদ্যোগাচ্চ। বীজবৃক্ষাদিবদজ্ঞানপরম্পরয়া জীবপরম্পরাজন্মনি চ জীবস্যাদ্যন্তবত্ত্বঞ্চ প্রতিজন্মৈব তৎপার্থক্যঞ্চ প্রসজ্জেত।"

এ মতে জীবত্ব অবিদ্যাকৃত। অবিদ্যাদির অনাদিত্ব হইলেও অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। শুক্তিতে রজত ভ্রান্তি বা রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হইলে এই অজ্ঞান কখন রজ্জু বা সর্প আশ্রয় করিয়া থাকে না, এ অজ্ঞান অপরের। বীজ হইতে বৃক্ষ বৃক্ষ হইতে বীজ এইরূপ অজ্ঞানপরম্পরাতে জীবপরম্পরাজন্ম হইলে জীবের আদ্যন্তবত্তা এবং প্রতিজন্মে পার্থক্য হইল।

দ্বিতীয়মতে চৈতন্যের অবিদ্যা প্রতিবিম্ব ঈশ্বর, চৈতন্যের আভাস জীব। এ দুইই রজ্জু ও সর্পের ন্যায় মিথ্যা। সুষুপ্তিতে সমুদায় বিলুপ্ত হয়, উত্থানে জীব পূর্ব্ব স্বরূপ হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অপরে বলেন এমত ঠিক নয়। কারণ ইহাতে জীবের নাশই মোক্ষ হইয়া পড়ে।

"অত্র চ নিত্যমেব চৈত্তসম্বন্ধিন্যা অবিদ্যায়া আশ্রয়নিরূপণাশক্যত্বং তদবস্থমেব। ঈশ্বরকর্ত্তৃত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিসংস্থবাদস্তু বেদান্তেষু প্রলাপ এব স্যাৎ * * *।"

এস্থলেও যদি জ্ঞাত তাঁহার অবিদ্যার আশ্রয় কি নিরূপণ হওয়া পূর্ব্ববৎই অশক্য থাকিল। বেদান্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও ইহাতে প্রলাপ হইতেছে।

তৃতীয়মতে অবিদ্যা সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা এবং ব্রহ্মাশ্রিতা। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিযোগে এই অবিদ্যা মায়া নামে অভিহিতা হয়। অবিদ্যার আবরণশক্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব জীব, বিক্ষেপশক্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব ঈশ্বর। এই প্রতিবিম্ব দ্বয়ের আমি অজ্ঞানী আমি সমুদায় জগতের স্রষ্টা এই অভিমান উপস্থিত হয়। শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অবিদ্যাসম্বন্ধ বিরুদ্ধ নহে। কারণ মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য উজ্জ্বলতররূপে বিদ্যমান থাকিলেও পেচকের নিকট সকলই অন্ধকার প্রতীত হয়। যিনি সাক্ষী তিনি

অবিদ্যাবিনাশক নহেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক মাত্র। অবিদ্যাবিনাশ প্রমাণবৃত্তিদ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। অবিদ্যা ঈশ্বরের বশে অবস্থান করে। জীবের অদৃষ্টবশতঃ উঁহার স্বত্ব রজঃ তমোগুণের প্রত্যেকের আধিক্যে স্থিতি, সৃষ্টি এবং প্রলয় হইয়া থাকে। অন্যে বলেন ইহা অযুক্ত। কারণ অবিদ্যা অনাদিকাল হইতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কাহার আশ্রিতা নহে। অবিদ্যাই জীবাদি দ্বৈত বস্তু কল্পনা করিয়াছে। যখন জীবাদির পরিকল্পক আর কেহ নাই, তখন অগ্নির উষ্ণতাদির ন্যায় জীবাদিপরিকল্পন উঁহার স্বাভাবিক গুণ হইল। সুতরাং আর তাহার উচ্ছেদসম্ভাবনা নাই। এমতে ব্রহ্ম শক্তিমান্ নহেন এবং তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু অথবা শক্তি সম্বন্ধে শক্তিমান্ নাই। সুতরাং স্বাভাবিকত্ব আরোপিতত্ব অথবা তটস্থত্ব ইহার কিছুই সম্ভব হইল না, অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হইল। কারণ ব্রহ্ম শক্তিমান্ না হইলে সৃষ্ট্যাদি স্বভাবতঃ হইতে পারে না। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থ না থাকিলে আরোপ সম্ভবে না। কেননা শুক্তিতে রজত ভ্রান্তি রজত বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে হয় না। জগদ্রূপ কোন বস্তু না থাকিলে ব্রহ্মে তাহার ভ্রান্তি কিরূপে হইবে? শক্তিমৎকে অবলম্বন করিয়া শক্তি সৃষ্ট্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলে চেতন অচেতন দুই লইয়া জীবাদি সৃষ্টি সম্ভব পায়। যেখানে শক্তি সম্বন্ধে শক্তিমান্ নাই সেখানে তটস্থতা অর্থাৎ চেতনাচেতন উভয়ভাবপ্রাপ্তি অসম্ভব। শুদ্ধ ব্রহ্ম পদার্থে স্বতঃ প্রতিবিম্ব হয় অথচ তাঁহার কল্পনা বা কর্ত্তৃত্বাদি কিছু নাই এ কথা বলিলে প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। কারণ ছটা না পড়িলে প্রতিবিম্ব হয় না। কিন্তু যখন বিশুদ্ধ ব্রহ্ম কল্পনাদিশূন্য তখন কল্পনাতেও অব্যবহিত ছটা সম্বন্ধ হইতেছে না। ব্রহ্মে অবিদ্যাসম্বন্ধ হইলে তবে তৎপ্রতিবিম্ব জীব হইতে পারে, আর এক দিকে আবার জীব হইলে তবে ঈশ্বরে অবিদ্যাসম্বন্ধ কল্পিত হইতে পারে। সুতরাং পরস্পরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হইল। ব্রহ্ম এবং জীব এক পদার্থে। পেচক যেমন মধ্যাহ্নসূর্য্যসত্ত্বেও অন্ধকার দর্শন করে তেমনি জীব অবিদ্যাযোগে ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া দর্শন করে। জীব যদি এইরূপেই সিদ্ধ পাইল, তবে আর তাহাকে প্রতিবিম্ব প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস নিষ্ফল। অজ্ঞান জ্ঞানবানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্ভবে। যিনি স্বয়ং জ্ঞান তাঁহাতে অজ্ঞানতা নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা। মরীচিকায় যদ্রূপ জল দৃষ্ট হয়, এস্থলে সেইরূপ কল্পনাময় উপাধিতে প্রতিবিম্ব হইয়া থাকে এ কথা বলা যাইতে পারে না। আকাশের একাংশে সূর্য্যরশ্মি সহ এক হইয়া তাহার অব্যবহিত ছটাতে প্রতিবিম্ব হয়। নিরবয়ব ব্রহ্মে সেরূপ প্রতিবিম্ব হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আবার এই উপাধি যখন নিরূপ, তখনতো একেবারেই প্রতিবিম্ব হইবার সম্ভাবনা রহিল না। দাহ্য সহকারে এক হইয়া অবস্থিত চৈতন্যকে কেহ কোন দিন প্রতিবিম্ব বলিয়া উপলব্ধি করে না। কেবল দর্পণে কিছুর প্রতিবিম্ব পড়িলে অন্যে তাহা দেখিয়া থাকে। এ স্থলে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব ও ঈশ্বর। এই ব্রহ্ম এবং তৎপ্রতিবিম্বের দ্রষ্টা কে? যদি কেহ দেখে স্বীকার করা যায় তবে উঁহার জড়ত্ব কেন হইল না? যে বস্তু স্বয়ং প্রতিবিম্ব সে আপনার উপাধি কল্পনাও করিতে পারে না বিনাশও করিতে পারে না। সুতরাং জীবকর্ত্তৃক প্রমাণজ্ঞানদ্বারা তদুপাধি অবিদ্যা কিরূপে বিনষ্ট হইবে? উপাধি বিনাশতো দূরের কথা, প্রতিবিম্ব এবং বিম্ব স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া গেলেও প্রতিবিম্ব বাস্তবিক কোন পদার্থই নয়। কারণ প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হইলে বিম্ব বিনষ্ট হয় না এবং প্রতিবিম্ব জ্যোতির আভাস মাত্র। স্বচ্ছ বস্তুতে দৃষ্টি নিপাতিত হইলে সেই স্বচ্ছ বস্তু হইতে চক্ষুতে একটী জ্যোতির আভাস আগত হয় এই আভাস প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ কোন পদার্থ নয়। যদি তাই হইল তবে প্রতিবিম্ব জীব যেমন অপদার্থ তাহার মোক্ষও তেমনি অপদার্থ।

সংবাদ।

ভক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সিন্ধু হায়দ্রাবাদ যাইবার পথে বোম্বাই প্রার্থনাসমাজে একটী বক্তৃতা করেন এবং উপাসনা করেন। বোম্বাই হইতে অর্ণবপোত যোগে গত শুক্রবার হায়দ্রাবাদে পৌঁছিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম বাঁকিপুরের মৃতপ্রায় ব্রাহ্মসমাজটী ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের যত্নে পুনরায় জীবনের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে। ডাক্তার রায় তথাকার আচার্য্যের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ধৈর্য্য ও আশার সহিত তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চঞ্চল মতি সাময়িক ব্রাহ্মদিগের অন্তরের দৃঢ়তা বর্দ্ধন করুন।

গত ১৭ই ভাদ্র বারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসুর নবকুমারের নামকরণ উপলক্ষে স্থানীয় সমস্ত ব্রাহ্মগণের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অদ্য হইতে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় আরম্ভ হইবে।

মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য মফস্বল ব্রাহ্মসমাজের সভাগণের উৎসাহ অনুরাগ এবং পরিশ্রমের সফলতা দেখিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। অনেক স্থানে আশার অতিরিক্ত দান সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা কত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এই টাকার মধ্যে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রদত্ত দানও অনেক আছে।

গয়া ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৪২ টাকা

Registered No. 66.

মতিহারী	৯১ টাকা
গাজিপুর	৮০ "
দেরাদুন	৭৫ "
শ্রীহট্ট	১৬ "
কুমারখালী	১১০ "
বহরম্পুর	১০০ "
বাগআঁচড়া	১০ "
আগরা	৩০ "
লাহোর	৫০ "
রামপুরহাট	২০ "

ইহা ব্যতীত আরও অনেক টাকা ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মদিগের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যালয়ের সাহায্যার্থ দানপ্রাপ্তি স্বীকার।

মাহ জুলাই ও আগষ্ট ১৮৭৭।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, বাঁকিপুর ...		১৮৲
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ		২৲
" " কৈলাসচন্দ্র সেন		২৲
" " মধুসূদন সেন		২৲
" " রজনীকান্ত নিয়োগী		৸০
" " জয়গোপাল সেন		১০৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন		২৲
" " নেবালরায় সখীরায় আদভানী, সিন্ধু ...		৩৭৲
" " কৃষ্ণদয়াল রায়		২৲
" " অক্ষয়কুমার রায়		১৲
" " ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত		॥০
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	২৲ ...	২৲
" " মতিলাল শীল	১৲ ...	১৲
" " হরিদাস শ্রীমাণি	১৲ ...	১৲
" " মহেন্দ্রনাথ নন্দন	১৲ ...	১৲
" " মহেন্দ্রনাথ মল্লিক	॥৹ ...	॥০
" " তারকনাথ দত্ত	॥৹ ...	॥৹
" " ভূপালচন্দ্র মল্লিক	১৲ ...	১॥৹
" " অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল, মকামা		৮৲
" " দুর্গাদাস রায়, ঢাকা		৬৲
" " পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত পুর্ণিয়া ...		২৫৲
শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা বসু		৪৲
শ্রীমতী স্বর্ণলতা দে, লাহোর		৩৲
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ		৮৲
তেজপুর ঐ		৪৲
গয়া ব্রাহ্মসমাজ		১৬৲
		১৫৮৸৹

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায়	২৲
" " পণ্ডিত বসন্তরাম, (মুলতান)	৩৸৶০
" " যদুমণি ঘোষ	২৲
" " কেদারনাথ দে, লাহোর ...	২।৶০
একজন বন্ধু	১।
	১১।৶০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তেজপুর ...	২৲

পাথেয়।

রামপুর হাট ব্রাহ্মসমাজ	৫৲
বহরমপুর ঐ ...	৬৲
ভাগলপুর ঐ	৪৲
শ্রীযুক্ত বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ	৩৲
" " জয়গোপাল সেন	১৲
মতিহারি ব্রাহ্মসমাজ	২৬৲
শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায়	২
আরাস্থ বন্ধুগণ	৬৲
দানাপুরস্থ বন্ধু	১৲
এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ	৫৲
লক্ষ্ণৌ ঐ	৮৲
মোকামস্থ বন্ধুগণ	২৲
	৬৯

ব্রহ্মমন্দির সংস্কার জন্য দান সংগ্রহ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচন্দ্র সেন, বাঁকিপুর ...	৫৲
" " গঙ্গাচরণ সেন	১৲
" " গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী, ইন্দোর ...	১৫
" " জয়গোপাল সেন	৫০৲
	৭১

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার হাওয়াম মিশন যন্ত্রে ২রা আশ্বিন শ্রীরামমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থ সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ।
১৮ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন সোমবার ১৭৯৯ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে হৃদয়দর্শী অন্তর্যামী ঈশ্বর! তোমার নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কিছু ভাবিতে হয় না। এখানে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি নাই। আমি বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত ধর্ম্ম-মতের অনুসারী হইয়া অন্তরের যথার্থ বাসনা পরিষ্কার ভাষায় তোমাকে জানাইতে পারি আর না পারি সে জন্য কোন আশঙ্কার কারণ দেখি না। শরণাগত দাসের আন্তরিক অভি-প্রায় তোমার অভ্রান্ত জ্ঞানালোকে স্বতঃই প্রকাশ পাইতেছে। মতের ভ্রম, অনুষ্ঠানের ত্রুটি, কিম্বা বাক্যের অস্পষ্টতা তুমি দেখনা; সাধকের বিদ্যানৈপুণ্য, জ্ঞান বুদ্ধির প্রাখর্য্যও তুমি গ্রাহ্য করনা; কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের গূঢ় ভাব সহজে বুঝিয়া লও। যাহার ইচ্ছা সাধু, কার্য্যগত এবং মতগত ভ্রমে তাহার কি করিবে? কোন্ পথ ধরিয়া কি প্রণালীতে সে তোমার সন্নিধানে গিয়া পৌঁছিবে তাহা তুমি স্বয়ং বলিয়া দাও। সরলহৃদয় তৃষিত-চিত্ত সাধক চিরকাল ভ্রম কুসংস্কারে পড়িয়া থাকিবে না, তুমি একদিন তাহাকে সত্যের আলোক দেখাইয়া অমৃতধামে লইয়া যাইবেই যাইবে। এই জন্য ভুল ভ্রান্তিতে আমি ভয় করি না। যদি প্রাণ তোমাকে চায়, তুমি কি অজ্ঞানতার জন্য আমাকে উপেক্ষা করিবে? আমার অন্তরে অকৃত্রিম ভাব হউক, আর আমি অন্য কিছু চাহিনা। আমার অনুরাগ ব্যাকুলতা যেখানে, তোমার স্নেহপূর্ণ মাতৃহস্ত সেইখানে, কোন প্রকার ব্যবধান তথায় নাই। প্রার্থনা করি, তোমাকে পাইবার জন্য আমার হৃদয়ে যথার্থ ভাবের উদয় হউক। হে ভাবদর্শী প্রাণের দেবতা! আমার জীবনের গতি তোমার অভিমুখে যেন সর্ব্বদা অবস্থিতি করে। আমি তোমার প্রেমমুখের পানে চাহিয়া অভ্রান্ত আকার ইঙ্গীতে তোমাকে মনের কথা বলিব। অথবা আমি কিই বা বলিব। আমার বলা এবং তোমার শুনা এক সঙ্গেই হইয়া যায়। কেবল এই চাই যেন সেই ভিক্ষার দীন ভাবটী হয়। সেই অব্যর্থ প্রার্থনার ভাব, দীন ভিখা-রির ভাব আমার অন্তরে আনিয়া দাও। আমি ইঙ্গীতে তোমার সঙ্গে আলাপ করিব। হে জীবনবল্লভ! আমার যাহা হওয়া উচিত তাহা যেন হই, প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তোমার নিকট কিছুই গোপন থাকিবে না।

যোগেতে লয়।

হিন্দুশাস্ত্র সাগর সমান, ইহা মন্থন করিতে পারিলে অতি সুমধুর অমৃত রসের আস্বাদন

লাভ করা যায়। যাঁহারা দেবপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিতভাবে শাস্ত্রের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া অমূল্য সত্যরত্ন উপলব্ধি করেন। ভাবুক মন নব নব ভাবে প্রেমকুসুমকে প্রস্ফুটিত করিয়া সেই আদি কবির চরণারবিন্দ অর্চ্চনা করে। শব্দার্থ প্রতিপাদক জ্ঞানী শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে পারে না, কারণ আপনাদের দুর্ব্বল পাপাসক্ত বুদ্ধিই তাহাদের নেতা ও আলোক। তবে স্বর্গীয় আলোক ও দিব্যজ্ঞান যাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা অভিনব ভাব সঞ্চয় করেন। পুরাতন সত্য হইতে নূতনত্ব বাহির করা এবং পুরাতনকে নূতন বেশে জগতের নিকট প্রকাশ করা মহাজন ভিন্ন আর কাহারো ক্ষমতা নাই। তবে প্রকৃত রসজ্ঞ কে? যিনি ভাবসাগরে মগ্ন হইয়া ঈশ্বরের অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত স্বয়ং তথায় নিস্পন্দ হইয়া থাকেন। এখন বাস্তব প্রস্তাবনায় অবতরণ করা যাউক। হিন্দুশাস্ত্র লয়ের মত কি প্রকারে প্রচারিত হইল এবং কিরূপ গভীর তাৎপর্য্য ইহাতে নিহিত রহিয়াছে তাহা হৃদ্গত হইলে ধর্ম্মের গূঢ় ভাবের মধ্যে সকলেই প্রবেশ করিতে পারেন। ভারতের পূর্ব্বতন যোগারা অমূর্ত্ত চেতন জগতে নিয়ত বাস করিতেন; তাঁহারা মূর্ত্ত জগৎকে ছায়া কল্পনা বলিয়া পরিহার করিতেন; কারণ মূর্ত্ত জগতের অস্তিত্ববোধ থাকিলে যোগপথে সমূহ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বাহ্য পদার্থ অন্তশ্চক্ষুর জ্যোতিকে প্রচ্ছন্ন করে, এই জন্য যোগী মাত্রেই এই দৃশ্য বস্তুকে বিলোপ করিয়া ফেলিতেন। ইহা দ্বারা এরূপ প্রমাণীকৃত হইতেছে না যে দৃশ্য বস্তু নাই, কিন্তু যোগিদিগের যোগনিবিষ্ট চিত্তের নিকট মূর্ত্ত জগতের বোধ তিরোহিত হইত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট বাহ্য জগতের জ্ঞান বিলোপ হওয়া আর তাহার অস্তিত্ব না থাকা সমান বলিতে হইবে। যোগ সাধনের নিয়মই এই, প্রথমে এই প্রকাণ্ড সৃষ্টিকে ধ্বংশ করিয়া প্রলয়ের অন্ধকারে বাহ্য আকাশ ও হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে হয়। এই জন্যই যোগিবর মহাদেবকে প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া থাকে। বাস্তবিক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তার গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইলে মনে বড় আনন্দ হয়। সেই চিন্ময় পরমাত্মা ইচ্ছায় বিশ্ব সৃজন করেন, প্রেমেতে পালন করেন, এবং অলৌকিক স্বর্গীয় আবির্ভাবে সাধকের সন্নিধানে এই দৃশ্য জগৎকে তিরোহিত করেন। কারণ তাহা না হইলে সেই সুন্দর মনোহর দর্শনের অন্তরায় ঘটে। যেহেতু আত্মা আর পরমাত্মা উভয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আবদ্ধ, মধ্যে জগৎরূপ আবরণ থাকিলে ব্রহ্মের মুখ প্রচ্ছন্ন থাকে। সেই মুখ আবরণ খুলিয়া দিলেই সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বতন সাধকেরা সুখ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্যই বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া সুখ দুঃখকে পরাস্ত করিয়া প্রলোভন পরীক্ষাকে পদানত করাই প্রকৃত মহৎ কার্য্য। যাহা হউক, যোগিবর মহাদেব যোগবলে সংসারকেও জয় করিয়াছিলেন। তিনি আপনার উরুদেশে ভগবতীকে বসাইয়া ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতেন, অথচ তাঁহার চিত্তবিকার হইত না। কারণ, সমস্ত প্রবৃত্তির উত্তেজক যিনি তাঁহার সহিত পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া বৈরাগ্য ও পুণ্যের আলোকে স্বয়ং তিনি আলোকিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকট জগৎ সংসার বিলুপ্ত হইয়াছিল। যোগেতে সমুদয় বিশ্বের লয় হয়, এই কথাটীর গূঢ় তাৎপর্য্য কেমন প্রকাশিত হইল। যাঁহারা প্রকৃত ধ্যানে মগ্ন হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে জগৎকে প্রলয়ের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিতে হইবে। পরে সেই পরম বস্তু লইয়া অসৎ পদার্থকে পূর্ণ করিতে হইবে। ইহাই যোগ শাস্ত্রের বিধি। হিন্দুশাস্ত্রের প্রলয় মতটীর যথার্থ গূঢ় ভাব ও মধুরতা অনুভব করিলে যোগ সাধন তত কঠোর বলিয়া প্রতীত হয় না।

অন্যের উপাসনায় যোগ দান।

অন্যের উপাসনায় যোগ দান করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করা সামাজিক উপাসনার মধ্যে একটী গুরুতর পরীক্ষার বিষয়। পারিবারিক আদর্শের অনুগামী হইয়া দশজনের সঙ্গে যদি একত্রে ব্রহ্মপূজা করিতে হয় তবে একজনের উপর উপাচার্য্যের ভার দিতেই হইবে। তাঁহার প্রতি যদি উপাসনার ভার দিতে হয় তবে প্রত্যেক উপাসককে তাঁহার ভাবের অনুসরণ করিয়াও চলিতে হইবে, তদ্ভিন্ন সামাজিক উপাসনা হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্যতঃ এই বিষয়ে অনেক ব্যাঘাত জন্মে। আদ্যোপান্ত সমস্ত সময় একজনের কৃত আরাধনা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে চলা বড় সহজ নহে। এই জন্য পরস্পরের মধ্যে সচরাচর বিচ্ছিন্ন ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এক যোগে এক ভাবে উপাসনা কেবল উন্নত হৃদয় পবিত্র চরিত্র ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেই সম্ভব। তুমি আমি যে মণ্ডলীতে বসিয়া উপাসনা করি, কিম্বা উপাচার্য্যের পদে নিযুক্ত হই, সেখানে বিচ্ছিন্ন ভাবের অভাব নাই। কেহ অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় মধ্যে মধ্যে যোগ দান করিতেছেন, কেহ নয়ন মুদ্রিত করিয়া মনের মধ্যেই বাণিজ্য কার্য্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন, কেহবা উপাচার্য্যের বাক্য বিন্যাসে বিরক্ত চিত্ত হইয়া নিজের ভাবেই উপাসনা করিয়া যাইতেছেন। বাহিরে এক বোধ হইতেছে, কিন্তু ভিতরে সকলে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত, কেহ কাহাকে প্রভাবিত করিতে পারিতেছেন না। দুইটী ভাবে সামাজিক উপাসনায় যোগ দেওয়া যাইতে পারে। এক পারিবারিক ভাবে মিলিত হইয়া সাধারণের পিতা গৃহদেবতা ঈশ্বরকে পূজা করা, দ্বিতীয় উপাসকমণ্ডলীর সাধুভাব দর্শনে এবং আচার্য্যের উপাসনা উপদেশাদি শ্রবণে একাকী আনন্দিত হওয়া ও ধর্ম্মশিক্ষা করা। শেষোক্ত লক্ষ্য যদিও ব্যক্তিগত, কিন্তু উপেক্ষণীয় নহে, বরং একটী শ্রেষ্ঠতর প্রার্থনীয় বিষয়। প্রথম উদ্দেশ্য পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ়ীভূত করিয়া একত্রে পুণ্য প্রেম উপার্জ্জন করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তাহার সঙ্গে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য কখন হইতে পারেনা। কিন্তু অনেক সময় এমন ঘটে যে এতদুভয়ের কোনটাই সংসিদ্ধ হয়না। কেহ লোকভয় বা ভদ্রতার অনুরোধে, কেহবা স্বতন্ত্রভাবে নিজ লক্ষ্য সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল সমাজ মন্দিরে বাস করিয়া চলিয়া যান। এই সকল কারণে ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে পারিবারিক প্রীতিবন্ধন চিরদিন শিথিল হইয়া রহিয়াছে। নিজ নিজ অভ্যাস ও রুচি এই বিচ্ছিন্ন ভাবকে ক্রমাগত পরিবর্দ্ধিত করিয়া আসিতেছে, কোথায় কতদিনে এবিষয়ে পরস্পরের যে সহানুভূতি হইবে তাহা স্থির করিয়া উঠা যায় না।

প্রত্যেক ব্রাহ্ম যদি এমন প্রত্যাশা করেন যে তাঁহার কৃত উপাসনায় সকলে হৃদয়ের সহিত যোগ দান করিবে, উপদেশাদি শ্রবণ করিবে, তাঁহার এক গুণ ভাবকে শত গুণ করিয়া দিবে, অথচ তিনি কাহারো প্রার্থনা উপাসনায় যোগ দিতে অনুরাগী হইবেন না, প্রত্যুত উদাসীন ভাব প্রদর্শন করত স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিবেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া ভ্রাতৃপ্রেম বৃদ্ধি হইবে? "অন্যের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাহার প্রতি তোমার সেইরূপ করা উচিত" এখানেও এই প্রাচীন নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। সকলেই যে আচার্য্য হইয়া উপাসনা করিতে অভিলাষী হন তাহা নহে, হইলেও সাধারণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ানুসারে তাহা চরিতার্থ হইবে। কিন্তু যিনি স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগের বলে সে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিম্বা অপর পাঁচ জনে তাঁহাকে তৎপদে মনোনীত করিয়াছেন কিম্বা সময়ে সময়ে করেন তাঁহার উপাসনায় যোগ দেওয়ার জন্য অভ্যাস করা চাই। অত্যন্ত রুচিবিরুদ্ধ হইলেও ঈশ্বরের অনুরোধে, তাঁহার সমাজের কল্যাণের অনুরোধে তাহাতে যোগ দিতে হইবে। আবার যিনি উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে পরিচালিত করিতে অসমর্থ, অর্থাৎ যিনি সরলভাবে ব্যাকুলতার সহিত

উপাসনা করিতে পারেন না, অপরের ভাবকে আপনার মধ্যে লইয়া প্রতিনিধির ন্যায় প্রার্থনা করিতে জানেন না, কেবল নিজের কোন বিশেষ অভিরুচি ও ভাবের অধীন হইয়া উপাসনাদি করেন তাঁহার পক্ষে বেদী গ্রহণ না করাই মঙ্গলের বিষয়। পক্ষান্তরে উপাসকমণ্ডলী ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব ও ওমনুষ্যত্বের অনুরোধে আচার্য্যের ভাবে ভাবুক হইলে প্রেম সদ্ভাব বিস্তার হইতে পারে। সামান্য লৌকিকতা রক্ষার জন্য এ কথা আমরা বলিতেছি না, নিজ নিজ অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য এরূপ প্রণালী অবলম্বনীয়। অন্যের হৃদয় বিনিঃস্যৃত প্রার্থনা স্তব বন্দনা, ধর্ম্মোপদেশকে যদি আমি সমাদর করি তাহাতে সত্যেরই মহিমা মহিমান্বিত হইবে। এবং আমি যদি প্রত্যাশা ও ইচ্ছা করি যে অন্যে আমার সঙ্গে যোগ দিয়া উপাসনাদি করুক, তবে ইহা দ্বারা সে আশাও সফল হইবে। সর্ব্বদা যে রুচির বিরুদ্ধেই আমাদিগকে যোগ দিতে হইবে তাহা নহে, ইহাতে উপকারও যথেষ্ট আছে। আপনার অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক বিনীতভাবে অন্যের পশ্চাদ্গামী হইলে অনেক শিক্ষা লাভ হয়, কারণ অধীনতাতেও আরাম আছে। ইহাতে কাহারো মহত্ত্বের হানি হয় না, কিন্তু হৃদয় বিনম্র ও প্রশস্ত ভাব ধারণ করে, তদ্দৃষ্টান্তে অন্যের জীবনও বিনম্র হয়। অতএব আপনার গুণ গরিমা বিস্মৃত হইয়া দীন ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত অপরের উপাসনায় যোগ দান করিবে। যিনি আচার্য্যের উন্নত পদবীতে উপবেশন করিবেন তিনিও যেন সকলের সেবক বলিয়া আপনাকে মনে করেন। কোন প্রকার অস্বাভাবিক কি অসরল ভাব যেন তাঁহার কার্য্যেতে প্রকাশ না পায়। যাহাতে সকলের উপাসনা হয় তাহার প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সাধারণের অন্ততঃ অধিকাংশের ভাবের প্রতিনিধিত্ব করিতে না পারিলে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। আচার্য্য ও উপাসক উভয়েই উভয়ের ভাবের সমভাবী হইতে যেন চেষ্টা করেন। অন্যান্য সকল যোগ অপেক্ষা উপাসনার যোগ প্রধান। দলবদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করা বৃথা হয়, বন্ধুতা স্থাপনের চেষ্টা নিষ্ফল, যদি পরস্পারের সঙ্গে উপাসনায় যোগ না হয়। জীবনের সার উপাসনা, তাহাতেই যদি যোগ এবং সহানুভূতি না থাকে তবে প্রেমের বন্ধন কিরূপে হইবে? অতএব একের উপাসানায় অন্যে যোগ দিয়া সকলে এক হৃদয় হইতে চেষ্টা করুন।

যৌবনের ধর্ম্মোৎসাহ।

যুবা ব্রাহ্মদিগের যৌবন কালের জ্বলন্ত উৎসাহ উদ্যম, সংসাহস বীরত্বের কথা স্মরণ হইলে অন্তরে এখনও জীবনের সঞ্চার হয়। সত্যপ্রিয়তা, নীতির বল তখন যথেষ্ট ছিল। সম্মুখ-সংগ্রামে, শত্রুমণ্ডলীর মধ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া এক এক জন সদ্বিবেকী ব্রাহ্মযুবা যেরূপ পরাক্রমের সহিত ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, প্রথম প্রথম সত্যের অনুরোধে তখন তাঁহারা যে সকল কষ্ট বহন করিতেন, নির্ভয়ে আত্মমত প্রচার করিতেন তাহা ধর্ম্মের ইতিহাসে আদরের সহিত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত। সত্যের জন্য কার্য্যালয়ে প্রভু ভৃত্যে তিণ্ডা, পরিবার মধ্যে আত্মীয় গুরুজনের সহিত বিরোধ, উপবীত ছিন্ন, পৌত্তলিক ক্রিয়ার প্রতিবাদ, জাতিভেদ ও দূষিত দেশাচারের উপর খড়্গ হস্ত এসকল সংবাদ এখন আর প্রায় শ্রুত হওয়া যায় না। এক একটী মত রক্ষা করিবার জন্য তখন কতই না আগ্রহ অনুরাগ ত্যাগস্বীকার প্রকাশ পাইত! বিবেকের বিরুদ্ধে সত্যের বিপরীতে চলিতে হইবে বলিয়া কত ব্যক্তি বিষয়কার্য্য পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিন্দুমাত্র অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়াও তখন মহা কষ্টকর বোধ হইত। "শির দিয়া তো রোনা কিয়া" এই কথা মূল মন্ত্র ছিল। বিপদ পরীক্ষা তখন যথেষ্ট ছিল, নবানুরাগী ব্রাহ্ম যুবকেরাও নির্ভীক চিত্ত ছিলেন, সুতরাং ধর্ম্মবল লাভ করিয়া অনেকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। গাম্ভীর্য্য সারবত্তা

এখন অধিক, গোপনে সাত্বিকভাবে অনেকে ধর্ম্মসংগ্রামে প্রবৃত্ত আছেন, কিন্তু তেমন তেজস্বিতা দৃষ্ট হয় না। অবশ্য এক দেশ-দর্শিতা, এবং যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ভাবে তখন তাঁহারা পরিচালিত হইতেন, প্রাচীন ধর্ম্মের এবং পুরুষ পরম্পরাগত সামাজিক আচার ব্যবহারের সার গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন, ধৈর্য্য ও ঔদার্য্য গুণ না থাকিলে যে সকল ত্রুটি ও দোষ ঘটে তাহা ঘটিত, লোকনিন্দা, সাংসারিক ক্ষতি, আত্মীয় স্বজনের আক্ষেপ ও ক্রন্দনের প্রতি দৃষ্টি ছিল না; অনর্থক লোকের বিরাগভাজন হইয়া ক্লেশ পাইতেন; কিন্তু সেরূপ তেজস্বিতা, সত্যানুরাগ, সাহস না থাকিলে এতদূর পর্য্যন্ত সমাজের উন্নতি হইত না। বর্ত্তমান সময়ের শান্ত গম্ভীর ভাবের সহিত তখনকার উৎসাহ উদ্যম না থাকিলে অনেকেই পুনরায় অল্পে অল্পে হিন্দুসাগরে বিলীন হইবেন। দেখিতে দেখিতে কত উৎসাহী ব্রাহ্ম অসত্য উদার মতের পক্ষপাতী হইলেন। যাঁহারা এক সময় একটু মাত্র মিথ্যা কপটতার ভয়ে কত কষ্ট পাইয়াছেন, কালবশে সংসারের শীতল বায়ুর প্রভাবে তাঁহারা এখন এমন শিথিল নিরুদ্যম এবং প্রবীণ হইয়াছেন যে, যে রাশি রাশি মিথ্যা ব্যবহার কপটতাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। যত দিন যাইতেছে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সন্তানাদির দায়িত্ব ভার মস্তকে পড়িতেছে ততই যেন দেহ মনের বল বীর্য্য ক্ষয় হইয়া আসিতেছে। এখন সকলে প্রাচীন হিন্দু ভাব ও আচার ব্যবহার ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির এমন উদার ব্যাখ্যা করেন, মতবিরোধী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশিবার ইচ্ছা এমনি প্রবল যে, তাঁহাদের নিজের অস্তিত্ব স্থির রাখা মহা কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। শান্ত ধীর প্রবীণ বিজ্ঞ ব্রাহ্ম হইয়া সকলের সঙ্গে যত দূর সম্ভব সদ্ভাব রাখা প্রার্থনীয়, ধর্ম্মের অনুরোধে যেখানে যাহা কিছু সাধুভাব পাওয়া যায় তাহা লইতে হইবে, কিন্তু আপনাকে ব্রাহ্ম, কুসংস্কার অপবিত্রতা পৌত্তলিকতাঘাতক ব্রাহ্ম বলিয়া যেন সকল সময় স্মরণ থাকে। কেবল শান্ত শিষ্ট এবং গম্ভীর হইলে চলে না, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী এবং উদ্যমশীল সাহসী হইয়া সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অধিক উদার, অধিক শান্ত, শিষ্ট হওয়া মৃত্যুর প্রতিকৃতি। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ শিষ্টতা অনেকে শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের কুদৃষ্টান্তে কেহ সত্য বিঘাতক যেন না হন।

ঈশ্বর ভক্তাধীন।

বেদের ঈশ্বর স্বতন্ত্র, উদাসীন; পুরাণের ঈশ্বর ভক্তাধীন। "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ" এ উক্তি পুরাণের। ভক্তাধীন ভগবান্ এ প্রচলিত কথা পৌরাণিক ভক্তগণই বলিয়া থাকেন। যিনি সমুদয় বিশ্বের স্রষ্টা, যাঁহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ নক্ষত্র আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, যিনি ইচ্ছা করিলে এক নিমিষের মধ্যে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড কোথায় বিলয় পায়, তিনি অধীন এ কেমন কথা? যে সৃষ্ট সেই অধীন, যিনি স্রষ্টা তিনি অধীন হইবেন কি প্রকারে? তবে এ পৌরাণিক কথা এ প্রচলিত কথা কি অসত্য? যে কোন কথা সাধারণে পরিগীত হয়, তাহার মূলে কোন সত্য নাই ইহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইবে। কোন একটী বিষয়ের মধ্যে অন্ততঃ সত্যের আভাস না দেখিলেও সাধারণে কখন তাহা গ্রহণ করে না। অবশ্যই এ বিষয়ের মধ্যে এমন সত্য আছে, যাহার জন্য সাধকগণের নিকট এ কথার এত আদর।

ঈশ্বর স্বাধীন স্বতন্ত্র এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র এ কথার অর্থ কি স্বেচ্ছাচার? স্বেচ্ছাচরণ এবং পূর্ণতা এ দুয়ের একত্র সমাবেশ কি সম্ভবপর? এখন এক প্রকার ইচ্ছা করিলাম, পরক্ষণে অন্য প্রকার ইচ্ছা করিলাম, নিমেষে নিমেষে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, এই কি পূর্ণতার লক্ষণ? ইহার বিপরীত কি পূর্ণতা নহে? যিনি পূর্ণ তিনি স্থিরসঙ্কল্প। তাঁহার সঙ্কল্পের কখন পরিবর্ত্তন হয় না, কেননা যে সঙ্কল্প পূর্ণ তাহার পরিবর্ত্তন নিষ্প্রোয়জন। শুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন কেন বলিতেছি, পরিবর্ত্তন অপূর্ণতাদ্যোতক এবং উন্মত্ততা। অদৃষ্টবাদী বলিবেন যিনি নিজের সঙ্কল্পের নিকট ইচ্ছার নিকট বদ্ধ, তিনি আবার স্বাধীন কিরূপে? আমরা জিজ্ঞাসা করি স্বাধীনতার অর্থ কি? আপনি আপনার অধীন অন্যের নহে এই কি স্বাধীনতার অর্থ নহে? ইচ্ছা এবং ব্যক্তি এদুইকে আমরা স্বতন্ত্র মানি না। এ দুইকে স্বতন্ত্র মানিতে গিয়া বৃথা তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বর যাহা করেন পূর্ণাভিপ্রায়ে করেন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ, সুতরাং তাহার বিপর্য্যয় ঘটে না। তিনি আপনাকে আপনি খণ্ডন করিতে পারেন না, ইহাকে যদি অস্বতন্ত্রতা বলে, আমরা ঈশ্বরে ঈদৃশ অস্বতন্ত্রতা স্বীকার করি।

ঈশ্বর স্থিরসঙ্কল্প, তাঁহার ইচ্ছার ব্যতিক্রম হয় না, তবে তিনি ভক্তের অধীন হইলেন কি প্রকারে? "বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎপতিং সুৎস্ত্রিয়ো যথা" এইতো আমরা ঈশ্বরের ভক্তবশবর্ত্তী হইবার কারণ দেখিতে পাইতেছি। কোন্ স্ত্রী স্বামীকে বশীভূত করেন? যিনি পতির অনুবর্ত্তিনী। যিনি পতির ইচ্ছার বিপরীত আচরণ করেন, তিনি কি কখন স্বীয় পতিকে আপনার করিতে পারেন? যেখানে ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল, সেখানে পরস্পর পরস্পরের বশীভূত। এ বশীভূততার অস্বতন্ত্রতা কোথায়? যদি ভক্তের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়, ভক্ত যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধে ইচ্ছা না করেন, তবে ঈশ্বর তাঁহার বশবর্ত্তী হইবেন, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন, এ আর একটা বিচিত্র কথা কি? বরং এরূপ না করাই ঈশ্বরের প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

যত দিন আমাদিগের ঈশ্বরের সঙ্গে ইচ্ছার বিরোধ, আমরা কখন তাঁহাকে বশবর্ত্তী করিতে পারি না। যদি আমরা তাঁহার হই, তিনিও আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবেন। যে পরিমাণে আমরা তাঁহার বশবর্ত্তী, তিনিও সেই পরিমাণে আমাদিগের বশবর্ত্তী। যেখানে আমরা তাঁহার বশবর্ত্তী নই, তিনিও সেখানে আমাদিগের বশবর্ত্তী নহেন। আমাদিগের যে ইচ্ছাটী তাঁহার ইচ্ছানুগত সেটি যদি তিনি পূর্ণ না করেন, তবে তিনি আপনাকেই আপনি খণ্ডন করিলেন। ভক্তাধীন ভগবান্ একথার অর্থ এই, ভক্ত ভগবানের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী, কখন তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে এক পদও অগ্রসর হন না, সকলই তাঁহার ইচ্ছার উপরে রাখিয়া দেন, সুতরাং এখানে বিরোধ নাই বলিয়াই তিনি ভক্তের অধীন।

আমরা যাহা বলিলাম সাধারণে তাহা বলিবে না। তাহারা বলিবে ভক্ত যাহা ইচ্ছা করেন ঈশ্বর তাহাই পূর্ণ করেন। ভক্ত ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর তাঁহার নিজ নিয়মও খণ্ডন করিতে বাধ্য হন। সাধারণে একথা বলে কেন? যদি ভ্রান্তি কোথাও থাকে এই খানে ভ্রান্তি অবস্থান করিতেছে। সাধারণে বাহিরে যাহা ঘটে তাহাই দেখিয়া থাকে। কেন ঘটিল, তাহার কারণ তাহাদিগের নিকট প্রচ্ছন্ন। যিনি ভক্ত তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে সক্ষম। তিনি যাহা বলেন যাহা করেন নিজ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া করিয়া থাকেন। যখন লোকে দেখিতে পায় ভক্ত যাহা করেন যাহা বলেন তাহা অসিদ্ধ থাকে না, তাহারা অবাক্ হয় এবং বলে অহো! ঈশ্বর এই ব্যক্তির অধীন! কিন্তু ভক্ত জানেন তিনি নিজ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া অমুক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অমুক কথা বলিয়াছিলেন তাই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১৫শে ভাদ্র রবিবার ১৭৯৯শক।

পর ভবনে ও নিজ ভবনে বাস।

পৃথিবীতে কেহ গৃহবাসী কেহ গৃহ-বিহীন। মস্তক আচ্ছাদন করিবার জন্য শরীর রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর প্রসাদে কেহ কেহ গৃহ লাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ গৃহবিহীন হইয়া অরণ্যে অরণ্যে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। গৃহে বাস করিলে এক স্থানে পরিবার লইয়া সুখে বাস করা যায়, গৃহ বিহীন হইলে কেবলই ভ্রমণ করিতে হয়, কোন কার্য্য অবধারিত রূপে করিতে পারা যায় না। গৃহে বাস করিলে গৃহবাসের সুখ হয় কিন্তু এ সুখেরও তারতম্য আছে। কত গৃহ গৃহ বটে কিন্তু গৃহ হইয়াও বাসা। কেহ কেহ নিজ ভবনে বাস করে, কেহ কেহ পর ভবনে বাস করে। কেহ পিত্রালয়ে সপরিবারে বাস করিয়া নির্ম্মলসুখে ভোগ করে, কেহ পরের ঘরে বাস করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে গৃহসুখ অনুভব করে কিন্তু বাসার কষ্ট থাকে। আপন ঘরে স্বাধীন অবস্থায় বাস করিয়া একজন সুখ পায়, আর এক জন পরাধীন অবস্থায় পর ভবনে বাস করিয়া দুঃখ সহ্য করে। যদিও পর গৃহে সুখ সম্ভোগ হয় কিন্তু পরাধীনতা জন্য সময়ে সময়ে যন্ত্রণা অধিক; সে ঘর ছাড়িয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা জন্মে। ঘর আপনার না হইলে, পিতার ভবনে পরিবারের আশ্রম না হইলে, শান্তি নিকেতন না হইলে যথার্থ সুখ হয় না। আজ এ বাড়ীতে কাল ও বাড়ীতে, আজ এ পাড়ায় কাল ও পাড়ায় বাস, এ প্রকার জীবনে বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ সম্ভব নহে, স্থায়ী সুখ কেবল নিজভবনে বাস করিলে হয়। পরাধীন, আজ কোন স্থানে কোন দেশে কোন অঞ্চলে যাইব কিছুই স্থিরতা নাই, অস্থির চক্রে সুখ অল্প দুঃখ অধিক।

ধর্ম্মরাজ্যেও বাসা আছে, বাটী আছে। সপরিবারে পিতার ভবনে বাস অথবা ধর্ম্মসাধনের জন্য বাসাবাটীতে বাস এ দুই এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনের মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা দিল, ধর্ম্ম সাধন করিতে লাগিল, জীবন স্থির হইয়া আসিবার উপক্রম হইল, অমনি সে স্থান ও গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল। যেখানে নদী আছে, সুরম্য উদ্যান আছে, বন্ধু আছে, সেখানে গেল। কয়েক দিন বেশ ভাল লাগিল, নূতন বাসায় ধর্ম্ম সাধন আরম্ভ করিল, দুই মাস মধ্যে আবার সকলি পুরাতন হইল। অন্য পল্লীতে বাস করিল, আবার সে স্থানও পরিত্যাগ করিল। গৃহ, পরিবার, সঙ্গী, জীবনের কার্য্য, কোন কিছু সাধনেরই স্থিরতা নাই দৃঢ়তা নাই, সকল বিষয়েই চিত্তচাঞ্চল্য। কখন নদীকূল, কখন বৃক্ষতল, কখন বহু সঙ্গী আশ্রয়

করিল, কখন বা একাকী নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিল। সব ছাড়িয়া পাঁচ দিন কেবল পুস্তকই পড়িতে লাগিল; দুমাস একবারে পুস্তক না দেখা সার করিল। এ সকল বাসা বাটীর ধর্ম্ম! যতক্ষণ রুচি, ধর্ম্মসাধন ততক্ষণ। আজ এক প্রণালী গ্রহণ করিল, কালে উহা পরিত্যক্ত হইল। চঞ্চলচিত্ত ব্রাহ্ম বাসা হইতে বাসায়, দেশ হইতে দেশে গ্রাম হইতে গ্রামে পর্য্যটন করিতে লাগিল, কিছুই ভাল লাগে না। পিতার ভবনে প্রেম গৃহেতে বাস করিলে যেরূপ স্থিরচিত্ত স্থিরসুখ হয় সেরূপ হইতেছে না। বাসাতে কখন পরিবারের ভাব মনে পড়ে না, পাঁচ জনকে বন্ধু মনে হয় না। মনে হয় এই এখন আছি অপরাহ্নেই চলিয়া যাইব। ইহাতে দৃঢ়তা বা আসক্তি জন্মে না, স্থায়ী সুখ হয় না। এক বাসায় দশ জন বাস করে, অথচ তাহারা যেন এক এক এক জন এক এক বাসায় বাস করিতেছে। মন্দিরে এক শত জন একত্রে বসিয়া উপাসনা করিল, সকলের পক্ষে মন্দির বাসাবাটী। সকলে আসিয়াছে পরে আবার চলিয়া যাইবে। পিতার ভবনে ভাই ভগ্নী স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের পূজা করিল, সংসার পালন করিল, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যাইবে না, সর্ব্বদা নিকটে থাকিবে, বিপদ দুঃখ মৃত্যু কিছুতেই ছাড়িবে না, শেষ ক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে একত্র থাকিবে, ইহাই স্বাভাবিক যোগ। বাসা-বাটী লোকারণ্য, কিন্তু কিছু কালপরে দেখিতে পাইবে সকলে এদেশ ওদেশ চলিয়া যাইবে, কেহ আর একত্র থাকিবে না। বাসার আলাপ পশুপক্ষীর আলাপের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। সুখের বৃক্ষ রোপণ করিলে তাহাতে কিছু ফল হয় না। সকলে মিলিয়া এমন উপাসনা করিল পরক্ষণেই দেখ কেহ কাহাকেও চিনে না। সকলে মিলিয়া কার্য্য করিল, যাই কার্য্য শেষ হইল কে কোথায় পলায়ন করিল। বাসার ভাব এইরূপ কিন্তু বাড়ীর সেরূপ নয়। বাসাগৃহ-বাসীর জীবন বসত্বাটীবাসীর জীবন সমান নয়। এখন আইস আমরা গৃহে স্থির হইয়া থাকিবার যত্ন করিব। এক স্থানে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া চিরদিন অনন্তকাল তাহাতে থাকিব। কিরূপে সাধন করিব, কাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিব, কাহারা আপনার লোক এ সমুদায় স্থির করিয়া লইবার উপায় স্থির করিব। প্রাতে উঠিবার সময় আলোচনা করিব ঠিক গৃহে বসিয়া আছি কি বাসায় আছি। এখানে কি বাণিজ্যের অনুরোধে মিলিত হইয়াছি না ইহারা সকলে ঘরের লোক বাড়ীর লোক। যাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি, তাহাদের প্রতি মন টানে কি না? সহজেই বুঝা যায়, সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় আমরা এখানে বাসায় আছি কি চিরস্থায়ী বাটীতে বাস করিতেছি। আর যেন কেহ বাসায় বাস না কর, এ পাড়া ও পাড়া করিয়া না বেড়াও, সকলে স্থির হইয়া গৃহে প্রবেশ কর। ভাল করিয়া গৃহ সাজাইয়া আপনার বাড়ীতে বাস কর, আর পরিবর্ত্তন হইবে না। এখন নিজ গৃহে বাস করিব, নিজের সংসারে থাকিব, নিজ আত্মীয় বন্ধু জনকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিব; সেই গৃহে স্থির হইয়া বসিয়া সকলে একত্র গৃহসাধন করিব।

ব্রাহ্মগণ একবার সকলে ভাবিয়া দেখ তোমরা সকলে কোন দিকে যাইতেছ। তোমরা ব্রহ্মের চরণপদ্মে স্থির হইয়া বাস করিতেছ কি না? একবার স্থির হইয়া তোমাদের প্রেম ভক্তি ব্রহ্মে অর্পণ কর, নিজ গৃহ ঠিক করিয়া জীবন স্থির কর, সেখানে নির্ব্বিঘ্নে চিন্তা ধ্যান পূজায় প্রবৃত্ত হও। আপনার ঘর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া রাখ, যাহাতে চঞ্চলতা না হয় তাহাই কর। আজ এক রূপ লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম, কাল আর এক রূপ লোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম আর যেন এরূপ না থাকে। আপন গৃহে শান্তি সম্ভোগ কর, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অনন্ত কালের জন্য মিলিত হও। এ গৃহে তস্কর প্রবেশ করিতে পারিবে না, শান্তি ক্ষয় হইবে না। পুণ্যের ঘরে শান্তির ঘরে স্থির হইবার চেষ্টা কর, চিত্তচাঞ্চল্য জীবনের চাঞ্চল্য যাহাতে না থাকে তাহাই কর। দেখিলেই যেন লোকে বুঝিতে পারে ইনি গৃহবাসী। ইহাঁর সব স্থির হইয়াছে ধনের সঙ্গতি হইয়াছে। ইনি শান্তি সম্বল করিয়াছেন, আনন্দ সঞ্চয় করিয়াছেন। আর এ ঘর হইতে ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিব তাহার সম্ভাবনা নাই। আর এখন ইনি পরাধীন পরের দাস নহেন, পিতার অনন্ত গৃহে বাস করিতেছেন। সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ বাসা পরিত্যাগ কর। পিতার গৃহে বাস করিয়া যাহাতে স্বর্গধাম বৈকুণ্ঠধাম ইহকাল পরকাল এ ভেদ না থাকে তাহা কর। ইহলোকেই ব্রহ্মপদতলে ব্রহ্মকল্পতরুমূলে গৃহে অধিবাস কর! বাসার ব্রাহ্মসমাজ বাসার ব্রাহ্মমন্দির বিদায় করিয়া দেও। যদি গৃহ সম্পূর্ণ না হয়, অন্ততঃ গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হউক। ভ্রাতৃগণ বন্ধু-গণ পুনরায় বলি অস্থায়ী বাসার জীবন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে স্থায়ী হইতে পার এমন গৃহ নির্ম্মাণ কর, যে গৃহে ইহকালে সুখ পরকালে সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

আচার্য্যের উপদেশ।

১ আশ্বিন রবিবার, ১৭৯৯ শক।

বন্ধনই মুক্তি।

প্রসিদ্ধ কথা আছে মনের সঙ্গে লাগে না। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" পরবশ দুঃখের কারণ আত্মবশ সুখের কারণ। এটী পরীক্ষিত হইয়াছে, মন আর ইহাতে সায় দিতে পারে না। কথাটী জ্ঞানগর্ভ, ইহাতে অমূল্য সত্য আছে মানিলাম, কিন্তু আমরা ইহাকে যে ভাবে দেখিতেছি, তাহাতে ইহা সত্য নহে। পরবশ দুঃখের কারণ আত্মবশ সুখের কারণ এমত গ্রহণ করিতে

হইলে অনেককে ভ্রমকূপে পড়িতে হয়। জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও এ কথার মূলে সত্য আছে, ফলে ইহা অসত্য হইয়া পড়ে। পরীক্ষার সময় এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যে পরবশ সুখের কারণ আত্মবশ দুঃখের কারণ হয়। পরীক্ষার সময়ে সাধনের সময়ে সুখের কারণ কি? বন্ধে আনন্দ না মুক্তিতে আনন্দ? বন্দী সুখী না স্বাধীন সুখী? এখানে বদ্ধব্যক্তিরই আনন্দ, বদ্ধব্যক্তিই সুখী। এখানে কারাগারই সুখের স্থান, প্রশস্ত মাঠ সুখের স্থান নহে। যেখানে হাতে শৃঙ্খল পায়ে শৃঙ্খল সেই শান্তি নিকেতন। যেখানে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি, কেবলি স্বেচ্ছাচার, সেই কি শান্তিনিকেতন? ইহাই কি ব্রহ্মমন্দির? অধীনতা দুঃখের কারণ ইহাই কি ঠিক কথা? ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া কি বলিতে পার, যখন স্বাধীন তখন সুখী যখন পরাধীন তখন দুঃখী। যখন যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পার, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার কোন বাধা নাই, কোন প্রতিবন্ধক নাই, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, বল আছে, বুদ্ধি আছে, উপায়ের কোন অভাব নাই, তখনই কি সুখী? ভাবিতে পার রাজার ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার যথেচ্ছ কর্ম্ম করিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়। স্বেচ্ছাচারের অভিধানে ইহাই স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত। ফলতঃ ইহা সুখের কারণ নয়। মুক্তি শব্দটী ভাল, কিন্তু ইহা যেরূপে গৃহীত হয় তাহা মন্দ। মুক্তির অর্থ সমুদায় বন্ধন চূর্ণ করিয়া ছেদন করিয়া ফেলা। সমুদায় বন্ধন মুক্তিই যদি মুক্তি হয়, ভক্তেরা ইহার প্রতিবাদ করেন। স্বর্গে তাঁহারা বলিবেন আমরা মুক্তির প্রার্থী নই। এরূপ মুক্তির তাঁহারা শত্রু ও বিরোধী, তাঁহারা ইহার বিপরীত ভাব অভিলাষ করেন। তাঁহারা বলিবেন আমরা বন্ধন চাই মুক্তি চাই না; আমরা রজ্জুদ্বারা দৃঢ় বদ্ধ হইতে চাই।

সকল প্রকারের শাসন মুক্ত মুক্ত নয়। ভক্ত ভক্তি চান, দাস মুক্তি চান। দাস আবার মুক্ত কিরূপে? দাসে মুক্ত ভাব কখন কি সম্ভব? দাস আর বদ্ধ একি। দাসত্ব স্বীকার মুক্তি এ কিপ্রকারের কথা? ভক্ত একথা শুনেন না। তিনি ভক্ত হইয়া অবশেষে ক্রীত দাস হন। তিনি ধর্ম্মের দাস, সত্যের দাস, প্রেমের দাস, ঈশ্বরের দাস হইতে অভিলাষ করেন। সুতরাং তিনি মুক্তি চান না বন্ধন চান। তিনি দাসত্বের কষ্ট দাসত্বের কলঙ্ক দেখিয়া ভয় পান না। তিনি চান তাঁহাকে চিরকিঙ্কর চিরক্রীত দাস করিয়া রাখা হয়। তিনি শত রজ্জুতে ঈশ্বরের চরণে বদ্ধ হইতে অভিলাষী। শত রজ্জু সহস্র লৌহ শৃঙ্খল হয়, এই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। তিনি দাস্য চান মুক্তি চান না, তাঁহার নিকট বন্ধনই মুক্তি। ব্রাহ্মের জীবনে কি কোন শাসন চাই না? যদি চাই তবে সহস্র রজ্জুতে বন্ধন কি মুক্তি নহে? ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বলিয়া দেন? যে যত শাসিত সেই শুদ্ধ, যে যত বন্ধনমুক্ত সেই তত পাপে জড়িত। স্বেচ্ছাচারী দুঃখী ও পাপী কিন্তু শত সহস্র রজ্জুতে যে বদ্ধ সে পবিত্র ধার্ম্মিক এবং সুখী। এই ব্যক্তিই ঈশ্বর এবং পরকালের জন্য ভীত, সর্ব্বদা নির্ম্মল থাকিবার জন্য যত্নশীল। আমরা কি ঈশ্বরের নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিব, "হে ঈশ্বর! বন্ধনে বড় কষ্ট, বন্ধন খুলিয়া দাও," না এই বলিব "হে ঈশ্বর! এক গুণ বন্ধন শত গুণ করিয়া দাও।" চারিদিকে রজ্জুদ্বারা বদ্ধ হইলে, আর হাত পা নাড়িবার উপায় না থাকিলে, তবে জানিলাম মুক্ত। নিশ্চয় জানিও শাসনে শুদ্ধি শাসনে সুখ। সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত প্রতিদিন নিয়মিত ১০টার সময় কার্য্যালয় যাইতে হয়। সকলেই ভাবে ইহার চেয়ে আর কঠোর নিয়ম নাই। সকলেই এজন্য আপনাকে অসুখী মনে করে। কিন্তু ভাবিয়া দেখ সোমবার হইতে শনিবার পর্য্যন্ত যত অসুখ, রবিবারে তদপেক্ষা অধিক অসুখ। যে দিনে নিয়ম নাই, স্বাধীন স্বেচ্ছাচার, সেই দিন কষ্টের দিন। যত রোগ ব্যাধি সেই দিনই হইয়া থাকে। যাহা ইচ্ছা তাহা করিলাম, নিয়ম লঙ্ঘনে কিছু সঙ্কোচ হইল না, স্বেচ্ছাচারে অসুখ ব্যাধি উপস্থিত হইল, পরিশেষে তাহা হইতে অধর্ম্ম সঞ্চয় হইল। প্রকৃতি শরীরকে কতকগুলি রজ্জু দিয়া বান্ধিয়া রাখিয়াছে। যে ব্যক্তি শরীর সম্বন্ধে নিয়ম প্রতিপালন করে, শারীরিক নিয়মের বশবর্ত্তী হয় তাহার শরীর সুস্থ হয় পুণ্যের আধার হয়। যত আমরা নিয়মের বশবর্ত্তী আমরা তত সুখী। শরীর সম্বন্ধে ইহা যেমন, আত্মা সম্বন্ধেও তেমনি।

যখন আমরা ব্রাহ্ম হই, প্রতিদিন অন্ততঃ একবার পূজা করিতে হইবে এই নিয়মে বদ্ধ হই। সেই এক কঠোর নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া আজ আমরা উপাসনা করিয়া ব্রহ্মপূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। আজ সহস্র মুখে এই নিয়মের প্রশংসা করিতেছি। যদি আমরা আমাদের রুচির উপরে উপাসনা পূজা রাখিয়া দিতাম আজ ব্রহ্মে নিমগ্ন হইতে পারিতাম না; যোগ ধ্যানের মধুরতা অনুভব করিতে পারিতাম না। এখন যে উপাসনায় সুখী হইতেছি, কোথা হইতে? এই নিয়ম হইতে। প্রেমের সুখ নিয়মের বশবর্ত্তী হওয়াতে। যাহার যেমন ইচ্ছা যদি সে তেমনি করিল, কোন নিয়মের অধীন হইল না, পরের ভাব ইচ্ছা রুচি গ্রহণ করিল না, সকল সময়ে সকল বিষয়ে নিজের ইচ্ছা প্রবল রাখিল, তবে আর পরস্পরের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রণয় হইতে পারে না। শরীরের নিয়ম প্রতিপালন করিলে শরীর সুখী, আত্মার নিয়ম প্রতিপালন করিলে আত্মা সুখী হইবে। এই সুখের উপরেই নিজ চরিত্র নির্ভর করে। যোগ ধ্যান প্রেম সকলেতেই নিয়ম অনুসরণ করিব। যত নিয়ম মানিব, তত সুখী হইব। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চঞ্চল, কোন নিয়ম মানে না, কোন বন্ধন স্বীকার করে না, যেমন ইচ্ছা তেমনি করে, কিছু করিতেই ভয় হয় না, যাহা করিতে ইচ্ছা করে তাহাই অনুষ্ঠান করে, সেই স্বাধীন সেই

সুখী, যে এ কথা বলিল তাহার ভিতরের জীবন কি প্রকার বুঝা গেল। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী, প্রবৃত্তির অধীন সে যে পাপ করিবে ইহা নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়! যে নিয়ম মানে না সে অধার্ম্মিক। সহস্র রজ্জুতে বদ্ধ না হইলে কেহ ভাল হইতে পারে না, কেহ সুখী হইতে পারে না। ঈশ্বর যখন যাহা দিবেন তখন তাহা গ্রহণ করিবে, যখন যেরূপে চালাইবেন সেইরূপে চলিবে, ঈশ্বর যখন দেখা দিবেন তখন দেখিবে, যখন শ্রবণ করাইবেন তখন শ্রবণ করিবে, সকল বিসয়ে বদ্ধ, সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া ইচ্ছা নাই সামর্থ্য নাই বল নাই, সে ব্যক্তি কখন স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। যখনি কাহাকেও দেখিব শৃঙ্খলে বদ্ধ, তৎক্ষণাৎ বলিব তাহার ভিতরে আনন্দ ভিতরে স্বর্গ। যে যত অধীন দাস, তাহার মনে তত বিমল আনন্দ। যে সকলের মস্তকের উপরে বসিতে যায় তাহার মস্তক পাপেতে লজ্জাতে অবনত হয়। যাহার ব্যবহার পরাধীন সেই সুখী। যে সেবক হইল দাস হইল আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিল, এ পৃথিবীতেও পরলোকে সেই সুখী হইবে। অতএব বলিতেছি সকলে নিয়মের বশীভূত হও। নিয়মের বশীভূত হইলে আর উহা নিয়ম বলিয়া বোধ থাকিবে না। অসুস্থ শরীরে সুস্থতা রক্ষার জন্য নিয়ম পালন করিতে করিতে যেমন উহা সহজ হয়, বিকৃত আত্মার সুস্থতার জন্য নিয়ম পালন করিতে করিতে উহাও তেমনি সহজ হয়। যে রসনা কলঙ্কিত হইয়াছিল অপবিত্র হইয়াছিল, যে মন যে হৃদয় কলুষিত হইয়াছিল, নিয়ম পালন করিতে করিতে সমুদায় দোষ চলিয়া যায়, সমুদায় অপবিত্রতা বিনষ্ট হয়। এ অবস্থায় নিয়ম পালন স্বাভাবিক হইবে, শাসন সহজ হইয়া পড়িবে। যিনি আমাদিগকে নিয়মে বদ্ধ করেন শাসন করেন তিনি সুখদাতা মুক্তিদাতা। যিনি বান্ধেন তিনিই মুক্তি দেন। যদি মুক্ত হইতে চাও বন্ধনকে আলিঙ্গন কর, শৃঙ্খলে বদ্ধ হও। ইহাতে নিজের পরিবারের দেশের এবং সমুদায় পৃথিবীর মঙ্গল হইবে, অন্যথা সকলকেই মরিতে হইবে। যতই স্বেচ্ছাচার ততই দুর্গতি ততই পাপ এবং অন্ধকার।

কামনা ও ক্রিয়া।

অনুবাদ।

সকল ক্রিয়ার প্রাণ কামনা। কামনার উপরই দণ্ড পুরস্কারের আদেশ। ঈশ্বর ক্রিয়ার মধ্যে কামনাকেই দেখেন, এ জন্য মহাত্মা মহম্মদ বলিয়াছেন যে ঈশ্বর তোমার কার্য্য সকলের প্রতি দৃষ্টি করেন না, তিনি তোমার হৃদয় ও প্রকৃতি নিরীক্ষা করেন; হৃদয় কামনার ভূমি এ জন্য তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন। মহম্মদ আরও বলিয়াছেন যে ক্রিয়া কামনার অনুগমন করে ও প্রত্যেক ব্যক্তি কামনানুরূপ ক্রিয়ার ফল লাভ করে। মহম্মদ বলিয়াছেন মনুষ্য চতুর্ব্বিধ। এক সম্প্রদায় অর্থশালী ও অর্থের সদ্ব্যয় করেন, দ্বিতীয় সম্প্রদায় বলেন যে যদি আমারও ধন থাকিত আমিও এইরূপ ব্যয় করিতাম। এই দ্বিবিধ সম্প্রদায়ের পুরস্কার লাভ তুল্য। তৃতীয় সম্প্রদায় ধনের অপব্যয় করে, চতুর্থ সম্প্রদায় বলে যে, যদি আমার ধন থাকিত আমিও এইরূপ ব্যয় করিতাম। এই দুইই অপরাধে তুল্য। অর্থাৎ কামনাযুক্ত কার্য্য যদ্রূপ, কার্য্যহীন শুদ্ধ কামনা তদ্রূপ বটে। একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন এস্রায়েল বংশীয় এক ব্যক্তি মনে মনে বলিয়াছিলেন যে, যদি আমার তাদৃশ শস্য থাকিত তাহা হইলে সমুদায় আমি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতাম। সেই সময়ে যিনি প্রেরিত পুরুষ ছিলেন তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয় যে, অমুককে বলিয়া দেও ঈশ্বর তাঁহার দান গ্রাহ্য করিলেন। সে শস্য স্বত্বে যে দান করিত ও তাহাতে যে পুণ্য হইত এই কামনাতেই তাহা হইল। হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন যে যাহার অনুরাগ ও কামনার বিষয় সংসার তাহার নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা অভাব ও দৈন্য পরিভ্রমণ করে, সে সংসার মোহেবদ্ধ থাকিয়া প্রস্থান করিবে। কিন্তু যাহার অনুরাগ ও কামনার বিষয় পরলোক, ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়কে ধনবান্ করিবেন, সে বৈরাগী হইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যাইবে। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন যে প্রথমতঃ কার্য্যের কামনা শিক্ষা কর, পরে কার্য্য করিও।

যে পর্য্যন্ত তিনটী প্রয়োজনীয় বিষয়ের সঙ্ঘটন না হয় সে পর্য্যন্ত মনুষ্য দ্বারা কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় না। সেই তিনটী বিষয় জ্ঞান, ইচ্ছা, শক্তি। যখন মনুষ্য খাদ্য বস্তু দেখিতে না পায় খায় না, দেখিলে ও তাহার ইচ্ছা না হইলে খাইবে না, ইচ্ছা হইলেও যদি হস্ত এরূপ অবশ হয় যে তাহা ব্যবহার করিতে পারে না তাহা হইলেও তাহার খাওয়া হইবে না। যেহেতু তাহার শক্তি নাই, অতএব এই তিনটী বিষয় প্রত্যেক ক্রিয়ার অগ্রে অগ্রে গমন করে। কিন্তু ক্রিয়া শক্তির অধীন, শক্তি ইচ্ছার অধীন, যেহেতু ইচ্ছা দ্বারা শক্তি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইচ্ছা জ্ঞানের অধীন নহে, যেহেতু লোকে অনেক বিষয় জানে, কিন্তু তদ্বিষয়ে ইচ্ছা অভিলাষ করে না। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত ইচ্ছা হওয়াও দুরূহ ব্যাপার। যেহেতু মনুষ্য যাহা জানে না. তৎপ্রতি ইচ্ছা আকিঞ্চন কেমন করিয়া হইতে পারে? এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে এই ইচ্ছার নামই কামনা। কামনা বলিতে জ্ঞান শক্তি বুঝায় না। ইচ্ছা তাহাকে বলে যাহা মনুষ্যকে কোন কার্য্যেতে নিযুক্ত করে ও তাহাতে লিপ্ত রাখে! অবস্থাভেদে ইহাকে প্রয়োজন উদ্যোগ কামনা এই তিন বলা যাইতে পারে। এই তিনের মর্ম্ম এক। যাহা মনুষ্যকে কার্য্য প্রবর্ত্তিত ও সংলিপ্ত করে তাহাকে প্রয়োজন বলে। সেই প্রয়োজন কখন এক হয় কখন একবিধ বিষয়েই দুইটী প্রয়োজনের যোগ হয়। যদি এক প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধ প্রয়োজন বলা যায়। যথা কোন

ব্যক্তি বসিয়া আছে, ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, তাহা দেখিয়া সে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। এ বিষয়ে সে ব্যক্তির একই প্রয়োজন, একই উদ্যাগ। এরূপ যে জনকোন সম্মানিত ব্যক্তির আগমনে গাত্রোত্থান করে সম্মাননা ও অভ্যর্থনা ব্যতীত ইহাতে তাহার অন্য প্রয়োজন নাই। ইহাও শুদ্ধ প্রয়োজন। পরন্তু এক কার্য্যে দুই প্রয়োজন ত্রিবিধভাবে হইয়া থাকে। এক এই যে প্রত্যেক প্রয়োজন এরূপ হয় যে তাহার শুদ্ধ একটী প্রয়োজনই লোককে সেই কার্য্যে নিযুক্ত রাখে। যথা কোন দৈন্য দশাপন্ন আত্মীয় ব্যক্তি কাহার নিকটে একটী মুদ্রা চাহিল, সেও তাহাকে আত্মীয় ও দরিদ্র জানিয়া মুদ্রা দিল, দাতা মনে মনে ভাবিল, যদি সে ভিক্ষার্থী না হইত, তথাপি আত্মীয় বলিয়া তাহাকে মুদ্রা প্রদান করিতাম। যদি ভিক্ষার্থী হইত আত্মীয় না হইত তথাপি দিতাম, অতএব ইহাতে এক বিষয়ে দুইটী প্রয়োজন, ইহাকে মিশ্র কামনা বলে। দ্বিতীয় প্রকার এই যে দাতা মনে মনে জানেন প্রার্থী যদি আত্মীয় হইত ভিক্ষুক না হইত অথবা ভিক্ষুক হইত আত্মীয় না হইত তাহা হইলে আমি মুদ্রা দিতাম না। যখন দুইটী কারণ সমবেত হইয়াছে তখন আমাকে দান করিতে বাধ্য হইতে হইল। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত স্থলে এই বলা যাইতে পারে যে দুই জনে মিলিয়া কোন প্রস্তর উত্তোলন করে আবার প্রত্যেকে একাকী সেই পাথর উঠাইতে সক্ষম। দ্বিতীয় প্রকারের দৃষ্টান্তস্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে দুই জন দুর্ব্বল লোক এক পাথর তোলে, কিন্তু প্রত্যেকে একাকী তাহা তুলিতে অক্ষম। তৃতীয় প্রকার এই যে দুই প্রয়োজনের মধ্যে একটী প্রয়োজন দুর্ব্বল, একাকী সেই প্রয়োজন মনুষ্যকে কার্য্যে নিযুক্ত করে না, দ্বিতীয় প্রয়োজন প্রবল তাহা একাকীই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনের যোগে ক্রিয়া অনেক সহজ হইয়া যায়। যেমন কেহ একাকী উপাসনা করে, কিন্তু যখন উপাসকমণ্ডলী সমবেত হয় তখন তাহার প্রতি উপাসনা অনেক সহজ হইয়া যায় এবং অত্যন্ত আনন্দ সহকারে সে উপাসনা করে। এ বিষয়ে আর একটী দৃষ্টান্ত এই, যে যেমন কোন বলবান্ মনুষ্য একটী প্রস্তর তুলিতে পারে তদ্বিষয়ে যদি কোন দুর্ব্বল লোক আসিয়া আবার তাহাকে সাহায্য করে, তাহাতে সেই বলবান্ সম্বন্ধে সেই পাথর তোলা অনেক সহজ হইয়া যায়।

হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন যে বিশ্বাসীর কামনা কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার একথার উদ্দেশ্য এই যে, ক্রিয়াহীন কামনা কামনাশূন্য ক্রিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেন না ইহা সুস্পষ্ট যে কামনাশূন্য ক্রিয়া সাধনা নহে, এবং ক্রিয়াবিহীন কামনা সাধনা। ক্রিয়া শরীরযোগে হয়, কামনা অন্তরেতে। এ দুয়ের মধ্যে মনের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ তাহাই শ্রেষ্ঠ। অনেক শারীরিক ক্রিয়ার উদ্দেশ্য আন্তরিক ভাবের পরিবর্ত্তনসাধন, কিন্তু মানসিক কামনার উদ্দেশ্য শারীরিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন জন্য নহে। সকলে জানেন যে ক্রিয়ার জন্য কামনা চাই এবং প্রকৃত পক্ষে কামনার নিমিত্তও ক্রিয়া চাই। কেন না কার্য্য যোগে মনের ভাবান্তর হওয়া আবশ্যক। পরলোকেই মন বিচরণ করিবে, তাহার জন্যই সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য। মধ্যে যদিচ শরীর বিদ্যমান, কিন্তু উহা মনের অধীন। যেমন উষ্ট্র ব্যতিরেকে মক্কায় যাওয়া যায় না, কিন্তু উষ্ট্র হাজী হয় না। মনের পরিবর্ত্তনের অর্থ এই যে সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়া পরলোকের দিকে উন্মুখ হওয়া এবং ইহ পরলোকের প্রতি বিমুখ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হওয়া। মনের ইচ্ছা ও আকিঞ্চনই তাহার মুখ। যখন সংসারাভিলাষ মনুষ্যের মনে প্রবল হয় তখন মনের মুখ সংসারের দিকে। সংসারের সঙ্গে যোগ রাখিতেই স্বভাবতঃ মনের ইচ্ছা। সৃষ্টি অবধি মনের এই অবস্থা। যখন ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রবল হয় তখন মনের ভাবান্তর হইয়া যায়, অন্যদিকে তাহার গতি হয়। হৃদয়ের ভাবান্তর সাধন সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য। প্রণত হওয়ার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে মস্তকের ভাবান্তর হয় বরং হৃদয়ের ভাবান্তর হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য, তাহাতে মন অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ে উপনীত হয়। আল্লা আকবর (ঈশ্বর মহান্) এই বচন উচ্চারণের এই উদ্দেশ্য নহে যে জিহ্বা বিঘূর্ণিত ও সঞ্চালিত হয় বরং ঈশ্বরের মহান্ ভাব হৃদয়ে সঙ্কোচিত হয় ইহাই উদ্দেশ্য। পরন্তু ঈশ্বর এরূপ প্রকৃতিতে মনের গঠন করিয়াছেন যে যখন কোন ইচ্ছা ও আকিঞ্চন তাহাতে উৎপন্ন হয় এবং শরীর তদনুরূপ স্পন্দন করিতে থাকে তখন সেই ভাব মনে সুদৃঢ় রূপে সম্বদ্ধ হয়। যথা যখন কোন নিরাশ্রয়ের প্রতি দয়া হয় তখন যদি তাহার মস্তকে হস্ত মর্দ্দণ করা যায় তবে সেই দয়া সুদৃঢ় ও সবল হইয়া থাকে ও মনে তাহা অত্যন্ত সংক্রামিত হয়। যখন অন্তরে বিনয়ের উদয় হয় তখন যদি মনুষ্য ভূমিতে স্বীয় মস্তক অবনত করে তাহা হইলে সেই বিনয় গভীর হয়। কল্যাণান্বেষণ অর্থাৎ সংসারের প্রতি অমনোযোগী হইয়া পরলোকের প্রতি মনোযোগী হওয়া সকল সাধনার কামনা। সেই কামনানুসারী কার্য্য সেই ইচ্ছাকে স্থায়ী ও দৃঢ় করিয়া দেয়। অতএব ইচ্ছা ও কামনার দৃঢ়তার নিমিত্ত ক্রিয়া। যখন এই রূপ অবস্থা তখন ক্রিয়া অপেক্ষা যে কামনা শ্রেষ্ঠ তাহা সুস্পষ্ট। কারণ এই কামনার ভূমি হৃদয়, কিন্তু ক্রিয়া অন্যত্র উদিত হইয়া হৃদয়ে সংক্রামিত হয়।

উক্ত হইয়াছে যে হৃদয়ই মূল পদার্থ শরীর তাহার অধীন। ঈশ্বর বলিয়াছেন যাহা তোমার অন্তরে তাহা প্রকাশ কর বা গুপ্ত রাখ ঈশ্বর তোমা হইতে তাহার হিসাব লইবেন। মিথ্যা শপথের জন্য জিহ্বা অপরাধী হইবে না, তৎপ্রবর্ত্তনার নিমিত্ত হৃদয় বন্দী হইবে। অভিমান অহঙ্কার ঈর্ষ্যা কপটতার জন্য মনুষ্য বন্দী হইবে এ বিষয়ে সকলের এক মত। এ সমুদায় মনের কার্য্য। নিজের প্রতি ও সংসারের

প্রতি বিমুখ হইয়া ঈশ্বরের অভিমুখীন হওয়াতেই মনুষ্যের সৌভাগ্য। যিনি সংসারের সঙ্গে যোগ রাখিতে ইচ্ছা ও যত্ন করেন, সংসারের সঙ্গে তাঁহার যোগ সুদৃঢ় হইয়া উঠে। যাহা তাঁহার লভনীয় তাহা হইতে সে দূরে পড়ে। মনুষ্য স্বর্গার্হ ও বদ্ধ হইবার অর্থ সংসারে অতিশয় আবদ্ধ হওয়া ও ঈশ্বর হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া।

ক্রমশঃ।

ব্রাহ্ম প্রতিনিধিদিগের সাধারণ সভার প্রথম অধিবেশন।

২৩ সেপ্টেম্বর। ৮ই আশ্বিন রবিবার। অদ্য বেলা ৩টার সময় ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। সভাতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র—(ডেরাডুন, লক্ষ্ণৌ, শিলং, তেজপুর)
" " দীননাথ মজুমদার—(মুরসিদাবাদ, ভাগলপুর, জামালপুর)
" " অঘোরনাথ গুপ্ত (নগাঁও, হাজারিবাগ)
" " ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল—(রাউলপিণ্ডী, মতিহারী রাঁচি)
" " গৌরগোবিন্দ রায়—(কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, শিরাজগঞ্জ)
" " অমৃতলাল বসু—(গয়া)
" " আনন্দমোহন বসু—(কুমিল্লা, ভবানীপুর উপাসনা সমাজ)
" " শিবচন্দ্র দেব—(কোন্নগর)
" " শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—(বরাহনগর, শিলং)
" " উমেশচন্দ্র দত্ত—(হরিনাভি)
" " হরনাথ ভট্টাচার্য্য—(উৎকল ব্রাহ্মসমাজ)
" " শরচ্চন্দ্র দত্ত—(ব্রাহ্মণ বাড়িয়া)
" " গুরুচরণ মহলানবিশ—(মুন্সীগঞ্জ, বগুড়া)
" " শ্রীনাথ দত্ত—(শ্রীহট্ট)
" " গিরিশচন্দ্র সেন—(ময়মনসিংহ, ঢাকা, তেজপুর)
" " শিবনাথ ভট্টাচার্য্য—(আগরা, হরিনাভি)
" " কেশবচন্দ্র সেন—সভাপতি

এতদ্ভিন্ন সভাস্থলে আরও কয়েক জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে আসন পরিগ্রহ করিয়া সম্পাদককে গত তিন মাসের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিতে বলিলেন। কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গুলি একে একে ধার্য্য হইল।

প্রথম প্রস্তাব —— প্রস্তাবক শ্রীশিবচন্দ্র দেব।
পোষক শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৭ই জ্যৈষ্ঠের সভাতে নির্দ্ধারিত নিয়মাবলীর, ৩য় নিয়মের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়মটী অবলম্বিত হউক।

প্রতিনিধি নিয়োগ সম্বন্ধে নিয়ম এই, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ৫ জন, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ২ দুই জন, লাহোর ব্রাহ্মসমাজ দুই জন, অপরাপর সমাজ এক এক জন করিয়া প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন। সভ্যদিগের অধিকাংশের মতে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব —— প্রস্তাবক শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
পোষক শ্রীশিবচন্দ্র দেব।

এই সভার জন্য অর্থানুকূল্য নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্থ সংগ্রহের ভার দেওয়া হয় এবং ইঁহারা আবশ্যক বোধে আপনাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস।
" " গুরুচরণ মহলানবিশ।
" " অমৃতলাল বসু।
" " শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃতীয় প্রস্তাব —— প্রস্তাবক শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।
পোষক শ্রীহরনাথ ভট্টাচার্য্য।

সভার কার্য্য সকল বিভাগ করিয়া নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি এক এক বিভাগের ভার দেওয়া হয়। সভাপতি প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেক কমিটীর সহিত কার্য্য করিবেন।

(ক) ব্রাহ্মসমাজের সভ্য সংখ্যা, ইতিবৃত্ত, কার্য্যপ্রণালী প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ বিভাগ।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার।
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।

(খ) ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিপাদক পুস্তকাদি প্রচার বিভাগ।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।
শ্রীউমানাথ গুপ্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত।

(ঘ) অনুষ্ঠানপদ্ধতি স্থিরীকরণ বিভাগ।

শ্রীঅঘোরনাথ গুপ্ত।
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
শ্রীশিবচন্দ্র দেব।

(ঙ) অনাথ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মপরিবারদিগের রক্ষা ও প্রতিপালন বিভাগ।

শ্রীদুর্গামোহন দাস।
শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র।
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ।

শেষে সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সভ্যদিগের অবগতির জন্য তাঁহার একটী অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সে অভিপ্রায়টী এই, তাঁহার মতে অনেক ব্রাহ্ম এখন যেরূপ গৃহবিহীন ও মস্তক রাখিবার স্থান বিহীন হইয়া ভাসিয়া

পড়িতেছেন, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়, যাহাতে অন্ততঃ একটু স্থান দেখিয়া এইরূপ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের গৃহনির্ম্মাণের ক্ষমতা আছে তাঁহারা পরস্পরের নিকটে এক একটী বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারেন সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। তিনি কোন প্রস্তাবের আকারে এ কথা বলিলেন না, কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মগণকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে চিন্তা করিবার জন্য এবং মফস্বলের ব্রাহ্মদিগের এ বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বেলা অনুমান ৫টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।
(শাস্ত্রী)
সহকারী সম্পাদক

প্রার্থনা।

হে সত্য ঈশ্বর! তুমি এই বৎসর এই জন্য ধ্যান বৃদ্ধি করিয়া দিলে, যে তোমার সন্তানেরা তুমি যে পরম সত্য তোমাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিতে পারিবে। তুমি ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা, মৃত্যুর পর তোমার সন্তানেরা তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পাইবে না, এবং পরকালে কিরূপে বাস করিতে হইবে ইহা শিক্ষা দিবার জন্য তুমি আমাদিগকে তোমার ধ্যান করিতে আদেশ করিয়াছ। সৃষ্টি তোমার সন্তানদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছে, ইহা দেখিয়া তুমি সেই দিকটা বুজাইয়া দিয়া তোমার ধ্যান করিতে [illegible] আশীর্ব্বাদ কর যেন আমাদের ধ্যান যথার্থ এবং সরস হয়।

হে করুণাসিন্ধু ঈশ্বর! আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তুমি কত আয়োজন করিয়াছ। জন্মদুঃখীকে চিরদুঃখী হইতে দিবে না। যখন আমরা দুঃখের পাত্র বিষের পাত্র পান করিতে যাই তুমি তাহা কাড়িয়া লইয়া বল, "সন্তান, সুখী হও, সুখী হও।" তোমার ইচ্ছা যে তুমি আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সুখী কর। তোমার ইচ্ছা যে আমরা সুখী হই। যখন তোমার এই ইচ্ছা, তখন নিশ্চয়ই আমাদের ভাল হইবে, নিশ্চয় আমরা সুখী হইব, কেন না তোমার ইচ্ছা আমাদের সকল পাপ দুঃখ দূর করিয়া জয় লাভ করিবে।

হে প্রেমময় ঈশ্বর! একবার তুমি আমাদিগকে সেই মাতান, বুনো জঙ্গুলে প্রেম দিয়াছিলে যাহাতে অনেক বৎসরের পাপ, জড়তা এবং শিথিলতা দূর হইয়াছিল; কিন্তু আমাদের অপরাধে তাহা হারাইয়াছি। এখন আর তোমাকে এবং তোমার সন্তানদিগকে সেইরূপ ভাল বাসিতে পারি না। অতএব প্রার্থনা করি হে প্রেমদাতা ঈশ্বর! আবার তুমি আমাদিগকে সেই পাগলভা ভক্তি দাও।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় হায়দ্রাবাদে সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছেন। তিনি ১৩ই সেপ্টেম্বর করাচিতে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাহাতে বহু সংখ্যক দেশীয় ও ইয়োরোপীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। ১৬ই হায়দ্রাবাদে সিন্ধু ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সে দিন পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে হিন্দি ও ইংরেজিতে উপাসনাদি হইয়াছিল। ১৯শে ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। তাঁহার আগমনে উক্ত প্রদেশের হিন্দু ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সত্বরই বম্বে আগমনের ইচ্ছা রাখেন। তথায় কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়া লাহোরে যাইতে পারেন।

মঙ্গলোরস্থ একটী মহিলা তথাকার ব্রাহ্মসমাজ গৃহ নির্ম্মাণের সমুদায় [illegible] প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীলোকদিগের এরূপ বদান্যতার দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

আমরা স্থানান্তরে ব্রাহ্মপ্রতিনিধিদিগের সভার, গত সাধারণ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিলাম। উদ্যোগকর্ত্তাগণ বাস্তবিক কার্য্যে কিছু করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণ এই সভার প্রথম অধিবেশনের দিনের গোলযোগ দেখিয়া যে কিছু আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহা দূর করিবেন। ব্রাহ্মগণ সদ্ভাবে ও উৎসাহের সহিত কার্য্য করিলে এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ ইষ্ট লাভ হইবে আমাদের এরূপ বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে। আমরা মফস্বলস্থ সমুদয় ব্রাহ্মকে এ বিষয় যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করি।

উর্দ্দু বক্তৃতা "মজহবে রুহানি" ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক লাহোরে মুদ্রিত হইয়া পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মসমাজ ও অন্য কোন কোন ব্রাহ্মসমাজে কয়েক খণ্ড করিয়া বিনামূল্যে দেওয়া যাইতেছে, ভরসা করি উক্ত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকগণ তাহা উপযুক্ত পাত্রে প্রদান করিবেন। যাঁহারা তাহা অধিক পাইতে ইচ্ছা করেন, লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকটে মূল্য ও ডাকমাসুল পাঠাইলেই পাইতে পারিবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

ব্রহ্মমন্দিরের দর্শকদিগের দ্বারায় অনেক সময়ে উপাসকদিগের উপাসনায় নানাপ্রকার ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে, তাহা নিবারণের জন্য নিয়মিত উপাসকদিগকে নির্দ্দিষ্ট আসনের টিকিট দেওয়া যাইবে। উপাসনার্থীগণ ৬নং কলেজ স্কোয়ার প্রচার কার্য্যালয়ে আসিলে বা পত্রদ্বারা অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে টিকিট পাইতে পারিবেন।

পূর্ব্ব হইতে যাঁহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র টিকিট লইতে হইবে না।

এই পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার মঙ্গলগঞ্জ মিশন যন্ত্রে ১৬ই আশ্বিন শ্রীমনমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

১১ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৭৯৯ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩.০

প্রার্থনা

হে ঈশ্বর! হে বিরহাকুল কাতরজনের প্রাণবল্লভ! আমি সাধন বলে তোমার নিকটবর্ত্তী হইব সে আশা নাই। কেন না তেমন ব্যাকুলতার সাধন আমার কোথা? যদি অস্থির হইয়া উন্মাদের ন্যায় উন্মুক্ত হৃদয়ে সজন নির্জ্জনে যথা তথা তোমার জন্য কাঁদিতে পারিতাম, তবে আশা থাকিত যে তোমার ন্যায় কোমল হৃদয় অনন্ত প্রেমসাগর দয়ালু দেবতার নিকট তাহা কখন ব্যর্থ হইবে না, কিন্তু তাহা যেখানে নাই, সেখানে আমি এই নিবেদন করি, যে আমিও অগ্রসর হই এবং তুমিও ক্রমে অগ্রসর হইয়া আমাকে আকর্ষণ কর। যে তোমার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছে তাহার সাধন ফুল মুখাগ্রত ফলের ন্যায়। তুমি নিজেই তাহাকে সাধন করাও আবার আপনিই তাহাকে ফল দান কর। আমি দুর্ব্বল সাধক, স্বর্গে এবং সংসারে আমার অনুরাগ বিভক্ত। এই জন্য বলি হে দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি, তুমি তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়া আমাকে নিকটে টানিয়া লও। তোমার দিকে যাহার টান ধরিয়াছে তাহার সংসার বন্ধন সহজে আপনাপনিই ছিন্ন হইয়া যায়। গম্ভীর নদীর ঘূর্ণায়মান আবর্ত্ত সীমার মধ্যে পতিত নৌকা যেমন সহজে গভীর জলমধ্যে নিমগ্ন হয়, তেমনি হে দয়ানিধি গুণসাগর ঈশ্বর! আমার জীবনকে তোমার অতলস্পর্শ গভীর সত্তার মধ্যে সবেগে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাও। আমি কখন উৎসাহ ব্যাকুলতার সহিত তোমার জন্য সাধন করি, আবার কখন দুর্ব্বলতা বশতঃ অবসন্ন হই, সংসারের প্রতিকূল প্রবাহে পড়িয়া পশ্চাতের দিকে ভাসিয়া যাই। যেখানে প্রতিকূল প্রবাহ অনুকূলতায় পরিণত হইয়া বিপরীত দিকে ধাবিত হইতেছে, সেই সন্ধিস্থলে আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া চল, আমি স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া তোমার নাম গান করিতে করিতে অনন্ত প্রেমসিন্ধুর অভিমুখে চলিয়া যাই। দয়াময়, সে সুখের দিন আমার কবে হবে, যে দিনে আমি অগ্রগামী যাত্রীদলের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে তোমার সুরসাল দয়াময় নাম কীর্ত্তন করিব। কৃপা কর হে কৃপাসিন্ধো! আরও কিছু দূর আমার দিকে অগ্রসর হইয়া তোমার প্রেমবাহু প্রসারিত করিয়া দাও, তাহা অবলম্বন করিয়া আমি স্বর্গধামের দিকে অগ্রসর হই।

যোগ এবং সেবা।

ব্রহ্মধ্যানে যখন সাধক নিযুক্ত হইবেন তখন তাঁহাকে অবাতকম্পিত স্থির হ্রদের ন্যায়

স্থির গম্ভীর ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় ইষ্টদেবতার সত্তার মধ্যে একবারে ডুবিয়া যাইতে হইবে, আবার যখন তিনি ব্রহ্মপদ সেবায় চিত্ত অভিনিবেশ করিবেন তখন তিনি জ্বলন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে থাকিবেন, এই দুই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য কৃতকার্য্য হওয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতর লক্ষ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। এক দিকে হিন্দু যোগীরা জনসমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন গিরিকন্দরে বসিয়া গভীর ধ্যান ধারণায় সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছেন, মানবীয় স্বভাবের অপর দিক্ তাঁহাদের নিকট এককালে প্রচ্ছন্ন নিষ্ক্রিয় ছিল বলিলেই হয়, কেহ কাহারো সঙ্গে আলাপ করিতেন না, অন্য দিকে মন নিবেশ করিলে দ্বৈত ভাবের আবির্ভাব হইয়া ধ্যানভঙ্গ করিবে এই তাঁহাদের আশঙ্কা। হিন্দুশাস্ত্রে এবিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত অবস্থান করিতেছে। অপর দিকে খৃষ্টীয়ান ইয়োরোপে কার্য্যের ব্যস্ততা অবলোকন কর, যেন যন্ত্রের ন্যায় প্রভূত বেগে লোক সকল দিন রাত্রি ভ্রমণ করিতেছে, ধ্যান যোগ এসকলকে তাঁহারা সময় নষ্ট বলেন। ভজনালয়ের আচার্য্য যদি দুই চারি পল অধিক সময় উপাসনার জন্য গ্রহণ করেন, শ্রোতৃবর্গ অমনি তাঁহার নামে অভিযোগ আনয়ন করিবে। ইহারা যেন কার্য্যের অবতার। আপনার এবং পরের জন্য ইহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করে। দেহ বুদ্ধি মন পরিচালনা বিষয়ে ইহাদের যেমন অটল অধ্যবসায় এমন আর দেখা যায় না। কিন্তু ধ্যান আর সেবা পূর্ণমাত্রায় একাধারে কোথাও প্রায় নয়ন গোচর হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, যখন উপাসনা করিবে তখন আর আর সমস্ত বিষয় বিস্মৃত হইয়া কেবল ঘন চিদানন্দ রূপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকিবে, হৃদয় মনের বহির্দ্বার একবারে এমন করিয়া বদ্ধ করিতে হইবে যে তাহাতে বিন্দু মাত্র ছিদ্র যেন না থাকে। পৃথিবীর সঙ্গে কোন রূপ যোগ সে সময় থাকিবে না। আবার উপাসনান্তে কার্য্যালয়ে গিয়া এমনি কার্য্য করিবে যে তাহার মধ্যে আর অন্য ভাব প্রবেশ করিবে না। কেবল প্রভু মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন, আমি ক্রীতদাস চিরভৃত্য তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া সেবা করিতেছি, ভয় ও ভক্তির সহিত এই ভাবটী হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিতে হইবে। এখনি প্রবল বেগে কার্য্যস্রোতঃ বহিয়া গেল তৎক্ষণাৎ আবার স্থির হইয়া ব্রহ্মেতে চিত্ত সমাধান করিতে হইবে। যাই ব্রহ্মধ্যানের গভীর সমুদ্র হইতে গাত্রোত্থান্ করিলে অমনি বীরের ন্যায় প্রভুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে। ইহা একখানি সুন্দর ছবি, অনেক শিক্ষা, কঠোর সুদীর্ঘ সাধন, প্রবল ব্রহ্মানুরাগ ব্যতীত এই দুই বিপরীত ভাবকে পরস্পরের প্রেমে বদ্ধ করা যায় না। উপাসনার সময় কার্য্যের স্রোতঃ রুদ্ধ করা, বিষয়চিন্তার বেগ ফিরাইয়া ধর্ম্মের দিকে আনা এবং নিদ্রা আলস্য পরিহারপূর্ব্বক জাগ্রত জীবন্ত উৎসাহের সহিত অদৃশ্য ব্রহ্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়া এসকল অতিশয় কঠিন কার্য্য, বহু সাধন সাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই। কার্য্য করা মনুষ্যের প্রকৃতি সিদ্ধ গুণ, সহজেই সে কার্য্যসাগরে ডুবিতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ের কল্পনা, চিন্তা, ভাবনা, উপাসনার সময় উপস্থিত হইয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিবেই করিবে। স্থির ভাবে চক্ষু নিমীলিত করিলে হয় নিদ্রা না হয় কার্য্য বিষয়ক চিন্তা অনেক ব্রাহ্মকেই আক্রমণ করে, মধ্যে মধ্যে একটু সময় মন ব্রহ্মের দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসে। এমন অভ্যাস করিতে হইবে, যে যাই কার্য্য ছাড়িয়া উপাসনায় বসিব অমনি ঠিক যেন আর একটী স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রবেশ করিলাম যাহার সঙ্গে এ পৃথিবীর আর কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। হৃদয়ের কবাট বন্ধ করিয়া সে সময় কেবল অন্তর রাজ্যে বিচরণ করিতে হইবে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের অনন্ত নিরাকার মূর্ত্তির পূজাতে কেহ মন স্থির করিতে পারিবেন না। তাঁহার নির্গুণ সত্তার জীবন্ত আবির্ভাবে, যথা "তুমি আছ"

বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মনোহর লীলা সকল যাহা বহির্জ্জগতে, মানবসমাজে এবং নিজ নিজ জীবনে বিবিধ প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে তাহা দর্শন করিতে হইবে। মন যদি সে রাজ্যে নানাবিধ চিন্তার বিষয় পায় এবং সেখানকার ঘটনা সকল প্রত্যক্ষ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, অনন্ত অনাদি ব্রহ্মকে পরম সুন্দর পুরুষ জানিয়া তাঁহার মানবায় ব্যবহারের মধুর ভাব সমস্ত আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় তবে আর যোগের ব্যাঘাত হইবে না। কার্য্যের সময় যেমন পৃথিবীর নানাবিধ চিন্তা মনকে অধিকার করে, উপাসনা কালে ব্রহ্মরাজ্যের আধ্যাত্মিক শোভা সৌন্দর্য্যে যদি তেমনি ভাবে চিত্তকে বিদ্ধ করে, তবে নির্ব্বিঘ্নে উভয় দিকের যোগ সাধন করা যাইতে পারে। ফলতঃ যাহার হৃদয়ে যোগের গাঢ়তা থাকে তাহার সমস্ত জীবন উৎসাহময় হয়, ব্রহ্মতেজঃ তাহার আত্মার সমুদায় অঙ্গকে তেজস্বান্ করে। কার্য্যে উৎসাহী হওয়া কঠিন নহে, যোগের গাঢ়তা সম্পাদন করাই বিশেষ যত্নসাধ্য। কিন্তু কার্য্যেতে যোগের ভাব যদি থাকে তবে উভয়ই উভয়কে পরিপোষণ করিবে সন্দেহ নাই। অতএব যাঁহার ধ্যান তাঁহারই সেবা এইটী মনে রাখিয়া উপাসনা ও প্রিয়কার্য্য একখানি সামগ্রী বুঝিতে হইবে।

বৈদিক সময়ের অন্তেষ্টি ক্রিয়া।

মনুষ্যের মৃত্যুর পর যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকল দেশেই অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে এই ক্রিয়া নির্ব্বাহের প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল; আজও কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অতি পূর্ব্বে কি প্রণালীতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইতে পারেন। এজন্য আমরা আশ্বলায়নীয় গৃহ্য সূত্র হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রণালী উদ্ধৃত করিলাম।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পীড়িত হইলে অগ্নি সহকারে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব, উত্তর, অথবা পূর্ব্বোত্তর দিকে গিয়া বাস করিবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, অগ্নি আতুর ব্যক্তিকে নীরোগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার অভিলাষ করেন। অরোগ হইলে সেই আতুর ব্যক্তি সোমযাগ দ্বারা যজ্ঞ করিয়া বা না করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। যদি মৃত্যু হয় তবে বন্ধুগণ অগ্নি কোণ বা নৈঋত কোণে দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব্ব, অথবা দক্ষিণ পশ্চিমে ঢালু করিয়া, একজন ঊর্দ্ধবাহু হইলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণ দীর্ঘ; দুই বাহু প্রসারিত করিলে যে পরিমাণ হয় সেই পরিমাণ বিস্তৃত, এবং দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ নিম্ন একটী খাত খনন করিবে। যে স্থলে শব দাহ হয় এবং যেখানে অস্থি সংগ্রহ করিয়া সমাধি দেওয়া হয় তাহাকে শ্মশান বলে। এ দুই শ্মশানই চারি দিকে অনাচ্ছাদিত, বহুল ওষধিযুক্ত এবং কণ্টক বৃক্ষাদি শূন্য হওয়া প্রয়োজন। যে স্থানে নানা দিক্ হইতে জল প্রবাহিত হইয়া আসিয়া একত্রিত হয় সেই স্থানে শবদাহ জন্য শ্মশান নির্দ্দিষ্ট হইবে। শবের কেশ শ্মশ্রু লোম নখ কর্ত্তন করিবে, তীর্থ জলে স্নান করাইবে, এবং উশীরানুলেপন করিয়া দিবে। একখানি অচ্ছিন্ন বস্ত্রের মূল দেশের পাদ মাত্র ছেদন করিয়া তদ্দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। বস্ত্র ছেদন মৃতের পুত্র বা বান্ধব করিবে। দাহস্থলে বহুল পরিমাণে কুশ এবং ঘৃতের আয়োজন প্রয়োজন। কেহ কেহ শবকে নিষ্পুরীষ করিয়া দধিসিক্ত ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ প্রেতকার্য্যে দধিসিক্ত ঘৃতের আয়োজন অত্যাবশ্যক।

যে স্থানে খাতখনন হইয়াছে সেই স্থানে অগ্রে অগ্নি ও যজ্ঞপাত্র সকল এবং তৎপশ্চাৎ শব লইয়া যাইবে। শব লইয়া যাইতে স্ত্রী পুরুষ সকলে মিশ্রভাবে গমন করিবে না, সকলে প্রবীণ বয়স এবং বিষমসংখ্যক হইবে। কেহ কেহ গোবাহি শকটাদি দ্বারা শব শ্মশানস্থ করিয়া থাকেন।

"পীঠচক্রেণ গোযুক্তেনেত্যেকে। ৪। ২। ৩।"

শবের পশ্চাতে পশ্চাতে একটী গো অথবা একটী একবর্ণা বা কৃষ্ণবর্ণা ছাগী রজ্জুবদ্ধ করিয়া বন্ধুগণ লইয়া যাইবেন। এটি অনুস্তরণী *।

"অনুস্তরণীম্। ৪। ২। ৪।" "গাম্। ৫।" "অজাং বৈকবর্ণাম্। ৬।" "কৃষ্ণামেকে। ৭।" সব্যে বাহৌ বদ্ধানু-সঙ্কালয়ন্তি। ৮।"

বান্ধবগণ উপবীত নামাইয়া বিমুক্তকেশ হইয়া শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা জ্যেষ্ঠ তাঁহারা অগ্র-গামী এবং যাঁহারা কনিষ্ঠ তাঁহারা পশ্চাদ্গামী হইবেন। যেখানে শব দাহ হইবে সেখানে গিয়া দাহকর্ত্তা জলও শমী শাখা লইয়া সেই খাতটী তিনবার প্রদক্ষিণ করত "অপেতবীত বিচ-সর্পতাত (রে পিশাচগণ! দূর হ এখান হইতে দূর হ) এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রক্ষা-লন করিবেন †। খাতের এক দেশে দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে আহবনীয়, উত্তরপশ্চিমে গার্হপত্য, দক্ষিণ পশ্চিমে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন করিবে। অনন্তর পূর্ণ চমস মন্ত্রপূত করিয়া খাতমধ্যে সুবর্ণখণ্ড এবং তিল ছড়াইয়া যে ব্যক্তি নিপুণ সেই কাষ্ঠ দ্বারা চিতা সাজাইবে। সেই চিতার উপরে কুশ এবং কৃষ্ণাজীন এবং কর্ত্তিত লোম বিছাইয়া গার্হপত্যাগ্নির দিকে পদ এবং আহবনীয় অগ্নির অভিমুখে মস্তক করিয়া তদুপরি শবকে শয়ন করাইবে 'উত্তরতঃ পত্নীম্' শবের উত্তর দিকে পত্নীকে শয়ন করাইবে। ক্ষত্রিয় হইলে শবের উত্তর দিকে ধনু রাখিবে। তৎপরে পতি-স্থানীয় দেবর, শিষ্য অথবা বৃদ্ধ দাস "উদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোকম্" (নারি! উত্থিত হও জীব-লোকে প্রবেশ কর) এই মন্ত্রপাঠ করিয়া পত্নীকে উঠাইবে।

"তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানীয়োন্তেবাসী জরদ্দাসো-বোদীর্ষ্ব নার্য্যভিজীবলোক মিতি। ৪। ২। ১৮।"

ক্ষত্রিয় হইলে পূর্ব্বোক্ত ধনু "ধনুর্হস্তাদাদ-দানো মৃতস্য" মৃতের হস্ত হইতে এই ধনু গ্রহণ করিতেছি, এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উত্তোলন করিবে এবং ধনুকে জ্যা আরোপ করিয়া ভাঙ্গিয়া প্রক্ষেপ করিবে। এই দুই কার্য্য দাস দ্বারা সাধিত হইলে কর্ত্তা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

সুবর্ণখণ্ড দ্বারা শবের মুখাদি সপ্তছিদ্র আবৃত করত ঘৃত কিম্বা তিল ছড়াইয়া পূর্ব্বে যে সকল যজ্ঞপাত্র আনীত হইয়াছিল সেই সকল এইরূপে সন্নিবেশ করিবে। দক্ষিণহস্তে জুহু, বামে উপভৃত, দক্ষিণ পার্শ্বে স্ফ্য (শলাকাকার যজ্ঞপাত্র বিশেষ?) বাম পার্শ্বে অগ্নিহোত্রহবণী, বক্ষে ধ্রুবা, মস্তকে কপাল, দন্তে গ্রাবু, নাসিকাতে শ্রুবদ্বয়, যদি শ্রুব একখানি হয় ছেদন করিয়া দিবে, কর্ণদ্বয়ে প্রাশিত্রহরণ, একখানি হইলে ছেদন করিয়া দিবে, উদরে পাত্রী, এবং সব-বত্তধান চমস, উপস্থে শম্যা, উরুদ্বয়ে অরণী, উলুখল এবং মুসল জঙ্ঘাতে, পাদদ্বয়ে সূর্প, এক খানি হইলে ছেদন করিয়া দিবে। যে সকল পাত্র শূন্যগর্ভ তাহাতে দধিসিক্ত ঘৃত পূর্ণ করিয়া দিবে। যে প্রস্তরদ্বয়ে ভক্ষ্য বস্তু পেষণ করা হয় তাহা এবং লৌহময় কৌলাল (কড়া?) পুত্র গ্রহণ করিবে। অবশেষ সমুদায় যজ্ঞাস্ত্র শবে যোজনা করিবে। যে অনুস্ত-রণীসঙ্গে আনীত হইয়াছিল তাহার মেদদ্বারা শবের মুখ ও মস্তক 'অগ্নের্ব্বর্ম্ম পরিগোভির্ব্যয়স্ব' এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আচ্ছাদন করিয়া দিবে। "অতিদ্রবসারমেয়ৌ শ্বানৌ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুস্তরণীর বক্ষের দক্ষিণ ভাগ শবের দক্ষিণ হস্তে, বামভাগ বামহস্তে এবং হৃদয়ে হৃদয় স্থাপন করিবে। কেহ কেহ বক্ষের দুই ভাগ সহকারে দুইটী অন্ন বা সক্তু পিণ্ড, কেহ বা কেবল পিণ্ড

* দাহান্তে অস্থি সঞ্চয় করিতে গিয়া কোন গুলি যজ-মানের অস্থি কোন গুলি অনুস্তরণীর অস্থি এ বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। এ জন্য কাত্যায়ন অনুস্তরণী অনিত্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ন বাস্থিসন্দেহাৎ।" "অনুস্তরণী কৃতা চেদস্থিসঞ্চয়নকালে কানি যজমানস্যাস্থীনি কানি বা অনুস্তরণ্যা ইতি সন্দেহঃ স্যাৎ তস্মান্ন ভবতীত্যর্থঃ।" বৃত্তিঃ।

† কেহ কেহ এই স্থলে গর্ত্তোদক দ্বারা প্রক্ষালন পাঠ করিয়া থাকেন। খাতখননকালে একটী জানুমাত্র গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে জল নিষেক করা হয়। সেই জল দ্বারা প্রক্ষালন এ স্থলে বুঝিতে হইবে।

দিয়া থাকেন। অনুস্তরীর যে যে অঙ্গ শবের সেই সেই অঙ্গে স্থাপন করিয়া চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক "ইমমগ্নে চমসং মা বিজিহ্বর" এই মন্ত্রে পূর্ণচমস মন্ত্রপূত করিবে।

"অনুস্তরণ্যা বপামুৎখিদ্য শিরোমুখং প্রচ্ছাদয়েদগ্নে র্ব্বর্ম্ম পরিগোভির্বয়স্বেতি। ৪।৩।১৯। বৃক্কা উদ্ধৃত্য পাণ্যোরাদধ্যাদতিদ্রবসারমেয়ৌ শ্বানাবিতি দক্ষিণে দক্ষিণং সব্যে সব্যম্। ২০। হৃদয়ে হৃদয়ম্। ২১। পিণ্ডৌ চৈকে। ২২। বৃক্কাপচার ইত্যেকে। ২৩। সর্ব্বাং যথাঙ্গং বিনিক্ষিপ্য চর্ম্মণা প্রচ্ছাদ্যেমমগ্নে চমসং মাবিজিহ্বর ইতি প্রণীতা প্রনয়নমনুমন্ত্রয়তে। ২৪।"

অনন্তর বামজানু পাতিয়া "অগ্নেয় স্বাহা, সোমায় স্বাহা, অনুমতয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে ঘৃতাহুতি এবং "অস্মাদ্বৈ ত্বমজ্ঞায়থা অয়ন্ত্বদধিজায়তা মসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শবের হৃদয়ে পঞ্চমী আহুতি প্রদান করিবেন। কর্ত্তা শবদাহকারিগণকে যুগপৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে বলিবেন। যদি আহবনীয় অগ্নি প্রথম শবের শরীর স্পর্শ করে, তবে উহা প্রেতকে স্বর্গলোকে লইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি স্বর্গে এবং মৃতের পুত্র ইহলোকে নিতান্ত সমৃদ্ধিমান্ হয়! যদি গার্হপত্য অগ্নি প্রথমে শরীর স্পর্শ করে, তবে উহা অন্তরিক্ষ লোকে মৃতকে লইয়া যায়। মৃত ব্যক্তি পরলোকে এবং মৃতের পুত্র ইহলোকে সম্পন্ন হয়। যদি দক্ষিণাগ্নি প্রথমতঃ শরীর স্পর্শ করে, তবে উহা মৃত ব্যক্তিকে মনুষ্যলোকে লইয়া যায়। মৃতব্যক্তি মনুষ্যলোকে এবং মৃতের পুত্র ইহলোকে বহু অন্ন সম্পন্ন হয়। যদি সকল অগ্নি একেবারে শরীর স্পর্শ করে তবে মৃত ব্যক্তি বিশিষ্ট স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে, তাহার পুত্রগণ ইহলোকে অতি সমৃদ্ধিমান্ হয়। যখন শব দগ্ধ হইতে থাকে তখন "প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বেভিঃ" ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি ঋক্ উচ্চারণ করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি দগ্ধ হয় সে দগ্ধ হইতে হইতে ধূম সহকারে স্বর্গলোকে গমন করে। আহবনীয় অগ্নির উত্তর দিকের সম্মুখে জানুমাত্র যে গর্ত্ত খনন করা ছিল তাহাতে মৃতের অতিবাহিক শরীর সংস্কারের প্রতীক্ষায় অবস্থিত ছিল। এক্ষণ সেই গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। কর্ত্তা "ইমে জীবা বি মৃতৈরাববৃত্রন্" এই মন্ত্রউচ্চারণ পূর্ব্বক বামদিকে আবৃত হইয়া পৃষ্ঠের দিকে না দেখিয়া গমন করিবেন। যেখানে বহমান জল স্থির ভাবে অবস্থান করে, সেই স্থানে গিয়া একবার জলে নিমগ্ন হইয়া স্ত্রী পুরুষ সকলে মৃতের গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অঞ্জলি দিবে। পরিশেষে জল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বস্ত্র পরিধান করিবে, আর্দ্রবস্ত্র এক বার মাত্র জলমুক্ত করিয়া উত্তর দিক হইতে বস্ত্র শুকাইতে দিবে এবং সেইখানেই নক্ষত্র দর্শন বা আদিত্য অদর্শন পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় কনিষ্ঠগণ অগ্রগামী জ্যেষ্ঠগণ পশ্চাদ্গামী হইবে। গৃহে গিয়া প্রস্তর, অগ্নি, গোময়, তিল বা আতপতণ্ডুল, তৈল ও জল স্পর্শ করিবে। এ রাত্রে অন্ন পাক করিবে না, ক্রীত বা উৎপন্ন অন্নে আহার নির্ব্বাহ করিবে। তিন রাত্রি ক্ষার লবণ শূন্য আহার্য্য ভোজন করিবে।

উপাসনাবিহীন ব্রাহ্মজীবন।

এই উপধর্ম্ম প্রধান হিন্দুসমাজে অবিশ্বাস যথেচ্ছাচারাদি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাস করিয়া যে ব্রাহ্ম ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র রসে বঞ্চিত তাঁহার তুল্য দুঃখী কৃপাপাত্র জীব আর দ্বিতীয় নাই। ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে কোন রূপ যোগ রক্ষা করেন না, সপরিবারে সংসারের বিলাস ভোগে, সামাজিক আমোদ আহ্লাদে প্রমত্ত থাকেন, দিনান্তে দুই মিনিটের জন্যও পরিবার মধ্যে ব্রহ্ম নাম উচ্চারিত হইতে দেন না, মূল মতে বিশ্বাস করিতেও কুণ্ঠিত হন তাঁহার অবস্থা আরও শোচনীয়। উপাসনা ভিন্ন ব্রাহ্মের আর কি আছে? ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে এক মাত্র উপাসনা, তাহাও যদি না থাকে তবে ব্রাহ্ম কি বলিয়া আপনার পরিচয়

দিবেন ? এখনকার কালে হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সভ্য মহোদয়েরা কোন প্রকার উপাসনা পদ্ধতির অনুসরণ করেন না, উপাসনাহীন ব্রাহ্মগণও কি সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়া চলিবেন ? তাহা যদি হয় তবে আর ব্রাহ্ম নাম লইয়া সাধারণের বিরাগভাজন হইবার কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না। উপাসনাবিহীন হইয়া, পরিবার হইতে ঈশ্বরকে বিদায় করিয়া দিয়াও ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিব এরূপ যদি কেহ বলেন তবে আর কোন কথা নাই, কিন্তু সেরূপ বলিতে বোধ হয় কেহ সাহসী হইবেন না। তাহা যদি না হন, তবে উপাসনা না করিবার কারণ কি ? মার্জ্জিত বুদ্ধি বিচারশক্তি কি ইহাতে সায় দেয় না ? চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ক্ষণকাল স্থিরভাবে বসিয়া নিরাকার দেবতার পূজা করিতে কি ভাল লাগে না ? সংসারের কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততায় সমস্ত সময় কি অতিবাহিত হইয়া যায় ? আলস্য চঞ্চলতা বিষয়চিন্তা আমোদস্পৃহার প্রাবল্যই কি ইহার কারণ ? কি জন্য উপাসনায় চিত্ত অনুরাগী হয় না ? যাঁহারা মনে করেন কখন কখন তাঁহাকে স্মরণ করিলেই উপাসনা হইল, কিম্বা প্রকৃতির শোভা দেখিয়া "আহা ! ঈশ্বরের কি শিল্প নৈপুণ্য" এই কথা উচ্চারণ করাই ঈশ্বরের পূজা, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। ইহাতে সময়ও ব্যয় হয় না, মনস্থির করিবারও প্রয়োজন নাই, অথচ উপাসনা হইয়া গেল, এরূপ বিবেচনা করা কেবল আত্মবিড়ম্বনা মাত্র। প্রথমে যখন সকলে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন তখন যেরূপ অনুরাগের সহিত নিত্য উপাসনা করিতেন, চিরদিন সেই ভাবের উন্নতি সাধন করিয়া পরিবার মধ্যে পরব্রহ্মের পবিত্র সিংহাসন কেন প্রতিষ্ঠিত করিবেন না ? বয়োবৃদ্ধি সহকারে কি এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে শেষাবস্থায় কেবল স্ত্রী পুত্র বিষয় বিভবের মুখ দর্শন করিয়া জীবন পাত করিব ? অনেকের মধ্যে ধর্ম্ম ভাবের হ্রাস, উপাসনা বিষয়ে ঔদাসীন্য, পারিবারিক ধর্ম্ম সাধনে বীতরাগ দেখিয়া অতিশয় দুঃখের সহিত অদ্য আমরা এই বিষয়ের অবতারণা করিলাম। প্রথম বয়সের নবানুরাগ বর্ত্তমান অবস্থার শিথিল শীতল ভাবের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলেই ইহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। উপাসনাত্যাগী ব্রাহ্ম কি সুখী ? বিলাসপরায়ণ বিষয়লোলুপ আমোদপ্রিয় ব্রাহ্ম কি নির্ম্মল বিবেকানুমোদিত পবিত্র আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিয়া থাকেন ? তাঁহার দিন রাত্রি কিরূপে গত হয় আমরা বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে শীঘ্র তাঁহাদের শুভবুদ্ধি হউক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। যে বিষয়তৃষ্ণা সুখলালসা, আত্মীয় পুত্র পরিবার প্রাণের ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ সংঘটিত করিল তাহারা কয় দিনের জন্য একবার নির্জ্জনে গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কামনা ও ক্রিয়া।

(শেষ)

মহাত্মা মহম্মদ বলিয়াছেন, যদি দুইজন পরস্পরকে বধ করিবার জন্য করবাল ধারণ করে ও তন্মধ্যে একজন নিহত হয় তবে হন্তা ও হত উভয়ই নরকগামী হইবে। ধর্ম্মবন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্য ! হত ব্যক্তি কেন নরকগামী হইবে? তিনি বলিলেন সে অপরকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক ছিল, সক্ষম হইলে হত্যা করিত, এইজন্য। এসমুদয়ই মানসিক অবস্থা। কিন্তু যদি কেহ পাপানুষ্ঠানের চেষ্টা করে, পরে ঈশ্বরভয়ে ভীত হইয়া তাহা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহার নামে পুণ্য লিখা হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্বভাবের অনুসারে লোকের চেষ্টা হয়, স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই সংগ্রাম, সেই পাপচেষ্টা অন্তরকে মলিন করিতে যত সক্ষম, এই সংগ্রাম মনকে নির্ম্মল করিতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর সমর্থ। এ বিষয়ে পুণ্য লিখার ইহাই কারণ বটে। যদি কেহ পাপ চেষ্টা করিয়া অক্ষমতা প্রযুক্ত তাহা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহার এই বিরত সেই চেষ্টার প্রায়শ্চিত্তের কারণ হইবে না। তজ্জন্য সে উক্ত নিহত ব্যক্তির ন্যায় বধ্য হইবে।

কর্ম্ম ত্রিবিধ—সাধন কর্ম্ম, কর্ত্তব্যকর্ম্ম, পাপ কর্ম্ম। হয়তো লোকে মনে করে যে সাধু কামনায় পাপ কর্ম্ম করিলে তাহা ধর্ম্ম কর্ম্মের শ্রেণীভুক্ত হয়। এপ্রকার বোধ হওয়া অন্যায়। সাধুকামনা পাপকার্য্যে প্রভাব বিস্তার করেনা। আবার দুষ্ট কামনায় পাপ ঘনতর হয়। যেমন কেহ কাহার চিত্ত রঞ্জন

জন্য পরনিন্দা করে অথবা অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা মসজিদ পোল ও মাদরাসা নির্ম্মাণ করে, সাধুকামনার জন্য তাহার সেই পরনিন্দা ও অর্থাপহরণ সৎকার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। যদি বল ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা বশতঃ সে এরূপ করিয়া থাকে অতএব তাহা দূষ্য হইতে পারেনা। আমি বলি তথাপি দূষণীয়, যেহেতু জ্ঞানান্বেষণ করা বিধি, মূর্খতাও এক পাপ। বহু লোক মূর্খতা প্রযুক্ত উৎসন্ন হইয়াছে। যদি কেহ দস্যুকে করবাল দান করে, ও যে জন সুরা প্রস্তুত করিবে তাহাকে দ্রাক্ষা দান করে এবং বলে যে দান করা আমার উদ্দেশ্য, কেননা ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা দাতার প্রতি অধিক প্রসন্ন ইহা তাহার মূর্খতা। অতএব উত্তম কামনায় পাপ কখন পুণ্য হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়া, সাধন ক্রিয়া। তন্মধ্যে দুই প্রণালীতে কামনা প্রভাব বিস্তার করে। এক এই যে মূল ক্রিয়া শুভ কামনা যোগে বিশুদ্ধ থাকে, দ্বিতীয়তঃ কামনা যত অধিক হয় ততই পুণ্য এবং যে ব্যক্তি কামনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে সে এক সাধনাতেই দশ প্রকার সৎকামনা করিতে পারে, যাহাতে এক সাধনা দশ সাধনার তুল্য হয়। যেমন কেহ মসজিদে এৎকাফ (ব্রতোপবেশন করিয়াছে, সে এই এক কামনা করিল যে মসজিদ ঈশ্বরের মন্দির, যে জন মসজিদে যায় সে ঈশ্বর দর্শনে যায়, মন্দির স্বামীর সম্বর্দ্ধনা করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় উপাসনার প্রতীক্ষা করা। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যিনি উপাসনার প্রতীক্ষা করেন তিনি যেন উপাসনা করেন। তৃতীয়তঃ এই ব্রতোপবেশনের জন্য চক্ষু কর্ণ জিহ্বা হস্ত পদকে অনাচারাচরণ হইতে নিবৃত্ত করা। ইহা এক প্রকার রোজা পালন। চতুর্থ কামনা এই যে, সংসার প্রবৃত্তি দূর করা, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে উৎসর্গ করা, উপাসনা ও গুণানুবাদ সচ্চিন্তায় রত থাকা। পঞ্চম কামনা কুসংসর্গ ও কুসংসর্গ জনিত মন্দ ফল হইতে রক্ষা পাওয়া। ষষ্ঠ কামনা মসজিদে কোন অন্যায় আচার দেখিলে নিবৃত্ত করা। ৭ম কামনা কোন ধার্ম্মিক লোক আগমন করিলে তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মবন্ধুতা সূত্রে বদ্ধ হওয়া, যে হেতু মসজিদ ধর্ম্মাত্মাদিগের শান্তির স্থান। ৯ম ঈশ্বরের মন্দির বলিয়া পাপাচার ও পাপ চিন্তা হইতে সঙ্কুচিত হওয়া। এই প্রকার চিন্তা করিয়া প্রত্যেক সাধনাতে বহু কামনা করা যায়, যাহাতে বহু পুণ্যের ভাগী হওয়া যাইতে পারে। তৃতীয় প্রকার কর্ম্ম—কেহ যেন পশুর ন্যায় কর্ত্তব্য কর্ম্মেও সাধু কামনায় অবহেলা না করেন, ইহাতে অত্যন্ত ক্ষতি। কেননা সকল কার্য্য ও আচরণের বিষয়ে প্রশ্ন হইবে, সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের হিসাব লওয়া যাইবে, কুকামনা হইলে তজ্জন্য দণ্ড হইবে সৎকামনা হইলে পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কোন কামনা না থাকিলে আদ্যোপান্ত ক্ষতি, বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট করা মাত্র। তুমি কামনাবিহীন সৎকর্ম্ম করিয়া সময় ক্ষয় করিলে কোন উপকার পাইবে না। হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন, সংসারে মনুষ্য যে সকল কার্য্য করে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের জন্য তাহার প্রতি প্রশ্ন হইবে। এমন কি চক্ষুকে অঞ্জন রঞ্জিত করা, হস্তে মৃত্তিকা মর্দ্দন করা, কোন বন্ধুর বস্ত্রে হস্ত সংলগ্ন করা এ সমুদায়ের জন্যও প্রশ্ন হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিষয়িণী কামানার শাস্ত্র বহু বিস্তার। তাহাও অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। যেমন সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সম্ভবতঃ কোন ব্যক্তি গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ, কিম্বা লোকদিগকে আপনার পারিপাট্য প্রদর্শন করা অথবা কুভাবে পর নারীকে মনে স্থান দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে। গন্ধদ্রব্য ব্যবহারে সাধু কামনা এই যে, ধর্ম্মমন্দিরের সম্মাননা ও অভ্যর্থনার ভাব অন্তরে জাগরূক রাখা এবং এই ইচ্ছা করা যে আমার নিকটে যাঁহারা বসিবেন আমার সৌরভে যেন তাঁহাদিগের আরাম আনন্দ ও তৃপ্তি হয় এবং চিন্তা করা যে আমি সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া শরীরের দুর্গন্ধ দূর করিতেছি, লোকের ক্লেশ ও বিরক্তি যাহাতে না হয় তাহা করিতেছি, আর এই কামনা করা যে স্বীয় মস্তিষ্ককে সতেজ করিতেছি যে তাহা নির্ম্মল হইয়া সচ্চিন্তা ও গুণানুবাদে অধিকতর সক্ষম হয়।

সরল হৃদয় মনুষ্য যখন শুনিবে যে প্রত্যেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম কামনা সম্বন্ধীয়, তখন হয় তো সে মুখে বা অন্তরে বলিবে যে আমি ঈশ্বর উদ্দেশ্যে বিবাহ করিতেছি, ঈশ্বর উদ্দেশ্যে ভোজন করিতেছি, ঈশ্বর উদ্দেশ্যে পাঠ করিতেছি এবং ভাবিবে যে বাক্যে বা অন্তরে বলাই কামনা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কামনা এক আন্তরিক আগ্রহ ও ব্যাকুলতা যাহা মনুষ্যকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। এবম্বিধ না হইলে তদ্রূপ মানসিক ও বাচনিক উক্তি যেন পরোদর ব্যক্তির কামনা আমি অন্নাহার করিব না। যিনি অনুগ্রহের লোভে আকৃষ্ট হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় রত থাকেন, ঈশ্বরাদেশ পালন করাই তাঁহার যথার্থ কামনা। আমি কামনা করিয়াছি এ প্রকার বলা না বলা সমান। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি আমি ক্ষুধার অনুরোধে আহার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি বলা যদ্রূপ ইহাও তদ্রূপ। ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধার অনুরোধে স্বভাবতঃ ভোজন করিতে হয়। পরন্তু যে স্থলে শারীরিক সুখের বিষয়, সেখানে পারলৌকিক কামনা অসম্ভব। হে বন্ধো! তোমার জানা কর্ত্তব্য যে কামনা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে, কেননা কামনা সেই প্রবৃত্তিকে বুঝায় যাহা তোমাকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। কার্য্য তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন তুমি তাহা করিতে পার নাও করিতে পার। কিন্তু তোমার কামনা তোমার কর্ত্তৃত্বাধীন নহে যে তুমি মনে করিলেই কামনা করিবে বা না করিবে, বরং কামনা কখন হয় কখন নাও হয়। কামনা জন্মিবার হেতু এই বটে, প্রথমতঃ তোমার বিষয়ে নিশ্চিত

জানা আবশ্যক যে ইহ লোকে বা পরলোকে কোন্ বিষয়ের সঙ্গে তোমার প্রয়োজনের সম্বন্ধ আছে। তুমি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যে জন ইহার মর্ম্ম জানে তাহাকে অনেক প্রকার ধর্ম্ম সাধনার কামনার অভাবে নিবৃত্ত থাকিতে হয়। এব্‌ন সোরিন হজরত হোসেন বঁসোরীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপাসনা করেন নাই। বলিয়াছিলেন যে কামনা বোধ হয় নাই। হজরত সুফিয়ান সুবিকে লোক সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে আপনি অমাদ এব্‌ন সোলিমানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় নমাজ পড়িলেন না কেন? তিনি বলিলেন কামনা হইলে নমাজ পড়িতাম। হজরত তাউসকে কেহ প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তিনি বলিয়াছিলেন যে পর্য্যন্ত কামনা হয় না প্রতীক্ষা কর। লোকে যখন তাঁহার নিকটে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিত, তিনি ব্যাখ্যা করিতেন না কখন কখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্যাখ্যা করিতেন এবং বলিতেন যে আমি কামনার প্রতীক্ষায় ছিলাম। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত সংসারাসক্তি প্রবল থাকে সে পর্য্যন্ত লোকের ধর্ম্ম বিষয়ে কামনা ঠিক হয় না। বরং কর্ত্তব্য কর্ম্মও ক্লেশে সম্পাদিত হয়। এবং কখন এরূপ হয় যে লোকে নরকাগ্নির ভয়ে ভীত না হইলে কামনা ঠিক হয় না।

বন্ধো! তোমার প্রতীতি উহল যে কারণে কার্য্য হয় তাহাকে কামনা বলা যায়। এইক্ষণ ইহা জানিও, যে কেহ কেহ নরক ভয়ে ধর্ম্ম সাধন করে, কেহ কেহ বা স্বর্গীয় সম্পদ্ ভোগের লালসায়। যে জন স্বর্গ সুখের লোভে ধর্ম্ম সাধনা করে সে ভোগপ্রিয়, তাহার ইচ্ছা যে সে এমত স্থানে উপনীত হয় যেখানে বিবিধ সুখ ভোগ হইতে পারে। আর যে নরকের ভয়ে ধর্ম্ম সাধনা করে সে দুষ্ট দাসের ন্যায়, সে লাঠি ও ধমকের ভয়ে কাজ করে। এই দুইয়েরই ঈশ্বরে কোন প্রয়োজন নাই। তিনিই প্রকৃত দাস যিনি যাহা কিছু করেন ঈশ্বরের জন্য করেন, স্বর্গগমনের জন্যও সাধনা করেন না, নরক হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও নহে। প্রকৃত পক্ষে প্রেমাস্পদের প্রতি যাহার আকর্ষণ, শুদ্ধ প্রেমাস্পদের জন্য তাহার সেই আকর্ষণ। প্রেমাস্পদ ধন রত্নাদি দিবেন বলিয়া নয়। যে জন ধন লোভে কাহাকে প্রেম করে ধন তাহার প্রেমাস্পদ, ব্যক্তি নহে। অতএব ঈশ্বরের মহত্ব ও সৌন্দর্য্যে যাহার অনুরাগ তাহার তদ্রূপ কামনা কামনা হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

৮ আশ্বিন রবিবার ১৭৯৯।

নৃত্য উচিত কি না?

যাহা হইতে ঈশ্বর ভক্তকে বাঁচান আবার তাহাতেই তাহাকে ফেলেন। ভক্ত যদি এ কথা বলেন তাহার অর্থ কি? ভক্তকে ঈশ্বর যে বিপাক হইতে রক্ষা করিলেন আবার সেই বিপাকে ফেলিলেন; এরূপ কোন্ বিষয়ে হইয়া থাকে। ঈশ্বরের নামের মধ্যে একটী নাম লজ্জানিবারণ। যে সকল কার্য্য হইতে লজ্জা হয়, ঈশ্বর তাঁহার সাধকগণকে সেই সকল ব্যাপার হইতে রক্ষা করেন। জনসমাজে যে সকল কার্য্য লজ্জাকর, ঈশ্বর সাধককে সর্ব্বদা তাহা হইতে দূরে রাখেন। পাঁচ জন লোক যে কার্য্যে লজ্জা দেয়, তাঁহা হইতে তাঁহাকে এত যত্নের সহিত রক্ষা করেন যে তাঁহার একটী বিশেষ নাম হইয়াছে। যদি তাঁহার লজ্জা নিবারণ করা একটী বিশেষ গুণ না থাকিত তবে তাঁহার লজ্জানিবারণ নাম কখনই হইত না। ইতিহাস পাঠ করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায় না, তিনি তাঁহার ভক্তগণকে কেমন লজ্জা হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন? এ কথাই বা কেন বলি যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে? আমাদিগেরই জীবনে ইহা বার বার ঘটিয়াছে। একবার নয় দুইবার নয় কতবার আমরা লজ্জা হইতে রক্ষা পাইয়াছি। সাধক এমন অবস্থায় পড়িলেন যে তাঁহাকে তজ্জন্য চিরদিন দশ জনের নিকট লজ্জিত থাকিতে হইত। সেই সময়ে এমনি ব্যাপার এমনি ঘটনা ঘটিল যে তিনি সেই লজ্জা হইতে উদ্ধার পাইলেন। কে এই রূপ ব্যাপার দ্বারা সাধককে বাঁচাইলেন? সেই লজ্জানিবারণ ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া যদি সাধককে রক্ষা না করিতেন, তবে আর তাঁহাকে কে রক্ষা করিতে পারিত! সাধক এমন লজ্জাকর কার্য্যে পড়িয়াছিলেন যে আর তিনি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেন না। কত সময়ে কত পাপ কত সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য অনায়াসে ঘটিতে পারে যাহাতে সমাজের নিকট অপমানিত নিন্দিত এবং ঘৃণিত হইতে হয়, পাঁচজনে অভদ্র বলে, কাহারও নিকট আর যাইবার সাহস থাকে না। কত সময়ে সংসারের রীতি নীতি হইতে পদ স্খলন হয়, অপদস্থ হইতে হয়, জীবনে এমন পাপ ঘটে যে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারা যায় না, জঙ্গলে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কত লোক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখায় দেখ ঐ সেই ব্যক্তি যে এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছে। এরূপ লজ্জার ব্যাপারে কত ভদ্রলোক সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে চলিয়া গিয়াছে। আবার জিজ্ঞাসা করি এরূপ বিপাক হইতে কে রক্ষা করেন? ঈশ্বর। তিনি কত যত্নে কত প্রকারে সাধককে পাপ হইতে লজ্জা হইতে অপদস্থতা হইতে রক্ষা করিলেন। সাধক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অনায়াসে বুঝিতে পারেন এরূপ ঘটনা তিনিই সংঘটিত করিলেন! যদি ঈশ্বর সাধককে রক্ষা না করিতেন সাধকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত, পাঁচ জনের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতেন না, ধর্ম্মের কার্য্য শেষ হইয়া যাইত, উৎসাহ চিরদিনের জন্য নির্ব্বাণ হইত। লজ্জা অতি ভয়ানক! ইহাতে প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়, উৎসাহ প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় আর ভাল হইবার ইচ্ছা

থাকে না। ধন মান সম্ভ্রম গৃহ অট্টালিকা এক লজ্জায় মানুষ সকলি ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহাতে মানুষের ধর্ম্ম বিলোপ করে, এমন কি ইহারই জন্য মনুষ্য আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে। ঈশ্বর এই জন্য সাধকের লজ্জাবারণ করিয়া লজ্জা নিবারণ নাম ধারণ করিলেন, এত দিন সকল প্রকারের লজ্জা হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু যাহা হইতে তিনি তাহাকে রক্ষা করিলেন, আবার তিনিই তাহাকে তাঁহাতে ফেলিলেন। তিনিই তাঁহাকে নির্লজ্জ করিলেন। পৃথিবীর যত প্রকার লজ্জার ব্যাপার আছে, ঈশ্বর সাধককে অতি যত্নে তাহা হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত করিয়া লোকের নিকট তাঁহাকে নির্লজ্জ করিয়া তুলিলেন। সাধক খোল বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, দীর্ঘকাল ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন, পথের মধ্যে পাঁচ শত লোক সেখানে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইতে লাগিলেন, পৃথিবীর লোক সাধককে পাগল ও নির্লজ্জ বলিতে লাগিল। যিনি সহস্র লজ্জা হইতে রক্ষা করিলেন, তিনিই লজ্জা বিনাশ করিলেন, ধর্ম্মসাধনে নির্লজ্জ করিলেন। লজ্জা অধর্ম্ম করিতে কি ধর্ম্ম করিতে? অধর্ম্ম ছাড়িতে হইবে। যদি অধর্ম্ম ছাড়িতে গিয়া নির্লজ্জ হইতে হয় ক্ষতি নাই। ভক্তিরাজ্যের গভীর অবস্থা নির্লজ্জের অবস্থা। ভক্ত হইলে ধার্ম্মিক হইলে অনুরাগী হইলে লোকে নির্লজ্জ হয়, সম্ভ্রম ভয় চলিয়া যায়, আশ্চর্য্য প্রেম প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তের চক্ষে জল পড়িতেছে, তিনি কখন হাসিতেছেন, কখন ঈশ্বরের নাম লইয়া চীৎকার করিতেছেন। পাঁচ জন বলিবে এ ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়াছে, এ ব্যক্তি অসভ্য। প্রেম সম্বরণ করিতে পারে না কেন?

ভক্তির সমাপ্তি কোথায়? নৃত্য ভক্তির পরিসমাপ্তি। তিনি কখন হাসিতেছেন কখন কান্দিতেছেন, কখন ধ্যান করিতেছেন কখন প্রেমমদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া নির্লজ্জভাবে গান করিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা, এই, নৃত্য সঙ্গত কি অসঙ্গত? নৃত্য কুমতি জন্য কি ঈশ্বরে ভক্তি জন্য? নৃত্য ধর্ম্মসমাজে রক্ষা করা উচিত কি উহাকে তাড়ান উচিত? যদি ঈশ্বরকে ভক্তি করা কর্ত্তব্য হয়, তবে নৃত্যের অত্যন্ত আবশ্যক। নৃত্য না করিলে ভক্তি হয় না। অন্তরে প্রেম থাকিলে উহা নৃত্যে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, যদি নৃত্য না হয়, অন্তরে প্রেম নাই। নৃত্য সম্বরণ করিতে হইবে এমত কি প্রকার? নৃত্য যে স্বাভাবিক। বালক আহ্লাদে নৃত্য করিয়া থাকে, বৃদ্ধ কখন নৃত্য করে না। বৃদ্ধ সর্ব্বদা সঙ্কুচিত, তাহার চক্ষু দশ জনের উপরে পড়ে। যাহার চক্ষু দশ জনের উপর পড়িল সে কখন নাচিতে পারে না। নৃত্যসম্বরণ করি কেন? লোক ভয়ে। শিশুর লোক ভয় নাই, সে স্বভাবের অনুরোধে নৃত্য করিতে থাকে, তাহাকে নৃত্য করিতে না দিলেই সে অসুখী! ভক্তিতে অশ্রুপাত হইবে বিহ্বল করিবে, এবং পরিশেষে নৃত্য আসিবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে যথার্থ নৃত্য কি? ব্রাহ্মধর্ম্মেও নৃত্য আছে, কিন্তু সে নৃত্য বাহিরে নয় অন্তরে। কোন কালে প্রেম কি যে জানে না, সে নৃত্য বুঝিতে পারে না। সে নৃত্য বাহিক নয় আত্মার নৃত্য। মনোহর সুন্দর পরমেশ্বরকে দেখিয়া হৃদয় নাচিল, ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া উন্মত্ত হইয়া প্রাণের ভিতরে তাঁহাকে ধারণ করিল, বহিরের একটী লোকেও তাহার সংবাদ পাইল না, কিন্তু ভক্ত হৃদয় মধ্যে স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল। যখন বড় আমোদ হয় আহ্লাদ হয় ছেলেরা নাচিতে থাকে। একটী ক্রীড়ার সামগ্রী পাইলে শিশুর আর নৃত্য থামে না। আনন্দ স্ফূর্ত্তি প্রফুল্লতা তাহার শরীরকে বশীভূত করিয়া ফেলে আর আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব থাকে না। তাই প্রফুল্লিত শিশুর শরীর নাচিল। প্রফুল্লতার শেষ হইল, সুখেরও শেষ হইল। পরম পিতা ভক্ত সন্তানকে স্বর্গের পুতুল দেখাইলেন, সে পুতুল কি চমৎকার মনোহর! ভক্ত দেখিয়া প্রফুল্লিত হইল, আহ্লাদ সাগরে ডুবিল। তখন সে নাচিল, বাহিরে নয় কিন্তু স্বর্গের ঘরে ক্রমান্বয়ে নাচিতে লাগিল। তোমার প্রেম হইয়াছে কিনা নৃত্য তাহার সাক্ষী। হৃদয়ে মনোহর মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া ভক্তের আত্মা নাচিল, এটী স্বর্গের দৃশ্য। হৃদয় যদি পাঁচ মিনিটও নাচে তবুও ধন্য। ভক্ত চুরি করিয়া হৃদয়মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। থামাইতে পারিতেছেন না একি সামান্য ব্যাপার! বাহিরের নৃত্য উপাদেয় কিন্তু আত্মার মধ্যে নৃত্য সুন্দরতর এবং মনোহর। বাহিরে নৃত্য করিলে ভক্তি তত সুসিদ্ধ হয় না যত অন্তরে অন্তরে নৃত্য করিলে। জিজ্ঞাসা করি কয়জন ব্রাহ্ম এরূপ নৃত্য করিতে শিখিয়াছেন? আমরা সভ্যতার অনুরোধে কি নৃত্যকে বিদায় করিয়া দিব? এ বিষয়ে কখন মত দিতে পারি না। আহ্লাদ আমোদ কেন ছাড়িব? ব্রহ্মের সঙ্গী হইয়া হৃদয় নাচিবে, মনের ভিতর চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে, মন অস্থির হইয়া পড়িবে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণযোগে যোগী হইব, যোগানন্দে নৃত্য করিব। এ আমোদ কখনই ছাড়িতে পারি না। সকল সভ্যতা দূর করিয়া দিয়া পাঁচ মিনিট নয় পাঁচ ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা নয় পাঁচ দিন, পাঁচ দিন নয় অনন্ত কাল নৃত্য করিতে থাকিব। শরীর চিরদিনের সঙ্গী নয়। স্বর্গে গেলে যে নৃত্য করিতে পারা যায় না সে নৃত্য কিছু নয়। যথার্থ ভক্ত অন্তরে নৃত্য করেন, এমন ভাবে নৃত্য করেন যে সে নৃত্য আর অনন্তকাল থামে না। হে ব্রাহ্ম! তোমার প্রাণ নৃত্য করুক। চল সকলে মিলিয়া হাত ধরা ধরি করিয়া নৃত্য করি। কেন সকলে ম্লান হইয়া আছ? কেন দুঃখী হইয়া আছ? মনকে নাচাও সুখী হইবে। শিশুকে নাচিতে না দিলে সে যেমন বিষণ্ণ হয় তেমনি মনকে নাচিতে না দিলে মন ম্লান হয়। স্বর্গে পরম পিতা ডাকিলেন, তথাপি নাচিলে না, পরে কান্দিতে

হইবে। একবার নৃত্য কর সকল বিষাদ চলিয়া যাইবে। একবার প্রেম উদ্যানে গিয়া বস, দেখিবে মন পাখী নাচিবে। চির দিন নৃত্য করিতে থাক কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা আত্মার আধ্যাত্মিক নৃত্য চিরদিন সম্ভোগ করিতে পারি।

আচার্য্যের উপদেশ।

১৫ই আশ্বিন রবিবার, ১৭৯৯ শক।

বৈদিক ও পৌরাণিক অদ্বৈতবাদ।

বেদেও অদ্বৈতবাদ আছে, পুরাণেও অদ্বৈতবাদ আছে। এই অদ্বৈতবাদের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিলে মন উত্তেজিত হয়, ঈশ্বরের দয়া ও প্রেমের গূঢ় ভাব বুঝিতে পারা যায়। অদ্য যাহা বলিতেছি, ইহা কঠোর কথা নহে, বলিবার উপযুক্ত, শুনিবার উপযুক্ত। ইহার গূঢ়মর্ম্ম সকলে মন দিয়া শুন। এই মাত্র শুনিলে বেদেও অদ্বৈতবাদ আছে, পুরাণেও অদ্বৈতবাদ আছে। মনুষ্য যখন আদি শাস্ত্রের মতে চলে, তখন আত্মার আকাশে উড়িতে থাকে। আত্মার সূক্ষ্ম জ্ঞান অবলম্বন করিয়া চিদাকাশে ভ্রমণ করে। এইরূপে ভ্রমণ করিয়া কি হইল? সাধক ব্রহ্মে বিলীন হইলেন। চারিদিকে ব্রহ্ম আমি তন্মধ্যে বসিলাম, আমি ব্রহ্মময় হইয়া গেলাম, ক্রমে একেবারে ব্রহ্মে বিলীন হইলাম। এক বিন্দু জল সিন্ধুতে বিলীন হইয়া গেল। জীব ব্রহ্মে লয় পাইল, একটী মাত্র পদার্থ রহিল, এই পদার্থ ব্রহ্ম। এই পুরাতন অদ্বৈতবাদ জ্ঞানে অদ্বৈতবাদ ধ্যানে অদ্বৈতবাদ। ভাবিতে ভাবিতে মনুষ্য গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল, আমি কোথায় আছি আর ভাবনা থাকিল না, এক সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সকল গ্রাস করিলেন, চিদাকাশে ক্ষুদ্র মন বিলুপ্ত হইয়া গেল। যদি বুদ্ধি ভ্রষ্ট, মন বিকৃত হয়, মন আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলে, সাধক জ্ঞানতরীকে আর সামলাইতে পারে না, তখন ব্রহ্মোপাসনার সকলি বিলোপ হইয়া যায়।

যখন বেদ ছাড়িয়া পুরাণে আসিলে পুরাণ ঈশ্বরকে দয়ার অবতার করিল। মনুষ্যের দুঃখ পাপ কুসংস্কার বিমোচনের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হইলেন এই পুরাণের কথা। এখানে প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদ নাই, কিন্তু দেখ মন ক্রমে কোথায় গিয়া উপস্থিত হয়। পুরাণ দ্বৈতভাবে আরম্ভ। পৌরাণিকগণ অবতীর্ণ ঈশ্বরকে পূজা করিতে লাগিল, সাক্ষাৎ তাঁহার রূপ দর্শন করিতে লাগিল। পুরাণে রূপের উপাসনা রূপের পূজা। কিন্তু দেখ ক্রমে ক্রমে এই এক অবতার কোথায় গিয়া শেষ হইল। প্রথমতঃ এক ব্যক্তির মধ্যে ঈশ্বরের অবতারত্ব ছিল, সেই ব্যক্তির কার্য্য ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইত। শেষে ঘোর অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি হইল, লোকে বলিল দেখ ঈশ্বর বৃষ্টি হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। বৃষ্টিতে গ্রামের হিত হইল, বৃষ্টিতে সকলে ব্রহ্মের লীলা দেখিল। আজ প্রাতঃকালে মুষলধারে বৃষ্টি হইল কেন? পৌরাণিক ভক্ত বলিল এ আমাদিগের ঈশ্বরের লীলা। দেখ বৃষ্টির প্রত্যেক বিন্দুতে ঈশ্বর নৃত্য করিতেছেন। বৃষ্টি পৃথিবীকে পালন করিল, সুতরাং বৃষ্টিকে ঈশ্বর বলিল। জল ব্রহ্ম, জল দ্বারা উত্তপ্ত পৃথিবীর শান্তি হয়। শান্তি বারি অভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীর দগ্ধ হৃদয় শীতল হয়, এ জল সামান্য জল নয়। ইহা সাক্ষাৎ অমৃত। গঙ্গা জল ইহার নিকটে অপবিত্র। আজ যে বৃষ্টি হইল, ইহা আর কিছু নহে। স্বর্গ হইতে করুণা বারি বর্ষিত হইল। এ বর্ষণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরবর্ষণ। ইহা বৃষ্টি নয় ভগবান্ বৃষ্টির আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীকে কৃতার্থ করিলেন।

ক্ষুধার সময়ে ভক্ত আহারের সামগ্রী পাইলেন। এই আহারের বস্তু কোথা হইতে আসিল? কুসংস্কার, কুযুক্তি, কুবিজ্ঞান বলিল, ক্ষেত্রে ধান জন্মিল, চাষা সেই ধান বিক্রয় করিল। সেই ধান হইতে চাল বাহির করিয়া মনুষ্য আপনি রন্ধন করিল, রন্ধন করিয়া উহা আহারের উপযুক্ত করিল। ভয়ানক শব্দে "না" বলিয়া ভক্ত ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন ঈশ্বর আপনি চাষা হইলেন, আপনি রন্ধন শালায় গিয়া রন্ধন করিলেন। জগৎ তাঁহাকে পাগল বলিল। ভক্ত সে কথা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন তোমরা সকলে মূর্খ, তোমরা অন্ধ হইয়া এরূপ বলিতেছ। আমি সচক্ষে দেখিলাম, স্পষ্ট দেখিলাম ইহার সুন্দর প্রমাণ আছে, তুমি যাহাকে পাচক বলিতেছ তিনি পাচক নহেন। তোমরা ইঁহাকে মানুষ বলিতেছ, আমার পক্ষে ইনি ঈশ্বর। তোমরা বলিতেছ এ সকল আহারীয় সামগ্রী সামান্য পৃথিবীর বস্তু, আমি বলিতেছি এ সকল বস্তু সেই ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্ত অকুতোভয়ে বলেন ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার ক্ষুধা নিবারণ করেন, তিনিই অন্ন আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনিই অন্নদাতা তিনিই অন্ন। এই বস্তু খাইতে জীবিত রহিয়াছি ইহা এক পুষ্টি ব্রহ্ম পুষ্টির হেতু ব্রহ্ম। পৌরাণিক ভক্তের নিকট তিনি অন্ন দেন অন্ন পরিবেশন করেন, তিনি ব্রহ্ম। যে অন্নে শরীর পুষ্ট হয় উহা ব্রহ্ম। এই পুষ্টি এবং পোষণ সকলি ব্রহ্ম।

ভক্ত উদ্যানে গিয়া একটী ফুল দেখিয়া হাসিলেন, পুষ্পও তাঁহাকে দেখিয়া হাসিল। তিনি ঘরে আসিয়া বলিলেন আজ ব্রহ্ম ফুলের আকার ধারণ করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিলেন। তিনি যে দ্বৈতবাদে প্রথম জীবন আরম্ভ করিলেন তাহা চলিয়া গেল, সমুদায় অদ্বৈতবাদে ব্যাপ্ত হইল। এখন তাঁহার নিকটে অন্ন জল বায়ু পুষ্প সকলই ব্রহ্ম হইল। ভক্ত প্রেম নয়নে দেখিলেন ঈশ্বরই বন্ধু ঈশ্বরই মিত্র। তিনিই রন্ধন করিয়াছেন, তিনিই বস্ত্র দিতেছেন তিনিই টাকা আনিতেছেন, তিনিই তাহার জন্য কার্য্য করিতেছেন। ভক্ত

চারিদিকে তাকাইলেন তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। অগ্নি জল আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বন্ধু স্বজন সাধু ভক্তমণ্ডলী সকলই তাঁহার নিকটে ব্রহ্ম হইল। সুতরাং তিনি বলিলেন সকলই ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম ব্রহ্ম। প্রেমশাস্ত্র অদ্বৈতবাদ। ব্রহ্ম ভিন্ন প্রেমিকের আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। বৈদিক অদ্বৈতবাদ ঈশ্বরকে চিৎ এবং সকলই চিৎ বলিল পৌরাণিক ভক্ত বলিলেন আমি জগতও দেখি না, চিৎও দেখি না. আমি দেখি কেবল আমার প্রাণের ঈশ্বর। আমি ফুল দেখি না কেবল ব্রহ্ম। আমার নিকটে ব্রহ্ম এবং পদ্ম নহে, ব্রহ্মই পদ্ম পদ্মই ব্রহ্ম। চন্দ্র সূর্য্য পুষ্প যাহাকে গুণ আছে, সে সমুদায় ভাল বস্তুই ব্রহ্ম, স্বয়ং ব্রহ্ম। ...রা- ...নিক এই পৃথিবীকেই স্বর্গ করিলেন। ঈশ্বর তাঁ... নিকট প্রেমে অবতীর্ণ হইলেন. সকলই প্রেমময় হই... এবং তিনি সর্ব্বত্র সেই প্রেমময়ের লীলা দেখিতে লা...লেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুই অদ্বৈতবাদ স... কি বলেন? তিনি বলেন এ দুয়ের মধ্যে সত্য আ... ইহাতে দেখিবার এবং সম্ভোগ করিবার বিষয় আছে। প্রেমে মত্ত হইয়া এমনি ভাবে চারিদিকে তাকাইতে হইবে যে ভক্ত সর্ব্বত্র ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইবেন। ...নি জন্য কিন্তু একটী কথা শিখিতে হইবে চক্ষু অপবিত্র...া দেখিবে না। চক্ষুকে প্রেমে অনুরঞ্জিত করিলে, এক জন ভক্ত বাসনায় জয় দয়াময় জয় দয়াময় বলিতেছেন মনুষ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মুখে ব্রহ্ম ক্রীড়া করিতেছেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। বন্ধুগণ ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, শাস্ত্রী শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন শুনিয়া গা শিহরিয়া উঠিল। ভক্ত বলিলেন কে আমায় এই সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইল? কে আমায় এই সকল জ্ঞানের কথা বলিল? অমনি ভক্তের কর্ণে এই গম্ভীর শব্দ প্রবেশ করিল, "আমি তোমার ঈশ্বর।" আমি এই গম্ভীর কথাকে অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু আমার চক্ষু বিবাদী হইল। সে বলিল কৈ এই তো বন্ধুগণকে এই তো শাস্ত্রিদিগকে দেখিতেছি। এখানে দেবতা নাই। কর্ণ বলিতেছে আমি প্রমাণ দিতেছি ঈশ্বর সঙ্গীত শুনাইলেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন. তিনি ইহা আপনি বলিতেছেন। চক্ষু কর্ণের বিবাদ উপস্থিত হইল, ভক্তি আসিয়া মীমাংসা করিলেন। যাহা কিছু সত্য তাহা ঈশ্বর। বন্ধু বান্ধব আমার মাত্র। যে সুমিষ্ট কথা শুনিলে, অমৃতের প্রণালী দিয়া ঈশ্বর কথা কহিলেন। হে! শাস্ত্রী বুঝিলাম তুমি খোলা। তোমার ভিতরে থাকিয়া ঈশ্বর অমৃত বর্ষণ করেন। আমি তোমায় ছাড়িয়া তোমার ভিতর হইতে যে সত্য আইসে তাহাই গ্রহণ করিব।

প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া সুশীতল হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম কে আমার আশ্রয় দিয়া শীতল করিল? হে বৃক্ষ! তুমিই কি আমায় সুশীতল করিলে? অমনি দৈববাণী হইল "আমি তোমার ঈশ্বর" হায়! আমায় প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ...মধ্যে ঈশ্বর বৃক্ষের ভিতরে বসিয়া দুপ্রহরের সময় শান্তি দিলেন, শাস্ত্রীর মধ্য দিয়া শাস্ত্র শুনাইলেন, বন্ধুর মধ্য দি... সুমিষ্ট সঙ্গীত শুনাইলেন। হে বৃক্ষ! তুমি আমার প... উপকার করিলে। আমি তোমার ভিতর দিয়া আমার ...ণের ঈশ্বরকে দেখিলাম। আমি তোমাদের কাহাকে অশ্রদ্ধা করিব না পিতা মাতা ভাই বন্ধু দাস দাসী ...লই আমার হিত সাধন করিতেছেন, পরম উপকার করিতেছেন। সকলকেই জিজ্ঞাসা করি তোমরা কে? ভাই ভগ্নীর হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বল তোমরা কে? মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া লীলা করিতেছ তোমরা সামান্য নও। সেখানে হইতেও এই গম্ভীর ধ্বনি আসিল "আমি তোমার ঈশ্বর।" যেখানে যাই দেখি সকল কায তিনিই করেন। বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা দাস দাসী সকলই মিথ্যা, সত্য কেবল ঈশ্বর। কে আমার বন্ধু বান্ধব পিতা মাতা দাস দাসী যাহারা কার্য্য সাধন করিয়া আমার উপকার করিয়া থাকে? যখন জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা কে? তোমরা কে আমার উপকার করিলে? উত্তর আসিল 'আমি তোমার ঈশ্বর' আহা কি সুমধুর কথা! ঈশ্বর আপনি আমার জন্য দাসত্ব স্বীকার করিলেন। প্রেমের মত্ততা আর অধিক দূর যাইতে পারে কি না সন্দেহ। ভক্তি অদ্বৈতবাদের পথ বন্ধ করিল। সকল বস্তু সকল ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর প্রকাশ পাইলেন। কি খাইব কি পরিব আর তাহার জন্য ভাবিও না। ধন উপার্জ্জন জন্য সংসারী বিষয়ীর ন্যায় চিন্তিত হইও না। ঈশ্বর তোমার হইয়া পরিশ্রম করিবেন সকল ভার তাঁহার হস্তে ছাড়িয়া দাও। তিনি বলিলেন আমি তোর সকল ভার লইয়া তোকে সুখী করিব! বাস্তবিক সুখী করেন কে? ঈশ্বর। সুখী করিবার ভার তোমার আমার হাতে নাই। তিনিই নানারূপ ধারণ করিয়া ঐহিক পারত্রিক জীবনের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের বিবিধ লীলা স্মরণ কর আনন্দে নৃত্য করিবে।

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বোম্বাই নগরে আরও কিছু দিন অবস্থিতি করিবেন। তিনি সম্প্রতি কথাকার প্রার্থনা মন্দিরে বহু জন সমক্ষে, "হিন্দু ধর্ম্মে গ্রহণ লাগা" বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পাঞ্জাব অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় কুমারখালী গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত মোক্ষমুলারের প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পৃথিবীর সমুদায় ধর্ম্ম ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার ভার

হইয়াছে। তিনি প্রধান সম্পাদক হইয়া আর [illegible] য়ক জনের সাহায্যে এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় [illegible]নগর [illegible]খোলার সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া চুঁচুড়া এবং ত্রিবেণীতে নাম সংকীর্ত্তন সহ বক্তৃতাদি [illegible]ছেন। প[illegible] উলুবেড়িয়ার দিকে গিয়া ছিলেন।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ঢাকা নগরে [illegible] দিন অবস্থিতির পর বরিশাল নওয়াখালী, চট্টগ্রাম অঞ্চলে [illegible]বার মানস রাখেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রিয় মহাশয়! বিগত ১৬ আশ্বিন তারিখের ধর্ম্মতত্ত্বে "অন্যের উপাসনায় যোগ দান" বিষয়ে যে সকল উপদেশ ও উপায় বলিয়া দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। বড় বড় নগরের ব্রাহ্মসমাজে ভক্তিভাজন উপযুক্ত আচার্য্য এবং উপাচার্য্য আছেন তাহাতে তথাকার ব্রাহ্মদের সামাজিক উপসনায় যোগ দান পক্ষে তত কঠিন হয় না; কিন্তু মফস্বলে এ বিষয়ে বড় দুর্গতি। এক এক স্থানে এই দুর্গতি নিবন্ধন সমাজ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। এখন এ বিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই ভাল। ভরসা করি আপনি তাহাতে ক্ষান্ত থাকিবেন না।

সচরাচর অনেক মফস্বল ব্রাহ্মসমাজে উপযুক্ত আচার্য্য বা উপাচার্য্যের অভাব হয়, তাহাতে উপাসকমণ্ডলীর মধ্য হইতে কেহ না কেহ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অনেক স্থলে এমন ঘটে যে সে ব্যক্তি সে কার্য্যের অনুপযুক্ত না হয় তাঁহার উপর সাধারণের শ্রদ্ধা নাই। এ অবস্থায় উপাসকগণের অসুবিধা ও চঞ্চলতা ঘটে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের উপাস্য দেবতার প্রতি ভক্তি প্রবল থাকিলে সেরূপ না ঘটিতে পারে। ভক্তি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অনুকূল ঘটনা আনয়ন করে, তখন বিষও অমৃত হয়। তৎকালে হৃদয়ের ভিতর হইতে এইরূপ শুনা যায়।

১। 'পবিত্র ব্রহ্ম নাম যার মুখে শুনিবে সুধা বলিয়া তাহা গ্রহণ করিও, মনে তর্ক বিতর্ক আনিও না।'

২। "ঐ নাম কীর্ত্তনকারীর প্রতি বিরুদ্ধ ভাব ও মলিনতা যাহা কিছু হৃদয়ে থাকে দূর কর। দূর করিতে না পার পবিত্র উপাসনার সময় উহা নাড়া চাড়া করিয়া উহার দুর্গন্ধ মৃত্যুকে আনয়ন করিও না"।

৩। "উপাসনা প্রার্থনার পবিত্র বাণী সকল কর্ণে প্রবেশ করিতে দাও, ও হৃদয়ে ধারণ কর, অন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই।"

বস্তুতঃ যে কেহ উপাসনা প্রার্থনা নাম উচ্চারণ করেন দয়াল প্রভুর নাম লইয়াই তাহা করেন, তবে কেন আমরা নিজের কুটিল বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া ঐ গরিব দুঃখী দুর্ব্বল উপাসক অর্থাৎ উপাচার্য্যের কার্য্যনির্ব্বাহক ভাইটার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দয়াল নামের মধুরতা হারাই? আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এক এক সময় মহাপাপীর মুখে কি হরিনাম মধুময় লাগে না? তাহা শুনিয়া আনন্দাশ্রু পতিত হয় না? যদি হয় তবে উপাসকমণ্ডলীর কোন দুঃখী দুর্ব্বল ব্রাহ্ম ভ্রাতা উপাসনা প্রার্থনা করিলে তাহা কত অধিক মধুর করিয়া উপভোগ করা উচিত।

পক্ষান্তরে যিনি উপাচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন তাঁহার কর্ত্তব্য আরও গুরুতর। তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে আপনার কার্য্যের জন্য বিশেষ দায়ী। তাঁহার আন্তরিক সরলতা ও ব্যাকুলতা চাই। আপনাকে আপনি ভুলিয়া গিয়া ব্রহ্মগত প্রাণে উপাসনা করা চাই। প্রস্তুত না হইয়া কেহ যেন এ গুরুতর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ না করেন। যিনি উপাচার্য্য হইতে ইচ্ছা করিবেন অথবা উপাসকমণ্ডলীর দ্বারা মনোনীত হইয়া আসন গ্রহণ করিবেন, তিনি যেন লোকানুরাগ অপেক্ষা ঈশ্বরানুরাগের প্রতি সর্ব্বদা অধিকদৃষ্টি রাখেন, এবং সরল সহজ লোক হইতে চেষ্টা করেন। [illegible]রূপ হওয়া তো সকল ব্রাহ্মেরই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম[illegible]র আদর্শ যেরূপ উচ্চ ও উদার, তাহাতে ব্রাহ্মেরা ঐ আদর্শানুসারে চলিলে প্রত্যেকেই তো যথার্থ উপাসক ও উপাচার্য্য এবং প্রচারক হইতে পারেন। হায়! এমন দিন কি হবে?

জনৈক মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্ত স্বীকার।

মাহ সেপ্টেম্বর মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন, ময়মনসিংহ	...	৩৲
" " রাজমোহন বসু	... ...	১৲
" " মধুসূদন সেন	... ...	১৲
" " হরকালী দাস	... ...	৸০
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	... ...	১৲
" " মহেন্দ্রনাথ নন্দন	... ...	৷০
" " ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	... ...	১৲
" " রজনীকান্ত নিয়োগী	... ...	।০
" " যদুনাথ রায়, রামপুর হাট	...	১০৲
" " তারকনাথ দত্ত	... ...	৷০
" " জয়গোপাল সেন	... ...	৫৲
" " নবীনচন্দ্র ঘোষ, জলপাইগুড়ী	...	১০৲
" " কৃষ্ণদয়াল রায়	... ...	২৲
" " শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা বসু	... ...	২
একটী বন্ধু	... ...	১৷০
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৪৲
তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২৲
		৪১৷০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ত্রাহুড়	...	৫

শুভ কর্ম্মে দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হারামচন্দ্র বসু, সিমলাপাহার	...	১৲

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী দেব	... ...	১৲

পাথেয়।

শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল কয়াল	... ...	১৲

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ৩রা কার্ত্তিক শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

ধন্য রত্নপ্রসূ আর্য্য দেশ, ! তোমার সেই ম্রিয়মাণ পবিত্র ছবি খানি ভাবিতে ভাবিতে অনেক গ্রীকের অনুসরণ ক্রমে এক্ষণে ইতালিতে উপনীত হইয়াছি। আমাদের সম্মুখেই একটী মহা বিদ্যালয় রহিয়াছে। ইহা একটী সোপান বিশেষ। ইহার নাম ইতালিক সমাজ। এই স্থানে যে সকল শিষ্য ধর্ম্মজ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহারা দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দলের শিষ্যেরা নবীন বৃক্ষ স্বরূপ। ইহাদিগের হৃদয়ে অল্পে অল্পে ধর্ম্মের নবীন বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। এই নবাঙ্কুরিত শিষ্যমণ্ডলী যে যে কর্ত্তব্যে বদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্তই বৌদ্ধ সঙ্গদিগের হীনযানাবলম্বী শিষ্যেতে পরিদৃশ্যমান।

[যান অর্থাৎ বাহন বৌদ্ধেরা একরূপ অবস্থা হইতে ভিন্নরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্তির রূপকে এইরূপ শব্দ ব্যবহার করে। অর্থাৎ রথ অশ্বাদি দ্বারা যেরূপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করা যায়, তদ্রূপ আত্মার এক অবস্থা হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির ভাবকেই তাহারা যান বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।] অতি দূর বলিয়া চিনিবার কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এক্ষণে যদি কোন ভাষাতত্ত্ববিদকে নিকটে পাইতাম, তাহা হইলে জানিতাম এই সকল গ্রীক্ শিষ্যমণ্ডলীতে এবং আর্য্যদেশের বৌদ্ধ হীনযানাবলম্বী শিষ্যেতে কতই বিভিন্নতা আছে। অত্রত্য শিষ্যমণ্ডলী যে রূপ ক্রমকল্প উন্নত জীবনে ধাবিত হইতেছে, আর্য্যদেশের হীনযানাবলম্বী বৌদ্ধ-শিষ্যগণ সেই উদ্দেশেই মহা কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। কষ্টসাধ্য তপস্যা ইহাদিগকেকে শিক্ষা দিল ? ইহাদিগের এই রূপ শ্রেণী বিভাই বা কে করিল ? আমার অনুমান হইতেছে কোন বৌদ্ধ স্থবির অবশ্যই ইহাদিগকে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক্ ভাষায় হীনয়ানকে Exoterikoi অর্থাৎ বহিঃতত্ত্ব সাধকমণ্ডলী কহে 'আমার স্মরণ হয়, বৌদ্ধমতাবলম্বিদিগের মধ্যেও হীনযানের শিষ্যেরাও ঐরূপ' নামে আখ্যাত হয়। দীর্ঘকাল নানা প্রকার কর্ত্তব্য সাধন এবং পরকালে বিশ্বাস যেমন হীনযানের শ্রেয়ঃ, এই গ্রীক্ এক্‌জোটেরিক্ শিষ্য মণ্ডলীকেও সেই মতের অনুসরণ করিতে হয়। এতদ্দেশে এই প্রথম-শিক্ষা-প্রবিষ্ট শিষ্যদিগকে শ্রোতা বলে, আর্য্যদেশে বৌদ্ধ হীনযান শিষ্যেরাও সেইরূপ শ্রাবক বলিয়া প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদয় না হইলে এ প্রকার যানের ন্যায় শিষ্যগণের মধ্যে অধিকার ভেদের উৎপত্তি কোথা হইতে আসিল ? বিশেষতঃ এক্‌জাটেরিক্ শাখার সহিত সম্যক প্রকারেই হীনযানের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। বিশ্বের পুরাবৃত্তবিদ্ গগণবিহারী শশধর ! এই প্রাচীন নিগূঢ়তত্ত্ব তুমি বিশ্ব সংসারকে বলিয়া দাও। এবং পাশ্চাত্যের শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, তাহাও বল। *

---

* " He had a College in his own house, which he denominated xoinobion, (কৈনো ?) in which there were two classes of students, *viz.* Exoterikoi, who were also called Auscultantes and exoterekoi. The former of these were probationers, and were kept under a long examen. A silence of five years was imposed upon them ; which Apuleius thinks was intended to teach them modesty and attention ; but Clemens Alexandrinus thinks it was for the purpose of abstracting their minds from sensible objects and inuring them to the pure contemplation of the Deity. The latter class of scholars were called genuini, perfecti. They alone were admitted to the knowledge of the arcana and depths of yPthagoric discipline.

8. Clemens observes, that these orders, corresponded very exactly to those among the Hebrews : for in the schools of the prophets there were two classes *viz*, the sons of the prophets, who were the scholars, and the doctors or masters, who were also called perfecti, and among the Levites, the novices or tyros, who had their quinquennial exercises, by way of preparation. Lastly even among the proselytes there were two orders ; exotereci or proselytes of the gate and intrinfeci or perfecti proselytes of the covenant."

Britanica.

দ্বিতীয় দলস্থ শিষ্যগণকে দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। আহ্লাদে আকাশ নিকটস্থ জ্ঞান হয়। প্রথম দলের এক ভাব, শেষোক্ত দলের আর এক ভাব। চন্দ্রমা হইতে জল - জাল অপসৃত হইতেছে। চন্দ্র এখন নির্ম্মল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই মূর্ত্তি এখন আমরা নিরীক্ষণ করিতেছি। এরূপ সমুন্নত জীবন লাভ করিয়া এক্ষণে এ দলের শিষ্যগণ Perfecti এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তে ইহাদিগকে মহাযান বলে, অত্র স্থানের প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিতে পাই যে, Perfecti শিষ্যেরা Exoterekoi দলের অন্তর্গত। সমস্ত নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব ইহাঁরা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এই জন্য ইহাঁরা এই নামে অর্থাৎ নিগূঢ়তত্ত্ব সিদ্ধ বলিয়া সমাদৃত হন। এই Perfecti দল আর্য্যাবর্ত্তের মহাযানাবলম্বী হইতে অভিন্ন। ইহাদিগের তেজঃ চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশীল। আর্য্যভূমি! তোমার ন্যায় গ্রীসেরও অসীম ঐশ্বর্য্য দেখিতেছি। এ স্থানেও কি বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় হইয়াছিল? যে পর্য্যন্ত শাক্য সিংহ গিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত তোমার বাকৃশক্তি গিয়াছে। তুমি আমাদিগের সহস্র রবেও উত্তর প্রদান করিবে না। এই প্রাচীন তত্ত্ব তবে আমরা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? গ্রীসের বাহুবল গর্ব্বিত বীরগণও মৃত্তিকাগত হইয়াছেন, তবে আমাদিগকে কে উত্তর প্রদান করিবে? আমরা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সমালোচকদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইতালিক বিদ্যালয়ের দুই দল শিষ্যগণকে যে ধর্ম্মবীজ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি গ্রীস্‌দেশ হইতে সমুৎপন্ন কিম্বা তাহা ভিন্ন মূল হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে?

পাঠকগণ ক্রমশঃই প্রাচীন তত্ত্বের অন্যান্য ব্যাপার জানিতে পারিবেন। আমি কেবল এ স্থলে হীনযান এবং মহাযানের কথা উল্লেখ করিতেছি। এক্ষণে আপনাদের মনে কি প্রকার বোধ হয়? ইহার মধ্যে সত্যের আভাস আছে কিনা বিবেচনা করুন। এই মহাযানের কাণ্ড ইজিপ্ট জাতির মধ্যেও ছিল। এবং পারস্য ও হিব্রুরা হীনযান ও মহাযানের ন্যায় দুই দলে বিভক্ত ছিল। পাশ্চাত্যের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম নীতি গুলি বৈদেশিকদিগের মধ্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞেরা এ দিকে তাকাইতে চান না।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

1. "Both of these prophets are in the Bible referred to as the father, as horseman or leader of the chariot, or Richab of Israel. The mystic tradition of the Jews, the Mosaic, and Pre-mosaic, was divided into two parts, the one theoretical, the other practical. The first part could not be communicated to any of the uninitiated. This interpretation of Richab or chariot of Israel received a remarkable confirmation by the fact that the same symbols possibly derived, originally from the sun, as the conveyancer or chariot of light was used in Judœa. The Buddhistic essays on theology called sutras, were from the commencement divided into sutras of great vehicle and sutras of small vehicle. Also in Judœa the records of tradition were the chariots of the law.

Keys of St. Peter.

2. "He (Mani) divided his disciples into two classes, one of which comprehended the elect, and the other imperfect under the title, auditors or hearers."

Chamber's Cy. Dictionary.

3. "The higher orders of the priesthood, who were initiated into the greater mysteries of their religion."

Unseen Universe p. 4.

4. "In the great translation, the understanding arrived at its highest point of perfection. The less translation consists in morality and external religious observance. The mean in traditional and psychological arrangements; and the great, in abstruse, refined and highly mystical theology."

"The three classes above noted, the Shravakas (*i. e.*, novitiates or hearers, &c. &c. &c.,"

Pilgrimage of Fahian p. 11.

হাফেজ।

যে ব্যক্তি প্রেমের পথে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে, সে দুঃখ ক্লেশের কি তত্ত্ব রাখে? ঔষধের সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ?

মনুষ্যের আকৃতি কি অনুসন্ধান করিতেছ? মনুষ্য-প্রকৃতি ধারণ কর, অট্টালিকার রূপের সঙ্গে প্রেমোপজীবীর কি সম্বন্ধ?

হাফেজ! যদি তুমি প্রেমিক ও প্রমত্ত, তবে পুনর্ব্বার বল "আমি সখার প্রেমে প্রেমিক, আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে কি সম্বন্ধ"?

যদি ক্লেশ হয় পুনর্ব্বার সুরালয়ে যাইব, প্রমত্ত লোক-দিগের সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য করিব না।

যে দিন ক্রন্দন করিতে করিতে পুনরায় একবার সুরালয়ে যাইয়া অশ্রুবারি সিঞ্চন করিব, সেই দিন আনন্দের দিন।

এই দলে মর্ম্মজ্ঞতা নাই। হে ঈশ্বর! অনুকূল হও, আমি অন্য গ্রাহকের নিকটে স্বীয় রত্ন লইয়া যাই।

দেখ আমার নিগূঢ় তত্ত্ব, যে প্রত্যেক রসনা তাহা আখ্যায়িকাকারে ঢোলক ও বংশি যন্ত্র সহকারে বাজারে বর্ণন করিতেছে।

সর্ব্বদা দুঃখে আর্ত্তনাদ করি, কেননা বিধাতা অনু-ক্ষণ উৎপীড়নে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে অভিভূত করিতে চাহেন।

পুনর্ব্বার বলিতেছি যে এই ব্যাপারে হাফেজ একাকী নয়, এই পাথারে অন্য অনেক লোক ডুবিয়াছে।

ইহ্য পরলোকের ঐশ্বর্য্য প্রেমিকদিগের নিকটে যব কণিকার ন্যায় তুচ্ছ, ঐ ক্ষুদ্র সম্পত্তি এবং তাহার মূল্য সামান্য।

পানক্রিয়া পরিত্যাগের চেষ্টায় শতবার পানপাত্র হস্তচ্যুত করিয়াছি। কিন্তু পানপাত্রদাতার কটাক্ষ বিরত হইতেছে না।

মদিরা পান কর, সখার দর্শনে উদ্যোগী হও, স্বর্গীয় প্রাসাদ হইতে তোমাকে ডাকিতেছে কথা শ্রবণ কর।

উপদেষ্টা! এই সভায় অনুতাপের প্রসঙ্গ করিও না, ভ্রূ কোদণ্ডধারী পানপাত্রদাতা তোমাকে পরে বিদ্ধ করিবেন।

হে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ! জীবন বসন্ত থাকিলে পুনর্ব্বার তুমি নিকুঞ্জ সিংহাসনে বসিয়া কুসুমচ্ছত্র মস্তকে ধারণ করিবে দুঃখ করিও না।

দৈব রহস্য যখন অনবগত, সাবধান নিরাশ হইও না। হইতে পারে আবরণের অন্তরালে বিধির খেলা গুপ্ত আছে দুঃখ করিও না।

যিনি পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইলেন কোথাও সহানুভূতি পাইলেন না, তিনি পরিণামে একজন সহানুভূতিকারী পাই-বেন, সাবধান দুঃখ করিও না।

যদি মক্কা দর্শনের অনুরাগে প্রান্তরে পদনিক্ষেপ কর, বাব্‌লা কাঁটা তোমাকে তিরস্কার করিলে দুঃখ করিও না।

হৃদয়! যদি মৃত্যুর বন্যা তোমার জীবনের মূলকে খনন করে, যখন নোয়া তোমার নৌকার নাবিক, তখন বন্যার জন্য দুঃখ করিও না।

যদিচ স্থান ভয়সঙ্কুল, লক্ষ্য অদৃশ্য, তথাপি এমত কোন পথ নাই যাহার শেষ নাই, অতএব দুঃখ করিও না।

দীপ যোগে পতঙ্গের অন্তর্দাহ, কিন্তু তোমার আনন দীপের অভাবে আমার হৃদয় দ্রব হইতেছে।

তোমার সুগন্ধি কুন্তলে যাহার অনুরাগ, তাহাকে বল, প্রজ্বলিত অনলে উদের (সুগন্ধি উদ্গারী ইন্ধন বিশেষ) ন্যায় দগ্ধ হউক।

আমার হৃদয় যদবধি তোমার পবিত্র নিবাস বক্ষের তত্ত্ব জানিয়াছে তদবধি সেই নিকেতনের অনুরাগে মক্কা গমনের আর বাসনা রাখে না।

প্রিয় সুফি, কল্য সুরাপান করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সুরালয়ের দ্বার মুক্ত দেখিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলেন।

অন্তর্দাহে যে আমি কি দেখিতেছি তোমাকে কি বলিব? অশ্রুর নিকটে সংবাদ জিজ্ঞাসা কর, আমি রহস্যভেদী নহি।

মক্কা তীর্থের পথে মক্কা যাত্রিকদিগের যেরূপ অনুরাগ, যাত্রাকালে সুরালয়ের পথে প্রেমিকদিগের তদ্রূপ আগ্রহ।

অতঃপর সখার মন্দির হইতে অন্য কোন দ্বারে যাইব না, যখন মক্কা লাভ করিয়াছি তখন পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিব।

তোমার বিরহে আমার দেহ জীবনে নিরাশ হইতেছিল, তোমার সম্মিলন সম্পদের আশা আমাকে পুনর্ব্বার প্রাণদান করিল।

এক দিন সখা ভ্রম ক্রমে আমার নাম উচ্চারণ করিয়া-ছিলেন তাহাতে অদ্য পর্য্যন্ত হৃদয়বান লোকেরা আমার নামে প্রাণের সৌরভ পাইতেছেন।

পানপাত্রদাতা! সেই অনলনিভ বারির এক বিন্দু আমাকে প্রদান কর, তাঁহার প্রেম পরিণত ব্যক্তিগণের মধ্যে এখনও আমি অপরিপক্ক।

হে তুমি যে বলিয়াছিলে প্রাণ সমর্পণ কর তাহা হইলে তোমার মনের শান্তি হইবে, প্রাণ দিলাম এইক্ষণও শান্তি পাইলাম না।

হাফেজ লেখনীতে তাঁহার অধর রক্তের বর্ণনা করিল, তাহাতে এইক্ষণও তাহার লেখনী হইতে অমৃত নিঃসৃত হইতেছে।

প্রাতঃ সমীরণ কুসুম সমাগমে পুনর্ব্বার প্রাণের আনন্দ প্রদান করিতেছে, মধুরভাষী বোল্‌বোল্ কোথায়? বল ধ্বনি করুক।

হৃদয়! বিরহে আর্ত্তনাদ করিও না। যেহেতু জগতে হর্ষ ও বিষাদ, পুষ্প ও কণ্টক উচ্চ ও নিম্নের পরস্পর যোগ।

বিচ্ছেদ রজনীর বিবরণ শত্রুগণের নিকটে বলিও না, বিচ্ছেদীর হৃদয় রহস্য জানিবার উপযুক্ত নয়।

সহস্র নয়ন তোমার মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছে, তুমি স্বয়ং মানভরে কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর না।

আমি তোমার রাজ্যের দীনজন, তুমি দীনদয়াল্ বট, কদাচিৎ স্বীয় রাজ্যের দীনহীনের প্রতি মনোযোগ কর।

তোমার দর্শন মন্দিরে আমার অনুরাগ হস্ত পঁহুছিল না। আমি কল্পনায় তোমার হস্ত চুম্বন করিতেছি।

হৃদয়! প্রদোষ কাল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিও না, ইহার পশ্চাৎ দেশে উষা রহিয়াছে, মধু ও মক্ষিকার হুল উচ্চ ও নিম্ন একত্র থাকে।

যদি তুমি আমাকে পৃথিবীর মৃত্তিকার ন্যায় হীন কর সহজ বটে, কিন্তু তুমি আগমন করিয়া মৃত্তিকার উপর ছায়া অর্পণ কর।

আমার মন তোমার উচ্চ দেহ ধরিতে ইচ্ছা করে, দেখ হস্ত খর্ব্ব ও আস্তিন দীর্ঘ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দির।

২২ আশ্বিন রবিবার, ১৭৯০

ঈশ্বর জগতের ভৃত্য।

ঈশ্বরের কত নাম! এক নাম নয়, সাত নাম নয়, সহস্র নাম, অমৃত অগণ্য তাঁহার নাম। প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর ভক্তির প্রথম হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কত গুলি নাম তাঁহার হৃদয় হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। ভক্তগণ সেই সকল নামের মালা গাথিয়া ভক্ত বৎসল হরিকে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলে তিনি সুখী হন! কিন্তু এই মাত্র মনে আসিল যদি সমুদায় নামের মালা ঈশ্বরের নিকট রাখা যায় তবে তিনি কোন্ নামটী বাছিয়া লন, কোন নামটী তাঁহার মনোনীত হয়, বোধ হয় তিনি সমুদায় নামকে উপেক্ষা করেন। ভক্ত বৎসল, প্রাণেশ্বর, জীবন দাতা, মুক্তিদাতা হৃদয় বন্ধু, পাপির গতি, সর্ব্বস্বধন, এরূপ কত নাম তাঁহাকে দিলে, তুমি সুখী হইলে কিন্তু ঈশ্বরের নিকট তাহার একটীও মনোনীত হইল না! তাঁহার একটী গুপ্ত নাম আছে, সে নামের নিকট আর সকল নামই তাঁহার কাছে তুচ্ছ। এ নামটী বড় সুন্দর। এই গুপ্ত নামের সঙ্গে আর কোন নামের তুলনা হয় না। সে নাম ঈশ্বর আপনি বলেন, আপনি কীর্ত্তন করেন। সে নাম নূতন নাম কেবল তিনিই জানেন। ব্রহ্ম আর সকল নাম ছাড়িয়া জগদ্দাস নাম গ্রহণ করিলেন। এই নামের ভিতরে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে। তিনি ভক্ত বৎসল মুক্তি দাতা প্রভৃতি নাম পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কিঙ্কর হইলেন দাস ব্রত লইলেন। এ নাম ও নাম তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি দাসত্বে আনন্দিত, তিনি দাসত্বে সুখী। আর সব নাম ছাড়িয়া জগদ্দাস এই নামটী তাঁহার নিকট সুন্দর হইল উৎকৃষ্ট হইল, ইহা কে মনে করিতে পারে? আমাদিগের প্রত্যেকের এ নামে লজ্জা উপস্থিত হয়। ছি ছি যিনি সমুদায় জগতের রাজা, যিনি মৃত্যুর মধ্যে অমৃত, তিনি পাপী জগতের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিলেন, পৃথিবীর নীচ হইতে নীচতর লোকের অবস্থা গ্রহণ করিলেন, নিজে সমস্ত জগতের সেবা করিতে লাগিলেন। আমরা যাহা নীচ ব্যাপার নীচ কার্য্য ভাবি তিনি তাহাই গ্রহণ করিলেন।

আর মনুষ্য বলিয়া মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হয় না। রাজাধিরাজ যিনি তাঁহার গৌরব হইল কি না জগতের দাসত্ব করা। মনুষ্যের বড় হইবার চেষ্টা এবং তাহার সমুদায় দর্প চূর্ণ হইল। ঈশ্বর হইলেন দাস আর আমরা ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া প্রভু রহিলাম। আমি নিজ চেষ্টায় ধর্ম্ম সাধন করিতেছি, জগতের হিত করিতেছি, এই রূপ কেবলই আমাদের অহংভাব। আমি আমি আমি সকল বিষয়েই আমি। সংসারে আমি, ধর্ম্মেও আমি। যাহা কিছু সমুদায় আমিই করিয়া থাকি। এদিকে ঈশ্বর করিলেন কি? যতগুলি কাজ নিজে করিতে লাগিলেন। এমন একটী কাজও রহিল না যাহা তাঁহা বিনা হয়! আর এক দিন পৌরাণিক অদ্বৈতবাদের বিষয় বলিতে গিয়া বলা হইয়াছে সমুদায়ের ভিতরে তিনি। তিনিই জল আনেন, তিনিই রন্ধন করেন, তিনিই আহার সামগ্রী পরিবেশন করেন। যিনি সমুদায় বিশ্বের রাজা তাঁহার লীলা দেখ। কোথায় তিনি প্রভু হইয়া থাকিবেন, না তিনি জগতের দাসত্ব স্বীকার করিলেন, মানুষকে কাজ করিতে দিলেন না। এমনি ভাবে কাজ করিলেন যে তোমার আমার কিছু করিতে হইল না। তিনি লোকের ঘরে ঘরে সুখ প্রেরণ করিয়া স্থির থাকিলেন না, নিজে মস্তকে অন্ন জল বহন করিয়া প্রত্যেকের গৃহে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কীটানুকীট মনুষ্য তাহার দাস তাহার বাজার সরকার হইলেন কি না ঈশ্বর! আমরা যদি জগতের সেবা না করি কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না; সমস্ত জগৎ তাঁহারই তোমার আমার দ্বারা কি হয়? বল তুমি কি করিয়া থাক? হাতে তুলিয়া মুখে অন্ন দাও, কে তোমার হাত তুলিল? ব্রহ্ম তোমার হস্ত তুলিলেন, তুলিয়া তোমার মুখে অন্ন দিলেন। তিনিই অন্ন উৎপন্ন করিলেন, প্রস্তুত করিলেন, সকল লোকের মুখে তুলিয়া দিলেন, তুমি আমি কিছুই করিলাম না। কেবল আমাদিগকে লজ্জা দিবার জন্য আমাদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ব্রহ্ম জগতের ভৃত্য হইলেন। তিনি জগতের মহা-

প্রভু হইয়া প্রত্যেকের দাস, ভৃত্য, বাহক হইলেন, দাসানুদাস হইয়া সাধারণের মঙ্গল বিস্তার করিতে লাগিলেন।

আমি করিব এই বলিয়া আর ভাবিয়া মরি কেন? যিনি করিতেছেন আইস সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হই। বিশ্বের যিনি রাজা তাঁহার হস্তে সমুদায় সমর্পণ কর, সুখে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। স্ত্রী পুত্র পরিবার কাহার বিষয় তোমার ভাবিতে হইবে না। তিনি তাহাদিগের ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। "কল্য কি হইবে তজ্জন্য ভাবিও না" ভক্তেরা এই জন্য এ কথা বলিয়া থাকেন। ঈশ্বরের নিকট হইতে গোপনে এই পত্র আসিয়াছে, জগতের প্রভু ব্রহ্ম জগতের জীবনের ভার আপনার মস্তকে লইয়াছেন, তোমরা নিশ্চিন্ত হও। যাহারা অবিশ্বাসী তাহারা এ চিঠী খুলিল না। ভক্তবৃন্দ চিঠী খুলিয়া উহার মর্ম্ম বুঝিলেন, বুঝিয়া তাঁহারা সুখী হইলেন। তাঁহারা দ্বারবান্ ভৃত্য স্বজন বান্ধব জ্ঞাতি-কুটুম্ব ভাই ভগ্নী পিতা মাতা সকলকে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন তোমরা সামান্য মানুষ নও। আমি সংবাদ পাইয়া বুঝিয়াছি, তোমরা বাহ্যিক আকার মাত্র, তোমাদিগের মধ্যে জগতের বন্ধু অবতীর্ণ হইয়া মঙ্গল বিধান করিতেছেন। আর চিন্তা করিব না। ঘোর তপস্যার নিমগ্ন হইব। নিশ্চিন্ত মনে তপস্যা করিব। কি খাইব কি পরিব, কোথা হইতে ধন আসিবে ঈশ্বর জানেন। অন্ন জল ধন সম্পত্তি আর আমি কিছুরই জন্য ভাবিব না। সকল বিষয় আমার ব্রহ্মের উপর নির্ভর। যাহারা এই কথা বুঝিল তাহাদের সম্বন্ধে ভৃত্যের ব্যবসায় বৃদ্ধি হইল। বড় বড় ভক্তকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কি কি করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট কিছু চান নাই, পৃথিবীর ধনসম্পত্তি সকলি তিনি আনিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। পৃথিবীশুদ্ধ লোক আসিয়া তাঁহাদিগের চরণে পড়িল। আর সম্রাট্ কাহাকে বলে? দেখ এক এক ভক্তের পদতলে কোটি কোটি লোক পড়িয়া রহিয়াছে। ভক্ত ঈশ্বর চরণ ভিন্ন আর কিছু চান নাই। ঈশ্বর জগতের ভৃত্য হইলেন এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার নামে মগ্ন হইলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রজা হইয়াছে। তিনি কখন রাজধানী চান নাই, অথচ তাঁহার প্রকাণ্ড রাজধানী হইল। ভক্ত লজ্জায় অধোবদন হইলেন। বলিলেন মহাপ্রভু একি? আমিতো পদস্থ হইতে চাই নাই, তুমি আমায় এত বড় পদস্থ করিলে কেন? কোথায় আমি চির দিন নীচ হইয়া থাকিব, না তুমি আমায় উচ্চ পদস্থ করিলে, রাজসিংহাসনে বসাইলে। ঈশ্বর হাসিয়া বলিলেন হইতে দাও। পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য এই রূপই হউক। ভক্ত কাঁদিয়া অস্থির হইলেন। আমি রাজ্য ধন চাই নাই, আমি কেবল তোমার চরণারবিন্দ চাহিয়াছিলাম। তুমি আমায় অন্ন জল সুখ দিয়াছিলে তাহারই প্রশংসার শেষ নাই; এ আবার কি? এ আমায় কেবল লজ্জিত করা বৈ আর কি? ভক্ত এই বলিয়া লজ্জায় আরো অধোবদন হইলেন। ঈশ্বর সেই লজ্জাযোগে ভক্তের হাত পা বান্ধিয়া ফেলিয়া আপনি সমুদায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে রাজা করিয়া তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।

এখন জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর এত বড় হইয়া জগতের দাস হইলেন কেন? জগতের লোককে লজ্জা দিবার জন্য কি নয়? এসকল দেখিয়া মানুষের কি করা উচিত? একবারে অহংকার বিসর্জ্জন করা। যিনি বিশ্বের রাজা তিনি যদি জগতের ভৃত্য হইলেন, রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ মন তুই কেন সকলের ভৃত্য হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিস না? আমাদিগের রাজা জগতের রাজা সর্ব্বদা বিনীত ভৃত্যের ন্যায় বসিয়া আছেন, যাহা যাহার প্রয়োজন পূর্ব্বেই তাহা আনিয়া দিতেছেন। হায়! এ দেখিয়া আমরা মনুষ্য হইয়া জগ-দ্বাসীর পদতলে দাস দাসানুদাস তস্য দাস তস্য দাস হইব না? নীচে তার নীচে তার নীচে যত দূর নীচে স্থান হইতে পারে তাই কি আমাদিগের স্থান হইবে না? আমরা যত নীচ হইতে পারিব, যত ভার আমাদিগের মস্তকে পড়িবে, ক্ষুধিতকে অন্ন, তৃষিতকে জল, অজ্ঞানকে জ্ঞান আমরা যত বিতরণ করিব, আমরা তত বড় হইব। যাহারা এখানে বড় লোক তাহারাই ছোট লোক; যাহারা উচ্চ জাতি তাহারাই নীচ জাতি; যাহারা যত ছোট তাহারা তত বড়। এখানে দাসই প্রভু যাহারা ভৃত্য তাহারাই রাজা। মন্দিরের উপাসকগণ! দাস হওয়া ভিন্ন যেন তোমাদিগের আর কোন কামনা না থাকে। তোমরা দাস হইলে তোমাদিগের ধন ধান্য প্রচুর হইবে, তোমরা সিংহাসনে বসিবে। সর্ব্বদা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া দাস হও, চাকর হও, ভৃত্য হও নীচ হইয়া পড়, সুখের আর অন্ত থাকিবে না।

আচার্য্যের উপদেশ।

২৯শে আশ্বিন, রবিবার, ১৭৯৯ শক।

বৈরাগ্য বিজ্ঞান।

বৈরাগ্যের মুখ দর্শনে পৃথিবী অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বৈরাগী আহার পায়, ইহা সংসারের সহ্য হয় না। এরূপ বিরক্ত হইবার হেতু আছে। পৃথিবী জানে পয়সা দিলে বস্তু পাওয়া যায়, পরিশ্রম করিলে ধন উপার্জ্জন হয়। কিন্তু বৈরাগ্য কি প্রকারে টাকা উপার্জ্জন করিল, একটী শব্দ উচ্চারণ করিল আর সকলি আসিল, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল আর সংসারের সকল প্রকার সুখ হইল, পৃথিবী এ কথা মানে না। পৃথিবী এই জন্য বিরক্ত যে সে শরীরের রক্ত দিয়া কিঞ্চিৎ সুখ উপার্জ্জন করিল, বহু আয়াসে কিঞ্চিৎ মান সম্ভ্রম পাইল, বৈরাগ্য কিছু না করিয়া সমুদায় প্রচুর পরিমাণে লাভ করিল। সে জিজ্ঞাসা করে বৈরাগী কেন অনায়াসে সমুদায় লাভ করিবে? ইহাতে যে সমুদায় শাস্ত্র

সমুদায় বিজ্ঞান বিনষ্ট হইতেছে। যে সর্ব্বদা আকাশে বসিয়া থাকে, তাহার বায়ু ভক্ষণ হওয়া উচিত, তাহার নিকট অন্ন ব্যঞ্জন পরিধেয় বস্ত্র আইসে, এ তত্ত্ব মানিতে গেলে সহস্র সহস্র বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও যুক্তিতে জলাঞ্জলি দিতে হয়। পৃথিবী অত্যন্ত মূর্খ শাস্ত্র জানে না, তাই এ কথা বলে। ইহা সর্ব্বদা বিশ্বাস করিতে হইবে, বৈরাগ্যেও বিজ্ঞান শাস্ত্র আছে। অপরাপর বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী, কার্য্যকারণসম্বন্ধ, ঘটনাপরম্পরা যেরূপ শ্রেণীবদ্ধ আছে কখন বিপর্য্যয় হয় না বৈরাগ্যের মধ্যেও তেমনি দৃষ্ট হয়। বৈরাগ্যের মূল নিয়ম ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় ভৌতিক নিয়ম যেমন অখণ্ড্য অপরিবর্ত্তনীয় বৈরাগ্যসম্বন্ধীয় ধর্ম্মনিয়মও তেমনি অপরিবর্ত্তনীয় ও অখণ্ড্য। ঈশ্বরের অপরাপর রাজ্যের বিজ্ঞানশাস্ত্র যেমন অটল বলিয়া নির্ণীত হয়, বৈরাগ্য বিজ্ঞানের নিয়মও তেমনি অটল বলিতে পারি। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে যত বৈরাগী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মমন্দিরে ডাকিয়া আনিয়া সকলে জিজ্ঞাসা কর, কে তোমাদিগকে আহার দেয়, কে তোমাদিগকে বস্ত্র দেয়? না ভাবিয়া টাকা আসে কি প্রকারে? নিশ্চিন্ত ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় সর্ব্বদা ক্রীড়াসক্ত, অথচ অন্ন লাভ হয় কিরূপে? এরূপে জীবন কাটাইলে কাহারও বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ জীবন চলে কিরূপে? তোমাদিগের জীবন রক্ষার প্রণালী বল, ধন উপার্জ্জনেরই বা নিয়ম কি? কে তোমাদিগকে এরূপ অবস্থায় বাঁচাইল? সমুদায় বৈরাগী এক বাক্য হইয়া উত্তর দিলেন। যদি একবাক্য হইয়া উত্তর না দেন ব্রাহ্মধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা। সমস্ত বৈরাগীর এক হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কারণ সর্ব্বত্র বৈরাগ্যে একই নিয়ম বিদ্যমান। বৈরাগী কিরূপে জীবন ধারণ করেন, সংসারী বিষয়ী সে নিয়মের কিছু বলিতে পারে না। আমরা বহু চেষ্টা করিয়া ধন উপার্জ্জন করি, ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির হই, শরীরের রক্ত ক্ষয় করি, কাঁদিয়া জীবন শেষ করি। বৈরাগী আকাশে বসিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করেন, প্রেমে নৃত্য করেন, আর কিছু জানেন না, আর কিছুরই সংবাদ রাখেন না, ঘরে আসিয়া দেখেন অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন কোন বৈরাগী কি কখন আহার বিনা মরে নাই? আমরা জিজ্ঞাসা করি, সংসারে কি কোন দিন কেহ আহার অভাবে মরে নাই? সুতরাং দুইই কাটিয়া গেল। ফলতঃ তোমরাও পরিশ্রম কর, তাঁহারাও পরিশ্রম করেন, তোমরাও পরিবার পোষণ কর, তাঁহাদিগেরও পরিবারের ভরণ পোষণ হয়, তোমরা চিন্তা করিয়া মর, তাঁহারা কিছু মাত্র চিন্তা করেন না। তাঁহারা সংসার করেন, তাঁহারাও সংসারী, কিন্তু তোমাদের সংসার তোমরা চালাও, তাঁহাদের সংসার ঈশ্বর চালান। তোমরা সংসার করিতে গিয়া, পরিশ্রম করিতে গিয়া, বন্ধু বান্ধবকে ডাক, তাঁহাদের সহায়তা তাঁহাদের উৎসাহ চাও, বৈরাগিগণ কাহাকেও ডাকেন না, কাহাকেও কিছু বলেন না, সর্ব্বদা নিষ্কাম হইয়া পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের কেহ সরকার নাই, ঈশ্বরই তাঁহাদের প্রধান সরকার। তিনিই তাঁহাদের সংসারের আয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। তোমাদের হিসাব পুস্তক আছে, বৈরাগী হিসাব পুস্তক রাখেন না। কি আয় ব্যয় হয়, তাহা তাঁহারা জানেন না, জানিতে ইচ্ছাও করেন না। ভক্ত এসকল বিষয়ে কিছুমাত্র দায়ী হন না। তাঁহারা অন্যের জন্য সর্ব্বদা ভাবেন সর্ব্বদা চিন্তা করেন। সুতরাং একদিকে তাঁহাদিগের চিন্তা ও ভাবনা গুরুতর, আর এক দিকে তাঁহারা নিশ্চিন্ত।

জীবন রক্ষা করিতে হইলে কার্য্য করিতে হয়। এই কার্য্য দুই প্রকারে হইতে পারে। এক সংসারের জন্য, আর এক ধর্ম্মের জন্য। কেহ কেহ সংসারের জন্য কার্য্য করে কেহ কেহ ধর্ম্মের জন্য সংসারের কার্য্য করে। একজন নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আর একজন গভীর সাধন এবং ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের আদেশ পালন করে। হয়তো দুই জনেই বাণিজ্য করে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ শীতের প্রখর শীত সহ্য করে, কিন্তু দুয়ের কার্য্য কখন সমান নহে। কেহ যেন এ কথা মনে না করেন বৈরাগীরা অলস। বৈরাগীদিগের মধ্যে এক জনও অলস নহেন। অলস বৈরাগী অপ্রসিদ্ধ। আবশ্যক হইলে তাঁহারা শরীরের রক্ত পর্য্যন্ত দিতে সঙ্কুচিত নহেন। তবে সংসারী বিষয়ী হইতে বিশেষ এই যে তাঁহারা পরিশ্রম করেন অথচ তাহার বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করেন না। একবার হরিনাম উচ্চারণ করাই তাঁহাদিগের পক্ষে দশমুদ্রা। অবশ্য ইহার মধ্যে গূঢ় তত্ত্ব আছে। তাঁহারা হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন। যেখানে ঈশ্বর তাঁহাদিগকে লইয়া যান তাঁহারা সেখানে যান যেখানে বসান সেই খানে চুপ করিয়া বসেন আর যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাঁহাদিগের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে মূল্য কি? কেহ মূল্য না দিয়া এ সংসারে কিছু পাইতে পারে না। ধার্ম্মিকের ভক্তিই মূল্য ভক্তিই পয়সা, ভক্তিই টাকা। কোথাও ইহার অন্যথা হয় না। বিষয়িগণের পক্ষে টাকা পয়সা যেমন, সাধু ভক্ত বৈরাগীর পক্ষে ব্রহ্মভক্তি, ব্রহ্মে নির্ভর তেমনি। ব্রহ্মভক্তি টাকার মত পদার্থ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি তাহা না হইত, তবে ভক্ত এক ভক্তি হইতে সকলি লাভ করেন কি প্রকারে?

পয়সা না দিলে কিছু ক্রয় করা যায় না এ বাস্তবিক কথা। বিষয়ীরা এই জন্যই টাকা টাকা করিয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়, দেশে দেশে ভ্রমণ করে। টাকা চাই, কেননা সুখ লাভের উপায় টাকা। ব্রহ্ম ভক্ত ভক্তি, উপাসনা, ব্রহ্মের আদেশ পালন ভিন্ন আর কিছু টাকা বলিয়া

জানেন না। যে ধন পাইলে সমুদায় পাওয়া যায়, সেই ব্রহ্ম-ধন লাভের জন্য তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি জানেন সেই ধনে যাহা চাই তাহা পাওয়া যায়। ভক্ত সংসারের বাজারে ভক্তি দিয়া বস্তু ক্রয় করিতে গেলেন, সকলে উপহাস করিয়া বিদায় করিয়া দিল। ফলতঃ সহস্র কঠোর তপস্যা করিলেও সংসারের বাজারে কিছু পাওয়া যায় না। পাইবার আর এক পথ আছে। ভক্ত বলেন আমি ধন চাই না, মান চাই না, অন্ন চাই না, বস্ত্র চাই না, আমি হে ঈশ্বর! কেবল তোমাকে চাই। আমার সমুদায় প্রার্থনার শেষ তোমাতে। কিন্তু এ দিকে দেখ ভক্ত কিছুই চাহিলেন না, অথচ সকলি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরূপে আসিল ? ভেল্কীতে সকলি আসিয়া উপস্থিত হইল। পৃথিবীর শাস্ত্রে এ কথা সঙ্গত বোধ হয় না। হয় তো এই মন্দিরেই কেহ কেহ এমন আছেন, যাঁহারা এ কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। যে কিছু চাহিল না তাহার স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য ভাল ভাল বস্ত্র ভাল ভাল দ্রব্য জাত আসিল এ কিরূপ কথা? দেখ, যে বাজারে ভক্ত আপনি গিয়া কিছু পান নাই, ঈশ্বর স্বয়ং সেই বাজারে গেলেন। যাহারা টাকা না হইলে কিছু দেয় না, ঈশ্বর তাহাদিগকে সুমতি দিলেন। ভক্ত গৃহে ফিরিয়া আসিতে না আসিতে সকলই তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এরূপ কৌতুহল কেন হয়, ইহার কারণ জানিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই। বায়ু কোথা হইতে আইসে কোথায় যায় ইহা কেহই বলিতে পারে না। ভক্ত সমুদায় বিষয়ের লালসা পরিত্যাগ করিয়া সকলি ছাড়িয়া দিলেন। কেবল উপাসনাতে ধ্যান ধারণায় নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার নিকটে সকলি আসিল।

ভক্তিতে যখন এই রূপে সকল লাভ হয়, তখন কোন ২ ভক্তের তাহা হইতে বিষয়ের প্রতি একটু লালসা উপস্থিত হয়। যাই লালসা হইল, অমনি ভক্ত বিষয়িদিগের শ্রেণী ভুক্ত হইলেন। অমনি তাঁহার মনে চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিন হইতে তাঁহার পতনের আরম্ভ। পূর্ব্বে এক মুদ্রা দশ মুদ্রা শত মুদ্রা সহস্র মুদ্রা যাহাই কেন প্রয়োজন হউক না তজ্জন্য তাঁহার কিছুমাত্র চিন্তা হইত না। এখন একটী পয়সার জন্য চিন্তা উপস্থিত। পূর্ব্বের এক ঘণ্টার ধ্যান ধারণা এখন পাঁচ ঘণ্টা বাড়াইলেন, কোথায় পাঁচ আনা আসিবে এক আনাও আসিল না। এখন সমুদায় বিপরীত হইল। পূর্ব্বে না চাহিলে সকল আসিত, এখন চাহিলেও কিছু আইসে না। প্রচারকশ্রেণী ইহার প্রমাণ স্থল। বস্ত্র চাই, টাকা চাই, মান চাই মর্য্যাদা চাই, সকলেরই অভাব, সকলই বন্ধ হইল। সাংসারিক ভাবে বদ্ধ হইলে ভক্তের এ দিকও হয় না, ও দিকও হয় না। তখন উপাসনা করিতে বসিলে মনে আইসে কে আমার সন্তান পরিবার দেখিবে? কে সংসারের দুঃখ বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? সর্ব্বদা ধ্যান করিলে যে সকলই বিশৃঙ্খল হইবে? তখন ধ্যান করিতে বসিলে পরিবারের কথা স্মরণ পড়ে তাহাদিগের কষ্ট মনে উদয় হয়। পরিশেষে ভক্ত সম্পূর্ণরূপে সংসারের সাগরে ভাসিয়া যান।

যিনি ঈশ্বরের হাতে চির দিনের জন্য আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন, ঈশ্বর তাহাকে ধরিলেন, ঈশ্বর চুরি করিয়া তাহার সমুদায় অভাব মোচন করিলেন। ভক্তের আর কোন লালসা নাই, কেবল প্রিয়তম ঈশ্বরের পাদপদ্মের সুধা পানে তাঁহার আনন্দ। স্বয়ং ঈশ্বর সেই ভক্তের দাসত্ব স্বীকার করিলেন। সহস্র লোক চেষ্টা করিল বৈরাগীর সুখ মান মর্য্যাদা না হয়, সকলের চেষ্টা বিফল হইল, তাহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধিকে বিলোড়িত করিয়া দিল। ঈশ্বর স্বয়ং সর্ব্বদা ভক্তকে রক্ষা করেন, ভক্ত বৎসল ভক্তের যাহা কিছু প্রয়োজন সকলি আনিয়া দেন। পাষণ্ড পৃথিবী ভক্তকে দূর করিয়া দিল, অপমান করিল। ব্রহ্মের যাহারা মহিমা প্রচার করে তাহাদিগকে ভিক্ষা দিব না, তাহাদিগকে দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিব, তাহাদিগের মস্তকে যত প্রকার অভিশাপ অর্পণ করিব, পৃথিবীর এ সমুদায় প্রতিজ্ঞা কিছু কাজের হইল না। বৈরাগীকে কে কি করিতে পারে? তাঁহার মস্তক যে সেই অভয় দাতার ক্রোড়ে। যিনি অন্নদাতা, যিনি সকল বিষয়ের বিধাতা, তিনি যাহার সপক্ষ তাহার আবার ভাবনা কি?

তোমরা মনে করিও না ঈশ্বর ভক্তের সমুদায় ভার গ্রহণ করেন, আর ভক্ত সুখে নিদ্রা যান। অন্যে যাহাকে নীচ, নীচ হইতেও অতি নীচ কার্য্য মনে করে, যাহা অপরের নিকট অস্পৃশ্য, ভক্ত সে কার্য্য অতি আহ্লাদের সহিত করেন। ভক্তের নিজের কোন ইচ্ছা নাই, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করেন। তবে সংসারীরা কার্য্য করে কার্য্যালয়ে গমন করে ধন উপার্জ্জন জন্য পরিবার প্রতিপালন জন্য, তিনি সে সকল কিছু বুঝেন না, সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করেন না, তিনি কেবল সকল বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসরণ করেন। ঈশ্বর সুখ দাতা, ভক্ত সকল প্রকারের সুখ শান্তি তাঁহারই হাতে রাখিয়া দেন। দেখ বৈরাগ্যে বিজ্ঞান এবং শাস্ত্রের কেমন মিল হইল। বৈরাগী যাই বলিলেন আমি কিছু চাই না, তখনি তাঁহার সকলি মিলিল। আর যখনি বলিলেন আমি চাই, তৎক্ষণাৎ সকল বন্ধ হইল, বৈরাগীর মৃত্যু হইল, জীবন শেষ হইল, আর তিনি বৈরাগী রহিলেন না, তিনি পূর্ব্বে যে সংসারী ছিলেন, সেই সংসারী হইলেন। ব্রাহ্মগণ! তোমরা সংসারে নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার কর। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দুঃখীর মত উপস্থিত হও। বল আমি কিছু চাই না। যে চায় না, সে পায়। যত বলি চাই না, তত তিনি নিজ হাতে সকলি আনিয়া উপস্থিত করেন। সংসারের সমুদায় ভাবনা চিন্তা দূর করিয়া দিয়া সুস্থির মনে থাক; সকল কার্য্য ঈশ্বরের জন্য নির্ব্বাহ কর, দেখিবে সকল কার্য্য হইতে অমৃত বর্ষণ হইবে। ব্রাহ্মগণ। প্রচারকগণ! কিছু চিন্তা না করিয়া সকল ভার ঈশ্বরের হাতে অর্পণ কর তোমরা সুখী হইবে শান্তি পাইবে, সমুদায় জীবন কৃতার্থ হইবে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়।

সমীপেষু।

১ লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে 'উপাসনাবিহীন ব্রাহ্ম জীবন" শীর্ষক যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে আমি সে প্রস্তাবোল্লিখিত উক্তি গুলি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। নামধারী খ্রীষ্টানের ন্যায় বাস্তবিক মফঃস্বলে ও কলিকাতায় অনেক নামধারী ব্রাহ্ম আছেন। ইহাঁদের ও ইহাঁদের পরিবারের মধ্যে উপাসনা নাই, ঈশ্বরের নাম নাই, সৎপ্রসঙ্গ নাই। কেবল বিষয় প্রসঙ্গ,সাংসারিক আলাপ, পরনিন্দা ও ভোজন পরিচ্ছদের আড়ম্বর আছে। সপ্তাহান্তে একবার উপাসনা মন্দিরে ইহাঁদের অনেকের দর্শন সুদুর্লভ। কেহ কেহ

শুভক্ষণে সমাজে আগমন করিলেও উন্মীলিত নেত্রে বসিয়া ঝাড় লণ্ঠনের শোভা দর্শন করিয়াই সময় কর্ত্তন করেন। কেহ বা কুৎসিত শব্দে মন্দিরের ভিতরে থুথু ফেলিয়া ও নানা-প্রকার চপলতা প্রকাশ করিয়া অন্যের উপাসনার ব্যাঘাত জন্মান, কেহ ২ বা উপাসনার সময়ে হুড় মুড় শব্দে সম্মুখস্থ আসন হইতে উঠিয়া চম্পট দেন এবং কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া অন্য অনেক লোককে আপনার অনুগামী করেন। ব্রাহ্মদিগের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মমন্দিরের এ প্রকার অবমাননা আর সহ্য হয় না। অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদের দেবোপাসনা ও দেব-মন্দিরের প্রতি কত শ্রদ্ধা সম্মাননার ভাব দেখা যায়, এ সকল ব্রাহ্মের মনে তাহার লেশও নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহাঁরা সভ্যতার অভিমান করেন। এরূপ চপলতা প্রকাশে যে উপাসনার গাম্ভীর্য্য ও ঈশ্বরাবমাননা হয় সে কথা দূরে থাকুক, ইহা নীতি ও সভ্যতার যে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাঁহারা তাহাও একবার চিন্তা করেন না। খ্রীষ্টান চার্চ্চে শিশু বালক বালিকাগণ যেমন শান্ত ও গম্ভীর ভাবে উপসনার শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তাহা ভাবিয়া কি এই পুরুষদিগের লজ্জা হয় না!! নিমন্ত্রণ খাওয়ার সময় অনেকে অন্য ভোজনাকারীর ভোজনবসান প্রতীক্ষায় বেশ শান্তভাবে বসিয়া থাকেন। সেখানে শাসন আছে, যত স্বাধীনতা উপাসনা মন্দিরে। সকল সমাজে না হউক, মফঃ-স্বলের কোন কোন সমাজে এ বিষয়ে স্বাধীনতার চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। আত্মশাসন ও নিয়মিত দৈনিক উপাসনাদি নাই বলিয়াই অন্যের উপাসনায় মনঃসংযোগ করিতে ইহাঁ-দের প্রাণ ছট ফট করে, গাত্র কণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়। এ সকল ব্রাহ্মের সন্তান সন্ততিগণের ভাবী দুর্দ্দশা ভাবিলে হৃদয় অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উঠে। ইঁহাদের সন্তানগণ না নীতি শিক্ষা না ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেছে। ইহারা পিতা মাতার মুখে ঈশ্বরের নাম শুনিতে পায় না, তাঁহাদিগকে এক দণ্ডকাল ভক্তি নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত দেখিতে পায় না, তাঁহাদের এই নাস্তিকতার দৃষ্টান্তে শৈশব কাল হইতেই বালক বালিকাগণ, এক প্রকার কঠোর হৃদয় দুর্ব্বিনীত নাস্তিক হইয়া উঠিতেছে। হিন্দু বালক বালিকাগণ জনক জননীর দেবভক্তি দান ধর্ম্ম পূজা অর্চ্চনাদি দেখিয়া বাল্যকাল হইতে স্বভাবতঃ ভক্তি নিষ্ঠা বিনম্র ভাব শিক্ষা করে। কিন্তু উল্লিখিত ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণ পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তে এই শিক্ষা লাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সৌভাগ্যক্রমে যদি ইহাঁদের পরিবারে কোন দিন কেহ উপাসনা করেন, উপাসনা কালে পরিবারস্থ বড় ২ বালক বালিকা নিকটে বসিয়া পরস্পর গল্প করিয়া উপাসককে অপ্রস্তুত করিয়া তোলে। গলায় কাঁটি উঠিলে তোতা পাখী কি আর কৃষ্ণ কথা বলে? যতক্ষণ ছোট থাকে পড়াইলে সে পড়া শিখে। বুড় বুড় ব্রাহ্মগণ হরিনাম ছাড়িতে লাগিলেন, তাঁহাদের বালকগণ যে শ্মশ্রু গোপ ধারণ করিয়া হরিনাম করিবে তাহার আর আশা কি? এ সকল ব্রাহ্মের অনেকেই ধর্ম্মের নামে কঠোর উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করিয়া জনক জননী আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে বিষম দুঃখশেল বিদ্ধ করিয়া হিন্দু সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। ধর্ম্মভাব পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল এক্ষণ তাহা বিসর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্ম সমাজে নব নব শারীরিক সুখ বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতায় তৃপ্তি সাধনে রত হইয়াছেন ও অস্বাভাবিক রিফর্ম্মার হইয়া উঠিয়া-ছেন। উপাসনাদি আধ্যাত্মিক কাণ্ড দূরে থাকুক নিতান্ত বিষয়ী লোকের মধ্যে যেরূপ দান ধর্ম্ম দয়ার কার্য্য দেখা যায় ইহাঁদের জীবনে তাহাও দেখা দুর্লভ। পূর্ব্বে দোল দুর্গোৎসবাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে বর্ষে বর্ষে যে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইত, এইক্ষণ তৎপরিবর্ত্তে তাহা নিজের ও নিজের পরিবারের সুখ সেবনে ব্যয়িত হয়। জীবনের মধ্যে পুত্র কন্যার নামকরণ ও বিবাহাদি ২।১ টী শুভ কর্ম্ম উপ-লক্ষে ধর্ম্মার্থ দান স্থলে ২টী টাকার অঙ্ক পাত করিতে ইহাঁদের অনেকের হস্ত সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। এই ব্যাপারটা ব্যারিং পোষ্টরূপে অনেকে সারিয়া থাকেন। শুভ কর্ম্মাদি-তেও খাসি পাঁঠা প্রভৃতি পুঞ্জ পুঞ্জ নিরীহ নির্দ্দোষ জীবের কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া রাক্ষস আহারে বন্ধু বান্ধবদিগের উদর পূর্ত্তি বিধান করেন। এই সকল কার্য্যে ধর্ম্মাঙ্গ সুন্দররূপে যত নির্ব্বাহিত হউক বা না হউক, সয়তানি কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। কেহ কেহ চাঁদার পুস্তকে বড় বড় দানের অঙ্ক-পাত করিয়া, পুস্তক পত্রিকাদির গ্রাহক হইয়া অঙ্গীকৃত দানের পরিশোধের ঘরে শূন্য দানে অপূর্ব্ব দেশহিতৈষিতা সত্যনিষ্ঠা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় প্রদান করেন। ইহাঁদের ভাবে ও দৃষ্টান্তে চালিত হইয়া ইহাঁদের সহধর্ম্মিণীগণ বঙ্গ-নারীর স্বভাব সুলভ দয়া ধর্ম্ম ভক্তি নিষ্ঠা বিনয় কোমলতা বিসর্জ্জন করিয়া বসিতেছেন। যাঁহারা উপরি উক্ত শ্রেণীর ব্রাহ্ম, সামাজিক উপাসনায় ও দৈনিক উপাসনা কদাচিত করেন কি না সন্দেহ কোন কোন স্থলে তাঁহারাই নাকি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধির পদে বরিত হইতে চলিতেছেন। ব্যথিত অন্তরে এই পত্র খানা লিখিলাম, কোন ভ্রাতা মনে মনে ক্লেশ পাইলে ক্ষমা করিবেন। স্ব স্ব জীবনের গুরুতর দায়িত্ব স্মরণ করুন, সৎকর্ম্মশীল ও উপাসনাশীল জীবন লাভ করিয়া দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হউন; সদ্দৃ-ষ্টান্তে স্ব স্ব দেশের ও পরিবারে মঙ্গল সাধন করুন।

মফঃস্বলস্থ একজন
দুঃখী ব্রাহ্ম।

সংবাদ।

গত ১২ ই কার্ত্তিক রবিবার লাহোর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎ-সরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত অঘোর-নাথ গুপ্ত মহাশয় যে সময় উপাসনা করিতেছিলেন তখন বি-খ্যাত পণ্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তিন চারি শত লোক সঙ্গে মন্দিরে উপস্থিত হন। উপাসনান্তে স্বামীজী আমাদের বন্ধুর সহিত কোলাকোলি করেন। তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল, মুখ প্রসন্ন। ইহাঁর সমাগমে উৎসব ক্ষেত্র আর্য্য ঋষিদের নৈমি-ষারণ্যের ধর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় শ্রীধারণ করিয়াছিল। পাঞ্জাবী ভ্রাতাগণের ব্রহ্মোৎসবে অতিশয় উৎসাহ। প্রাচীন আর্য্যভূমি পাঞ্জাবে পুনরায় চিন্ময় সৎস্বরূপ ব্রহ্মের নামে এরূপ মহোৎসব প্রাচীনকালের বহুবিধ ভাবযোগ আনয়ন করে।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, বোম্বাই হইতে পুনা এবং তথা হইতে আহমদাবাদে গমন করিয়াছেন। ও দেশের মধ্যে এই দুইটী স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশাজনক উন্নতি নয়নগোচর হয়। শেষোক্ত স্থানে একটী সুন্দর ও প্রশস্ত উপাসনা মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। প্রতাপ বাবু আহমদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বোম্বাই নগরে আরও কিছু দিন থাকিবেন।

গত দশহারার বন্ধের সময় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় কতিপয় ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত কিশো-রগঞ্জ উপস্থিত হইয়া তথায় একটী নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তথায় কয়েক দিন উপাসনা ও নগর কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৮ ই কার্ত্তিক শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

OPINIONS OF SEVERAL RESPECTABLE GENTLEMEN OF CALCUTTA.

I would be glad to encourage this undertaking in any way that I can.

EDWARD. R. CALCUTTA,
(*The Lord Bishop of Calcutta.*)

A noble undertaking, well worthy of the patronage of the *Savants* of our country and of its nobility and gentry.

O. C. DUTT, (*J. P.* and *Presidency Magistrate.*)

KALI CHURN BANURJI, (M.A., B.L.,
Pleader, High Court and *Professor, F. C. Institution.*)

KESHUB CHUNDER SEN.

(REV.) K. S. MACDONALD, (M.A.,
Principal, F. C. Institution.)

(REV.) WILLIAM HASTIE, (M.A., B.D.,
Principal, General Assembly's Institution.)

WILLIAM RIACH,
(*Editor, Statesman* and *Friend of India.*)

H. COLLIE, (*Head Assistant,*
Director of Public Instruction.)

SREE NATH DASS, (*Pleader, High Court.*)

NARENDRA NATH SEN, (*Editor, Indian Mirror.*)

I should like to see the Hindu Medical Works published. I think the Asiatic Society might do something in that line.

CHARLES H. TAWNEY, (M.A.,
Principal, Presidency College.)

I agree with Mr. Tawney.

(REV.) K. M. BANERJEA, (L.L.D.)

So do I.

M. M. GHOSE, (*Barrister-at-Law.*)

I concur with Mr. Tawney.

M. C. NAYARATNA, (*Principal, Sanskrit College.*)

I also concur, provided there be sufficient security for good editing. The Susruta has been already once published. There is some probability of the Asiatic Society publishing the *Charaka.*

(Rev.) A. F. R. HOERNLE,
(*Principal, Cathedral Mission College.*)

I wish this work every success. There are doubtless many passages which would prove not only of interest but of use to those of us who work in the ways of the West.

T. E. CHARLES, M.D.

I entirely endorse Dr. Charles' opinion and wish the undertaking every success.

M. M. BOSE. M.D.

It would be an excellent thing to have the medical works of *Charaka* and *Susruta*, translated into good English but the task demands great scholarship.

D. B. SMITH, M.D., (*Principal, Medical College.*)

The undertaking, if well carried out, would, I think be attended by most useful results.

J. W. FURRELL, (*Editor, Englishman.*)

I think the publication of Medical works w

A. M. BOSE, (M.A., *Barriste*

C. C. DUTT, (B.A., B.L., *Barris*

I wish the undertaking every success. I ha dence in the earnestness of Babu Tarinee Prosad Ne but I must be permitted to remark that the undertaking, in order to be successful, must be prosecuted with steady energy.

SURENDRA NATH BANERJEA.
(*Professor, Metropolitan College* and *Editor, Bengalee.*)

I cannot sufficiently praise Babu Tarini Prosad Neogi for this noble undertaking. I wish him every success.

GRIJA BHUSON MUKERJEA, (M.A. B.L.,
Pleader, High Court, and *of the Nababibhakore*

The *Susruta* has already passed through three editions one edited for the Asiatic Society, one by Bhuban Mohan Bysak, and another by, I think, Tara Nath Tarkavachespati. Portions of the *Charaka* have been printed several times, and one edition is now in the hands of the renowned Gangadhar Kabiraj of Moorshedabad. Dhanwantari's Nirghanta is apocryphal and not of much use in any respect. Bhuban Mohan Bysak has an edition in hand of *Bahbhata*. Mss of *Atrai, Harita*, and *Kanada*, are exceedingly rare, some say the works are totally lost. If they can be found and printed successfully they would be very useful.

(DR.) RAJENDRA LALA MITRA.
(BAHADUR, D.L., C.I.E.)

It appears from Dr. Rajendralala's remarks that Editions of the *Atrai, Harita*, and *Kanada*, would be valuable, though the Mss are very rare, if in existence. I should be glad to support the publication of these works. Of the rest, good editions appear to be in existence, or forthcoming.

A. W. CROFT, (M.A., *Director, Public Instruction, Bengal.*)

I concur in the above remark.

NOBAGOPAL MITRA, (*Editor, National Paper.*)

The undertaking is really praiseworthy, and deserves public sympathy and support. We wish the projector every success.

HEMANTA KUMAR GHOSE.
(*of the Amrita Bazar Patrika.*)

This is an undertaking which deserves every encouragement from our countrymen.

BHUBAN MOHAN DAS. (*Editor, Brahmo Public Opinion.*)
M. L. MUKERJI (B.L., *Pleader, High Court.*)

The project is a very good one, and deserves every encouragement.

B. N. SEN.

It would be a real boon to the country if the undertaking be successful, and I have no doubt that the projector would receive due support from all sections of the Indian community.

R. C. MITRA, (*Judge, High Court.*)

Prospectus.

कालापकर्षान्नृपविप्लवाद्वा, निसर्गतो वावनतिङ्गतस्य ।
समुद्धृतौ भारतरत्नराशेः, सतां विधेयः सततं प्रयत्नः ॥

IT is an established fact that the ancient Aryans of India were by no means inferior to any other nation in the world in respect of literature, science, and art. The various ancient works still extant bear ample testimony to the comprehensiveness of the intellectual powers of our forefathers and entitle them to the admiration of the antiquarian. It is much to be regretted, however, that the influx of foreign literature is gradually consigning our most valuable works to oblivion. It is, therefore, the duty of all lovers of ancient Aryan literature to rescue these noble relics of India's departed glory from the untimely death to which they seem to be doomed. With this object in view, we intend to recover, as far as possible, and publish the various Sanskrit works which are fast becoming obsolete. Though we are conscious of the magnitude of the task we have undertaken, we do not despair of success, but hope under the patronage of our nobility and gentry to accomplish it to our satisfaction. We therefore solicit their aid in this undertaking and earnestly hope it will be accorded to us with a liberal hand. We intend in the present instance to issue in monthly parts the various works comprising the "Ayurveda" (viz., "Charak," "Atrai," "Susruta." "Dhanvantari," "Bahvaata," "Kanada," "Harita" &c.), with annotations and a good Bengali translation. For the convenience of Sanskrit scholars, both in Europe and in India, the text and the notes will be printed in Sanskrit type, while the Bengali translation will appear in Bengali type. We have secured the co-operation of eminent Kabirajes, who will spare no pains to ensure success to our undertaking.

RATES OF SUBSCRIPTION.

[TOWN.]

Annual subscription	...	...	...	...	Rs. 6	4	0
Half-yearly „	...	...	...	...	„ 3	10	0

[MOFUSSIL.]

Annual subscription, including postage	...	...	Rs. 6	10	0
Half-yearly „ „	...	...	„ 3	13	0

As soon as five hundred subscribers are secured, the series will commence. The Editor of the "Indian Mirror" has kindly consented to receive all remittances for the present. All communications to be addressed to the undersigned, care of the Editor, "Indian Mirror."

CALCUTTA,
2, British Indian Street.
FEB. 3, 1880.

TARINI PRASAD [illegible]I.

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ।
২২ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহারণ, শুক্রবার, ১৭৯৯ শক।

বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফঃস্বলে ঐ ৩।০

স্তোত্র।

হে দেব, হে জ্বলন্ত জ্যোতিঃ গম্ভীর পুরুষ! তোমার অনন্ত অতুল ঐশ্বর্য্য, প্রচণ্ড পরাক্রম, অত্যাশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল এবং মনোহর পালনী ব্যবস্থা অবলোকন করিয়া আমি বিনম্র ভাবে তোমাকে প্রণাম করি। তুমি ক্ষেত্রের হরিদ্বর্ণ তৃণ কণাকে সুখসেব্য শস্য মুঞ্জরিতে এরূপ সুশোভিত করিয়াছ, পুষ্প ফল বৃক্ষ লতার মধ্যে এত সুন্দর কারুকার্য্য সকল প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছ যে তাহা দেখিলে প্রীতি ও বিস্ময় রসে হৃদয় প্লাবিত হয়। মনুষ্য যাহাকে সামান্য মনে করিয়া পদতলে দলিত করে, যাহা নিতান্ত পুরাতনের ন্যায় প্রতীতি হয়, সেই এক মুষ্টি মৃত্তিকাও সুবর্ণ অপেক্ষা অল্প মূল্যবান্ নহে। অতি কদর্য্য পদার্থও নানা রস ও বিবিত্র গুণের আধার হইয়া রহিয়াছে। হে পরমোপকারী বন্ধো! তোমার রচিত কোন বস্তুই হেয় বা পরিত্যক্ত নহে। গুণের ঈশ্বর তুমি, যাহা কিছু করিয়াছ তাহার মধ্যে তোমার অপার জ্ঞান কৌশল, মঙ্গলাভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে। ইচ্ছা হয় দিব্যচক্ষে, মোহবিমুক্ত নির্ম্মল চক্ষে তোমার রচনার মধ্যে তোমাকে সর্ব্বত্র দেখি আর বার বার অভিবাদন করি। হে অনন্ত গুণাকর মহাজ্ঞানী পরম দেবতা! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত হৃদয়ে তোমার পবিত্র চরণ চুম্বন করি।

প্রার্থনা।

হে পরম বস্তু, নিত্যধন, সারাৎসার পরমেশ্বর! মানব জীবনে যত প্রকার সুখজনক উল্লাসকর অবস্থা আছে, এবং পৃথিবীতে যত কিছু মনোহর বিলাস সামগ্রী ও প্রিয় বস্তু নয়নগোচর হয় এ সমুদায়ই আপাতরম্য, কিন্তু পরিণাম ক্লেশ দায়ক; ইহাদিগের বিচ্ছেদ অবশ্যাম্ভাবী এবং তাহাতে চিত্তের বিকার জন্মে; কেবল তুমিই এক মাত্র সার পদার্থ। তোমা ব্যতীত মোহ এবং আসক্তি যাহাতে একবার সম্বদ্ধ হইয়াছে তাহার বিষময় ফল এক দিন ভোগ করিতেই হয়। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, বিষয় বিষে পুনঃ পুনঃ জর্জ্জরিত হইয়াও আমি তোমাতে জীবনের সমগ্র স্বার্থ অনুরাগ আসক্তি আনুগত্য নিবদ্ধ করিতে পারিতেছিনা। কত অসার চিন্তা, বৃথা কল্পনা, অনিত্য কার্য্যে জীবন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। কেন আমি অন্য দিকে বার বার মনোনিবেশ করি, বৃথা কথা কহিয়া এবং অসার বাক্য রাশি শ্রবণ করিয়া আমার কি ফল হইবে, ইহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। যত ক্ষণ অন্য আলাপ করিব, অসার বিষয় ভাবিব, অনিত্য কার্য্যে ভুলিয়া

সময় কাটাইব, তত ক্ষণ তোমার পবিত্র নাম জপ করিলে যে আমার সদ্গতি হয়, তোমার মধুর লীলা ও পুণ্যতত্ত্ব চিন্তা করিলে যে আমার পুণ্য হয়। দয়াময়, আশীর্ব্বাদ কর, তোমাকে দরিদ্রের ধনের ন্যায় যেন ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ মনন দর্শন ও চিন্তা করি। তুমি সর্ব্বোত্তম সার, তোমাতেই আমার প্রাণ যদি সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে তাহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না, হইলেও আমি তদ্দ্বারা কখন প্রবঞ্চিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। তোমাতেই আমার সকল স্বার্থ, তুমি আমার অন্তরে দিবানিশি বিহার কর।

সামাজিক উপাসনা।

কথিত আছে, যখন অবিশ্বাসী সংশয়িগণ ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসকে বলিল, "এত উচ্চ রবে হরিনাম কর কেন? হরি কি বধির? উচ্চরবে না ডাকিলে কি তিনি শুনিতে পান না?" তখন তিনি তাহাদিগকে এই উত্তর দিলেন, "কোন সুমিষ্ট সুস্বাদু বস্তুর আস্বাদ পাইলে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়, অন্যেও উহার আস্বাদ পায়। সংসারে জীবগণ সর্ব্বদা মোহপাশে বদ্ধ, তাহারা ভুলিয়াও একবার মধুর হরিনাম করে না। যাঁহারা প্রভুর নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি এই সকল জীবের প্রতি করুণা করিয়া উচ্চরবে সেই নাম গ্রহণ না করেন, তবে তাহাদিগের পরিত্রাণ কি প্রকারে হইবে? কারণ হরিনাম উচ্চরবে ধ্বনিত হইয়া যত দূর যায় তত দূর মধ্যে যত কিছু পদার্থ আছে, সকলি পবিত্র হইয়া যায়। বিষয়বদ্ধ জীবের কর্ণে যদি এই প্রকারে হরিনাম প্রবেশ না করে, তবে তাহাদিগের উপায় কি হইবে? এই জন্য শাস্ত্রেও লিখিত আছে "উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ" উচ্চরবে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে শত গুণ ফল লাভ হয়।"

ভক্তশ্রেষ্ঠ যবন হরিদাস সংশয়ীদিগকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইতেছি একালে এক জন বিশ্বাসী সাধক আমাদিগকেও সেই উত্তর দিতে পারেন। একটু বিবেচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, সামাজিক উপাসনার গুরু কর্ত্তব্যতা মহাত্মা হরিদাসের কথার মধ্যে অতি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। তিনি সংশয়ীদিগকে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, উহা অতি প্রগাঢ় যুক্তি। তিনি এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ স্বার্থপরতার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তৎপরে অন্যের পরিত্রাণের জন্য করুণা প্রদর্শন সাধকের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধক হইয়া ভক্ত হইয়া কে এ দুই বিষয়ের প্রতিবাদ করিতে পারে? সুমিষ্ট আস্বাদ যে আপনি পাইয়া আপনি পরিতৃপ্ত থাকে, অন্যকে বিতরণ করিতে ব্যাকুল হয় না, হয় সে ঘোর স্বার্থপর, নয় সে তেমন আস্বাদ পায় নাই, যেরূপ আস্বাদ পাইলে অন্যকে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। ঈশ্বর স্বীয় সহবাসের মধুরতা অনুভব করিতে দিয়া প্রত্যেক সাধককে প্রত্যেক ভক্তকে একটি গুরুতর দায়ে দায়ী করেন। যে সকল লোক তাঁহাকে ভুলিয়া আছে, ভ্রমেও যাহারা তাঁহার নাম গ্রহণ করে না, তাহাদিগের চৈতন্যসম্পাদন জন্য সাধক ভক্তেরা তাঁহার নিকটে দায়ী। তাঁহারা যে স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করেন, ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করেন, সদুপদেশ সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন, সে স্থান অতি পবিত্র, সে স্থানে যে আইসে সে পবিত্র হইয়া যায়, অনেক তাপিত হৃদয় সেখানে শীতল হয়, অনেক পাপীর পাপ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, অনেকে সেই স্থান হইতে নূতন জীবন আরম্ভ করিতে শিক্ষা করে। সাধকদিগের পক্ষে এই জন্য এমন একটী স্থান এমন একটী গৃহ সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত, যেখানে আসিয়া পাপীর পাপ নিবৃত্ত হইবে, অশান্ত হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষিত হইবে। সাধক ভক্তগণ সম্বন্ধে এটী একটী গুরুতর কর্ত্তব্য, অপরের প্রতি অনুগ্রহ নয়। এ কর্ত্তব্যের ত্রুটিতে তাঁহাদিগকে গুরু অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা সামাজিক উপাসনায় উপেক্ষা করেন, তাঁহারা যে আপনাদিগকে কত বড় গুরু অপরাধে অপরাধী করেন, তাহা তাঁহারা একবারও গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখেন না। সকল পাপের উৎপত্তি কোথা হইতে? অবিশ্বাস নাস্তিকতা হইতে? যদি কেহ ঈশ্বরের সত্তাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস করে, সর্ব্বদা তাঁহাকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করে, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান দৃষ্টির অভ্যন্তরে পড়িয়া আছে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে, তবে কি আর তাহার পাপে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে? পাপী যদি ঈশ্বরের অতুল প্রেম অনুভব করে, তবে কি আর তাহার হৃদয় কখন কঠোর থাকিতে পারে? কঠোর নিষ্ঠুর ভাব হইতে যে সকল পাপের উদ্ভব তাহা কি এই কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করে না? ঈশ্বরের পুণ্যের সৌন্দর্য্য যদি একবার নয়ন মনকে হরণ করে, তবে আর পাপীর পাপ অপবিত্রতা থাকিতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, এবং সেই বিশ্বাস জন্য অতুল সুখ শান্তি পবিত্রতা অনুভব করেন, তাঁহারা অন্যের পাপ দুঃখ অশান্তি দেখিয়া কি প্রকারে নিস্তব্ধ থাকিবেন? তাঁহারা যে স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করেন, সে স্থান কেমন পবিত্র, তাঁহাদিগের জীবনের উপরে উহা কি প্রকার আশ্চর্য্যভাবে কার্য্য করে, এমন কি কোন কালে তাঁহাদিগের বর্ত্তমান জীবন লাভ করিবার সম্ভাবনা ছিল না, যদি তাঁহারা সেরূপ স্থানের প্রভাব আপনারা না পাইতেন। এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া কি তাঁহারা সেই স্থানকে অপরের জন্য প্রমুক্ত রাখিতে উদাসীন থাকিতে পারেন? তাঁহাদিগের সেই স্থানের প্রতি অনুরাগ ভক্তি না থাকিলে অন্যের তদ্দারা কি প্রকারে চিত্তাকর্ষণ হইবে? তাঁহারা নিজে উদাসীন হইলে, অন্যকেও তৎপ্রতি উদাসীন করিয়া তুলিবেন। এইরূপে অপরকে উদাসীন করিয়া শুদ্ধ তাঁহারা তাহাদিগকে বর্ত্তমান পাপের হাত হইতে বিমুক্তি লাভ করিবার উপায় হইতে বঞ্চিত করিবেন তাহা নহে, তাহাদিগের বংশ পরম্পরা পাপ হইতে পাপে নিঃক্ষিপ্ত হইবার সহায় হইবেন। এ অপরাধ যদি গুরুতর অপরাধ না হয়, তবে কোন পাপই পাপ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

আমরা সকলে সাধক ঈশ্বরোপাসক বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমরা যদি এখন সামাজিক উপাসনায় উপেক্ষা করি, আমরা অন্যের মুক্তির পথ রুদ্ধ করিব। যেমন আমরা এক দিকে অন্যের মুক্তির পথ রুদ্ধ করিব, তেমনি অপর দিকে আমাদিগেরও মুক্তি তৎসঙ্গে সঙ্গে পথ রুদ্ধ হইল। যে স্থানে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন হয়, ঈশ্বর লইয়া প্রসঙ্গ হয় সে স্থানের প্রতি আমাদের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবিহীনতা ভিন্ন আর কি বুঝায়? ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তনস্থানে আসিয়া যোগ দিয়া প্রভুর গুণ কীর্ত্তন করা, নিজের হৃদয়কে বিশুদ্ধ উন্নত ও সুখী করা এক দিকে যেমন গুরু কর্ত্তব্য, তেমনি অন্যের প্রতি করুণার্দ্র হইয়া যাহাতে তাহারা ঈশ্বর গুণকীর্ত্তনস্থানে আকৃষ্ট হইয়া আইসে, ইহা করাও আমাদিগের তেমনি কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্যে ত্রুটি এবং গুরু পাপে পাপী হওয়া দুই সমান। সমান কেন, অন্য সমুদায় পাপ হইতে এ পাপ গুরুতর, কেননা এই কর্ত্তব্যে অবহেলাই সমুদায় পাপের মূল এবং এই কর্ত্তব্য পালন হইতে সমুদায় পাপ-বীজ বিনষ্ট হয়।

সহজ জ্ঞান এবং কঠিন বিজ্ঞান।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গভীর আধ্যাত্মিক যোগের কথা সকল সচরাচর সাধনহীন অতত্ত্বদর্শীদিগের সংশয়ান্ধকারাবৃত চিত্তকে হঠাৎ ভেদ করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা এ সকল গূঢ় তত্ত্ব জ্ঞানকে কল্পনাপ্রসূত ভ্রান্তিসঙ্কুল মনে করিয়া উপহাস করে। সহসা তাহারা যে বিষয়ের মর্ম্মাবধারণ করিতে সক্ষম হয় না, অসার জ্ঞানা-

ভিমান বশতঃ তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হয়, এবং তাহা অন্ধবিশ্বাসী ব্যক্তির অজ্ঞানজনিত কুসংস্কার-মূলক বিশ্বাস বলিয়া আপনাকে আপনি সন্তুষ্ট করে। এই জন্য সহজ জ্ঞানলব্ধ ঈশ্বরতত্ত্ব দিবালোকের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিয়াও বিচার-প্রিয় পণ্ডিতাভিমানী বৌদ্ধ ব্যক্তিদিগের নিকট তাহা চিরদিন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অদৃশ্য চেতন পদার্থের প্রত্যক্ষানুভূতি, ধারণা, এবং তাহার প্রতি চিত্তের প্রগাঢ় অভিনিবেশ এবং তাহাকে স্পর্শ-নীয় বোধে আলিঙ্গন ও সম্ভোগ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-বোধসর্ব্বস্ব অনাত্মবাদীর নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ সহজজ্ঞান অত্যন্ত কঠিন, কঠিন বিজ্ঞান অপেক্ষাও ইহা কঠিনতর। ধর্ম্ম-বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিরা মনে করেন, যুক্তি তর্ক বিচার দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, বুদ্ধি কৌশলের সাহায্যে এবং ধর্ম্মের ঐতিহাসিক উন্নতির সোপান পরম্পরা সমালোচনায় যে সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় তাহাই ধর্ম্মজ্ঞানের চরমাবস্থা। সহজ বিশ্বাসের কবিত্ব রসসিক্ত অমৃতময় বচন, ভক্তিভাব-ব্যঞ্জক পরীক্ষিত ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রেমরসপূর্ণ হৃদয় প্রফুল্লকর মধুর ব্রহ্মলীলা তাঁহাদের উপহাসের বিষয়। এই জন্য ধর্ম্মজ্ঞানীরা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে চিরদিন বহু দূরে অবস্থিতি করিয়া অসার তর্ক কোলাহলে সাধু ভক্তগণের কর্ণ-পীড়া উৎপাদন করেন। তাঁহারা অসার তত্ত্ব-দর্শী হইয়া সার তত্ত্বের আস্বাদন প্রাপ্ত হন না। বিশ্বাস যে ভোজবাজির ন্যায় আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল সম্পাদন করে, অবিশ্বাসী সংশয়াত্মা তাহা কিরূপে বুঝিবে? বায়ুসাগরে সদাকাল নিমগ্ন থাকিয়া যদি তাহার অস্তিত্ব সংস্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বন করা যায়, তাহা কি নিতান্ত বিকৃতাবস্থা নহে? মনুষ্য আপন জীবনের অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী না হইল, তবে আর কে তাহাকে যুক্তি বিচারের সাহায্যে তত্ত্বরস পান করাইবে? হস্তস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যেমন বাতুলতা, মোহান্ধ জ্ঞানগর্ব্বিত মানবের পক্ষে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জীবন্ত সর্ব্বগত অস্তিত্ব বিচার করা তেমনি অসঙ্গত চর্চ্চা। যাহা প্রথম সত্য, আদি সত্য, সর্ব্বশাস্ত্রের পত্তন ভূমি; বিস্তীর্ণ বিজ্ঞানের কুটিল সুদীর্ঘ বক্র পথ পরিভ্রমণ করিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া নিতান্তই মূর্খতা বোধ হয়। সরলচিত্ত অবিকৃত হৃদয় ভক্ত বিশ্বাসের ভিতর দিয়া বিজ্ঞানের রাজ্যে উপনীত হন, এবং সেখানে তিনি তাঁহার বিজ্ঞানময় পুরুষ ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা সন্দর্শন করত সর্ব্বত্রে সুসামঞ্জস্য অবলোকন করেন; তাঁহার নিকট কিছুই অন্ধকার অনিশ্চিত বোধ হয় না, দিব্যজ্ঞানালোক তাঁহাকে জ্ঞান রাজ্যের অপূর্ব্ব শোভা কৌশল সকল প্রদর্শন করিয়া স্বর্গ লোকে লইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগ পরিদর্শন করিয়া উদ্দেশ্য বস্তুর নিকট উপস্থিত হইতে চান তাঁহারা নিশাগ্রস্ত পথিকের ন্যায় চিরকাল বিপথে ভ্রমণ করেন, কখন আলোকের রাজ্যে পৌঁছিতে পারেন না। যে হাতের বস্তু উপেক্ষা করিয়া বহু দূরে চলিয়া গেল, মূল ত্যাগ করিয়া শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিতে লাগিল, অনন্ত দেবের অনন্ত জ্ঞান কৌশলের অসংখ্য তত্ত্ব প্রণালীর ভিতরে প্রবেশ করিল, কে আর তাহাকে বুঝাইবে? এই আত্মপ্রতারক বুদ্ধির প্ররোচনায় পতিত হইয়া যাহারা ধর্ম্মবিজ্ঞানের পক্ষপাতী হয়, শাস্ত্রী হইয়া নানা শাস্ত্র অন্বেষণ করে, পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানিরা কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া কি রূপ প্রণালীতে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন কেবল তাহাই কণ্ঠস্থ করিয়া বেড়ায়, কোন্ দেশে কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক কি কি মত প্রচারিত হইয়াছে তাহাই গণনা করে, তাহারা প্রকৃত বস্তুর সন্নিধানে কখনই উপনীত হইতে পারে না। শেষে উপায় তাহাদের উদ্দেশ্য হইয়া ঈশ্বরের স্থান অধিকার করে। জ্ঞানের এক প্রকার মোহ আছে সেই মোহ তাহাদিগকে কেশে ধরিয়া এক পথ হইতে অন্য পথে লইয়া যায়। যাহারা সাধন

তত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞান উপার্জ্জন করে তাহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। তাহারা অগ্রে বিশ্বাস-লব্ধ পরম বস্তু হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দেখিবার জন্য বহির্গত হয়। এই জন্য সহজ বিশ্বাসী যে মহা জ্ঞানরত্ন সরল অনুরাগে লাভ করে, জ্ঞানী সহস্র বৎসরের পরিশ্রমে তাহা পাইবে না। যদি বিনা আয়াসে সহজ বোধ শক্তিতে বলিতে পার "এই আমার ঈশ্বর" তবেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, নতুবা অকূল পাঁথারে পড়িয়া ভাসিতে হইবে। সংশয়াত্মা জ্ঞানী এ সুখে বঞ্চিত, তিনি আপনাকে ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ মনে করিতে পারেন না, চির কাল কেবল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান। আপনার মধ্যে যাহারা ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইল তাহারা দূরে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া কি করিবে ? এক তত্ত্ব মীমাংসা না হইতে হইতে সে শত শত তত্ত্বের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে। মূল বস্তু, সার পদার্থ ঈশ্বর সহজ জ্ঞানে যদি প্রতিভাত হইলেন তবে হইলেন. না হইলে মুণ্ডপাত করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না। অতএব চক্ষের সম্মুখে, প্রাণের অব্যবহিত অন্তরালে যে চিৎশক্তি সারথির ন্যায় অবস্থিতি করিয়া জীবন রথকে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আর আর যাহা কিছু জ্ঞান আছে তাহা প্রকাশিত হইবে।

ধর্ম্মহীন সামাজিকতা।

সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় কতকগুলি অথবা অধিকাংশ সভ্য সামাজিক নিয়মের অধীন হইয়া আপনাদিগকে তত্তৎ সম্প্রদায়ের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রকাশ করেন। উপাসনাদি ধর্ম্ম নিয়ম পালন করা, ভজনালয়ে যাওয়া যদি কখন ঘটে, তাহাও কেবল সামাজিক নিয়মের অনুরোধে ঘটিয়া থাকে। তাহাও আবার নিয়মিতরূপে নহে, যেখানে না করিলে নয়, সভ্যতা রক্ষার জন্য কিম্বা অন্য কোন প্রয়োজন সাধনের জন্য কখন কখন তাঁহারা উপসনাতে যোগদান করেন, কিম্বা উপসনা শেষ হওয়ার কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের ধর্ম্মভাবের উন্নতি সাধনস্পৃহা নাই বলিলেই হয়। যদি একাকী সপরিবারে থাকিলে কোন কার্য্যের ব্যাঘাত না ঘটিত, তাহা হইলে ইহাঁরা সম্প্রদায় বিশেষের সীমার মধ্যে বদ্ধভাবে, কোন একটী বিশেষ সংজ্ঞা ধারণ করিয়া থাকিতেন কি না সন্দেহ। সমাজ না হইলে চলেনা, নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না, এ জন্যই হউক, কিম্বা স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্সা বশতঃই হউক, কতকগুলি নর নারীবিশিষ্ট সমাজ চাই। এরূপ প্রকৃতির লোকদিগকে ধর্ম্মের অধীনে আনা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। বলা বাহুল্য যে এপ্রকার লোকের মধ্যেই নাস্তিক অবিশ্বাসী সংশয়ী, উদাসীন, প্রার্থনা ও ভক্তি-বিরোধী, স্বাধীনচিন্তাশীল, ধর্ম্মদ্বেষী সামাজিক জীবগণ অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদিগকে উপাসনা প্রার্থনা করিতে বলা, ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করা সঙ্কটের ব্যাপার। যদি বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁহারা মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলেন তাহা হইলে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নামের মধ্যে আর তাঁহাদের স্থান হয় না। বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নির্ব্বাচন করিতে হইলে আবার সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নূতন প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রথমতঃ এ প্রকার সামাজিক জীব দেখা যায় না, যাহারা তাহাতে যোগ দান করে তাহারা ধর্ম্মের জন্য, পরিত্রাণের জন্যই আসিয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে খ্রিষ্টীয়ান বৈষ্টব নানক সম্প্রদায়ে প্রথমাবস্থায় কেবল ব্যাকুলাত্মা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিরা আসিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময় সামাজিকতা প্রধান সময়, ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিতে না করিতে উহা ধর্ম্মহীন সামাজিকতার আলয় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহারা

কেবল সমাজের অনুরোধে এখানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং সেইরূপ ইচ্ছাও করেন। মত সম্বন্ধে তাঁহারা অবিশ্বাসের অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, ধর্ম্ম ভাবের উৎকর্ষ সাধন আর তাঁহাদের মনেও নাই। যাঁহারা আবার কিছু অধিক প্রখরবুদ্ধি তাঁহারা ধর্ম্মের সিংহাসনে অসার সভ্যতাকে উপবেশন করাইয়া তাহারই সেবায় নিযুক্ত আছেন। এপ্রকার লোকের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় সন্দে নাই। বৃহৎ সম্প্রদায় হইলে কোন রূপে লুকাইয়া থাকা যায়, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে হইা চলেনা, ধরা পড়িতে হয়, হয়তো তজ্জন্য মিথ্যা কপটাচরণও করিতে হয়। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় ভাব দূরে থাকুক, সাধারণ ধর্ম্মভাব পাইয়া অন্তরাত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। দিনান্তে সংক্ষেপে একবার নির্জ্জনে উপাসনা, সপ্তাহান্তে একবার ঘণ্টা দুই ঘণ্টার জন্য সামাজিক উপাসনা যদি তাঁহারা করেন নিশ্চয় তাঁহাদের জীবন সুখকর হয়। সংসাররূপা সভ্যতার সুখ বিলাস তাঁহারা উপভোগ করুন, কিন্তু তৎসঙ্গে উচ্চতর স্বর্গীয় শান্তি আনন্দ ভোগ করিয়া কৃতার্থ হউন। কেবল সংসার আর সমাজে কি হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়? ব্রাহ্ম হইয়া ব্রহ্মোপাসনা যদি তাঁহারা না করিলেন তবে যে সকলই বৃথা হইল। এ বিষয়ে তাঁহারা চিন্তা করেন, আলোচনা করেন এই আমাদের প্রার্থনা।

আর্য্যধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ও তৎসমালোচন।

ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক বস্তু। কেন না সকল দেশে, সকল কালে ও সকল জাতিতেই ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে কি না দেশ কাল পাত্র ভেদে মানব প্রকৃতির ভিন্নতা বশতঃ তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে। আদি কালে একরূপ, মধ্য কালে অন্যরূপ, আবার এখন অন্যরূপ। ফলতঃ যাহা লইয়া ধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক বলা হইল তাহা একরূপ। তাহাই ধর্ম্মের মূল ভাব, তাহাই ধর্ম্মের প্রাণ, তাহাই ধর্ম্মের সার, তাহারই সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ-বন্ধন করা ঈশ্বরাভিপ্রেত। যিনি তাহার সহিত আপন হৃদয়ের গ্রন্থিবন্ধন না করিলেন, তিনিই সেই করুণাময়ের প্রদত্ত করুণা দূরে নিক্ষেপ করিয়া অধোগামী হইতে চলিলেন, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

ঋষিদিগের সময়ে কোনোরূপ পরিচ্ছদ বিশেষে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব আবৃত ছিল কিনা? ইহাই প্রকট করিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা। প্রস্তাবটী সুদীর্ঘ হইবে, কিন্তু পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে ইহা সুখে সমাপ্ত করা যাইতে পারিবে।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও প্রায়শ্চিত্ত।

দেখা যায়, ঋষিদিগের সময়ে উল্লিখিত তিনটির প্রতিই লোকের তুল্য রূপে দৃষ্টি ছিল। ঋষিরা যেমন কিসে ধর্ম্ম হয়?—ধর্ম্মের স্বরূপ কি?—শক্তি কি?—ফলই বা কি?—ইত্যাদি বহুবিধ ধর্ম্ম বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকিতেন; সেইরূপ পাপ কি?—পাপ মনুষ্য জীবনকে কিরূপ করিয়া তুলে?—পাপের স্বভাব কি?—কি করিলে পাপ আসিয়া আশ্রয় করে?—এবং পাপ স্পর্শ হইলে তাহা পরিহার হয় কিসে?—এসকল বিষয়েরও অনুসন্ধান করিতেন।

জৈমিনি ঋষি তাঁহার ধর্ম্ম মীমাংসা গ্রন্থে কেবল ধর্ম্মেরই লক্ষণ লিখিয়াছেন, অধর্ম্মের লক্ষণ কি? তাহা বিশেষ করিয়া লেখেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জীব ধর্ম্মকে চিনিলে অধর্ম্ম কি? তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে। যাহা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম। এই উপদেশ কেবল ধর্ম্মকে চিনিবার জন্য; কিন্তু অনুষ্ঠান ঘটিত উপদেশ সকল উভয় পক্ষেই তুল্য রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যদিও ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে পাপের পরিচয় ও তাহার নিবারণোপায়

বিজ্ঞাত হইবার সম্ভব, তথাপি তদুভয়ের আচরণ পক্ষে যেমন ধর্ম্মাচরণ তেমনি অধর্ম্ম বর্জন দুই-য়ের প্রতিই তুল্য দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। পাপের পরিচয় ও তাহার নিরাকরণোপায় উত্তম রূপ জানা না থাকিলে ধর্ম্মজ্ঞানটি একাক্ষ (এক চোকো) হইয়া থাকে। একাক্ষ-ধর্ম্ম জীবের মঙ্গলানয়ন করিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ঋষিরা যে এই রূপ চিন্তা করিয়াছিলন, তাহা তাঁহাদের বচন দেখিলেই প্রতীত হয়। মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন,

"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম,
নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু
নরঃ পতন মৃচ্ছতি॥"

বিহিত কর্ম্ম না করা, নিন্দিত কর্ম্ম করা, আর ইন্দ্রিয়দিগকে প্রশ্রয় দেওয়া, এই তিনের দ্বারাই মনুষ্যের পতন হয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন, "ধর্ম্মংচর, সত্যং বদ, মা প্রমাদীঃ—"ধর্ম্মাচরণ কর, সত্য বল, প্রমত্ত হইও না অর্থাৎ পাপের আশ্রয়ে যাইও না। ধর্ম্মহীন জীবন পশুজীবন অপেক্ষা ঘৃণিত বটে, কিন্তু পাপ জীবন সমধিক ক্ষুদ্র। পাপ সম্বন্ধে ঋষিদের এত দূর ঘৃণা যে, যদি ধর্ম্ম করিতে না পারে সেও ভাল; কিন্তু কেহ যেন পাপ না করে। আরও আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।" মনুষ্য যদি শরীর রক্ষার উপযোগী কর্ম্ম মাত্র করে, তাহা হইলে সে পাপী হইবে না। ধার্ম্মিক হওয়া যত গুণ, পাপী হওয়া তাহার কত গুণ অধিক দোষ তাহা বলা যায় না।

"পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে" যাহারা পাপও করে, ধর্ম্মও করে, ঋষিদের জ্ঞানে তাহারাও হীন জীব। কেন না পাপকলুষিত আত্মা ধর্ম্ম-সঞ্চয়ে অনধিকারী। পাপসত্তা যে ধর্ম্মোৎপত্তির প্রতিবন্ধক, তাহা অনুভবসিদ্ধ। নিপুণ হইয়া লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ রাগ দ্বেষ বিষাদ ও গ্লানি প্রভৃতি পাপ-প্রসূত অবস্থান্বিত পুরুষের ধর্ম্মসাধন সংঘটন হওয়া সুকঠিন। বস্তুতঃ নিষ্পাপ অবস্থা সম্পাদন না করিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া আর অর্থাসাধন না করিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উভয়ই তুল্য। পাপশীল ব্যক্তির ধর্ম্মবুদ্ধি জন্মিতে যত প্রতিবন্ধক, ধর্ম্মশীল ব্যক্তির পাপপ্রবৃত্তি জন্মিতে ততোধিক প্রতিবন্ধক; অর্থাৎ পাপীর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হঠাৎ হইতে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিকের পাপ প্রবৃত্তি সহসা হইতে পারে না।

বনচর্য্যা।

ঋষিরা মনুষ্যের অবস্থাভেদ দৃষ্টে ধর্ম্মচর্য্যার নিমিত্ত এক একটি গ্রন্থি কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল গ্রন্থিগুলির নাম আশ্রম। আশ্রম গৃহ, বন, গুরুসন্নিধি ও নিরাশ্রয়; এই চতুর্ব্বিধ। উহা হইতে গৃহস্থ, বান প্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ও যতি বা সন্ন্যাসী এই চারি শ্রেণীর উপাসক সম্প্রদায় বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সকল আশ্রম কল্পনার কারণ ও ফলাফল বিচার সমস্তই করা যাইবে। প্রথমে বনচর্য্যার বিষয় কিছু বলা যাউক।

বন গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করার পদ্ধতি হইবার মূল অধৈর্য্য জীব। যে ঐন্দ্রিয়ক সুখের আকর্ষণ রোধ করিতে পারে না, সহসা চঞ্চল হয়, সেই জীবই বনচর্য্যার অধিকারী। তাহার নিমিত্তই বানপ্রস্থাশ্রম। বনচর্য্যা ব্যতীত ধর্ম্মাচরণ হয় না, একথা ঋষিদিগের হৃদয় সম্মত নহে। তাঁহারা এমন কিছু বলেন নাই যে, যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, তাহাকে বনে যাইতেই হইবে। সকলে বনে গেলে বন থাকিবে কেন? তাঁহারা বলেন, বিদ্যাধ্যয়নান্তে আপনার সামর্থ্য বুঝিয়া "গৃহী বা বর্নী বা" হয় গৃহাশ্রম, না হয় বনাশ্রম, কিংবা ব্রহ্মচর্য্য অথবা সর্ব্বত্যাগী (সন্ন্যাসাশ্রমী) হইবেক। বনচর্য্যার উপদেশ কেবল রাগী জীবের প্রতি, নচেৎ অনাসক্ত জীব যেখানেই থাকিবেন, সেই স্থানই তাঁহার বন। যথা—

"বনেপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণো
গৃহেহপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।"
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।"

ইন্দ্রিয়াসক্ত জীব বনে গেলেও দোষ হয়। ইন্দ্রিয়জয়ী জীবের গৃহই তপোবন।

প্রাচীনদিগের এই কথায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অনাসক্তিই জীবের ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রধান দ্বার। ধর্ম্মোপাসক যেখানেই থাকুন—অনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। প্রকৃতিগত চাপল্য থাকিলে নগরে আত্ম-পরিবার, বন্ধু পরিবার, প্রতিবাসী, এবং অপর বহু পরিবারে জড়িত হইতে হয়, ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইতে হয়, সুতরাং ধর্ম্মচর্চ্চার ব্যাঘাত হইতে থাকে। বনাশ্রয় করিলে তথায় ইন্দ্রিয় বিকারের অল্পতা-নিবন্ধন নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে পারে। এই নিমিত্তই অপক্ক উপাসকের প্রতি ঋষিদিগের বনগমনের উপদেশ। এতদ্ভিন্ন আর একটু সূক্ষ্মভাবও আছে। তাহা এই—

বনশব্দের অর্থ ব্যাঘ্রভল্লুকপূর্ণ গহন বন নহে। নির্জ্জন, নিরুপদ্রব, শান্তিরসোদ্দীপক স্থানকেই ঋষিরা তপোবন নামে ব্যক্ত করিয়াছেন। যেখানে তপোবনের কথা শুনিতে পাই, সেই সেই খানেই এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই।

পুণ্যবাহিনী গঙ্গা, শতদ্রু, কি সরস্বতী নদী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছেন—তত্তীরে লতালিঙ্গিত দল-মণ্ডিত তরু, পুষ্পিত তরু ও ছায়াতরু সকল স্নিগ্ধ কান্তি ধারণ করতঃ বিরাজ করিতেছে —তদন্তরালে তৃণকুটীর—অদূরে ক্ষুদ্র প্রান্তর—প্রান্তরান্তে অপর আশ্রম,—তথায় কোলাহল নাই—তত্রত্য লোকের আহার্য্য শোভা নাই—কুটিলতা নাই। আশ্রমের সম্মুখস্থ চত্বর ভূমি সকল উপলিপ্ত—বৃহৎ বৃহৎ ছায়াতরুর তলভূমি সকল পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও বেদীনিবদ্ধ—মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লল। জলে জলচর পক্ষীরা, স্থলে কৃষ্ণসার মৃগেরা নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে—পবিত্র ঋষিদারকেরা ফলপুষ্পচয়নে আসিয়া প্রফুল্লবদনে তাহাই দেখিতেছে। অকপট অশিক্ষিতবিলাস সরলস্বভাব ঋষি পত্নীরা সলিল আহরণে আসিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে কোন বালক তাঁহাদের অগ্রে, কোন বালক তাঁহাদের পশ্চাদ্ভাগে নাচিতে নাচিতে চলিয়া যাইতেছে। কোথাও বা সুগভীর বৈদিক স্বরে স্তোত্র পাঠ—কোথাও বা হুত হুতবহের ধূম নির্গম হইতেছে। কোন কোন প্রশান্ত হৃদয় বৃদ্ধতম ঋষিরা সুখাসীন হইয়া স্থির ও গভীর ভাবে প্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিতেছেন—কোন কোন মুনি ধ্যান নিমীলিত নেত্রে কি অনির্ব্বচনীয় বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এই সকল মহাত্মাদের বুদ্ধি প্রভা কেবল পার্থিব বস্তুতে প্রতিচালিত হইয়াই বিলুপ্ত হয় নাই, গ্রহ নক্ষত্র তারকাপরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া দুরনুমেয় স্বর্গ রাজ্যেও বিচরণ করিতেছে। ইত্যাদি—

এতদ্বিধ স্থানেই ধর্ম্মের সান্নিধ্য হয়, এতদ্বিধ স্থানে বাস করা এক প্রকার পাপ পরিহারের উপায়। (প্রায়শ্চিত্ত) নাগরিক লোকেরা তদ্বিধ স্থান দেখিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইতে পারেন—কিন্তু তদ্বিধ স্থান বাসীরা নগরে আসিলে কখনই সুখ লাভ করিতে পারেন না। প্রত্যুত নরকযন্ত্রণার তুল্যযন্ত্রণা ভোগের স্থান বিবেচনা করেন। কণ্বশিষ্য শারদ্বত ও শার্ঙ্গরব যখন শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্মন্তের রাজধানীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন শার্ঙ্গরব শারদ্বতকে বলিয়াছিলেন।

> "মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্ন স্থিতিরসৌ
> ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোপি ভজতে।
> তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা
> জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, শার্ঙ্গরব শারদ্বৎকে বলিতেছেন "শারদ্বত! এই রাজা মহাভাগ এবং ইনি ধার্ম্মিক, অত্রত্য বর্ণ সকলও ধর্ম্মে ব্যবস্থিত, তথাপি আমার মন কিহেতু এই জনাকীর্ণ স্থানকে বহ্নি পরিব্যাপ্তের ন্যায় বোধ করিতেছে?"—

শারদ্বত বলিলেন—

> "অভ্যক্ত মিব স্নাতঃ শুচি রশুচি মিব প্রবুদ্ধইব সুপ্তম্
> বদ্ধ মিব স্বৈরগতি র্জ্জনমিহ সুখসঙ্গিন মবৈমি ॥"

স্নাত ব্যক্তি, তৈলাক্তসর্ব্বাঙ্গ ব্যক্তিকে,

শুচি ব্যক্তি অশুচি ব্যক্তিকে, প্রবুদ্ধ ব্যক্তি সুপ্ত ব্যক্তিকে, স্বচ্ছন্দগতি ব্যক্তি বদ্ধ ব্যক্তিকে যে রূপ দেখে—আমিও ঠিক সেইরূপ অত্রস্থ বিষয়-সুখাসক্ত মনুজদিগকে দেখিতেছি।

বস্তুতঃ দেশ, কাল পাত্র, সংসর্গ, ও বস্তু, এ সকলের সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ থাকা অনুমিত হয়। এমন স্থান, এমন সময়, এমন সংসর্গ আছে যে, সেই সেই গুলি একত্রিত হইবা মাত্র চিরপাপীরও মন স্নিগ্ধ হয়, ধর্ম্ম করিতে স্বতঃ ইচ্ছা হয়। আবার এমন স্থান, এমন সময়, ও এমন সংসর্গ আছে যে, তত্তাবতের যোগাযোগ হইবা মাত্র চিরধার্ম্মিকেরও মন বিচলিত হয়, পাপস্পৃহা উপস্থিত হয়।

ঋষিরা যে তপোবনে বাস করিতেন, উহা কিছু ঈশ্বরের নিত্য আদেশের বিষয় নহে। জগতের স্রষ্টা তপোবন নামক কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্ম্মাণ করেন নাই। ঋষিরাই উহার নির্ম্মাতা। ঋষিরা যেমন আপন আপন বাসস্থানকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজক, নিরুপদ্রব, শান্তিরসাস্পদ করিয়া বাস করিতেন, সেই রূপ আমাদেরও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধহয়। পাপ যাহাকে প্রায়শঃ স্পর্শ করিতেছে, জানিতে পারিয়া যদি তাহার তজ্জন্য অনুতাপ হয়, তবে তাহার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, তাহার তদ্বিধ শান্তিরসাস্পদ স্থানে বাস করা। ঐ প্রকার স্থান আশ্রয় করিতে পারিলে তাহার এক প্রকার পূর্ব্বস্পৃষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয় এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রধান উপকরণ অবলম্বন করা হয়। যদিচ তাদৃশ স্থান এক্ষণে দুর্লভ ও দুরাসাদ্য, তথাপি অন্ততঃ তাদৃশ স্থানের প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া বাস করা উচিত, ইহা ঋষিদিগের ত্রৈকালিক উপদেশ।

"সমে শুচৌ শর্করবহ্নিবালুকা-
বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোহনুকূলে ন তু নেত্রপীড়নে
গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ॥"

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৯।

ফলতত্ত্ব এবং ফুলতত্ত্ব।

পৃথিবীসম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা যুগ নিরূপণ করিয়া থাকেন, সাধনেও ধর্ম্মসম্বন্ধে যুগ নিরূপণ হইতে পারে। পৃথিবীতে দ্বীপ উপদ্বীপ আছে; আমাদিগের জীবনেও সেইরূপ দ্বীপ উপদ্বীপ আছে। প্রশ্ন হইতেছে, আগে "শিব" কি আগে "সুন্দর?" আগে "মঙ্গল" কি আগে "সৌন্দর্য্য"? প্রথমে ফলের আদর কি প্রথমে ফুলের আদর? এখানে দেখিতে পাওয়া যায় আগে ফলের আদর পরে ফুলের আদর। ফলের যুগ আগে, ফুলের যুগ পরে আইসে। আত্মা যত সাধনের পথে অগ্রসর হয়, ফলের আদর প্রথমে ফুলের আদর ক্রমে ক্রমে হয়। প্রথমে লোক ফলবাদী হয়, অনেক দূর অগ্রসর হইলে পরিশেষে ফুলবাদী হইয়া থাকে। বাল্যকালে, যৌবন কালে, আত্মার যত উন্নতি হউক না কেন সকল কালে, ফলের অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ফুলের অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফুলের যুগ অতিবিলম্বে আইসে। কোটী কোটী লোক ফলের নিকটে যায়, কিন্তু ফুলের নিকট আইসে ফুলের প্রতি আদর সমাদর প্রকাশ করে জীবনে এমন লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের পক্ষপাতী লোক অতি বিরল। ফলের প্রশংসা সকলেই করে, ফলের জন্য সকলেই দৌড়ায়। ফলই গুরু ফলই প্রচারক এবং সকলেই ফলবাদী। সকলেরই ফল চাই, উপকার চাই। যদি লোককে বল, নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এতদ্দারা উপকার হয়, হিত হয়, শুভ সিদ্ধ হয়, সকলে আদরের সহিত তাহার অনুসরণ করিবে। আমাদের রাজ্যশাসনপ্রণালী, সামাজিক গঠন, ধর্ম্ম সাধনের উপায় সকলেতেই উপকার প্রধান। যাহাতে উপকার হয়, সকলে তাহাই প্রার্থনা করে। সকলেই উপকৃত হইবে এই চায়। উপকারই সকলের লক্ষ্য। ফল অর্থাৎ উপকারই সকলের আদরের বস্তু। অমুক কার্য্য করিলে নিশ্চয় ফল হইবে, সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইবে, ধর্ম্মে সাংসারিক সুখ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ আশা পাইলে নিশ্চয় জানিও কোটী কোটী লোক সেই পথ অবলম্বন করিবে। যাই বলিলে বিফল, অমনি সকলে পশ্চদগামী হইবে, আর লোক আসিবে না। বৃক্ষ যদি ফলহীন হয়, উদ্যানে যদি ফল না থাকে, তবে উদ্যানে কেহ যাইবে না। যদি বলা যায় এ উদ্যানে ফল আছে, বৃক্ষসকল ফলবান্, সকলে সেইখানে দৌড়াইবে। বর্দ্ধমান সুখ সম্পত্তি হয়, সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয়, এ কথা শুনিলে

সেখানে সকলে যাইবে। যেখানে ফল হয় না, সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পৃথিবীতে যত বড় বড় পথ আছে সকলই ফলের পথ। সকলেই জিজ্ঞাসা করে এ পথে কি ফল আছে? যে পথে সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়, সে পথে কেহ যাইবে না। ফলবাদিগণ পৃথিবীতে সর্ব্বদা ফলেরই গুণগান করে। সাধনেরও এই প্রথম যুগ। যে যুগে ফল গুরু হয়, ফল লক্ষ্য হয়, সমস্ত তত্ত্ববিজ্ঞান, সমস্ত ভৌতিকবিজ্ঞান ফলবাদ, ফলই সে সময়ে একমাত্র বস্তু। তখন যাহাতে ফল নাই তাহা কেহ করে না, যাহাতে ফল নাই তাহা কেহ দেখে না। অমুক কার্য্য কেন কর? না উহাতে ফল আছে। যাহা বিফল তাহা এ সময়ে ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হয়। ফল যেখানে সমাদৃত, যার যত ফল সেই যখন বড় লোক, তখন পৃথিবীতে ফলের আদর আরো অনেক দিন চলিবে। এখানে ফলই রাজা, ফলই গুরু, কিন্তু এক দল এখনও নিদ্রিত আছে। কেহ তাহাদিগকে জানে নাই, যদিও কেহ জানিয়াছে, অতি অল্পই জানিয়াছে। তাহারা যখন উঠিবে পৃথিবীর রূপান্তর হইবে, ভাবান্তর হইবে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নূতন বেদবেদান্ত আসিবে। এ যুগে যে সকল বেদ পুরাণ শাস্ত্র আছে তখন তাহার আদর থাকিবে না, সমুদায় শাস্ত্র সমুদায় বেদ পুরাণ নূতনরূপে লিখিত হইবে, এখনকার বেদ এককালে পুরাতন হইয়া যাইবে। এ যুগে ফলের বেদ আছে, সে যুগে আর তাহা থাকিবে না। সে যুগের পুরোহিত ভিন্ন, গুরু ভিন্ন, পণ্ডিত ভিন্ন, আচার্য্য ভিন্ন, প্রচারক ভিন্ন। এখন গুরু পুরোহিত আচার্য্য পণ্ডিত প্রচারক সকলেই ফলবাদী, তখন আর ইহাদিগের স্থান হইবে না, তখন সকলেই ফুলবাদী হইবে। পুষ্প ফলের স্থান অধিকার করিবে।

প্রথম যুগে "শিবং" ছিল, দ্বিতীয় যুগে "সুন্দরং" অধিকার পাইবে। প্রথম যুগে জগতে রাজা মন্ত্রী উচ্চপদস্থ সকলে উপকারবাদী ছিল, সময় আসিবে যে সময় এ সকলের উচ্চপদ দূরীকৃত হইবে। কে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিবে? পুষ্পবাদী। পুষ্পের মহিমা এখনও জগৎ জানে নাই। এই কঠোর শুষ্ক যুগে পুষ্পের কি মর্য্যাদা কেহ বুঝে না। হয়তো দুএক সময়ে পুষ্পমালা দিয়া গৃহ সজ্জিত করা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ফুলের আদর হয় না। পুষ্প রাজ্যের কথা লোকে ভবিষ্যতে জানিবে, এখনও পুরাতন যুগ গিয়া নূতন যুগের আরম্ভ হয় নাই। সৌন্দর্য্যে যে এক অনুরাগ হয়, তাহার আস্বাদ এখনও কেহ পায় নাই। যখন ফলেতে দৃষ্টি বদ্ধ, তখন ফুলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না। তাহারা বলিবে আহার করিলে উদরপূর্ত্তি হয়, ইহাতে লাবণ্য দর্শনের অপেক্ষা করে না। অদ্যকার বিষয় অন্ন, কল্য সম্ভোগ। অদ্য শিব, কল্য সুন্দর। অদ্য হিত অনুষ্ঠান, কল্য ফুলের লাবণ্য দর্শন। আজ মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত, ফুলের শোভা দেখিয়া তাহার কি হইবে? গোলাপ দেখিয়া বলিলাম আহা গোলাপ ফুল কি চমৎকার! কিন্তু তাহাতে উদরপূর্ত্তি হয় না, পিপাসা শান্তি হয় না, সংসারের অভাব পূরণ হয় না, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি সমুদায় সুখের আয়োজন পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায় না। যখন পৃথিবীর ভৌতিক অভাব মোচন হইবে, তখন অবকাশ পাইলে আগে হিত সাধন, পরে সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করা যাইবে, এই নিকৃষ্ট জ্ঞানের কথা। যেখানে প্রবেশ করিলে ফুলের শোভায় মোহিত হওয়া যায়, সেখানে কেহ পদার্পণ করিল না! দুষ্ট জগৎ ফুলের শোভায় মোহিত হইতে শিখিল না। এ ঘোর কলিযুগ, লৌহের যুগ। এ যুগে কেহ ফুলের মর্য্যাদা বুঝিবে না। যখন কোমল সত্যযুগ আসিবে, তখন সকলে ফুলের মর্য্যাদা বুঝিবে, প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে ফুলের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে। এখন যাহা কিছু আরম্ভ হইয়াছে, উহা কেবল উষার মত। সময়ে আলোকের পরিমাণ অধিক হইবে, ভবিষ্যতে ফুলের রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত হইবে।

ভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মগণ! তোমরা সকলে ফুল লইয়া আহ্লাদ কর, সত্য যুগ আসিবে। কলিকাল দূর হইয়া যাউক এজন্য তোমাদিগকে পুষ্পের পক্ষপাতী হইতে হইবে। কোন্ সামগ্রী আমাদিগের নিকট মনোহর? যাহা সুন্দর পবিত্র কোমল, যাহাতে লাবণ্য কোমলতা সুগন্ধি তিনই আছে। যদি স্বর্গের কোন বস্তুর অনুরূপ পৃথিবীতে থাকে, তবে তাহা ফুল। বলিয়াছি, এক দল গুরু নিদ্রিত ভাবে আছেন, তাঁহারা কে? লাল সাদা নীল পীত ফুল। তাঁহারা চুপ করিয়া আছেন, প্রাতঃকালে তাঁহারা বিকশিত হইয়া চারিদিগে তাকাইলেন, দেখিলেন পৃথিবী এখনও প্রস্তরময়, সুতরাং ম্লান হইয়া তাঁহারা শয়ন করিলেন। পৃথিবীর গৃহে কেবল অর্থ চাই, ধন চাই, সম্পত্তি চাই, শুনিয়া পুষ্পসকল নিজ নিজ মুখ বন্ধ করিলেন। পরদিন উঠিয়া আবার তাঁহারা মুখ বাড়াইলেন, কেহ তাঁহাদের গৌরব বুঝিল না দেখিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ম্লান হইয়া শয়ন করিলেন। বৎসর চলিয়া গেল, শত বৎসর গেল, তবু ফুলের আদর হইল না। সকলে শিব পূজায় রত। ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ দেখিতে পাইবে, পৃথিবীতে বৃক্ষের পূজা হইয়াছে, পশুর পূজা হইয়াছে, যাহা হিতকর তাহার পূজা সকলে করিয়াছে, ফুল কাহার উপকার করে না, কেহ ফুলেরও পূজা করে না। ফুল লইয়া অনেকে পূজা করিয়াছে, কিন্তু ফুলের পূজা কে করিয়াছে? সময় আসিতেছে, যখন সকলে পুষ্পে মোহিত হইবে, জগতে পুষ্পের মনোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ফুলের কেন সৃজন হইল কেহ জানে না, অনুমান করিয়া কেহ ইহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। লাল সাদা নীল

পীত ফুল এত প্রকার হইল কেন? এক জাতি না হইয়া এত জাতি হইল কেন? কেহ কেহ বলিবে পুষ্পের যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, ফলেরও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ফুল ভিন্ন ভিন্ন ফল দিবে বলিয়া জন্মিয়াছে। সুতরাং এই উপায়ে সংসারের একটী অভাব মোচন হইয়া থাকে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, ভিন্ন ভিন্ন জাতি দ্বারা কি অভাব মোচন হয়? সাদা লাল সবুজ নীল নানা বর্ণের নানা আকারের ফুল না করিলে কি হইত? এত সুন্দরই বা কেন করা হইয়াছে? টাকা না হইলে মানুষের চলে না, ফুল না হইলে সংসার চলিত না, একথা কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং ঘোর কলিযুগে ফুলের আদর কি প্রকারে হইবে? সহস্র সহস্র ফুলের কথা দূরে, এখন দুটী ফুলের আদর হওয়া সুকঠিন। ফুল সৃষ্টি হইবার কি উদ্দেশ্য কি প্রয়োজন এ তত্ত্ব কেহ চিন্তা করে না, এতত্ত্ব কেহ শিক্ষা করে না। যদি ফুলের তত্ত্ব শিখাইতে চাও, একটীও ছাত্র পাইবে না। ফলে এমন কেহ নাই যে গোলাপের প্রশংসা করে। যদি কেহ ফুলের প্রশংসা করে, ফুল লইয়া উন্মত্ত হয়, তাঁহাকে সকলে উন্মাদ বলিয়া চলিয়া যাইবে। গোলাপ মাটীতে পড়িয়া থাকিবে কেহ তাহার দিকে তাকাইবেও না। পৃথিবীতে এ সময়ে ফুলের বিদ্যা চলিবে না।

ব্রাহ্মগণ! যদি তোমরা ব্রাহ্ম হইতে চাও, ফুলের প্রশংসা কর, ফুলকে স্কন্ধে রাখ, ফুলকে হস্তে ধারণ কর। এক সময়ে তিন ইন্দ্রিয় দ্বারা ফুলের সৌন্দর্য্য লাবণ্য সৌগন্ধ্য কোমলতা অনুভব কর, শরীর যদি পবিত্র না হয়, মন যদি সুখী না হয়, অন্তরে যদি প্রগাঢ় ভক্তি না জন্মে, তবে সকলি মিথ্যা। পুষ্পে পবিত্রতা হয়, সুখ বৃদ্ধি পায়, কঠোর হৃদয় সুকোমল হয়। পাঁচ বৎসর যদি কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎও না হয়, এক ফুলের সহবাসে থাকিলে সুখ শান্তি পবিত্রতা সকলি হইবে। হৃদয় যদি শুষ্ক হয় পুষ্পকে বল; "হে কোমল পুষ্প ভ্রাতঃ পুষ্প ভগিনি! তোমরা অতি সুন্দর, সুন্দর হস্তে নির্ম্মিত, অতি নির্ম্মল এবং সুকোমল, বল আমার প্রাণ কেন কঠিন হইল, আমার হৃদয় কেন অবিশুদ্ধ হইল?" দেখিবে এই বলিতে বলিতে তুমিও পুষ্পের ন্যায় পবিত্র নির্ম্মল ও সুকোমল হইবে। সর্ব্বদা পুষ্পের প্রশংসা কর, পুষ্পের আরাধনা কর, পুষ্পকে গুরু কর, পুষ্পের অনুবর্ত্তী হও, সমুদায় শুষ্কতা কঠোরতা চলিয়া যাইবে, হৃদয় কোমল এবং বিশুদ্ধ হইবে। ফুল যদি তোমাদের সহায় হয়, তোমরা সুখী হইবে, বিশুদ্ধ হইবে, ভক্ত হইবে, কোমল হইবে।

প্রাপ্ত।

পাপীর ক্রন্দন।

কে আছে সংসারে যার মুখ চেয়ে,
হৃদয়ের দুঃখ করি সম্বরণ;
কে আছে আমার যার কাছে গিয়া
জুড়াইব এই তাপিত জীবন।

আঁধার জগত আমার এ চখে,
কাহাকেও আমি দেখিতে না পাই;
ঘোর অন্ধকারে দিগন্ত আচ্ছন্ন
অন্ধকারময় যেই দিকে চাই।

এ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমার,
আতঙ্কেতে প্রাণ কাঁপিছে সদাই;
কোথা যাব হায় কে আছে আমার
সভয়েতে মনে ভাবিতেছি তাই।

কেন আসিলাম এ ভীষণ স্থলে,
কেন আসিলাম খোয়াইতে প্রাণ;
কেন মত্ত মন ছলে ভুলাইয়া
আনিলে আমারে করিতে নিধন।

কারে বা ডাকিব কে হবে সহায়,
কে আমারে হায়! করিবে উদ্ধার;
কে বাঁচাবে এই বিষম সঙ্কটে,
কারে ধরে হব এ বিপদে পার।

হে ঈশ্বর তুমি দয়ার নিধান,
বিপদকাণ্ডারী ভয় নিবারণ,
তুমি হে দুঃখীর দুঃখ বিনাশন,
আঁধার আকাশে তুমি হে তপন।

পাপের আঁধারে হৃদয় আচ্ছন্ন,
হে প্রভু আমার, পুণ্যের আলোক
প্রকাশি বারেক, দূর কর মম
জীবনের ক্লেশ দুঃখ তাপ শোক।

আমি দীন হীন অধম পাতকী,
জানি নাহে প্রভু তুমি কিবা ধন;
তা হলে কি হায়! এ ঘোর আঁধারে
থাকিতাম নাথ পড়িয়া কখন?

তব পাদ পদ্মে যে পায় আশ্রয়,
নাহি থাকে তার সংসারের ভয়;
নিরাশ্রয় দীনে দাও তবে নাথ!
জনমের মত ওপদে আশ্রয়।

তব পদতলে লভিব বিরাম,
ঘুচাইব সব দুঃখ মনস্তাপ,
ঘুচাব মনের মালিনা সকল,
ঘুচাইব মম হৃদয়ের পাপ।

বাঞ্ছা পূর্ণ কর বাঞ্ছাকল্পতরু,
অধম অনাথে দিয়া পদাশ্রয়;
প্রকাশিয়া তব পুণ্যের আলোক,
হৃদি অন্ধকার কর নাথ লয়।

ফুটাও হৃদয়ে ভক্তির কুসুম,
ছুটাও ছুটাও প্রেম প্রস্রবণ;
তব কৃপাবলে এ হৃদি কানন,
হোক জগদীশ শুদ্ধ তপোবন।

যাক মলিনতা যাক কুটিলতা,
যাক হৃদয়ের নীচ ব্যবহার,
যাক হে আমার কুচিন্তা কুভাব,
হই হে নির্ম্মল শান্ত শুদ্ধাচার।

এ বাসনা পূর্ণ কর নাথ তবে
কর পূর্ণ মম এই নিবেদন;
অই পাদপদ্মে চিরদিন তরে
রাখ হে আমার পাপপূর্ণ মন।

Registered No. 60.

সংবাদ ।

বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ রবিবার সিমলিয়াপটী পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে প্রাতে এবং সায়ংকালে উপাসনা হইয়াছিল। প্রাতঃকালের উপদেশটী স্থানাভাবে এবার আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মল্লিকপরিবারস্থ ভ্রাতৃগণ প্রতিবর্ষে বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত এই উৎসব সমাপন করেন। এই পরিবার মধ্যে দয়াময়ের শুভাশীর্ব্বাদ চিরদিন বর্ষিত হউক এই আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদও প্রকাশ করিতেছেন। বনপর্ব্ব প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় সংস্কৃত ও বাঙ্গলা উভয়ের সংশোধন ও অনুবাদের ভার লইয়াছেন। ইহাঁর বাঙ্গলা অনুবাদ হৃদয়গ্রাহী। কেদার বাবু মহাভারত প্রকাশ করিয়া একটী মহৎ কার্য্য করিতেছেন সন্দেহ নাই। ভরসা করি ইহা ভারতে সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইবে।

প্রতিপক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মালোচনা এবং সামাজিক প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য আপার সার্কিউলর রোড ৭২নং লিলিকটেজ নামক আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রাহ্মদিগের একটী সভা হয়। দুইটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভরসা করি সাধারণের ইহাতে সহানুভূতি প্রকাশ পাইবে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মমণ্ডলী যাহাতে সুশাসন ও সুনীতিপরায়ণ এবং ধর্ম্মগঠিত পবিত্র জীবন ধারণ করিয়া পরমার্থ পদ লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মঙ্গল সাধনে সমর্থ হন তজ্জন্য কতকগুলি সৎ উপায় গৃহীত হইয়াছে এবং হইতেছে। যে সকল ব্রাহ্ম সপরিবারে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ভারতাশ্রমের ন্যায় স্থানে অবস্থিতি করিলে সে সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্ম পারিবারিক সুখ ও প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া একাকী পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সংযতেন্দ্রিয় প্রচারকগণের সংসর্গে থাকিয়া ও কোন কোন সদনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া অনেক উপায়ে সে কামনা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুপরিবারস্থ যে সকল বিধবা স্ত্রী শিক্ষা ও সংসর্গ প্রভাবে উন্নত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের মন হইতে অজ্ঞানতাজনিত কুসংস্কার ও ভ্রম অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনে সেই দীনবন্ধুর শ্রীপাদপদ্ম তলে থাকিয়া আপনাদিগের চিরদুঃখী প্রাণ শীতল করিতে চাহেন, ভ্রাতাদিগের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে তাঁহাদিগের সেই শুভ অভিলাষ পূর্ণ করিবার সদুপায় নাই।

এই প্রলোভনপূর্ণ সংসার মধ্যে বিশেষ বিশেষ মহাপুরুষ ভিন্ন দুর্ব্বল মনুষ্যের পক্ষে দণ্ডায়মান থাকা অতীব কঠিন। হিন্দুপরিবারের নীতি, আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্ম পদ্ধতিতে এখন যে প্রকার দোষ ভ্রম ও সংস্কার সকল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বিশুদ্ধ রুচি, উন্নতসংস্কারাপন্ন সুনীতিপরায়ণা এবং ঈশ্বর সহবাসের পবিত্র সুখাভিলাষিণী কোন বিধবা স্ত্রী হিন্দুপরিবার মধ্যে অবস্থিত করিয়া জীবনের পবিত্র ব্রত পালনে পদে পদে বাধা বিঘ্ন অনুভব করেন। পরিবারস্থ মাতা, ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজন সাংসারিক নীচ বিষয়ের প্রসঙ্গ লইয়া সময় ক্ষেপণ করেন, নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ নানাপ্রকার অন্যায় ও দূষিত কার্য্য করেন এবং তাহা দেশাচারানুমোদিত বলিয়া তাহাতে অপবিত্রতা জনিত কোন গ্লানি অনুভব করেন না। এইরূপ দোষাকর দেশাচারের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ মায়ামোহে মুগ্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিজন বর্গের সংসর্গে থাকিয়া সেই ব্রহ্মপদ প্রার্থিনী দুর্ব্বলা অবলা কি প্রকার দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন মধ্যে পতিত হন, তাহা চিন্তা করিলে অনুভূত হয়। সেই সকল স্বজনগণের সহবাস হইতে স্বতন্ত্র হইয়া একটী নির্জ্জন গৃহে থাকিয়া একাকী নিয়ত ধর্ম্মসাধন করা কি সেই অবলার পক্ষে সম্ভব? এক গৃহে থাকিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে না মিশিয়া তিনি কখন থাকিতে পারেন না। যাঁহারা হিন্দু পরিবারের বিষয় সমস্ত অবগত আছেন তাঁহারা এ বাক্যের যাথার্থ্য সহজে বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ ধর্ম্মার্থিনী বঙ্গ বিধবাগণের অবাধে ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত একটী কোন সদুপায় করা আবশ্যক হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কয়েকটী ব্রাহ্ম যেমন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারী হইয়াছেন, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতচারিণী কতকগুলি ব্রাহ্মিকা হওয়া আবশ্যক। বয়স্থা বিধবা ব্রাহ্মিকাগণ এই মহৎ ব্রত গ্রহণের সম্পূর্ণ যোগ্য। যাঁহাদিগের পুনর্ব্বার সাংসারিক জীবনের সুখ ভোগের প্রবৃত্তি নাই, সৎ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুরাগ আছে, হিন্দুপরিবারে থাকিয়া অভীষ্ট সাধনের সুবিধা ও সাহায্য প্রাপ্ত হন না, বরঞ্চ অনেক বিঘ্ন অনুভব করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে হিন্দু পরিবার মধ্যে থাকা যেমন উচিত নয়, সাধারণ ব্রাহ্মপরিবার মধ্যে থাকাও তেমনি শ্রেয়ঃ নয়। সংসারাসক্ত সধবা স্ত্রী এবং বিবাহার্থিনী বিধবাগণের সহবাস হইতেও তাঁহাদের স্বতন্ত্র থাকা বিহিত। এইরূপ বিধবাগণের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের অনুকূল একটী স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে পারিলে কতকগুলি ব্রহ্মচারিণী, ভক্তিমতী ব্রাহ্মিকা প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব আমার প্রস্তাব এই, ভারতাশ্রমের মধ্যে বা স্বতন্ত্র স্থানে এইরূপ বিধবা ব্রাহ্মিকাগণের নিমিত্ত এমন একটী আশ্রম ও তদুপযোগী সমস্ত বন্দোবস্ত করা হয়, যেখানে থাকিয়া তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে জীবনের ব্রত পালন ও পরমার্থ পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।

পরিশেষে বক্তব্য, অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন, যাঁহার ধর্ম্ম সাধনের ইচ্ছা আছে, তিনি হিন্দু পরিবার অথবা সাধারণ ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে থাকিয়া তাহা সাধন করিতে পারেন। যাঁহারা হিন্দু পরিবারের বর্ত্তমান অবস্থার রীতি নীতি এবং প্রলোভন ও দৃষ্টান্তের গূঢ় আকর্ষণী শক্তি অবগত আছেন, তাঁহারা উপরি উক্ত বাক্যের পোষকতা করিবেন না, আমার প্রস্তাবের প্রয়োজন উত্তম রূপে বুঝিতে পারিবেন।

৩রা কার্ত্তিক, ১২৮৪ সাল। } এক জন হিন্দু পরিবারবাসী ব্রাহ্ম।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ২৩ সংখ্যা।	১লা পৌষ, শনিবার, ১৭৯৯ শক।	বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।

প্রার্থনা।

হে ক্ষমাশীল উদার করুণাময় ঈশ্বর। তুমি যেমন করিয়া লোকদিগকে ভাল বাস এমন কে পারিবে? মনুষ্য সহস্র বার তোমার বিরুদ্ধে কত অত্যাচার করিতেছে, মুখেতে তোমাকে স্বীকার করিয়া কার্য্যেতে নাস্তিকতার পরিচয় দিতেছে, এই সমস্ত তুমি দিন রাত্রি সহ্য করিয়া তাহাকে ভাল বাসিতেছ। এই রূপে যদি চিরঅপরাধী পাপী মানবসন্তানদিগকে তুমি ভাল না বাসিতে তবে তাহাদের আর অন্য উপায় ছিল না। কিন্তু অল্পমতি চঞ্চলচিত্ত নরাধম হইয়া আমি তোমার এই মহৎ গুণের অনুকরণ কিরূপে করিব? মনুষ্যের দোষ দুর্ব্বলতা কঠোর অত্যাচার সহ্য করিয়া তাহাকে ভাল বাসা কেবল তোমার অনুরোধেই সম্ভব। এই জন্য আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে ও ভাল বাসিতে বাধ্য যে তুমি তাহার হৃদয়ে থাক এবং তাহাকে স্নেহ কর। রাশি রাশি পাপ কলঙ্কের মধ্যে যদি তোমার প্রেমে সে অধিকারী হইল তবে আমি কে যে তাই তাহাকে ঘৃণাপূর্ব্বক আমি পরিত্যাগ করিব। মনুষ্যত্বের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব যদি আমি আমার সঙ্কীর্ণ অন্ধ চক্ষে না দেখিতে পাই তথাপি তোমার প্রেমের অনুরোধে আমি তাহাকে ভাল না বাসিয়া পারি না। তোমার আদরেই সকলের আদর। তুমি তাহাকে অন্ততঃ আমার সমান ও ভাল বাস ইহা স্মরণ করিয়া যেন আমি তোমার সন্তানকে ভাল বাসিতে পারি। যদি প্রেমের পরিবর্ত্তে নির্য্যাতন পাই তাহা তোমার অনুরোধে সহ্য করিব। তুমি যদি আমার প্রিয় হও তবে তোমার অনুরোধে তোমার প্রিয় জনের অত্যাচার আমি কেনই বা সহ্য না করিব। হে প্রভো! তোমার যে প্রিয় সে আমারও প্রিয় হউক; আমি যেন তোমার মুখ চাহিয়া তোমার সন্তানগণকে সর্ব্বদা প্রেমের চক্ষে দর্শন করি। হে প্রেমসিন্ধো! আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার অনুরোধ রক্ষা আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাধীন ভাব এবং তাহার ফলাফল।

মঙ্গলময় সর্ব্বাধিপতি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া তাঁহার অখণ্ড অনতিক্রমণীয় শাসন প্রণালী ও নিয়মাবলীর আনুগত্য স্বীকার করাকেই সাধুরা স্বাধীনতা বলেন। ঈশ্বর যখন রাজা ও প্রভুর গৌরবান্বিত গম্ভীর ভাবের মধ্য হইতে প্রেমময় হৃদয়বন্ধুরূপে সাধক হৃদয়ে আপনাকে প্রকাশিত করেন তখন তাঁহার প্রেমিক

সন্তানেরা তাঁহার নিয়মাবলীকে আর কঠোর বোধ করেনা, পরন্তু আপনার স্বভাবের সঙ্গে তাহাকে একীভূত বলিয়া অনুভব করে। মানব্য যখন সীমাবদ্ধ জীব, পদে পদে বিপদ ও অভাবের অধীন, নৈসর্গিক নিয়মে নিয়মিত, তখন সে এক অর্থে কোন কালেই স্বাধীন নহে, এইজন্য স্বাধীনতার উচ্চতর অর্থ ঈশ্বরের অধীনতা। শিশু সন্তান যেমন পিতার আশ্রয়ে আশ্রিত এবং তাঁহার একান্ত অধীন হইয়া আপনাকে স্বাধীনতার সুখে সুখী মনে করে, বিশ্বাসী সাধক তেমনি ঈশ্বরের অধীন হইয়া অধীন স্বাধীনতার আরাম সম্ভোগ করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে উচ্চতর স্বাধীনতা ইহাকেই বলা যায়। আর এক প্রকার স্বাধীনতা আছে যাহার সাহায্যে আমরা চিরপোষিত কুসংস্কার অসত্য ভ্রম কল্পনার প্রতিকূলে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল স্থান হইতে প্রেম পুণ্য সত্য এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া সুখী হইতে পারি। শেষোক্ত স্বাধীনতাই একাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সমাদরে স্থান পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে যখন কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখন এই স্বাধীন স্বাধীনতার প্রতিই সকলের লক্ষ্য থাকে, অধীন স্বাধীনতা লাভের জন্য কাহারো ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় না। স্বাধীন স্বাধীনতা এখানে যথা সময়ে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে এবং করিবে। আমরা পৌরহিত্য ও শাস্ত্রীয় কুসংস্কার ও উপধর্ম্মের শাসন শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে শিখিয়াছি। এই মতগত ও অনুষ্ঠানগত এবং বিচিত্র রুচিগত স্বাধীনতা এখন অনেকের প্রিয়,—কাহারই বা অপ্রিয়?—বস্তুতঃ ইহা প্রিয় সামগ্রীই বটে। পুরাতন ধর্ম্মশাসন ও অর্থশূন্য কঠোর সামাজিক নিয়মের প্রাচীর বেষ্টিত ভূমির মধ্যে থাকিয়া আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইতেছিল, এমন সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় দূত আসিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিলেন, আমরা বাঁচিলাম, প্রাণ শীতল হইল। স্বাধীনতার ভীষণ স্রোতোমুখে প্রাচীন কালের গুরু গোসাঞী, শাস্ত্র বিধি, দেবতা অবতার, ব্রত নিয়ম সকল কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। ইহার ভাল মন্দ উভয়ই চলিয়া গিয়াছে। যেমন আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী অধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিলাম, তেমনি প্রবল বেগে স্বাধীনতার পথে এখন চলিতেছি। কোন্ কূপে পড়িয়া প্রাণ হারাইব, কোথায় গিয়া উপনীত হইব তাহা জানি না, কিন্তু প্রিয় স্বাধীনতাকে হৃত ধনের ন্যায় সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছি। ইহার জন্য গত জীবনের সমস্ত প্রিয় বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। ব্রাহ্মেরা এ বিষয়ে এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী উদার সত্যপ্রিয় হইয়া এমন বেগে ধাবিত হইতেছেন যে, যদি আমাদের কোন অধিকার থাকিত তাহা হইলে আমরা ইহাদিগকে এজন্য উচ্চতর উপাধি দান করিতাম। বরং একাকী দুঃখে কাল হরণ করিব, দারিদ্র্য কষ্টে প্রাণ হারাইব, তথাপি প্রিয় স্বাধীনতা কাহারো নিকট বিক্রয় করিব না। যদি বল এত স্বাধীনতা লইয়া করিবে কি? এ যে তোমার রোগ বিশেষ হইয়া দাঁড়াইল? স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রাহ্ম যুবা বলিবেন আমি কাহারো কথা শুনিব না, কাহাকেও গ্রাহ্য করিব না। স্বীকার করিলাম হে সত্যব্রতধারী ব্রাহ্ম যুবা! স্বাধীনতা তোমার প্রাণ, কিন্তু ঘর বজায় রাখিবার এখন উপায় কি? ব্রাহ্মগণ নির্ভয়চিত্ত সাহসী বীর পুরুষ সন্দেহ নাই, নতুবা তাঁহারা হিন্দুসমাজত্যাগী হইয়াও একাকী থাকিতে সম্মত হইতেন না। পাছে কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতে হয় বলিয়া তাঁহারা ক্ষুদ্রায়তন ব্রাহ্মসমাজেরও মুখাপেক্ষা করেন না, ইহা কি সামান্য সাহসের কথা! এ বিষয়ে আমরা প্রত্যেককে যথেষ্ট প্রশংসা করি। কিন্তু এখন সমাজ বন্ধনের উপায় কি? স্বাধীনতার উচ্চ অর্থ গ্রহণ না করিলে যে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্য, অপ্রেম, অস্নেহ জন্মিতে লাগিল। তাহাও বটে, আর

আমাদের এখনো সে শিক্ষার অনেক বাকী আছে। যদি আমরা ঔদার্য্য মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকি তবে সত্যের অনুরোধে আবার আপনার সমধর্ম্মী ধর্ম্মবন্ধুদিগের যাহার নিকট যাহা কিছু আছে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের উদার প্রেম সমস্ত পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া কি ব্রাহ্মদিগকে দূরে পরিবর্জ্জন করিবে? এ কি অদ্ভুত উদারতা! যেমন শিক্ষার অনেক বাকী আছে, তেমনি আবার পরস্পরের সাহায্যও নিতান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মেরাও সংসারী জীব, তাঁহাদের অনেক বিষয়ে বিপদ আপদ এবং অভাব আছে। নিকটতর সমাজবন্ধনে সকলের সহিত সম্বন্ধ না হইলে কিছুতেই চলে না। ব্রাহ্মদিগের নিকট নত মস্তক হইব না, অথচ বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্যে যোগে দিয়া হিন্দু বা খ্রিষ্টীয়ানগণের নিকট নীচতম কপট আনুগত্যের পরিচয় দান করিব, সত্য ভঙ্গ করিব, সেটাও দেখিতে বড় ভাল বোধ হয় না। অতএব গতির সামঞ্জস্য চাই। সত্যপ্রিয়তায় যদি আমাদিগকে অধিকতর স্বাধীন করিয়া তুলে, তবে প্রেমের অনুরোধে তাহার গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত করিয়া আনিতে হইবে। কেবল স্বাধীনতাইত জীবনের লক্ষ্য নহে, অন্য বিভাগে যে সত্য আছে তাহাও আদরণীয়। একদেশদর্শী স্বাধীনতার দিকের উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে, এত দূর হইয়াছে যে এখন ইহার গতি কিছু প্রশমিত না হইলে ইহা হইতে ভয়ানক গরল উঠিবে। এক্ষণে প্রেমের এবং সহিষ্ণুতার উন্নতি চাই, বিয়োগের পরিবর্ত্তে যোগের উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। যদি দুই দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে অধীন স্বাধীনতার পথে কিছু দিন চলিতে হইবে। যে ঈশ্বরের অধীনতায় স্বাধীন হয় সেই প্রেমিক সাধু সকল জীবের মিত্র হইয়া পরম সুখে কাল হরণ করে। স্বাধীনতাপ্রিয় ব্রহ্মগণ একটু শান্ত সমাহিত হইয়া মধ্য পথ অবলম্বন করুন। এই মাত্র আমাদের আন্তরিক বাসনা।

সংক্ষিপ্ত ও সুদীর্ঘ উপাসনা।

অনুরাগী সাধকেরা ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে সুদীর্ঘ উপাসনা করেন, ইহাতে তাঁহাদের আত্মার স্তরে স্তরে পুণ্য ও প্রেমরস সঞ্চারিত হইয়া বিশ্বাস ভক্তিকে পরিবর্দ্ধিত করে। কিন্তু বিষয়কার্য্যে বিব্রত নর নারী দীর্ঘ উপাসনার সঙ্গে সাধারণতঃ যোগ রাখিতে পারেন না, ইহাতে তাঁহাদের শান্তি লাভ দূরে থাকুক, মহা বিরক্তির উদয় হইয়া থাকে। উপাসনার প্রথম ভাগে যে সাধু ভাব সঞ্চারিত হয়, শেষ ভাগে মন অস্থির হওয়াতে তাহা চলিয়া যায়। প্রত্যেক অঙ্গের মধুরতা ও রস যদি স্তরে স্তরে উপাসকের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করে তবেই মঙ্গল, নতুবা ক্রমে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া বিপরীত ফল প্রসব করে। নিত্য উপাসনা দীর্ঘ হইলে তাহাতে অনেকেত যোগ দিতে ইচ্ছাই করেন না, এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতে পারেন না। সপ্তাহান্তেও এক দিন ক্রমাগত দুই ঘণ্টা কাল এরূপ উপাসনার আদ্যোপান্ত সম্ভোগ করা সাধারণের পক্ষে কখন সম্ভব নহে। অবসরবিহীন গুরুতর কার্য্যভারগ্রস্ত ব্যক্তি এ বিষয়ে কখন মনে কল্পনাও করিতে পারেন না। যদিও সময়ে সময়ে দীর্ঘ কালের জন্য উপাসনা স্থানে অনেককে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপাসনার সঙ্গে যোগ কতদূর থাকে তাহা জানিবার অবশিষ্ট আছে। জীবন্ত অনুরাগ এবং আন্তরিক তেজস্বিতার অভাবে অলস চিত্ত শ্রান্ত দেহ ব্যক্তি সহজে দেবমন্দিরের মধ্যে পূজার আসনে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। অতএব দীর্ঘ উপাসনা প্রথম শ্রেণীর ধৈর্য্যশাল অনুরাগী সাধকদিগের জন্য রাখিয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনা প্রণালী সাধারণের জন্য প্রচলিত করা আবশ্যক বোধ হয়। কিন্তু অভ্যাসের জন্য অন্ততঃ সপ্তাহের মধ্যে এক দিন

অধিক সময় যদি এ জন্য না দেওয়া যায় তাহা হইলে চঞ্চল চিত্ত উপাসক কোন কালে ধ্যান-পরায়ণ সাধক এবং অধ্যাত্ম তত্ত্বদর্শী ভক্ত হইতে পারেন না। আমাদের মতে নিত্য পারিবারিক উপাসনায় অধিক সঙ্গীত, দীর্ঘ আরাধনা এবং ধ্যান ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার আয়ত্তাধীন নহে ইহার পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে উদ্বোধন, গাথা, তদনন্তর সংক্ষেপে আরাধনা করিয়া তাহার পর একটী গান ও প্রার্থনা, তদনন্তর একটী শেষ সঙ্গীত, এরূপ হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। ইহাতে কেহ শ্রান্তি অনুভবও করে না, অথচ প্রগাঢ় মনঃসংযোগ সহকারে অনুরাগ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ইহাতে যোগ দান করিলে ধর্ম্মজীবন সবল ও সতেজ হইয়া উঠে। বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত ব্রাহ্মদিগের প্রাত্যহিক ব্রহ্ম পূজায় উপাসনার সমস্ত অঙ্গ সংক্ষেপে সাধিত হইতে পারে। চিত্তের যদি যথার্থ একাগ্রতা জন্মে তাহা হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে অনেক ধর্ম্ম বল প্রেম পুণ্য হৃদয়ে সঞ্চিত হইয়া যায়। এরূপ উপাসনায় আত্মার গভীরতম অভাব পূরণ এবং উচ্চতর সাধু বাসনা চরিতার্থ যাহাতে হয় এমন ভাবে প্রার্থনা ও ধ্যান ধারণা করিতে হইবে। কিন্তু পারিবারিক উপাসনায় পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম্মভাবের উন্নতির জন্য প্রার্থনাদি করা আবশ্যক। যাঁহারা দীর্ঘোপাসনার বিরোধী এবং সংক্ষিপ্ত উপাসনার পক্ষপাতী তাঁহাদের মনে রাখা উচিত, যে কিঞ্চিৎ সময় তাঁহারা এ জন্য ব্যয় করিতে চাহেন তাহাতে ঘনীভূত একাগ্রতা না হইলে কিছুই হইবে না। পক্ষান্তরে যাহাদের চিত্তের তাদৃশ প্রগাঢ় ভাব ক্ষণ কালের জন্যও হয় তাহারা দীর্ঘোপাসনার মধ্যে অজ্ঞাতসারে গিয়া উপনীত হইয়া থাকে। ফলতঃ দুয়েতেই মনঃসংযমের নিতান্ত প্রয়োজন, ভক্তি অনুরাগ নিষ্ঠা না থাকিলেত এ কার্য্য হইতেই পারে না। পারিবারিক ধর্ম্মসাধন বিষয়ে এক্ষণে অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ইহা মোচনের জন্য সংক্ষিপ্ত উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করাও আবশ্যক, এই ভাবের প্রার্থনা ও তদুপযোগী সঙ্গীত লিপি বদ্ধ থাকিলে অনেকের উপকার হইতে পারে।

একাঙ্গ উপাসনা।

ভক্তিশাস্ত্রে যাহাকে একাঙ্গ সাধন বলে, আমরা তাহার বিষয় কিছু বলিতেছি না। আমরা যাহা বলিতেছি, উহা সমগ্র উপাসনা সম্বন্ধে। উপাসনায় একাঙ্গসাধন দোষ, অথচ আবহমান কাল উপাসনায় একাঙ্গ সাধিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা উপাসনাকে সর্ব্ববিকারের ঔষধ মানেন এবং সেইরূপ লোককে উপদেশ দেন, জগতের অপূর্ণ উপাসনা-নিবন্ধন তাঁহারা তাঁহাদিগের কথার সারবত্তা লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে পারেন না। যদি কাহাকেও বলা যায়, তুমি যে অমুক পাপ দ্বারা আক্রান্ত রহিয়াছ, উপাসনা কর নিবৃত্ত হইবে, তখনি সে এই উত্তর দিবে "মহাশয়! আমিতো অতি ক্ষুদ্র সাধনবিহীন বিষয়ী, যাঁহারা দশ বার বৎসর ক্রমাগত কেবলই উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই যখন চির অভ্যস্ত পাপ দূর হয় না; তখন আপনি কি প্রকারে বলিতে পারেন, উপাসনা করিলে আমার অমুক পাপ যাইবে?" যিনি উপাসনার পূর্ণ ক্ষমতা মানেন, তিনি এই প্রত্যুত্তর দিবেন "অমুক ব্যক্তি দশ বার বৎসর যাবৎ উপাসনা করিয়াছে বটে, কিন্তু যাহাকে যথার্থ উপাসনা বলে তাহা করা হয় নাই। উপাসনার একাঙ্গ সাধন করিলে তাহাকে পূর্ণোপাসনা বলে না। ঈদৃশ সাধনে পূর্ণ ফল কি প্রকারে লাভ হইবে?" পূর্ণোপাসনা কি এ প্রস্তাবে তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

যদি একটী গৃহের অনেক গুলি জাল (জানলা) থাকে, তাহার সকলগুলি খুলিয়া না দিলে গৃহের সমুদায় অংশে সূর্য্যের কিরণ প্রবেশ করে না, এবং যে যে অংশে সূর্য্য কিরণ প্রবিষ্ট হয় না, সেই সেই অংশ বাসের অনুপযোগী

এবং রোগের আকর হয়। আমাদিগের মন একদ্বারবিশিষ্ট নহে। উপাসনাসময়ে যদি তাহার সকলগুলি দ্বার খুলিয়া না দেই, ঈশ্বরের প্রভাবরূপ কিরণ তাহার সকল অংশে গিয়া নিপতিত হয় না। উপাসনাসময়ে মনের যে যে ভাগে তাঁহার প্রভাব নিপতিত হয় না, সেই সেই ভাগ শুদ্ধ অনুন্নত থাকিয়া যায় তাহা নহে, তাহার দৌর্ব্বল্য হইতে বিবিধ বিকার উপস্থিত হয়। যাহারা মনের একটী দ্বার খুলিয়া উপাসনা করিতে যায়, তাহারা রোগ বিকারের হস্ত হইতে কখন মুক্ত হইতে পারে না। সমুদায় গৃহের একটী জান্‌লা খুলিয়া গৃহবাসী কখন রোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না। ক্রমে সমুদায় গৃহ দূষিত হইয়া উহা নিরবচ্ছিন্ন রোগের আধার হয়।

আমরা বলিয়াছি, উপাসনার ব্যাপার চিরদিন একাঙ্গে সাধিত হইয়াছে। যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা ভক্তিকে শুদ্ধ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন তাহা নহে, ভক্তিভিন্ন আর যাহা কিছু সকলি নিন্দনীয় বলিয়া দূরে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা কর্ম্মকে সর্ব্ব প্রধান, যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা জ্ঞানকে সর্ব্বে সর্ব্বা, যাঁহারা যোগী তাঁহারা যোগকে একমাত্র অনুবর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিয়াছেন। ইহাকে পূর্ণোপাসনা বলা যায় না, একাঙ্গা উপাসনা বলিতে পারা যায়। পৃথিবীতে আমরা একাঙ্গা উপাসনার যে ফল দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে উহা সাধকের পক্ষে লোভনীয় নহে। ধর্ম্মরাজ্যের যত কিছু নিন্দনীয় ব্যাপার তাহা এই একাঙ্গ সাধন হইতে সমুৎপন্ন, এক জন অসূক্ষ্মদর্শীও ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। প্রাচীন কালে বা অপর সম্প্রদায় মধ্যে ইহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে হয় না, আমাদিগেরই মধ্যে ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে।

ভক্তির সঙ্গে হৃদয়, কর্ম্মের সঙ্গে ইচ্ছা, জ্ঞানের সঙ্গে চিন্তা, যোগের সঙ্গে সমগ্র আত্মার সম্বন্ধ। উপাসনাসময়ে যে ব্যক্তি এসকলের ক্রিয়া যথাপরিমাণে হইতে না দেয়, কোন একটীকে প্রবল করিয়া আর সকল গুলির ক্রিয়া অবরুদ্ধ রাখে, তাহার উপাসনা যথার্থ উপাসনা হইল না। ইচ্ছা চিন্তা ও আত্মার প্রবৃত্তি উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ কেবল হৃদয়ের পরিচালনে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহারা আচার ব্যবহার কার্য্যে যদি কিছু নিন্দনীয় দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। শুদ্ধ চিন্তা করিতে গিয়া যদি হৃদয় শুষ্ক হয়, কার্য্য করিতে গিয়া অভিমান বৃদ্ধি পায়, যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা হয়, তবে তাহাতে উপাসনার দোষ কি? উপাসনার সময়ে মনের যে বিভাগে ঈশ্বরের প্রভাব নিপতিত হইল না, সে বিভাগ সূর্য্যকিরণের অভাবে বীজ যেরূপ অনঙ্কুরিত অবস্থায় থাকিয়া যায়, সেইরূপ অবস্থায় অবস্থিতি করে। যখন সেই বিভাগের কার্য্য উপস্থিত হয়, উহা অতি নিন্দনীয়রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সে সময় তিনি যে এক জন সাধক ঈশ্বরের ভক্ত ইহা বুঝিবার আর কোন উপায় থাকে না। সাধারণ লোক যেরূপ সদোষ, তিনিও তৎসম্বন্ধে সেই রূপ হইয়া থাকেন।

আমি যেরূপ ঈশ্বরের ভক্ত, তেমনি তাঁহার দাস। আমি যেমন তাঁহার সহবাসাকাঙ্ক্ষী, তেমনি আমার মন সর্ব্বদা তাঁহারই বিষয় আলোচনা করিবে। উপাসনা কালে যদি আমি কেবল ভক্ত ভাবে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই, আমাতে কিছু মাত্র দাস ভাব না থাকে, তবে আমার ইচ্ছা কখন উপাসনার প্রভাবে বিশুদ্ধ ও সবল হইতে পারে না। আমি যখন সংসারে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইব, তখন কার্য্যকালে এমন কিছু করিয়া ফেলিতে পারি, যাহা সাধুবিগর্হিত, নিন্দিত এবং ঘৃণার্হ। যাহার ইচ্ছার উপরে উপাসনাকালে ঈশ্বরের প্রভাব নিপতিত হইল না, তাহার ইচ্ছা কখন সংগ্রামে সক্ষম হইতে পারে না। পদে পদে পদস্খলন তাহার

সম্বন্ধে দুর্নিবার। আমরা অনেক ভক্তাভিমানীর এই রূপ দুর্দ্দশা নিয়ত দেখিতে পাই। ইহা হইতে আমাদিগের শিক্ষাগ্রহণ একান্ত কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলিবেন, যিনি ভক্ত তিনি কখন এরূপ কার্য্য করিতে পারেন না, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী। এ কথা আমরাও মানি। যিনি ভক্ত তিনি ঈশ্বরের আদেশপালনে একান্ত অনুরক্ত। তাঁহাতে প্রেমিকত্ব এবং দাসত্ব দুই এক সময়ে মিলিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা এরূপ দেখিতে পাই না। লোকে যাহারা ভক্ত বলিয়া পরিচিত তাহাদিগের চরিত্রে এমন অনেক বিষয় থাকিয়া যায়; যাহা চিরদিন নিন্দনীয়। যে ব্যক্তি কেবল ভাবুকতাতে সন্তুষ্টি লাভ করে, তাহার এরূপ কেনই বা হইবে না? যে উপাসনা কার্য্যকালে স্বীয় বল স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহাকে আমরা কিরূপে প্রকৃত উপাসনা বলিব? অনেকের উপাসনাই যে এইরূপ, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ভাবুকত্ব অতি আদরের বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি তাহা ইচ্ছার বলের সঙ্গে মিলিত না হয়, তবে তাহা ব্যর্থ বলিয়া পরিগৃহীত হয়।

উপাসনা সকল পাপরোগের ঔষধ ইহা বলিতে আমরা কখন ছাড়িব না। বরং আমরা সকলে উপাসক নই বলিয়া পরিচিত হইব, তথাপি পরমপ্রভাব উপাসনাকে নিষ্প্রভ হইতে দিব না। আমাদিগের মধ্যে কে বলিতে পারে যে উপাসনাকালে তাহার হৃদয় ইচ্ছা চিন্তা ও সমগ্র আত্মা ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত হয়। যদি কাহার হয়, তবে তাহার ভাব, তাহার কার্য্য, তাহার চিন্তা, তাহার প্রশান্ত গম্ভীর চরিত্র, সকলি তাহার উপাসনার যাথার্থ্য প্রদর্শন করিবে। ফলতঃ উপাসনাকালে এমন একটী ভাবে গিয়া দাঁড়াইতে হয়, যাহাতে উপাস্যদেব উপাসক মধ্যে ভক্ত, দাস, জ্ঞানী ও যোগী সকলি দেখিতে পান। প্রতি দিন উপাসক এইরূপে ঈশ্বরের নিকটে সমাগত হইলে, তাহার মনের সমুদায় বিভাগের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ নিপতিত হয়, এবং কার্য্য কালে তাহার জীবনে সকল বিভাগেরই কার্য্য যথাযথরূপে নির্ব্বাহিত হয়। আমাদিগের নিত্য উপাসনা যদি এই রূপে নির্ব্বাহিত না হইল, তবে আমরা উপাসনা করি এ কথা বলিয়া প্রয়োজন কি? আমাদিগের উপাসনা সময়ে দীর্ঘ করা সহজ, কিন্তু উহাকে সারবত্তায় ঘনীভূত করা সহজ নহে। ইহাতে সমুদায় হৃদয়, সমুদায় ইচ্ছা, সমুদায় চিন্তা, এবং সমুদায় আত্মাকে এক স্থানে নিয়োগ করিতে হয়। যাহাতে আমাদিগের প্রতিদিনের উপাসনা জীবনের সমুদায় বিভাগকে সজীব করিয়া তুলে, আমাদিগের তাহাই করা একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। উপাসনার পূর্ণাঙ্গ সাধন এখন প্রয়োজন, একাঙ্গ নহে।

হাফেজ।

বুকের ভিতরে আমার হৃদয় পারাবতের ন্যায় কাঁপিতেছে, তুমি কি অমি পুনর্ব্বার আমার প্রাণে প্রদান করিলে?

তত্ত্বরাজ্যের যাত্রিকগণ দুর্গম পথ অবলম্বন করেন, প্রেমানুগামী পথের বন্ধুরতার জন্য চিন্তিত নহে।

আমি ভুলিয়া সুরালয়ের পথ ছাড়িয়া আসিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক পুনর্ব্বার আমাকে সৎপথে আনিয়া ফেল।

যদিচ আমি বিহ্বল ও মত্ত, তুমি অনুগ্রহ কর, এই বিঘূর্ণিত হৃদয় প্রমত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।

যদি নিশীথ কালে সূর্য্য দর্শনে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে কুসুম কান্তি দ্রাক্ষাকন্যার মুখ আবরণ মুক্ত কর।

মৃত্যুর দিনে আমাকে মৃত্তিকা গর্ত্তে সমর্পণ করিতে দিও না, সুরালয়ে সুরাকুম্ভের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিও।

হাফেজ যদি কেশাগ্র প্রমাণ তোমার অবাধ্য হয়, কুঞ্চিত কেশযোগে তাহাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিও।

যদি সারেঙ্গা বাদ্য যবনিকার অন্তরালে অনেক কথা বলে, তাহার চুল ছিঁড়িয়া ফেলিও আর কথা বলিবে না।

যদি পুষ্পের ন্যায় আমার হৃদয় প্রমুক্ত হয়, তবে সে পুনর্ব্বার আঁখিকিয় পান পাত্রের গন্ধ আঘ্রাণ করিবে।

[illegible] ধৈর্য্য [illegible] বৈরাগ্যবস্ত্র চন্দ্রাস্য প্রেমাস্পদদিগের অলাচ্ছাদনের নিকট তুচ্ছ।

যে বাক্য অগ্নি উদ্দীপন করে আমি তাহার দাস। যাহা তীব্র অনলে জল ঢালিয়া দেয় তাহার অধীন নহি।

আমি ভগ্ন দীন হীন হইয়া তোমার দ্বারে আসিয়াছি, কৃপাকর, তোমার প্রেম ব্যতীত আমার অন্য নিদর্শন পত্র নাই।

এস, সুরালয়ের হাফেজ কল্য আমাকে বলিয়াছেন যে বিধির বিধি লঙ্ঘন করিও না, ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইয়া থাক।

কেরামতের উষা পর্য্যন্ত আমার কোফান (শবাচ্ছাদন) পানপাত্র বাঁধা থাকিবে। আমি সুরা দ্বারা কেরামতের ভয় অন্তর হইতে বিদূরিত করিব।

আজ রোজান্ত মাস ও আমোদ আহ্লাদের দিন, অদ্য সময় অনুকূল, মনোভিলাষ পূর্ণ।

বল, পূর্ব্ব দিক্ হইতে গগণবধূ যেন প্রকাশিত না হয়, অদ্য সেই চন্দ্র দর্শনই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

সেই বৈরাগীর যখন কুটীরে স্থান হইয়া উঠিল না, দেখ সুরালয়ের প্রান্তে অদ্য অবস্থিতি করিতেছে।

তোমার মত্ততায় আমি লেখনীর ন্যায় মস্তক ধারণ করি, ছিন্ন মস্তক সত্বে পুনর্ব্বার ছিন্ন মস্তক করিলে।

এস, ভগ্ন হৃদয়ে পুনর্ব্বার বল আসিবে। এস, মৃত দেহে পুনর্ব্বার প্রাণ আসিবে।

হৃদয় দর্পণের সম্মুখে যাহা কিছু রাখি, তোমার রূপের ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই দেখায় না।

প্রান্তরের ভয়ে মন অসন্তুষ্ট করিও না, মক্কা দর্শনে দৃঢ় সঙ্কল্প হও, সৎপুরুষ পথের চিন্তা করে না।

এস হাফেজের বোল্ বোল্ প্রকৃতি মন দর্শন পুষ্পোদ্যানের সৌরভে পুনর্ব্বার সজীত করিবে।

যদিচ চেতনাবান্ লোক স্বীয় কর্ত্তৃত্ব কাহাকে প্রদান করে নাই, কিন্তু হৃদয় আগ্রহের সহিত সখার প্রমত্ত চক্ষুকে প্রাণ সমর্পণ করিতেছে।

সখার লেখনী রসনায় যদি হাফেজের নাম উচ্চারিত হয়, রাজ সন্নিধানে এই প্রার্থনাই আমার যথেষ্ট।

যে স্থলে তুমি বিনম্র ও দয়ালু প্রকৃতি, পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা কর, ঘটনা জিজ্ঞাসা করিও না।

কুটীরের ভেকধারী দরবেশের নিকটে ধন অন্বেষণ করিও না, অর্থাৎ দরিদ্রের নিকটে স্পর্শ মণির কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

বুদ্ধিরূপ বৈদ্যের পুস্তকে প্রেমের অধ্যায় নাই। হৃদয়! বেদনা সহ্য করিতে থাক, ঔষধের নাম করিও না।

ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিনিময়ে স্বর্গের প্রাসাদ প্রদত্ত হয়। আমি দীন হীন ও মত্ত, সুরাপ্রিয় গুরুই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

নদীর কুলে উপবেশন কর ও জীবনের গতি দেখ। গতিশীল জগতের এই ইঙ্গিত আমার পক্ষে যথেষ্ট।

পৃথিবীর ধন ও পৃথিবীর উৎপীড়ন দেখ, যদি এই লাভ ক্ষতি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, আমার পক্ষে যথেষ্ট।

সখা আমার সঙ্গে আছেন, আমার অধিক প্রার্থনার কি প্রয়োজন? সেই প্রাণ বন্ধুর সহবাস সম্পদ্ আমার পক্ষে যথেষ্ট।

দোহাই ঈশ্বর! স্বীয় দ্বার দেশ হইতে আমাকে স্বর্গ লোকে প্রেরণ করিও না। তোমার নিকেতনস্থ ইহ পরলোক অপেক্ষা আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট।

তোমার সম্মিলন ব্যতীত আমার মনে অন্য কোন অভিলাষ নাই। এই বাণিজ্য ইহ পরলোকের সমৃদ্ধি অপেক্ষা আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

১১ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৭৯৯ শক।

সামাজিক উপাসনার কর্ত্তব্যতা।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ নিয়মিতরূপে ব্রহ্মমন্দিরে কেন আইসে না? পরমেশ্বর আজ সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বর্গের রাজা, পৃথিবীর রাজা, রাজাধিরাজ ঈশ্বর, আজ এই মন্দিরের পানে তাকাইয়া এই সময়ে এই মুহূর্ত্তে পৃথিবী কাঁপাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিতরূপে কেন আইসে না? সপ্তাহে সপ্তাহে লোক সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিতেছি, লোকসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। তাই অন্তর্যামী কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সকলকে তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইবে। যদি ইহ লোকে কেহ উত্তর না দাও, পরলোকে ইহার উত্তর দিতে হইবে। চুরি করা অপরাধ, কিন্তু পবিত্র মন্দিরে নিয়মিতরূপে না আসা পাপ নয়, যদি ইহা বল, তবে ইহাও বলিতে পার যে অপরের প্রাণবিনাশকরা কিছু মাত্র অপরাধ নয়। নিয়মিতরূপে মন্দিরে না আসা যদি অপরাধ না হয়, তবে বিবেককে গঙ্গাজলে নিঃক্ষেপ কর। যাঁহাদিগের শরীরে জীবন আছে, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে এই বিষয়ের উত্তরদানে বাধ্য। মিথ্যা কথা বলা, ব্যভিচার করা, ঘোর পাপে পতিত হওয়া যেমন, এ অপরাধও তেমনি। তৎসম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, এ সম্বন্ধে উত্তর দেওয়াও তেমনি কঠিন ব্যাপার।

আমি জানি না এরূপ কেন হইতেছে? এত অভক্তি এত নিষ্ঠার অভাব কেন? অন্য বিষয়ে পাপ হয় মনুষ্য তজ্জন্য অনুতাপ করে, আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করে, কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এমনি স্থূল যে নিয়মিতরূপে

মন্দিরে না আসা পাপ, এই গভীর সত্য শীঘ্র বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অনেকে বলিবে মন্দিরে যাই বা না যাই তাহাতে দোষ কি? তেমন পবিত্র স্থানে না গেলে কি আর শরীর মনের অপবিত্রতা যায়? আমি না গেলাম আর দশ জন লোক আছে তাহারা কাজ সারিয়া লইবে। যে আলোক দিবার সে আলোক দিবে, কাষ্ঠাসন পরিষ্কার করিবার যাহার উপর ভার সে কাষ্ঠাসন পরিষ্কার করিবে, যে ভাগ আধ্যাত্মিক তাহাও এক জন এক প্রকারে সমাধা করিবে। আমি মন্দিরে না গেলে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমি এক জন। যেখানে দুই শত পাঁচ শত লোক যাইতেছে সেখানে আমি এক জন গেলাম বা না গেলাম তাহাতে ক্ষতি কি? যদি না যাই, তাহাতে অপরাধই বা কি? সামাজিক উপাসনা না করিলে কি চলে না? ঘরে বসিয়া পূজা করিলে কি আর পূজা হয় না? সামাজিক উপসনার কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে এইরূপ অধিকাংশ লোকের মনে সংশয় আছে। তাহারা সকলের সঙ্গে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত স্থানে ঈশ্বরসন্নিধানে ঈশ্বরের চরণতলে আসিয়া বসিতে চায় না। এই ভয়ানক পাপে যাহারা পাপী, তাহারা আপনাদিগকে পাপী বলিয়া না জানুক, স্বর্গের সাধুমণ্ডলী তাহাদিগের মুখও দেখিতে ইচ্ছা করেন না।

জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে বলিয়া তোমরা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। তোমরাই তাহা নিজে বন্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এই অসাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তোমরা অন্যের মন আরো দুর্ব্বল করিয়া দিবে। পরিশেষে আর কেহ এখানে আসিবে না। এখানে কার গৃহে আসিতেছ? পিতার গৃহে। পিতার দুষ্ট সন্তান হইয়া এখানকার সম্বন্ধে যে অপরাধ করিতেছ, তাহা কিছুতেই ধৌত হইবে না। আত্মশোধনে যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই শোধন করিতে পারিবে না। তোমাদিগের এই অপরাধে সামাজিক উপাসনা বিলুপ্ত হইবে। নিয়মিতরূপে আসা বন্ধ কর, সামাজিক উপাসনা বন্ধ কর, আপনি দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়িবে, পাঁচ জনের মনে কুভাব আসিবে। ব্রাহ্ম সাধারণের পর্যন্ত অনুরাগ ভক্তি হ্রাস হইবে। যাহারা প্রধান লোক তাহারা না আসিলে এরূপ ঘটিবে না কেন? ক্রমে এই রূপে মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইবে, এখন যেমন হরিনাম হইয়া থাকে তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি তোমার জন্য আমার জন্য হরিনাম বন্ধ হইয়া যায় তবে প্রাণে ধিক্। যত দিন বাঁচিব ব্রহ্ম নাম দিয়া সকলকে পবিত্র করিব, তজ্জন্য তুমি আমি প্রত্যেকে দায়ী। রোগ বা বিপদে আক্রান্ত হইয়া যদি তোমরা আসিতে না পার, ঈশ্বর তজ্জন্য তোমাদিগকে অপরাধী করিবেন না। কিন্তু মিথ্যা কারণে যদি সেই দায়িত্ব পালন না কর, তবে তোমাদিগের গভীর অপরাধ হইবে। যদি বৎসরের মধ্যে বিনা কারণে দুদিন এক দিনও অনুপস্থিত হও, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িতে হইবে। যাহাতে তোমাদিগের দোষে এ দেশ হইতে হরিনাম উঠিয়া না যায় তাহার জন্য যত্ন করিবে। মধুর হরিনাম সর্ব্বদা সযত্নে প্রচার কর। তোমরা হরিনাম প্রচারের পথে কণ্টক আরোপ করিও না। প্রাণান্তেও মন্দিরে না আইসার অপরাধ করিও না। যাহাতে শরীর মনটাকে এখানে কাষ্ঠাসনে আনিয়া বসাইতে পার, তাহার জন্য যত্ন কর, উৎসাহের সহিত দশ জন ভক্ত দশ জন বন্ধু মিলিয়া হরিনাম কর, চারি দিক্ হইতে লোক সকল আসিবে। যখন তাহারা এখান হইতে যাইবে বলিতে বলিতে যাইবে, আহা কি মধুর নাম শুনিলাম, কখন এরূপ নাম শুনি নাই, এরূপ উৎসাহ দেখি নাই, এরূপ অমৃত কোন দিন পান করি নাই, আজ প্রাণ কাড়িয়া লইল। কত লোক এই রূপ বলিতে বলিতে চলিয়া যায়, আমরা তাহার সংবাদও পাই না।

যাহারা মন্দিরে আইসে না, তাহারা মানুষকে সুমধুর হরিনাম শুনাইতে চায় না। পাপী হরিনাম না শুনিয়া মরুক আমি সে স্থানে যাইব না। হরিনাম চির কালের জন্য বন্ধ হইয়া যাউক; দেশস্থ লোকের মৃত্যু হউক, এই তাহার কামনা। ইহার অপেক্ষা আর কি ভয়ানক কার্য্য হইতে পারে? এমন পবিত্র সুকোমল নাম মনুষ্য যাহাতে শুনিতে পায় তাহার বিরোধী হইবে; সে পথে কণ্টক আনিবে, অথচ আপনাকে অপরাধী মনে করিবে না, নিরপরাধ গণ্য করিবে, ইহার অপেক্ষা আর কি ভয়ানক হইতে পারে? তুমি যদি প্রেমিক হও, তোমাকে নিয়মিতরূপে এই মন্দিরের আসনে দেখিতে পাইব। ভাই ভগ্নীগণ দেশে দেশে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিবেন, তুমি এই রূপে তাঁহাদিগের সাহায্য করিবে। ঈশ্বরের নাম লোকে শুনুক, ইহাতে এই ইচ্ছা প্রকাশ পায়। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এখনও জীবন্ত আছে যদি বল তবে তোমরা কেহ মন্দিরে নিয়মিতরূপে না আসিয়া পার না। যদি উহার মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে কাহাকেও আসিতে বলিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি পৃথিবী হইতে বিদায় হইয়া থাকে, ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা চলিবে কি প্রকারে? আমি বলিতেছি ব্রাহ্মধর্ম্ম এখনও মরে নাই, জীবিত আছে। তোমাদের জীবন অবসান হয় নাই একবার পৃথিবীকে দেখাও। লোকে বলিবে ব্রহ্মধর্ম্মের মৃত্যু হইয়াছে, এ অপমান সহ্য করিও না। আচার্য্য, উপাচার্য্য, প্রচারক, সকলকে ডাকিতেছি, তাঁহারা আর সকল অধর্ম্ম দূর করিবার পূর্ব্বে সকলকে গিয়া বলুন, সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম কর্ত্তব্য এক স্থানে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন। যেখানে ভাই ভগ্নীর সহিত মিলিত হইয়া হরিনাম সুধা পান করা যায়, সেখানে আনিতে লোককে কি যুক্তি দেখাইয়া আনিতে হইবে? এই ঘরে বসিয়া যে প্রাণের ঈশ্বরকে দেখিবে

তাহার নিকট এই ঘর প্রাণের ঘর হইবে। সে যদি সহস্র কার্য্যেও ব্যস্ত থাকে, তবু তাহার যথাসময়ে এই ঘরের কথা স্মরণ হইবে এবং নিদ্রিত আত্মা জাগিয়া উঠিবে। প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি সহস্র কার্য্য ছাড়িয়া এই স্থানে এই প্রিয় স্থানে আসিয়া প্রাণ জুড়াইবে। আমি এই ব্রহ্মমন্দিরেরই পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছি না, কিন্তু যেখানে হউক সকল বন্ধুকে লইয়া প্রাণেশ্বরকে ডাক। যেখানে যে ব্রাহ্মমণ্ডলীমধ্যে একত্র মিলিত হইয়া পূজা করিবে সঙ্কল্প করিয়াছ সেইখানে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া পূজা কর। এই কার্য্যকে চির জীবনের কার্য্য মনে করিতে হইবে। সামাজিক উপাসনায় একবার যোগ দিলে হইবে না, ক্রমাগত আসিতে হইবে। যে সমাজে প্রথম যোগ দিয়াছিলে সে সমাজ যদি বিলুপ্ত হয়, অন্য সমাজ ভুক্ত হও। যত দিন প্রাণ থাকিবে, সেই খানে প্রাণেশ্বরকে ডাকিতে হইবে। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য একটী বাড়ী থাকিবে না, এমন একটী প্রিয় স্থান থাকিবে না যেখানে ব্রহ্মের মুখ দেখা যাইতে পারে, এরূপ হইতে পারে না। সংসারের মধ্যে এমন একটী স্থান চাই, যেখানে আসিয়া সকলে মিলিয়া উৎসাহের সহিত ব্রহ্মনাম করিব। যে ঘরে তাঁহার নাম করা যায়, সে ঘর যদি প্রিয় না হয়, তবে আর পৃথিবীর মধ্যে প্রিয় স্থান কোথায়? এই ঘরের এক এক খানি ইট যদি তোমার প্রিয় না হয়,তবে তুমি ব্রহ্মকে কি প্রকারে ভাল বাস? তবে তুমি ব্রাহ্ম নও। এ বিষয়ে তাহা হইলে সন্দেহ। বুঝি তুমি ব্রাহ্ম নও। ব্রাহ্ম যে ঘরে ব্রহ্মের পূজা করেন, তদপেক্ষা আর তাঁহার প্রিয় কি থাকিতে পারে? যেখানে কার্য্য করিতে যাও, যেখানে গিয়া অর্থ উপার্জ্জন কর, যেখানে নীচ কার্য্যের সহিত মন রজ্জুবদ্ধ হয়, সেই স্থান কি তোমার প্রিয়? যেখানে স্বর্গের মহাত্মাগণের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়, ইহলোক পরলোক এক হয়, বন্ধু জন সহ সহবাস হয়, এমন কি যিনি সর্ব্বোচ্চ ধন, পরম ধন, নিত্য ধন, তাঁহাকে লাভ করা যায়, সে স্থান প্রিয় হইল না! কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল? এখানে আসিতে আবার যুক্তি করিতে হয়, কেন আসিব জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন ঘটিল? আর পাঁচটী পাপ আছে, না হয় এও একটী পাপ হইল, তাহাতে কি? এ পাপ যে সকলের অপেক্ষা ভয়ানক। এ পাপ হইতে আর সহস্র পাপ আইসে। যদি এপাপ হইতে দেও, তবে দেশের সকলে সবংশে মরুক এই তোমাদের ইচ্ছা।

তোমরা আর উপেক্ষা করিও না। যাও তোমরা উপাসকদিগকে ধরিয়া আন, সকলকে জাগ্রৎ কর, তোমাদের ইহলোক পরলোকে সংকীর্ত্তি হইবে। যদি ইহাতেও কেহ আসিতে না চায়, স্বার্থপরতার পাপ হইবে। হরিনাম যাঁহাদিগের প্রিয় তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আন। আমি পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরেরই পক্ষপাতী হইয়া বলিতেছি না হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যত ব্রহ্মমন্দির আছে, ব্রাহ্মসমাজ আছে, প্রার্থনা সমাজ আছে, প্রত্যেক স্থানে এই রূপে সকলে সযত্ন হইলে লোকে পূর্ণ হইবে। ঈশ্বরের ঘরে লোক ধরিবে না। চতুর্দ্দিক হইতে প্রেমে উন্মাদ হইয়া লোক দৌড়িবে। এ মন্দির মানে সকল মন্দির। এ মন্দির অপূর্ণ হইলে সকল মন্দির অপূর্ণ হইবে। এ মন্দির যদি পূর্ণ হয়, সকল মন্দির পূর্ণ হইবে। আগামী রবিবারে সপ্তাহের মধ্যে যাহাতে এই মন্দির পূর্ণ হয় তোমরা সকলে তাহা কর। যদি তোমরা এ বিষয়ে আলস্য কর তোমাদের নাম ঈশ্বরের দাসশ্রেণী হইতে কর্ত্তিত হইবে। এখানে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হউক, সহস্র লোক মিলিত হইয়া তাঁহার পদ পূজা করুক, ভক্তিজলে তাঁহার পদ ধৌত করুক, দেখিবে কি ব্যাপার হয়। আর কি বলিব অনেক বলিলাম। দুঃখের বিষয় যে আজ এ কথা এখানে বলিতে হইল। সকলে যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে তোমরা সকলে নিরুৎসাহ হইয়া যাইতেছ, সে কথার কি তোমরা সংবাদ লইয়া থাক? তোমারদিগের মধ্যে জড়তা আসিয়াছে চারিদিকে যে এই কথা উঠিয়াছে তাহা কি তোমরা শুনিতে পাও নাই? যদি তোমাদিগের মধ্যে উৎসাহ থাকে এই সময়ে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বাহির হও। আর নিদ্রিত থাকিও না। জড়তা দূর করিয়া দাও। যে সময়ে উৎসাহের অগ্নিমধ্যে দেশ নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রহ্মমন্দিরে চির দিন হরিনাম হয়, তজ্জন্য প্রাণ মন সমর্পণ কর। সময় আসিয়াছে সকলে প্রস্তুত হও, সর্ব্বদা ঈশ্বরের ঘর যেন তোমাদিগের প্রিয় হয়। যোগী সাধক ভক্ত সকলকে ডাক, ডাকিয়া তাহাদিগের সহিত মিলিত হও। যাহাতে ঈশ্বরের মন্দিরে না আইসার অপরাধ দেশ হইতে চলিয়া যায়, এরূপ যত্ন কর। স্থানে স্থানে নাম কীর্ত্তন হউক, দেশে হরিনামের তরঙ্গ উঠুক, দেশ হরিনামের স্রোতে ভাসিয়া যাউক। মন্দিরে নিয়মিত রূপে না আসার ভয়ানক পাপ হইতে ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন। তাঁহার ঘরে মিলিত হইয়া যেন আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদা ডাকি।

আমাদের রাজ প্রতিনিধির ধর্ম্ম ভাবের আভাস।

এই কঠোর শুষ্ক ধর্ম্ম হীন সভ্যতার সময়ে দেশের রাজপ্রতিনিধির মুখ হইতে যদি একটু ধর্ম্মের আভাস বিনির্গত হয় তাহা আমাদের পরমাহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি লর্ড লিটন্ সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রদিগের পারিতোষিক বিতরণ সভায় যে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন

তাহার সারাংশ আমরা অনুবাদ করিয়া দিলাম। প্রতিবর্ষে এখানকার ছাত্রেরা এই উপলক্ষে অতি আশ্চর্য্যরূপে নাট্যাভিনয় করিয়া দর্শকদিগের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া রাজপ্রতিনিধি বলিলেন, হে ভক্তিভাজন রেক্টার মহাশয়! (কলেজ অধ্যক্ষ) অভিনয় কার্য্যে আপনার ছাত্রগণের যেরূপ বুদ্ধি প্রকাশ পাইল তজ্জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ করি। আমি আশা করি ইহারা মানবজীবন রূপ নাট্যশালায় প্রবেশ করিয়া বিশ্বাস ও আহ্লাদের সহিত অভিনয় কার্য্য সম্পাদন করিবে। এই বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন ফলকে লিখিত দুইটী বিষয় আমি বিশেষ সন্তোষের সহিত পাঠ করিয়াছি। যুবক ছাত্র বৃন্দের চরিত্র গঠন করা, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে তাহাদিগের প্রীতি উৎপাদন করা, এবং ভদ্র রীতি শিক্ষা দেওয়া আপনাদের উদ্দেশ্য। আমার জীবনের অধিকাংশ সুখের সময় পুস্তক-বন্ধুর সহবাসে গত হইয়াছে; এই জন্য চিন্তার ধনাগার স্বরূপ যে জ্ঞান তাহাকে আমি সামান্য মনে করিতে পারি না। কিন্তু হে যুবক বন্ধুগণ পুঁথিগত বিদ্যা আর যথার্থ শিক্ষার মধ্যে যে কত প্রভেদ তাহা আর আমি বলিতে পারি না। পুস্তকের জ্ঞান অবশ্য ভাল, কিন্তু যথার্থ শিক্ষার ইহা কেবল সামান্য অংশ মাত্র। ইহা সাহায্য প্রদান করিতে ও অলঙ্কৃত করিতে পারে, কিন্তু সার শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে না। মানবজীবনের সুখ ও কার্য্যকারিতা চরিত্রগত পবিত্রতা এবং মহত্ত্বের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে যদি নিজস্বার্থ ও সামান্য বিষয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চাও তাহাও কেবল বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে হইবে না। নিরাশার সহিত কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন অতি সামান্য জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীকে শাসন করা যায়। যিনি এ কথা বলিয়াছেন তিনি অজ্ঞাতসারে একটী শান্তিপ্রদ সত্যের সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। জগতের সৌভাগ্য যে, যে সকল গুণ মনুষ্যগণকে অন্যের উপর শাসন করিতে সক্ষম করে, তাহারই দ্বারা তাহারা আপনাদিগকে শাসন করিতে বাধ্য। এ সকল গুণ বুদ্ধির নহে, কিন্তু নীতির। বুদ্ধিবৃত্তি অবশ্য একটী শক্তি সন্দেহ নাই, অতএব যথা সময়ে তাহার পরিচালনা করিবে। কিন্তু অন্যান্য মানবীয় শক্তির ন্যায় বুদ্ধি শক্তিরও অনেক চাটুকার ও স্তুতিবাদক আছে। ধর্ম্ম ও নীতি বুদ্ধির পরম বন্ধু। যাহারা বুদ্ধিকে এই বলিয়া প্রলুব্ধ করে যে, তুমি তাহাদের উপরে এবং তাহাদের নেতৃত্ব তুমি অনায়াসেই উপেক্ষা করিতে পার, তাহারা ইহার ভয়ানক শত্রু। আমি ভরসা করি তোমরা ফ্রান্সের ইতিহাস পাঠ করিয়াছ। সে একবার বুদ্ধি-বিকারের অধীন হইয়া ঘোষণা করিয়াছিল, প্রজ্ঞাই আমার উপাস্য দেবতা। কিন্তু যখনই প্রজ্ঞা দেবতারূপে বিঘোষিত হইল তৎক্ষনাৎ অমনি সে উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরূপে প্রজ্ঞা আপনার উপাসকদিগকে বাতুলালয়ের উপযুক্ত করিয়া পরিশেষে সকলকে পশুবধস্থানে (কশাই খানায়) পরিচালিত করে। জীবনেও কি ইহার ফল দৃষ্ট হয় না? এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে ছাত্রদিগকে ভদ্ররীতি শিক্ষা প্রদান করাও একটী উদ্দেশ্য। ভদ্ররীতির অর্থ আমি বোধ করি এই যে চিন্তা বাক্য কার্য্যেতে এমন ভদ্র অভ্যাস জন্মিবে যাহা দ্বারা সামাজিক ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত ও সুমিষ্ট হইবে। এই যদি হয়, তবে আমি ইহার গুরুত্ব সরল হৃদয়ে অনুমোদন করি। বিদ্যা, ধন, বংশ এবং রাজমর্য্যাদার মনুষ্যকে ভদ্রলোক করিতে পারে না, কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষাতে পারে। প্রত্যেক সমাজের চরিত্রগত স্থায়ী উন্নতি নিয়মকর্ত্তাদিগের উপর নহে, কিন্তু রীতিনির্ম্মাতাদিগের উপর নির্ভর করে। আরিষ্টোটেল্ বলিয়াছেন, নিয়ম অপেক্ষা রীতি শ্রেষ্ঠ। রীতি ব্যবহার অপবিত্র ও অভদ্র হইলে সমস্ত নিয়মাদি বৃথা হয়, অদ্য অভিনয় দেখিয়া জগৎ অভিনয় ক্ষেত্র এই পুরাতন কথা আমার মনে উদয় হইতেছে। মহা কবি সেক্ষপিয়ার পৃথিবীকে নাট্যমন্দির বলিয়াছেন। সমস্ত নরনারী কেবল অভিনয় করিতেছে। এই অভিনয়ের আনন্দ ব্যতীত ইহাতে শিক্ষাও পাওয়া যায় যাহার যত টুকু অংশ সে সেই টুকু অভিনয় করিবে, বেশী করিবে না। এজন্য অসার গর্ব্ব, স্বার্থপরতা, অবৈধ মিথ্যা ফলাশা ত্যাগ, আপনার অপেক্ষা সাধারণের স্বার্থ স্বীকার, অন্যের অভিনয়ে শ্রদ্ধা, এবং সর্ব্বোপরি সেই ভক্তিভাজন নাট্যকারের (ঈশ্বরের) জ্ঞান কৌশল অধ্যয়ন এই সমস্ত আবশ্যক। মন্দ অভিনেতার লক্ষণ কি? সে কেবল আপনার অংশই চিন্তা করে, সমস্ত নাটকের সঙ্গে তাহার নিজের কি সম্বন্ধ তাহা সে বুঝিতে পারে না। ভাল অভিনেতা কাহাকে বলা যায়? যে গ্রন্থকর্ত্তার সাধারণ অভিপ্রায়টী সমস্ত অধ্যয়ন করে এবং বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া সে আপনার রীতি ও সাময়িক ভাবগত অবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মঙ্গল নিয়ম রক্ষা করে। সে এরূপ করিয়া কাহারো অভিনীত অংশকে মন্দ বলে না এবং নিজেও অতিরিক্ত অভিনয় করে না। অতএব জীবন রূপ মহা নাট্যশালায় প্রত্যেক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশ অভিনয় করিবার আছে। তাহারাই উৎকৃষ্ট ও সুখী অভিনেতা যাহারা অন্যের অভিনয় ক্রীড়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া সরল মনে আপনার অংশ অভিনয় করত স্বর্গীয় গ্রন্থকারের মঙ্গলময় ইচ্ছার সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

সংবাদ।

ব্যাঙ্গালোরবাসী ব্রাহ্মগণ সমধিক উৎসাহের সহিত প্রতিদিন কাঙ্গালী ভোজন করাইতেছেন। বিশেষ টুকরা।

দের কথা এই, তথাকার সমাজের সম্পাদকের পিতা এক জন অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ। স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করেন এবং তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণও ইহাতে সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের সংগৃহীত মুদ্রা সকল যথার্থ পাত্রে পড়িতেছে সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বোম্বাই নগরে বিধিপূর্ব্বক প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন ব্রহ্মবিদ্যালয়, এক দিন স্ত্রীলোকদিগের সভা, এক দিন ধর্ম্মালোচনা, এক দিন প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং রবিবারে দুই বেলা উপাসনা করিয়া থাকেন। এক দিন সমুদ্র উপকূলে সাধারণের জন্য একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, দৈনিক উপাসনা ও চরিত্র সংশোধন তাহার বিষয় ছিল। হিন্দি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই কার্য্য করিতে হয়।

শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয় মুলতান, লাহোর কানপুর এলাহাবাদ ও মুঙ্গের হইয়া কলিকাতা আসিবেন। শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার মহাশয় রঙ্গপুর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন।

আচার্য্যভবনে পক্ষান্তে যে সঙ্গত সভা হয় তাহার গত অধিবেশনে সামাজিক উপাসনা তত্ত্ব আলোচিত হয়। বিষয়টীর গুরুত্ব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। স্থানাভাবে গতবারের বিবরণ এবার প্রকাশিত হইল না।

মুঙ্গের আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা হইতে প্রতি পূর্ণিমায় "ধর্ম্ম প্রচারক" নামে একখানি হিন্দি ও বাঙ্গালা ভাষার পত্রিকা বাহির হইতেছে। আশ্বিন পূর্ণিমার এক খণ্ড পত্রিকা আমরা পাইয়াছি। ইহা হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা উভয়েরই পাঠ্য হইবে। বাঙ্গালার রচনা প্রণালীর আড়ম্বর কিছু কম হইলে ভাল হয়। বর্ত্তমান সময় গভীর চিন্তা এবং গূঢ় তত্ত্ব সকল সহজ ভাষায় বিবৃত করিবার সময়। যাহউক এরূপ পত্রিকা দ্বারা ধর্ম্ম বিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই মঙ্গলের বিষয়।

অদ্য অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় কলিকাতা স্কুল গৃহে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুদিগের একটী বিশেষ সভার অধিবেশনে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন সকল মীমাংসিত হইবার কথা আছে :—

১। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা নিস্তেজ কি না? প্রত্যাদেশের বল ক্রমে মৃত প্রায় হইতেছে কি না?

২। প্রার্থনার সঙ্গে ধ্যানের সম্বন্ধ কি? কেবল প্রার্থনাতে কাজ চলে কি না? মানুষের ধ্যান করার আবশ্যকতা কি?

৩। পরিত্রাণ বিষয়ে ভ্রাতৃনিবন্ধন আবশ্যক কি? অপরের সঙ্গে সম্মিলিত না হইয়া একাকী ধর্ম্মোন্নতি সাধন করিলে কি হয়?

৪। অপরাধ বারম্বার ক্ষমা করিলে পাপ এবং দুরাত্মতা প্রশ্রয় এবং দুরাত্মাদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায় কি না?

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

'খানাকুল কৃষ্ণনগরের' অন্তর্গত রাধানগর, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি। রাধানগর, তাঁহার জন্ম স্থান মাত্র; কিন্তু তথায় রাজার স্মরণার্থ কোন কীর্ত্তি স্তম্ভ বা চিহ্ণ নাই। এই অভাব মোচন অনায়াসেই হইতে পারে। কেবল তাঁহার পৌত্রগণের অমনোযোগ উহার অপ্রতিবিধেয় অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই মহামহোদয় লংসাহেব রাজার জন্ম-ভূমি দেখিতে গিয়া, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায় মহাত্মার বিস্তর দোষোদ্ঘাটন করেন। সে যাহা হউক, কথা হইতেছে যে, যখন রামমোহন রায়ের জন্ম স্থলের এত দুরবস্থা, তখন ইহার নির্ণয় করা দুরূহ নহে যে, সেই দেশে ব্রহ্ম মন্দির, ব্রাহ্মসমাজ অথবা ব্রহ্মসভা নামক ঈশ্বরোপাসনার কোন চর্চ্চা কিম্বা ভজনাগার বিদ্যমান আছে কি না? আমি দুঃখিত চিত্তে অগত্যা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, খানাকুল অঞ্চল ঐ পবিত্র সত্য সনাতন ধর্ম্মে অনেকের মুখাপেক্ষী। কৃষ্ণনগরকে অনেকের নিকট হইতে ধর্ম্ম ভাব শিক্ষা করিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য, কি দুর্ভাগ্য, যে দেশ দেশ বিদেশের ধর্ম্ম সংস্কারকের জন্মদাতা, সেই দেশ কি না, এখন ধর্ম্মোন্নতি, সংশিক্ষা, হিতোপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্ত জঘন্য দশায় অবস্থিত!

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, কতক গুলি উন্নতিপ্রিয়, অভ্যুদয়শীল ব্যক্তি স্থির করিলেন যে, শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ গুপ্ত অথবা ধর্ম্মপ্রচারকগণের অন্যতম কেহ মনোযোগী হইয়া, যদি মধ্যে মধ্যে জাহানাবাদে আসিয়া প্রথমতঃ বক্তৃতাদি করেন, এবং পশ্চাৎ সমাজ স্থাপনের চেষ্টা পান, তাহা হইলে দেশ উপকৃত হয় এবং ধর্ম্মপ্রচারকদিগের অন্যতম কর্ত্তব্য সিদ্ধি হয়। এ কার্য্য উন্নতিশীলগণের যত্ন বিনা সুসিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট, অতএব উপরোক্ত মহাত্মাগণ কিম্বা অন্যান্য প্রচারক মহাশয়েরা আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন। আমি সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া নিবেদন করিলাম; প্রত্যেকের নাম স্বাক্ষর করিতে গেলে অনর্থক পত্র দীর্ঘ-কলেবর হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম; ইতি।

কলিকাতা, পটলডাঙ্গা
সন ১২৮৩, ২১ অগ্রহায়ণ

বশম্বদ
শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায়।
রাধানগর

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দান প্রাপ্তি স্বীকার।

মাহ নবেম্বর ১৮৭৭

মাসিক দান সংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন, ঠাকুর গাঁ ...	৫
" " জয় গোপাল সেন	৫
" " বৈকুণ্ঠ নাথ সেন	১
" " রজনীকান্ত নিয়োগী	৷০
" " নবীন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১
" " মধু সূদন সেন	১
" " মহেন্দ্র নাথ নন্দন	১
" " তারক বন্ধু চক্রবর্ত্তী, মাণিকগঞ্জ	৩
" " আনন্দ চন্দ্র রায়, আতরে ...	৫
" " অপূর্ব্ব কৃষ্ণ পাল মকামা	৩
" " লক্ষ্মণ চন্দ্র আস, খাটুরা ...	৫০
" " কৃষ্ণ দয়াল রায়	১
" " তারক নাথ দত্ত	১
" " কালী নাথ দেব, ...	৮
" " নরেন্দ্র নাথ সেন	২
" " প্রসন্ন কুমার ঘোষ ঘোড়পুকুর ...	১
" " কৈলাস চন্দ্র সেন, ...	১
শ্রীমতী স্বর্ণ লতা দে, লাহোর	৬
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	৪
লক্ষ্ণৌ ব্রাহ্মসমাজ	৩
গয়া ব্রাহ্ম সমাজ	১৬৷০
	১১৭৸০

এক কালীন দান।

শ্রীমতী স্বর্ণ প্রভা বসু	২০
শ্রীযু/ বাবু ব্রজ লাল ঘোষ, লাহোর ...	৪
" " গঙ্গা গোবিন্দ নন্দী, ইন্দোর ...	৭৸০
	৩১৸০

পাথেয়

লাহোর ব্রাহ্মসমাজ	৩০
কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ	৫
জলপাই গুড়ি ব্রাহ্মসমাজ	৫
শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ চট্টোপাধ্যায় ...	৷০
	৪০৷৷০

ব্রহ্মমন্দির সংস্কার জন্য দান সংগ্রহ

গত প্রকাশিতের পর

শ্রীযুক্ত বাবু মতি লাল [illegible]	১
" " নব কৃষ্ণ রায়, রাঞ্চি	৫
" " রজনী নাথ রায়, বম্বে	১০
শ্রীমতী বিধুমুখী রায় ঐ	৫
শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন চট্টোপাধ্যায় গয়া ...	২
" " কেশব চন্দ্র সেন (গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে)	৮
	৩১

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়-গণের মধ্যে যে কয়েক জনের বাস গৃহ নাই, তাঁহাদিগের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বাহির মৃজাপুর অপার সারকুলার রাস্তার ধারে ২ দুই কাঠা জমী দান পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট টাকা প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বার বার অনুনয় বিনয় করিয়াও মূল্য পাওয়া গেল না, তাঁহাদিগের জ্ঞাতার্থ নিবেদন করিতেছি, যে এই বর্ত্তমান মাসের মধ্যে মুল্য না পাইলে, তাঁহাদিগের নিকট আর অগ্রিম হিসাবে মূল্য লওয়া হইবে না। তাঁহাদিগকে ৩৷০ টাকার স্থানে ৪৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে।

নিবেদক

শ্রীকান্তি চন্দ্র মিত্র

৬ নং কলেজ স্কোয়ার।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১লা পৌষ অগ্রহায়ণ শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং॥
বিশ্বাসোধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

১১ ভাগ। ২৪ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ, রবিবার, ১৭৯৯ শক। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বলে ঐ ৩।০

প্রার্থনা।

হে জ্বলন্ত জ্যোতিঃ জাগ্রত দেবতা! আমি কি ঠিক তোমার অভিমুখে গমন করিতেছি? তাহা যদি হইবে তবে উত্তরোত্তর পথ কেন আলোকময় বোধ হইতেছে না? এক একবার বারিশূন্য প্রান্তরে পড়িয়া পিপাসায় হৃদয় শুকাইয়া উঠিতেছে, কখন বা অন্ধকারময় অরণ্য মধ্যে পতিত হইয়া দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছি; ইহাতেইত সন্দেহ জন্মিতেছে। আমি কি তোমার ঘনচিদানন্দ স্বরূপের সম্মুখে বসিয়া তোমার স্তব স্তুতি আরাধনা প্রার্থনা করিয়া থাকি? তাহা যদি হইবে তবে কেন আমার শরীর রোমাঞ্চিত, রসনা বাক্যহীন, হৃদয় প্রেমাবেশে বিকম্পিত এবং পুলকিত হয় না? আমি এখনও তোমা হইতে বহু দূরে রহিয়াছি। অনেক সময় ঠিক তোমার অভিমুখেও আমি চলি না, তাই কখন আলোক কখন অন্ধকার দেখিতে পাই। হায়! কবে তোমার তেজোরাশিতে আমার চিত্ত চমকিত হইবে। কবে আমি অবাক্ হইয়া প্রমত্তের ন্যায় তোমার সুমধুর গম্ভীর মূর্ত্তি অবলোকন করিব। হে বিচিত্র রূপের আধার! এখনও যে আমার বুদ্ধি ও বাক্য তোমার প্রত্যক্ষ দর্শনে স্তম্ভিত হইল না। দয়াময়, আমাকে তোমার প্রেমময় সুকোমল আবির্ভাবে একবারে নিষ্পেষিত কর। এবং তোমার কঠিন বজ্রসম অভ্রান্ত সত্তার স্পর্শসুখ অনুভব করাইয়া আমার চপলতা ও মনোমালিন্য চিরদিনের জন্য দূর করিয়া দাও। হে করুণাময় গুরো! আবার জিজ্ঞাসা করি, প্রণামের সময় আমার এই কলঙ্কিত মস্তক কি তোমার ঐ শ্রীপাদপদ্মে গিয়া সংলগ্ন হয়? তখন কি আমার শিরোভূষণ হইয়া তুমি আমার দগ্ধ মস্তকোপরি আশীর্ব্বাদ হস্ত রক্ষা কর? আমার এই বিনীত প্রার্থনা, যেন আমি তোমার অভিমুখে ঠিক হইয়া বসিয়া তব চরণসরোজের সুবিমল মধুর আঘ্রাণে এই পাপ মস্তিষ্ককে সর্ব্বদা আমি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারি, আর যেন তোমাকে দূরে রাখিয়া উদ্দেশে স্তব স্তুতি প্রার্থনাদি না করিতে হয়। যেমন তুমি আমার প্রাণের সঙ্গে সংজড়িত আছ তেমনি বোধ করিতে দাও।

ধর্ম্মানুমোদিত বিষয় কার্য্য।

কর্ম্ম স্থলে বিষয় কার্য্যের সঙ্গে এবং নানাবিধ প্রকৃতির লোকের সহিত ধর্ম্মকে যিনি সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পারেন তাঁহার ধর্ম্মই

জীবন্ত। সংসারের কণ্টকময় দুর্গম পথের মধ্য দিয়া মুক্তিধামে যাইতে হয়, এই পথে পদে পদে বিঘ্ন, বহু যত্নে সঞ্চিত পুণ্যরাশি নিমেষের মধ্যে অপহৃত হইয়া যায়। ব্রাহ্মগণ বিষয়ের সঙ্গে যে পরিমাণে ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন সেই পরিমাণে পৃথিবীতে তাঁহাদের গৌরব স্থাপিত হইবে, এবং সেই পরিমাণে তাঁহারা আত্মার নৈর্ম্মল্য উপার্জ্জন করিয়া স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইবেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে সকল ব্রাহ্ম জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের সত্য রক্ষা কত দূর হয় তদ্বিষয়ে বিষয় ব্যবসায়ী লোকেরা সাক্ষ্য দান করিবে। আমরা জানি, অনেকে বুদ্ধির দোষে এবং অক্ষমতা প্রযুক্ত যথেষ্ট ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের যদি ধর্ম্ম রক্ষা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিব। সততা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সত্যপ্রিয়তা সম্বন্ধে ব্রাহ্মগণ বিশেষ বিশেষ কার্য্যালয়ে নিজ নিজ প্রভুর নিকট বিশ্বাসভাজন ও সম্মানভাজন হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মিথ্যাচরণ উৎকোচ গ্রহণ করেন না, অন্যায় অত্যাচারের সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখেন না, সময়ে সময়ে তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সহযোগী ও প্রধান কর্ম্মচারী এবং প্রভু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া কষ্ট পাইতে হইয়াছে, কিন্তু পরিশেষে এ সকল লোকের চরিত্রের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। বিশেষ বিশেষ কার্য্য আছে যাহাতে সত্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে, বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিরা এসকল কার্য্যে অধিক দিন থাকিতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ লোক অতি বিরল। কোন কোন বিভাগে প্রলোভন অধিক, অনেকে তাহাতে পতিত হন। প্রথমে কিছু দিন সংগ্রাম করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বিবেক মলিন হইতে থাকে। কিন্তু যিনি প্রলোভন অতিক্রম করিয়া চরিত্রের বিশুদ্ধতা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে ঋষি তুল্য বলিয়া সকলে জ্ঞান করে। প্রথমাবস্থায় অনেক সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্ম এ বিষয়ে নির্ম্মল বিবেকের পরিচয় দিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা ঘোর বিষয়ী হওয়াতে তাঁহাদের বিবেক বুদ্ধি ধর্ম্মভাবও কলঙ্কিত এবং উৎকোচগ্রাহী হইয়া পড়িয়াছে। একজনকে আমরা জানি তিনি ইংরাজি শিক্ষিত নহেন, কিন্তু তিনি কেবল ধর্ম্মের অনুরোধে ব্যবসায়ীদের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম বলিয়া পূর্ব্বে তিনি তথায় পরিত্যক্ত ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্ম বলিয়াই পুনরায় সেই প্রভুর নিকট পরে সমাদৃত হইয়াছেন। বিচারালয়ের কার্য্যের মধ্যে আমরা অনেক ব্রাহ্মকে হারাইয়াছি। পরাধীনতার ভয়ে স্বাধীন ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া কেহ বা সমস্ত জীবনটী বিষয়ের চরণে বিক্রয় করিয়াছেন। বিষয়রাজ্যে অন্যায় প্রভুত্বাস্ফালন, মিথ্যা, স্বার্থপরতা নীচ বাসনা, এবং লোভ হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক ন্যায়োপার্জ্জিত ধনে যাঁহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহারা ধন্য। সম্প্রতি ধর্ম্মানুরাগী কোন শিক্ষিত ব্রাহ্ম যুবা ওকালতি কার্য্যে পদ নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে এরূপ অসুখী বোধ করিতেছেন যে তাঁহার সেই ভাব পাঠ করিলে বাস্তবিক হৃদয় আর্দ্র হয়। তাঁহার পত্রের কিয়দংশ এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

"এই ব্যবসায় আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ, সুতরাং ইহাতে আমার উন্নতি করা দুঃসাধ্য। যখন এই ব্যবসায় প্রথমে গ্রহণ করি, বিশ্বাস ছিল যে উন্নত চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিব, কিন্তু হিন্দুসমাজে চরিত্রের আদর নাই। দেখিতেছি যে প্রবঞ্চক ও শঠ উকীলদিগের প্রতি লোকের কিঞ্চিৎ মাত্র অশ্রদ্ধা নাই। এই ব্যবসায় পাপ ও দুর্নীতি ও শঠতায় পরিপূর্ণ, ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে চলিলে লাভের আশা অতি অল্প। এই সকল হেতু আমি এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে মানস করিয়াছি"।

শিক্ষকতা, কেরাণীর কার্য্য, চিকিৎসা ব্যবসায় এবং অন্যান্য সাধু সওদাগরি কার্য্য ব্রাহ্মদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বোধ হয়। কার্য্যক্ষেত্র ধর্ম্ম পরীক্ষার স্থল। ব্রাহ্ম মাত্রেই

এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান ও প্রার্থনাশীল থাকা কর্ত্তব্য। সকল প্রকার কার্য্য ক্ষেত্রে ব্রাহ্মগণকে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে।

আত্মনিষ্ঠতা।

একালে সাধারণতঃ সকলের নিকটেই আত্মনিষ্ঠতার বিশেষ সমাদর। সকলে যখন পরাধীনতা পরিত্যাগ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, তখন এরূপ হইবে বিচিত্র কি? কিন্তু আমরা যে আত্মনিষ্ঠতার বিষয় বলিতেছি, উহা সাধারণে যাহাকে আত্মনিষ্ঠা বলে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গীতাতে যাহাকে "আত্মবিধি" "আত্মতুষ্ট," উপনিষদে "আত্মক্রীড়" "আত্মরতি" বলা হইয়াছে, আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাব আত্মনিষ্ঠতার তৎসহ সাদৃশ্য আছে। "আপনাতে আপনি থাক, যেও না মন কারু দ্বারে" সাধকের সঙ্গীতে যেমন এ কথা আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আছে "কত রত্ন পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ দুয়ারে"। সাধারণে যাহাকে আত্মনিষ্ঠা বলে, তাহার মধ্যে শেষোক্ত বিষয়টী নাই। সুতরাং সাধকেরা যাহাকে "আপনাতে আপনি থাকা" বলেন তাহা হইতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আপনাতে আপনি অবস্থিতি কি? আমাতে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যে জ্ঞান বল শক্তি ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই উপরে আমার নিজের সমুদায় জীবনকে সংস্থিত করা। আমি যাহা করি না কেন আমাকে আমি কখন অতিক্রম করিতে পারি না। আমার চক্ষুতে যে দৃষ্টিশক্তি অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অতিক্রম করিয়া আমার কখন পদার্থরাজি দর্শন করিতে ক্ষমতা নাই। যদি কাচবিশেষ সংযোগে দৃশ্য পদার্থকে নিকটস্থ বা বৃহত্তম করিয়া দর্শন করি, তথাপি উহা আমার দৃষ্টিশক্তির নিয়মানুসারেই দৃষ্ট হইবে। সুতরাং আমি কোন অবস্থায় আমার দৃষ্টিশক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যে কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় হউক, আমি আমার অন্তশ্চক্ষুর শক্তি অনুসারেই দর্শন করিব। আমার যেরূপ জ্ঞান বুদ্ধি বিচারশক্তি ও ভাব তাহা অতিক্রম করিয়া আমি কখন কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করিতে পারি না। দৃষ্টিশক্তির ব্যবহারে যেমন উহার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, অন্তর্দৃষ্টির শক্তিও তেমনি সাধনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমতঃ যাদৃশ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই শক্তিরই ক্রমোন্নতি হইবে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া শক্ত্যন্তর প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির বাহ্যাকারের ভিন্নতার ন্যায়, তাহার আন্তরিক ভিন্নতা আছে। এই ভিন্নতা প্রথমতঃ যত সূক্ষ্ম হউক না কেন, সময়ে উহা প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িবে। ঈশ্বর যে ব্যক্তিতে প্রথম যাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা তাহার সমুদায় জীবনের উপযোগী। তিনি স্বয়ং ঐ সকলের মধ্য দিয়া তাহার ভাবী জীবন সংগঠন করিয়া লন। যাহারা বিনীত ভাবে নিজ নিজ জ্ঞান বল শক্তি ভাব ঈশ্বরের চরণতলে রাখিয়া তাঁহার প্রভাবের প্রতীক্ষা করে, তাহারা দিন দিন সেই সকলকে উন্নত হইতে দেখিতে পায়।

আত্মনিষ্ঠা এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর আমরা এস্থলে এক মনে করি। আমি সর্ব্বদা আমার বল শক্তি জ্ঞান ও ভাবের সীমাকে অতিক্রম না করিয়া যদি বিনীত হৃদয়ে ঈশ্বরের চরণতলে প্রার্থী ভাবে বসিয়া থাকি, তবে সেই সকলেতে যত তাঁহার প্রভাব নিপতিত হইতে থাকে, ততই উহারা উন্নত হইতে থাকে। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, যদি আমি আমার বাহিরে না যাই, তবে নূতন নূতন শিক্ষা লাভ করিব কি প্রকারে? আপনাতে আপনি থাকার অর্থ ইহা নহে যে কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণ করিব না। আমরা কোন বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে আপনাকে অতিক্রম করিয়া শিক্ষা করিতে পারি না। আমি যাহা শিখিব, তাহা আমার জ্ঞান বুদ্ধি ভাব ও প্রকৃতির অনুরূপ

হওয়া চাই। যখন আমি আমাতে অবস্থান করি, এবং ঈশ্বরকে আমার চক্ষুর আলোক করি, তখন তিনিই আমার নিকট উপযুক্ত গ্রন্থ, উপযুক্ত আচার্য্য, উপযুক্ত সংসর্গ আনিয়া উপস্থিত করেন। আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ আরম্ভ করিলাম, অথবা সদ্দৃষ্টান্ত সম্মুখে পাইলাম, তাহার অধিকাংশ হয়তো আমার অগ্রহণীয় বা তাৎকালিক শক্তির অনুপযোগী হইল। আমি তাহার যে অল্পমাত্র গ্রহণ করিলাম, তাহা আমার অন্তর্ব্বর্ত্তী আলোক শক্তি এবং ভাবের অনুরূপ। কালে ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রভাবে আমার জ্ঞান শক্তি বল ও ভাব যত বাড়িতে লাগিল, তত আমি পূর্ব্বের অনধিগম্য বিষয়ও আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইলাম।

ঈদৃশ আত্মনিষ্ঠার অভাবে আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট হয়। আমরা অনেক সময়ে আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে যাই। ইহাতে এই ফল হয় যে আমরা নিরাশ নিরুদ্যম হইয়া আমাদিগের যে কিছু হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আর আস্থা রাখিতে পারি না। যদি সময়ে আমাদিগের এই অনুপযুক্ত যত্নের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া চৈতন্য হয়, তবে এই বলিয়া অনুতপ্ত হই, আমরা এত দিন কেবল বৃথা বল উদ্যম নিয়োগ করিয়াছি। যাহা ঈশ্বরানুগ্রহে আমাদের হৃদয়ে প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছিল, আমরা যদি তাহার অনুসরণ করিতাম, আমাদের এ প্রকার বৃথা সময়ক্ষেপ করিতে হইত না; এত দিন কতদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম। যখন মনুষ্য এই প্রকারে শিক্ষা লাভ করিয়া আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেখানে বিনীত ভাবে আলোক ও ভাবের জন্য সেই জ্ঞানশক্তি প্রেম দাতার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, তখন তাহার সমুদায় যত্ন উদ্যম উৎসাহ নিশ্চিত ফল প্রসব করে।

মনুষ্য যখন যাহা ইচ্ছা করে তখন তাহাই করিতে পারে, ইহাতে অন্তর্গত শক্তি বা ভাবের অপেক্ষা রাখে না, একথা আমরা বলিতে পারি না। মনুষ্যের ইচ্ছা আছে এবং উহা স্বাধীন ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু সেই স্বাধীন ইচ্ছা সীমাবদ্ধ নহে, একথা আমরা বলিতে পারি না। মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকৃতিগত সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে পারে না। আমি এক হইতে দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক গণনা করিতে জানি না, অথচ উচ্চ গণিতের সিদ্ধান্তে আসিয়া সহজে উপস্থিত হইব, এ কথা যেমন অসম্ভব, প্রকৃতিগত সীমা অতিক্রম করিয়া কার্য্য করাও তেমনি অসম্ভব। যাহারা মনে করে, আমরা যখন যে ভাব উদ্রিক্ত করিতে ইচ্ছুক, তখন তাহাই করিতে পারি, তাহারা হয় অন্ধতাবশতঃ কত দূর কোন্ বিষয়টি আয়ত্ত হইতেছে বুঝিতে পারে না; নয় তাহাদিগের অচিরে চৈতন্য হইয়া তাহারা আপনাদিগের অক্ষমতা বুঝিতে সক্ষম হইবে। এক বার মনুষ্য এই প্রকারে হৃতগর্ব্ব না হইলে কখন বিনীভাবে আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, এবং সেখানে সমুদায় শক্তি বল জ্ঞান ভাবের আধার ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া প্রত্যেক বিষয়ের শিক্ষালাভ জন্য তাঁহার মুখাপেক্ষী হয় না। মনুষ্য যত দিন উন্নত থাকে, তত দিন সে না আপনাকে বুঝিতে পারে, না সে সেই অলক্ষ্য হস্ত দর্শন করিতে পারে, যাহা তাহার প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাকে দিন দিন জীবনের পথে অগ্রসর করিতেছে। যত দিন মনুষ্যের আপনার প্রতি দৃষ্টি না পড়ে এবং আপনার মধ্যে সেই অলক্ষ্য হস্ত দেখিতে না পায়, তত দিন তাহার প্রকৃত আত্মনিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই। সে যদি তখন বৃথা আত্মনিষ্ঠত্বের ভাব প্রকাশ করিতে যায়, তাহার গর্ব্বে মস্তক স্ফীত হইবে, এবং সেই গর্ব্ব তাহার পদে পদে পতনের কারণ হইবে।

সামাজিক অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা।

প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজ সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনী শক্তি লাভ করত সম্ভ্রমশালী হয়। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া

দেখিলে ইহা সকলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। অদূরদর্শী স্থূলবুদ্ধি লোকেরা ইহার ভিতর কোন গভীর অর্থ কিম্বা নীতির আলোক দেখিতে না পাইয়া বলে ইহা কেবল বৃথা আড়ম্বর। এমনও অনেকের সংস্কার আছে, যে সামাজিক অনুষ্ঠান কেবল পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপজীবিকা নির্ব্বাহের একটী উপায় মাত্র। বিবাহের সময় তাঁহারা রাজনৈতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া দায়োদ্ধার হন। বিশ্বাসী ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে এরূপ ভয়ানক মত যেন কখন প্রবেশ না করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের মধ্যেও অনেকে যথা সময়ে জাতকর্ম্ম, নামকরণ, দীক্ষা, ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ধর্ম্ম বিধি অনুসারে সম্পন্ন করিবার আবশ্যকতা অদ্যাপি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। পিতা মাতা আত্মীয় গুরু জনের বিয়োগ শোক প্রকাশ করত পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে হয় এ প্রকার বোধ এখন তাঁহাদের জন্মে নাই। নবজাত শিশু সন্তানের মুখাবলোকন করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করা হইবে, কিন্তু তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবার পূর্ব্বে সবান্ধবে একবার ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করা হইবে না। নাম রাখিবার সময় নূতনবিধ কবিত্ব রসপূর্ণ সুন্দর নাম সকল অন্বেষণ করা হইবে, কিন্তু সবান্ধবে মিলিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করত বিধিপূর্ব্বক সে নাম প্রদান করা হইবে না। আরও দুঃখের বিষয় যে পিতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কাহার কাহার ঘটিয়া উঠে না। ব্রাহ্ম প্রকৃতি কি এতই কঠিন যে পিতা মাতার বিয়োগে শোক অতিক্রম করিয়া সে অনায়াসে পান ভোজন করিবে? শোক পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শোকার্ত্ত ভাবে এক সপ্তাহ কাল অন্ততঃ অতিবাহন করা উচিত ইহাতে উদাসীন থাকা প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যবহার সন্দেহ নাই। স্বভাবের সঙ্গে এ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের যোগ আছে, অস্বাভাবিক কিছুই নহে। বিনা অর্থেতে ইহা হইতে পারে, আবার প্রচুর অর্থও এ জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে। অর্থাভাবই যদি এক মাত্র প্রতিবন্ধক হয়, তবে অল্প দুই চারি জন নিকটস্থ বন্ধুকে লইয়া কেবল উপাসনা মাত্র করিয়া সামাজিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে বাধা কি? হিন্দু সমাজের অতি নীচ শ্রেণীর লোকেরাও ইহা করিয়া থাকে। এই সভ্যতা ও উন্নতির সময় এ বিষয়ের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আর অধিক বলিবার কোন প্রয়োজন রাখেনা। ইহা দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থাতে ব্রাহ্মগণের যে নীতির বল, ধর্ম্মভাব, পারিবারিক পবিত্রতা বৃদ্ধি হইবে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সামাজিক অনুষ্ঠানে ধর্ম্মবিশ্বাসের বল প্রকাশ পায় কেবল তাহা নহে, পরিবারের উপর ঈশ্বরের হস্ত আছে, তাঁহার প্রতি গৃহস্বামীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা অনুরাগ আছে ইহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজস্ব স্বরূপ প্রত্যেক শুভ কর্ম্মে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ভক্তি প্রদান না করিয়া যে প্রজা পারিবারিক সুখ সম্ভোগ করে সে তাঁহার বিদ্রোহী। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের লজ্জার বিষয়। যাঁহারা এসকল গ্রাহ্য করেননা তাঁহাদের স্বভাব বিকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। একখানি অনুষ্ঠান পদ্ধতি শীঘ্র, প্রচার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এবিষয়ে ঔদাসীন্য এবং ভীরুতা উভয়ই নীতি বিগর্হিত কার্য্য। ব্রাহ্ম মহোদয়গণ কোন একটী সামাজিক অনুষ্ঠানে যেন পরাঙ্মুখ না হন এই আমাদের অনুরোধ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

২ পৌষ, রবিবার ১৭৯৯ শক।

ঈশ্বর ও মনুষ্যের শাসন।

একটী গল্প আছে বোধ করি সকলে শুনিয়াছ। কোন একটী লোকের গাত্রে বস্ত্র ছিল। সেই বস্ত্র ছাড়াইয়া লইবার জন্য সূর্য্য এবং পবনের মধ্যে আলোচনা হইল। দুজনে আলোচনা করিতে করিতে পরস্পরে আপন বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। এক জন বলিল আমি পারি তুমি পার ন

আর একজন বলিল আমি পারি তুমি পার না। প্রত্যেকে এইরূপ উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল। ক্রমে দুজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। পরীক্ষা দ্বারা কাহার কত পরাক্রম জানা যাইবে, এইরূপ সঙ্কল্প স্থির হইল। ঐ লোকটীর গাত্রের বস্ত্র আইস দেখা যাউক কে খুলিতে পারে? প্রথমে প্রবল বায়ু আসিতে লাগিল। দুরন্ত বায়ুর সম্মুখে কে তিষ্ঠিতে পারে? বস্ত্র খানি প্রায় উড়িয়া যায় যায় হইল। সামান্য একখানি বস্ত্র প্রবল বীরের সম্মুখে কিরূপে তিষ্ঠিবে? এত শীত আরম্ভ হইল যে, সে ব্যক্তি আরো স্থূল বস্ত্রে আপনাকে আবরণ করিল। শীতে যত কষ্ট উপস্থিত, বায়ু আরো অধিক বহিতে লাগিল। শীতল বাতাস যত শরীরে সংলগ্ন হইতে লাগিল, আবরণও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, শরীর আরো বস্ত্র দ্বারা আবরণ করিতে লাগিল। বায়ু এইরূপে বস্ত্র ত্যাগ করাইতে পারিল না। বস্ত্র ত্যাগ করা-ইতে গিয়া আরো বস্ত্রে আবরণ করাইল। পবন পরাস্ত হইল। সূর্য্য আপন বিক্রম প্রকাশ করিল। যেমন বায়ু এত প্রতাপ প্রকাশ করিয়া যাহা করিতে পারিল না, সূর্য্য মুহূর্ত্তে তাহা করিল। সে এমন প্রখর কিরণ বিস্তার করিল যে ভয়ানক উত্তাপ উপস্থিত হইল; এবং সেই মনুষ্য আপনি গাত্রের আবরণ পরিত্যাগ করিল। ঝড় নাই বাতাস নাই কোন আড়ম্বর নাই কেবল উত্তাপ আসিয়া শরীর অস্থির করিল; কিছু বলিতে হইল না আপনি মনুষ্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিল, কাপড় খানি আপনা আপনি খসিয়া পড়িল। এখানে ঝড় বাতাস অথবা প্রাবৃটিক অন্ধকার করিয়া তুলিতে হইল না অতি সহজে বস্ত্র খুলিয়া গেল। বায়ুর কোপদৃষ্টির এখানে প্রয়োজন হইল না। কঠোরতা রহিল না, অথচ অতি সামান্য কৌশলে সূর্য্য জয়লাভ করিল।

যদি কঠোর ভাবে কাহাকেও শাসন করিতে যাও পবনের ন্যায় পরাস্ত হইতে হইবে। একজন দুষ্কর্ম্ম করিল, দুষ্ট হইল, আপন দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিল. যে সকল দেখিয়া মনুষ্য প্রবল বায়ুর ন্যায় ক্রুদ্ধ হইল। যেমন দুষ্ট জগৎ, তেমনি দুষ্ট শাসন আরম্ভ করিল। পরিবার, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবাসী ক্রমে মন্দ হইতে লাগিল কেহ কথা শুনে না, আর এখন মিষ্ট কথা বলিতে পারা যায় না। কোমল কথা বলিলে আর কেহ বশীভূত হয় না। মিষ্ট কথার শেষ হইল। ভাই বলিয়া বন্ধু বলিয়া সুকোমল বচনে ভাল করিতে চেষ্টা পাইলাম, বাপু বাছা বলিয়া কত সুমিষ্ট সম্ভাষণ করিলাম, কিছুতেই তাহার মন গলিল না, মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইল না। এখন শাণিত অস্ত্র ব্যবহার ভিন্ন আর কোন পন্থা নাই। লোক সকল এত দুষ্ট এত মন্দ যে প্রেমপূর্ণ বাক্যে আর শাসন করা যায় না। কঠোর শাসন আরম্ভ করিয়া তাহাদিগকে ভাল পথে সত্যের পথে আনিতে হইতেছে। এ যুক্তি তোমার আমার নয়, পৃথিবীর প্রায় সকলেরই এই যুক্তি।

সমস্ত লোকে এই যুক্তিই দিয়া থাকে। শাসনে কঠোরতা না আনিলে চলে না। নিষ্ঠুর ক্রূর না হইলে সামান্য লোক দ্বারা কর্ম্ম করান যায় না। যাহারা আমাদিগের সমান, যাহারা আমাদিগের আত্মীয়, তাহাদিগকে নির্য্যাতন না করিলে ঠিক পথে রাখিতে পারা যায় না। মনুষ্য মাত্রে-রই স্বভাব এই, এইরূপ স্থির করিয়া সকলে এক হৃদয় হইয়া অবধারণ করিল, দুষ্টকে প্রহার না করিলে শিষ্ট করা যায় না; পাষণ্ডকে দলন না করিলে তাহার পাষণ্ড ভাব দূর হয় না। কঠোর ভাবে নির্য্যাতন করিয়া প্রহার করিয়া কটু কাটব্য বলিয়া কষ্ট দিয়া সকলকে মন্দ পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। কুকর্ম্ম করিলে এক বার দুবার কুকর্ম্ম ছাড়িতে বলিও, তাহাতে যদি নিবৃত্ত না হয় খুব কষ্ট দিও। দুষ্টকে মারিলে নিশ্চয় সে শান্ত এবং শিষ্ট হইবে, বিকৃত হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে। ভয় দেখাইলে তাহার অধর্ম্ম যাইয়া সে ধার্ম্মিক হইবে। পৃথিবীতে কত কত সহস্র বৎসর হইল এই নীতি অবলম্বন করিয়া লোক লোককে শাসন করিয়া আসিতেছে।

দুষ্ট কোন দিন প্রহারে শিষ্ট হয় না। মনুষ্যের ইতি-হাস দেখ, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। স্বর্গের যুক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। দুষ্টকে শান্ত করিতে প্রীতির কোমল ভাবে শাসন করিতে হইবে। ঈশ্বর বলেন শাসন করিতে হইবে, পৃথিবীও বলে শাসন করিতে হইবে। কিন্তু এ দুই শাসনের মধ্যে ভিন্ন ভাব দৃষ্ট হয়। ঈশ্বরও বলেন পাপীকে প্রশ্রয় দিতে হইবে না তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, মনুষ্যও তাহাই বলে। পৃথিবীতে দণ্ড দিবার জন্য কারাগার আছে, বিচারপতি আছে, ঈশ্বরেরও আজ্ঞানুসারে দুষ্ট লোক শাসিত হইতেছে। ঈশ্বরও দণ্ড দেন, মনুষ্যও দণ্ড দেয় সত্য, কিন্তু এ দুই দণ্ডের প্রভেদ শাখায় নয়, মূলে প্রভেদ, এ দুয়ের ফলও ভিন্ন। ঈশ্বরের দণ্ড প্রেমমূলক, মনুষ্যের দণ্ড ন্যায়মূলক; এবং উহা প্রতিহিংসা দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। ঈশ্বর ভাল বাসিয়া শোধন করেন, মনুষ্য নিগ্রহ করিয়া পদাঘাত করিয়া শাসন করে। দুষ্ট কথা মানিল না, বাণ প্রহার দ্বারা উহাকে শাসন কর, সকল লোক দ্বারা এই উপায়ই অবলম্বিত হইয়া থাকে। কেহ বা বেশি কেহ বা কম কষ্ট দিয়া থাকে, কেহ বা শাসন করিতে গিয়া মারিয়া ফেলে, কাহারও বা শাসনের ফল দুই পাঁচ বৎসর পর ফলিবে। শাসিত ব্যক্তির আজ সন্তাপ জ্বালা আরম্ভ হইল, পাঁচ ছয় বৎসরে অল্পে অল্পে শরীর মন ক্ষয় হইতে লাগিল, যে মন্দ ফল হইবার হইল। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত নহে। মনুষ্য আপনি দুষ্ট, তাই অপরকে কঠোর শাসন করে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যে শাসন হয়, তাহা কঠোর ভাবে

নহে, প্রেমময়ের পথের অনুবর্ত্তী হইয়া সে শাসন হয়। তোমরা কি কাহাকেও শাসন করিতে পার? তোমরা শাসন করিতে গিয়া দুষ্ট ব্যক্তির মধ্যে যে টুকুও প্রাণ আছে, তাহা বিনাশ করিয়া ফেলিবে। আমাদিগের কথা কঠোর ভাবে শত্রুর বুকে বিদ্ধ করিবে ইহাতে পাপী নিশ্চয় মরিবে। পাপী একে পাপ বাণে বিদ্ধ, তাহাতে আবার আমাদিগের দুর্ব্বাক্য-বাণ তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে ইহাতে সে কিরূপে বাঁচিবে?

ঈশ্বরও কষ্ট দেন দুঃখ দেন, হৃদয়ে আগুন জ্বালিয়া দেন কিন্তু তিনি পাপীকে যে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন, তাহা বিষাক্ত নহে সে বাণের ভিতরে প্রেম আছে। তাঁহার বাণে সহস্র বাণাপেক্ষায় পাপী কষ্ট পায়, তাঁহার অগ্নি শত বার অধিক জ্বলে অধিক দগ্ধ করে। কিন্তু মানুষের বাণ কেবলই যন্ত্রণা দেয়। মানুষের অগ্নি কেবলই দগ্ধ করে শোধন করে না। ঈশ্বরের বাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্ধ করিয়া শান্তি আনয়ন করে, ঈশ্বরের অগ্নি মুহূর্ত্তের মধ্যে সোনার ময়লা নির্গত করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া ফেলে। ঈশ্বরের মিষ্ট মুখে শক্ত কথা, মানুষের বিষাক্ত মুখে বিষাক্ত কথা। ঈশ্বরের বাণ প্রেমে গঠিত, মনুষ্যের বাণ আগা গোড়া ক্রোধ বিদ্বেষ নির্য্যাতনের ইচ্ছায় পরিপূর্ণ। যে মানুষকে শাসন করা যায়, সেই মানুষটীর শাসনে সর্ব্বনাশ করা হয়। ঈশ্বর ও মনুষ্যের শাসনে এই জন্য অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরের শাসনে মনুষ্যের পাপ নির্ম্মূল হয়। মনুষ্য পবনের মত তর্জ্জন গর্জ্জন করে তাহাতে কেবল পাপীর সর্ব্বনাশ হয়। মানুষ যত দূর দূর বলে, পাপী তত পাপ বরং ডাকিয়া আনে। পাপ ইহাতে কমিল না আরো বাড়িল। ফলতঃ যেরূপে পাপীকে যত নির্য্যাতন করা যায় তাহাতে পাপীর পাপ আরো বৃদ্ধি পায়। একটি দুর্ম্মুখ কাল বলিয়া পাপীকে তিরস্কার করা গেল আক্রমণ করা গেল, তাহাতে সে ক্রমে মন্দ হইতে চলিল। ছোট ছোট শিশু গুলির দোষ দেখিয়া মাতা যতই ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ততই কুপথ গামী হইতে লাগিল। যেখানে কোমল ব্যবহার, সেখানে ক্রমে ক্রমে ভাল হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। শাসন কিছু দোষ নহে। কিন্তু ক্রোধমূলক শাসন সদোষ। যদি ঈশ্বরের শাসন দেখিয়া মনুষ্যের শাসন সমভাবে প্রবাহিত হয়, এক সময়ে সে শাসন শুভ ফল প্রসব করিবে। মনুষ্যের ক্রোধের শাসন কাঠোর শাসন হইতে বিষ উৎপন্ন হয় গরল উৎপন্ন হয়।

খুব আস্ফালন করিয়া শরীরকে কষ্ট দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কিছু হয় না। শরীরকে কষ্ট দিলে মন দুষ্ট হয়, শক্ত হয় এক গুণ পাপ দশ গুণ হয়, পরস্পরকে মন্দ করা হয়। নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতেছি, কঠোর শাসন করিতে গিয়া পরস্পরের অমঙ্গল হয়, কষ্টে ফেলিয়া পাপ বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বর যখন শাসন করেন, তখন পাপীর পাপ বৃদ্ধি হয় না। তিনি আস্ফালনও করেন না, আড়ম্বরও করেন না। তিনি একেবারে প্রেমসূর্য্য উদিত করেন। শব্দ নাই, ঝড় নাই, তুফান নাই, তর্জ্জন নাই, বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, প্রেমসূর্য্যের উত্তাপ আসিল, পাপী অমনি মাথা হেঁট করিল; পাপের বস্ত্র খসিয়া পড়িল। প্রেমের উত্তাপে হৃদয় আপনি আপনার কলঙ্ক বুঝিল, ক্ষণ কালের মধ্যে মলিন আচ্ছাদন ভূতলে পড়িয়া গেল। সূর্য্যের উত্তাপে পাপির বন্ধন মুক্ত হইল, পবনের বিক্রমে ক্রমে বন্ধন আরো জড়িত হইতেছিল, এক গুণ বন্ধন আরো শত গুণ হইতেছিল, একটী চক্রের স্থলে আরো দশটী দুইতা দ্বারা পাপী আপনাকে আবৃত করিতেছিল; এক খানি মলিন বস্ত্র দশখানি মলিন বস্ত্র হইতেছিল। যে একবার ধর্ত্তৃতা প্রকাশ করিয়াছে মনুষ্যের শাসনে সে আরো মিথ্যাবাদী হইয়া যায়, একবার কুকার্য্য করিয়া আরো কুকার্য্য ক্রমে করিতে থাকে, একবার কুচিন্তা করিলে আরো তাহার শতবার কুচিন্তা আইসে, একবার মন্দ কৌশল করিয়া শতবার মন্দ কৌশলের অনুসরণ করে; একবার পাপ বিষ পান করিলে শতবার পাপ বিষ পান করে। মানুষ মানুষকে নির্য্যাতন করিতে গিয়া এইরূপই মন্দ হইয়া থাকে। পাপ করিয়া ঈশ্বরের শাসনে পড়িলে এরূপ হয় না। তিনি একবার তাকাইলেন। যেমন তাকান, অমনি বস্ত্র খসিয়া পড়িল। দশ বন্ধন দশ সহস্র বন্ধন এক মুহূর্ত্তে খসিয়া গেল। উত্তাপের জোর এত অধিক, বায়ুর জোর এমনি অল্প। প্রখর কিরণের নিকট বস্তুর বল বিক্রম কিছুই নয়।

এখন দেখিলে বায়ু বড় কি কি সূর্য্যের কিরণ বড়? তোমরা পাপীকে শোধন করিবার জন্য কারাগার নির্ম্মাণ কর, নিষ্ঠুর রূপে আক্রমণ কর মনে কর, এমনি করিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে সংশোধন করিবে। যে ব্যক্তি চুরি করিল দুষ্টতা প্রকাশ করিল, সকলেরই মনে হয় তাহাকে মিষ্ট কথা বলিলে কি হইবে? সুমিষ্ট ব্যাবহারে দুষ্ট কেন শিষ্ট হইবে? যদি আমরা পাঁচ জন মিলিয়া কঠোর কথা বলি তাহাকে শীঘ্র ফিরাইব। যদি প্রেম দেখান যায় কখন শীঘ্র ফিরিবে না। আমরা এই বলিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে গেলাম, পবনের ন্যায় আমাদিগের গর্ব্ব চূর্ণ হইল। প্রেমের উত্তাপ যাহা দুর্ব্বল বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল তাহাই দশবিজয়ী হইল। এই প্রেমের বল অনন্তকাল প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমের উত্তাপ লাগুক অমনি পাপের বন্ধন খুলিয়া যাইবে তোমার আমার বৃথা অহঙ্কারে কি হইবে? হে মনুষ্যগণ! হে ব্রাহ্মগণ! তোমাদের ব্যবহার ভাল কর, তোমাদের কথা ব্যবহার প্রেমমূলক হউক। তোমরা যাহাকে স্পর্শ করিবে, ভাল বাসার হাতে স্পর্শ করিবে। কাহাকেও দুর্ব্বাক্য শুনাইও না। প্রেমার্দ্র হৃদয়ে সর্ব্বদা রসনাকে সুমিষ্ট রাখিও। সর্ব্বদা প্রেমার্দ্র থাকিবে, এই ঈশ্বরের আজ্ঞা।

শাসন করিবে ক্ষতি নাই, কিন্তু প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কখন শাসন করিও না। যদি প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শাসন কর, আপনিও নরকে যাইবে, পাপীকেও নরকে নিক্ষেপ করিবে। এ প্রকার মন্দ কার্য্য কখন করিও না। ঈশ্বরের মন্ত্র গ্রহণ কর। সর্ব্বদা প্রেমভাবে পরস্পরকে শাসন কর, তুমিও কৃতার্থ হইবে, যাহাকে শাসন কর সেও কৃতার্থ হইবে।

ব্রাহ্ম সঙ্গত।

২৯শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

সামাজিক উপাসনা।

সামাজিক উপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য কি না?

অন্য লোকের কথা দূরে থাক ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে সামাজিক উপাসনা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন না। প্রতিদিন উপাসনা করা যেমন প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য কার্য্য, লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, সপ্তাহে অন্ততঃ একবার সামাজিক উপাসনা সে সেই রূপ একটী কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা অনেকেরই মনে হয় না। কোন দিন উপাসনা না করিলে কিম্বা বিনা কারণে আফিস কামাই করিলে নিয়মিত কার্য্যের মধ্যে একটা কার্য্য করিলাম না এই রূপ ভাব যেমন সত্তাং করিয়া মনে লাগে, কোন দিন সামাজিক উপাসনায় অনুপস্থিত থাকিলে ঠিক সে রূপ লাগে না। এই বিষয়ে আমাদের বিবেকের বড় পরিমাণে ত্রুটি আছে। বিবেক এক বিষয়ে পাপ বলেন আর এক বিষয়ে বলেন না। বস্তুতঃ একত্র বসিয়া সাধনাদি কোন কার্য্য করা অনেকেরই মত নহে। একাকী উপাসনা, ধর্ম্মসাধন ও উন্নতির চেষ্টা করা তাঁহাদের মত। তাঁহাদের মত এই পরিত্রাণ বিষয়ে আত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ, অন্য কাহার কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এরূপ বিবেচনা নিষিদ্ধ। প্রতিদিনের উপাসনা তাঁহাদের যেমন ধর্ম্ম, প্রতিসপ্তাহের সামাজিক উপাসনাও তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ।

আমাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক, উপকার হয় এই বলে সমাজে যাইয়া থাকেন, যাওয়া যে অবশ্য কর্ত্তব্য ইহা বিশ্বাস করিয়া নহে। কর্ত্তব্যতা বিষয়ে গূঢ় সংশয় অনেকেরই মনের অতি গভীর স্থানে রহিয়াছে। যদি উপদেশ বন্ধ করা হয়, অথবা যাঁহার উপাসনার আকর্ষণ আছে তিনি দুই বৎসর উপাসনা না করেন কি অন্যত্র করেন তাহা হইলে বোধ হয় অনেকেই মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করেন। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে মন্দিরে যাওয়া আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে একটী বলিয়া গণ্য নহে, তবে উপকার হয় সুতরাং যাই, যতদিন উপকার হইবে ততদিন মন্দিরের সঙ্গে সম্বন্ধ।

মন্দিরে না যাওয়া ও নরহত্যা করা সমান ইহার অর্থ কি? কার্য্যের গুণ ও পরিমাণ এই দুইই আছে। একটী পাপের সঙ্গে অপর একটী পাপের পরিমাণ সুতরাং দণ্ড বিষয়ে প্রভেদ আছে, কিন্তু গুণ বিষয়ে অর্থাৎ অবৈধতা সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। যেটি পাপ তাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নরহত্যা যেমন পাপ এবং নিষিদ্ধ মন্দিরে না যাওয়াও তেমনি একটী পাপ এবং নিষিদ্ধ কার্য্য। চিন্তা বিহীনতা বশতঃই হউক, আর কোন সৎকার্য্যের অনুরোধেই হউক, মিথ্যা কথা বলা, অন্যের দ্রব্য অপহরণ করা, নরহত্যা করা যেমন অবৈধ, মন্দিরে না যাওয়াও তেমনি। যাহা নিষেধ তাহার কোন অংশই নিষিদ্ধ। অবৈধতা বিষয়ে আর অল্পাধিক থাকিতে পারে না। যদি কেহ দশ জনকে একত্র করিয়া উপদেশ প্রদান করেন অথবা কোন ধর্ম্মপুস্তক শ্রবণ করান আর সেইজন্য মন্দিরে কমই করেন তাহাও তাঁহার পক্ষে পাপ। দশজনে একত্র হইয়া ঈশ্বরের কাছে যাওয়া সামাজিক উপাসনা। না যাওয়া যদি নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে চুরি, ডাকাতি নরহত্যা ইত্যাদি যেমন নিষিদ্ধ ইহাও তদ্রূপ। ভাল পুস্তক পড়া যেমন ভাল, না পড়িলে পাপ হয় না, ভাল লোকের সঙ্গে থাকা যেমন ভাল, না থাকিলে সে পাপ হয় তাহা নহে, মন্দিরে যাওয়া না যাওয়া বিষয়েও আমাদের সংস্কার সেই প্রকার। মন্দিরে না যাওয়াকে আমরা অসত্য, পাপ, অধর্ম্ম এই শ্রেণীতে আনি না, অন্যায়ের দলে ফেলি না। যে শ্রেণীর নাম স্মরণ মাত্র গা শিহরিয়া উঠে মন্দিরে না যাওয়াকে আমরা সে শ্রেণীভুক্ত মনে করি না। কেহ নরহত্যা করিয়াছে অথবা জাল করিয়াছে শুনিলেই আমরা যেমন কর্ণে অঙ্গুলি অর্পণ করি, একটী লোক অদ্য অকারণ মন্দিরে অনুপস্থিত আছে শুনিলে আমরা তদ্রূপ করি না। মন্দিরে না যাওয়াকে আমরা সামান্য অন্যায় কার্য্য বলিয়া ধরি, কিন্তু সুতরাং ভয়ানক বলিয়া মনেই করি না। অন্যের সম্বন্ধেই যাহা বড় বলিয়া ধরি না, তাহা নিজের সম্বন্ধে ঘটিলে গ্রাহ্যই হয় না।

নিজের আত্মাকে উন্নত করা যাঁহারা ধর্ম্ম মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে সামাজিক উপাসনা আসিতে পারে না। তাঁহাদের মনে এ বিষয়ে চিরকাল সংশয় থাকিবে, জোর তাঁহারা ইহাকে ভাল কার্য্যের শ্রেণীতে আনয়ন করিবেন, কিন্তু অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রেণীতে কখনই নহে। যাঁহাদিগের ধর্ম্মের মত এই যে সমস্ত পৃথিবীস্থ সন্তানমণ্ডলী পবিত্র হইয়া তাঁহার পরিবার হইবে ঈশ্বরের এই আদেশ, ইহাই শাস্ত্র, ইহাই মন্ত্র, তাঁহাদের পক্ষে সমাজে না যাওয়াই একেবারে সোজা সোজি পাপ; ইহার মধ্যে আর অতএব, চিন্তা,

মুক্তি নাই [illegible] সেই পরিবারের আদর্শ, সেই বস্তুর [illegible] মাত্র। ধর্ম কি? ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা ও আদেশ। তাঁহার ইচ্ছা সমস্ত পৃথিবী একত্র হইয়া এক পরিবার হইবে। সুতরাং ধর্ম্মই সামাজিক। তিনি বলিলেন "একত্র হও" সুতরাং ইহাই ধর্ম্ম।

লোকে চির কাল আপনাপন উন্নতি সাধনকে ধর্ম্ম বলিয়া আসিয়াছে, সেইজন্য আপনাপন উন্নতি চেষ্টাকেই স্বভাবের প্রয়োজনসাধন না বলিয়া আমাদের ধর্ম্মকে সহজজ্ঞান মূলক বলিবে কেন?

ভাল হওয়া মানে সকলের ভাল হওয়া। আমার ভাল হওয়া মানেই অন্যের ভাল আকাঙ্ক্ষা করা। আমি ভাল হইব অন্যে ভাল হইবে না ইহা মনে করিলেই চড়াৎ করিয়া লাগে। এইরূপ ইচ্ছা থাকিলে আর আমার ভাল হওয়া হইল না। সুতরাং ধর্ম্ম অস্বাভাবিক হইল। আমাদের এই দেশে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করাও যোগ সাধনের চেষ্টা প্রবল থাকিলেও সময়ে সময়ে কৃষ্ণ, চৈতন্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমে উপস্থিত হইয়া এই ভাব উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন জাতির মধ্যেই ধর্ম্মের ভাব লোক বিশেষে বদ্ধ থাকে না, জন সাধারণে ছড়াইয়া পড়িবার চেষ্টা পায়। য়িহুদিগণ স্বজাতিকে ঈশ্বরের রক্ষা বিশ্বাস করিয়া তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ দলস্থদিগের উন্নতি প্রয়াসী। এমন কি ইহাঁদের মতে যাঁহারা ইহাঁদের বিপক্ষ নহেন তাঁহারাই তাঁহাদের দলস্থ।

"বিধানের বাহিরের লোকেরই অনন্ত নরক। আমাদের [illegible] ভূমি এই বিষয়ে আরও সার্ব্বভৌমিক। যাহারা আমাদের দলস্থ নয় তাহারাও এই পরিবারের অন্তর্গত। যদিচ তাহারা কি বলিতেছে তাহা জানে না। য়িহুদি ও খৃষ্টানদিগের ঈশ্বরতন্ত্র রাজ্য আর আমাদের আদর্শ পিতার পরিবার। রাজ্যের বাহিরেও দেশ থাকে, সুতরাং ইহুদি ও খৃষ্টানদিগের মতে এবং মুসলমানদিগের কাফের আছে আমাদের মতে তাহা নাই। সমস্ত পৃথিবী আসিয়া এক পরিবার ভুক্ত হইল। রাজ্যের ভিত্তি নীতি ও নিয়ম, পরিবারের ভিত্তি ভূমি প্রেম। তাঁহার ইচ্ছা প্রতি পালন করুক আর নাই করুক, তথাপি এক পরিবারের লোক। নিতান্ত বদমায়েস, অধার্ম্মিক হইলেও পিতার ছেলে, এক পরিবারের লোক। ইহা যে প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া লইল তাহার পক্ষে সামাজিক উপাসনা ধর্ম্ম, অন্যথা অধর্ম্ম। যেখানে সব পৃথিবী এক করা তাহার উদ্দেশ্য সেখানে সে যত অধিক লোক পাইবে তাহাদের সঙ্গে গিয়া মিলিবেই। যে সে আদর্শে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার পক্ষে ২০০ শত লোক সমবেত দেখিলে সে স্থানে দৌড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম আদর্শে বসিয়া আছেন। অন্তরের অনুরূপ অথবা ছায়া যে স্থানে তিনি দেখিবেন সে স্থানে তিনি যাইবেনই।

উপসংহার—তাঁর ইচ্ছাই আমাদের ধর্ম্ম। সেই ইচ্ছা আমরা পূর্ণ করিব অন্যে পূর্ণ করিবে। তাঁহার ইচ্ছা সকলে একত্র হইয়া এক পরিবার হই। পরিবারের বন্ধন পিতা। পিতা ছাড়া পরিবার হইতে পারে না। সকলে পিতা মাতার চরণাশ্রয়ে বসিয়া কুশলে থাকিব ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। "ঠিক যেন এক পরিবার" ইহার মানে সকলে মিলে একত্র থাকে, পিতা মাতার সেবা করে, চরণে প্রণত হয় ও আজ্ঞাবহ থাকে। ব্রাহ্মের ইহাই ধর্ম্ম। সামাজিক উপাসনা এই ধর্ম্মের সাধন।

সংবাদ।

শ্রীমতী কুমারী কলেট বর্ত্তমান বর্ষের "ব্রাহ্ম ইয়ার বুক" বাহির করিয়াছেন। ইনি এই প্রাচীন বয়সে ভগ্ন শরীরে যেরূপ উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের জন্য পরিশ্রম করেন তাহা ব্রাহ্মমাত্রেরই অনুকরণীয়। এবারকার পুস্তকে টাউনহলের বক্তৃতা দুইটীর বিষয় উল্লেখ করা হয় নাই কেন বুঝা গেল না।

বিগত ৯ই অগ্রহায়ণ রবিবারে মুদিয়ালী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী দেব স্বীয় পুত্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে একটী অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১১ই মঙ্গলবারে তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসব হয়, তদুপলক্ষে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ন্যায় কুঞ্জ বাবুর ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

১১ই মাঘ নিকটবর্ত্তী, ভরসা করি প্রচারক মহাশয়গণ যথা সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন।

আগামী উৎসবের মধ্যে কয়েক খানি নূতন পুস্তক বাহির হইবে। সঙ্গীত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইতেছে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

বিগত শনিবার ও রবিবার অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবসদ্বয়ে যখন যে যে সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত আপনার পাঠকবর্গের বিদিতার্থে নিম্নে প্রকাশিত হইল, আবশ্যক বোধ করেন ত ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১৫ শনিবার অপরাহ্ণ প্রায় ৩টার সময় নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। সংকীর্ত্তন বাহির হইবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয়

আচার্য্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী (এম, এ) সংক্ষেপে একটী সুন্দর প্রার্থনা করেন। সে সময় চারিদিক হইতে দামামা ও জয়ঢোল (শিঙ্গা) নিনাদিত ও শঙ্খ ও ঘণ্টা-রবে বাঙ্গালী টোলা প্রকম্পিত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে শত শত লোকের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" ব্রহ্ম স্তোত্রে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুঙ্গের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এই সময়ে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। প্রার্থনান্তে মধুর মৃদঙ্গ সহযোগে সুমধুর নূতন নগর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সংকীর্ত্তন গাইতে গাইতে প্রায় ৩ ঘণ্টা কাল সমস্ত নগর বেষ্টন করা হয়। প্রায় ৭টার সময় সকলে নাচিতে নাচিতে গাইতে গাইতে ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

ক্ষণ কাল পরেই মন্দিরটী লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। আচার্য্য গম্ভীর ভাবে সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা করিলে পর পুণ্ডরীকাক্ষ বাবু কএকটী সুললিত গান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিলেন।

রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনা অতীব সুমধুর ও হৃদয় ভেদী হইয়াছিল। ঈশ্বর প্রেম সম্বন্ধে শিবনাথ বাবুর উপ-দেশটী এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাহা শুনিয়া অনেকে অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন না।

মধ্যাহ্নে ৩। ৪ শত দুঃখী লোককে শীত বস্ত্র, অন্ন ও পয়সাদি বিতরণ করা হইয়াছিল।

তৎপরে যোগ সাধন সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ আলোচনা হয়। ভাগলপুরের কয়েকটী প্রধান ব্রাহ্ম বন্ধু রবিবার প্রাতঃকালে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে অনেক কথা বার্ত্তার পর সংকীর্ত্তনাদি হইয়া সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। শিবনাথ বাবু "ব্রহ্মানুরাগ" সম্বন্ধে এ সময় একটী অপূর্ব্ব উপদেশ দিয় ছিলেন। বড় সুখের বিষয় যে হিন্দুসমাজের প্রধান প্রধান লোক মাত্রেই এই উৎসব ক্ষেত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া অশেষ উপকার সাধন করিয়া-ছিলেন। মিত্রভাবে আমরা হিন্দুসমাজের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মানুরাগে যত সম্মিলিত হইতে পারিব, যত সদ্দৃষ্টান্ত ও ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং স্বদেশের হিতৈষিতার পরিচয় দিতে পারিব ততই মঙ্গল ততই মুক্তি। ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া যে এক অদ্ভুত জীব আমরা তাহা নয় আমাদের ধর্ম্ম যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় তাহা হইলে সেই ধর্ম্মানুরাগও সর্ব্বোচ্চ হওয়া চাই। স্বধর্ম্মাবলম্বিকে প্রেম করা স্বাভাবিক অথবা মতাবলম্বীর সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করা সুখদ, কিন্তু যাঁহাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে মিল নাই তাঁহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রেমের যথার্থ পরীক্ষা হয়। মতের মানুষ আমরা অনেক পাইয়াছি এখন প্রকৃত "ভাবের মানুষ' চাই, মনের মানুষ চাই, হৃদয়বন্ধু চাই, ধর্ম্মমিত্র চাই। সাধারণ ভাবে ভারত সমাজ উপকৃত হয় তজ্জন্য সকল ব্রাহ্মসমাজকে বদ্ধ-পরিকর হইতে হইবে। সেইরূপ আয়োজন করা চাই। "আমার মত" "তোমার মত" কেবল কহিলে চলিবে না। সাধন চাই, ভজন চাই, নিষ্ঠা চাই, অনুরাগ চাই, উদারতা চাই, ও ভারতের মঙ্গল চাই। এত অভাব থাকিতে আমরা বাস্তবিক কি করিতেছি? ভাবিলে হৃদয় শোকে দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠে!

শ্রীবেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

বিজ্ঞাপন।

সূচী পত্র।

নির্ঘণ্ট।

এই পাক্ষিক পত্রিকা কলিকাতা ৩ নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে ১৬ই পৌষ শ্রীগিরিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।